# প্রবাসী ম্যানুয়েল

"মুজিব বর্ষের আহবান
দক্ষ হয়ে বিদেশ যান"

## প্রবাসীকল্যাণওবৈদেশিককর্মসংস্থানমন্ত্রণালয়

Funded by
the European Union

IOM
UN MIGRATION

Technical assistance
provided by IOM

# প্রবাসী ম্যানুয়েল

চতুর্থ সংস্করণ

বিভিন্ন সময়ে জারীকৃত অভিবাসন এবং বৈদেশিক কর্মসংস্থান সম্পর্কিত
আইন, বিধি, নীতিমালা, প্রজ্ঞাপন, সার্কুলার ও নির্বাহী আদেশ এর সংকলন

**সম্পাদনা পরিষদঃ**
খাদিজা বেগম, অতিরিক্ত সচিব, নীতি ও গবেষণা
নাসরীন জাহান, যুগ্মসচিব, দপ্তর ও সংস্থা
শেখ মুহাম্মদ রেফাত আলী, উপসচিব, নীতি ও গবেষণা

**প্রকাশনা ও সর্বস্বত্বঃ**
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

**প্রকাশকালঃ**
১৭ মার্চ, ২০২০

**মুদ্রণ ও প্রচ্ছদ অলংকরণঃ**
এ্যাডফেয়ার ডিজাইন এন্ড সাপ্লাই

**সহযোগিতাঃ**
আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা (আইওএম), বাংলাদেশ

---

আইওএম এই মূলনীতিতে বিশ্বাসী যে, মানবিক ও নিয়মতান্ত্রিক অভিবাসন সকলের জন্য কল্যাণ বয়ে আনে। একটি আন্তঃরাষ্ট্রীয় সংগঠন হিসেবে আইওএম, আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে এর সহযোগীদের নিয়ে অভিবাসন কার্যক্রমের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সহায়তা, অভিবাসনের বিভিন্ন বিষয়ে গভীর ধারণা সৃষ্টি, অভিবাসনের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে উৎসাহ প্রদান এবং অভিবাসীদের মানবিক মর্যাদার প্রতি যথাযথ সম্মান ও তাদের কল্যাণের লক্ষ্যে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে।

এই প্রকাশনাটি ইউরোপীয় ইউনিয়নের আর্থিক সহায়তায় ও আইওএম-এর সহযোগিতায় প্রকাশিত। প্রকাশিত মতামত আইওএম ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের নিজস্ব অভিমত নয়।

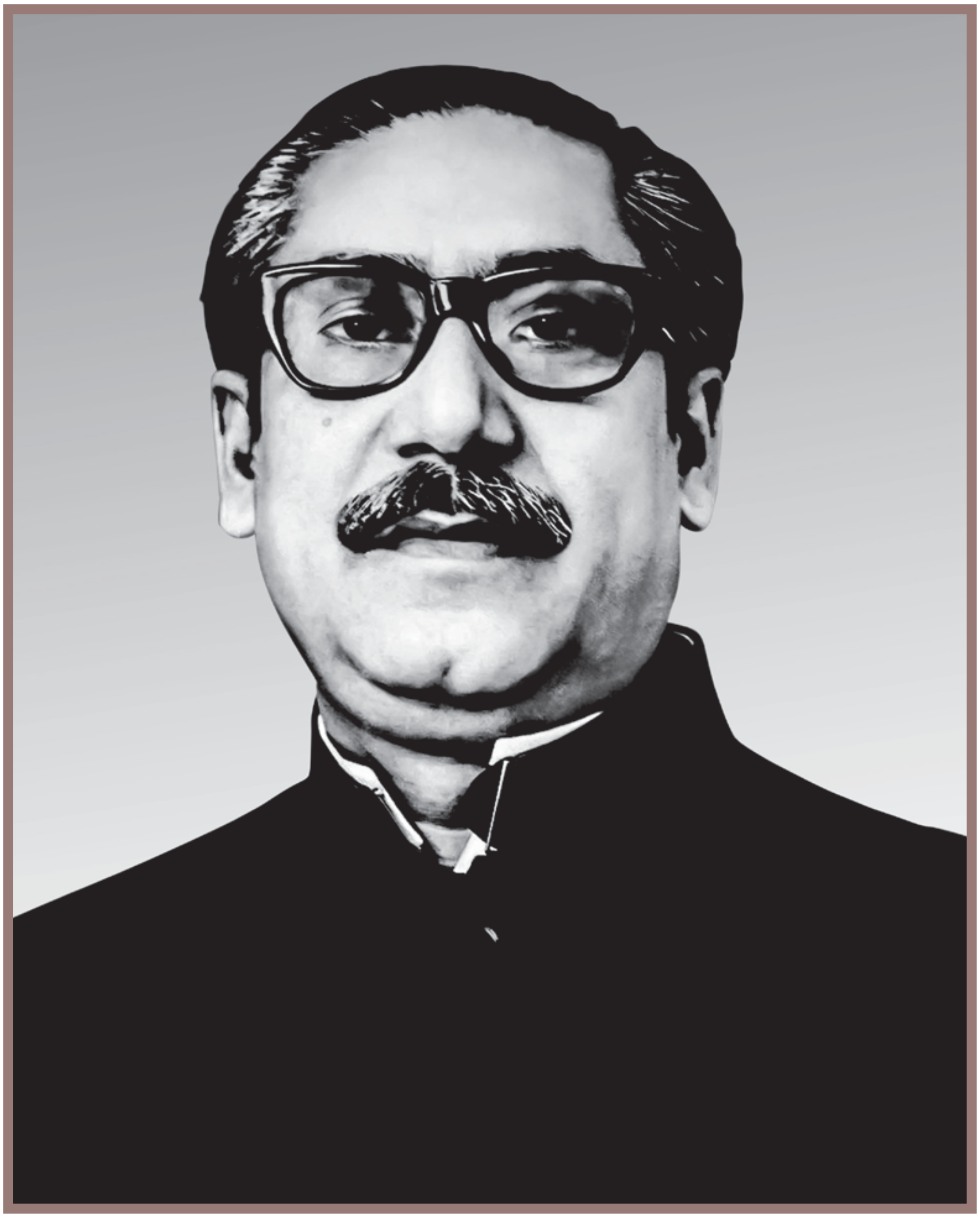

"..... আছে শুধু আমার মানুষের একতা, আছে তাদের ঈমান, আছে তাদের শক্তি। এই মনুষ্য শক্তি নিয়েই এই বাংলাকে নতুন করে গড়ে তুলতে চাই।"

-জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

"প্রতি উপজেলা থেকে গড়ে ১ হাজার যুব বা যুব মহিলাকে বিদেশে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হবে।

বিভিন্ন দেশে আরও বেশী সংখ্যক প্রশিক্ষিত কর্মী প্রেরণের এবং তাদের শ্রমলব্ধ অর্থের আয়বর্ধক ও লাভজনক বিনিয়োগ নিশ্চিতকরণ সম্পর্কিত নীতি-পরিকল্পনা বাস্তবায়ন অব্যাহত রাখা হবে।

বিদেশে যাওয়ার সময় নমনীয় শর্ত ও সুদে এবং দেশে ফেরার পর স্থায়ী কর্মসংস্থানের জন্য প্রয়োজনীয় ঋণ প্রদান সুনিশ্চিত করা হবে।"

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

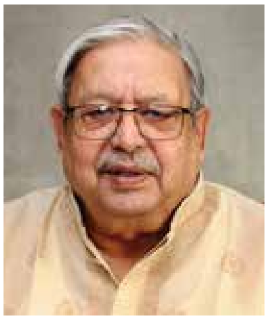

**মন্ত্রী**
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

০৩ চৈত্র ১৪২৬
১৭ মার্চ ২০২০

সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় এগিয়ে চলেছে আজকের বাংলাদেশ। লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে অর্জিত এ দেশের স্বাধীনতা সম্পর্কে বলতে গিয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন-'এ স্বাধীনতা আমার পূর্ণ হবে না যদি এ দেশের মানুষ যারা আমার যুবক শ্রেণী আছে তারা চাকুরি না পায় বা কাজ না পায়'। স্বাধীনতার পূর্ণতা অর্জনের ব্রত নিয়ে চাকুরির ক্ষেত্রকে দেশের গন্ডির বাইরে বিস্তৃত করে নিয়মিত, নিয়মতান্ত্রিক ও নিরাপদ অভিবাসন নিশ্চিত করতে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় নিরবচ্ছিন্ন কাজ করে যাচ্ছে। মুজিব শতবর্ষে 'প্রবাসী ম্যানুয়েল' পাঠকদের হাতে তুলে দিতে পেরে আমরা আনন্দিত।

আইন-কানুন সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা না থাকায় এদেশের অনেকে বিদেশে কাজ করতে গিয়ে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। অনেকেই ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও অভিবাসীদের সহযোগিতা করতে পারেন না। অথচ অভিবাসন নিয়ে কাজ করতে হলে সকলেরই এ সংক্রান্ত আইন-কানুন, বিধি-বিধান ইত্যাদি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকা অপরিহার্য। নীতি-নির্ধারক, গবেষক, রিক্রুটিং এজেন্ট, শ্রম কাউন্সেলর- সকলেই হাতের কাছে এমন একটি বই চান, যেখানে প্রয়োজনীয় আইনী তথ্য পাওয়া যায়। সেবিবেচনায় 'প্রবাসী ম্যানুয়েল' নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবীদার।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানের ২১(১) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, সংবিধান ও আইন মান্য করা, শৃঙ্খলা রক্ষা করা, জাতীয় সম্পত্তি রক্ষা করা প্রত্যেক নাগরিকের নাগরিক দায়িত্ব। কেবল সাংবিধানিক দায়িত্ব হিসেবেই নয়, নিজের প্রয়োজনেই সবার জন্য আইন ও বিধিবিধান জানা জরুরি বলে আমি মনে করি। এদেশে এখন প্রায় প্রতিটি ঘরেই কেউ না কেউ বিদেশে কাজ করে। যুব সমাজের অনেকেই বিদেশ গিয়ে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার স্বপ্ন দেখে। অভিবাসী কর্মীদের কেউ বিদেশে গিয়ে সমস্যার সম্মুখীন হলে পরিবারের সদস্যরা করণীয় বুঝে উঠতে পারেন না। 'প্রবাসী ম্যানুয়েল' সবাইকে আইন জেনে সচেতন হতে সহায়ক হিসেবে কাজ করবে।

বর্তমান সরকার প্রবাসীদের কল্যাণ ও তাঁদের অধিকার অক্ষুন্ন রাখতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। পরিবর্তনশীল বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে অভিবাসী কর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বিগত বছরগুলোতে বেশ কিছু আইন, বিধিবিধান প্রণয়ন করা হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকেও নীতিমালা, প্রজ্ঞাপন, অফিস আদেশ ইত্যাদি জারী করা হচ্ছে। নতুন আইন বা বিধিমালা প্রণয়নের ফলে স্বাভাবিকভাবেই পূর্ববর্তী কিছু আইন বা বিধিমালা রহিত করা হয়েছে। পরিপ্রেক্ষিতে, বিদ্যমান 'প্রবাসী ম্যানুয়েল' সময়োপযোগী করা জরুরি ছিল। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের নীতি ও গবেষণা অনুবিভাগ এক্ষেত্রে অত্যাবশ্যক ভূমিকা পালন করেছে।

এ রকম একটি প্রয়োজনীয় বই প্রকাশের জন্য আমি সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

**ইমরান আহমদ, এমপি**

**সচিব**
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

০৩ চৈত্র ১৪২৬
১৭ মার্চ ২০২০

বর্তমান সরকারের রূপকল্প ২০২১, রূপকল্প ২০৪১ এবং ডেলটা প্যান ২১০০ এর পাশাপাশি জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১০.৭ অর্জনের লক্ষ্যে পরিকল্পিত ও সুষ্ঠু অভিবাসন নীতিমালা বাস্তবায়নের জন্য প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। 'প্রবাসী ম্যানুয়েল' এর চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশনা এমনই একটি উদ্যোগ। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবর্ষে এ প্রকাশনাকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। আশা করা যায় যে, এর ফলে অংশীজনেরা সুশৃঙ্খল, নিরাপদ, নিয়মিত ও দায়িত্বশীল উপায়ে জনগণের অভিবাসন ও যাতায়াত সহজতর করতে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা পাবেন।

বিগত বছরগুলোতে এ মন্ত্রণালয় গুরুত্বপূর্ণ অনেকগুলো আইন-কানুন, বিধি-বিধান ও নীতিমালা জারী করেছে। অতিসম্প্রতি বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী (রিক্রুটিং এজেন্ট শ্রেণিবিভাগ) বিধিমালা, ২০২০ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী (লাইসেন্স ও আচরণ) বিধিমালা, ২০১৯ প্রণয়ন করা হয়েছে। কেবল ২০১৯ সালেই জাতীয় শ্রম অভিবাসন ফোরাম সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন, বিদেশ গমনেচ্ছু বাংলাদেশী কর্মীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা সংক্রান্ত নীতিমালা, ২০০৮ (সংশোধিত, ২০১৯) প্রকাশ করা হয়েছে। বৈধ উপায়ে রেমিট্যান্স প্রেরণের বিপরীতে প্রণোদনা/ নগদ সহায়তা প্রদানের নীতিমালা, ২০১৯ এর মত বাংলাদেশ ব্যাংক ও অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের কিছু ডকুমেন্ট রয়েছে, যা অভিবাসনের জন্য  গুরুত্বপূর্ণ। সংশ্লিষ্টদের সুপারিশের আলোকে এবারের প্রকাশনায় এমন অনেককিছুই অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

দৈনন্দিন কর্মজীবনে বইটির কার্যকারিতা উপলব্ধি করে দ্রুততার সাথে 'প্রবাসী ম্যানুয়েল' প্রকাশ করা হয়েছে। বইটি প্রকাশের প্রতিটি ধাপে আমরা এ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছি। গবেষণা অনুবিভাগের সদস্যবৃন্দ আন্তরিকভাবে বইটির জন্য নিরলস পরিশ্রম করেছেন। মন্ত্রণালয়ের অনুবিভাগ, অধিশাখা ও শাখার কর্মকর্তাদের পাশাপাশি বিএমইটি, ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড, বোয়েসেল ও প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের অনেক কর্মকর্তা কর্মশালায় প্রত্যক্ষ অংশ নিয়ে এ প্রকাশনাকে সমৃদ্ধ করেছেন। আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা (আইওএম) এ বইটি প্রকাশের ক্ষেত্রে সার্বিক সহযোগিতা করেছেন। বইটি প্রকাশের জন্য ইউরোপীয় ইউনিয়ন প্রয়োজনীয় আর্থিক সহযোগিতা দিয়ে এগিয়ে এসেছেন। সকলের সমন্বিত উদ্যোগে 'প্রবাসী ম্যানুয়েল' প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে। আমি সকলকে এ জন্য আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মী, পৃথিবীর নানা প্রান্তে অবস্থানরত প্রবাসী কর্মী, বিদেশ প্রত্যাগত কর্মী, তাঁদের পরিবারের সদস্যবৃন্দ এবং সকল পর্যায়ের অংশীজনেরা এ 'প্রবাসী ম্যানুয়েল' থেকে উপকৃত হবেন বলে আমি বিশ্বাস করি।

Md. Salim Reza
**মোঃ সেলিম রেজা**

**নীতি ও গবেষণা অনুবিভাগ**
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

০৩ চৈত্র ১৪২৬
১৭ মার্চ ২০২০

# সম্পাদকীয়

মুজিব শতবর্ষে অভিবাসন, বৈদেশিক কর্মসংস্থান, অভিবাসী কল্যাণের মত গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রের আবশ্যকীয় আইন, বিধি, নীতি, প্রজ্ঞাপনের সংকলণ 'প্রবাসী ম্যানুয়েল' চতুর্থ সংস্করণ পাঠকদের কাছে পৌঁছে দিতে পেরে আমরা এ কার্যক্রমের সাথে জড়িত সকলের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

সর্বশেষ ২০১৫ সালে 'প্রবাসী ম্যানুয়েল' এর তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল। নিরাপদ অভিবাসন নিশ্চিত করতে পরবর্তী সময়ে মন্ত্রণালয় ও এর অধীনস্থ দপ্তরসমূহ থেকে অনেকগুলি বিধি-বিধান, অফিস আদেশ ইত্যাদি জারী করা হয়েছে, যা অংশীজনের জন্য জানা প্রয়োজন ছিল। আবার নতুন বিধি-বিধানের ফলে অনেক কিছুই রহিত হয়েছে, যা সংকলণে থাকায় সংশ্লিষ্টরা বিধি-বিধান বাস্তবায়ন কার্যক্রমে কখনও কখনও দ্বিধান্বিত হয়েছেন। এ বিবেচনায় প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও পরিমার্জন করে এ চতুর্থ সংস্করণটি প্রকাশ করা হয়েছে। এছাড়াও প্রয়োজনীয় তথ্য দ্রুততার সাথে প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে এবারের সংস্করণে অধ্যায়ভিত্তিক সূচিপত্র ও প্রতিপৃষ্ঠায় সংক্ষিপ্ত শিরোনাম যুক্ত করা হয়েছে।

স্বল্প সময়ে এ বইটি সম্পাদনা করতে গিয়ে আমরা অনেকের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহায়তা পেয়েছি। বিশেষ করে, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর পৃষ্ঠপোষকতায় সচিব মহোদয় সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে এ বইটি প্রকাশ করায় আমি তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। 'প্রবাসী ম্যানুয়েল' এর জন্য নীতি ও গবেষণা অনুবিভাগ আইওএম এর সহায়তায় মন্ত্রণালয় ও এর অধীনস্থ দপ্তরসমূহের কর্মকর্তাদের নিয়ে একটি কর্মশালা আয়োজন করেছিল। এ কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের গুরুত্বপূর্ণ মতামত এ প্রকাশনার মান বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। প্রতিটি অনুবিভাগ, অধিশাখা, শাখা ও দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তাদের পাশাপাশি আইওএমের যাঁরা এ প্রকাশনার সাথে সার্বক্ষণিক সম্পৃক্ত ছিলেন, তাঁদের আমি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি।

নির্ভুলভাবে বইটি প্রকাশ করতে গিয়ে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করা হলেও এ সংস্করণে কিছু মুদ্রণ ত্রুটি থেকে যেতে পারে। অনিচ্ছাকৃত এ ত্রুটির জন্য আমরা আন্তরিকভাবে ক্ষমাপ্রার্থী। 'প্রবাসী ম্যানুয়েল' পাঠকদের উপকারে আসলে আমাদের সকল শ্রম স্বার্থক হবে।

**খাদিজা বেগম**
অতিরিক্ত সচিব

# সূচিপত্র

## অধ্যায় ০১

**প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান**

**রুলস অব বিজনেস, সংসদীয় স্থায়ী কমিটি ও আইন**


| | | |
|---|---|---|
| ১.১ | রুলস অব বিজনেসে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের Allocation of Business | ০১ |
| ১.২ | “প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি” গঠন সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি | ০২ |
| ১.৩ | বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন, ২০১৩ | ০৩ |
| ১.৪ | The Overseas Employment and Migrant Act 2013 (Draft translation) | ১৫ |
| ১.৫ | বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন, ২০১৩’ এর ধারা-৭ নির্দিষ্টকরণ | ২৫ |
| ১.৬ | ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড আইন, ২০১৮ | ২৬ |
| ১.৭ | প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক আইন, ২০১০ | ৩৩ |
| ১.৮. | প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক আইন, ২০১০ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন (ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর ৪৪ ধারা) | ৪০ |
| ১.৯. | প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক আইন, ২০১০ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন (ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর ৪৪ ও ৪৫ ধারা) | ৪১ |
| ১.১০. | প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক আইন, ২০১০ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন (পরিশোধিত মূলধন সংক্রান্ত) | ৪২ |
| ১.১১ | Foreign Exchange Regulation(Amendment) Act, 2015 | ৪৩ |
| ১.১২ | মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন, ২০১২ | ৪৯ |
| ১.১৩ | The Prevention and Suppression of Human Trafficking Act, 2012 | ৬২ |
| ১.১৪ | মানি লন্ডারিং আইন প্রতিরোধ আইন, ২০১২ | ৭৯ |
| ১.১৫ | মানি লন্ডারিং আইন প্রতিরোধ (সংশোধন) আইন, ২০১৫ | ৯৩ |

## অধ্যায় ০২

**প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান**

**বিধি ও প্রবিধান**


| | | |
|---|---|---|
| ২.১ | বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী (রিক্রুটিং এজেন্ট শ্রেণিবিভাগ) বিধিমালা, ২০২০ | ১০১ |
| ২.২ | বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী (রিক্রুটিং এজেন্ট লাইসেন্স ও আচরণ) বিধিমালা, ২০১৯ | ১০৮ |
| ২.৩ | বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১৭ | ১১৯ |
| ২.৪ | প্রবাসী কর্মীদের কল্যাণার্থে “ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ তহবিল” গঠন ও তদসংক্রান্ত বিধিমালা (১৯৯০ সালে প্রণীত) | ১২৮ |
| ২.৫ | “ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ তহবিল” গঠন ও তদসংক্রান্ত বিধিমালার সংশোধন (দূতাবাসের কল্যাণ তহবিল শ্রম উইং হতে পরিচালনা) প্রজ্ঞাপন | ১৩১ |
| ২.৬ | “ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ তহবিল” গঠন ও তদসংক্রান্ত বিধিমালার সংশোধন (প্রবাসী বাংলাদেশী কর্মীদের কল্যাণার্থে হোস্টেল কাম ব্রিফিং সেন্টার স্থাপন) প্রজ্ঞাপন | ১৩২ |
| ২.৭ | ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ তহবিল (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) নিয়োগ ও চাকুরী বিধি প্রবিধানমালা, ২০০৪ | ১৩৪ |
| ২.৮ | ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ তহবিল (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) নিয়োগ ও চাকুরী বিধি প্রবিধানমালা, ২০০৪ (সংশোধিত ২০১০) | ১৫২ |

## অধ্যায় ০৩

## প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান

### নীতি ও কর্মপরিকল্পনা


| | | |
|---|---|---|
| ৩.১ | প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান নীতিমালা, ২০১৬ | ১৬১ |
| ৩.২ | প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান বিষয়ক জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন | ১৮৫ |
| ৩.৩ | জাতীয় শ্রম অভিবাসন ফোরাম সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন | ১৮৭ |
| ৩.৪ | বৈধ উপায়ে রেমিট্যান্স প্রেরণের বিপরীতে প্রণোদনা/ নগদ সহায়তা প্রদানের নীতিমালা (৬ আগস্ট ২০১৯) | ১৯০ |
| ৩.৫ | রেমিট্যান্স প্রেরণকারী প্রবাসী বাংলাদেশীদের বিশেষ নাগরিক সুবিধা প্রদান নীতিমালা, ২০০৮ | ১৯৪ |
| ৩.৬ | অভিবাসন ও দক্ষতা উন্নয়ন তহবিল পরিচালনা নীতিমালা, ২০১০ | ১৯৮ |
| ৩.৭ | বিদেশ গমনেচ্ছু বাংলাদেশী কর্মীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা সংক্রান্ত নীতিমালা, ২০০৮ (সংশোধিত, ২০১৯) | ২০২ |
| ৩.৮ | বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (অনিবাসী বাংলাদেশি) নির্বাচন নীতিমালা, ২০১৮ | ২১২ |
| ৩.৯ | বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (অনিবাসী বাংলাদেশি) এর তালিকা (গেজেট মে ১০, ২০১৮) | ২১৭ |
| ৩.১০ | শ্রম কল্যাণ উইংসমূহে কর্মকর্তা/ কর্মচারী নিয়োগ/ পদায়ন সংক্রান্ত নীতিমালা, ২০১৯ | ২২৩ |
| ৩.১১ | জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো ও এর আওতাধীন দপ্তরসমূহের কর্মকর্তা/কর্মচারি বদলী/পদায়ন নীতিমালা, ২০১৯ | ২২৬ |
| ৩.১২ | ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের এ্যাম্বুলেন্স ব্যবহার নীতিমালা, ২০১৮ | ২২৯ |
| ৩.১৩ | হাউজকিপিং প্রশিক্ষণ পরিচালনার সংশোধিত নীতিমালা, সেপ্ট ২০১৭ | ২৩২ |
| ৩.১৪ | সৌদি আরবসহ মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য দেশে মহিলা গৃহকর্মী প্রেরণ নীতিমালা | ২৩৫ |
| ৩.১৫ | জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল (এনএসএসএস) বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিকল্পনা | ২৩৭ |
| ৩.১৬ | জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল (এনএসএসএস) এর অধীন প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের জেন্ডার স্ট্র্যাটেজি ও কর্মপরিকল্পনা | ২৪১ |

## অধ্যায় ০৪

## প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান

### অফিস আদেশ, প্রজ্ঞাপন ও পরিপত্র


| | | |
|---|---|---|
| ৪.১ | প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অনুবিভাগ, অধিশাখা ও শাখার পুনর্বিন্যাসকৃত কার্যবন্টন | ২৪৯ |
| ৪.২ | ভিজিলেন্স টাস্কফোর্স পুনঃগঠন সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন | ২৬৮ |
| ৪.৩ | মন্ত্রণালয়ের চাহিত তথ্যাদি প্রেরণ | ২৭০ |
| ৪.৪ | বিদেশগামী বাংলাদেশী কর্মীদের জন্য বাধ্যতামূলক বীমা ব্যবস্থা | ২৭১ |
| ৪.৫ | রিক্রুটিং এজেন্সীসমূহের জামানত, লাইসেন্স ফি ও নবায়ন ফি পুনঃনির্ধারণ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন | ২৭৩ |
| ৪.৬ | নতুন রিক্রুটিং লাইসেন্সের জামানত বিভাজন | ২৭৪ |
| ৪.৭ | রিক্রুটিং এজেন্সী কর্তৃক প্রতিরক্ষা সঞ্চয়পত্র প্রদানের পরিবর্তে ব্যাংক গ্যারান্টির মাধ্যমে জামানত গ্রহণ করায় জটিলতা | ২৭৫ |
| ৪.৮ | যুক্তিসঙ্গত অভিবাসন ব্যয়ে অভিবাসন প্রক্রিয়া সম্পন্নকরণের লক্ষ্যে অফিস আদেশ | ২৭৬ |
| ৪.৯ | ১৪টি দেশভিত্তিক সার্ভিস চার্জ ও অভিবাসন ব্যয় নির্ধারণ সংক্রান্ত অফিস আদেশ | ২৭৮ |
| ৪.১০ | সিঙ্গাপুরে কর্মী প্রেরণে অভিবাসন ব্যয় নির্ধারণ সংক্রান্ত অফিস আদেশ | ২৭৯ |
| ৪.১১ | বিদেশ গমনেচ্ছুকর্মীদের নিবন্ধন কার্যক্রম | ২৮১ |
| ৪.১২ | বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীদের জন্য বিকাশ, সিওর ক্যাশ ও রকেট এর কর্তৃপক্ষের সাথে চুক্তি সম্পাদনের অনুমোদন | ২৮২ |

| | | |
|---|---|---|
| ৪.১৩ | বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীদের জন্য "নগদ" এর কর্তৃপক্ষের সাথে চুক্তি সম্পাদনের অনুমোদন | ২৮৩ |
| ৪.১৪ | সরকারী ডাটাবেজ হতে কর্মী নিয়োগ আবেদন নিষ্পত্তির সময়সীমা | ২৮৪ |
| ৪.১৫ | বিএমইটির কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য নথি অগ্রায়নের নির্দেশনা সম্বলিত অফিস আদেশ (২৫.০৭.২০১৯) | ২৮৫ |
| ৪.১৬ | বিদেশের নিয়োগকর্তা কর্তৃক বাংলাদেশি কর্মী নিয়োগের উদ্দেশ্য সত্যায়নের নিমিত্ত বাংলাদেশ দূতাবাসে জমাকৃত চাহিদাপত্র (Demand Letter) সম্পর্কে মন্ত্রণালয়/বিএমইটি-কে অবহিতকরণ | ২৮৬ |
| ৪.১৭ | স্ব-উদ্যোগে একক ভিসায় বিদেশ গমনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশ দূতাবাসের সত্যায়ন | ২৮৭ |
| ৪.১৮ | অপ্রচলিত দেশসমূহে একক ভিসায় চাকুরী নিয়ে গমনেচ্ছু পুরুষ কর্মীকে বহির্গমন ছাড়পত্র প্রদানের ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়ের পূর্বানুমতি | ২৮৮ |
| ৪.১৯ | দক্ষ ক্যাটাগরীতে ন্যুনতম ৩০% কর্মী প্রেরণ | ২৮৯ |
| ৪.২০ | মঙ্গা পীড়িত এলাকার কর্মীদের বৈদেশিক কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে ০৪% কোটা নির্ধারণ | ২৯০ |
| ৪.২১ | বিদেশগামী নারী কর্মীদের অধিকতর সুরক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ সংক্রান্ত পরিপত্র | ২৯১ |
| ৪.২২ | মহিলা কর্মীদের বহির্গমন ছাড়পত্র প্রদানের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় নির্দেশনা সংক্রান্ত অফিস আদেশ | ২৯৩ |
| ৪.২৩ | মহিলা গৃহকর্মীদের বিদেশ গমনের অনুমতি প্রদান | ২৯৫ |
| ৪.২৪ | নতুন রিক্রুটিং এজেন্সির জন্য জামানতের মেয়াদ নির্ধারণ | ২৯৬ |
| ৪.২৫ | তদন্তাধীন অবস্থায় রিক্রুটিং লাইসেন্স নবায়ন | ২৯৭ |
| ৪.২৬ | রিক্রুটিং এজেন্সীর লাইসেন্স নবায়নের জন্য প্রেরিত সুপারিশ/প্রতিবেদনে রিক্রুটিং এজেন্ট আচরণ ও লাইসেন্স বিধিমালার ৭(৪) বিধি অন্তর্ভূক্তকরণ | ২৯৮ |
| ৪.২৭ | ২০১০-২০১১ অর্থ বছর হতে রিক্রুটিং এজেন্সীর বিভিন্ন ফি এর উপর ১৫% হারে ভ্যাট ধার্য্য | ২৯৯ |
| ৪.২৮ | 'বাছাই অনুমতি ব্যতিত কোন রিক্রুটিং এজেন্টকে নিয়োগানুমতি প্রদান করা হবে না' মর্মে পরিপত্র-১ | ৩০০ |
| ৪.২৯ | বাছাই অনুমতি ব্যতীত রিক্রুটিং এজেন্সিকে নিয়োগানুমতি ও ডাটাবেইজের বাহির থেকে কর্মী নিয়োগে বিধিনিষেধ ইত্যাদি সংক্রান্ত পরিপত্র-২ | ৩০১ |
| ৪.৩০ | দূতাবাসের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার স্বাক্ষর ও সীল জালিয়াতি করে দাখিলের ক্ষেত্রে এজেন্সীর দায়দায়িত্ব সংক্রান্ত পরিপত্র | ৩০২ |
| ৪.৩১ | পত্রযোগাযোগে রিক্রুটিং এজেন্সীর সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের পক্ষে অন্য কারো স্বাক্ষর না দেয়া সংক্রান্ত অফিস আদেশ | ৩০৩ |
| ৪.৩২ | নির্ধারিত নবায়ন ফি এর অতিরিক্ত ১০০% বিলম্ব ফি আদায় করতে হবে মর্মে প্রজ্ঞাপন | ৩০৪ |
| ৪.৩৩ | রিক্রুটিং এজেন্সীর নিয়োগানুমতি সত্যায়ন | ৩০৫ |
| ৪.৩৪ | রিক্রুটিং লাইসেন্সের নম্বর পরিবর্তন | ৩০৬ |
| ৪.৩৫ | রিক্রুটিং অফিস স্থানান্তরের অনুমতি প্রদান | ৩০৭ |
| ৪.৩৬ | চাহিদাপত্র সংগ্রহকালে চাহিদাকৃত কর্মীদের নিয়োগস্থল সংশিষ্ট রিক্রুটিং এজেন্ট কর্তৃক ব্যক্তিগতভাবে পরিদর্শন | ৩০৮ |
| ৪.৩৭ | রিক্রুটিং এজেন্সী কর্তৃক বিদেশে কর্মী প্রেরণ সম্পর্কে পাক্ষিক প্রতিবেদন | ৩০৯ |
| ৪.৩৮ | একক ও দলীয় সকল ভিসার ক্ষেত্রে বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীদের বাধ্যতামূলক প্রাক-বহির্গমন ব্রীফিং | ৩১০ |
| ৪.৩৯ | বিদেশে চাকুরী সংক্রান্ত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি জাতীয় পত্রিকায় প্রকাশ | ৩১১ |
| ৪.৪০ | বিদেশ গমনেচ্ছুক প্রার্থীদের নাম রেজিস্ট্রেশন বিষয়ে জেলা প্রশাসকের নিকট প্রেরণকৃত ডিও পত্র | ৩১২ |
| ৪.৪১ | জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের প্রবাসী কল্যাণ নামে একটি শাখা সৃষ্টি সংক্রান্ত | ৩১৩ |
| ৪.৪২ | বিদেশে গমনেচ্ছু মহিলা গৃহকর্মী নির্বাচনে কমিটিগঠন এবং তালিকা সম্পর্কে জেলা প্রশাসককে প্রেরিত পত্র | ৩১৪ |
| ৪.৪৩ | প্রবাসীদের মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ দুই লক্ষ টাকার স্থলে তিন লক্ষ টাকা পুনঃনির্ধারণ | ৩১৬ |
| ৪.৪৪ | ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের কল্যাণ ফি, সারচার্জ ও সত্যায়ন ফি আদায় সংক্রান্ত আদেশ | ৩১৭ |
| ৪.৪৫ | প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংককে তফসিলি বিশেষায়িত ব্যাংক হিসেবে তালিকাভূক্তকরণ সংক্রান্ত পত্র | ৩১৮ |
| ৪.৪৬ | ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ (২০১৮ পর্যন্ত সংশোধিত) এর ১৪ক(১) ধারা হতে অব্যাহতি | ৩১৯ |
| ৪.৪৭ | প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের তফসিলিকরণ সংক্রান্ত বাংলাদেশ ব্যাংকের পত্র ও প্রজ্ঞাপন | ৩২০ |

## অধ্যায় ০৫ শ্রম উইং, মিশন ও অভিবাসন সংক্রান্ত

### অফিস আদেশ, প্রজ্ঞাপন ও পরিপত্র


| | | |
|---|---|---|
| ৫.১ | দূতাবাসসমূহের বিভিন্ন উইং এ কর্মরত কর্মকর্তাদের মধ্যে সৌহার্দপূর্ণ কর্মপরিবেশ বজায় রাখার বিষয়ে অনুষ্ঠিত সভার নির্দেশনা বাস্তবায়ন | ৩২৫ |
| ৫.২ | দূতাবাস/হাইকশিন/মিশন/মিশনের শ্রম উইং এর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আবশ্যিক করণীয় বিষয়ে অনুশাসন | ৩২৬ |
| ৫.৩ | শ্রম উইংয়ের জন্য নির্দেশনা সম্বলিত অফিস আদেশ | ৩২৯ |
| ৫.৪ | প্রকবৈকম এর অধীনে বিদেশস্থ শ্রম উইংসমূহের রাজস্ব খাতে স্থানীয় ভিত্তিক নিয়োগ প্রদান প্রক্রিয়া সংক্রান্ত পরিপত্র | ৩৩০ |
| ৫.৫ | শ্রম উইংয়ের তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় সংক্রান্ত পরিপত্র | ৩৩১ |
| ৫.৬ | শ্রম উইং এর মাসিক প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য নির্ধারিত 'ছক' সরবরাহ | ৩৩২ |
| ৫.৭ | কল্যাণ ফি ও কন্স্যুলার ফি এর উপর আরোপিত সারচার্জ ও সত্যায়ন ফি সংক্রান্ত অফিস আদেশ | ৩৩৬ |
| ৫.৮ | ব্রুনাই মিশনে কর্মরত লেবার এ্যাটাশে কর্মকর্তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্যের তথ্য | ৩৩৭ |
| ৫.৯ | 'শ্রম অভিবাসন প্রক্রিয়ায় সুশাসন: সমস্যা ও উত্তরণের উপায়' শীর্ষক প্রতিবেদনের প্রেক্ষিতে ব্যবস্থা গ্রহণ | ৩৩৮ |
| ৫.১০ | বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ মিশনসমূহে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বৈদেশিক ও আপ্যায়ন ভাতা পুনঃনির্ধারণ | ৩৩৯ |
| ৫.১১ | মন্ত্রণালয় হতে বাংলাদেশ মিশনসমূহে, মিশন হতে মন্ত্রণালয়ে এবং মিশন হতে মিশনে বদলীজনিত কারণে কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের বিভিন্ন রুটের ব্যক্তিগত মালামাল পরিবহন খরচ ১০% বৃদ্ধি | ৩৫৯ |
| ৫.১২ | বাংলাদেশ মিশনসমূহে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের সন্তানদের শিক্ষাভাতা পুনঃনির্ধারণ | ৩৬৩ |
| ৫.১৩ | মিশনসমূহে কর্মরত কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণের সন্তানদের শিক্ষা ভাতা প্রাপ্তির জন্য সর্বনিম্ন বয়সসীমা ৫ বছর নির্ধারণ | ৩৬৪ |
| ৫.১৪ | সরকারি কাজে বিদেশ ভ্রমণকালে বৈদেশিক মুদ্রায় প্রাপ্য ভ্রমণ ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা | ৩৬৫ |
| ৫.১৫ | Payment of cost of air-tickets and transportation of personal effects as advance to the officials in Bangladesh Mission abroad on transfer | ৩৭৪ |
| ৫.১৬ | বিদেশের কোম্পানী/প্রতিষ্ঠান/নিয়োগকর্তা কর্তৃক বাংলাদেশী কর্মী নিয়োগের উদ্দেশ্যে সত্যয়ন এর নিমিত্ত বাংলাদেশ দূতাবাস/হাইকমিশন/কনস্যুলেট-এ জমাকৃত চাহিদাপত্র সম্পর্কে মন্ত্রণালয়কে অবহিতকরণ | ৩৭৫ |
| ৫.১৭ | চাকুরী ভিসা/ওয়ার্ক পারমিট/এমপ্লয়মেন্ট পারমিট সত্যায়িতকরণ | ৩৭৭ |
| ৫.১৮ | বাংলাদেশী রিক্রুটিং এজেন্সী কর্তৃক ব্লক ভিসা (গ্রুপ ভিসা) ভেঙ্গে চাহিদাপত্র তৈরি সংক্রান্ত পরিপত্র | ৩৭৮ |

## অধ্যায় ০৬ গন্তব্য দেশভিত্তিক

### অফিস আদেশ, প্রজ্ঞাপন ও পরিপত্র


| | | |
|---|---|---|
| ৬.১ | ওমান: বাংলাদেশ দূতাবাস শ্রম উইং কর্তৃক চাহিদাপত্র, একক ভিসা, চুক্তিপত্র ইত্যাদি সত্যায়ন ফি | ৩৮১ |
| ৬.২ | কম্বোডিয়া: স্টিকার ভিসায় বহির্গমন ছাড়পত্র ইস্যু না করা | ৩৮২ |
| ৬.৩ | কাতার: The minimum salary for less skilled Bangladeshi workers in Qatar | ৩৮৩ |
| ৬.৪ | কুয়েত: বাংলাদেশী কর্মী প্রেরণে অনুসরণীয় নীতিমালা | ৩৮৪ |
| ৬.৫ | কুয়েত: বাংলাদেশী কর্মী প্রেরণে অনুসরণীয় নীতিমালা সংশোধন | ৩৮৫ |
| ৬.৬ | কুয়েত: বাংলাদেশ দূতাবাস এর সত্যায়ন ব্যতীত একক বা দলগত ভিসার বিপরীতে কুয়েত গমনের অনুমতি প্রদান করা হবে না | ৩৮৬ |
| ৬.৭ | কোরিয়া: কোরিয়ায় বাংলাদেশী কর্মী প্রেরণ | ৩৮৭ |
| ৬.৮ | বাহরাইন, কাতার, সংযুক্ত আরব-আমিরাত, লিবিয়া ও সিঙ্গাপুর: কর্মীর বেতন নির্ধারণ | ৩৮৯ |

| | | |
|---|---|---|
| ৬.৯ | বাহরাইন: কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে Good Conduct শিরোনামে সার্টিফিকেট প্রদান | ৩৯১ |
| ৬.১০ | বাহরাইন: কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে Birth Certificate প্রদান | ৩৯২ |
| ৬.১১ | বাহরাইন: কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে Experience Certificate প্রদান | ৩৯৩ |
| ৬.১২ | বাহরাইন: কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে Health Certificate প্রদান | ৩৯৪ |
| ৬.১৩ | মালয়েশিয়া: বাংলাদেশী কর্মী প্রেরণের নিমিত্ত অঙ্গীকারনামা প্রদান | ৩৯৫ |
| ৬.১৪ | মালয়েশিয়া: কর্মী প্রেরণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট রিক্রুটিং এজেন্সী ও মালয়েশিয়াস্থ নিয়োগকর্তার মধ্যে সমন্বয় | ৩৯৬ |
| ৬.১৫ | মালয়েশিয়া: বাংলাদেশী কর্মীদের কুয়ালালামপুর বিমানবন্দর হতে গ্রহণ | ৩৯৭ |
| ৬.১৬ | মালয়েশিয়া: রিক্রুটিং এজেন্সী কর্তৃক মালয়েশিয়ায় সাব-এজেন্ট/প্রতিনিধি নিয়োগ | ৩৯৮ |
| ৬.১৭ | মালয়েশিয়া: চাহিদাপত্র সংগ্রহকালে বাংলাদেশী রিক্রুটিং এজেন্সী কর্তৃক মালয়েশীয় নিয়োগকর্তা কর্তৃক প্রদেয় লেভী পরিশোধ | ৩৯৯ |
| ৬.১৮ | মালয়েশিয়া: কর্মী বাছাইয়ের অনুমতি প্রদান | ৪০০ |
| ৬.১৯ | মালয়েশিয়া: নিয়োগকৃত বাংলাদেশী কর্মীদের বাস্তব অবস্থা পরিবীক্ষণ এবং নতুন চাহিদাপত্র সত্যায়ন | ৪০১ |
| ৬.২০ | মালয়েশিয়া: চাহিদাপত্র সত্যায়ন | ৪০২ |
| ৬.২১ | মালয়েশিয়া: আউট সোর্সিং কোম্পানীর মাধ্যমে মালয়েশিয়ায় কর্মী নিয়োগ | ৪০৩ |
| ৬.২২ | রুমানিয়া: কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় নীতিমালা | ৪০৪ |
| ৬.২৩ | লিবিয়া: স্বল্প-দক্ষ কর্মী প্রেরণের ক্ষেত্রে ন্যূনতম বেতন-ভাতা | ৪০৮ |
| ৬.২৪ | লিবিয়ায় কর্মী প্রেরণ দায়িত্ব পালন | ৪০৯ |
| ৬.২৫ | লেবানন: কর্মী প্রেরণের গাইডলাইন/ আদেশ | ৪১০ |
| ৬.২৬ | সংযুক্ত আরব-আমিরাত ও মিশর: স্বল্প-দক্ষ কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে বেতন-ভাতা নির্ধারণ | ৪১৩ |
| ৬.২৭ | সংযুক্ত আরব-আমিরাত: প্রেরণকৃত মহিলা গৃহকর্মীর তথ্যাদি প্রেরণ | ৪১৪ |
| ৬.২৮ | সংযুক্ত আরব আমিরাত: বাংলাদেশী কর্মীদের বিমানবন্দরে গ্রহণ | ৪১৫ |
| ৬.২৯ | সংযুক্ত আরব আমিরাত: হাউজহোল্ড কর্মী হিসেবে গমনের জন্য অনুমতি প্রদান করা হবে না | ৪১৬ |
| ৬.৩০ | সিঙ্গাপুর: Revised Guidelines for the employment of workers | ৪১৭ |
| ৬.৩১ | সিঙ্গাপুর ভিসা/ চাহিদাপত্র বাধ্যতামূলক সত্যায়ন সংক্রান্ত অফিস আদেশ | ৪২১ |
| ৬.৩২ | সৌদি আরব: গমনকারী কর্মীদের বেতন-ভাতা নির্ধারণ | ৪২২ |
| ৬.৩৩ | সৌদি আরব: SANARCOM এর অধীনে হাউজমেইড ভিসায় মহিলা গৃহকর্মীদের ভিসা সংশ্লিষ্ট সৌদিস্থ বাংলাদেশ দূতাবাস কর্তৃক বাধ্যতামূলকভাবে সত্যায়ন | ৪২৩ |
| ৬.৩৪ | সৌদি আরবসহ মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য দেশ (কুয়েত ব্যতিত): মহিলা গৃহকর্মী ভিসায় গমনের ক্ষেত্রে নতুন নীতিমালা | ৪২৪ |
| ৬.৩৫ | সৌদি আরবসহ মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য দেশ: মহিলা গৃহকর্মী প্রেরণ নীতিমালা | ৪২৫ |
| ৬.৩৬ | সৌদি আরব: গৃহস্থালীর কাজে আনসার ও ভিডিপি'র মহিলা সদস্য নিয়োগ সংক্রান্ত | ৪২৭ |
| ৬.৩৭ | সৌদিআরব: ওয়ার্কার্স /হাউস এসিষ্ট্যান্ট হিসেবে মহিলা কর্মী প্রেরণ | ৪২৮ |
| ৬.৩৮ | সৌদিআরব: Conditions for Recruitment of Bangladeshi females as Household workers | ৪২৯ |
| ৬.৩৯ | সৌদিআরব: হাউসহোল্ড ওয়ার্কার্স রপ্তানী ইচ্ছুক এজেন্সীসমূহ তাদের জামানতের টাকা সঞ্চয়পত্র/ পে-অর্ডার | ৪৩২ |
| ৬.৪০ | হংকং: মহিলা কর্মীদের সর্বনিম্ন বয়সসীমা পুন:নির্ধারণ | ৪৩৩ |

## অধ্যায় ০৭

### প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত নীতিমালা, নির্দেশনা ও আদেশ


| | | |
|---|---|---|
| ৭.১ | আইএমটি/ টিটিসিসমূহে কর্মরত কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের ইংরেজি ভাষার দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য 'ইন-হাউজ' ট্রেনিং চালুকরণ সংক্রান্ত অফিস আদেশ | ৪৩৭ |
| ৭.২ | আইএমটি/ টিটিসিসমূহে স্থানীয় শ্রমবাজারের চাহিদা অনুযায়ী নতুন কোর্স চালুকরণ সংক্রান্ত নির্দেশনা পত্র | ৪৩৮ |
| ৭.৩ | কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে স্বনির্ভর কোর্সসমূহের কোর্স ফি বন্টন সংক্রান্ত নির্দেশনা পত্র | ৪৩৯ |
| ৭.৪ | টিটিসি-সমূহে মোটর ড্রাইভিং উইথ বেসিক মেইন্টেন্যেন্স কোর্সে ভর্তি এবং ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রাপ্তি বিষয়ক নির্দেশনা | ৪৪১ |
| ৭.৫ | বিদেশগামী কর্মীদের ০৩ (তিন) দিনের প্রাক-বহির্গমন প্রশিক্ষণ বিষয়ে অফিস আদেশ | ৪৪৩ |
| ৭.৬ | বিদেশগামী কর্মীদের প্রাক-বহির্গমন ও হাউজকিপিং প্রশিক্ষণ প্রদানের সময় গন্তব্য দেশের নিয়োগকর্তা/ প্রতিষ্ঠানের সাথে কর্মীর চাকুরির চুক্তিপত্র বাধ্যতামূলকভাবে দাখিল বিষয়ক নির্দেশনা | ৪৪৪ |

## অধ্যায় ০৮

### পাসপোর্ট ও ভিসা সংক্রান্ত আইন, বিধি ও আদেশ


| | | |
|---|---|---|
| ৮.১ | ই-পাসপোর্টের মেয়াদ, আবেদন ফরম ও ফি নির্ধারণী পরিপত্র | ৪৪৭ |
| ৮.২ | রি-ইস্যু/তথ্য পরিবর্তন/ সংশোধন আবেদন ফরম | ৪৫২ |
| ৮.৩ | অফিসিয়াল পাসপোর্ট (Official Passport) ইস্যু সংক্রান্ত পরিপত্র | ৪৫৪ |
| ৮.৪ | কূটনৈতিক পাসপোর্ট লাভের যোগ্য ব্যক্তিগণের তালিকা | ৪৫৬ |
| ৮.৫ | দ্বৈত নাগরিকত্বের আবেদনপত্র ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র | ৪৫৮ |
| ৮.৬ | ভিসা নীতিমালা (সংশোধিত) | ৪৬০ |
| ৮.৭ | ভিসা নীতিমালা সংশোধিত প্রসঙ্গে পরিপত্র ১ ও ২ | ৪৭৪ |
| ৮.৮ | পাসপোর্ট "No Visa Required for Travel to Bangladesh" সীল প্রদান | ৪৭৯ |
| ৮.৯ | পরিপত্র: বৈবাহিক অবস্থা সম্পর্কিত সদনপত্র প্রদান | ৪৮১ |
| ৮.১০ | পরিপত্র: স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন নন-ট্যাক্স আইটেমসমূহের রেট | ৪৮২ |

# অধ্যায় ০১ প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান

## রুলস অব বিজনেস, সংসদীয় স্থায়ী কমিটি ও আইন


| | | |
|---|---|---|
| ১.১ | রুলস অব বিজনেসে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের Allocation of Business | ০১ |
| ১.২ | “প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি” গঠন সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি | ০২ |
| ১.৩ | বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন, ২০১৩ | ০৩ |
| ১.৪ | The Overseas Employment and Migrant Act 2013 (Draft translation) | ১৫ |
| ১.৫ | বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন, ২০১৩’ এর ধারা-৭ নির্দিষ্টকরণ | ২৫ |
| ১.৬ | ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড আইন, ২০১৮ | ২৬ |
| ১.৭ | প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক আইন, ২০১০ | ৩৩ |
| ১.৮. | প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক আইন, ২০১০ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন (ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর ৪৪ ধারা) | ৪০ |
| ১.৯. | প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক আইন, ২০১০ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন (ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর ৪৪ ও ৪৫ ধারা) | ৪১ |
| ১.১০. | প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক আইন, ২০১০ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন (পরিশোধিত মূলধন সংক্রান্ত) | ৪২ |
| ১.১১ | Foreign Exchange Regulation(Amendment) Act, 2015 | ৪৩ |
| ১.১২ | মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন, ২০১২ | ৪৯ |
| ১.১৩ | The Prevention and Suppression of Human Trafficking Act, 2012 | ৬২ |
| ১.১৪ | মানি লন্ডারিং আইন প্রতিরোধ আইন, ২০১২ | ৭৯ |
| ১.১৫ | মানি লন্ডারিং আইন প্রতিরোধ (সংশোধন) আইন, ২০১৫ | ৯৩ |

ALLOCATION OF BUSINESS AMONG
THE DIFFERENT MINISTRIES AND DIVISIONS

(Schedule I of the Rules of Business, 1996)
(Revised up to April 2017)

CABINET DIVISION
GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH

## [1][42] MINISTRY OF EXPATRIATES' WELFARE AND OVERSEAS EMPLOYMENT

1. Welfare of Bangladeshi expatriates and protection of their rights.
2. Complaint of expatriates and their redress.
3. Facilitation of investment by expatriates in Bangladesh.
4. Projects for the participation of expatriates in economic and social welfare activities in Bangladesh.
5. Registration of recruiting agencies.
6. Overseas employment at all levels.

[2][6A. Training and skill development relating to overseas employment.]

7. Matters relating to Bangladeshi Overseas Employment Services Limited.
8. Organizations and Companies in the public sector dealing with overseas employment including BMET.
9. Administration of Labour Wing in Bangladesh Missions abroad and appointment of officers and staff thereof.
10. Administration of Wage Earner's Welfare Fund.
11. Promotion of Bangladeshi culture among expatriates abroad.
12. Liaison with Associations of Bangladeshi abroad.
13. Secretarial administration including financial matters.
14. Administration and control of subordinate offices and organizations under this Ministry.
15. Liaison with International Organisations and matters relating to treaties and agreements with other countries and world bodies relating to subjects allotted to this Ministry.
16. All laws on subjects allotted to this Ministry.
17. Inquiries and statistics on any of the subjects allotted to this Ministry.
18. Fees in respect of the subjects allotted to this Ministry except fees taken in courts.]

---

Note: [1]Ammended vide Cabinet Division Notification No. CD-4/2/2001-Rules/156, Dated 20 December 2001 & S.R.O. No. 231-Law/2008-CD-4/5/2008-Rules, Dated 24 July 2008.

[2]Amended vide S.R.O. No. 224-Law/2010. Dated 20 July 2010

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়
**কমিটি শাখা-২**
www.parliament.gov.bd

নং-১১.০০.০০০০.৭০২.০৬.০০৫.১৯.৩৮ তারিখ : ২৮ মাঘ ১৪২৫। / ১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৯।

## "প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি" গঠন সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

নিম্নস্বাক্ষরকারী এই মর্মে আদিষ্ট হইয়া জানাইতেছে যে, একাদশ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে ০৭-০২-২০১৯ খ্রিস্টাব্দ (২৫ মাঘ, ১৪২৫) তারিখ বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত বৈঠকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানের ৭৬ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধির ২৪৬ বিধি অনুসারে ২৪৭ ও ২৪৮ বিধিতে বর্ণিত কমিটির নিয়োগ, কমিটি গঠন ও কমিটির দায়িত্ব পালনের জন্য মাননীয় সংসদ নেতার অনুমতিক্রমে তাঁহার পক্ষে জনাব নূর-ই-আলম চৌধুরী, মাননীয় চীফ হুইপ এর প্রস্তাবক্রমে নিম্নলিখিত মাননীয় সংসদ-সদস্যগণের সমন্বয়ে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের "প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি" গঠন করা হইয়াছে :

| ক্রমিক নং | সদস্যগণের নাম | নির্বাচনী এলাকা | পদবী |
|---|---|---|---|
| ১. | জনাব আনিসুল ইসলাম মাহমুদ | ২৮২ চট্টগ্রাম-৫ | সভাপতি |
| ২. | মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় (যদি সংসদ-সদস্য হন) | | সদস্য |
| ৩. | অধ্যাপক মোঃ আলী আশরাফ | ২৫৫ কুমিল্লা-৭ | সদস্য |
| ৪. | জনাব মোয়াজ্জেম হোসেন রতন | ২২৪ সুনামগঞ্জ-১ | সদস্য |
| ৫. | জনাব মৃণাল কান্তি দাস | ১৭৩ মুন্সিগঞ্জ-৩ | সদস্য |
| ৬. | জনাব দিদারুল আলম | ২৮১ চট্টগ্রাম-৪ | সদস্য |
| ৭. | বেগম আয়েশা ফেরদাউস | ২৭৩ নোয়াখালী-৬ | সদস্য |
| ৮. | জনাব পংকজ নাথ | ১২২ বরিশাল-৪ | সদস্য |
| ৯. | জনাব মোঃ সাদেক খান | ১৮৬ ঢাকা-১৩ | সদস্য |
| ১০. | জনাব মোঃ ইকবাল হোসেন | ২২১ শরীয়তপুর-১ | সদস্য |

২। ইহা সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য।

(মোঃ মাছুদুল হক)
উপ-সচিব (এফওসি)
ফোন : ৮১৭১৫৬৫।

নং-১১.০০.০০০০.৭০২.০৬.০০৫.১৯.৩৮ তারিখ : ২৮ মাঘ ১৪২৫ / ১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৯

**সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো :**

১. মাননীয় সভাপতি ও সদস্যবৃন্দ, "প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি", বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, ঢাকা।
২. মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর একান্ত সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
৩. মাননীয় স্পীকারের একান্ত সচিব, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, ঢাকা।
৪. মাননীয় ডেপুটি স্পীকারের একান্ত সচিব, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, ঢাকা।
৫. মাননীয় বিরোধী দলীয় নেতার একান্ত সচিব, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, ঢাকা।
৬. মাননীয় চীফ হুইপের একান্ত সচিব, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, ঢাকা।
৭. মাননীয় হুইপ (সকল) এর একান্ত সচিব, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, ঢাকা।
৮. মন্ত্রিপরিষদ সচিবের একান্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৯. সিনিয়র সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়, ঢাকা।
১০. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়/প্রবাসী কল্যাণ ভবন, ৭১-৭২ পুরাতন এলিফ্যান্ট রোড, ইস্কাটন রোড, ঢাকা।
১১. বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের সকল উইং/অধিশাখা/শাখা/ইউনিটসমূহ।

(ফারহানা বেগম)
সহকারী সচিব
ফোন : ৯১২৫৩৭৯।
committee.02@parliament.gov.bd

# বাংলাদেশ গেজেট

**অতিরিক্ত সংখ্যা**

**কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত**

**রবিবার, অক্টোবর ২৭, ২০১৩**

## বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ২৭ অক্টোবর, ২০১৩/১২ কার্তিক, ১৪২০

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ২৬ অক্টোবর, ২০১৩ (১১ কার্তিক, ১৪২০) তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে ঃ-

## ২০১৩ সনের ৪৮ নং আইন

বৈদেশিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, নিরাপদ ও ন্যায়সঙ্গত অভিবাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন, সকল অভিবাসী কর্মী ও তাহাদের পরিবারের সদস্যদের অধিকার ও কল্যাণ নিশ্চিত করিবার এবং বাংলাদেশ কর্তৃক অনুসমর্থিত **International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families, 1990 এবং শ্রম ও মানবাধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক অন্যান্য সনদের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ করিবার উদ্দেশ্যে Emigration Ordinance, 1982** রহিতপূর্বক একটি নূতন আইন প্রণয়নকল্পে

**প্রণীত আইন**

যেহেতু বৈদেশিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, নিরাপদ ও ন্যায়সঙ্গত অভিবাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন, সকল অভিবাসী কর্মী ও তাহাদের পরিবারের সদস্যদের অধিকার ও কল্যাণ নিশ্চিত করিবার এবং বাংলাদেশ কর্তৃক অনুসমর্থিত International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families, 1990 এবং শ্রম ও মানবাধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক অন্যান্য সনদের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ করিবার উদ্দেশ্যে Emigration Ordinance, 1982 (Ordinance No. XXIX of 1982) রহিতপূর্বক একটি নূতন আইন প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল ঃ----

## প্রথম অধ্যায়
## প্রারম্ভিক

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম এবং প্রবর্তন**।----(১) এই আইন বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন, ২০১৩ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা**।----বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে-

(১) **"অভিবাসন"** অর্থ বাংলাদেশের বাহিরে যে কোন দেশে কোন কাজ বা পেশায় নিযুক্ত হইবার উদ্দেশ্যে কোন নাগরিকের বাংলাদেশ হইতে বহির্গমন;

(২) **"অভিবাসী"** অর্থ বাংলাদেশের কোন নাগরিক যিনি কোন কাজ বা পেশায় নিযুক্ত হইবার উদ্দেশ্যে বিদেশে গমন করিয়াছেন এবং কোন বিদেশী রাষ্ট্রে অবস্থান করিতেছেন;

(৩) **"অভিবাসী কর্মী" বা "কর্মী"** অর্থ বাংলাদেশের কোন নাগরিক যিনি অন্য কোন রাষ্ট্রে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে—

(ক) কর্মের উদ্দেশ্যে যাইবার প্রস্তুতি গ্রহণ করিয়াছেন বা গমন করিতেছেন;

(খ) কোন কর্মে নিযুক্ত রহিয়াছেন; অথবা

(গ) কোন কর্মে নিযুক্ত থাকিবার পর বা নিযুক্ত না হইয়া বাংলাদেশে ফেরত আসিয়াছেন;

(৪) **"চাহিদা-পত্র"** অর্থ বিদেশী অথবা বাংলাদেশী নিয়োগকারী কর্তৃক বাংলাদেশী কোন নাগরিকের বিদেশে কোন প্রকল্প, প্রতিষ্ঠান বা কোন ব্যক্তির অধীন কাজের উদ্দেশ্যে নিয়োগের কোন প্রস্তাব বা চাহিদা, যাহা নিয়োগকারী দেশের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ভিসা দ্বারা বা অন্য কোনভাবে অনুমোদিত;

(৫) **"নাগরিক"** অর্থ Citizenship Act, 1951 (Act No. II of 1951) এবং Bangladesh Citizenship (Temporary Provisions) Order, 1972 (P.O. No. 149 of 1972) অনুযায়ী বাংলাদেশের কোন নাগরিক;

(৬) **"নির্ধারিত"** অর্থ বিধি দ্বারা নির্ধারিত;

(৭) **"নির্ভরশীল"** অর্থ অভিবাসীর স্ত্রী/স্বামী এবং মাতা, পিতা, ক্ষেত্রমত, সন্তান, ভাই, বোন বা যাহারা উক্ত ব্যক্তির উপর আর্থিকভাবে নির্ভরশীল;

(৮) **"নিয়োগকারী"** অর্থ বৈদেশিক কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে বিদেশী বা বাংলাদেশী নিয়োগকারী কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান;

(৯) **"প্রতারণা"** অর্থ ঘটনা বা আইন সম্পর্কে ইচ্ছাকৃত বা দায়িত্বজ্ঞানহীনভাবে কথা, কাজ, আচরণ, লিখিত চুক্তি বা দলিল দ্বারা অন্যকে প্রতারিত বা প্রলুব্ধ বা ভুলপথে পরিচালিত করা, এবং প্রতারণাকারী ব্যক্তি বা অন্য কোন ব্যক্তির অভিপ্রায়কে কেন্দ্র করিয়া সংঘটিত প্রবঞ্চনা এবং Contract Act, 1872 (Act No. IX of 1872) এর section 17 এ "fraud" অভিব্যক্তি যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে ইহাও অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(১০) **"বহির্গমন"** অর্থ কোন বাংলাদেশী নাগরিকের দেশের বাহিরে গমন;

(১১) **"বিধি"** অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;

(১২) **"ব্যুরো"** অর্থ Ministry of Health, Population Control and Labour এর স্মারক No. VIII/E-4/76/296. Dated 3-4-1976 দ্বারা প্রতিষ্ঠিত জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো;

(১৩) **"বৈদেশিক কর্মসংস্থান"** অর্থ বাংলাদেশের বাহিরে কোন নাগরিকের কর্মসংস্থান;

(১৪) **"ব্যক্তি"** অর্থ কোন ব্যক্তি, কোম্পানী, সমিতি, অংশীদারী কারবার, সংবিধিবদ্ধ বা অন্যবিধ সংস্থা বা উহাদের প্রতিনিধিও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(১৫) **"রিক্রুটমেন্ট"** অর্থ বিদেশে কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে কোন বিদেশী বা বাংলাদেশী নিয়োগকারী কর্তৃক, মৌখিক বা লিখিতভাবে, কর্মী বাছাইয়ের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপন প্রকাশ বা প্রচার, পত্র যোগাযোগ, এবং অন্য কোন পদ্ধতিতে চুক্তি স্বাক্ষর করিয়া নিয়োগপত্র প্রদান;

(১৬) **"রিক্রুটিং এজেন্ট"** অর্থ ধারা ৯ এর অধীন লাইসেন্স প্রাপ্ত ব্যক্তি;

(১৭) **"লাইসেন্স"** অর্থ ধারা ৯ এর অধীন রিক্রুটিং এজেন্টকে প্রদত্ত লাইসেন্স।

## দ্বিতীয় অধ্যায়

## অভিবাসী কর্মী প্রেরণ, অভিবাসন, ইত্যাদি

৩। **অভিবাসী কর্মী প্রেরণের কর্তৃত্ব।**----(১) বৈদেশিক কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ হইতে কর্মী নির্বাচন ও বিদেশে প্রেরণ সংক্রান্ত সকল কার্যক্রমের নিয়ন্ত্রণ সরকার বা তদকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্তৃপক্ষের উপর ন্যস্ত থাকিবে।

(২) ব্যুরো, সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কোন সংস্থা বা কোম্পানী এবং রিক্রুটিং এজেন্ট এই আইনের অধীন রিক্রুটমেন্ট সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা করিতে পারিবে।

৪। **অভিবাসন।**----(১) এই আইনের বিধান অনুসরণ ব্যতিরেকে কোন নাগরিক বৈদেশিক কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে অভিবাসন করিবেন না অথবা অন্য কোন ব্যক্তিকে অভিবাসন করাইবেন না।

(২) কোন নাগরিকের অভিবাসনের ক্ষেত্রে ধারা ২০ এর অধীন প্রদত্ত ছাড়পত্রসহ নিম্নরূপ দলিল ও কাগজপত্র থাকিতে হইবে, যথা:----

(ক) কোন দেশের সহিত সম্পাদিত চুক্তি মোতাবেক সরকার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত সংস্থা, কর্তৃপক্ষ বা কোন রিক্রুটিং এজেন্টের মাধ্যমে বৈদেশিক কর্মে নিয়োগের উদ্দেশ্যে নির্বাচিত হইবার প্রমাণপত্র এবং ভিসা; অথবা

(খ) বৈদেশিক কর্মসংস্থানের পক্ষে নিয়োগপত্র অথবা নিয়োগকারী দেশের কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত কার্যানুমতিপত্র বা অনাপত্তিপত্র এবং ভিসা।

৫। **কতিপয় ব্যক্তির বহির্গমনের ক্ষেত্রে এই আইনের অপ্রযোজ্যতা।**----এই আইন নিম্নবর্ণিত ব্যক্তির বহির্গমনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না, যথা ঃ----

(ক) প্রজাতন্ত্রের কর্ম বা সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষের চাকুরীতে নিয়োজিত কোন ব্যক্তি, যিনি উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে, কর্তব্যপালন, শিক্ষা বা প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যে অথবা কোন বিদেশী সরকার বা আন্তর্জাতিক বা বহুজাতিক সংস্থার চাকুরীর জন্য বিদেশে গমনকারী;

(খ) ছাত্র, প্রশিক্ষণার্থী অথবা পর্যটক;

(গ) কোন বিদেশী সরকার বা আন্তর্জাতিক বা বহুজাতিক সংস্থার চাকুরীর উদ্দেশ্যে স্ব-উদ্যোগে গমনকারী;

(ঘ) বিদেশে চিকিৎসা, ধর্মীয়, ব্যবসা বা বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে গমনকারী;

(ঙ) বৈদেশিক কর্মে নিয়োজিত বা বিদেশে বসাবসরত কোন বাংলাদেশী নাগরিকের উপর নির্ভরশীল কোন ব্যক্তি; অথবা

(চ) শিক্ষার উদ্দেশ্যে গমনকারী শিক্ষা সমাপনান্তে কোন কর্মে নিয়োজিত হইলে; অথবা

(ছ) এই আইনের উদ্দেশ্যের সহিত সাংঘর্ষিক নয় এইরূপ কোন উদ্দেশ্যে গমনকারী।

৬। **সমতা নীতির প্রয়োগ**।----এই আইনের অধীন বৈদেশিক কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে কর্মী নির্বাচন বা কর্মী প্রেরণ, অভিবাসী কর্মীর দেশে প্রত্যাগমন এবং এই আইনের অধীন কোন সেবা প্রদান বা কার্য নির্বাহ করিবার ক্ষেত্রে সমতা নীতি অনুসরণ করিতে হইবে এবং ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারীপুরুষভেদ, জন্ম স্থান, ভাষা, বয়স, নৃ-গোষ্ঠী, গোত্র-পরিচয়, রাজনৈতিক মতাদর্শ, পারিবারিক, বৈবাহিক, সামাজিক পরিচয়, আঞ্চলিকতা অথবা অন্য কোন কারণে কোন প্রকার বৈষম্য করা যাইবে না।

৭। **বহির্গমনের স্থান**।----বৈদেশিক কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, নির্দিষ্টকৃত বন্দর বা স্থান হইতে বহির্গমন করিতে হইবে।

৮। **অভিবাসন সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞা**।----(১) সরকার যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, কোন দেশে বাংলাদেশী নাগরিকের অভিবাসন রাষ্ট্র বা জনস্বার্থের পরিপন্থী হইবে অথবা তাহাদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা গুরুতরভাবে বিঘ্নিত হইতে পারে, তাহা হইলে সরকার, আদেশ দ্বারা, উক্ত দেশে অভিবাসনের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করিতে পারিবে।

(২) সরকার, জনস্বার্থে বা মানবসম্পদ রক্ষার্থে, কোন নাগরিক বা কোন শ্রেণীর নাগরিকের অভিবাসনের উপর সাময়িকভাবে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করিতে পারিবে।

## তৃতীয় অধ্যায়
## রিক্রুটিং এজেন্ট, লাইসেন্স, ইত্যাদি

৯। **লাইসেন্স**।----(১) এই আইনের অধীন ইস্যুকৃত লাইসেন্স ব্যতীত কোন ব্যক্তি রিক্রুটমেন্ট সংক্রান্ত কোন কার্যক্রম করিতে পারিবে না।

(২) রিক্রুটমেন্ট সংক্রান্ত কার্যক্রম করিতে আগ্রহী ব্যক্তিকে নিম্নবর্ণিত কাগজপত্রসহ লাইসেন্সের জন্য সরকারের নিকট নির্ধারিত পদ্ধতি ও ফরমে এবং ফিসহ আবেদন করিতে হইবে, যথা :----

(ক) ট্রেড লাইসেন্সের সত্যায়িত অনুলিপি;

(খ) ট্যাক্স আইডেনটিফিকেশন নম্বর (টিআইএন) সহ আয়কর প্রদানের সার্টিফিকিটের সত্যায়িত অনুলিপি;

(গ) আর্থিক স্বচ্ছলতার সপক্ষে ব্যাংক হিসাব বিবরণী;

(ঘ) পুলিশ প্রত্যয়নপত্র;

(ঙ) কোম্পানী হইলে, মেমোরেন্ডাম অব এসোসিয়েশন, আর্টিকেলস্ অব এসোসিয়েশন এবং সার্টিফিকেট অব ইনকর্পোরেশনের সত্যায়িত অনুলিপি;

(চ) কর্মী প্রেরণের ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অর্থের অধিক অর্থ গ্রহণ করিবে না মর্মে হলফনামা; এবং

(ছ) কর্মী নির্বাচনের ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তিকে মিথ্যা প্রলোভন বা প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ করা হইবে না মর্মে অঙ্গিকারনামা।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন আবেদন প্রাপ্তির পর আবেদনে উল্লিখিত তথ্যাবলী পরীক্ষা ও প্রয়োজনীয় তদন্তপূর্বক সরকার সন্তুষ্ট হইলে, নির্ধারিত জামানত গ্রহণ ও শর্ত সাপেক্ষে, রিক্রুটিং এজেন্ট হিসাবে উক্ত ব্যক্তির অনুকূলে লাইসেন্স মঞ্জুর অথবা আবেদন নামঞ্জুর করিবে।

(৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন কোন আবেদন নামঞ্জুর করা হইলে আবেদনকারী, নির্ধারিত সময় ও পদ্ধতিতে সরকারের নিকট উহা পুনর্বিবেচনার জন্য আবেদন করিতে পারিবে।

(৫) লাইসেন্স ফি, জামানত এবং ধারা ১১ এর অধীন প্রদেয় নবায়ন ফি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

১০। **লাইসেন্স প্রাপ্তির যোগ্যতা**।----(১) কোন ব্যক্তি লাইসেন্স পাইবার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন না, যদি তিনি----

(ক) বাংলাদেশের নাগরিক না হন;

(খ) অপ্রাপ্ত বয়স্ক হন;

(গ) সুস্থ মস্তিস্কের অধিকারী না হন;

(ঘ) কোন উপযুক্ত আদালত কর্তৃক দেউলিয়া ঘোষিত হন এবং উক্ত দেউলিয়াত্বের অবসান না হয়;

(ঙ) মানব পাচার, অর্থ পাচার, আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ অথবা অন্য কোন গুরুতর অপরাধের দণ্ডিত হন;

(চ) নৈতিক স্খলনজনিত কোন অপরাধে দণ্ডিত হইয়া থাকেন এবং দণ্ড ভোগের পর ২ (দুই) বৎসর সময় অতিবাহিত না হইয়া থাকে।

(২) কোন সংস্থা, কোম্পানী, অংশীদারী কারবার বা আইনগত সত্তার অনুকূলে লাইসেন্স মঞ্জুর করা যাইবে, যদি----

(ক) সংস্থা বা কোম্পানীর ক্ষেত্রে, উক্ত কোম্পানী বা সংস্থার অন্যূন শতকরা ষাট ভাগ শেয়ার; এবং

(খ) অংশীদারী কারবার বা অন্য কোন আইনগত সত্তার ক্ষেত্রে, উক্ত অংশীদারী কারবার বা সত্তার মূলধন বা মালিকানার শতকরা ষাট ভাগের মালিকানা;

বাংলাদেশী নাগরিকের হইয়া থাকে বা বাংলাদেশী নাগরিক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

১১। **লাইসেন্সের মেয়াদ ও নবায়ন**।----ধারা ৯ এর অধীন প্রদত্ত রিক্রুটিং এজেন্টের লাইসেন্সের মেয়াদ হইবে লাইসেন্স ইস্যুর তারিখ হইতে ৩ (তিন) বৎসর এবং উহা নির্ধারিত পদ্ধতি ও ফি প্রদান সাপেক্ষে, তিন বৎসর অন্তর অন্তর নবায়নযোগ্য হইবে।

১২। **লাইসেন্স স্থগিতকরণ ও বাতিল**।----(১) সরকার নিম্নবর্ণিত কোন কারণে উপযুক্ত তদন্ত ও শুনানীর সুযোগ প্রদান করিয়া কোন রিক্রুটিং এজেন্টের লাইসেন্স স্থগিত বা বাতিল করিতে পারিবে, যথাঃ-

(ক) মিথ্যা তথ্য অথবা প্রতারণার মাধ্যমে লাইসেন্স গ্রহণ করিলে;

(খ) লাইসেন্সের কোন শর্ত ভঙ্গ করিলে বা যথাসময়ে লাইসেন্স নবায়ন না করিলে;

(গ) এই আইন, বিধি বা রিক্রুটিং এজেন্টসমূহের জন্য নির্ধারিত আচরণবিধির কোন বিধান লঙ্ঘন করিলে;

(ঘ) লাইসেন্স প্রদানের পর লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তি কোন ফৌজদারী অপরাধে দণ্ডিত হইলে;

(ঙ) বাংলাদেশের স্বার্থের পরিপন্থী কোন উদ্দেশ্যে অভিবাসী কর্মী নিয়োগ বা নির্বাচন করিলে; অথবা

(চ) কোম্পানী, সংস্থা, অংশীদারী কারবার বা আইনগত সত্ত্বার ক্ষেত্রে, উহার অবসায়ন হইলে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন রিক্রুটিং এজেন্টের লাইসেন্স স্থগিত করা হইলে উক্ত রিক্রুটিং এজেন্ট রিক্রুটমেন্ট সংক্রান্ত কোন কার্যক্রম করিতে পারিবে না।

(৩) কোন লাইসেন্স স্থগিত বা বাতিল করা হইলে, স্থগিত বা বাতিল আদেশের তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে রিক্রুটিং এজেন্ট সরকারের নিকট পুনর্বিবেচনার জন্য আবেদন করিতে পারিবে এবং সরকার উক্তরূপ আবেদন প্রাপ্তির তারিখ হইতে ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে আবেদন নিষ্পত্তি করিবে এবং এইক্ষেত্রে সরকারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে।

(৪) এই ধারার অধীন কোন রিক্রুটিং এজেন্টের লাইসেন্স স্থগিত বা বাতিল করা হইলে উক্ত রিক্রুটিং এজেন্টের সহিত লেনদেনে জড়িত হইয়াছে এমন ব্যক্তিদের অধিকার ও স্বার্থ রক্ষা করিবার লক্ষ্যে সরকার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

১৩। **লাইসেন্স প্রত্যাহার**।----এই আইনের অন্যান্য বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সরকার, জনস্বার্থে, গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, কোন লাইসেন্স প্রত্যাহার করিতে পারিবে।

১৪। **শাখা অফিস**।----কোন রিক্রুটিং এজেন্ট, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, এক বা একাধিক শাখা অফিস পরিচালনা করিতে পারিবে।

১৫। **রিক্রুটিং এজেন্টের দায়িত্ব**।---- রিক্রুটিং এজেন্টের দায়িত্ব হইবে নিম্নরূপ, যথা:----

(ক) অভিবাসী কর্মীর স্বার্থ রক্ষা;

(খ) অভিবাসী কর্মীকে, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, ধারা ১৯ এর অধীন নিবন্ধনের জন্য উপস্থাপন এবং বহির্গমন ছাড়পত্র সংগ্রহ করা;

(গ) কর্মসংস্থান চুক্তি অনুযায়ী কর্মে নিয়োগ এবং বেতন ও অন্যান্য সুবিধাদি প্রদান এবং কর্ম পরিবেশ নিশ্চিত করা এবং সে উদ্দেশ্যে নিয়োগকারীর সহিত যোগাযোগ রক্ষা করা; এবং

(ঘ) সরকার কর্তৃক সময় সময়, নির্ধারিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন।

১৬। **রিক্রুটিং এজেন্টের শ্রেণীবিভাগ**।----(১) সরকার নির্ধারিত পদ্ধতিতে রিক্রুটিং এজেন্টের শ্রেণীবিন্যাস করিতে পারিবে।

(২) রিক্রুটিং এজেন্টের জন্য নির্ধারিত শর্তসমূহ যথাযথ মূল্যায়নপূর্বক শ্রেণীবিন্যাস করিতে হইবে।

(৩) এই ধারার অধীন রিক্রুটিং এজেন্টের শ্রেণীবিন্যাস করিবার ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়সমূহ বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

১৭। **লাইসেন্স হস্তান্তর ও ঠিকানা পরিবর্তন, ইত্যাদি**।----(১) কোন রিক্রুটিং এজেন্ট তাঁহার লাইসেন্স অন্য কোন ব্যক্তির নিকট কোন ভাবে হস্তান্তর করিতে পারিবে না।

(২) কোন রিক্রুটিং এজেন্টের মৃত্যুর কারণে সংশ্লিষ্ট লাইসেন্স তাঁহার উত্তরাধিকারীর উপর বর্তাইবে না, তবে তাহার উত্তরাধিকারী নতুন লাইসেন্সের জন্য আবেদন করিলে তাহার আবেদন সরকার, এই আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে, অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনা করিবে এবং এইরূপ লাইসেন্সের ক্ষেত্রে পূর্বের লাইসেন্সের নম্বর অপরিবর্তিত রাখা যাইবে।

(৩) রিক্রুটিং এজেন্ট কোন কোম্পানী, সংস্থা, অংশীদারী কারবার বা আইনগত সত্ত্বা হইলে উহার কোন অংশীদার বা, ক্ষেত্রমত, সদস্য তাহার অংশ বা শেয়ার সরকারের অনুমোদন ব্যতীত হস্তান্তর করিতে পারিবে না।

(৪) সরকারের পূর্বানুমোদন ব্যতীত কোন রিক্রুটিং এজেন্ট ব্যবসায়িক ঠিকানা বা অনুমোদিত শাখা অফিসের ঠিকানা পরিবর্তন করিতে পারিবে না।

(৫) উপ-ধারা (৪) এর অধীন কোন রিক্রুটিং এজেন্ট ব্যবসায়িক ঠিকানা বা অনুমোদিত শাখা অফিসের ঠিকানা পরিবর্তন করিলে পরিবর্তিত ঠিকানা পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রকাশ করিতে হইবে এবং উহার অনুলিপি ব্যুরো এবং সরকারের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

১৮। **জামানত বাজেয়াপ্তকরণ, ইত্যাদি**।---(১) ধারা ১২ এর অধীন কোন লাইসেন্স বাতিল করা হইলে সরকার সংশ্লিষ্ট রিক্রুটিং এজেন্ট কর্তৃক জমাকৃত জামানতের সম্পূর্ণ অর্থ বা উহার অংশবিশেষ জরিমানা হিসাবে বাজেয়াপ্ত করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন বাজেয়াপ্তকৃত জামানতের অর্থ হইতে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে ক্ষতিপূরণ বা রিক্রুটিং এজেন্ট কর্তৃক প্রেরিত কর্মীকে বিদেশ হইতে প্রত্যাবর্তন করাইবার খরচ বহন করা যাইবে।

(৩) ক্ষতিগ্রস্ত কর্মীকে ক্ষতিপূরণ প্রদান বা তাহাকে বিদেশ হইতে প্রত্যাবর্তনের জন্য বাজেয়াপ্তকৃত জামানতের অর্থ অপর্যাপ্ত হইলে সরকার সংশ্লিষ্ট রিক্রুটিং এজেন্টকে উপযুক্ত পরিমাণে ক্ষতিপূরণ প্রদানের নির্দেশ দিতে পারিবে।

(৪) কোন রিক্রুটিং এজেন্ট উপ-ধারা (৩) এর অধীন নির্দেশিত অর্থ প্রদান করিতে ব্যর্থ হইলে সরকার উক্ত অর্থ তাহার নিকট হইতে Public Demands Recovery Act, 1913 (Bengal Act No. III of 1913) এর বিধান অনুযায়ী আদায় করিতে পারিবে।

(৫) লাইসেন্সের মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার পর রিক্রুটিং এজেন্ট লাইসেন্স সমর্পন করিলে অথবা তাহার মৃত্যু হইলে, সরকার, রিক্রুটিং এজেন্ট বা তাহার উত্তরাধিকারীকে জামানতের অর্থ ফেরত প্রদান করিবে।

## চতুর্থ অধ্যায়
## অভিবাসী কর্মীর নিবন্ধন, বহির্গমন ছাড়পত্র, ইত্যাদি

১৯। **অভিবাসী কর্মীর নিবন্ধন ও স্বার্থ সংরক্ষণ**।----(১) এই আইনের অধীন অভিবাসন করিতে আগ্রহী ব্যক্তি বা অভিবাসী সকল কর্মীকে, স্ব স্ব পেশা উল্লেখপূর্বক, ব্যুরোর নিকট হইতে নিবন্ধিত হইতে হইবে এবং ব্যুরো নির্ধারিত পদ্ধতিতে নিবন্ধিত ব্যক্তির যাবতীয় তথ্য সংরক্ষণ করিবে এবং, প্রয়োজনে, উক্ত তথ্যাদি রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করিবে।

(২) কোন অভিবাসী উপ-ধারা (১) এর অধীন নিবন্ধিত না হইলে, যে কোন সময়, তিনি যে পেশায় নিয়োজিত রহিয়াছেন উহা উল্লেখপূর্বক, বাংলাদেশে বা যে দেশে অবস্থান করিতেছেন সেই দেশে অবস্থিত বাংলাদেশ মিশন বা দূতাবাসে নিবন্ধন করিবেন।

(৩) ব্যুরো, সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কোন সংস্থা বা কোম্পানী এবং রিক্রুটিং এজেন্ট উপ-ধারা (১) এর অধীন পেশা ভিত্তিক নিবন্ধিত কর্মীর তালিকা হইতে বৈদেশিক কর্মসংস্থানের জন্য, উন্মুক্তভাবে কম্পিউটারের মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে দৈবচয়নের ভিত্তিতে, কর্মী নির্বাচন করিবে;

তবে শর্ত থাকে যে, উক্তরূপ নিবন্ধিত কর্মী পাওয়া না গেলে সরকার বা তদ্‌কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমোদনক্রমে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে কর্মী নির্বাচন করা যাইবে এবং এইক্ষেত্রে চূড়ান্তভাবে কর্মী নির্বাচনের পূর্বে কর্মীদের নিকট হইতে কোন অর্থ গ্রহণ করা হইবে না মর্মে ঘোষণা থাকিতে হইবে।

(৪) ব্যুরো বৈদেশিক কর্মসংস্থানে নিয়োজিত কর্মীদের স্বার্থ সংরক্ষণের দায়িত্ব পালন করিবে এবং এতদ্‌সংক্রান্ত দায়িত্ব, কার্যাবলি এবং তদারকির পদ্ধতি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

২০। **বহির্গমন ছাড়পত্র**।----অভিবাসনের যাবতীয় আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্নকরণ সাপেক্ষে, ব্যুরো, ধারা ১৯ এর অধীন নিবন্ধিত প্রত্যেক ব্যক্তির পাসপোর্টে নিবন্ধিত নম্বর সম্বলিত সীল এবং উক্ত কর্মীর আঙ্গুলের ছাপ, বায়োমেট্রিক তথ্যসহ অভিবাসন সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় তথ্য সম্বলিত ইলেক্ট্রনিক কার্ডে বহির্গমন ছাড়পত্র প্রদান করিবে।

২১। **অভিবাসন ব্যয়**।----বৈদেশিক কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে অভিবাসনের জন্য সরকার, আদেশ দ্বারা, অভিবাসন ব্যয়ের সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ করিতে পারিবে।

## পঞ্চম অধ্যায়

## কর্মসংস্থান চুক্তি

২২। **কর্মসংস্থান চুক্তি**।----(১) রিক্রুটিং এজেন্ট নির্বাচিত কর্মী এবং তাহার নিয়োগকারীর মধ্যে একটি কর্মসংস্থান চুক্তি সম্পাদন করিবে, যাহাতে অভিবাসী কর্মীর বেতন, আবাসন সুবিধা, কাজের মেয়াদ, মৃত্যু বা জখম-জনিত কারণে প্রাপ্য ক্ষতিপূরণ, বিদেশে গমন এবং বিদেশ হইতে ফেরত আসিবার খরচ, ইত্যাদির উল্লেখ থাকিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত চুক্তির ক্ষেত্রে, রিক্রুটিং এজেন্ট বৈদেশিক নিয়োগকারীর প্রতিনিধি হিসাবে গণ্য হইবেন এবং চুক্তি সংক্রান্ত দায়-দায়িত্বের জন্য উক্ত রিক্রুটিং এজেন্ট এবং নিয়োগকারী যৌথ ও পৃথকভাবে দায়ী থাকিবেন।

(৩) রিক্রুটিং এজেন্ট উপ-ধারা (১) এর অধীন সম্পাদিত চুক্তির অনুলিপি ব্যুরো এবং বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ মিশন বা দূতাবাসে প্রেরণ করিবেন।

(৪) ব্যুরো অথবা সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কোন সংস্থা বা কোম্পানী কর্তৃক বিদেশে কর্মী প্রেরণ করিবার ক্ষেত্রে ব্যুরো বা সংস্থা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কোন সংস্থা বা কোম্পানী সংশ্লিষ্ট নিয়োগকারী এবং কর্মীর সহিত কর্মসংস্থান চুক্তি সম্পাদনের ব্যবস্থা করিবে এবং চুক্তির অনুলিপি বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ মিশন বা দূতাবাসে প্রেরণ করিবে।

## ষষ্ঠ অধ্যায়

## শ্রম কল্যাণ উইং এবং অভিবাসন বিষয়ক চুক্তি

২৩। **শ্রম কল্যাণ উইং**।----বিদেশে শ্রমবাজার সম্প্রসারণ ও অভিবাসীদের স্বার্থ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে কোন দেশে শ্রম কল্যাণ উইং প্রতিষ্ঠা করিবার প্রয়োজন রহিয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইলে, সরকার সেই দেশে বাংলাদেশ মিশন বা দূতাবাসে শ্রম কল্যাণ উইং প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে এবং উহা এই আইন ও বিধি দ্বারা নির্ধারিত দায়িত্ব পালন করিবে।

২৪। **শ্রম কল্যাণ উইং এর দায়িত্ব**।----(১) শ্রম কল্যাণ উইং এর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট দেশে কর্মরত বাংলাদেশী অভিবাসী কর্মীদের কর্মস্থল পরিদর্শন করিবেন এবং, প্রয়োজনে, নিয়োগকর্তার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন নিয়মিত পরিদর্শনপূর্বক প্রতি বৎসরের ডিসেম্বর মাসে সংশ্লিষ্ট দেশে কর্মরত বাংলাদেশী অভিবাসী কর্মীদের অবস্থা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় সুপারিশসহ সরকারের নিকট একটি বার্ষিক প্রতিবেদন প্রেরণ করিবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদনে নিম্নবর্ণিত তথ্যের উল্লেখ থাকিবে, যথা :----

(ক) অভিবাসী কর্মীদের তালিকা এবং কোন্ কর্মে নিয়োজিত রহিয়াছেন, কর্ম পরিবেশ, সুবিধা ও সমস্যাবলী;

(খ) অভিবাসী কর্মীদের বিরুদ্ধে আনীত মামলার তালিকা ও বিবরণ, যদি থাকে, এবং আটককৃত বা কারাদণ্ডপ্রাপ্ত কর্মী সম্পর্কে তথ্য;

(গ) যে সকল অভিবাসী কর্মীর মৃত্যু হইয়াছে তাহাদের নামের তালিকা, মৃত্যুর কারণ ও দাফন সংক্রান্ত তথ্য, এবং নিয়োগকর্তার নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ পাইয়াছে কি না বা পাইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে কিনা;

(ঘ) বাংলাদেশ মিশন বা দূতাবাস কর্তৃক প্রদত্ত সেবা, পরামর্শ, আইনী সহায়তা বা তাহাদের সমস্যার সমাধান করিবার লক্ষ্যে গৃহীত পদক্ষেপ;

(ঙ) সংশ্লিষ্ট দেশে বাংলাদেশী কর্মীর প্রয়োজনীয়তার একটি সমীক্ষাগত ধারণা এবং উক্ত দেশে বাংলাদেশী অভিবাসী কর্মীর অধিকার বিষয়ক বিদ্যমান দ্বিপাক্ষিক চুক্তির বাস্তবায়ন সংক্রান্ত ব্যবস্থা;

(চ) পাসপোর্ট, ভিসা, কনস্যুলার সেবা সংক্রান্ত সুবিধাদি; এবং

(ছ) সরকার কর্তৃক সময় সময় নির্ধারিত অন্যান্য বিষয়।

২৫। **অভিবাসন বিষয়ক দ্বিপাক্ষিক চুক্তি**।----(১) সরকার বৈদেশিক কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশী নাগরিকের অভিবাসনের সুযোগ বৃদ্ধি, শ্রম অভিবাসন ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন, অভিবাসী কর্মীর প্রত্যাবাসন বা দেশের অভ্যন্তরে পুনর্বাসন এবং অভিবাসী কর্মীসহ যে কোন অভিবাসী এবং তাহাদের পরিবারের সদস্যদের কল্যাণ ও অধিকার নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট দেশের সহিত সমঝোতা স্মারক বা চুক্তি স্বাক্ষর করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন সমঝোতা স্মারক বা চুক্তি, অন্যান্য নীতিসহ, নিম্নবর্ণিত নীতির ভিত্তিতে গৃহীত হইবে, যথাঃ----

(ক) দেশের অভ্যন্তরে বা বিদেশে সকল অভিবাসী কর্মীর অধিকার, নিরাপত্তা ও মানব মর্যাদা রক্ষা;

(খ) সংশ্লিষ্ট দেশে বাংলাদেশী অভিবাসী কর্মীর শ্রম অধিকার ও অন্যান্য মানবাধিকারের সুরক্ষা এবং আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ কর্ম পরিবেশ নিশ্চিতকরণ; এবং

(গ) সংশ্লিষ্ট দেশে বাংলাদেশী অভিবাসী কর্মীর তথ্যের অধিকার এবং অধিকার লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে প্রতিকার পাইবার অধিকার নিশ্চিতকরণ।

## সপ্তম অধ্যায়
## অভিবাসী কর্মীর অধিকার

২৬। **তথ্যের অধিকার**।----কোন অভিবাসী কর্মীর বিদেশে যাইবার পূর্বে অভিবাসন প্রক্রিয়া এবং কর্মসংস্থান চুক্তি বা বিদেশে কর্মের পরিবেশ সম্পর্কে অবহিত হইবার এবং বিভিন্ন আইনগত অধিকার সম্পর্কে জানিবার অধিকার থাকিবে।

২৭। **আইনগত সহায়তা**।----অভিবাসী কর্মী এবং অভিবাসনের নামে প্রতারণার শিকার ব্যক্তিদের যুক্তিসঙ্গত আইনগত সহায়তা পাইবার অধিকার থাকিবে।

২৮। **দেওয়ানী মামলা দায়েরের অধিকার**।----এই আইনের অধীন কোন অপরাধের জন্য ফৌজদারী মামলা দায়েরের অধিকারকে ক্ষুণ্ন না করিয়া, কোন অভিবাসী কর্মী এই আইনের কোন বিধান বা কর্মসংস্থান চুক্তি লঙ্ঘনের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হইলে, ক্ষতিপূরণের জন্য দেওয়ানী মামলা দায়ের করিতে পারিবে।

২৯। **দেশে ফিরিয়া আসিবার অধিকার**।----(১) কোন অভিবাসী কর্মীর, বিশেষত বিদেশে আটককৃত কিংবা আটকেপড়া বা বিপদগ্রস্ত কর্মীর দেশে ফিরিয়া আসিবার এবং বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ মিশন বা দূতাবাসের নিকট হইতে প্রয়োজনীয় সহায়তা পাইবার অধিকার থাকিবে।

(২) কোন অভিবাসী কর্মীকে দেশে ফেরত আনিবার জন্য কোন অর্থ ব্যয় হইয়া থাকিলে, উক্ত ব্যয়িত অর্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নিকট হইতে আদায় করা যাইবে।

(৩) কোন রিক্রুটিং এজেন্টের অবহেলা বা বেআইনি কার্যক্রমের কারণে কোন অভিবাসী কর্মী বিপদগ্রস্ত হইয়া থাকিলে সরকার সংশ্লিষ্ট রিক্রুটিং এজেন্টকে উক্ত অভিবাসী কর্মীকে দেশে ফিরাইয়া আনিবার খরচ বহন করিবার নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন নির্দেশিত অর্থ প্রদান করিতে ব্যর্থ হইলে সরকার সংশ্লিষ্ট রিক্রুটিং এজেন্টের নিকট হইতে Public Demand Recovery Act, 1913 (Bengal Act No. III of 1913) এর বিধান অনুযায়ী আদায় করিতে পারিবে।

৩০। **আর্থিক ও অন্যান্য কল্যাণমূলক কর্মসূচি**।----অভিবাসী কর্মী এবং তাহাদের পরিবারের সদস্যদের কল্যাণ ও উন্নয়ন সাধনের লক্ষ্যে সরকার, প্রয়োজনে, তাহাদের জন্য ব্যাংক ঋণ, কর রেয়াত, সঞ্চয়, বিনিয়োগ, ইত্যাদি প্রবর্তন এবং সহজলভ্য করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

## অষ্টম অধ্যায়

## অপরাধ, দণ্ড ও বিচার

৩১। **অবৈধভাবে বিদেশে কর্মী প্রেরণ, অর্থ গ্রহণ, ইত্যাদির দণ্ড**।----কোন ব্যক্তি বা রিক্রুটিং এজেন্ট----

(ক) এই আইন বা বিধির বিধান লঙ্ঘন করিয়া অপর কোন ব্যক্তিকে কর্মের উদ্দেশ্যে বিদেশে প্রেরণ বা প্রেরণে সহায়তা করিলে বা চুক্তি করিলে;

(খ) কোন ব্যক্তিকে বৈদেশিক কর্মসংস্থানের মিথ্যা আশ্বাস প্রদান করিয়া কোন অর্থ বা মূল্যবান দ্রব্য গ্রহণ করিলে বা গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিলে;

(গ) কোন অভিবাসী কর্মীর পাসপোর্ট, ভিসা বা অভিবাসন সংক্রান্ত কাগজপত্র বৈধ কারণ ব্যতীত আটকাইয়া রাখিলে;

(ঘ) প্রতারণামূলকভাবে অধিক বেতন-ভাতা ও সুযোগ সুবিধার মিথ্যা আশ্বাস প্রদান করিয়া কোন ব্যক্তিকে অভিবাসন করাইলে বা অভিবাসনের নিমিত্ত চুক্তিবদ্ধ হইতে প্রলুব্ধ করিলে অথবা অন্য কোনভাবে প্রতারণা করিলে;

উহা অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসর কারাদণ্ড এবং অন্যূন ১ (এক) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

৩২। **অননুমোদিত বিজ্ঞাপন প্রকাশের দণ্ড**।----(১) কোন ব্যক্তি বা রিক্রুটিং এজেন্ট সরকার বা ব্যুরোর পূর্বানুমোদন ব্যতীত বৈদেশিক কর্মে নিয়োগের উদ্দেশ্যে বা অভিবাসন বিষয়ক কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশ বা প্রচার করিলে উহা অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ১ (এক) বৎসর কারাদণ্ড এবং অন্যূন ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

৩৩। **বৈদেশিক কর্মসংস্থান সম্পর্কিত চাহিদাপত্র, ভিসা বা কার্যানুমতিপত্র সংগ্রহে অবৈধ পন্থা গ্রহণ বা ক্রয়-বিক্রয়ের দণ্ড**।----কোন ব্যক্তি বা রিক্রুটিং এজেন্ট কর্তৃক বৈদেশিক কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে নিয়োগকারী বা বিদেশ হইতে চাহিদাপত্র, ভিসা বা কার্যানুমতিপত্র সংগ্রহে অবৈধ পন্থা গ্রহণ করিলে এবং বাংলাদেশের অভ্যন্তরে উহা ক্রয়-বিক্রয় করিলে উহা অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ৭ (সাত) বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং অন্যূন ৩ (তিন) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

৩৪। **বহির্গমন স্থান ব্যতীত অন্য স্থান দিয়া বহির্গমনের ব্যবস্থাকরণের দণ্ড**।----কোন ব্যক্তি বা রিক্রুটিং এজেন্ট অন্য কোন ব্যক্তিকে বহির্গমনের জন্য নির্ধারিত স্থান ব্যতীত অন্য কোন স্থান দিয়া বাংলাদেশ হইতে বহির্গমনের ব্যবস্থা করিলে বা সহায়তা করিলে উহা অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ১০ (দশ) বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং অন্যূন ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকার অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

৩৫। **অন্যান্য অপরাধের দণ্ড**।---কোন ব্যক্তি যদি এই আইনে সুনির্দিষ্টভাবে দণ্ডের বিধান উল্লেখ নাই এইরূপ কোন বিধান লঙ্ঘন করেন তাহা হইলে তিনি অনধিক ৬ (ছয়) মাস কারাদণ্ড অথবা অনধিক ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

৩৬। **অপরাধ সংঘটনে সহায়তা, প্ররোচনা, ইত্যাদির দণ্ড**।----কোন ব্যক্তি বা রিক্রুটিং এজেন্ট এই আইনের অধীন কোন অপরাধ সংঘটনে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সহায়তা বা প্ররোচনা প্রদান করিলে এবং উক্ত সহায়তা বা প্ররোচনার ফলে অপরাধটি সংঘটিত হইলে, উক্ত সহায়তাকারী বা প্ররোচনাকারী তাহার সহায়তা বা প্ররোচনা দ্বারা সংঘটিত অপরাধের জন্য নির্দিষ্টকৃত দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

৩৭। **কোম্পানী কর্তৃক অপরাধ সংঘটন**।---কোন কোম্পানী কর্তৃক এই আইনের অধীন কোন অপরাধ সংঘটিত হইলে, উক্ত অপরাধের সহিত প্রত্যক্ষ সংশ্লিষ্টতা রহিয়াছে উক্ত কোম্পানীর এইরূপ পরিচালক, নির্বাহী কর্মকর্তা, ব্যবস্থাপক, সচিব, অন্য কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী উক্ত অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন, যদি না তিনি প্রমাণ করিতে পারেন যে, উক্ত অপরাধ তাহার অজ্ঞাতসারে সংঘটিত হইয়াছে এবং উহা রোধ করিবার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা।----এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে----

(ক) "কোম্পানী" অর্থে নিগমিত বা নিবন্ধিত হউক বা না হউক, যে কোন কোম্পানী, সংস্থা, প্রতিষ্ঠান, অংশীদারী কারবার, সমিতি বা একাধিক ব্যক্তি সমন্বয়ে গঠিত সংগঠন বা সংস্থা অন্তর্ভুক্ত হইবে; এবং

(খ) "পরিচালক" অর্থে অংশীদার বা পরিচালনা বোর্ডের সদস্য অন্তর্ভুক্ত হইবে।

৩৮। **বিচার**।---(১) Code of Criminal Procedure, 1898 (Act No. V of 1898) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের অধীন অপরাধসমূহ প্রথম শ্রেণীর জুডিশিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট অথবা, ক্ষেত্রমত, মেট্রোপলিটন ম্যাজিষ্ট্রেট কর্তৃক বিচার্য হইবে।

(২) মামলার অভিযোগ গঠনের তারিখ হইতে ৪ (চার) মাসের মধ্যে এই আইনের অধীন বিচার কার্য সমাপ্ত করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত সময়ের মধ্যে কোন মামলা নিষ্পত্তি করা সম্ভব না হইলে উহার কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া সংশ্লিষ্ট ম্যাজিস্ট্রেট উক্ত সময়সীমা অনধিক ২ (দুই) মাস বৃদ্ধি করিতে পারিবেন এবং সেইক্ষেত্রে তিনি চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, অথবা ক্ষেত্রমত, চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতকে মামলার অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ করিবেন।

৩৯। **অপরাধের আমলযোগ্যতা, আপোসযোগ্যতা, ইত্যাদি**।----ধারা ৩৩ ও ৩৪ এর অধীন অপরাধসমূহ আমলযোগ্য, জামিন অযোগ্য এবং অ-আপোষযোগ্য এবং ধারা-৩১, ৩২ ও ৩৫ এর অধীন অপরাধ অ-আমলযোগ্য, জামিনযোগ্য এবং আপোসযোগ্য হইবে।

৪০। **মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ এর তফসিলভুক্ত হওয়া**।---এই আইন মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৫ নং আইন) এর তফসিলভুক্ত হইবে।

৪১। **সরকারের নিকট অভিযোগ উত্থাপন**।----(১) এই আইনের অধীন মামলা দায়েরের অধিকারকে ক্ষুণ্ন না করিয়া, কোন ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি সরকারের নিকট রিক্রুটিং এজেন্টসহ যে কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রতারণা, অবৈধভাবে অর্থ গ্রহণ অথবা কর্মসংস্থান চুক্তি লঙ্ঘনের অভিযোগসহ সংশ্লিষ্ট অন্য যে কোন অভিযোগ উত্থাপন করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন অভিযোগ প্রাপ্তির অনধিক ৩০ (ত্রিশ) কার্য দিবসের মধ্যে সরকার বা তদ্‌কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ বা ব্যক্তি তদন্ত সমাপ্ত করিবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন পরিচালিত তদন্তে অভিযোগ প্রমাণিত হইলে, তদন্ত শেষ হইবার তারিখ হইতে অনধিক ৩(তিন) মাসের মধ্যে সরকার বা তদ্‌কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ বা ব্যক্তি, আদেশ দ্বারা সরাসরি বা সালিসের মাধ্যমে অভিযোগ নিষ্পত্তি করিতে পারিবে।

(৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন সালিসের মাধ্যমে অভিযোগ নিষ্পত্তির পদ্ধতি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

## নবম অধ্যায়
## বিবিধ

৪২। **তল্লাশি**।---অবৈধ অভিবাসন প্রতিরোধ বা অভিবাসনে ইচ্ছুক ব্যক্তির স্বার্থ রক্ষার্থে সরকার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা কোন স্থান বা বিদেশগামী বা বাংলাদেশ অভিমুখী যে কোন বাহন তল্লাশি করিতে পারিবেন।

৪৩। **অবৈধভাবে গৃহীত অর্থ উদ্ধার**।—(১) এই আইনের বিধান লঙ্ঘন করিয়া কোন অর্থ গ্রহণ করা হইলে সরকার, প্রয়োজনীয় তদন্ত সাপেক্ষে, এবং লিখিত আদেশ দ্বারা, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নিকট হইতে উক্ত অর্থ উদ্ধার বা, প্রয়োজনে, ক্ষতিপূরণের মামলা দায়েরপূর্বক আদায় করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন উদ্ধারকৃত বা আদায়কৃত অর্থ সংশ্লিষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে প্রদান করিতে পারিবে।

৪৪। **ক্ষমতার্পণ এবং প্রতিনিধি নিয়োগ**।—সরকার অভিবাসী কর্মীসহ যে কোন অভিবাসীর অধিকার রক্ষা এবং বৈদেশিক কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করিবার উদ্দেশ্যে এই আইনে বর্ণিত কোন ক্ষমতা বা দায়িত্ব প্রজ্ঞাপন দ্বারা বা চুক্তির মাধ্যমে কোন কর্তৃপক্ষ বা কর্মকর্তাকে অর্পণ করিতে পারিবে, এবং প্রয়োজনে, কোন রাষ্ট্রে প্রতিনিধি নিয়োগ করিতে পারিবে।

৪৫। **অসুবিধা দূরীকরণে সরকারের ক্ষমতা**।—এই আইনের কোন বিধান কার্যকর করিবার ক্ষেত্রে কোন অসুবিধা দেখা দিলে সরকার উক্ত অসুবিধা দূরীকরণার্থে, সরকারি গেজেটে আদেশ দ্বারা, প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

৪৬। **অন্যান্য আইনের পরিপূরক গণ্য হওয়া**।—এই আইনের বিধানাবলী পাসপোর্ট, ইমিগ্রেশন, বৈদেশিক সম্পর্ক, বৈদেশিক মুদ্রা-বিনিময়, বিদেশী নাগরিকের নিয়ন্ত্রণ, মুদ্রাপাচার, মানবপাচার এবং তথ্য অধিকার বিষয়ক অন্যান্য প্রচলিত আইনের পরিপূরক হইবে এবং তাহাদের ব্যত্যয়ে ব্যবহৃত হইবে না।

৪৭। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা**।—এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, বিধি প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত সরকার, প্রয়োজনে, সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা, এই আইনের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, যে কোন কার্যক্রম গ্রহণ ও সম্পাদন সম্পর্কে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

৪৮। **ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ**।—(১) এই আইন কার্যকর হইবার পর সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের মূল বাংলা পাঠের ইংরেজীতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিবে।

(২) ইংরেজি পাঠ এবং মূল বাংলা পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

৪৯। **রহিতকরণ ও হেফাজত**।—(১) Emigration Ordinance 1982 (Ordinance No. XXIX of 1982), অতঃপর উক্ত Ordinance বলিয়া উল্লিখিত, এতদ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উক্তরূপ রহিতকরণ সত্ত্বেও উক্ত Ordinance এর অধীন কৃত কোন কার্য বা গৃহীত ব্যবস্থা বা প্রণীত কোন বিধি বা জারীকৃত কোন আদেশ, বিজ্ঞপ্তি বা প্রজ্ঞাপন, এই আইনের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, রহিত বা সংশোধিত না হওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে, এবং এই আইনের অধীন কৃত, গৃহীত, প্রণীত বা জারীকৃত বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) এই আইন কার্যকর হইবার অব্যবহিত পূর্বে কোন আদালতে উক্ত Ordinance এর অধীন কোন মামলা বা কার্যধারা বিচারাধীন থাকিলে উহা উক্ত আদালত কর্তৃক এমনভাবে শুনানী ও নিষ্পত্তি হইবে, যেন উক্ত Ordinance রহিত হয় নাই।

**মোঃ আশরাফুল মকবুল**
সিনিয়র সচিব।

# Draft translation of the Overseas Employment and Migrant Act 2013

The following Act of the Parliament of the People's Republic of Bangladesh received the assent of the President on the 26th of October 2013/the 11th of Kartik 1420, and is hereby published as the official translation into English and for information to general public:—

## Act No. XLVIII of 2013

An Act to promote opportunities for overseas employment and to establish a safe and fair system of migration, to ensure rights and welfare of migrant workers and members of their families, to enact a new law by repealing the Emigration Ordinance, 1982 (Ordinance No. XXIX of 1982), and for making provisions in conformity with the International Convention on the Rights of Migrant Workers and the Members of Their Families 1990 and other international labour and human rights conventions and treaties ratified by the People's Republic of Bangladesh.

WHEREAS it is expedient and necessary to promote opportunities for overseas employment and establish a safe and fair system of labour migration, to ensure rights and welfare of migrant workers and members of their families, to enact a new law by repealing the Emigration Ordinance, 1982 (Ordinance No. XXIX of 1982), and for making provisions in conformity with the International Convention on the Rights of Migrant Workers and the Members of Their Families 1990 and other international labour and human rights conventions and treaties ratified by the People's Republic of Bangladesh;

it is, THEREFORE, enacted as follows:

## CHAPTER I

### Preliminary

1. **Short title and commencement.**— (1) This Act may be called the Overseas Employment and Migrants' Act, 2013.

(2) It shall come into force at once.

2. **Definitions.**— In this Act, unless there is anything repugnant in the subject or context.—

(1) "**migration**" means the departure of a citizen from Bangladesh for the purpose of employment in a trade or profession in any foreign country;

(2) "**migrant**" means any citizen of Bangladesh who has migrated to a foreign country for the purpose of overseas employment in any work or profession and is staying in that country;

(3) "**migrant worker**" or "**worker**" means any citizen of Bangladesh who, for wages,—

(a) is in the planning process to migrate for work or is departing to any foreign country for work;

(b) is employed in a trade or profession in any foreign country; or

(c) has returned to Bangladesh at the end of the tenure of employment or without having completed the tenure of employment in a trade or profession from a foreign country;

(4) "**demand**" means any job-offer or request for Bangladeshi workers for employment in a project or organization/entity by an overseas or a Bangladeshi employer, or a person overseas, which is approved or conforms with the instructions for visa or is approved vide any other lawful means by the appropriate authorities of the country of employment;

(5) "**citizen**" means any citizen of Bangladesh according to the provisions of the Citizenship Act, 1951 (Act No. II of 1951) and the Bangladesh Citizenship (Temporary Provisions) Order, 1972 (P.O. No. 149 of 1972);

(6) "**prescribed**" means set down as a course of action to be followed by Rules;

(7) "**dependent**" means a spouse/husband or wife, mother, father, children, brother or sister, or any other household member who is financially dependent on the migrant worker;

(8) "**employer**", for the purpose of overseas employment, means an overseas or Bangladeshi person or organization/entity who has hired the worker;

(9) "**fraud**" means to cheat, deceive, induce or mislead others wilfully or negligently by any word or conduct or by contract or document about any facts or law, which shall include the meaning for which the word "fraud" is used in section 17 of the Contract Act, 1872 (Act No. IX of 1872);

(10) "**departure**" means the emigration of a Bangladeshi citizen to a foreign country;

(11) "**Rules**" means Rules made under this Act;

(12) "**Bureau**" means the Bureau of Manpower, Employment and Training established under Memorandum No. VIII/E-4/76/296, dated 3-4-1976 of the then Ministry of Health Population Control and Labour;

(13) "**overseas employment**" means the employment of a Bangladeshi citizen in a foreign country outside the legal authority of Bangladesh;

(14) "**person**" means any natural person, company, association of persons, partnership firm, or statutory or any other kind of bodies including their agents;

(15) "**recruitment**" means the hiring of workers for overseas employment by any overseas or Bangladeshi employer directly or through concerned authorities or a recruitment agent by means of a contract entered into orally or in writing, or enlistment of workers subsequent to publishing or circulating an advertisement for recruitment of workers, or exchanging letters or in any other way;

(16) "**recruitment agent**" means any person/entity licensed under the Section 9; and

(17) "**licence**" means a licence issued to a recruitment agent under the Section 9.

## CHAPTER II

### Sending Overseas Workers, Migration, and such others

3. **Authority to send workers for overseas employment.**— (1) The control of all activities relating to the recruitment and emigration of workers from Bangladesh for the purpose of overseas employment shall be vested in the Government or its delegated authorities.

(2) Under this Act, the Bureau, any other organisation or entity established by the Government, and a recruitment agent may conduct recruitment related activities.

4. **Migration.**— (1) No citizen shall migrate or cause others to migrate for overseas employment except in accordance with the provisions of this Act.

(2) For migration of a citizen, in addition to the clearance issued under the Section 20, following documents shall be required:—

(a) evidence of recruitment for overseas employment by a person, organization or an entity authorised by the Government under an Agreement concluded with any country, or by a recruitment agent with appropriate visa; or

(b) letter of appointment in for an overseas job or a work permit, or a no-objection certificate issued by any authorities of the country of employment and an appropriate visa.

5. **Non-application of this Act in case of departure of certain persons.**— This Act shall not be applicable for the departure of following category of persons:—

(a) a person employed in the service of the People's Republic of Bangladesh or of a local authority, who, with permission from the competent authorities, is going overseas for performing an official duty or for the purposes of education or training, or for employment with an international or multilateral organisation;

(b) a student, a trainee, or a tourist;

(c) a person emigrating at self-initiative for employment in a foreign government or international or multilateral organisation;

(d) a person emigrating to a foreign country for the purpose of medical treatment and care, or for religious, business or investment purposes;

(e) a dependent of any Bangladeshi citizen employed overseas or lawfully staying overseas; or

(f) a person who initially emigrated for education and later accepted employment in a foreign country; and

(g) a person emigrating for a purpose which is not in conflict with the purposes of this Act.

6. **Application of the principle of equality.**— The principle of equality is to be applied at all times for overseas employment and return of migrant workers and while providing services or performing any other action under this Act, and no one shall be discriminated on on one or more grounds, including, gender, language, birth, colour, age, ethnicity or national origin, political views, religion, ideology, familial, marital or social identity, or regional affiliation, or any other reasons.

7. **Place of departure.**— The departure for overseas employment will be from the port or place as may be specified by the Government by notification in the official Gazette.

8. **Restrictions relating to migration.**— (1) If the Government is satisfied that the migration of Bangladeshi citizens to a particular country shall be against the public or state interest or that their health and safety may be jeopardized in that country, the state may, by order, restrict the migration to that country.

(2) The Government may, in the public interest or for preservation of human resources, temporarily restrict migration of a citizen or a category of citizens.

## CHAPTER III

### Recruitment Agents, Licence, and such others

9. **Licence.**— (1) No person shall operate any activity relating to recruitment unless issued a licence under this Act.

(2) A person willing to recruitment services shall have to apply to the Government for a licence in the manner and form prescribed and upon payment of fees, and by submitting the following documents:—

(a) certified copy of the trade licence;

(b) certified copy of the certificate of payment of taxes, along with a copy of the Tax Identification Number (TIN);

(c) bank statement indicating financial solvency;

(d) police certificate;

(e) In case of a company, its memorandum of association, articles of association and the certificate of incorporation;

(f) an affidavit declaring that while sending migrant workers overseas, fees and other amounts in excess of the ceiling fixed by the Government shall not be charged; and

(h) an undertaking to the effect that while sending workers overseas, false promises shall not be made to any person and that fraudulent actions shall not be practiced.

(3) Upon receipt of an application under subsection (2), the Government may, if satisfied upon examination of the information aforementioned and necessary investigation, grant the said person a licence to act as a recruitment agent after the receipt of security money and subject to conditions, or may reject the application.

(4) If any application is rejected under sub-section (3), the applicant may apply to the Government for review of the decision within the specified time and in the manner prescribed.

(5) The licence fee, the amount of security money, and the renewal fee payable under the Section 11 shall be determined by the Rules.

10. **Eligibility for licence**.— (1) No person shall be considered competent to obtain a licence, if the person:—

(a) is not a citizen of Bangladesh;

(b) has not attained adulthood as per the law;

(c) is not a person of sound mind;

(d) is declared by a competent court to be an insolvent and discharge from insolvency has not been established;

(e) has been convicted of human trafficking, money laundering, international terrorism or any other serious crime; and

(f) has been convicted of a criminal offence involving moral turpitude and a period of two years has not elapsed since the completion of the punishment.

(2) A licence may be granted in favour of a company, organisation, partnership firm, or any other legal entity, if:—

(a) in case of a company or organisation, not less than sixty percent shares of that company or organisation; and

(b) in case of partnership firm or any other legal entity, sixty percent capital or ownership in that partnership firm or legal entity is owned or controlled by Bangladeshi citizens.

11. **Duration and renewal of licence.**— The licence of a recruitment agent issued under the Section 9 shall remain valid for three years from the date of its issue, and it shall be renewable at a three years' interval in the manner prescribed and upon payment of the fees as may be prescribed.

12. **Suspension and cancellation of licence.**— (1) The Government may, after adequate investigation and upon affording the licensee an opportunity to be heard, suspend or cancel the licence of any recruitment agent for any of the following reasons:—

(a) If the licence was obtained through false information or through fraudulent means;

(b) if the conditions of licence were violated or if the licence was not renewed within due time;

(c) if any provisions of this Act or the Rules or of the Code of Conduct prescribed for the recruitment agents stand violated;

(d) if the person to whom the license has been issued has been convicted a criminal offence;

(e) if the recruitment agent recruits or employs a migrant worker for a purpose not in the interest of Bangladesh; or

(f) in case of a company, organisation, a partnership firm or any other legal entity, if the licensee is duly wound up or dissolved.

(2) If the licence of any recruitment agent is suspended under above-mentioned Subsection (1), the said recruitment agent shall no longer have the legal capacity to carry out any action related to recruitment.

(3) If a licence is suspended or cancelled, the recruitment agent may, within 30 days of such suspension or cancellation, appeal to the Government for a review and the Government shall review the case within 60 days of the appeal, and the decision of the Government in this regard shall be final.

(4) If any licence of a recruitment agent is suspended or cancelled under this Section, the Government shall take appropriate measures to protect the rights and interests of those persons who may have enlisted for recruitment related services with that recruitment agent.

13. **Revocation of licence.**— Notwithstanding anything to the contrary contained in other provisions of this Act, the Government may, by notification through the official Gazette, may withdraw a licence in view of a public interest.

14. **Branch offices**.— (1) A recruitment agent, with prior approval of the Government, may run one or more branch offices.

15. **Duties of the recruitment agent.**— The duties of the recruitment agent shall be as follows:—

(a) to protect the interest of migrant workers;

(b) to produce, when applicable, the migrant worker for registration under section 19 and to collect migration clearance;

(c) to employ the migrant worker in the job offered and provide wages and other benefits and to ensure a good workplace conditions in accordance with the terms and conditions of the employment contract, and to maintain communication with the employer for these purposes; and

(d) to discharge other duties as may be specified, from time to time, by the Government.

16. **Classification of recruitment agents**.— (1) The Government may classify the recruitment agents in a prescriptive graded manner.

(2) The classification into various grades shall be done based on an evaluation of the conditions that must be met by the recruitment agents.

(3) The factors to be considered while classifying the recruitment agents into various grades under this Section shall be prescribed by the Rules.

17. **Transfer of licence, the change of address, and such others.**— (1) A recruitment agent is not allowed to transfer the licence.

(2) Upon the death of a recruitment agent, the concerned licence shall not devolve upon the heirs, but if an heir were to apply for a new licence, the Government shall, subject to the provisions of this Act, consider the application with preference, and in such a case, the licence shall be issued with the number of the previous licence.

(3) If the recruitment agent is a company, organization, partnership firm, or any other legal entity, any partner or any member thereof, as the case may be, are not permitted to transfer individual part or share without the approval of the Government.

(4) A recruitment agent shall not change the address of the office or the branch office without obtaining prior approval of the Government to do so.

(5) If a recruitment agent changes the address of the office premises or the address of the approved branch office under the Subsection (4), new address must be published in newspapers by that recruitment agent and a copy thereof submitted to the Bureau and the Government.

18. **Forfeiture of surety, and such others.**— (1) If a licence is cancelled under the Section 12, the Government may confiscate the whole or part of the surety money paid by the concerned recruitment agent.

(2) Compensation to any affected migrant worker or the cost of return/repatriation of a worker who was sent overseas by the concerned recruitment agent may be paid from the surety money confiscated under the Subsection (1).

(3) If the confiscated surety money is inadequate to pay compensation to the affected migrant worker or to ensure return/repatriation from overseas, the Government may direct the concerned recruitment agent to pay an appropriate amount of compensation.

(4) If any recruitment agent fails to pay the money directed to be paid under the Subsection (3), the Government may recover it from that recruitment agent in accordance with the provisions of the Public Demands Recovery Act, 1913 (Bengal Act No. III of 1913).

(5) If a recruitment agent surrenders the licence following the expiry of its validity period, or if the recruitment agent dies, the Government shall return the surety money to the recruitment agent or the legal heir of the recruitment agent.

## CHAPTER IV

### Registration of Migrant Workers, Migration Clearance, and such others

19. **Registration of migrant workers and protection of their interests**.— (1) A person planning to migrate under the provisions of this Act or all migrant workers shall be registered with the Bureau and concerned trade and profession recorded, and the Bureau shall preserve full information of the workers registered in the manner prescribed and, if necessary, shall enter those information into a register.

(2) If a migrant is not registered under sub-section (1), the worker shall be allowed to register and have concerned trade and profession recorded at any time in Bangladesh or with the Bangladesh Mission in the country where the worker is employed.

(3) The Bureau, any other organisation or company established by the government, and the recruitment agents shall recruit workers openly and by means of computerised database on a random basis from amongst workers registered according to their trade or profession under subsection (1):

Provided that qualified workers are not available in the database, workers may be recruited through open advertisements in the newspapers with prior approval of the Government or of the authorities with delegated authority, and in such a case, the advertisement shall include a declaration to the effect that a fee or money in any form shall not be charged before and unless the worker has been recruited.

(4) The Bureau shall discharge the responsibility of protecting the interests of workers employed overseas, and the duties and functions relating thereto, and the means of monitoring thereof shall be prescribed by the Rules.

20. **Migration Clearance**.— Subject to the fulfilment of all official requirements related to migration, the Bureau shall stamp the passport of every person registered under the Section 19 with a seal bearing the registration number, and shall issue a migration clearance electronic card bearing the thumb impression and necessary information concerning migration including biometric details of the concerned migrant worker.

21. **Cost of Migration.**— The Government may, by an Order, prescribe the ceiling of the cost of migration to be charged for the purpose of recruitment and overseas employment.

## CHAPTER V

### Employment Contract

22. **Employment contract**.— (1) The recruitment agent shall cause to be concluded an employment contract between the recruited worker and the employer, in which stipulations concerning the worker's wages, accommodation facilities, duration of employment, compensation amount in the event of death or injury, cost of emigration to and return from the foreign country, and so on shall be stated.

(2) For the purpose of the contract mentioned in the Subsection (1), the recruitment agent shall be deemed to be a representative of the overseas employer, and as regards liabilities arising from the contract, the said recruitment agent and the employer shall be liable jointly and severally.

(3) The recruitment agent shall submit a copy of the contract concluded under the Subsection (1) to the Bureau and to the Bangladesh Mission in the concerned foreign country.

(4) In case workers being sent overseas by the Bureau or any organisation, entity or company established by the Government, the Bureau or the organisation, entity or the company established by the Government shall arrange for the conclusion of a employment contract between the employer and the worker and shall submit a copy thereof to the Bangladesh Mission the concerned foreign country.

# CHAPTER VI

## Labour Welfare Wing and Agreements on Migration

23. **Labour Welfare Wing.**— If it is deemed necessary to establish a Labour Welfare Wing in any country for the purpose of expanding reach into the labour market thereto or for protecting the rights of migrant workers, the Government may establish a Labour Welfare Wing in the Bangladesh Mission in the concerned foreign country, and the Wing shall perform duties as have been specified in this Act and the Rules thereof.

24. **Duties of Labour Welfare Wing.**— (1) The authorized officer of the Labour Welfare Wing shall inspect the place of work where Bangladeshi migrant workers are to be employed in the concerned country and shall meet with the employers, when necessary.

(2) Following the regular inspection under the Sub-section (1), the authorized officer of the Labour Welfare Wing shall, in December of every year, send to the Government an annual report along with necessary recommendations relating to the condition of Bangladeshi migrant workers working in the concerned country.

(3) The report prepared under subsection (3) shall contain the following information:—

(a) a list of Bangladeshi migrant workers with names of trades and professions they are employed in, their working conditions, benefits and problems;

(b) a list of cases brought against Bangladeshi migrant workers, if any, along with details thereof, and information about workers detained or convicted for offence;

(c) a list of names of the migrant workers who have died, causes of their deaths, and whether they were compensated by the employer or not, or indication of possibility of getting compensation;

(d) services, counseling, and legal assistance offered by the Bangladesh Mission or the steps taken to resolve the problems of migrant workers;

(e) an estimation of the job opportunities of for the Bangladeshi workers in the concerned country and the current status of the implementation of any existing bilateral agreement regarding the rights of Bangladeshi migrant workers in such country;

(f) facilities related to passports, visas, and consular services; and

(g) any other matter as may be specified by the Government from time to time.

25. **Bilateral agreement on migration.**— (1) The Government may conclude memorandum of understanding or an agreement with another country with a view to increase opportunities of migration by the Bangladeshi citizens for overseas employment, improving management of labour migration, repatriation and re-integration of the migrant workers in the home country, and to ensure welfare and the rights of migrant workers including the members of their families.

(2) Any memorandum of understanding or agreement under the Subsection (1) shall be concluded on the basis of, among others, the following principles:—

(a) protection of the rights, safety and human dignity of all migrant workers within the country or while overseas;

(b) protection of labour and other human rights of Bangladeshi migrant workers in the concerned country, and assuring conditions at work are compatible with the international standards; and

(c) assurance of the migrant workers' right to information and the right to redress if their rights are violated in the concerned country.

## CHAPTER VII
### Rights of Migrant Workers

26. **Right to information**.— Migrant workers shall have the right to be informed about the migration process, employment contract or the terms and conditions of the work overseas, and the right to know about their rights as per the law before his departure.

27. **Legal aid.**— Migrant workers and the persons who have become victims of fraud in the name of migration shall have the right to reasonable legal aid.

28. **Right to file civil suit**.— Without prejudice to the right to seek a criminal prosecution for any offence under this Act, a migrant worker, if affected by violation of any provision of this Act or of the employment contract, may file a civil suit for compensation.

29. **Right to return home**.— (1) A migrant worker, especially a worker detained or stranded, or otherwise is in situation of distress overseas, shall have the right to return to Bangladesh and to receive necessary assistance from the Bangladesh Mission in the concerned foreign country.

    (2) If any sum of money is spent for repatriating a migrant worker, the money so spent may be recovered from that person.

    (3) If a migrant worker in a situation of distress due to the negligence or illegal activity of a recruitment agent, the Government may direct the concerned recruitment agent to bear the costs of repatriation of that migrant worker.

    (4) If a recruitment agent fails to pay the money ordered to be paid under the Subsection (3), the Government may recover the sum of money from the concerned recruitment agent in accordance with the provisions of the Public Demands Recovery Act, 1913 (Bengal Act No. III of 1913).

30. **Financial and other welfare programmes.**— For the purpose of welfare and development of migrant workers and the members of their families, the Government may, if necessary, undertake measures to launch, and make more accessible, bank loans, tax-exemptions, saving schemes, investment opportunities and other facilities.

## CHAPTER VIII
### Offences, Penalties, and Trial

31. **Penalties for sending migrant workers overseas in unlawful manner, and for charging unlawful amounts of fees, and such others.**— (1) It shall be considered an offence if a person or a recruitment agent:—

    (a) sends or assists to send a person overseas for the purpose of employment or enters into contract on behalf of another person, in violation of provisions of this Act or of the Rules;

    (b) receives or attempts to receive any sum of money or a payment in any other form by giving a person a false undertaking to provide overseas employment;

    (c) detains, without any valid reason, the passport, visa, and migration-related documents of a migrant worker; and

    (d) makes a person fraudulently emigrates or induces a person to enter into a contract for migration by giving a false promise of high wages, benefits and facilities, or engages in fraudulent activities in any way with regard to a migrant worker;

    and, for that offence, the concerned person or the recruitment agent shall be punishable with imprisonment of a term which may be up to five years, and with a penalty, which shall not be less than Bangladeshi Taka One Lakh.

32. **Penalty for publishing unauthorised advertisements.**— If a person or a recruitment agent publishes, without prior approval of the Government or the Bureau, an advertisement for the purpose of recruitment for overseas employment or migration, the act shall be deemed to be an offence, and, for that offence, the person or the recruitment agent shall be punishable with imprisonment for a term which may be up to one year, and with penalty, which shall not be less than Bangladeshi Taka Fifty Thousand.

33. **Penalty for using unlawful means for collecting demand note, visa or work-permit for overseas employment, or for trading in such documents.**— If a person or a recruitment agent adopts any unlawful means for collecting demand notes or visa or work permit for overseas employment from the employer or a foreign country, or trades in the said visa or work-permit within Bangladesh, the act shall be deemed to be a criminal offence for which the offender be punishable with rigorous imprisonment for a term which may be up to seven years, and with a penalty, which shall not be less than Bangladeshi Taka Three Lakh.

34. **Penalty for arranging for departure through places other than the specified place of departure**.— If a person or a recruitment agent arranges for, or assists in departure of a worker from Bangladesh through a place other than the specified place of departure, such an action shall be deemed as an offence, and the offender shall be punished with rigorous imprisonment for a term which may be up to ten years, and with a penalty, which shall not be less than Bangladeshi Taka Five Lakh taka.

35. **Penalty for other offences**.— If a person acts in breach of any provision of this Act for which no specific penalty is provided for in this Act, than that person shall be punished with an imprisonment for a term which may be up to six months, or with a penalty, which may be up to Bangladeshi Taka Fifty Thousand or both together.

36. **Penalty for abetting or instigating an offence, and such others**.— (1) If a person or a recruitment agent directly or indirectly abets or instigates an offence under this Act, and if the act of offence is committed as consequence of that abetment or instigation, the concerned abettor or instigator shall be liable to receive the same punishment as the perpetrator of the crime or the offender.

37. **Offences committed by a company**.— When an offence under this Act is committed by a company, and if its director, executive, manager, secretary or any personnel or employee has a direct involvement with the offence, that person shall be deemed to have committed the offence, unless the person establishes that the offence was committed without their knowledge and that he exercised due diligence to prevent it.

38. **Trial**.— (1) Notwithstanding anything contained in the the Code of Criminal Procedure 1898 (Act No. V of 1898), offences under this Act shall be triable by the Judicial Magistrate of First Class, or, as the case may be, the Metropolitan Magistrate.

(2) The trial under this Act shall be concluded within four months from the date of framing of charge in the concerned case:

Provided that where the trial does not conclude within the said time, the concerned Magistrate may, upon stating the reasons for such delay, extend the said time-frame by not more than another two months, and in that case he shall send a progress report to the Chief Judicial Magistrate's Court or to the Chief Metropolitan Magistrate's court, as the case may be.

39. **Cognizability, compoundability, and so on of offences**.— Offences under sections 33 and 34 shall be cognizable, non-bailable and non-compoundable, and offences under sections 31, 32, and 35 shall be non-cognizable, bailable and compoundable.

40. **Act deemed to be included in the schedule of the Mobile Courts Act, 2009.**— This Act shall be deemed to be included in the Schedule of the Mobile Courts Act 2009 (Act No. 5 of 2009).

41. **Complaints to the Government**.— (1) Any person aggrieved may, without forsaking the right to file a criminal case, may file a complaint, including, a complaint for fraud, demand for money related to costs at unapproved rates, or a breach of contract against any person including a recruitment agent, with a relevant government authority.

(2) The Government, or the authorities or a person authorized by the Government shall complete the investigation within not more than thirty (30) working days after the receipt of a complaint under subsection (1).

(3) If the investigation conducted under sub-section (2) finds the complaint true, the Government or the authorities or the person authorized by it may, by an order, dispose of the complaint directly or through arbitration (salish) within three months from the date of completion of the investigation.

(4) The procedures for resolving complaints through arbitration under subsection (3) shall be prescribed by Rules.

## CHAPTER IX

### Miscellaneous

42. **Inspection**.— For the purpose of preventing irregular migration, or to protect the interests of a prospective migrant worker, an officer authorised by the Government may inspect a place, or a means of transport departing from or heading towards Bangladesh.

43. **Recovery of money appropriated through illegal charges**.— (1) If a sum of money has been appropriated in violation of provisions of this Act, the Government, following an investigation, as may be necessary, and by order in writing, may recover the said money from the concerned person, or may file a suit for compensation for the purpose of recovery.

(2) The money recovered or collected under subsection (1) may be given to the aggrieved person.

44. **Delegation of power and appointment of agents**.— For the purpose of the protection of the rights of the migrant workers, the Government may, by notification or by executing a contract, delegate some powers or functions conferred by this Act, to an officer or authorities, and if necessary, may appoint an authorised agent or delegated authority in another country.

45. **Power of the Government to remove any difficulty.**— If a difficulty arises in the implementation of any provision of this Act, the Government may, by an order in the official Gazette, adopt necessary measures to remove that difficulty.

46. **Complementary Act**.— The provisions of this Act are intended to complement existing laws relating to passports, immigration, foreign relationship, exchange of foreign currency, control of foreign nationals, money-laundering, human trafficking, and the right to information, and shall not be used in derogation of them.

47. **Power to make Rules**.— For the purposes of this Act, the Government may, by notification in the official Gazette, make Rules:

Provided that until such Rules are made, and if it is necessary so to do, the Government may, by a general or special order, issue directives related to the adoption or execution of activities, which are compatible with this Act.

48. **Authentic English Text**.— (1) Upon this Act coming into force, the Government shall publish an authentic English translation of the original Bangla text of this Act by notification in the official Gazette.

(2) In the event of any conflict between the Bangla and the English text, the Bangla text shall prevail.

49. **Repeal and Savings**.— (1) The Emigration Ordinance, 1982 (Ordinance No. XXIX of 1982), hereafter the 'said Ordinance', is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, any function undertaken or action implemented, any Rule enacted, any order issued, or any notification or circular issued under the said Ordinance shall, subject to not being inconsistent with this Act and until they are repealed or amended, continue to be in force, and shall be deemed to have been undertaken, implemented, enacted or issued under this Act.

(3) A case or a proceeding that remained pending in a court of law under the said Ordinance immediately before the commencement of this Act shall be heard and disposed of by the said court in the manner as if the said Ordinance has not been repealed.

**Md. Ashraful Makbul**
Senior Secretary

# বাংলাদেশ গেজেট

**অতিরিক্ত সংখ্যা**

**কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত**

**রবিবার, সেপ্টেম্বর ২৮, ২০১৪**

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

কর্মসংস্থান শাখা-১

**প্রজ্ঞাপন**

তারিখ, ৬ জুলাই ২০১৪

নং ৪৯.০০১.০১১.০০.০০.৪৮৪.২০১৩-৩৪৭—‘বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন, ২০১৩’ এর ধারা-৭ অনুযায়ী বৈদেশিক কর্মসংস্থানের জন্য নিম্নবর্ণিত স্থানসমূহকে বহির্গমনের স্থান হিসেবে নির্দিষ্ট করা হলো ঃ

(১) হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, ঢাকা।

(২) শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, চট্টগ্রাম।

(৩) ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, সিলেট।

২। জনস্বার্থে এ আদেশ জারী করা হলো এবং তা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

**কাজী আবুল কালাম**

উপসচিব।

# বাংলাদেশ গেজেট

**অতিরিক্ত সংখ্যা**

**কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত**

**রবিবার, জুলাই ২৯, ২০১৮**


## বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ১৪ শ্রাবণ, ১৪২৫/২৯ জুলাই, ২০১৮

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ১৪ শ্রাবণ, ১৪২৫ মোতাবেক ২৯ জুলাই, ২০১৮ তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে ঃ-

## ২০১৮ সনের ৩০ নং আইন

**বাংলাদেশ কর্তৃক অনুসমর্থিত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক কনভেনশন ও সনদের সহিত সঙ্গতিপূর্ণক্রমে প্রবাসী ও তাহাদের উপর নির্ভরশীলদের সুরক্ষা ও কল্যাণ সাধনে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড প্রতিষ্ঠা এবং এতদ্‌সংক্রান্ত আনুষঙ্গিক বিষয়ে বিধান প্রণয়নকল্পে প্রণীত আইন**

যেহেতু বাংলাদেশ কর্তৃক অনুসমর্থিত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক কনভেনশন ও সনদের সহিত সঙ্গতিপূর্ণক্রমে প্রবাসী ও তাহাদের উপর নির্ভরশীলদের সুরক্ষা ও কল্যাণ সাধনে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড প্রতিষ্ঠা এবং এতদ্‌সংক্রান্ত আনুষঙ্গিক বিষয়ে বিধান প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল :-

**১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন**।- (১) এই আইন ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড আইন, ২০১৮ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

**২। সংজ্ঞা**।- বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই আইনে-

(১) "অভিবাসী" অর্থ বাংলাদেশের কোনো নাগরিক যিনি কোনো কাজ বা পেশায় নিযুক্ত হইবার উদ্দেশ্যে বিদেশে গমন করিয়াছেন এবং কোনো বিদেশি রাষ্ট্রে অবস্থান করিতেছেন;

(২) "অভিবাসী কর্মী" অর্থ বাংলাদেশের কোনো নাগরিক যিনি অন্য কোনো রাষ্ট্রে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে-

(ক) কর্মের উদ্দেশ্যে যাইবার প্রস্তুতি গ্রহণ করিয়াছেন বা গমন করিতেছেন বা করিয়াছেন;

(খ) কোনো কর্মে নিযুক্ত রহিয়াছেন; এবং

(গ) কোনো কর্মে নিযুক্ত থাকিবার পর বা নিযুক্ত না হইয়া বাংলাদেশে ফেরত আসিয়াছেন;

(৩) "তহবিল" অর্থ ধারা ১৪ এর অধীন গঠিত তহবিল;

(৪) "নির্ভরশীল" অর্থ অভিবাসীর স্ত্রী বা স্বামী এবং মাতা, পিতা, ক্ষেত্রমত, সন্তান, ভাই, বোন বা যাহারা উক্ত ব্যক্তির উপর আর্থিকভাবে নির্ভরশীল;

(৫) "পরিচালনা পরিষদ" অর্থ ধারা ৭ এর অধীন গঠিত পরিচালনা পরিষদ;

(৬) "প্রবাসী" অর্থ অভিবাসী ও অভিবাসী কর্মী;

(৭) "প্রবিধান" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত প্রবিধান;

(৮) "বহির্গমন" অর্থ কোনো বাংলাদেশি নাগরিকের দেশের বাহিরে গমন;

(৯) "বিধি" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;

(১০) "বোর্ড" অর্থ ধারা ৪ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড;

(১১) "ব্যুরো" অর্থ Ministry of Health, Population Control and Labour এর স্মারক No. VIII/E-4/76/296, Dated 3-4-1976 দ্বারা প্রতিষ্ঠিত জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো;

(১২) "মহাপরিচালক" অর্থ বোর্ডের মহাপরিচালক;

(১৩) "রিক্রুটিং এজেন্ট" অর্থ বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৪৮ নং আইন) এর ধারা ৯ এর অধীন লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তি; এবং

(১৪) "সভাপতি" অর্থ পরিচালনা পরিষদের সভাপতি।

**৩। আইনের প্রাধান্য**।- আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধানাবলি প্রাধান্য পাইবে।

**৪। বোর্ড প্রতিষ্ঠা**।- (১) এই আইন কার্যকর হইবার সঙ্গে সঙ্গে, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড নামে একটি বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হইবে।

(২) বোর্ড একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে এবং ইহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সীলমোহর থাকিবে এবং এই আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে, ইহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার ও হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে এবং বোর্ড ইহার নিজ নামে মামলা দায়ের করিতে পারিবে এবং উক্ত নামে ইহার বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা যাইবে।

**৫। বোর্ডের কার্যালয়**।- (১) বোর্ডের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় থাকিবে।

(২) বোর্ড, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, বাংলাদেশের যে কোনো স্থানে উহার শাখা কার্যালয় স্থাপন করিতে পারিবে।

**৬। সাধারণ পরিচালনা ও প্রশাসন**।- (১) বোর্ডের সাধারণ পরিচালনা ও প্রশাসন পরিচালনা পরিষদের উপর ন্যস্ত থাকিবে এবং পরিচালনা পরিষদের সার্বিক নিয়ন্ত্রণ সাপেক্ষে উক্ত ক্ষমতা মহাপরিচালক কর্তৃক প্রযুক্ত হইবে।

(২) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সুষ্ঠুভাবে দায়িত্ব পালনের লক্ষ্যে প্রয়োজন ও সমীচীন মনে করিলে মহাপরিচালক, পরিচালনা পরিষদের অনুমতি সাপেক্ষে, তাহার যে কোনো ক্ষমতা ও দায়িত্ব অধীনস্থ কোনো কর্মচারীকে অর্পণ করিতে পারিবেন।

**৭। পরিচালনা পরিষদ**।- (১) নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে বোর্ডের পরিচালনা পরিষদ গঠিত হইবে, যথা :-

(ক) সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, যিনি উহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) মহাপরিচালক, জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো;

(গ) অর্থ বিভাগ কর্তৃক মনোনীত উহার অন্যূন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার একজন প্রতিনিধি;

(ঘ) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উহার অন্যূন মহাপরিচালক পদমর্যাদার একজন প্রতিনিধি;

(ঙ) মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উহার অন্যূন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার একজন প্রতিনিধি;

(চ) বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উহার অন্যূন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার একজন প্রতিনিধি;

(ছ) লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ কর্তৃক মনোনীত উহার অন্যূন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার একজন প্রতিনিধি;

(জ) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগ কর্তৃক মনোনীত উহার অন্যূন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার একজন প্রতিনিধি;

(ঝ) প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উহার অন্যূন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার একজন প্রতিনিধি;

(ঞ) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ ওভারসীজ এমপ্লয়মেন্ট এন্ড সার্ভিসেস লিমিটেড;

(ট) বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক মনোনীত উহার সংশ্লিষ্ট নির্বাহী পরিচালক পদমর্যাদার একজন প্রতিনিধি;

(ঠ) সভাপতি, বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব ইন্টারন্যাশনাল রিক্রুটিং এজেন্সীস;

(ড) সরকার কর্তৃক মনোনীত বিদেশ হইতে প্রত্যাগত ৩ (তিন) জন অভিবাসী কর্মী, যাহাদের মধ্যে একজন নারী হইবেন;

(ঢ) মহাপরিচালক, যিনি উহার সদস্য সচিবও হইবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর দফা (ড) এর অধীন মনোনীত সদস্যগণ তাহাদের মনোনয়নের তারিখ হইতে পরবর্তী ৩ (তিন) বৎসর মেয়াদে সদস্য পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন :

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বে যে কোনো সময়, কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে, উক্তরূপ মনোনীত কোনো সদস্যকে সদস্য পদ হইতে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবে এবং মনোনীত কোনো সদস্যও সরকারের উদ্দেশ্যে স্বীয় স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে পদত্যাগ করিতে পারিবেন।

**৮। বোর্ডের কার্যাবলি**।- এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বোর্ডের কার্যাবলি হইবে নিম্নরূপ, যথা:

(১) প্রবাসীদের কল্যাণার্থে প্রকল্প গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন;

(২) যুদ্ধাবস্থা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানি লে-অফ বা প্রতিষ্ঠানের আর্থিক দুরবস্থা বা অন্য কোনো জরুরি পরিস্থিতির কারণে অভিবাসী কর্মীদের প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান এবং, ক্ষেত্র বিশেষে, দেশে প্রত্যাবর্তনে সহায়তা প্রদান;

(৩) দেশে প্রত্যাগত অভিবাসী কর্মীদের সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে সুরক্ষা ও পুনর্বাসন;

(৪) অভিবাসী কর্মীদের বিদেশ গমনের জন্য প্রাক-বহির্গমন ব্রিফিং সেন্টার স্থাপন, পরিচালনা ও ব্রিফিং প্রদান;

(৫) অভিবাসী কর্মীদের সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে বিমানবন্দরে এবং প্রয়োজনে অন্যান্য বহির্গমন ও প্রত্যাগমন স্থানে প্রবাসী কল্যাণ ডেস্ক স্থাপন ও পরিচালনা;

(৬) বিদেশে কর্মরত কোনো অভিবাসী কর্মী নির্যাতনের শিকার, দুর্ঘটনায় আহত, অসুস্থতা বা অন্য কোনো কারণে বিপদগ্রস্ত হইলে তাহাদেরকে উদ্ধার, দেশে আনয়ন এবং, প্রয়োজনে, আইনগত ও চিকিৎসা সহায়তা প্রদান;

(৭) প্রবাসীদের মৃতদেহ দেশে আনয়ন এবং, প্রয়োজনে, দাফন-কাফন বা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া বাবদ আর্থিক সহায়তা প্রদান;

(৮) বিদেশে মৃত্যুবরণকারী অভিবাসী কর্মীর মৃত্যু ও পেশাগত কারণে অসুস্থতাজনিত ক্ষতিপূরণ, বকেয়া বেতন, ইন্সুরেন্স ও সার্ভিস বেনিফিট আদায়ে সহায়তা এবং নির্ভরশীলদের আর্থিক অনুদান প্রদান;

(৯) প্রবাসীদের মেধাবী সন্তানদের শিক্ষাবৃত্তি এবং প্রতিবন্ধী সন্তানদের ও নির্ভরশীলদের কল্যাণার্থে সহায়তা প্রদান;

(১০) বোর্ডের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন;

(১১) বোর্ডের তহবিলের অর্থ ঝুঁকিমুক্ত ও লাভজনক খাতে বিনিয়োগ; এবং

(১২) সরকার কর্তৃক প্রবাসীদের জন্য নির্ধারিত অন্যান্য কল্যাণমূলক দায়িত্ব পালন।

**৯। নারী অভিবাসী কর্মীদের কল্যাণে বিশেষ দায়িত্ব।-** নারী অভিবাসী কর্মীদের কল্যাণে বোর্ডের বিশেষ দায়িত্ব হইবে নিম্নরূপ, যথা :

(ক) বিদেশে কর্মরত কোনো নারী অভিবাসী কর্মী নির্যাতনের শিকার, দুর্ঘটনায় আহত, অসুস্থতা বা অন্য কোনো কারণে বিপদগ্রস্ত হইলে তাহাদেরকে উদ্ধার, দেশে আনয়ন, আইনগত ও চিকিৎসা সহায়তা প্রদান এবং ক্ষতিপূরণ আদায় ও, প্রয়োজনে, এতদুদ্দেশ্যে দেশে-বিদেশ হেল্প-ডেস্ক ও সেইফ হোম পরিচালনা; এবং

(খ) দেশে প্রত্যাগত নারী অভিবাসী কর্মীদের সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে পুনর্বাসন ও পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।

**১০। পরিচালনা পরিষদের সভা।-** (১) এই ধারার অন্যান্য বিধানাবলি সাপেক্ষে, পরিচালনা পরিষদ উহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২) প্রতি ২ (দুই) মাসে পরিচালনা পরিষদের অন্যূন একটি সভা অনুষ্ঠিত হইবে এবং সভার তারিখ, সময় ও স্থান সভাপতি কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

(৩) পরিচালনা পরিষদের সভার কোরামের জন্য অন্যূন ৯ (নয়) জন সদস্যের উপস্থিতির প্রয়োজন হইবে।

(৪) পরিচালনা পরিষদের সভায় উপস্থিত প্রত্যেক সদস্যের একটি করিয়া ভোট থাকিবে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের ভিত্তিতে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে, তবে প্রদত্ত ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভাপতির নির্ণায়ক ভোট প্রদানের অধিকার থাকিবে।

(৫) পরিচালনা পরিষদের সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তার জন্য বিশেষ আমন্ত্রণে উপস্থিত কোনো ব্যক্তি সভায় তাহার মতামত ব্যক্ত করিতে পারিবেন, তবে তাহার ভোট প্রদানের অধিকার থাকিবে না।

(৬) কেবল কোনো সদস্য পদে শূন্যতা বা পরিচালনা পরিষদ গঠনে ত্রুটি থাকিবার কারণে পরিচালনা পরিষদের কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না এবং তদ্‌সম্পর্কে কোনো প্রশ্নও উত্থাপন করা যাইবে না।

**১১। সভাপতির আপৎকালীন বিশেষ ক্ষমতা।-** (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কোনো আপৎকালীন পরিস্থিতিতে জরুরি সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে সভাপতি যুক্তিসংগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীনে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইলে বোর্ডের পরবর্তী সভায় উহার অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

**১২। মহাপরিচালক**।- (১) বোর্ডের একজন মহাপরিচালক থাকিবে, যিনি সরকারের যুগ্মসচিব বা তদূর্ধ্ব পদমর্যাদার মধ্য হইতে সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন।

(২) মহাপরিচালক বোর্ডের প্রধান নির্বাহী হইবেন এবং তিনি—

(ক) পরিচালনা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্য সম্পাদন করিবেন; এবং

(খ) পরিচালনা পরিষদের সকল সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য দায়ী থাকিবেন।

(৩) মহাপরিচালকের পদ শূন্য হইলে কিংবা অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্য কোনো কারণে তিনি দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে, শূন্য পদে নবনিযুক্ত মহাপরিচালক কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত বা তিনি পুনরায় স্বীয় দায়িত্ব পালনে সমর্থ না হওয়া পর্যন্ত সরকার কর্তৃক নিযুক্ত কোন সমমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি মহাপরিচালকের দায়িত্ব পালন করিবেন।

**১৩। কর্মচারী নিয়োগ**।- (১) বোর্ড উহার কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য, সরকার কর্তৃক অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো সাপেক্ষে, প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে।

(২) কর্মচারীদের নিয়োগ এবং চাকরির শর্তাবলি প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

**১৪। তহবিল**।- (১) বোর্ডের একটি তহবিল থাকিবে যাহাতে নিম্নবর্ণিত উৎস হইতে অর্থ জমা হইবে, যথা :

(ক) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;

(খ) সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ও আদায়কৃত ফি;

(গ) রিক্রুটিং এজেন্ট কর্তৃক জমাকৃত জামানতের উপর সুদ হিসেবে প্রাপ্ত অর্থ;

(ঘ) সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে কোনো দেশি-বিদেশি সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান হইতে প্রাপ্ত অনুদান;

(ঙ) বাংলাদেশ মিশন বা দূতাবাস কর্তৃক আদায়কৃত কল্যাণ ফি, সত্যায়ন ফি এবং কনস্যুলার ফি এর উপর ১০% হারে সারচার্জের অর্থ;

(চ) তহবিলের অর্থ বিনিয়োগ হইতে প্রাপ্ত মুনাফা;

(ছ) বোর্ডের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি, ইত্যাদি ইজারা, ভাড়া বাবদ প্রাপ্ত আয়;

(জ) অন্য কোনো বৈধ উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ।

(২) তহবিলের সকল অর্থ কোনো তপশিলি ব্যাংকে বোর্ডের নামে জমা রাখিতে হইবে এবং বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে তহবিল পরিচালনা করা হইবে।

ব্যাখ্যা : "তপশিলি ব্যাংক" বলিতে Bangladesh Bank Order, 1972 (President's Order No. 127 of 1972) এর Article 2(j) তে সংজ্ঞায়িত Scheduled Bank কে বুঝাইবে।

(৩) বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে তহবিলের অর্থ ব্যয় করা যাইবে।

**১৫। হিসাব রক্ষণ ও নিরীক্ষা**।- (১) সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে বোর্ড উহার হিসাব রক্ষণ করিবে এবং হিসাবের বার্ষিক বিবরণী প্রস্তুত করিবে।

(২) বাংলাদেশের মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক প্রতি বৎসর বোর্ডের হিসাব নিরীক্ষা করিবেন এবং নিরীক্ষা প্রতিবেদনের একটি করিয়া অনুলিপি সরকার ও বোর্ডের নিকট প্রেরণ করিবেন এবং বোর্ড উহার উপর মন্তব্য বা আপত্তি, যদি থাকে, সরকারের নিকট প্রেরণ করিবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন হিসাব নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক কিংবা তাহার নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি বোর্ডের সকল রেকর্ড, দলিল-দস্তাবেজ, নগদ বা ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ, জামানত, ভান্ডার এবং অন্যবিধ সম্পত্তি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারিবেন এবং পরিচালনা পরিষদের যে কোনো সদস্য বা বোর্ডের যে কোনো কর্মচারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবেন।

(৪) উপ-ধারা (২) এর অধীন হিসাব নিরীক্ষা ছাড়াও Bangladesh Chartered Accountants Order, 1973 (President's Order No. 2 of 1973) এর Article 2(1)(b) তে সংজ্ঞায়িত চার্টার্ড একাউনটেন্ট দ্বারা বোর্ডের হিসাব নিরীক্ষা করিতে হইবে এবং এতদুদ্দেশ্যে বোর্ড এক বা একাধিক চার্টার্ড একাউনটেন্ট নিয়োগ করিতে পারিবে।

(৫) বোর্ড, যথাশীঘ্র সম্ভব, নিরীক্ষা প্রতিবেদনে চিহ্নিত কোনো ত্রুটি বা অনিয়ম প্রতিকার করিবার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে।

১৬। **প্রতিবেদন**।- (১) প্রতি অর্থ বৎসর শেষ হইবার পরবর্তী ৪ (চার) মাসের মধ্যে বোর্ড উক্ত বৎসরের সম্পাদিত কার্যাবলির উপর একটি বার্ষিক প্রতিবেদন সরকারের নিকট দাখিল করিবে।

(২) সরকার, প্রয়োজনে, বোর্ডের নিকট হইতে যে কোনো সময় বোর্ডের যে কোনো বিষয়ের উপর প্রতিবেদন ও বিবরণী আহ্বান করিতে পারিবে এবং বোর্ড উহা সরকারের নিকট সরবরাহ করিবে।

১৭। **সহায়তা প্রদান**।- বোর্ড উহার কার্য সম্পাদনে কোনো ব্যক্তি, কর্তৃপক্ষ বা প্রতিষ্ঠানের সহায়তা চাহিলে উক্ত ব্যক্তি, কর্তৃপক্ষ বা প্রতিষ্ঠান অনুরূপ সহায়তা প্রদান করিবে।

১৮। **অভিযোগ নিষ্পত্তি**।- পরিচালনা পরিষদের কোনো সদস্য অথবা বোর্ডের কর্মচারীর কর্তব্যে অবহেলা, অসদাচরণ অথবা দুর্নীতির কারণে কোনো প্রবাসী, নির্ভরশীল কোনো ব্যক্তি বা বোর্ডের কোনো সেবা গ্রহণকারী ক্ষতিগ্রস্ত হইলে বা সেবা হইতে বঞ্চিত হইলে অথবা অন্য কোনো কারণে সংক্ষুব্ধ হইলে সরকার, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, অভিযোগ দায়ের, নিষ্পত্তি ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, আপিল দায়েরের মাধ্যমে উক্ত অভিযোগ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

১৯। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা**।- এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

২০। **প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা**।- এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বোর্ড, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইন বা বিধির সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ নহে, এইরূপ প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

২১। **রহিতকরণ ও হেফাজত**।- (১) ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ তহবিল বিধিমালা, ২০০২, অতঃপর উক্ত বিধিমালা বলিয়া উল্লিখিত, এতদ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন রহিতকরণ সত্ত্বেও উক্ত বিধির অধীনে–

(ক) কৃত কোনো কাজ বা গৃহীত কোনো ব্যবস্থা, প্রণীত কোনো প্রবিধান, ইস্যুকৃত কোনো আদেশ, বিজ্ঞপ্তি বা প্রজ্ঞাপন, প্রদত্ত কোনো নোটিশ, প্রস্তুতকৃত বাজেট প্রাক্কলন, স্কিম বা প্রকল্প বা চলমান কোনো কার্যক্রম এই আইনের অধীন কৃত, গৃহীত, প্রণীত, ইস্যুকৃত, প্রদত্ত, প্রস্তুতকৃত বা চলমান বলিয়া গণ্য হইবে;

(খ) গঠিত পরিচালনা বোর্ড, অতঃপর পরিচালনা বোর্ড বলিয়া উল্লিখিত, এই আইনের অধীন পরিচালনা পরিষদ গঠিত না হওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে এবং পরিচালনা বোর্ডের।-

(অ) সকল ঋণ, দায়-দায়িত্ব এবং উহার দ্বারা, উহার পক্ষে বা উহার সহিত সম্পাদিত সকল চুক্তি যথাক্রমে বোর্ডের ঋণ, দায়-দায়িত্ব এবং উহার দ্বারা, উহার পক্ষে বা উহার সহিত সম্পাদিত চুক্তি বলিয়া গণ্য হইবে;

(আ) সকল স্থায়ী কর্মচারী বোর্ডের কর্মচারী হিসেবে গণ্য হইবেন এবং এই আইন প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে তাহারা যে শর্তে চাকরিতে নিয়োজিত ছিলেন সেই একই শর্তে নিযুক্ত থাকিবেন, যতক্ষণ পর্যন্ত না বোর্ড কর্তৃক তাহাদের চাকরির শর্তাবলি পরিবর্তিত হয়; এবং

(ই) বিরুদ্ধে বা তৎকর্তৃক দায়েরকৃত মামলা বা আইনগত কার্যধারা বোর্ডের বিরুদ্ধে বা বোর্ড কর্তৃক দায়েরকৃত মামলা বা আইনগত কার্যধারা বলিয়া গণ্য হইবে;

(গ) গঠিত ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ তহবিলের সকল সম্পদ, অধিকার, ক্ষমতা, কর্তৃত্ব, সুবিধা ও স্থাবর ও অস্থাবর সকল সম্পত্তি, নগদ ও ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ ও জামানত, তহবিল, বিনিয়োগ, সকল দাবি, হিসাব বহি, রেজিস্টার, রেকর্ড এবং অন্যান্য দলিল বোর্ডের নিকট হস্তান্তরিত ও ন্যস্ত হইবে; এবং

(ঘ) গঠিত ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ তহবিলের যে সকল স্থাবর সম্পত্তি ইতঃপূর্বে ব্যুরোর মহাপরিচালকের অনুকূলে অর্জিত হইয়াছে উহা বোর্ডের নিকট হস্তান্তরিত ও ন্যস্ত হইবে।

**২২। ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ**।- (১) এই আইন কার্যকর হইবার পর সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের মূল বাংলা পাঠের ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ প্রকাশ করিবে।

(২) বাংলা ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

ড. মোঃ আবদুর রব হাওলাদার
সিনিয়র সচিব।

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, অক্টোবর ১২, ২০১০

## বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ১২ই অক্টোবর, ২০১০/২৭শে আশ্বিন, ১৪১৭

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ১১ই অক্টোবর, ২০১০ (২৬শে আশ্বিন, ১৪১৭) তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারনের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে ঃ-

## ২০১০ সনের ৫৫নং আইন

কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে বিদেশে গমনেচ্ছু বাংলাদেশী বেকার যুবকদের সহায়তা প্রদান, প্রবাসী বাংলাদেশীদের দেশে প্রত্যাগমনের পর কর্মসংস্থানের সহায়তা প্রদান, প্রবাসী বাংলাদেশীদের দেশে বিনিয়োগে উৎসাহিতকরণ এবং আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে দ্রুত ও ব্যয়-সাশ্রয়ী পন্থায় সহজে রেমিট্যান্স প্রেরণে প্রবাসী বাংলাদেশীদের সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠাকল্পে প্রণীত আইন।

যেহেতু কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে বিদেশে গমনেচ্ছু বাংলাদেশী বেকার যুবকদের সহায়তা প্রদান, প্রবাসী বাংলাদেশীদের দেশে প্রত্যাগমনের পর কর্মসংস্থানের সহায়তা প্রদান, প্রবাসী বাংলাদেশীদের দেশে বিনিয়োগে উৎসাহিতকরণ এবং আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে দ্রুত ও ব্যয়-সাশ্রয়ী পন্থায় সহজে রেমিট্যান্স প্রেরণে প্রবাসী বাংলাদেশীদের সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক নামে একটি ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল ঃ—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রয়োগ**।— (১) এই আইন প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক আইন, ২০১০ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা**।— বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে—

(১) "কল্যাণ তহবিল" অর্থ The Emigration Ordinance, 1982 (Ordinance No. XXIX of 1982) এর Section 19 এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার কর্তৃক প্রণীত ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ তহবিল বিধিমালা, ২০০২ এর অধীন গঠিত বাংলাদেশ ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ তহবিল;

(২) "কর্মকর্তা" অর্থ ব্যাংকের কর্মকর্তা;

(৩) "কর্মচারী" অর্থ ব্যাংকের কর্মচারী;

(৪) "চেয়ারম্যান" অর্থ বোর্ডের চেয়ারম্যান;

(৫) "প্রবিধান" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত প্রবিধান;

(৬) "পরিচালক" অর্থ ব্যাংকের পরিচালক;

(৭) "ব্যাংক" অর্থ প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক;

(৮) "বোর্ড" অর্থ ব্যাংকের পরিচালনা বোর্ড;

(৯) "বাংলাদেশ ব্যাংক" অর্থ Bangladesh Bank Order, 1972 (President's Order No. 127 of 1972) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ ব্যাংক;

(১০) "ব্যবস্থাপনা পরিচালক" অর্থ ধারা ১২ এর অধীন নিযুক্ত ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক;

(১১) "বিধি" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি; এবং

(১২) "ব্যাংক কোম্পানী আইন" অর্থ ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ১৪নং আইন)।

৩। **আইনের প্রাধান্য।**— আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধানাবলীর সাথে অন্য আইনের কোন বিরোধ দেখা দিলে এই আইনের বিধানাবলী প্রাধান্য পাইবে।

৪। **প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা, ইত্যাদি।**— (১) এই আইন কার্যকর হইবার পর, যতশীঘ্র সম্ভব, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক নামে একটি ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হইবে।

(২) ব্যাংক একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে এবং ইহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সীলমোহর থাকিবে এবং এই আইন ও তদধীন প্রণীত বিধির বিধানাবলী সাপেক্ষে ইহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয়বিধ সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার ও হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে এবং ইহার নামে ইহা মামলা দায়ের করিতে পারিবে বা ইহার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা যাইবে।

(৩) বোর্ডের সিদ্ধান্ত এবং সরকারের অনুমোদনক্রমে, কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮নং আইন) এর অধীন, ব্যাংক একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী হিসাবে নিবন্ধিত হইতে পারিবে।

(৪) উপ-ধারা (৫) এর বিধান সাপেক্ষে, ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ১৪নং আইন) এবং ব্যাংক কোম্পানী সম্পর্কিত আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনের বিধান ব্যাংকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।

(৫) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) এবং ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ১৪নং আইন) বা অনুরূপ অন্য কোন আইনের কোন বিধান ব্যাংকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে বলিয়া নির্দেশ জারী করিলে উক্ত বিধান ব্যাংকের ক্ষেত্রে কার্যকর হইবে।

(৬) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যাংকটি বাণিজ্যিক এবং ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করিতে পারিবে।

(৭) বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদনক্রমে প্রয়োজনে, Bangladesh Bank Order, 1972 (President's Order No. 127 of 1972) এর অধীন তফসিলি ব্যাংকে রূপান্তর করা যাইবে।

৫। **ব্যাংকের উদ্যোক্তা।**— ব্যাংকের উদ্যোক্তা হইবে সরকার ও কল্যাণ তহবিল পরিচালনার জন্য ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ তহবিল বিধিমালা, ২০০২ এর অধীন গঠিত পরিচালনা বোর্ড।

৬। **ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়, ইত্যাদি।**— (১) ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় থাকিবে।

(২) ব্যাংক, বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদনক্রমে, বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত স্থানে উহার আঞ্চলিক অফিস, অন্যান্য অফিস এবং শাখা স্থাপন করিতে পারিবে।

(৩) সংশ্লিষ্ট দেশের অনুমোদনক্রমে বিদেশে ব্যাংকের শাখা স্থাপন করিতে পারিবে।

৭। **অনুমোদিত মূলধন।**— (১) ব্যাংকের অনুমোদিত মূলধন হইবে পাঁচশত কোটি টাকা।

(২) অনুমোদিত মূলধন একশত টাকা মূল্যমানের পাঁচ কোটি সাধারণ শেয়ারে বিভক্ত থাকিবে।

(৩) ব্যাংক, সরকারের অনুমোদনক্রমে সময়ে সময়ে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, ব্যাংকের অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ মূল্যমান অপরিবর্তিত রাখিয়া বৃদ্ধি করিতে পারিবে।

৮। **পরিশোধিত মূলধন**।— (১) ব্যাংকের প্রারম্ভিক পরিশোধিত মূলধন হইবে একশত কোটি টাকা, যাহার ৫% সরকার কর্তৃক এবং ৯৫% কল্যাণ তহবিল হইতে পরিশোধ করা হইবে।

(২) বোর্ডের অনুমোদনক্রমে, উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত পরিশোধিত মূলধনের অতিরিক্ত মূলধন প্রবাসী বাংলাদেশীদের নিকট হইতে সংগ্রহ করা যাইবে।

(৩) ব্যাংক, সরকারের অনুমোদনক্রমে সময়ে সময়ে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, ব্যাংকের পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ মূল্যমান অপরিবর্তিত রাখিয়া বৃদ্ধি করিতে পারিবে।

৯। **পরিচালনা ও প্রশাসন**।— (১) ব্যাংকের পরিচালনা ও প্রশাসন এই আইনের অধীন গঠিত পরিচালনা বোর্ড এর উপর ন্যস্ত থাকিবে এবং ব্যাংক যে সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্য সম্পাদন করিতে পারিবে পরিচালনা বোর্ডও সেই সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্য সম্পাদন করিতে পারিবে।

(২) ব্যাংক কোন নীতিগত প্রশ্নে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশাবলী অনুসরণ করিবে এবং কোন বিষয় নীতিগত কিনা সেই সম্পর্কে কোন প্রশ্ন দেখা দিলে উহাতে সরকারের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হইবে।

১০। **বোর্ড**।— (১) নিম্নবর্ণিত পরিচালক সমন্বয়ে ব্যাংকের পরিচালনা বোর্ড গঠিত হইবে, যথাঃ-

(ক) চেয়ারম্যান;

(খ) প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উক্ত মন্ত্রণালয়ের অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদাসম্পন্ন একজন কর্মকর্তা;

(গ) জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো'র মহাপরিচালক;

(ঘ) অর্থ বিভাগ কর্তৃক মনোনীত উক্ত বিভাগের অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদাসম্পন্ন একজন কর্মকর্তা;

(ঙ) ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ কর্তৃক মনোনীত উক্ত বিভাগের অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদাসম্পন্ন একজন কর্মকর্তা;

(চ) শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উক্ত মন্ত্রণালয়ের অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদাসম্পন্ন একজন কর্মকর্তা;

(ছ) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উক্ত মন্ত্রণালয়ের অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদাসম্পন্ন একজন কর্মকর্তা;

(জ) বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর কর্তৃক মনোনীত একজন নির্বাহী পরিচালক;

(ঝ) কল্যাণ তহবিলের পরিচালনা বোর্ড কর্তৃক মনোনীত দুইজন সদস্য;

(ঞ) কল্যাণ তহবিল ব্যতীত অন্যান্য শেয়ারহোল্ডার, যদি থাকে, কর্তৃক মনোনীত এবং সরকার কর্তৃক অনুমোদিত, তিনজন পরিচালক;

(ট) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পদাধিকারবলে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন মনোনীত কোন পরিচালক তাঁহার পদের কার্যভার গ্রহণের তারিখ হইতে তিন বৎসর পর্যন্ত স্বীয় পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন।

(৩) সরকার যে কোন সময় কোন মনোনীত পরিচালকের মনোনয়ন বাতিল করিতে পারিবে।

১১। **চেয়ারম্যান**।— (১) ব্যাংকের একজন চেয়ারম্যান থাকিবেন।

(২) চেয়ারম্যান সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন।

(৩) চেয়ারম্যানের পদ শূন্য হইলে কিংবা অনুপস্থিতি বা অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে চেয়ারম্যান দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে, শূন্য পদে নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান কার্যাভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত কিংবা চেয়ারম্যান পুনরায় স্বীয় দায়িত্ব পালনে সমর্থ না হওয়া পর্যন্ত সরকার কর্তৃক মনোনীত কোন পরিচালক চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করিবেন।

১২। **ব্যবস্থাপনা পরিচালক**।— (১) ব্যাংকের একজন ব্যবস্থাপনা পরিচালক থাকিবেন।

(২) ব্যবস্থাপনা পরিচালক সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং তাহার চাকুরীর শর্তাবলী সরকার কর্তৃক স্থিরকৃত হইবে।

(৩) ব্যবস্থাপনা পরিচালক ব্যাংকের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হইবেন।

(৪) ব্যবস্থাপনা পরিচালকের পদ শূন্য হইলে কিংবা অনুপস্থিতি বা অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে ব্যবস্থাপনা পরিচালক দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে, শূন্য পদে নবনিযুক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত কিংবা ব্যবস্থাপনা পরিচালক পুনরায় স্বীয় দায়িত্ব পালনের সমর্থ না হওয়া পর্যন্ত বোর্ড কর্তৃক মনোনীত কোন কর্মকর্তা ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দায়িত্ব পালন করিবেন।

১৩। **পরিচালকের দায়িত্ব**।— ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং অন্যান্য পরিচালকগণ প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ব্যাংকের দায়িত্ব পালন করিবেন।

১৪। **পদত্যাগ**।— চেয়ারম্যান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক বা কোন পরিচালক সরকারের নিকট তাহার স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন।

১৫। **সভা**।— (১) বোর্ডের সকল সভা, উহার চেয়ারম্যানের নির্দেশে ব্যবস্থাপনা পরিচালক কর্তৃক আহুত হইবে এবং সভার তারিখ, সময় ও স্থান চেয়ারম্যান কর্তৃক স্থিরকৃত হইবে।

(২) এই ধারা বিধান সাপেক্ষে, বোর্ডের সভার কার্যধারা প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

(৩) বোর্ডের সভার কোরামের জন্য উহার মোট সদস্য সংখ্যার অন্যূন এক তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতির প্রয়োজন হইবে, তবে মূলতবি সভার ক্ষেত্রে কোন কোরামের প্রয়োজন হইবে না।

(৪) চেয়ারম্যান বোর্ডের সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন এবং তাঁহার অনুপস্থিতিতে সভায় উপস্থিত পরিচালকদের মধ্য হইতে তাঁহাদের দ্বারা নির্বাচিত, ব্যবস্থাপনা পরিচালক ব্যতিত, অন্য একজন পরিচালক সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

(৫) শুধু কোন পরিচালক পদে শূন্যতা বা বোর্ড গঠনে ত্রুটি থাকার কারণে বোর্ডের কোন কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না এবং তদসম্পর্কে কোন প্রশ্নও উত্থাপন করা যাইবে না।

(৬) সভার কোন আলোচ্যসূচিতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোন পরিচালকের ব্যক্তিগত স্বার্থ জড়িত থাকিলে তিনি বোর্ডের সভায় উক্ত বিষয়ের উপর আলোচনায় অংশগ্রহণ এবং ভোটাধিকার প্রয়োগ করিতে পারিবেন না।

১৬। **কমিটি**।— বোর্ড উহার কাজের সহায়তার জন্য প্রয়োজনবোধে এক বা একাধিক কমিটি গঠন করিতে পারিবে এবং উক্তরূপ কমিটির সদস্য সংখ্যা ও উহার দায়িত্ব ও কার্যাবলী নির্ধারণ করিতে পারিবে।

১৭। **ব্যাংকের কার্যাবলী**।— ব্যাংকের কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ, যথা ঃ–

(ক) জামানতসহ বা জামানত ব্যতিরেকে, নগদে বা অন্য কোন প্রকারে চাকুরী নিয়া বিদেশ গমনকারীদের অনুকূলে ঋণ প্রদান;

(খ) বিদেশ হইতে প্রত্যাগত বাংলাদেশী কর্মীদের অনুকূলে দেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে ঋণ প্রদান;

(গ) প্রবাসী বাংলাদেশীদের উপার্জিত অর্থ সহজে ও ব্যয়-সাশ্রয়ী উপায়ে দেশে প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং রেমিট্যান্স প্রেরণকারীর নির্দেশ মোতাবেক প্রেরিত অর্থ ব্যাংক হেফাজতে রক্ষণ, ইহার ব্যবস্থাপনা এবং উহা সংশ্লিষ্টদের নিকট সহজলব্ধ ও সাশ্রয়ী উপায়ে পৌছানোর ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ;

(ঘ) প্রবাসী বাংলাদেশীদের দেশে সেবা খাতসহ উৎপাদনশীল বিনিয়োগে উৎসাহিতকরণ ও প্রয়োজনে ঋণ প্রদান;

(ঙ) কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে, সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে, কোন দাতা সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান হইতে ঋণ অথবা অনুদান গ্রহণ;

(চ) বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদনক্রমে এবং বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সময় সময় আরোপিত শর্তাবলী সাপেক্ষে, নিম্নবর্ণিত সকল বা যে কোন কার্য সম্পাদন যথা ঃ–

(অ) আমানত গ্রহণ;

(আ) ব্যবসা পরিচালনার জন্য উহার সম্পদ বা অন্য কিছু জামানত রাখিয়া ঋণ গ্রহণ এবং প্রদান;

(ই) ব্যাংক প্রদত্ত ঋণ এবং অগ্রিমের জামানত হিসাবে স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির পণ (Pledge ), বন্ধক, দায়বন্ধক (hypothecation) বা স্বত্বনিয়োগ (assignment) গ্রহণ;

(ঈ) সেভিংস সার্টিফিকেট, মালিকানা দলিল বা অন্যান্য মূল্যবান সামগ্রী নিরাপদ হেফাজতে রাখিবার জন্য গ্রহণ;

(উ) যে কোন ধরণের তহবিল বা ট্রাস্ট গঠন, উহাদের পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ এবং উক্তরূপ তহবিল বা ট্রাস্টের শেয়ার ধারণ ও বিলিবন্টন;

(ঊ) দেশের অভ্যন্তরে অর্থ এবং সিকিউরিটিজ গ্রহণ, সংগ্রহ, প্রেরণ ও পরিশোধ।

(ছ) সরকার কর্তৃক সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা অন্য যে সকল কার্য ব্যাংক কর্তৃক করা যাইতে পারে বলিয়া নির্দিষ্ট করা হয় সেই সকল কার্য সম্পাদন;

(জ) এই আইনের উদ্দেশ্যের সহিত সংগতিপূর্ণ অন্য যে কোন প্রয়োজনীয় ও প্রাসংগিক কার্য সম্পাদন।

১৮। **বন্ড এবং ঋণপত্র।**— (১) ব্যাংক, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, বন্ড এবং ঋণপত্র (debenture) জারী এবং বিক্রয় করিতে পারিবে এবং সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সুদের হারই হইবে উক্ত বন্ড ও ঋণপত্রের সুদের হার।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন জারীকৃত এবং বিক্রিত বন্ড এবং ঋণপত্রে সরকারি নিশ্চয়তা থাকিবে।

১৯। **হিসাব-নিকাশ।**— বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সময় সময় জারীকৃত নির্দেশাবলী সাপেক্ষে আয় ও ব্যয়ের হিসাব ও ব্যালেন্স শীটসহ ব্যাংক যথাযথভাবে উহার হিসাব সংরক্ষণ করিবে এবং হিসাবের বার্ষিক বিবরণী প্রস্তুত করিবে।

২০। **নিরীক্ষা।**— (১) বোর্ড কর্তৃক নিযুক্ত Bangladesh Chartered Accountants Order, 1973 (P.O. No. 2 of 1973) এর Ariticle 2(1)(b) তে সংজ্ঞায়িত দুইজন Chartered Accountant দ্বারা ব্যাংকের হিসাব প্রত্যেক বৎসর নিরীক্ষা করা হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন নিয়োগকৃত নিরীক্ষককে ব্যাংকের বার্ষিক ব্যালেন্স শীট ও অন্যান্য হিসাবের কপি সরবরাহ করা হইবে এবং তাঁহারা ব্যাংকের সকল রেকর্ড, দলিল, দাপ্তরিক ও অন্যান্য সম্পত্তি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারিবেন এবং এতদুদ্দেশ্যে ব্যাংকের যে কোন পরিচালক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবেন।

(৩) নিরীক্ষকগণ এই ধারার অধীন নিরীক্ষা প্রতিবেদন বোর্ডের মাধ্যমে সরকারের নিকট পেশ করিবেন এবং উক্ত প্রতিবেদনে এই মর্মে উল্লেখ করিতে হইবে যে, তাঁহাদের মতে বার্ষিক ব্যালেন্স শীটে এমন প্রয়োজনীয় বিবরণাদি সন্নিবেশিত করা হইয়াছে এবং উহা এমনভাবে প্রস্তুত করা হইয়াছে যাহাতে ব্যাংকের কার্যক্রমের যথার্থ এবং সঠিক চিত্র প্রদর্শিত হয় এবং এই সকল বিষয়ে ব্যাংকের নিকট হইতে তাঁহারা কোন ব্যাখ্যা বা তথ্য চাহিয়া থাকিলে উহার সরবরাহ সন্তোষজনক ছিল কিনা তাহাও উল্লেখ করিবেন।

(৪) ব্যাংকের উদ্যোক্তা এবং ব্যাংকের অর্থ জমাকারীদের স্বার্থ রক্ষার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে কিনা তাহা নিরীক্ষিত প্রতিবেদনে উল্লেখ করিতে হইবে।

(৫) ব্যাংকের কার্যক্রম নিরীক্ষার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধানের পর্যাপ্ততা সম্পর্কে নিরীক্ষকগণের নিকট প্রতিবেদন চাহিয়া সরকার অথবা ক্ষেত্রমত, বোর্ড যে কোন সময় নির্দেশ জারী করিতে পারিবে এবং যে কোন সময় সরকার অথবা ক্ষেত্রমত, বোর্ড নিরীক্ষার বিষয়াদি সম্প্রসারণ অথবা নিরীক্ষার পদ্ধতি পরিবর্তন করিবার জন্য নিরীক্ষকগণকে নির্দেশ প্রদান করিতে পরিবে।

২১। **প্রতিবেদন।**— (১) সরকার বা বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রয়োজনমত, ব্যাংকের নিকট হইতে ব্যাংকের যে কোন বিষয়ের উপর প্রতিবেদন বা বিবরণী আহ্বান করিতে পারিবে এবং ব্যাংক সরকার বা বাংলাদেশ ব্যাংকের চাহিদা মোতাবেক প্রতিবেদন বা বিবরণী প্রেরণ করিতে বাধ্য থাকিবে।

(২) প্রত্যেক আর্থিক বৎসর শেষ হইবার তিন মাসের মধ্যে ব্যাংক ধারা ২০ এর অধীন নিরীক্ষা প্রতিবেদনের একটি কপি সরকারের নিকট প্রেরণ করিবে এবং উহাতে নিরীক্ষকের মন্তব্য, যদি থাকে, তৎভিত্তিতে ব্যাংকের মতামত প্রদান করিবে।

২২। **সংরক্ষিত তহবিল।**— ব্যাংক একটি সংরক্ষিত তহবিল গঠন করিবে, যাহাতে ব্যাংকের বার্ষিক আয় হইতে বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত পরিমাণ টাকা জমা হইবে।

২৩। **লভ্যাংশ বিলি-বন্টন**।— ধারা ২২ এর অধীন সংরক্ষিত তহবিলে জমা করিবার এবং পরিশোধ বন্ধ হইয়াছে বা উহা সন্তোষজনক পর্যায়ে আছে এমন ঋণ, সম্পদের ঘাটতি এবং সচরাচর ব্যাংক কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত অনুরূপ অন্যান্য ঘাটতি পূরণের ব্যবস্থা করিবার পর ব্যাংকের লভ্যাংশ বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে বিল-বন্টন করা যাইবে।

২৪। **কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ**।— (১) ব্যাংক উহার দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালনের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে।

(২) কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়োগ ও চাকুরীর শর্তাবলী প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে, তবে প্রবিধান প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

২৫। **ব্যাংকের পাওনা আদায়**।— আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ব্যাংকের পাওনা আদায়ের ক্ষেত্রে অর্থ ঋণ আদালত আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ৮নং আইন) এর বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে।

২৬। **ক্ষমতা অর্পণ**।— ব্যাংকের দক্ষতা নিশ্চিতকরণকল্পে এবং দৈনন্দিন ব্যবসায়িক লেনদেন কার্যক্রম সহজতর করিবার জন্য বোর্ড উহার যে কোন ক্ষমতা বা দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট শর্তে পরিচালক, ব্যবস্থাপনা পরিচালক অথবা ব্যাংকের অন্য কোন কর্মকর্তাকে অর্পণ করিতে পারিবে।

২৭। **অপরাধ ও দণ্ড**।— (১) কোন ব্যক্তি এই আইনের অধীন ঋণ বা অন্য কোন সুবিধা গ্রহণ বা মঞ্জুর করাইবার জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা বিবরণ প্রদান করিবেন না বা কাহাকেও মিথ্যা বিবরণ প্রদানে বা জামানত হিসাবে ব্যাংকে জমাকৃত দলিলে মিথ্যা বিবরণ রাখিবার সুযোগ প্রদান করিবেন না।

(২) কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর বিধান লংঘন করিলে দণ্ডনীয় অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন এবং তিনি উক্ত অপরাধের জন্য অনূর্ধ্ব এক বৎসর কারাদণ্ড বা পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

(৩) কোন ব্যক্তি ব্যাংকের লিখিত অনুমতি ব্যতিরেকে কোন বিজ্ঞাপন বা প্রসপেক্টাসে ব্যাংকের নাম ব্যবহার করিবেন না।

(৪) কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (৩) এর বিধান লংঘন করিলে দণ্ডনীয় অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে এবং তিনি উক্ত অপরাধের জন্য অনধিক ছয় মাস কারাদণ্ড বা পঁচিশ হাজার টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

২৮। **অপরাধ বিচারার্থে গ্রহণ**।— বোর্ড কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তার লিখিত অভিযোগ ব্যতিরেকে কোন আদালত এই আইনের অধীন শাস্তিযোগ্য কোন অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ করিবে না।

২৯। **সরল বিশ্বাসে কৃত কাজকর্ম রক্ষণ**।— ব্যাংকের কোন পরিচালক, কর্মকর্তা বা কর্মচারী কর্তৃক সরল বিশ্বাসে কৃত কোন কাজের ফলে কোন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হইলে বা ক্ষতিগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা থাকিলে তজ্জন্য সংশ্লিষ্ট পরিচালক, কর্মকর্তা বা কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোন দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামলা বা অন্য কোন আইনগত কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইবে না।

৩০। **আনুগত্য ও গোপনীয়তা**।— (১) ব্যাংকের প্রত্যেক পরিচালক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী তাহার দায়িত্ব গ্রহণের পূর্বে ব্যাংক কর্তৃক বা বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ব্যাংকের আনুগত্য ও গোপনীয়তা রক্ষার ঘোষণা প্রদান করিবেন।

(২) কোন পরিচালক, কর্মকর্তা বা কর্মচারী উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রদত্ত আনুগত্য ও গোপনীয়তার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিলে দণ্ডনীয় অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন এবং তিনি উক্ত অপরাধের জন্য অনধিক ছয় মাসের কারাদণ্ড বা পঁচিশ হাজার টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

৩১। **ব্যাংকের অবসায়ন**।— কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) এবং ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ১৪নং আইন) বা অনুরূপ অন্য কোন আইনে অবসায়ন সম্পর্কিত যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সরকারের নির্দেশ ও সিদ্ধান্ত ব্যতিরেকে ব্যাংকের অবসায়ন ঘটিবে না।

৩২। **ব্যাংক দোকান ইত্যাদি বলিয়া গণ্য হইবে না**।— আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ব্যাংক বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৪২নং আইন) এর বিধান অনুসারে “কারখানা”, “দোকান”, “বাণিজ্যিক” বা “শিল্প প্রতিষ্ঠান” বলিয়া গণ্য হইবে না।

৩৩। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।**— এই আইনে উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

৩৪। **প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা।**— এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বোর্ড, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে এবং সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইন বা বিধির সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

৩৫। **ইংরেজীতে অনুদিত পাঠ প্রকাশ।**— (১) এই আইন কার্যকর হইবার পর সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের ইংরেজীতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিবে।

(২) বাংলা ও ইংরেজী পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

**আশফাক হামিদ**
সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়
ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
বিশেষায়িত ব্যাংক-২ শাখা
www.bfid.gov.bd

**প্রজ্ঞাপন**

নং- ৫৩.০০.০০০০.৩২২.০১৩.১৫.৮১ তারিখ ২৮ জুলাই, ২০১৫

প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক আইন, ২০১০ এর ধারা ৪ এর উপ-ধারা (৫) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক-এর ক্ষেত্রে ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১-এর ৪৪ ধারা প্রযোজ্য করিলেন।

২। এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

স্বাক্ষরিত
(সৈয়দা নুরুন নাহার)
যুগ্ম-সচিব
ফোন ঃ ৯৫৭৪০১০
E-mail: pronity7@gmail.com

নং- ৫৩.০০.০০০০.৩২২.০১৩.১৫.৮১ (২৫) তারিখ ঃ ২৮.০৭.২০১৫

**সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুযায়ী নহে)-**

১। গর্ভণর, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
২। সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩। অতিরিক্ত সচিব (সকল), ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ।
৪। যুগ্ম-সচিব (সকল), ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ।
৫। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
৬। ব্যবস্থাপনা পরিচালক (সকল), রাষ্ট্রমালিকানাধীন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
৭। উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, মুদ্রন ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা (বর্ণিত প্রজ্ঞাপনটি বাংলাদেশ গেজেটের পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশ করে উহার ১০০ (একশত) কপি অত্র বিভাগে প্রেরণের অনুরোধসহ)।
৮। মাননীয় অর্থমন্ত্রীর একান্ত সচিব, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৯। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ।
১০। প্রোগ্রামার, আইটি শাখা, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ (প্রজ্ঞাপনটি অত্র বিভাগের ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়
ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
বিশেষায়িত ব্যাংক-২ শাখা
www.bfid.gov.bd

## সংশোধিত প্রজ্ঞাপন

নং- ৫৩.০০.০০০০.৩২২.২২.০১৩.১৫.১০৯ তারিখ ০৮ সেপ্টেম্বর ২০১৫

প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক আইন, ২০১০ এর ধারা ৪ এর উপ-ধারা (৫) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক-এর ক্ষেত্রে ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১-এর ৪৪ ও ৪৫ ধারা প্রযোজ্য করিলেন।

২। এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

স্বাক্ষরিত
(সৈয়দা নুরুন নাহার)
যুগ্ম-সচিব
ফোন ঃ ৯৫৭৪০১০
E-mail: pronity7@gmail.com

নং- ৫৩.০০.০০০০.৩২২.২২.০১৩.১৫.১০৯ তারিখ ঃ ০৮.০৯.২০১৫

**সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুযায়ী নহে)-**

১। গর্ভণর, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
২। সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩। অতিরিক্ত সচিব (সকল), ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ।
৪। যুগ্ম-সচিব (সকল), ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ।
৫। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
৬। ব্যবস্থাপনা পরিচালক (সকল), রাষ্ট্রমালিকানাধীন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
৭। উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, মুদ্রন ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা (বর্ণিত প্রজ্ঞাপনটি বাংলাদেশ গেজেটের পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশ করে উহার ১০০ (একশত) কপি অত্র বিভাগে প্রেরণের অনুরোধসহ)।
৮। মাননীয় অর্থমন্ত্রীর একান্ত সচিব, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৯। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ।
১০। প্রোগ্রামার, আইটি শাখা, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ (প্রজ্ঞাপনটি অত্র বিভাগের ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।

# বাংলাদেশ গেজেট

**অতিরিক্ত সংখ্যা**

**কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত**

**সোমবার, আগস্ট ১, ২০১৬**


[বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ]

**প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক**

**প্রজ্ঞাপন**

তারিখ ঃ ০৯ শ্রাবণ ১৪২৩/২৪ জুলাই ২০১৬

নং ৪৯.০৩.০৯৯৯.০৩.০১৩.২০১৪-১৮—সরকারের অনুমোদনক্রমে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক আইন, ২০১০-এর ধারা ৮-এর উপ-ধারা (৩) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক-এর পরিশোধিত মূলধন ১০০ (একশত) কোটি টাকা হতে ৪০০ (চারশত) কোটি টাকায় উন্নীত করা হলো।

২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

পরিচালনা বোর্ডের অনুমোদনক্রমে
**মোঃ আতাউর রহমান প্রধান**
ব্যাবস্থাপনা পরিচালক

# বাংলাদেশ গেজেট

**অতিরিক্ত সংখ্যা**

**কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত**

**বুধবার, সেপ্টেম্বর ৯, ২০১৫**


## বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা,২৫ ভাদ্র, ১৪২২/০৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৫

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ২৫ ভাদ্র, ১৪২২ মোতাবেক ০৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৫ তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতিলাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে :-

## ২০১৫ সনের ১৭নং আইন

**Foreign Exchange Regulation Act, 1947 (Act No. VII of 1947) এর অধিকতর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন**

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে Foreign Exchange Regulation Act, 1947 (Act No. VII of 1947) এর অধিকতর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল :-

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন**। (১) এই আইন Foreign Exchange Regulation (Amendment) Act, 2015 নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **Act No. VII of 1947 এর section 1 এর সংশোধন।–** Foreign Exchange Regulation Act, 1947 (Act No. VII of 1947), অতঃপর উক্ত Act বলিয়া উল্লিখিত, এর section 1 এর sub-section (2) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ sub-section (2) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :-

"(২) It extends to the whole of Bangladesh, and applies to–

(a) all citizens of Bangladesh;

(b) all persons resident in Bangladesh; and

(c) all persons in the service of the People's Republic of Bangladesh wherever they may be."

৩। **Act No. VII of 1947 এর section 2 এর সংশোধন।–** উক্ত Act এর section 2 এর–

(ক) clause (a) এরপর নিম্নরূপ clause (aa) সন্নিবেশিত হইবে, যথা :-

"(aa) "capital account transaction" means a transaction for the creation, modification, transfer or liquidation of a capital asset, including but not limited to, securities issued in capital and money markets, negotiable instruments, non-securitized claims, units of mutual fund or collective investment securities, commercial credits and loans financial credits, sureties, gurantees, deposit account operations, life insurance, personal capital movements, real estate, foreign direct investment, portfolio and institutional investment; "

(খ) clause (b) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ clause (b) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :-

"(b) "currency" includes-

(i) all coins, currency notes, bank notes, postal notes, moneyorders, cheques, drafts, traveller's cheques, letters of credit, bills of exchange and promissory notes; and

(ii) Such other similar physical or non-physical instruments, or both as may be notified by the Bangladesh Bank from time to time";

(গ) Clause (b) এর পর যথাক্রমে নিম্নরূপ Clause (bb) এবং (bbb) সন্নিবেশিত হইবে, যথা :-

"(bb) "currrent account transaction" means receipts and payments which are not for the purpose of transferring capital, and also includes-

(i) receipts and payments due in connection with foreign trade, other current business including services, and normal short-term banking and credit facilities in ordinary course of business;

(ii) receipts and payments due as interest on loans and as net income from investments;

(iii) moderate amounts of amortization of loans or for depreciation of direct investments, in the ordinary course of business;

(iv) expenses in connection with foreign travel, education and medical care of self, parents, spouse and children; and

(v) moderate remittances for family living expenses of parents, spouse and children resident abroad;

(bbb) “export” means-

(i) sending of goods, physical or non-physical or both, from Bangladesh to a place outside Bangladesh;

(ii) Providing services by persons resident in Bangladesh to any person outside Bangladesh; or

(iii) selling Bangladeshi goods or raw materials or non-physical contents to the enterprise in Export Processing Zones, Special Economic Zones and High-tech parks of Bangladesh against payment in foreign currency.;”

(ঘ) Clause (f) এর পর যথাক্রমে নিম্নরূপ Clause (ff) এবং (fff) সন্নিবেশিত হইবে, যথা :-

“(ff) “goods” means any goods as defined in the Customs Act, 1969 (Act No, IV of 1969);

(fff) “ import” means bringing into Bangladesh any physical or non-physical goods or services;”

(ঙ) Clause (h) এর পর যথাক্রমে নিম্নরূপ Clause (hh) এবং (hhh) সন্নিবেশিত হইবে, যথা :-

(hh) “person” means any individual, and also includes-

(i) a partnersihp firm;

(ii) a company;

(iii) an association of persons or body of individuals, whether incorporated or not;

(iv) every artificial juridical entity not falling within any of the preceding sub-clauses; and

(v) any agency, office, or branch owned or controlled by such person;”

(hhh) “person resident in Bangladesh” means-

(i) an individual residing in Bangladesh for six month or more in the last twelve months;

(ii) an individual temporarily residing in Bangladesh holding a residential or working visa valid for not less than six months;

(iii) a person whose place of business is in Bangladesh; or

(iv) a person whose principal place of business may be located outside Bangladesh but branch or liaison office or representative office of such business is in Bangladesh;

(v) diplomatic, consular and other representative offices of the Government of the People's Republic of Bangladesh abroad as well as Bangladesh citizens employed at these offices;

(vi) persons holdings any office in service of the People's Republic of Bangladesh wherever they may be for the time being either on duty or on leave:

provided that "person resident in Bangladesh" shall not include foreign diplomatic representations or accredited officials of such representations located within Bangladesh and offices of organizations established by international treaty located within Bangladesh;"

(চ) Clause (k) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ Clause (k) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :-

"(k) " security" means either in physical or demat form,-

(i) shares, stocks bonds, debenture stock and Government securities, as defined in the Securities Act, 1920;

(ii) deposit receipts in respect of deposits of securities, units of mutual fund or collective investment scheme, as defined in Securities and Exchange Commission (Mutual Fund) Rules, 2001; and

(iii) other instruments defined as security in the Securities and Exchange Ordinance, 1969 (Ordinance No XVII of 1969);

but does not include bill of exchange or promissory notes other than Government promissory note;";

(ছ) Clause (k) এর পর নিম্নরূপ Clause (kk) সন্নিবেশিত হইবে, যথা :-

"(kk) "service" means services of any description, including but not limited to, business services, professional services, information technology services, information technology enabled services, communication or telecommunication services, construction services, engineering services, distribution services, educational services, environmental service, financial services (such as-insurance, banking and capital market related services), health services, social services, tourism services, travel services, recreational services, cultural services, sport services, transport services, electrical or other energy services or such other service as may be notified by government or the Bangladesh Bank from time to time;"

৪। **Act No. VII of 1947 এর Section 3 এর সংশোধন।–** উক্ত Act এর Section 3 এর-

(ক) sub-section (2) এর clause (iii) এর "Bangladesh Bank" শব্দসমূহের পর, "after giving the authorized dealer a reasonable opportunity of explaining its position" কমা ও শব্দগুলি সংযোজিত হইবে; এবং

(খ) sub-section (4) এর পর নিম্নরূপ sub-section (5) সংযোজিত হইবে, যথাঃ-

"(5) Without prejudice to the provision of clause (iii) of sub-section (2) of section 3 or section 23, Bangladesh Bank may, after giving reasonable opportunity of being heard, impose such amount of fine and in such manner as may be prescribed by rules, on an authorised dealer for violation of terms of authorization or of general or special directions or instructions." ।

৫। **Act No. VII of 1947 এর Section 4 এর সংশোধন।** -উক্ত Act এর Section 4 এর- sub-section (4) এর পর যথাক্রমে নিম্নরূপ sub-section (5) এবং (6) সংযোজিত হইবে, যথাঃ-

"(5) Any person resident in Bangladesh may sell or purchase foreign exchange to or from an authorised dealer if such sale or purchase is a current account transaction; provided that the Bangladesh Bank may, in public interest and in consultation with the Government, impose such reasonable restriction on current account transctions as may be needed to respond to current or capital account imbalances;

(6) Subject to such restrictions as may be prescribed, the Bangladesh Bank, in consultation with the Government, may specify the classes of permissible capital account transctions." ।

৬। **Act No. VII of 1947 এর Section 12 এর সংশোধন।** - উক্ত Act এর Section 12 এর-

(ক) বিদ্যমান উপান্তটীকার পরিবর্তে নিম্নরূপ উপান্তটীকা প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ-

"Receipts of proceeds for exported goods and services"; এবং

(খ) sub-section (1) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ sub-section (1) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :-

"(1) The Government may, by notification in the official Gazette, prohibit the export of any goods or classes of goods or services specified in such notification, from Bangladesh directly or indirectly to any place so specified unless a declaration supported by such evidence as may be prescribed or so specified is furnished by the exporter to the prescribed authority that the amount representing the full export value of the goods or services has been or shall within the prescribed period be, received in the prescribed manner." ।

৭। **Act No. VII of 1947 এর section 18A এর বিলুপ্তিকরণ।**- উক্ত আইনের section 18A বিলুপ্ত হইবে।

৮। **Act No. VII of 1947 এর section 18B এর সংশোধন।**- উক্ত Act এর section 18B এর-

(ক) sub-section (1) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ sub-section (1) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ-

"(1) Person resident outside Bangladesh (whether or not a citizen of Bangladesh) or a company (other than a banking company) not incorporated under any law for the time being in force in Bangladesh shall report to Bangladesh Bank within 30 (thirty) days of obtaining permission from Board of Investment or similar competent authority in Bangladesh to establish in Bangladesh a branch office or liaison office or representative office or any other place of business for carrying on any activity of a trading commercial or industrial nature." এবং

(খ) sub-section (2) এবং (3) বিলুপ্ত হইবে।

৯। **Act No. VII of 1947 এর section 19 এর সংশোধন।-** উক্ত Act এর section 19 এর- sub-section (1) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ sub-section (1) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :-

> "(1) The Government or the Bangladesh Bank may, at any time by notification in the official Gazzette, direct any citizen of Bangladesh, any person resident in Bangladesh and any person in the Service of the People's Republic of Bangladesh wherever they may be, subject to such exceptions, if any, as may be specified in the notification, to make a return of their holdings of foreign exchange, foreign securities, and of any immovable property or industrial or commercial undertaking or company outside Bangladesh, held, owned, established or controlled by him or in which he has any right, title or interest, within such period and giving such particulars, as may be so specified."।

১০। **Act No. VII of 1947 এর section 20 এর সংশোধন।-** উক্ত আইনের section 20 এর–

(ক) sub-section (1) বিলুপ্ত হইবে; এবং

(খ) sub-section (3) এর পর নিম্নরূপ sub-section (4) সংযোজিত হইবে, যথা ঃ-

> "(4). Bangladesh Bank, may, by notification in the official Gazette, require any or all individual or class of individual (other than diplomats or any group of indivual, as specified in the notification) who is not a citizen of Bangladesh, but staying or working in Bangladesh or providing any service in Bangladesh for any period to any person to provide information, which Bangladesh Bank considers it necessary or expedient for the purpose of this Act, to Bangladesh Bank or any other authority, as stated in such notification."।

১১। **Act No. VII of 1947 এর section 23 এর সংশোধন।-** উক্ত আইনের section 23 এর sub-section (1) এ উল্লিখিত "four years" শব্দগুলির পরিবর্তে " Seven years" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

**প্রণব চক্রবর্তী**
অতিরিক্ত সচিব (আইপিএ)।

# বাংলাদেশ গেজেট

**অতিরিক্ত সংখ্যা**

**কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত**

**সোমবার, ফেব্রুয়ারি ২০, ২০১২**


## বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ২০ ফেব্রুয়ারি, ২০১২/৮ ফাল্গুন, ১৪১৮

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ২০ ফেব্রুয়ারি, ২০১২ (৮ ফাল্গুন, ১৪১৮) তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করিয়াছে এবং এতদ্দ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে ঃ–

## ২০১২ সনের ৩ নং আইন

## মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন এবং মানব পাচার অপরাধের শিকার ব্যক্তিবর্গের সুরক্ষা ও অধিকার বাস্তবায়ন ও নিরাপদ অভিবাসন নিশ্চিতকরণের উদ্দেশ্যে বিধান প্রণয়নকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন এবং মানব পাচার অপরাধের শিকার ব্যক্তিবর্গের সুরক্ষা ও অধিকার বাস্তবায়ন ও নিরাপদ অভিবাসন নিশ্চিতকরণের উদ্দেশ্যে বিধান করা আবশ্যক; এবং

যেহেতু মানব পাচার সংক্রান্ত সংঘবদ্ধভাবে সংঘটিত আন্তঃদেশীয় অপরাধসমূহ প্রতিরোধ ও দমনকল্পে আন্তর্জাতিক মানদন্ডের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয় ;

সেহেতু এতদ্‌দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:–

### প্রথম অধ্যায়

### প্রারম্ভিক

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন**।– (১) এই আইন মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন, ২০১২ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা**।- বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে-

(১) "আশ্রয় কেন্দ্র" অর্থ জেলখানা ব্যতীত এমন প্রতিষ্ঠান যাহা, যেই নামেই অভিহিত হউক না কেন, মানব পাচারের শিকার বা মানব পাচার হইতে উদ্ধারকৃত ব্যক্তিবর্গের গ্রহণ, আশ্রয় এবং পুনর্বাসনকল্পে প্রতিষ্ঠিত;

(২) "আশ্রয় দেওয়া" বা "লুকাইয়া রাখা" (harbouring) অর্থ কোন ব্যক্তিকে তাহার দেশের অভ্যন্তরে বা বাহিরে বিক্রয় বা পাচারের উদ্দেশ্যে লুকাইয়া রাখা, আশ্রয় দেওয়া বা অন্য কোনভাবে সহায়তা করা এবং দন্ডবিধি, ১৮৬০ (১৮৬০ সনের ৪৫ নং আইন) এর ধারা ৫২ক এ যেই অর্থে "harbour" অভিধাটি ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহাও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে ;

(৩) "ঋণ-দাসত্ব (debt-bondage)" অর্থ কোন ব্যক্তির সেইরূপ অবস্থান যাহার কারণে উক্ত ব্যক্তি কোন ঋণের জন্য প্রকৃতপক্ষে দায়গ্রস্ত হইলে অথবা বেআইনিভাবে তাহাকে ঋণ-দায়গ্রস্ত বলিয়া দাবী করা হইলে উক্ত ব্যক্তিকে উক্ত ঋণের জামানত স্বরূপ নিজের ব্যক্তিগত সেবা বা শ্রম প্রদান করিতে হয়, কিন্তু উক্ত সেবা বা শ্রমের মূল্য ঋণ পরিশোধ হিসাবে গণ্য হয়না অথবা উক্ত সেবা বা শ্রম প্রদানের কাল অসীম হয়;

(৪) "জবরদস্তিমূলক শ্রম বা সেবা" অর্থ কোন ব্যক্তির জীবন, স্বাধীনতা, অধিকার, সম্পত্তি বা সুনামের ক্ষয় বা ক্ষতি করিবার হুমকি প্রদর্শন করিয়া তাহার নিকট হইতে যে কাজ বা সেবা গ্রহণ করা হয়;

(৫) "ট্রাইব্যুনাল" অর্থ এই আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত মানব পাচার অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল অথবা মানব পাচার অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল হিসেবে নিযুক্ত (assigned) বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন ট্রাইব্যুনাল;

(৬) "দাসত্ব" অর্থ কোন ব্যক্তির অবস্থান বা মর্যাদার (status) এমন পর্যায়ে অবনমন যাহার ফলে উক্ত ব্যক্তি কর্তৃক সম্পত্তির মত নিয়ন্ত্রিত ও ব্যবহৃত হয় এবং উক্ত ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক গৃহীত কোন ঋণ বা সম্পাদিত কোন চুক্তির কারণে উদ্ভুত কোনো শর্ত বা অবস্থাও (condition) উহার অন্তর্ভূক্ত হইবে;

(৭) "দূতাবাস" অর্থ বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশের কোন মিশন যা দূতাবাস, হাইকমিশন, উপ-হাইকমিশন, বা সহকারী হাইকমিশন এবং উক্ত দেশসমূহে অবস্থিত কনস্যুলেট-জেনারেল এবং কনস্যুলেট এবং ভিসা অফিসসমূহও উহার অন্তর্ভূক্ত হইবে;

(৮) "পতিতাবৃত্তি" অর্থ বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে অথবা অর্থ বা সুবিধা (kind) লেনদেন করিয়া কোন ব্যক্তির যৌন শোষণ বা নিপীড়ন;

(৯) "পতিতালয়" অর্থ পতিতাবৃত্তি পরিচালনার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত কোন বাড়ি, স্থান বা স্থাপনা:

(১০) "মানব পাচারের শিকার ব্যক্তি" বা "ভিকটিম" অর্থ এই আইনের অধীন সংঘটিত মানব পাচার অপরাধের শিকার কোন ব্যক্তি এবং উক্ত ব্যক্তির আইনগত অভিভাবক বা উত্তরাধিকারীও (legal heirs) ইহার অন্তর্ভূক্ত হইবে;

(১১) "প্রতারণা" (fraud) অর্থ ঘটনা বা আইন লইয়া ইচ্ছাকৃত বা দায়িত্বজ্ঞানহীনভাবে কথা বা আচরণ বা লিখিত কোন চুক্তি বা দলিল দ্বারা অন্যকে প্রতারিত (to defraud) বা প্রলুব্ধ (to induce) বা ভুল পথে পরিচালিত করা এবং প্রতারণাকারী ব্যক্তি বা অন্য কোন ব্যক্তির অভিপ্রায়কে কেন্দ্র করিয়া সংঘটিত প্রবঞ্চনা (deception) এবং চুক্তি আইন, ১৮৭২ (১৮৭২ সনের ৯ নং আইন) এর ধারা ১৭ এ যেই অর্থে 'Fraud' অভিধাটি ব্যবহৃত হইয়াছে তাহাও ইহার অন্তর্ভূক্ত হইবে;

(১২) "বলপ্রয়োগ" অর্থ শক্তি প্রয়োগ বা ভীতি প্রদর্শন বা মনস্তাত্ত্বিকভাবে চাপ প্রয়োগ এবং ইহার সহিত কোন প্রকার ক্ষতিসাধন করিবার বা দৈহিকভাবে আটক রাখিবার হুমকি প্রদর্শন, নির্যাতন বা কোন ব্যক্তির প্রাতিষ্ঠানিক, দাপ্তরিক বা আইনগত অবস্থানকে অন্য কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কাজে লাগাইবার হুমকি প্রদান বা মনস্তাত্ত্বিক চাপ প্রয়োগও ইহার অন্তর্ভূক্ত হইবে;

(১৩) "ব্যক্তি" অর্থ স্বাভাবিক ব্যক্তিসহ (natural person) যে কোন কোম্পানী, অংশীদারী কারবার বা ফার্ম বা একাধিক ব্যক্তির সমিতি বা সংঘ তাহা নিবন্ধিত হউক বা না হউক;

(১৪) "শিশু" অর্থ আঠার বৎসর বয়স পূর্ণ করে নাই এমন কোন ব্যক্তি;

(১৫) "শোষণ" বা "নিপীড়ন" (exploitation) অর্থ কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে তাহার সম্মতিক্রমে বা বিনা সম্মতিতে কৃত নিম্নলিখিত কার্যসমূহ, তবে কেবল এইসব বিষয়েই ইহার অর্থ সীমিত হইবেনা ঃ-

(ক) পতিতাবৃত্তি বা যৌন শোষণ বা নিপীড়নের মাধ্যমে কোন ব্যক্তিকে শোষণ বা নিপীড়ন;

(খ) কোন ব্যক্তিকে পতিতাবৃত্তি অথবা পর্ণোগ্রাফি উৎপাদন বা বিতরণ নিয়োজিত করিয়া মুনাফা ভোগ;

(গ) জবরদস্তিমূলক শ্রম বা সেবা আদায়;

(ঘ) ঋণ-দাসত্ব (debt-bondage), দাসত্ব বা সার্ভিচিউড্ (servitude), দাসত্বরূপ কর্মকাণ্ড, বা গৃহস্থালীতে সার্ভিচিউড্;

(ঙ) প্রতারণামূলক বিবাহের মাধ্যমে শোষণ বা নিপীড়ন;

(চ) কোন ব্যক্তিকে জোরপূর্বক বিনোদন ব্যবসায় ব্যবহার;

(ছ) কোন ব্যক্তিকে ভিক্ষাবৃত্তিতে বাধ্য করা; এবং

(জ) ব্যবসা করিবার উদ্দেশ্যে অপরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গহানী বা কাউকে বিকলাঙ্গ করা;

(১৬) "সংঘবদ্ধ অপরাধী চক্র" অর্থ জাতীয়তা এবং অবস্থান নির্বিশেষে দুই বা ততোধিক ব্যক্তির কাঠামোবদ্ধ কোন সংগঠন যাহা নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত সক্রিয় এবং যাহার সদস্যরা এই আইনের অধীন কোনো অপরাধ সংঘটনের উদ্দেশ্যে একত্রে কাজ করে;

(১৭) "সম্মতি" অর্থ কোন ব্যক্তির স্বাধীন এবং স্বজ্ঞানে প্রদত্ত মতামত যাহা তাহার বয়স, লিঙ্গ এবং আর্থ-সামাজিক পশ্চাদপদতার কারণে সৃষ্ট তাহার দুর্বল অবস্থান কর্তৃক প্রভাবিত হইবেনা;

(১৮) "সরকারি কর্মকর্তা" (public servant/official) অর্থ দণ্ডবিধি, ১৮৬০ (১৮৬০ সনের ৪৫ নং আইন) এর ধারা ২১ এ বর্ণিত কোনো জনসেবক বা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৫২ এর সংজ্ঞানুসারে রাষ্ট্রের কর্মে নিযুক্ত কোনো ব্যক্তি যিনি এই আইনের অধীন কোন দায়িত্ব পালন বা বহন করেন;

(১৯) "সার্ভিচিউট" (servitude) অর্থ কাজ বা সেবা প্রদান করিবার বাধ্যবাধকতা অথবা কাজ বা সেবার জবরদস্তিমূলক শর্তাবলী যাহা হইতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নিস্কৃতি মেলেনা বা যাহা তিনি ঠেকাইতে বা পরিবর্তন করিতে পারেন না।

৩। **মানব পাচার**।- (১) "মানব পাচার" অর্থ কোন ব্যক্তিকে-

(ক) ভয়ভীতি প্রদর্শন বা বলপ্রয়োগ করিয়া; বা

(খ) প্রতারণা করিয়া বা উক্ত ব্যক্তির আর্থ-সামাজিক বা পরিবেশগত বা অন্য কোন অসহায়ত্বকে (vulnerability) কাজে লাগাইয়া; বা

(গ) অর্থ বা অন্য কোন সুবিধা (kind) লেনদেন-পূর্বক উক্ত ব্যক্তির উপর নিয়ন্ত্রণ রহিয়াছে এমন ব্যক্তির সম্মতি গ্রহণ করিয়া;

বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বা বাহিরে যৌন শোষণ বা নিপীড়ন বা শ্রম শোষণ বা অন্য কোনো শোষণ বা নিপীড়নের (exploitation) উদ্দেশ্যে বিক্রয় বা ক্রয়, সংগ্রহ বা গ্রহণ, নির্বাসন বা স্থানান্তর, চালান বা আটক করা বা লুকাইয়া রাখা বা আশ্রয় দেওয়া (harbour)।

(২) যেইক্ষেত্রে কোন শিশু পাচারের শিকার হয়, সেইক্ষেত্রে-উপ-ধারা (১) এর দফা (ক) হইতে (গ) তে বর্ণিত মানব পাচার অপরাধ সংঘটনের মাধ্যমসমূহ (means) অনুসৃত হইয়াছে কিনা তাহা বিবেচিত হইবেনা।

**ব্যাখা**।- এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, যদি কোন ব্যক্তি বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বা বাহিরে প্রতারণার মাধ্যমে, অসৎ উদ্দেশ্যে এবং বাধ্যতামূলক শ্রম বা 'সার্ভিচিউড' (servitude) বা ধারা-২ এর উপ-ধারা (১৫) এ বর্ণিত কোনো শোষণ বা নিপীড়নমূলক পরিস্থিতির শিকার হইতে পারে মর্মে জানা থাকা সত্বেও অন্য কোন ব্যক্তিকে কাজ বা চাকুরীর উদ্দেশ্যে গমন, অভিবাসন বা বহির্গমন করিতে প্রলুব্ধ বা সহায়তা করে, তাহা হইলে উক্ত কর্ম উপ-ধারা (১) এ সংজ্ঞায়িত "মানব পাচার" এর অন্তর্ভূক্ত হইবে।

৪। **আইনের প্রাধান্য এবং ফৌজদারী কার্যবিধি, ১৮৯৮, ইত্যাদির প্রযোজ্যতা**।-(১) আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধানাবলী কার্যকর হইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, প্রচলিত অন্য কোন আইনে ভিকটিম এবং সাক্ষীর সুরক্ষা বিষয়ক শ্রেয় মানদণ্ডের বিধান থাকিলে সেই সকল বিধানসমূহ এই আইনের সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ না হওয়া সাপেক্ষে প্রযোজ্য হইবে।

(২) এই আইনের অধীন মামলা বা অভিযোগ দায়ের, তদন্ত, অপরাধসমূহের বিচার এবং বিচার সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়ে এই আইনে কোন বিধান না থাকিলে, ক্ষেত্রমত, ফৌজদারী কার্যবিধি, ১৮৯৮ (১৮৯৮ সনের ৫ নং আইন) এবং সাক্ষ্য আইন, ১৮৭২ (১৮৭২ সনের ১ নং আইন) এর বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে।

(৩) এই আইনের অধীন অপরাধ ও দণ্ডের দায়-দায়িত্বের বিষয়ে দণ্ডবিধি, ১৮৬০, (১৮৬০ সনের ৪৫ নং আইন) এর তৃতীয় অধ্যায়ের বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে।

(৪) এই আইনের সংঘটিত অপরাধসমূহ এক্সট্রাডিশন আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫৮ নং আইন) এর ধারা ২(১)(ক) তে সংজ্ঞায়িত 'extradition' অপরাধ হিসাবে গণ্য হইবে।

(৫) এই আইন অভিবাসন (emigration) ও বহিরাগমন (immigration) বিষয়ক অন্যান্য প্রচলিত আইনের পরিপূরক হইবে এবং তাহাদের ব্যত্যয়ে ব্যবহৃত হইবে না।

৫। **এই আইনের অতিরাষ্ট্রিক (extraterritorial) প্রয়োগ**।-(১) বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানার বাহিরে অথবা বাংলাদেশের কোন জাহাজ বা বিমানে কোন ব্যক্তি বাংলাদেশী কোন নাগরিকের বিরুদ্ধে এই আইনের আওতাধীন কোনো অপরাধ সংঘটন করিলে এই আইনের বিধানাবলী কার্যকর হইবে।

(২) যদি কোন ব্যক্তি বাংলাদেশের বাহির হইতে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অথবা বাংলাদেশের অভ্যন্তর হইতে বাংলাদেশের বাহিরে এই আইনের আওতাধীন কোন অপরাধ সংঘটন করে তাহা হইলে উক্ত অপরাধ ও তাহা সংঘটনের সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া বাংলাদেশে সংঘটিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং উক্ত ব্যক্তি ও অপরাধের ক্ষেত্রে এই আইনের বিধানাবলী কার্যকর হইবে।

## দ্বিতীয় অধ্যায়

## মানব পাচার ও তদ্‌সংশ্লিষ্ট অপরাধসমূহ এবং দণ্ড

৬। **মানব পাচার নিষিদ্ধকরণ ও দণ্ড**।-(১) কোন ব্যক্তি ধারা ৩ এ উল্লিখিত কোন কার্য করিলে উহা মানব পাচার অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) মানব পাচার অপরাধ সংঘটনকারী কোন ব্যক্তি অনধিক যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে এবং অন্যূন ৫ (পাঁচ) বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে এবং অন্যূন ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

৭। **সংঘবদ্ধ মানব পাচার অপরাধের দণ্ড**।- কোন সংঘবদ্ধ গোষ্ঠীর একাধিক সদস্য গোষ্ঠীর সকল সদস্যের সাধারণ অভিপ্রায় সাধনের উদ্দেশ্যে কোন আর্থিক বা অন্য কোনো বস্তুগত বা অবস্তুগত মুনাফা অর্জনের নিমিত্ত এই আইনের অধীন কোন অপরাধ সংঘটন করিলে উক্ত গোষ্ঠীর প্রত্যেক সদস্য উক্ত অপরাধ সংঘটনের দায়ে অভিযুক্ত হইবে এবং অপরাধ সংঘটনকারী ব্যক্তি মৃত্যুদণ্ডে বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে বা অন্যূন ৭ (সাত) বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে এবং অন্যূন ৫(পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

৮। **অপরাধ সংঘটনে প্ররোচনা, ষড়যন্ত্র বা প্রচেষ্টা চালানোর দণ্ড**।-(১) কোন ব্যক্তি মানব পাচার অপরাধ সংঘটনে প্ররোচনা প্রদান করিয়া, ষড়যন্ত্র করিয়া এবং প্রচেষ্টা চালাইয়া অথবা সজ্ঞানে কোন মানব পাচার অপরাধ সংঘটন বা সংঘটিত করিবার সুযোগ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তাহার সম্পত্তি ব্যবহার করিবার অনুমতি প্রদান করিয়া অথবা কোন দলিল-দস্তাবেজ গ্রহণ, বাতিল, গোপন, অপসারণ, ধ্বংস বা তাহার স্বত্ব গ্রহণ করিয়া নিজেকে উক্ত অপরাধের সহিত জড়িত করিলে উক্ত ব্যক্তি অনধিক ৭ (সাত) বৎসর এবং অন্যূন ৩ (তিন) বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে এবং অন্যূন ২০ (বিশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

(২) কোন ব্যক্তি এই আইনের আওতাধীন কোন অপরাধ সংঘটনে সহযোগী (abettor) হইলে উক্ত ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট অপরাধের জন্য ধার্যকৃত দণ্ডের সমপরিমাণ দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

৯। **জবরদস্তি বা দাসত্বমূলক শ্রম বা সেবা প্রদান করিতে বাধ্য করিবার দণ্ড**।- কোন ব্যক্তি বেআইনিভাবে অন্য কোন ব্যক্তিকে তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করাইলে অথবা শ্রম বা সেবা প্রদান করিতে বাধ্য করিলে বা ঋণ-দাস করিয়া রাখিলে বা বলপ্রয়োগ বা যে কোন প্রকার চাপ প্রয়োগ করিলে অথবা করিবার হুমকি প্রদর্শন করিয়া শ্রম বা সেবা আদায় করিলে তিনি অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন এবং উক্তরূপ অপরাধের জন্য তিনি অনাধিক ১২ (বার) বৎসর এবং অন্যূন ৫ (পাঁচ) বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে এবং অন্যূন ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

১০। **মানব পাচার অপরাধ সংঘটনের উদ্দেশ্যে অপহরণ, চুরি এবং আটক করিবার দণ্ড**।-(১) কোন ব্যক্তি মানব পাচারের অপরাধ সংঘটনের অভিপ্রায়ে বা যৌন শোষণ বা নিপীড়নসহ এই আইনের ধারা ২(১৫) এ বর্ণিত অন্য কোন শোষণের উদ্দেশ্যে অন্য কোন ব্যক্তিকে অপহরণ, গোপন অথবা আটক করিয়া রাখিলে তিনি অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন এবং উক্তরূপ অপরাধের জন্য তিনি অনধিক ১০ (দশ) বৎসর এবং অন্যূন ৫ (পাঁচ) বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে এবং অন্যূন ২০ (বিশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

(২) মানব পাচারের অপরাধ সংঘটনের অভিপ্রায়ে কোন ব্যক্তি কোন নবজাত শিশুকে কোন হাসপাতাল, সেবা-সদন, শিশু-সদন বা উক্ত নবজাত শিশুর পিতা-মাতার হেফাজত হইতে চুরি করিলে বা অপহরণ করিলে তিনি অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন এবং উক্তরূপ অপরাধের জন্য তিনি অনধিক যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে এবং অন্যূন ৫ (পাঁচ) বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে এবং অন্যূন ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

১১। **পতিতাবৃত্তি বা অন্য কোনো প্রকারের যৌন শোষণ বা নিপীড়নের জন্য আমদানী বা স্থানান্তরের দণ্ড**।- কোন ব্যক্তি জবরদস্তি বা প্রতারণা করিয়া বা প্রলোভন দেখাইয়া কোন ব্যক্তিকে পতিতাবৃত্তি অথবা অন্য কোন প্রকারের যৌন শোষণ বা নিপীড়নমূলক কাজে নিয়োগ করিবার উদ্দেশ্যে বিদেশ হইতে বাংলাদেশে আনয়ন করিলে বা বাংলাদেশের অভ্যন্তরে স্থানান্তরিত করিলে তিনি অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন এবং উক্তরূপ অপরাধের জন্য তিনি অনধিক ৭ (সাত) বৎসর এবং অন্যূন ৫ (পাঁচ) বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে এবং ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

১২। **পতিতালয় পরিচালনা বা কোন স্থানকে পতিতালয় হিসাবে ব্যবহারের অনুমতি প্রদানের দণ্ড**।-(১) কোন ব্যক্তি পতিতালয় স্থাপন বা পরিচালনা করিলে অথবা তাহা স্থাপন বা পরিচালনা করিতে সক্রিয়ভাবে সহায়তা বা অংশগ্রহণ করিলে তিনি অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন এবং উক্তরূপ অপরাধের জন্য তিনি অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসর এবং অন্যূন ৩ (তিন) বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে এবং ইহার অন্যূন ২০ (বিশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

(২) কোন ব্যক্তি, যিনি-

(ক) ভাড়াটিয়া, ইজারাদার (lessee), দখলদার বা কোন স্থান দেখাশোনার দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তি, জানিয়া-শুনিয়া উক্ত স্থান বা এর কোনো অংশবিশেষ পতিতালয় হিসাবে ব্যবহার করিবার অনুমতি প্রদান করিলে; অথবা

(খ) কোন বাড়ির মালিক, ইজারা-দাতা (lessor), অথবা জমির মালিক অথবা উক্ত মালিক বা ইজারা-দাতার কোন প্রতিনিধি উক্ত বাড়ি অথবা উহার কোন অংশবিশেষ পতিতালয় হিসাবে ব্যবহৃত হইবে তাহা জানা সত্ত্বেও উক্ত বাড়ি বা জমি ভাড়া প্রদান করিলে;

তিনি অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন এবং উক্তরূপ অপরাধের জন্য তিনি অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসর এবং অন্যূন ৩ (তিন) বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে এবং অন্যূন ২০ (বিশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

১৩। **পতিতাবৃত্তির উদ্দেশ্যে আহবান জানাইবার দণ্ড**।- কোন ব্যক্তি রাস্তায় বা জনসাধারণের ব্যবহার্য স্থানে অথবা গৃহ অভ্যন্তরে বা গৃহের বাহিরে পতিতাবৃত্তির উদ্দেশ্যে মুখের ভাষায় বা অংগভঙ্গি করিয়া বা অশালীন ভাব-ভঙ্গি দেখাইয়া অন্য কোন ব্যক্তিকে আহবান করিলে তিনি অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন এবং উক্তরূপ অপরাধের জন্য তিনি অনধিক ৩ (তিন) বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে অথবা অনধিক ২০(বিশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ডে অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

১৪। **ভিকটিম বা মামলার সাক্ষীকে হুমকি প্রদানের দণ্ড**।- কোন ব্যক্তি মানব পাচারের শিকার ব্যক্তি বা মামলার সাক্ষীকে বা তাহার পরিবারের কোনো সদস্যকে হুমকি প্রদান, ভীতি প্রদর্শন বা বলপ্রয়োগ করিয়া এই আইনের অধীন রুজুকৃত কোন মামলার তদন্ত বা বিচারকার্যে কোনরূপ গুরুতর বিঘ্ন সৃষ্টি করিলে তিনি অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন এবং উক্তরূপ অপরাধের জন্য তিনি অনধিক ৭ (সাত) বৎসর এবং অন্যূন ৩ (তিন) বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে এবং অন্যূন ২০ (বিশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

১৫। **মিথ্যা মামলা বা মিথ্যা অভিযোগ দায়েরের দণ্ড**।-(১) কোন ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তির ক্ষতিসাধন করিবার উদ্দেশ্যে এই আইনের অধীন মিথ্যা বা হয়রানিমূলক মামলা বা মিথ্যা অভিযোগ দায়ের করিলে বা আইনি প্রক্রিয়ার অপব্যবহার করিলে বা অন্য কোন ব্যক্তিকে তাহা করিতে বাধ্য করিলে তিনি অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন এবং উক্তরূপ অপরাধের জন্য তিনি অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসর এবং অন্যূন ২ (দুই) বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে এবং অন্যূন ২০ (বিশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

(২) এই আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত ট্রাইব্যুনাল কোন লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে অথবা তাহার স্বীয় ক্ষমতায় উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত অপরাধ আমলে লইয়া তাহার বিচার শুরু করিতে পারিবে এবং প্রয়োজনে, কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া, মূল মামলার বিচার স্থগিত করিতে পারিবে।

১৬। **অপরাধের আমলযোগ্যতা, আপোষযোগ্যতা ও জামিনযোগ্যতা**।- এই আইনের অধীন অপরাধসমূহ আমলযোগ্য (cognizable), অ-জামিনযোগ্য (non-bailable) এবং অআপোসযোগ্য (non-compoundable) হইবে।

## তৃতীয় অধ্যায়

## অভিযোগ দায়ের এবং তদন্ত

১৭। **অভিযোগ দায়ের**।- (১) এই আইনের অধীন কোন অপরাধ সংঘটিত হইলে কোন ব্যক্তি পুলিশ অথবা ট্রাইব্যুনালের নিকট উক্ত অপরাধ সংঘটনের অভিযোগ দায়ের করিতে পারিবে এবং পুলিশ এই ধরণের অভিযোগ আনয়নকারী ব্যক্তিকে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা প্রদান করিবে এবং আইনি কার্যধারার কারণে অন্যরূপ প্রয়োজন না হইলে, তাহার নাম পরিচয় গোপন রাখিবে।

(২) ট্রাইব্যুনালে মামলা পরিচালনা করিবার জন্য সরকার, প্রয়োজন মনে করিলে, এক বা একাধিক বিশেষ প্রসিকিউটর (রাষ্ট্রপক্ষীয় আইনজীবী) নিয়োগ করিতে পারিবে।

(৩) ট্রাইব্যুনাল উপ-ধারা (২) এর অধীন নিযুক্ত কোন বিশেষ প্রসিকিউটরের বিরুদ্ধে দায়িত্বে গুরুতর অবহেলার প্রতিবেদন সরকারের নিকট দাখিল করিলে সরকার উক্ত প্রসিকিউটরকে অপসারণ বা প্রতিস্থাপিত করিবে।

১৮। **অপরাধ সংঘটনের ক্ষেত্রে আইনগত অনুমান**।- কোন ব্যক্তির হেফাজত হইতে অথবা তাহার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে থাকা কোন স্থান হইতে মানব পাচার অপরাধের শিকার কোন ব্যক্তিকে অথবা মানব পাচার অপরাধ সংঘটনে ব্যবহৃত কোন কিছু উদ্ধার করা হইলে এবং উক্ত ব্যক্তিকে যদি মানব পাচারকারী হিসাবে যুক্তিসঙ্গতভাবে সন্দেহ হয় অথবা তিনি যদি উদ্ধারকৃত ভিকটিম কর্তৃক মানব পাচারকারী হিসেবে চিহ্নিত হন, তবে, ভিন্নরূপ প্রমাণিত না হইলে, উক্ত ব্যক্তি এই আইনের অধীন মানব পাচার অপরাধ সংঘটন করিয়াছেন বলিয়া অনুমান করা যাইবে।

১৯। **তদন্ত**।- (১) পুলিশের নিকট এই আইনের অধীন কোন অপরাধ সংঘটনের সংবাদ আসিলে বা ট্রাইব্যুনাল কোন অপরাধের তদন্তের নির্দেশ দিলে সংশ্লিষ্ট থানার উপ-পরিদর্শকের নিম্ন পদমর্যাদার নহেন এমন একজন পুলিশ কর্মকর্তা এই আইনের অধীন তদন্তকার্য সম্পাদন করিবেন।

(২) এই আইনের অধীন অপরাধ সংঘটিত হইতে পারে এমন ক্ষেত্রে পুলিশ অপরাধ সংঘটনের এজাহার (first information report) দাখিলের পূর্বে প্রতিরোধমূলক অনুসন্ধান (proactive inquiry) পরিচালনা করিতে পারিবেন।

(৩) ধারা ২০ এর বিধান সাপেক্ষে, উপ-ধারা (১) এর অধীন মামলা দায়েরের বা ট্রাইব্যুনাল হইতে তদন্তের নির্দেশ প্রাপ্তির অনধিক ৯০ (নব্বই) কার্যদিবসের মধ্যে এই ধারার অধীন তদন্ত সম্পন্ন করিতে হইবে।

(৪) উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে তদন্ত সম্পন্ন না হইলে , তদন্ত কর্মকর্তা উক্ত সময়সীমা শেষ হইবার অন্তত তিন কার্যদিবস পূর্বে তাহার নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তা অথবা, ট্রাইব্যুনাল হইতে তদন্তের নির্দেশ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে, ট্রাইব্যুনালের নিকট সময়সীমা বৃদ্ধির জন্য লিখিতভাবে আবেদন করিবেন অথবা উক্ত নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তা অথবা, ক্ষেত্রমত, ট্রাইব্যুনাল উক্ত সময়সীমার মধ্যে তদন্ত সম্পাদনে ব্যর্থতার জন্য প্রদর্শিত কারণে সন্তুষ্ট হইলে তদন্তের সময়সীমা অতিরিক্ত ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবস বৃদ্ধি করিতে পারিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, আন্তঃরাষ্ট্রীয় তদন্তের ক্ষেত্রে কেবল ট্রাইব্যুনাল এই ধরনের তদন্তের সময়সীমা বৃদ্ধি করিতে পারিবে এবং উক্ত ক্ষেত্রে ট্রাইব্যুনাল তাহার স্বীয় বিবেচনায় যৌক্তিক মেয়াদে তদন্তের সময়সীমা বৃদ্ধি করিবে।

(৫) এই আইনের অধীন কোন আন্তঃরাষ্ট্রীয় অপরাধ তদন্তের ক্ষেত্রে বিদেশী সাক্ষ্য-প্রমাণ নিরীক্ষণ করিবার জন্য বিদেশ গমনের আবশ্যকতা দেখা দিলে, ট্রাইব্যুনালের অনুমতিক্রমে, তদকর্তৃক নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে তদন্তকার্য সম্পন্ন করিবার উদ্দেশ্যে পুলিশ কর্তৃপক্ষ একটি বিশেষ তদন্ত দল গঠন করিবে এবং উক্ত তদন্ত দলকে যথাসম্ভব প্রশাসনিক এবং আর্থিক সহায়তা প্রদান করিবে।

(৬) এই আইনের অধীন পুলিশের তদন্ত, নিরাপত্তা বিধান ও প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম ও দায়িত্বসমূহের সমন্বয় এবং তদারক করিবার উদ্দেশ্যে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, পুলিশ সদর দপ্তরে একটি কেন্দ্রীয় মনিটরিং সেল গঠন করিবে।

২০। **প্রতিরোধমূলক তল্লাশী এবং আটক**।- (১) কোন মানব পাচার অপরাধ প্রতিরোধকল্পে, উপ-পরিদর্শকের নিম্ন পদমর্যাদার নহেন, এমন কোন পুলিশ কর্মকর্তা তাহার উর্ধ্বতন নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তার অনুমোদন সাপেক্ষে বা নির্দেশে এই আইনের অধীন প্রতিরোধমূলক তল্লাশী করিবার, যে কোন আঙ্গিনায় প্রবেশ করিবার এবং এই আইনের অধীন কোন অপরাধ সংঘটনে ব্যবহৃত হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে এমন সরঞ্জামাদি বা তথ্য-প্রমাণ বা দলিল আটক করিবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইবেন।

(২) কোন ব্যক্তির সহিত অথবা কোন স্থানে এই আইনের অধীন অপরাধ সংঘটনের উপযোগী সরঞ্জাম বা উপাদান উপস্থিত আছে এবং তল্লাশী পরোয়ানা সংগ্রহে বিলম্বের কারণে অপরাধটি প্রকৃতই সংঘটিত হইবার বা কোন সাক্ষ্য প্রমাণ নষ্ট হইবার যুক্তিসঙ্গত কারণ বিদ্যমান থাকিলে উপ-ধারা (১) এর অধীন বিনা পরোয়ানায় তল্লাশী করা যাইবে এবং তল্লাশী চালাইবার পূর্বে তল্লাশীর জন্য প্রস্তুত অফিসার যেই স্থানে তল্লাশী চালাইবেন উক্ত স্থানটি যেই এলাকায় অবস্থিত সেই এলাকার দুই বা ততোধিক সম্মানিত অধিবাসীকে তল্লাশীতে হাজির থাকিতে ও উহার সাক্ষী হইতে আহবান জানাইবেন এবং উক্ত সাক্ষীদের উপস্থিতিতে তল্লাশী চালাইতে হইবে এবং উক্ত অফিসার তল্লাশীর সময় জব্দকৃত সমস্ত সামগ্রী এবং যেই সকল স্থানে উক্ত সামগ্রীসমূহ পাওয়া গিয়াছে তাহাদের একটি তালিকা প্রস্তুত করিবেন এবং উহাতে সাক্ষীগণের স্বাক্ষর গ্রহণ করিবেন।

(৩) ফৌজদারী কার্যবিধি, ১৮৯৮ এর ধারা ১০৩ এর বিধানের আলোকে এবং যেই ব্যক্তির শরীর বা সম্পত্তিতে তল্লাশী চালানো হইবে তাহার মানবাধিকার ও মানবিক মর্যাদার প্রতি যথোপযুক্ত সম্মান প্রদর্শনপূর্বক উপ-ধারা (১) এর অধীন তল্লাশী সম্পাদন করিতে হইবে এবং, বিশেষতঃ, কোন নারীর বিরুদ্ধে তল্লাশী পরিচালনা করা হইলে তল্লাশী দলের সহিত অবশ্যই একজন নারী কর্মকর্তা বা নারী প্রবেশন কর্মকর্তা থাকিবেন।

(৪) তল্লাশী সম্পাদনের ৭২ (বাহাত্তর) ঘন্টার মধ্যে তল্লাশী কার্যে নেতৃত্বদানকারী কর্মকর্তা তল্লাশীর কারণ এবং ফলাফলের বিবরণ সম্বলিত প্রতিবেদন তৈরি করিবেন এবং তাহার অনুলিপি ইলেকট্রনিক বা অন্য কোন উপায়ে সংশ্লিষ্ট ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট এবং একই সাথে সংশ্লিষ্ট অপরাধের বিচারের এখতিয়ারসম্পন্ন ট্রাইব্যুনালে প্রেরণ করিবে, যাহা ট্রাইব্যুনালের হেফাজতে রক্ষিত থাকিবে এবং উক্ত কর্মকর্তার উর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং যাহার বিরুদ্ধে তল্লাশী পরিচালিত হইয়াছে তাহাকে প্রতিবেদনের একটি করিয়া অনুলিপি প্রদান করিতে হইবে।

## চতুর্থ অধ্যায়

## মানব পাচার অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল এবং অপরাধের বিচার

২১। **মানব পাচার অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল গঠন**।-(১) এই আইনের অধীন অপরাধসমূহের দ্রুত বিচারের উদ্দেশ্যে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, দায়রা জজ বা অতিরিক্ত দায়রা জজ পদমর্যাদার বিচারকের সমন্বয়ে যেকোন জেলায় মানব পাচার অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল গঠন করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) অনুযায়ী ট্রাইব্যুনাল গঠিত না হওয়া পর্যন্ত, সরকার প্রত্যেক জেলার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালকে উক্ত জেলার মানব পাচার অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল হিসাবে নিয়োগ (assign) বা ক্ষমতায়িত করিতে পারিবে।

(৩) এই আইনের অধীন অপরাধসমূহের বিচার কেবল এই আইনের অধীন গঠিত ট্রাইব্যুনালে বিচারযোগ্য হইবে।

(৪) যে আঞ্চলিক অধিক্ষেত্রে কোন অপরাধ বা উহার অংশবিশেষ সংঘটিত হইয়াছে অথবা মানব পাচারের শিকার ব্যক্তিকে যে অঞ্চল হইতে উদ্ধার করা হইয়াছে বা তিনি যে অঞ্চলের অধিবাসী সেই আঞ্চলিক অধিক্ষেত্রের ক্ষমতাপ্রাপ্ত ট্রাইব্যুনাল উক্ত অপরাধের বিচার করিতে পারিবে।

(৫) বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানার বাহিরে বাংলাদেশী কোন নাগরিক বা কোম্পানী অথবা স্বভাবতঃ বাংলাদেশে আবাসী (habitually resident in Bangladesh) এমন কোন ব্যক্তি এই আইনের অধীন কোন অপরাধ সংঘটন করিলে, তিনি যেই ট্রাইব্যুনালে আঞ্চলিক অধিক্ষেত্রের অধিবাসী ছিলেন অথবা কোম্পানীর ক্ষেত্রে উক্ত কোম্পানীর নিবন্ধিত অফিস (registered office) যে আঞ্চলিক অধিক্ষেত্রে ছিল, সেই ট্রাইব্যুনাল উক্ত অপরাধের বিচার করিতে পারিবে।

২২। **ট্রাইব্যুনালের ক্ষমতা**।- (১) এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে, ট্রাইব্যুনালের দায়রা আদালতের সকল ক্ষমতা থাকিবে এবং ট্রাইব্যুনাল ন্যায়বিচারের স্বার্থে কোন সুরক্ষামূলক (protecitive order) আদেশসহ কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে তাহাদের অধীনে বা ব্যবস্থাপনায় থাকা কোন প্রতিবেদন, দলিল বা নিবন্ধন-বহি (register) ট্রাইব্যুনালের নিকট উত্থাপন করিবার নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(২) এই আইনের অধীন অপরাধসমূহের দ্রুত বিচার অথবা কোন ভিকটিম বা সাক্ষীর নিরাপত্তার স্বার্থে ট্রাইব্যুনাল যে কোন স্থানে নিজে অথবা কমিশনের মাধ্যমে, সরাসরি বা ইলেকট্রনিক উপায়ে, কোন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ বা তাহাকে পরীক্ষা করিতে পারিবে এবং ট্রাইব্যুনাল এই আইনের অধীন কোন সরকারি কর্মকর্তা বা কর্মচারীর আনুষ্ঠানিক বক্তব্য বা প্রতিবেদন, তাহাকে ট্রাইব্যুনালে হাজির হইবার দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি প্রদান করিয়া, সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করিরে পারিবে।

(৩) এই আইনের অধীন কোন অপরাধের বিচার চলাকালে অথবা কোন অপরাধের অভিযোগ উত্থাপনের পূর্বে ট্রাইব্যুনাল কোন ব্যক্তির আবেদনক্রমে বা স্বীয় ক্ষমতাবলে ট্রাইব্যুনাল নির্ধারিত মেয়াদ পর্যন্ত এবং শর্তাধীনে মানব পাচারের শিকার ব্যক্তিকে কোন সরকারি বা বেসরকারি আশ্রয়কেন্দ্রে বা সমাজসেবা অধিদপ্তরসহ কোন উপযুক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠনের হেফাজতে প্রদান করিতে পারিবে এবং মানব পাচারের শিকার ব্যক্তি নারী বা শিশু হইলে ট্রাইব্যুনাল এই উপ-ধারার অধীনে আদেশ প্রদানের ক্ষেত্রে তাহার মতামত বিবেচনা করিতে পারিবে।

(৪) কোন মামলায় চার্জ গঠনের পূর্বকাল পর্যন্ত, প্রয়োজনীয় ক্ষমতাসম্পন্ন ম্যাজিস্ট্রেট উপ-ধারা (৩) এ প্রদত্ত ক্ষমতা, প্রয়োজনীয় অভিযোজন-সাপেক্ষে (adaptation) প্রয়োগ করিতে পারিবে।

(৫) এই আইনের অধীন অভিযুক্ত কোন ব্যক্তিকে ট্রাইব্যুনাল প্রসিকিউশন পক্ষের (prosecution) বক্তব্য শুনিয়া এবং কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া জামিন প্রদান করিতে পারিবে এবং এই উপ-ধারার অধীন জামিন প্রদানের ক্ষেত্রে স্ব-বিবেচনা (discretion) প্রয়োগের সময় ট্রাইব্যুনাল অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি সংঘটিত অপরাধের তীব্রতা, ভিকটিম এবং সাক্ষীর নিরাপত্তা ও ক্ষতি এবং অভিযুক্ত ব্যক্তির অপরাধের পূর্ব-ইতিহাস বিবেচনা করিবে।

(৬) কোন অভিযুক্ত ব্যক্তিকে জামিন প্রদানের সময় জামিন-আদেশের সহিত ট্রাইব্যুনাল তদকর্তৃক নির্দিষ্টকৃত দিনে জামিনপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে পুলিশের নিকট বা ট্রাইব্যুনালের কোন কর্মকর্তার নিকট হাজিরা প্রদান করিবার নির্দেশনাসহ নিয়ন্ত্রণ-আদেশ (control order) সংযুক্ত করিতে পারিবে।

২৩। **ট্রাইব্যুনালের অধিকতর তদন্ত সংক্রান্ত ক্ষমতা**।- ট্রাইব্যুনাল কোন ব্যক্তির আবেদনক্রমে অথবা স্বীয় ক্ষমতায় কোন মামলার অধিকতর তদন্তের এবং তদকর্তৃক নির্দিষ্টকৃত সময়ের মধ্যে তদন্তের প্রতিবেদন দাখিল করিতে আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

২৪। **বিচারকার্য সম্পন্নের সময়সীমা**।- (১) এই আইনের সংঘটিত কোন অপরাধের অভিযোগ গঠনের ১৮০ (একশত আশি) কার্যদিবসের মধ্যে ট্রাইব্যুনাল বিচারকার্য সম্পন্ন করিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর বিধান সত্ত্বেও, উক্ত সময়সীমার মধ্যে বিচারকার্য সম্পন্ন করিতে ব্যর্থতা বিচারকার্যকে বাতিল করিবে না, কিন্তু ট্রাইব্যুনাল উক্ত সময়ের মধ্যে বিচারকার্য সম্পন্ন করিতে সমর্থ না হইবার কারণ ব্যাখ্যা করিয়া ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের প্রতিবেদন প্রেরণ করিবে।

২৫। **রুদ্ধ-কক্ষ বিচার (trial in camera)**।-ন্যায়বিচারের স্বার্থে এবং নারী কিংবা শিশু ভিকটিমের সুরক্ষার প্রয়োজনে ট্রাইব্যুনাল কারণ উল্লেখ করিয়া এই আইনের অধীন কোন অপরাধের বিচারকার্য কেবল মামলার পক্ষগণ এবং তাহাদের নিযুক্ত আইনজীবিগণ বা ট্রাইব্যুনালের অনুমতি সাপেক্ষে অন্যান্য প্রতিনিধিগণের উপস্থিতিতে রুদ্ধ-কক্ষে অনুষ্ঠানের আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

২৬। **দোভাষী নিয়োগ**।- এই আইনের অধীন কোন অপরাধের বিচারের যেকোন পর্যায়ে পাচারের শিকার ব্যক্তি বা অন্য কোন সাক্ষী অনুবাদক বা দোভাষী বা প্রয়োজনে ইশারা ভাষার দোভাষী নিয়োগের অনুরোধ করিতে পারিবে এবং ট্রাইব্যুনাল সেইমর্মে উপযুক্ত আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

২৭। **সম্পত্তি আটক (seizure), অবরুদ্ধকরণ (freeze) ও বাজেয়াপ্তকরণ (confiscation) এবং অতিরাষ্ট্রিক নিষেধাজ্ঞা**।-(১) বিচারকার্যের যে কোন পর্যায়ে, স্বীয় উদ্যেগে বা কোন ব্যক্তির আবেদনক্রমে ট্রাইব্যুনাল এই আইনের অধীন কোন অপরাধ সংঘটনের মাধ্যমে অভিযুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক অর্জিত অস্থাবর বা স্থাবর সম্পত্তি আটক, অবরুদ্ধ বা বাজেয়াপ্ত করিবার নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(২) কোন বাড়ি, জমি বা যানবাহন এই আইনের অধীন কোন অপরাধ সংঘটনে বা সংঘটনের প্রচেষ্টায় ব্যবহৃত হইয়াছে বা হইতেছে বলিয়া যুক্তিসঙ্গতভাবে বিশ্বাস করিবার কারণ থাকিলে ট্রাইব্যুনাল উক্ত বাড়ি, জমি বা যানবাহন আটক রাখিবার আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(৩) এই আইনের অধীন কোন ব্যক্তি দোষী সাব্যস্ত হইলে ট্রাইব্যুনাল উক্ত দোষী ব্যক্তি কর্তৃক উক্ত অপরাধ সংঘটনের ফলে অর্জিত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিতে পারিবে এবং উক্তরূপে বাজেয়াপ্তকৃত সম্পত্তি মানব পাচার প্রতিরোধ তহবিলে জমা হইবে।

(৪) এই আইনের অধীন সংঘটিত কোন অপরাধের বিচারের স্বার্থে ট্রাইব্যুনাল বিদেশে অবস্থিত অপরাধলব্ধ অর্জিত সম্পত্তি এবং উক্ত সম্পত্তির মাধ্যমে পরবর্তীতে অভিযুক্ত ব্যক্তির অর্জিত অন্য কোন সম্পত্তি অবরুদ্ধ (freeze) এবং ক্রোক (attach) করিবার নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে এবং উক্ত নির্দেশ লংঘিত হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তি অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে এবং অন্যূন ২০ (বিশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

(৫) এই ধারার অধীন অবরুদ্ধ বা ক্রোকযোগ্য সম্পত্তি নির্দিষ্টকরণে সরকার এবং বিদেশস্থ সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশ দূতাবাস ট্রাইব্যুনালকে যথাযথ সহযোগিতা করিবে এবং উপ-ধারা (৪) এর অধীন কোন আদেশ জারি হইলে সরকার যেদেশে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি অবস্থিত সেই দেশের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে ট্রাইব্যুনালের উক্ত আদেশের ব্যাপারে অবগত করিবে।

২৮। **ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক ক্ষতিপূরণ প্রদানের আদেশ**।- (১) এই আইনের অধীন সংঘটিত কোন অপরাধের জন্য কোন অভিযুক্ত ব্যক্তি দোষী সাব্যস্ত হইলে ট্রাইব্যুনাল তদকর্তৃক আদেশকৃত অর্থদণ্ডের অতিরিক্ত হিসাবে মানব পাচারের শিকার ব্যক্তিকে যৌক্তিক পরিমাণে ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য তাহাকে আদেশ প্রদান করিতে পারিবে এবং এই ধরনের উক্তরূপ ক্ষতিপূরণ ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক সরাসরি অথবা প্রয়োজনে, the Public Demands Recovery Act, 1913 (Bengal Act No. III of 1913) এর বিধানানুযায়ী আদায়যোগ্য হইবে।

(২) ট্রাইব্যুনাল উপ-ধারা (১) এর অধীন ক্ষতিপূরণের আদেশ না দিয়া কেবল অর্থদণ্ডের আদেশ দিয়া থাকিলে, ট্রাইব্যুনাল উক্ত আদেশকৃত অর্থদণ্ডের অর্থ বা উহার কোন অংশ পাচারের শিকার ব্যক্তি বা ভিকটিমকে প্রদানের আদেশদান করিতে পারিবে।

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন আদেশকৃত ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারণে ট্রাইব্যুনাল স্বীয় বিবেচনা প্রয়োগ করিবে এবং ক্ষতিপূরণের আদেশ প্রদানের সময় ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির শারীরিক ও মানসিক চিকিৎসার ব্যয়, অত্যাবশ্যক যাতায়াত এবং সাময়িক আবাসনের ব্যয়, হারানো আয়, যাতনা, প্রকৃত বা আবেগজনিত ক্ষতি এবং দুর্ভোগের তীব্রতা বিবেচনা করিবে।

২৯। **বিদেশী দলিল, লিখিত তথ্য প্রামাণদি বা উপাদানের গ্রহণযোগ্যতা**।- (১) আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন বিদেশী লিখিত দলিল, আদালতের আদেশ বা রায়, তদন্ত প্রতিবেদন বা সরকারি ঘোষণা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ দ্বারা যথাযথভাবে সরবরাহকৃত এবং স্বাক্ষরিত ও প্রমাণীকৃত হইলে ইহা সাক্ষ্য হিসাবে ট্রাইব্যুনালে গ্রহণযোগ্য হইবে, যদি তাহা বাংলাদেশে অবস্থিত সংশ্লিষ্ট দেশের দূতাবাস অথবা দূতাবাস না থাকিলে, দূতাবাসের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সত্যায়িত হইয়া থাকে।

(২) এই আইনের অধীন বিচার কার্যক্রমে সাক্ষ্য-প্রমাণ হিসাবে গৃহীত হইতে হইলে কোন বাংলাদেশী কর্তৃক বিদেশে প্রস্তুতকৃত আমমোক্তারনামাসহ (power of attorney) যে কোন দলিল পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক এতদ্সংক্রান্ত প্রচলিত বিধি অনুসারে সত্যায়িত এবং প্রমাণীকৃত হইতে হইবে।

(৩) কোন দলিল পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় অথবা বাংলাদেশ দূতাবাস কর্তৃক সত্যায়িত বা প্রমাণীকৃত হইলে সেই দলিলের বিষয়বস্তুর (content) সত্যাসত্যের জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বা উক্ত দূতাবাস দায়ী হইবেনা।

৩০। **ইলেকট্রনিক তথ্য প্রমাণের গ্রহণযোগ্যতা**।– অডিও ভিস্যুয়াল যন্ত্র বা কোন ইলেকট্রনিক যোগাযোগের মাধ্যমে ধারণকৃত সাক্ষ্য প্রমাণ ট্রাইব্যুনালের সন্তুষ্টি সাপেক্ষে সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণযোগ্য (admissible) হইবে।

৩১। **আপিল**।– ট্রাইব্যুনালের কোন আদেশ, রায় বা দণ্ডের বিরুদ্ধে রায় প্রদান অথবা আদেশ বা দণ্ড ঘোষণার ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে আপিল করা যাইবে।

## পঞ্চম অধ্যায়

## মানব পাচারের শিকার ব্যক্তিবর্গ এবং সাক্ষীদিগকে সহায়তা এবং তাহাদের সুরক্ষা ও পুনর্বাসন

৩২। **মানব পাচারের শিকার ব্যক্তিবর্গকে বা ভিকটিমকে চিহ্নিতকরণ এবং উদ্ধার**।– (১) সরকার মানব পাচারের শিকার ব্যক্তিদের চিহ্নিতকরণ, উদ্ধার, প্রত্যাবাসন এবং পুনর্বাসনকল্পে বিধি দ্বারা কর্মপ্রণালী তৈরী করিবে এবং সংশ্লিষ্ট সরকারি ও বেসরকরি সংস্থাসমূহের সহিত অংশীদারিত্বে কাজ করিবে।

(২) মানব পাচারের শিকার ব্যক্তিদের চিহ্নিতকরণ, উদ্ধার, প্রত্যাবাসন এবং পুনর্বাসনের কর্মকাণ্ডসমূহ ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের, বিশেষতঃ নারী ও শিশুদের কল্যাণ ও বিশেষ চাহিদার (special needs) দিকে লক্ষ্য রাখিয়া এবং তাহাদের উপযোগী (victims-friendly) প্রক্রিয়ায় পরিচালনা করিতে হইবে।

৩৩। **ভিকটিম বা মানব পাচারের শিকার ব্যক্তিবর্গের প্রত্যাবাসন (repatriation) এবং প্রত্যাবর্তন (return)**।-(১) কোন বাংলাদেশী নাগরিক অন্য কোন দেশে মানব পাচারের শিকার ব্যক্তি হিসেবে চিহ্নিত হইলে, সরকার সংশ্লিষ্ট দেশের বাংলাদেশ দূতাবাসের এবং প্রয়োজনে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বা প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় উক্ত ব্যক্তিকে বাংলাদেশে ফেরত আনিবার প্রক্রিয়ার সূচনা করিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন বিদেশী রাষ্ট্রে বাংলাদেশ দূতাবাস মানব পাচারের শিকার কোন বাংলাদেশী নাগরিক উক্ত দেশে আটক বা বন্দী অবস্থায় আছেন বলিয়া অবগত হইলে, উক্ত দূতাবাস ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে উদ্ধার করিবার এবং বাংলাদেশে পাঠাইবার প্রক্রিয়ার সূচনা করিবে।

(৩) মানব পাচারের শিকার কোন ব্যক্তি কোন মামলার কারণে কোন বিদেশী রাষ্ট্রে থাকিতে বাধ্য হইলে বাংলাদেশ দূতাবাস উক্ত ব্যক্তিকে আইনি পরামর্শ বা সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(৪) যেই ক্ষেত্রে একজন বিদেশী নাগরিক বাংলাদেশে মানব পাচারের শিকার ব্যক্তি হিসাবে চিহ্নিত হইবেন সেইক্ষেত্রে যথাযথ আইনগত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া উক্ত ব্যক্তির জবানবন্দি গ্রহণ করতঃ সরকার সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের বাংলাদেশস্থ দূতাবাসের সহযোগিতায়, যথোপযুক্ত কূটনৈতিক যোগাযোগের মাধ্যমে, উক্ত ব্যক্তিকে তাহার স্বদেশে ফেরত পাঠাইবার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

৩৪। **ভিকটিম বা মানব পাচারের শিকার ব্যক্তিবর্গ এবং জনসাধারণকে সাধারণভাবে তথ্য সরবরাহ**।-(১) মানব পাচারের শিকার ব্যক্তি সরকার বা পুলিশ বা ক্ষেত্রমত, বেসরকারি সংস্থাসমূহের নিকট হইতে পাচারকারীদের বিরুদ্ধে গৃহীত ব্যবস্থা এবং সংশ্লিষ্ট ফৌজদারী মামলার সর্বশেষ অবস্থা সম্বন্ধে মাসে অন্তত একবার অবগত হইবার অধিকারী হইবে।

(২) তদন্তকারী কর্মকর্তা বা মানব পাচারের শিকার ব্যক্তিকে চিহ্নিত ও উদ্ধারকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান উক্ত ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে ক্ষতিপূরণের অধিকার, আইনি সহায়তার সুযোগ এবং এই আইনের অধীন অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাদি সম্পর্কে তাৎক্ষণিকভাবে অবগত করিবে।

(৩) মানব পাচার অপরাধের শিকার ব্যক্তিদের গোপনীয়তার অধিকারের প্রতি যথোপযুক্ত সম্মান প্রদর্শনপূর্বক উক্ত ব্যক্তিদের চিহ্নিতকরণ, উদ্ধার, স্থানান্তর, প্রত্যাবর্তন, প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত দায়িত্বসমূহ কার্যকরভারে সম্পাদনে সরকারের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট পেশাজীবী, সাংবাদিক বা জনসাধারণকে সরবরাহের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যসমেত একটি ব্যাপক ভিত্তিক তথ্যভাণ্ডার পরিচালনা করিবে।

৩৫। **আশ্রয় কেন্দ্র এবং পুনর্বাসন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা**।-(১) মানব পাচারের শিকার ব্যক্তিদের শারীরিক ও মানসিক চিকিৎসা সেবা, পুনর্বাসন এবং পরিবারের সহিত পুনর্মিলনের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকার সমগ্র দেশে পর্যাপ্ত সংখ্যক আশ্রয় কেন্দ্র এবং পুনর্বাসন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করিবে।

(২) এই আইন বলবৎ হইবার সঙ্গে সঙ্গে এই ধরনের কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করিতে ইচ্ছুক অন্য কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে এবং শর্তাধীনে সরকার হইতে লাইসেন্স বা সাময়িক অনুমোদন লাভ না করিয়া কোন আশ্রয় কেন্দ্র বা পুনর্বাসন কেন্দ্র বা অন্য কোন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করিবেনা ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, ইতোমধ্যে প্রতিষ্ঠিত আশ্রয় বা পুনর্বাসন কেন্দ্রসমূহকে এ্ই আইন বলবৎ হইবার ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে এই ধরনের লাইসেন্স বা অনুমোদন লইতে হইবে।

৩৬। **নিরাপত্তা বিধান (protection), পুনর্বাসন এবং সামাজিক একাঙ্গীভূতকরণ (integration)**।–(১) উদ্ধার হইবার পর, মানব পাচার অপরাধের শিকার ব্যক্তিকে, স্বীয় পরিবারে ফেরত পাঠানো না হইলে কোন সরকারি বা বেসরকারি আশ্রয়কেন্দ্রে বা পুনর্বাসনকেন্দ্রে প্রেরণ করিতে হইবে এবং সেইক্ষেত্রে এতদবিষয়ক যাবতীয় তথ্য তাৎক্ষণিকভাবে সরকার বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট পাঠাইতে হইবে।

(২) আশ্রয় বা পুনর্বাসনকেন্দ্রে অবস্থানরত মানব পাচারের শিকার যে কোন ব্যক্তি বা ভিকটিম সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মতামত প্রদানের এবং টেকসই পুনর্বাসন ও সামাজিক একাঙ্গীভূতকরণ সুবিধাদিসহ শারীরিক চিকিৎসা এবং আইনি ও মানসিক পরামর্শ সেবা পাইবার অধিকারী হইবে।

৩৭। **ফৌজদারী বিচারের ক্ষেত্রে ভিকটিম বা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি এবং সাক্ষীর সুরক্ষা বিধান**।–(১) এই আইনের বিষয়বস্তু লইয়া কর্মরত প্রত্যেক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কোন ভিকটিম বা মানব পাচারের শিকার ব্যক্তি এই আইন বা প্রচলিত অন্য কোন আইনের অধীনে যেন অভিযুক্ত না হন বা শাস্তি না পান তাহা নিশ্চিত করিতে সচেষ্ট থাকিবে।

(২) ট্রাইব্যুনালের অনুমতি ব্যতিরেকে মানব পাচারের শিকার কোন ব্যক্তি বা তাহার পরিবারের কোন সদস্যের নাম, ছবি বা তথ্য বা পরিচয় কেহ প্রচার বা সম্প্রচার করিতে পারিবে না এবং উক্ত বিধান লংঘনকারী ব্যক্তি অনধিক ০৬ (ছয়) মাসের কারাদণ্ডে বা অনধিক ১ (এক) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

(৩) প্রত্যেক মানব পাচারের শিকার ব্যক্তি বা সাক্ষী, তাহার প্রতি হুমকি প্রদর্শিত হইলে অথবা হুমকি বা যে কোন প্রকার ঝুঁকির আশঙ্কা সৃষ্টি হইলে পুলিশী নিরাপত্তা পাইবার এবং সরকার কর্তৃক প্রদেয় অন্যান্য সুরক্ষামূলক ব্যবস্থার অধিকারী হইবে এবং আদালতে এবং অন্যান্য ফৌজদারী প্রতিষ্ঠানে যাতায়াতের সময় বা আশ্রয়কেন্দ্রে বসবাসের সময় মানব পাচারের শিকার ব্যক্তি বা সাক্ষীর নিরাপত্তা বিধান করা সেই সব সরকারি সুরক্ষামূলক ব্যবস্থার অন্তর্ভূক্ত হইবে।

৩৮। **শিশু ভিকটিম এবং শিশু সাক্ষীর অধিকার রক্ষা।**–(১) ভিকটিম এবং সাক্ষীর সুরক্ষা বিধান বিষয়ক এই আইনের বিধানসমূহের সামগ্রীকতাকে ক্ষুন্ন না করিয়া, মানব পাচার অপরাধের শিকার শিশু এবং শিশু সাক্ষী লইয়া কাজ করিবার সময় ট্রাইব্যুনালসহ যে কোন ব্যক্তি শিশুর সর্বোত্তম কল্যাণ এবং অগ্রাধিকারের নীতি প্রয়োগ করিবে এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক দলিলে সন্নিবেশিত নীতিসহ আপাততঃ বলবৎ এতদবিষয়ক যে কোন আইনের বিধানসমূহ অনুসরণ করিবে এবং মানব পাচারের শিকার শিশুদের অপরাধী হিসেবে অভিযুক্ত হওয়া অথবা তাহাদের এবং শিশু সাক্ষীদের কলঙ্কিত হওয়া বা সামাজিকভাবে একঘরে হওয়া এড়াইবার জন্য এই আইনের অধীন কর্মরত সংশ্লিষ্ট সকলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(২) পুলিশ বা সরকার বা এই আইনের বিষয়বস্তু লইয়া কর্মরত কোন ব্যক্তি শিশু-বান্ধব কর্মকর্তার হস্তক্ষেপ বা শিশু-বান্ধব প্রক্রিয়া ব্যতীত অন্য কোনভাবে এই আইনের সহিত দ্বন্দ্বে (Conflict) বা ইহার সংস্পর্শে (Contact) আসা কোন শিশু লইয়া কাজ করিবে না এবং মানব পাচারের শিকার কোন শিশুকে বা ভিকটিম শিশুকে উন্নয়ন কেন্দ্রে (development Centre/remand home) প্রেরণ করা বা আটক রাখা যাইবেনা।

৩৯। **ক্ষতিপূরণ আদায়ে দেওয়ানী মামলা রুজু করিবার অধিকার।**- ফৌজদারী মামলা রুজু করিবার অধিকার অক্ষুন্ন রাখিয়া এবং দায়েরকৃত কোন ফৌজদারী মামলার পাশাপাশি, ভিকটিম বা পাচারের শিকার ব্যক্তি এই আইনের অধীন সংঘটিত অপরাধের ফলে সৃষ্ট তাহার প্রকৃত ক্লেশ (sufferance) বা আইনগত ক্ষতির (legal injury) জন্য বা উক্ত অপরাধের সহিত সম্পৃক্ত কোন চুক্তি লংঘনের জন্য দেওয়ানী আদালতে ক্ষতিপূরণের মামলা দায়ের করিতে পারিবে।

৪০। **মানব পাচারের শিকার ব্যক্তিকে আর্থিক সহায়তা প্রদান।**- মানব পাচারের শিকার কোন ব্যক্তি বা ভিকটিমকে সরকার এই আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত তহবিল হইতে আর্থিক সহায়তা প্রদান করিতে পারিবে, তবে এই ধরনের সহায়তা কোন বেসরকারি সংস্থা হইতে অথবা আইনগত সহায়তা প্রদান আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ৬ নং আইন) অনুসারে আইনগত সহায়তা পাইবার ক্ষেত্রে তাহার কোন সুযোগ বা অধিকারকে খর্ব করিবে না।

## ষষ্ঠ অধ্যায়

## মানব পাচার দমন ও প্রতিরোধে যৌথ বা পারস্পরিক আইনি সহযোগিতা

৪১। **মানব পাচার দমন ও প্রতিরোধে যৌথ বা পারস্পরিক আইনি সহায়তা এবং সহযোগিতা।**–(১) এই আইনের অধীন সংঘটিত অপরাধসমূহের তদন্ত, বিচার এবং বিচারিক কার্যক্রমে যৌথ বা পারস্পরিক আইনি সহায়তার ক্ষেত্র তৈরীর নিমিত্ত সরকার যে সকল দেশে এই আইনের অধীন মানব পাচারের শিকার ব্যক্তিবর্গ, সাক্ষী, অপরাধলব্ধ অর্থ, অপরাধের উপকরণ, সাক্ষ্য-প্রমাণ বা বিবাদী বা অপরাধে সহায়তাকারী ব্যক্তি উপস্থিত থাকে বা থাকিবার সম্ভাবনা থাকে সেই সকল দেশের সহিত সমঝোতা স্মারক বা চুক্তি স্বাক্ষর করিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে, এই উপ-ধারার অধীন সমঝোতা স্মারক বা চুক্তি স্বাক্ষরিত না হওয়া পর্যন্ত এইরূপ যৌথ বা পারস্পরিক আইনি সহায়তা আদান-প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে এই আইনের কোন কিছুই সরকারকে নিবৃত্ত করিবে না।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন স্বাক্ষরিত কোন সমঝোতা স্মারক বা চুক্তির মাধ্যমে সরকার, নিম্নবর্ণিত বিষয়ে যৌথ বা পারস্পরিক আইনি সহায়তার বিধান করিতে পারিবে ঃ

(ক) মানব পাচার অপরাধের তদন্ত, তল্লাশী বা আটক কার্যক্রম পরিচালনা এবং মানব পাচারের শিকার ব্যক্তির আইনগত সহযোগিতা সম্পর্কিত বিষয়;

(খ) শপথের মাধ্যমে সাক্ষীর পরীক্ষা এবং সাক্ষীর বক্তব্য, সরকারি প্রতিবেদন এবং আদালতে দাখিলকৃত সাক্ষ্য-প্রমাণাদি বিনিময়;

(গ) মানব পাচারের শিকার ব্যক্তিদের এবং মানব পাচার অপরাধ সংঘটনকারী বা সংঘটনের দায়ে সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের পারস্পরিক বিনিময়;

(ঘ) অপরাধলব্ধ অর্থ বা সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণ বা জরিমানা বা ক্রোক সংক্রান্ত আদালতের আদেশ কার্যকরণের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় আইনগত, কূটনৈতিক ও প্রশাসনিক সহযোগিতা ;

(ঙ) মানব পাচারের শিকার ব্যক্তিদের টেকসই পুনর্বাসন এবং উক্ত ব্যক্তিদের স্বদেশে সামাজিকভাবে একাঙ্গীভূতকরণ।

## সপ্তম অধ্যায়

## বিবিধ

৪২। **মানব পাচার প্রতিরোধ তহবিল**।–(১) এই আইন বলবৎ হইবার পর সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, "মানব-পাচার প্রতিরোধ তহবিল" নামে একটি তহবিল গঠন করিবে এবং উক্ত তহবিল বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরিচালিত ও ব্যবহৃত হইবে।

(২) মানব পাচার প্রতিরোধ তহবিলে নিম্নবর্ণিত উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ জমা হইবে, যথা ঃ-

(ক) সরকারের মঞ্জুরী বা অনুদান;

(খ) কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান; বা

(গ) কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান; এবং

(ঘ) মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমনের উদ্দেশ্যে প্রাপ্ত অন্য যে কোন উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ।

৪৩। **জাতীয় মানব পাচার দমন সংস্থা**।– এই আইনের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে সরকার বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে জাতীয় মানব পাচার দমন সংস্থা নামে একটি সংস্থা গঠন করিতে পারিবে।

৪৪। **কোম্পানী বা ফার্ম কর্তৃক অপরাধ সংঘটন**।–এই আইনের অধীন কোন অপরাধ সংঘটনকারী ব্যক্তি কোন কোম্পানী বা ফার্ম হইলে, তাহা বাংলাদেশে নিবন্ধিত (incorporated) হউক বা না হউক, যে সকল ব্যক্তি উক্ত অপরাধ সংঘটিত হইবার সময় উক্ত কোম্পানী বা ফার্মের মালিক, পরিচালক, ম্যানেজার, সচিব বা এজেন্টের দায়িত্বে ছিলেন তাহারা উক্ত অপরাধ সংঘটন করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন, যদি না অভিযুক্ত ব্যক্তি প্রমাণ করিতে পারেন যে অপরাধটি তাহার অজ্ঞাতসারে সংঘটিত হইয়াছে এবং তাহা রোধ করিবার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন।

৪৫। **সমতার নীতির প্রয়োগ এবং ক্ষমতার অপব্যবহার রোধে বিধান**।–(১) এই আইন অনুসারে কোন অভিযুক্ত ব্যক্তি, মানব পাচারের শিকার ব্যক্তি বা সাক্ষী লইয়া কাজ করিবার ক্ষেত্রে সমতার নীতি অনুসরণ করিতে হইবে এবং কাহারও সহিত কোন প্রকার বৈষম্য করা যাইবে না।

(২) কোন সরকারি কর্মকর্তা বা কর্মচারীর বিরুদ্ধে এই আইনের অধীন কোন সরকারি ক্ষমতা অপব্যবহারের অথবা তাহার আইনি দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতার অভিযোগ প্রমাণিত হইলে ট্রাইব্যুনালের সুপারিশক্রমে তাহার নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ তাহার বিরুদ্ধে চাকুরী বিধি অনুসারে শৃঙ্খলাভঙ্গ-জনিত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে এবং এই ধরনের কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে ট্রাইব্যুনাল উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদানেরও আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীনে কোন শৃঙ্খলাভঙ্গ-জনিত শাস্তিমূলক ব্যবস্থার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইলে উক্তরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ১ (এক) মাসের মধ্যে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ উক্ত ব্যাপারে ট্রাইব্যুনালে প্রতিবেদন দাখিল করিবে।

৪৬। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা**।– (১) এই আইনের উদ্দেশ্যে পূরণকল্পে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রদত্ত ক্ষমতার সামগ্রিকতাকে ক্ষুন্ন না করিয়া, উক্ত বিধিতে নিম্নবর্ণিত সকল বা যে কোন বিষয়ে বিধান প্রণয়ন করা যাইবে, যথা ঃ-

(১) মানব পাচার তহবিলের উৎস;

(২) তহবিল পরিচালনা;

(৩) তহবিল হইতে অনুদান গ্রহণের পদ্ধতি ও যোগ্যতা (method & criteria)

(৪) অনুদানের অর্থের পরিমাণ ও বিভাজন; এবং

(৫) বিধি দ্বারা নির্ধারিত কোন কাজ।

৪৭। **রহিতকরণ ও হেফাজত**।– (১) Suppression of Immoral Traffic Act,1933 (Act No. VI of 1933) এবং নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৫ ও ৬ এতদ্‌দ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উক্তরূপ রহিতকরণ সত্ত্বেও রহিতকৃত আইনের অধীন বা আলোকে জারীকৃত আদেশ, প্রদানকৃত নির্দেশনা বা কৃত কোন কাজ কর্ম বা দায়েরকৃত মামলা এই আইন প্রবর্তনের তারিখ হইতে এই আইনের আওতায় প্রণীত, জারীকৃত, গৃহীত, কৃত বা দায়েরকৃত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং চলমান থাকিবে।

৪৮। **আইনের ইংরেজিতে অনুদিত পাঠ**।–(১) এই আইন প্রবর্তনের পর সরকার, যথাশীঘ্রসম্ভব, সরাকরি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা এই আইনের বাংলা পাঠের ইংরেজিতে অনুদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিবে।

(২) বাংলা পাঠ এবং ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

**মোঃ মাহ্‌ফুজুর রহমান**
ভারপ্রাপ্ত সচিব।

# বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

**রবিবার , আগস্ট ৪, ২০১৩**


গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২১ জুলাই ২০১৩

**নং ১০(আঃম)(লেঃস)(মুঃপ্রঃ)-আইন-অনুবাদ-২০১৩**-সরকারি কার্যবিধিমালা, ১৯৯৬ এর প্রথম তফসিল (বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং বিভাগের মধ্যে কার্যবন্টন) এর আইটেম ২৯(খ) এর ক্রমিক ৫ এবং মন্ত্রিপরিষদ বিগত ৩-৭-২০০০ইং তারিখের সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের নিমিত্ত The Prevention and Suppression of Human Trafficking Act, 2012 এর ইংরেজী অনুবাদ সর্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করিল।

**মোঃ দেলোয়ার হোসেন**
সহকারী সচিব (চঃদাঃ)

(৬৭৯৫)

# The Prevention and Suppression of Human Trafficking Act, 2012

## (Act No. 3 of 2012)

**[ 20 February, 2012]**

**An Act to make provisions to prevent and suppress human trafficking, to ensure the protection of victims of the offence of human trafficking and their rights, and to ensure safe migration.**

WHEREAS it is necessary to make provisions, to prevent and suppress human trafficking and to ensure the protection of victims of the offence of human trafficking and their rights and to ensure safe migration; and

WHEREAS it is expedient and necessary to make provisions, keeping conformity with the internationl standards, to prevent and suppress the transnational organised crimes relating to human trafficking;

THEREFORE it is hereby enacted as follows:-

## Chapter I

## Preliminary

1. **Short title and commencement. –** (1) This Act may be called the Prevention and Suppression of Human Trafficking Act, 2012.

(2) It shall come into force at once.

2. **Definition. –** In this Act, unless there is anything repugnant in the subject or context-

(1) "protective home" by whatever name called, means an institution exccpt a prison which is established for the reception, shelter and rehabilitation of the victims of human trafficking or of the persons rescued from human trafficking;

(2) " sheltering" or "harbouring" means to harbour, provide with shelter to or assist in any other means, any person in order to sell or traffic that person inside or outside of the country, and shall also include the meanings for which the term 'harbour' has been used in section 52A of the Penal Code, 1860 (Act No. 45 of 1860);

(3) "debt-bondage" means the condition that arises from a pledge by a person of his personal service or labour as security for a debt actually owed or unlawfully claimed to be owed by that person, but the value of the service or labour is not deemed to be paid the debt, or the service or labour is unlimited;

(4) "forced labour or service" means any work or service that is exacted from any person under the threat to loss or damage to life, liberty, right, property or reputation of the person;

(5) "Tribunal" means the Anti-Human Trafficking Offence Tribunal established under this Act, or any other Tribunal assigned or empowered as the Anti-Human Trafficking Offence Tribunal;

(6) "slavery" means the reduction of status and position of any person to a condition in which he is controlled or treated as property by another person and shall also include a condition arising from a debt or a contract made by that person;

(7) "Embassy" means any Mission or Embassy, High Commission, Deputy High Commission, or Assistant High Commission of Bangladesh situated in a foreign country and shall also include the Consulate General and consulate and Visa Offices situated in such countries;

(8) "Prostitution" means the sexual exploitation or abuse of any person for commercial purpose or for consideration in money or kind;

(9) "brothel" means any house, place or structure used for the purpose of prostitution;

(10) "victim of human trafficking" or " victim" means a person against whom the offence of human trafficking has been committed under this Act and shall also include the legal guardians and heirs of the person;

(11) "fraud" means to defraud or induce others, whether willingly or recklessly, by any words or conduct or any written contract or document as to facts or the law and a deception as to the intent of the person deceiving or any other person and shall also include the meaning for which the expression 'fraud' has been used in section 17 of the Contract Act, 1872 (Act No. 9 of 1872);

(12) "coercion" means the use of force or intimidation or psychological pressure and shall also include the threat of doing harm or of physical confinement, torture or any threat or psychological pressure of using the official or legal status of a person against another person;

(13) "person" means a natural person including any company; firm, or association or group of persons, whether incorporated or not;

(14) "child" means a person who has not completed the age of eighteen years;

(15) "exploitation" or "oppression" means, but shall not be limited to, the following actions done against any person with or without his or her consent:

(a) exploitation or oppression of any person through prostitution or sexual exploitation or oppression;

(b) taking benefits from any person engaging the person in the prostitution or production or distribution of pornographic materials;

(c) receiving forced labour or service;

(d) debt-bondage, slavery or servitude, practices similar to slavery, or servitude in household;

(e) exploitation or oppression through fraudulent marriage;

(f) forcibly engaging any person in the amusement trade;

(g) forcibly engaging any person in begging and

(h) maiming any person or the removal of organs for the purpose of trade;

(16) "organized criminal group" means an organization of a group of two or more persons, irrespective of their nationality and where ever they are, which exists for a specific period and the member of it acts together with a view to committing offences under this Act;

(17) "consent" means the consent of a person which is given freely and consciously and is not influenced by his or her weak position arising out of his or her age, sex and socio-economic backwardness;

(18) "public servant/official" means a public servant mentioned in section 21 of the Penal Code, 1860 (Act No. 45 of 1860) or a person appointed in the service of the Republic as defined in article 152 of the constitution of the People's Republic of Bangladesh who is performing or carrying out a legal duty under this Act;

(19) "servitude" means the conditions or the obligations to work or to render services from which the person cannot escape and which he cannot prevent or alter.

3. **Human Trafficking–**(1) "human trafficking" means the selling or buying, recruiting or receiving, deporting or transferring, sending or confining or harbouring either inside or outside of the territory of Bangladesh of any person for the purpose of sexual exploitation or oppression, labour exploitation or any other form of exploitation or oppression by means of-

(a) threat or use force; or

(b) deception, or abuse of his or her socio-economic or environmental or other types of vulnerability; or

(c) giving or receiving money or benefit to procure the consent of a person having control over him or her.

(2) If the victim of trafficking is a child, it shall be immaterial whether any of the means of committing the offence mentioned in clause (a) to (c) of sub-section (1) is used or not.

**Explanation–**For the purposes of this section, if any person induces or assists any other person through deception and for bad intention to move, migrate or emigrate for work or service, either inside or outside of the territory of Bangladesh, though he knows that such other person would be put into exploitative labour conditions similar to practices of servitude or forced labour or into any other form of exploitation or oppression as mentioned in sub-section (15) of section 2, such act of the person shall be included as an act within the meaning of "human trafficking" as defined in sub-section (1).

4. **Act to override and the applicability of the Code of Criminal Procedure, 1898, etc.**–(1) Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, the provisions of this Act shall have effect:

Provided that, the provisions of any other law for the time being in force containing better standard concerning the protection of victims and witnesses shall, subject to not being inconsistent with this Act, be applicable.

(2) In the event of deficiency of any provision in this Act regarding the filing of any case or complaint, investigation and trial of the offences and any other matters relating to trail under this Act, the provisions of the Code of Criminal Procedure, 1898 (Act No. 5 of 1898) and, as the case may be, the Evidence Act, 1872 (Act No. 1 of 1872) shall be applicable.

(3) The provisions of chapter III of the Penal Code, 1860 (Act No 45 of 1860) shall be applicable to determine the responsibilities in respect of the offences and penalties under this Act.

(4) Offences under this Act shall be deemed to be offences of 'extradition' within the meaning defined in section 2(1)(a) of the Extradition Act, 1974 (Act No. 58 of 1974).

(5) This Act shall be complementary to other existing laws concerning emigration and immigration and shall not be used in derogation to the same.

5. Extraterritorial application of this Act.**--**(1) If any offence under this Act is committed by any person against a Bangladesi national outside the territory of Bangladesh or on board in aircraft or ship, the provisions of this Act shall be applicable,

(2) If any person commits any offence under this Act from outside of Bangladesh into the territory of Bangladesh or from inside of Bangladesh to the outside of Bangladesh, the offence and the whole process of its commission shall be deemed to have been committed and taken place in Bangladesh, and the provisions of this Act shall be applicable to the person and the offence.

## Chapter II

### Human trafficking and ancillary offences and penalties

6. **Prohibition of human trafficking and penalty**—(1) If any person commits any act mentioned in section 3, such act shall be deemed to be the offence of human trafficking.

(2) The person committing the offence of human trafficking shall be punished with an imprisonment not exceeding imprisonment for life but not less than 5 (five) years of rigorous imprisonment and with fine not less than taka 50 (fifty) thousand.

7. **Penalty for the organized offence of human trafficking**—Where an offence under this Act is committed by several members of any organized group for their common intention of acquiring financial or other material or immaterial benefit, each member of the group shall be responsible for the offence and the person committed the offence shall be punished with death or an imprisonment for life or a rigorous imprisonment for a term not less than 7 (seven) years and with fine not less than taka 5 (five) lac.

8. **Penalty for instigating, conspiring or attempting to commit an offence**—(1) Where any person by instigating, conspiring or attempting to commit an offence of human trafficking or by knowingly allowing his property to be used in the commission of, or facilitation of committing any such offence, or by receiving, canceling, concealing, removing, destroying, or taking possession of any document engages himself in the offence he shall be punished with rigorous imprisonment for a term not exceeding 7 (seven) years but not less than 3 (three) years and with fine not less than taka 20 (twenty) thousand.

(2) The person who abets in the commission of any offence under this Act shall be punished with the equal punishment provided for the concerned offence.

9. **Penalty for forced or bonded labour or service**—If any person unlawfully forces any other person to work against his will or compels to provide labour or service or holds in debt-bondage or to exact from the person any work or service by using force or other means of pressure of by threat to do such, he shall be deemed to have committed an offence and shall for the offence be punished with rigorous imprisonment for a term not exceeding 12 (twelve) years but not less than 5 (five) years and with fine not less than taka 50 (fifty) thousand.

10. **Penalty for kidnapping, stealing and confining with intent to commit the offence of human trafficking**—(1) If any person kidnaps, conceals or confines any other person with intent to commit the offence of human trafficking or to put that person into a state of sexual or other exploitation or oppression as mentioned in section 2 (15), he shall be deemed to have committed an offence and shall for the offence be punished with rigorous imprisonment for a term not exceeding 10 (ten) years but not less than 5 (five) years and with fine not less than taka 20 (twenty) thousand.

(2) If any person steals or kidnaps a new-born baby from any hospital, nursing home, maternity clinic, child-care centre, or the custody of parents of the new-born baby with intent to commit the offence of human trafficking, he shall be deemed to have committed an offence and shall for the offence be punished with imprisonment for life or with rigorous imprisonment for a term not less than 5 (five) years and with fine not less than taka 50 (fifty) thousand.

11. **Penalty for importing or transferring for prostitution or any other form of sexual exploitation or oppression**—If any person brings any other person into Bangladesh or transfers the person inside the territory of Bangladesh with a view to engaging in prostitution or any other form of sexual exploitation or opppression by means of force of fraud or seduction, he shall be deemed to have committed an offence and shall for the offence be punished with rigorous imprisonment for a term not exceeding 7 (seven) years but not less than 5 (five) years and with fine not less than taka 50 (fifty) thousand.

12. **Penalty for keeping a brothel or allowing any place to be used as a brothel**—(1) If any person keeps or manages or assists or participates actively in the keeping or management of a brothel shall be deemed to have committed an offence and he shall for the offence be punished with rigorous imprisonment for a term not exceeding 5 (five) years but not less than 3 (three) years and with fine not less than taka 20 (twenty) thousand.

(2) Any person, who-

(a) being the tenant. lessee, occupier or person in charge of any place, knowingly permits such place or any part thereof to be used as a brothel, or

(b) being the owner of any house, lessor or owner of any land, or the agent of such owner or lessor lets the house or land, with the knowledge that the house or any part thereof shall be used as a brothel,

shall be deemed to have committed an offence and for the offence be punished with rigorous imprisonment for a term not excceding 5 (five) years but not less than 3 (three) years and with fine not less than taka 20 (twenty) thousand.

13. **Penalty for soliciting for the purpose of prostitution**—If any person in any street or public place or from within any house or building, by words, gestures, or indecent personal exposure attracts the attention of any orther person for the purpose of prostitution he shall be deemed to have committed an offence and shall, for the offence, be punished with rigorous imprisonment for a term not exceeding 3 (three) years or with fine not exceeding taka 20 (twenty) thousand or with both.

14. **Penalty for threatening the victim or witnesses**—If any person threatens, intimidates, or uses force against the victims of trafficking or witnesses of any proceedings or any member of his family and thereby seriously obstructs the investigation or trial of any case initiated under this Act, he shall be deemed to have committed an offence and shall for the offence be punished with rigrous imprisonment for a term not exceeding 7 (seven) years but not less than 3 (three) years and with fine not less than taka 20 (twenty) thousand.

15. **Penalty for filing false case or complaint--**(1) If any person files any false or frivolous case or complaint to harm any other person under this Act or, abuses the legal process or compels any other person to do so, he shall be deemed to have committed an offence and shall for the offence be punished with rigorous imprisonment for a term not exceeding 5 (five) years but not less than 2 (two) years and with fine not less than taka 20 (twenty) thousand.

(2) The Tribunal established under this Act may upon a written complaint or on its own motion, take cognizance of the offence mentioned in sub-section (1) and proceed to try the offence, and, if necessary, by recording the reasons, stay the original case.

16. **Cognizability, Compoundability and Bailability of offences--** The offences under this Act shall be cognizable, non-bailable and non-compoundable.

## Chapter III

## Filing of complaints and investigation

17. **Filing of complaints**-(1) In case of commission of any offence under this Act, any person may file a complaint regarding the offence to the police or to the Tribunal, and the police shall provide with necessary security to such complaint and conceal his identity unless otherwise reqired for the purpose of any legal proceeding.

(2) The Government may, if it thinks fit, appoint one or more Special Prosecutors (Public Prosecutors) to conduct cases before the Tribunal.

(3) If the Tribunal submits any report to the Governement against a Special Prosecutor appointed under sub-section (2) regarding any serious negligence of his duty, the Government shall remove or replace the Public Prosecutor.

18. **Legal presumption as to commission of offence**-Where any victim of trafficking or any material used for the commission of the offence of trafficking is rescued or recovered from the custody or a place under the direct control of any person and if such person reasonably doubts to be or is identified by the victim to be the trafficker, the person may be me presumed, unless the contrary is proved, to have committed the offence of human trafficking under this Act.

19. **Investigation**-(1) Where an offence committed under this Act is reported to the police or upon a reference of Investigation by the Tribunal, a police officer of the concerned police station not below the rank of Sub-Inspector shall conclude the Investigation under this Act.

(2) In the likelihood of commission of any offence under this Act, the police may conduct a proactive inquire before the filing of the first information report regarding the commission of the offence.

(3) Subject to the provisions of section 20, the Investigation under sub-section (1) shall be concluded within 90 (ninety) working days from the date on which the case is filed or the reference from the Tribunal is received.

(4) If the Investigation is not concluded within the time mentioned in sub-section (3), the Investigation officer shall, before at least three days prior to the end of the time limit apply in writing to his controlling officer or, in case of receiving a reference of investigation from the Tribunal, to the Tribunal for an extension of the period, and the controlling officer or the Tribunal, as the case may be, may, upon being satisfied regarding the reasons shown for the failure to conclude the investigation, extend the period of investigation by another 30 (thirty) working days:

Provided that, in case of a transnational investigation, only the Tribunal may extend the period of such investigation and in this case the Tribunal may extend a reasonable period of investigation by its own discretion.

(5) In case of any investigation of a transnational offence under this Act, if it is required to travel a foreign country to examine foreign evidence, the police authority, shall, with approval of the Tribunal, constitute a special investigation team to conclude the investigation within a time fixed by the Tribunal, and shall in so far as possible provide with administrative and financial assistance to the investigation team.

6) with a view to coordinating and monitoring the investigation, rendering of security by and preventive functions and duties of the police under this Act, the Goverment shall, by notification in the official Gazette, establish a central monitoring cell at the police headquarters.

20. **Preventive search and seizure**- (1) With a view to preventing the commission of any offence of human trafficking , a police officer not below the rank of a Sub-Inspector, being directed or authorized by his superior officer, shall have power to conduct preventive search, to enter into any premises and to seize any equipment or proof or document used or likely to be used in the commission of any offence under this Act.

(2) The search under sub-section (1) May be under tken without a warrant if there is a reasonable ground to believe that there are equipments or materials for the commisssion of an offence under this Act with any person or at any place, and that the delay in obtaining a search warrant would lead to the actual commission of such an offence or to the loss of evidence; and before such search, the police officer ready to conduct the search shall ask two or more respectable persons of the locality in which search is to be conducted to remain present during the search and to be witnesses thereto and the search shall be conducted in presence of these witnesses and the police officer shall prepare a list of all articles found in the search and of places in which the search has been conducted and shall obtain signatures of the witnesses thereon.

(3) The search under sub-section (1) shall be conducted in compliance with the provisions provided in section 103 of the Code of Criminal Procedure, 1898 and with due respect being paid to human rights and dignity of the person whose body or property is being searched and, in particular, when the search is conducted against any woman there shall be a female officer or a female probation officer with the search team.

(4) The officer conducting the search shall prepare a report describing reasons and results of the search within 72 (seventy-two) hours of the search concluded and shall send a copy of the same to the concerned magistrate and to the Tribunal having jurisdiction to try the relevant offence through electronic or any other means, which shall be preserved in the custody of the Tribunal and a copy of the report shall also be given to the superior officer of the concerned officer and to the person against whom the search is conducted.

## Chapter IV

## The Anti-Human Trafficking Offence Tribunal and the Trial of Offences

21. **Establishment of Anti-Human Trafficking Offence Tribunals**-(1) For the purpose of speedy trial of offences under this Act, the Goverment may, by notification in the official Gazette, establish an Anti-Human Trafficking Offence Tribunal consisting of a judge ot the rank of a Sessions Judge or Additional Sessions Judge in any district.

(2) Until such tribunals are established in accordance with sub-section (1), the Governement may, assign and empower the Nari O Shishu Nirjaton Daman Tribunal in each district as the Anti-Human Trafficking Offence Tribunal of the district.

(3) The offences under this Act shall be tried only by a Tribunal established under this Act.

(4) The offence may be tried by the Tribunal under whose territorial jurisdiction any offence or any part thereof is committed or the victim of the offence of human trafficking is rescued.

(5) If any offence under this Act is committed outside the territory of Bangladesh by any Bangladeshi citizen or company or by a habitually resident in Bangladesh, the Tribunal, under whose territorial jurisdiction he was a resident or, in case of a company, its registered office was located, may try the offence.

22. **Powers of the Tribunal**-(1) Subject to the provisions of this Act, the Tribunal shall have all the powers of a Court of Sessions, and, for the interest of justice the Tribunal may issue any protective order and direct any person or institution to submit any report, document or register to the Tribunal under the control or disposal of the person or institution.

(2) For the interest of speedy trial of the offences under this Act or for the security of any victim or witness, the Tribunal may, by itself or through any Commission, record the statement of any witness or examine him at any place directly or through any electronic means, and the Tribunal may accept any official statement or report of any public officer or employee as evidence under this Act, exempting him to depose before the Tribunal.

(3) During the period of trial or before the prosecution of an offence under this Act, the Tribunal may, upon an Application by any person or on its own motion refer any victim of human trafficking under the custody of any public or private protective home or under the custody of any competent person or organization including the Social Welfare Department for such time and subject to such conditions as may be determined and, if the victim is a woman or a child, the Tribunal, while passing an order under this sub-section, may consider the opinion of such victim.

(4) A magistrate having necessary jurisdiction may, in any case before framing charge, exercise the power conferred under sub-section (3) with necessary adaptation.

(5) The Tribunal may, upon hearing the prosecution and by recording the reasons, grant bail to a person accused under this Act and, when exercising the discretion to grant bail under this sub-section, the tribunal shall take into consideration, among other things, the gravity of the offence committed, the security and injury of the victim and witness, and the previous record of criminality of the accused.

(6) While granting bail to an accused, the Tribunal may attach to the bail a control order including the instructions of attendance of such bailed person before the police or any officer of the Tribunal on such days as it may determine.

23. **Tribunal's Power to direct further investigation-**The Tribunal may, upon application of any person or of its own motion, direct any further investigation of any case and to submit report within such time as it may determine.

24. **Time-limit to conclude the trial**-(1) The Tribunal shall conclude the trial within 180 (one hundred and eighty) working days from the date on which a charge for an offence under this Act has been framed.

(2) Despite the provision of sub-section (1), the failure to conclude the trial within such time-limit shall not cancel the trial, but the Tribunal shall, within 10 (ten) working days send a report to the High Court Division of the Supreme Court of Bangladesh explaining the reasons for not being able to conclude the trial within the time.

25. **Trail in-camera**-For the interest of justice and to protect the child and woman victim, the Tribunal may, by stating the reasons direct that the trial of an offence under this Act be conducted in-camera with the presence only of the parties to the case and their advocates or other representatives as the Tribunal may permit.

26. **Appointment of interpreters**-The victim of trafficking or any other witness may, at any stage of the trial of an offence under this Act, request for a translator or interpreter including any sign-language interpreter, and the Tribunal may issue an appropriate order to that effect.

27. **Seizure, freeze and confiscation of property and extra-territorial injunction**-(1) The Tribunal may, upon an application by any person or of its own motion, at any stage of the trial pass an order to seize, freeze or confiscate any movable or immovable property which has been acquired by the accused person through the commission of an offence under this Act.

(2) The Tribunal may, pass an order to attach any house, land or vehicle if it has reasons to believe that such house, land or vehicle has been or is being used for committing or attempting any offence under this Act.

(3) If any person is convicted of an offence under this Act, the Tribunal may confiscate the property acquired by the convict through the commission of the offence, and the property so confiscated shall be deposited to the Human Trafficking Prevention Fund.

(4) For the interest of the trial of any offence committed under this Act, the Tribunal may issue an order to freeze and attach the proceeds of crime located in a foreigan country and any property subsequently acquired by the accused person through such property and if the order is violated, the accused shall be punished with rigorous imprisonment for a term not exceeding 5 (five) years and with fine not less than taka 20 (twenty) thousand.

(5) In specifying the property to be frozen or attached under this section, the Government and the concerned Bangladesh Embassy situated abroad shall, duly cooperate the Tribunal, and if any order under sub-section (4) is issued, the Government shall inform the competent authority of the country in which the concerned property is located about the orders of the Tribunal.

28. **Order of compensation by the Tribunal**-(1) Where an accused person is convicted of an offence of committed under this Act, the Tribunal may pass an order to the accused to pay the victim of the offence of human trafficking a reasonable amount of compensation in addition to fine imposed by it, and, any such compensation shall be recovered by the tribunal directly or, if necessary, in accordance with the provisions of the Public Demands Recovery Act, 1913 (Bengal Act No III of 1913).

(2) If the Tribunal only passes an order of fine, without passing the order of compensation under sub-section (1) it may order that whole or any part of the fine so imposed be provided to the victim of trafficking or to the victim.

(3) The amount of compensation passed under sub-section (1) shall be determined at the discretion of the Tribunal, and, while awarding compensation, it shall take into consideration the matters regarding the costs of physical and mental treatment of the affected person, costs of necessary transportation or temporary housing, lost income, sufferance, the actual or emotional injury and the gravity of the distress.

29. **Admissibility of foreign documents, written proofs or materials**-(1) Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, any foreign written document, order or judgement of the court, report of investigation or declaration of government, if duly sent, signed and authenticated by a competent authority, shall be admissible as evidence before the Tribunal upon attestation by the concerned country's Embassy in Bangladesh or, in absence of its Embassy in Bangladesh, by the authority assigned as such Embassy.

(2) Any document including powers of attorney generated abroad by any Bangladeshi shall not be admissible as evidence in a proceeding under this Act unless it is attested and authenticated by the Ministry of Foreign Affairs in accordance with the existing rules relating thereto.

(3) The Ministry of Foreign Affairs or any Bangladesh Embassy shall not be liable for the genuineness of the contents of any document attested and authenticated by it.

30. **Admissibility of electronic proofs**-Any evidence held in audio, visual instruments or through any electronic communication shall, subject to the satisfaction of the Tribunal, be admissible as evidence.

31. **Appeals**-An appeal against any order, judgment or sentence of a Tribunal may be preferred to the High Court Division of the Supreme Court of Bangladesh within 30 (thirty) days from the date of the order passed or the judgment or sentence declared.

## Chapter V

### Assistance, protection and rehabilitaion of the victims of human trafficking and witnesses

32. **Identification and rescue the victims of human trafficking or the victims**-(1) The Government shall make procedures by rules for identification, rescue, repatriation and rehabilitaion of the victims of human trafficking and act by partnership with concerned government and non-government organizations.

(2) The processes of identification, rescue, repatriation and rehabilitation of the affected persons, shall be conducted with special regard being paid to the welfare and special needs of women and children and in a victims-friendly manner.

33. **Repatriation and return of the victims of human trafficking.**- (1) If any Bangladeshi national is identified as a victim of human trafficking in a foreigen country, the Government shall, in cooperation with the concerned Bangladesh Embassy in the country and, if necessary, with the Ministry of Foreign Affaris or the Ministry of Expatriates' Welfare and Overseas Employment, initiate the process to return the person in Bangladesh.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), if any Bangladesh Embassy in a foreign country comes to know that a victim of human trafficking being a citizen of Bangladesh is detained or arrested in the country, the Embassy shall initiate the process to rescue, release and return of the affected person to Bangladesh.

(3) If any victim of human trafficking is compelled to stay in a foreign country for any case, the Bangladesh Embassy shall take measures to provide him with legal counseling or assistance.

(4) When a foreign national has been indentified as a victim of human trafficking in Bangladesh, the Government, in cooperation with the Embassy of the concerned country in Bangladesh shall, after concluding due legal process and recording the statement of the victim, initiate the process to repatriate such person to his home country through proper diplomatic channel.

34. **Providing with information to the victims and to the public generally**-(1) The Victim of human trafficking shall be entitled to be informed by the Government or police or, as the case may be, non-government organizations of the actions taken against the traffickers and of the stages of the concerned criminal case at least once in a month.

(2) The investigating officer or the person or organization identifying and rescuing the victim of human trafficking shall at once inform the affected person of his rights to compensation and legal aid and of other benefits available under this Act.

(3) With due regard being paid to the right of privacy of the victims of the offence of human trafficking, the competent authority of the Government shall in order to effectively carry out the functions of identification, rescue, transfer, return, repatriation and rehabilitation of the victims of human trafficking, maintain a comprehensive data-storage including necessary data to provide with necessary information to the relevant professionals, journalists or to the public.

**35. Establishment of protective homes and rehabilitaion centre**-(1) with a view to facilitating physical and psychological treatment, rehabilitation and family reconciliation of the victims of trafficking, the Goverment shall, establish adequate numbers of protective home and rehabilitation centre throughout the country.

(2) After the commencement of this Act, every person or organization willing to establish any such protective home or rehabilitation centre shall not conduct any activities without obtaining the license or temporary permission from the Government by such manner and under such contitions as may be prescribed by rules:

Provided that any protective home or rehabilitation centre already established, shall obtain such license or permit within 6 (six) months from the commencement of this Act.

36. **Protection, rehabilitation and social integration**-(1) The victim of human trafficking shall, upon being rescued, if not returned, to his own family, be sent to any government or non-government protective home or rehabilitation centre and all information relating thereto shall be sent at once to the Government or to the competent authority.

(2) Every victim of human trafficking residing in a protective home or rehabilitation centre shall be entitled to give consent to the concerned matter and to get medical treatment and legal and psychological counseling service including sustainable rehabilitation and social integration facilites.

37. **Provisions regarding the protection of victims or affected persons and witnesses in criminal trail**-(1) Any person or agency dealing with the subject-matter of this Act shall endeavor to ensure that any victim of the offence of human trafficking is not subjected to conviction or punishment under this Act or any other existing law.

(2) No body shall publish or broadcast the name, photograph or any information or identity of a victim of human trafficking or of any member of his family without the permission of the Tribunal, and who contravenes the provision shall be punished with imprisonment for a term not exceeding 6 (six) months or with fine not exceeding taka 1 (one) lac or with both.

(3) If any victim of human trafficking or witness is threatened or apprehended by any threat or risk of any kind shall be entitled to receive police protection and other protective measures to be provided by the Government, and the security being provided to the victim of the offence of human trafficking or to the witness during travel to the court or other prosecutorial institutions or residing in a protective home shall also be included to those government protective measures.

38. **Protection of the rights of child victims and witnesses**-(1) Without prejudice to the generality of the provisons of this Act regarding the protection of the victims and witnesses, any person including the Tribunal dealing with a child victim or witness shall apply the principle of welfare and the best interest of the child and the principle of priority and follow the provisions of any other law for the time being in force as well as the principles in different international instruments, and take necessary measure to avoid the child victims to be convicted or the stigmatization and social marginalization of the child victim and the child witness.

(2) No child coming in contact or conflict with this Act shall be dealt with by the police or the Government or any other person dealing with the subject matters of this act otherwise than through the intervention of a child-friendly officer and processes, and, no child victim of human trafficking or victim child shall be sent or detained in any development center or in a remand home.

39. **Right to institute civil suit for compensation**-Without prejudice to the right to institute criminal proceedings, and besides any criminal proceeding initiated, the victim or the victim of human trafficking may sue for compensation in any civil court for his actual sufferance or legal injury resulting from the offence committed under this Act or for the breach of any contract concerned to the offence.

40. **Financial assistance to the victim of human trafficking**-Without prejudice to the right or opportunity to receive legal aid from any non-government organization or under the Legal Aid Services Act 2000 (Act No. VI of 2000) the Government may provide financial assistance to the victim of human trafficking or to the victim from the fund established under this act.

## Chapter VI

### Joint or mutual legal assistance to suppress and prevent human trafficking

41. **Joint or mutual legal assistance and cooperation to suppress and prevent human trafficking**-(1) With a view to facilitating joint or mutual legal assistance in investigations, trail and judicial proceedings regarding offences under this Act, the Government shall sign memorandum of understanding or agreements with other States in which the victims, witnesses, proceeds, instrumentalities, evidence or defendants or abettor of offences under this Act are located or are likely to be located:

Provided that, unless the memorandum of understanding and the agreements are signed under this sub-section, nothing of this act shall prevent the Government to take administrative measures for receiving or rendering of such joint or mutual legal assistance.

(2) The Government may by the memorandum of understanding or agreement signed under sub-section (1) provide for joint or mutual legal assistance in the following matters, namely:-

(a) investigation of the offence of human trafficking, conducting of searches and seizures and the matters regarding legal assistance to the victims of human trafficking;

(b) examination of the wintness under oaths, and exchange of the statement of the witness, government report and evidence submitted in the court;

(c) mutual exchange of the victim of human trafficking and the persons committed the offence of human trafficking or the persons sentenceed for committing such offence;

(d) necessary legal, diplomatic and administrative assistance for the purpose of enforcing court orders relating to confiscation of proceeds of crime or property or fines or attachment;

(e) Sustainable rehabilitation of the victims of human trafficking and their social reintegration in home countries.

## Chapter VII
## Miscellaneous

42. **The Human Traffcking Prevention Fund**-(1) After the coming into force of this act, the Government shall, by notification in the official Gazette, establish a fund to be called "The Human Trafficking Prevention Fund" and the fund shall be used and operated in accordance with the manner prescribed by rules.

(2) The money received from the following sources shall be deposited to the Human Trafficking Prevention Fund, namely:-

(a) grants or sanction from the Government;

(b) grants from any local authority; or

(c) grants from any person or institution; and

(d) money received from any other source to prevent and suppress human trafficking.

43. **National Anti-Human Trafficking Authority**-For the purposes of this Act, the Government may, establish a body to be called the National Anti-Human Trafficking Authority in the manner prescribed by rules.

44. **Offences by companies or firms**-Where any offence under this Act is committed by a company or firm, whether incorporated or not in Bangladesh, the persons who were the proprietors, directors, managers, secretaries or agents of the company or firm at the time of the commission of the offence, shall be deemed to have committed the offence, unless the accused may prove that the offence has been committed beyond his knowledge and has tried his best to prevent it.

45. **The application of the principle of equality and the provision to prevent abuse of power**-(1) In dealing with the accused, victims and witnesses under this Act, the principle of equality shall be followed and no body shall be discriminated against.

(2) If any complain against any public officer or employee for abusing public power or failing in discharging his legal duties under this Act is proved, the employing authority shall, at the recommendation of the Tribunal, take disciplinary punitive actions against him in accordance with the service rules and the Tribunal may also pass order against such person for paying adequate compensation.

(3) If any disciplinary punitive action is taken under sub-section (2), the employing authority shall report it to the Tribunal within one month of such action taken.

46. **Power to make rules—**(1) For the purposes of this Act, the Government may, by notification in the official Gazette, make rules.

(2) Without prejudice to the generality of the power conferred under sub-section (1), such rules may provide for all or any of the following matters, namely:-

(1) sources of the Human Trafficking Prevention Fund;

(2) operations of the Fund;

(3) method and criteria for obtaining grant from the Fund;

(4) the amount and divisions of the grants from the fund; and

(5) any other functions prescribed by rules.

47. **Repeal and savings**—(1) The Suppression of Immoral Traffic Act, 1933 (Act No. VI of 1933) and sections 5 and 6 of the Nari O Shishu Nirjaton Daman Ain, 2000 (Act No. VIII of 2000), are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, any order issued direction given or acts done or any case filed under or in pursuance of the repealed acts shall, from the date of the commencement of this Act, be deemed to have been made, issued, taken, done or filed under this Act and shall continue accordingly.

48. **Plublication of an Authentic English Text**—(1) After the commencement of this Act, the Government shall, as soon as possible, by notification in the official Gazette, publish an Authentic English text of this Act.

(2) In case of any conflict between the Bangla Text and the English Text, the Bangla Text shall prcvail.

# বাংলাদেশ গেজেট

**অতিরিক্ত সংখ্যা**

**কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত**

**সোমবার, ফেব্রুয়ারি ২০, ২০১২**


**বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ**

ঢাকা, ২০ ফেব্রুয়ারি, ২০১২/৮ ফাল্গুন, ১৪১৮

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ২০ ফেব্রুয়ারি, ২০১২ (৮ ফাল্গুন, ১৪১৮ তারিখে) রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা  এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে ঃ–

**২০১২ সনের ৫ নং আইন**

**মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ সংক্রান্ত বিদ্যমান আইন ও অধ্যাদেশ রহিতক্রমে এতদ্‌সংক্রান্ত আইন পুনঃপ্রণয়নের উদ্দেশ্যে প্রণীত আইন**

যেহেতু মানিলন্ডারিং ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অপরাধ প্রতিরোধ এবং উহাদের শাস্তির বিধানসহ আনুষঙ্গিক বিষয়াদি সম্পর্কে বিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ সংক্রান্ত বিদ্যমান আইন ও অধ্যাদেশ রহিতক্রমে এতদ্‌সংক্রান্ত আইন পুনঃপ্রণয়ন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্‌দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইলঃ

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন**।– (১) এই আইন মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ নামে অভিহিত হইবে।

২। ইহা ৩ মাঘ, ১৪১৮ বঙ্গাব্দ/১৬ জানুয়ারি, ২০১২ খ্রিস্টাব্দ তারিখ হইতে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

২। **সংজ্ঞা**।- বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে–

(ক) "অর্থ বা সম্পত্তি পাচার" অর্থ–

(১) দেশে বিদ্যমান আইনের ব্যত্যয় ঘটাইয়া দেশের বাহিরে অর্থ বা সম্পত্তি প্রেরণ বা রক্ষণ; বা

(২) দেশের বাহিরে যে অর্থ বা সম্পত্তিতে বাংলাদেশের স্বার্থ রহিয়াছে যাহা বাংলাদেশে আনয়ন যোগ্য ছিল তাহা বাংলাদেশে আনয়ন হইতে বিরত থাকা; বা

(৩) বিদেশ হইতে প্রকৃত পাওনা দেশে আনয়ন না করা বা বিদেশে প্রকৃত দেনার অতিরিক্ত পরিশোধ করা;

(খ) "অর্থ মূল্য স্থানান্তরকারী" অর্থ এমন আর্থিক সেবা যেখানে সেবা প্রদানকারী একস্থানে নগদ  টাকা, চেক, অন্যান্য আর্থিক ইন্স্ট্রুমেন্ট (ইলেকট্রনিক বা অন্যবিধ) গ্রহণ করে এবং অন্য স্থানে সুবিধাভোগীকে নগদ টাকা বা আর্থিক ইন্স্ট্রুমেন্ট বা অন্য কোনভাবে সমপরিমাণ মূল্য প্রদান করে;

(গ) "অপরাধলব্ধ আয়" অর্থ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সম্পৃক্ত অপরাধ হইতে অর্জিত, উদ্ভূত সম্পত্তি বা কারো আয়ত্তাধীন বা নিয়ন্ত্রণাধীন এ ধরনের সম্পত্তি;

(ঘ) "অবরুদ্ধ" অর্থ এই আইনের আওতায় উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোন সম্পত্তি অস্থায়ী ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বা আদালতের নিয়ন্ত্রণে আনয়ন করা যাহা আদালত কর্তৃক বাজেয়াপ্তকরণের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হইবে;

(ঙ) "অলাভজনক সংস্থা/প্রতিষ্ঠান (Non Profit Organisation)" অর্থ কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) এর ধারা ২৮ এর অধীন সনদ প্রাপ্ত কোন প্রতিষ্ঠান;

(চ) "আর্থিক ইন্স্ট্রুমেন্ট" অর্থ সকল কাগুজে বা ইলেকট্রনিক দলিলাদি যাহার আর্থিক মূল্য রহিয়াছে;

(ছ) "আর্থিক প্রতিষ্ঠান" অর্থ আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ২৭ নং আইন) এর ধারা ২(খ) এ সংজ্ঞায়িত আর্থিক প্রতিষ্ঠান;

(জ) "আদালত" অর্থ স্পেশাল জজ এর আদালত;

(ঝ) "ক্রোক" অর্থ এই আইনের আওতায় আদালত কর্তৃক কোন সম্পত্তি অস্থায়ী ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বা আদালতের জিম্মায় আনয়ন করা যাহা আদালত কর্তৃক চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হইবে;

(ঞ) "গ্রাহক" অর্থ বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সময় সময় সংজ্ঞায়িত কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ অথবা সত্তা বা সত্তাসমূহ;

(ট) "ট্রাস্ট ও কোম্পানী সেবা প্রদানকারী" অর্থ কোন ব্যক্তি বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান যাহা অন্য কোন আইনে সংজ্ঞায়িত করা হয় নাই এবং যে বা যাহা কোন তৃতীয় পক্ষকে নিম্নবর্ণিত যে কোন সেবা প্রদান করিয়া থাকেঃ

(১) কোন আইনি সত্তা প্রতিষ্ঠার এজেন্ট হিসাবে দায়িত্ব পালন,

(২) কোন আইনি সত্তার পরিচালক, সচিব হিসাবে দায়িত্ব পালন বা অন্য কাহাকেও নিয়োগ করা বা অংশীদারি ব্যবসায়ে অংশীদার হিসাবে দায়িত্ব পালন অথবা সমপর্যায়ের অন্য কোন দায়িত্ব পালন,

(৩) কোন আইনি সত্তার নিবন্ধিত এজেন্ট হিসাবে দায়িত্ব পালন,

(৪) কোন এক্সপ্রেস ট্রাস্টের ট্রাস্টি হিসাবে দায়িত্ব পালন বা অন্য কাহাকেও নিয়োগ করা,

(৫) নমিনী শেয়ারহোল্ডার বা অন্য কোন ব্যক্তির পরিবর্তে পরিচালক হিসাবে দায়িত্ব পালন বা অন্য কোন ব্যক্তিকে নিয়োগ প্রদান করা;

(ঠ) "তদন্তকারী সংস্থা" অর্থ দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ (২০০৪ সনের ৫নং আইন) এর অধীন গঠিত দুর্নীতি দমন কমিশন; এবং কমিশনের নিকট হইতে তদন্তের উদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কমিশনের কোন কর্মকর্তা বা অন্য আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, অন্য কোন তদন্তকারী সংস্থার কর্মকর্তাও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবেন;

(ড) "নগদ টাকা" অর্থ কোন দেশের যথাযথ মুদ্রা হিসাবে উক্ত দেশ কর্তৃক স্বীকৃত কোন ধাতব মুদ্রা ও কাগজের মুদ্রা এবং ট্রাভেলার্স চেক, পোস্টাল নোট, মানি অর্ডার, চেক, ব্যাংক ড্রাফট, বিয়ারার বন্ড, লেটার অব ক্রেডিট, বিল অব এক্সচেঞ্জ, ক্রেডিট কার্ড, ডেবিট কার্ড বা প্রমিজরি নোটও উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(ঢ) "নিষ্পত্তি" অর্থ ক্ষয়যোগ্য, দ্রুত পচনশীল অথবা নির্দিষ্ট সময়ের পর ব্যবহার অযোগ্য সম্পত্তি বিক্রয় বা অন্য কোন আইনের অধীন ধ্বংস করিবার উপযোগী সম্পত্তি ধ্বংসকরণ বা আইনসম্মতভাবে প্রকাশ্য নিলামের মাধ্যমে হস্তান্তরও অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(ণ) "বাজেয়াপ্ত" অর্থ ধারা ১৭ এর আওতায় কোন আদালতের আদেশের মাধ্যমে কোন সম্পত্তির স্বত্ব স্থায়ীভাবে রাষ্ট্রের অনুকূলে আনয়ন করা;

(ত) "বাংলাদেশ ব্যাংক" অর্থ Bangladesh Bank Order, 1972 (P.O. No. 127 of 1972) এর দ্বারা স্থাপিত Bangladesh Bank;

(থ) "বীমাকারী" অর্থ বীমা আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ১৩ নং আইন) এর ধারা ২(২৫) এ সংজ্ঞায়িত বীমাকারী;

(দ) "বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা (Non Government Organisation)" অর্থ Societies Registration Act, 1860 (Act No. XXI of 1860), Voluntary Social Welfare Agencies (Registration and Control) Ordinance, 1961 (Ordinance No. XLVI of 1961), Foreign Donations (Voluntary Activities) Regulation Ordinance, 1978 (Ordinance No. XLVI of 1978), Foreign Contributions Regulation Ordinance, 1982 (Ordinance No. XXXI of 1982) এবং মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৩২ নং আইন) এর আওতায় অনুমোদিত বা নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠান যাহারা–

(১) স্থানীয় উৎস হইতে তহবিল (ঋণ, অনুদান, আমানত) গ্রহণ করে বা অন্যকে প্রদান করে; এবং/অথবা

(২) যে কোন ধরনের বৈদেশিক সাহায্য বা ঋণ বা অনুদান গ্রহণ করে;

(ধ) "বৈদেশিক মুদ্রা" অর্থ Foreign Exchange Regulation Act, 1947 (Act No. VII of 1947) এর section 2(d) তে সংজ্ঞায়িত foreign exchange;

(ন) "ব্যাংক" অর্থ ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ১৪ নং আইন) এর ধারা ৫(ণ) এ সংজ্ঞায়িত ব্যাংক কোম্পানী এবং অন্য কোন আইন বা আইনের অধীন ব্যাংক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত যে কোন প্রতিষ্ঠানও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(প) "মানি চেঞ্জার" অর্থ Foreign Exchange Regulation Act, 1947 (Act No. VII of 1947) এর section 3 এর অধীন বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেনকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান;

(ফ) "মানিলন্ডারিং" অর্থ–

(অ) নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যে অপরাধের সাথে সম্পৃক্ত সম্পত্তি জ্ঞাতসারে স্থানান্তর বা রূপান্তর বা হস্তান্তর ঃ

(১) অপরাধলব্ধ আয়ের অবৈধ প্রকৃতি, উৎস, অবস্থান, মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ গোপন বা ছদ্মাবৃত্ত করা; অথবা

(২) সম্পৃক্ত অপরাধ সংগঠনে জড়িত কোন ব্যক্তিকে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ হইতে রক্ষার উদ্দেশ্যে সহায়তা করা;

(আ) বৈধ বা অবৈধ উপায়ে অর্জিত অর্থ বা সম্পত্তি নিয়ম বহির্ভূতভাবে বিদেশে পাচার করা;

(ই) জ্ঞাতসারে অপরাধলব্ধ আয়ের অবৈধ উৎস গোপন বা আড়াল করিবার উদ্দেশ্যে উহার হস্তান্তর, বিদেশে প্রেরণ বা বিদেশ হইতে বাংলাদেশে প্রেরণ বা আনয়ন করা;

(ঈ) কোন আর্থিক লেনদেন এইরূপভাবে সম্পন্ন করা বা সম্পন্ন করিবার চেষ্টা করা যাহাতে এই আইনের অধীন উহা রিপোর্ট করিবার প্রয়োজন হইবে না;

(উ) সম্পৃক্ত অপরাধ সংঘটনে প্ররোচিত করা বা সহায়তা করিবার অভিপ্রায়ে কোন বৈধ বা অবৈধ সম্পত্তির রূপান্তর বা স্থানান্তর বা হস্তান্তর করা;

(ঊ) সম্পৃক্ত অপরাধ হইতে অর্জিত জানা সত্ত্বেও এই ধরনের সম্পত্তি গ্রহণ, দখলে নেওয়া বা ভোগ করা;

(ঋ) এইরূপ কোন কার্য করা যাহার দ্বারা অপরাধলব্ধ আয়ের অবৈধ উৎস গোপন বা আড়াল করা হয়;

(এ) উপরে বর্ণিত যে কোন অপরাধ সংঘটনে অংশগ্রহণ, সম্পৃক্ত থাকা, অপরাধ সংঘটনে ষড়যন্ত্র করা, সংঘটনের প্রচেষ্টা অথবা সহায়তা করা, প্ররোচিত করা বা পরামর্শ প্রদান করা;

(ব) "রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা" অর্থ–

(অ) ব্যাংক;

(আ) আর্থিক প্রতিষ্ঠান;

(ই) বীমাকারী;

(ঈ) মানি চেঞ্জার;

(উ) অর্থ অথবা অর্থমূল্য প্রেরণকারী বা স্থানান্তরকারী যে কোন কোম্পানী বা প্রতিষ্ঠান;

(ঊ) বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমতিক্রমে ব্যবসা পরিচালনাকারী অন্য কোন প্রতিষ্ঠান;

(ঋ) (১) স্টক ডিলার ও স্টক ব্রোকার,

(২) পোর্টফোলিও ম্যানেজার ও মার্চেন্ট ব্যাংকার,

(৩) সিকিউরিটি কাস্টডিয়ান,

(৪) সম্পদ ব্যবস্থাপক;

(এ) (১) অলাভজনক সংস্থা/প্রতিষ্ঠান (Non Profit Organisation);

(২) বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা (Non-Government Organisation);

(৩) সমবায় সমিতি;

(ঐ) রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার;

(ও) মূল্যবান ধাতু বা পাথরের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান;

(ঔ) ট্রাস্ট ও কোম্পানী সেবা প্রদানকারী;

(অঅ) আইনজীবী, নোটারী, অন্যান্য আইন পেশাজীবী এবং একাউন্টেন্ট;

(অআ) সরকারের অনুমোদন ক্রমে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক, সময়ে সময়ে, বিজ্ঞপ্তি জারির মাধ্যমে ঘোষিত অন্য কোন প্রতিষ্ঠান;

(ভ) "রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার" অর্থ রিয়েল এস্টেট উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৪৮ নং আইন) এর ধারা ২(১৫) এ সংজ্ঞায়িত যে কোন রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার বা উহার কর্মকর্তা বা কর্মচারী অথবা এজেন্ট যাহারা জমি, বাসা, বাণিজ্যিক ভবন এবং ফ্ল্যাটসহ ইত্যাদির নির্মাণ ও ক্রয়-বিক্রয়ের সহিত জড়িত;

(ম) "সত্তা" অর্থ কোন আইনি প্রতিষ্ঠান, সংবিধিবদ্ধ সংস্থা, বাণিজ্যিক বা অবাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, অংশীদারী কারবার, সমবায় সমিতিসহ এক বা একাধিক ব্যক্তির সমন্বয়ে গঠিত যে কোন সংগঠন;

(য) "সন্দেহজনক লেনদেন" অর্থ এইরূপ লেনদেন–

(১) যাহা স্বাভাবিক লেনদেনের ধরন হইতে ভিন্ন;

(২) যেই লেনদেন সম্পর্কে এইরূপ ধারণা হয় যে,

(ক) ইহা কোন অপরাধ হইতে অর্জিত সম্পদ,

(খ) ইহা কোন সন্ত্রাসী কার্যে, কোন সন্ত্রাসী সংগঠনকে বা কোন সন্ত্রাসীকে অর্থায়ন;

(৩) যাহা এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক, সময়ে সময়ে, জারিকৃত নির্দেশনায় বর্ণিত অন্য কোন লেনদেন বা লেনদেনের প্রচেষ্টা;

(র) "সমবায় সমিতি" অর্থ সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ (২০০১ এর ৪৭নং আইন) এর ধারা ২(২০) এর সংজ্ঞায়িত প্রতিষ্ঠান যাহা আমানত গ্রহণ বা ঋণ প্রদান কাজে নিয়োজিত;

(ল) "সম্পত্তি" অর্থ দেশে বা দেশের বাহিরে অবস্থিত–

(অ) যে কোন প্রকৃতির, দৃশ্যমান, অদৃশ্যমান, স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি; বা

(আ) নগদ টাকা, ইলেকট্রনিক বা ডিজিটালসহ অন্য যে কোন প্রকৃতির দলিল বা ইন্সট্রুমেন্ট যাহা কোন সম্পত্তির মালিকানা স্বত্ব বা মালিকানা স্বত্বে কোন স্বার্থ নির্দেশ করে;

(শ) "সম্পৃক্ত অপরাধ (Predicate offence)" অর্থ নিম্নে উল্লিখিত অপরাধ, যাহা দেশে বা দেশের বাহিরে সংঘটনের মাধ্যমে অর্জিত কোন অর্থ বা সম্পদ লন্ডারিং করা বা করিবার চেষ্টা করা, যথা ঃ–

(১) দুর্নীতি ও ঘুষ

(২) মুদ্রা জালকরণ;

(৩) দলিল দস্তাবেজ জালকরণ;

(৪) চাঁদাবাজি;

(৫) প্রতারণা;

(৬) জালিয়াতি;

(৭) অবৈধ অস্ত্রের ব্যবসা;

(৮) অবৈধ মাদক ও নেশা জাতীয় দ্রব্যের ব্যবসা;

(৯) চোরাই ও অন্যান্য দ্রব্যের অবৈধ ব্যবসা;

(১০) অপহরণ, অবৈধভাবে আটকাইয়া রাখা ও পণবন্দী করা;

(১১) খুন, মারাত্মক শারীরিক ক্ষতি;

(১২) নারী ও শিশু পাচার;

(১৩) চোরাকারবার;

(১৪) দেশি ও বিদেশি মুদ্রা পাচার;

(১৫) চুরি বা ডাকাতি বা দস্যুতা বা জলদস্যুতা বা বিমান দস্যুতা;

(১৬) মানব পাচার;

(১৭) যৌতুক;

(১৮) চোরাচালানী ও শুল্ক সংক্রান্ত অপরাধ;

(১৯) কর সংক্রান্ত অপরাধ;

(২০) মেধাস্বত্ব লঙ্ঘন;

(২১) সন্ত্রাস ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থ যোগান;

(২২) ভেজাল বা স্বত্ব লংঘন করে পণ্য উৎপাদন;

(২৩) পরিবেশগত অপরাধ;

(২৪) যৌন নিপীড়ন (Sexual Exploitation);

(২৫) পুঁজিবাজার সম্পর্কিত মূল্য সংবেদনশীল তথ্য জনসম্মুখে প্রকাশিত হওয়ার পূর্বে তাহার কাজে লাগাইয়া শেয়ার লেনদেনের মাধ্যমে বাজার সুবিধা গ্রহণ ও ব্যক্তিগত বা প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধার লক্ষ্যে বাজার নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করা (Insider Trading & Market Manipulation);

(২৬) সংঘবদ্ধ অপরাধ (Organised Crime) বা সংঘবদ্ধ অপরাধী দলে অংশগ্রহণ;

(২৭) ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে অর্থ আদায়; এবং

(২৮) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সরকারের অনুমোদনক্রমে গেজেট প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে ঘোষিত অন্য যে কোন সম্পৃক্ত অপরাধ;

(ষ) "স্পেশাল জজ" অর্থ Criminal Law (Amendment) Act, 1958 (Act No. XL of 1958) এর section 3 অধীন নিযুক্ত Special Judge;

(স) (১) "স্টক ডিলার ও স্টক ব্রোকার অর্থ সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (স্টক ডিলার, স্টক ব্রোকার ও অনুমোদিত প্রতিনিধি) বিধিমালা, ২০০০ এর যথাক্রমে বিধি ২(ঝ) ও ২ (ঞ) এ সংজ্ঞায়িত প্রতিষ্ঠান;

(২) "পোর্টফোলিও ম্যানেজার ও মার্চেন্ট ব্যাংকার" অর্থ সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (মার্চেন্ট ব্যাংকার ও পোর্টফোলিও ম্যানেজার) বিধিমালা, ১৯৯৬ এর যথাক্রমে বিধি ২ (চ) ও (২) (ঞ) এ সংজ্ঞায়িত প্রতিষ্ঠান;

(৩) "সিকিউরিটি কাস্টডিয়ান" অর্থ সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (সিকিউরিটি কাস্টডিয়াল সেবা) বিধিমালা, ২০০৩ এর বিধি ২ (ঞ) এ সংজ্ঞায়িত প্রতিষ্ঠান;

(৪) "সম্পদ ব্যবস্থাপক" অর্থ সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (মিউচ্যুয়াল ফান্ড) বিধিমালা, ২০০১ এর বিধি ২ (ধ) এ সংজ্ঞায়িত প্রতিষ্ঠান;

(হ) "হাইকোর্ট বিভাগ" অর্থ বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ।

৩। **আইনের প্রাধান্য।**– এই আইনের ধারা ৯ এর বিধান সাপেক্ষে আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন এই আইনের বিধানাবলী কার্যকর থাকিবে।

৪। **মানিলন্ডারিং অপরাধ ও দণ্ড।**– (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, মানিলন্ডারিং একটি অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) কোন ব্যক্তি মানিলন্ডারিং অপরাধ করিলে বা মানিলন্ডারিং অপরাধ সংঘটনের চেষ্টা, সহায়তা বা ষড়যন্ত্র করিলে তিনি অন্যূন ৪ (চার) বৎসর এবং অনধিক ১২ (বার) বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অপরাধের সাথে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির দ্বিগুণ মূল্যের সমপরিমাণ বা ১০ (দশ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত, যাহা অধিক, অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

(৩) আদালত কোন অর্থদণ্ড বা দণ্ডের অতিরিক্ত হিসাবে দণ্ডিত ব্যক্তির সম্পত্তি রাষ্ট্রের অনুকুলে বাজেয়াপ্ত করিবার আদেশ প্রদান করিতে পারিবে যাহা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মানিলন্ডারিং বা কোন সম্পৃত্ত অপরাধের সাথে সম্পৃক্ত বা সংশ্লিষ্ট।

(৪) এই ধারার অধীন কোন সত্তা মানিলন্ডারিং অপরাধ করিলে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির মূল্যের অন্যূন দ্বিগুণ অথবা ২০ (বিশ) লক্ষ টাকা, যাহা অধিক হয়, জরিমানা করা যাইবে এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন বাতিলযোগ্য হইবে।

(৫) সম্পৃক্ত অপরাধে অভিযুক্ত বা দণ্ডিত হওয়া মানিলন্ডারিং এর কারণে অভিযুক্ত বা দণ্ড প্রদানের পূর্বশর্ত হইবে না।

৫। **অবরুদ্ধকরণ বা ক্রোক আদেশ লঙ্ঘনের দণ্ড।**–কোন ব্যক্তি এই আইনের অধীন কোন অবরুদ্ধকরণ বা ক্রোক আদেশ লঙ্ঘন করিলে তিনি অনধিক ৩ (তিন) বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড বা অবরুদ্ধকৃত বা ক্রোক আদেশকৃত সম্পত্তির মূল্যের সমপরিমাণ অর্থ দণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

৬। **তথ্য প্রকাশের দণ্ড।**– (১) কোন ব্যক্তি অসৎ উদ্দেশ্যে তদন্ত সম্পর্কিত কোন তথ্য বা প্রাসংঙ্গিক অন্য কোন তথ্য কোন ব্যক্তি, সংস্থা বা সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশ করিবেন না।

(২) এই আইনের অধীন ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা এজেন্ট কর্তৃক চাকুরীরত বা নিয়োগরত থাকা অবস্থায় কিংবা চাকুরী বা নিয়োগজনিত চুক্তি অবসায়নের পর তৎকর্তৃক সংগৃহীত, প্রাপ্ত, আহরিত, জ্ঞাত কোন তথ্য এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণ ব্যতীত অন কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহার বা প্রকাশ করা হইতে বিরত থাকিবেন।

(৩) কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) ও (২) এর বিধান লঙ্ঘন করিলে তিনি অনধিক ২ (দুই) বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড বা অনূর্ধ্ব ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

৭। **তদন্তে বাধা বা অসহযোগিতা, প্রতিবেদন প্রেরণে ব্যর্থতা বা তথ্য সরবরাহে বাধা দেওয়ার দণ্ড।**- (১) কোন ব্যক্তি এই আইনের অধীন–

(ক) কোন তদন্ত কার্যক্রমে তদন্তকারী কর্মকর্তাকে বাধা প্রদান করিলে বা সহযোগিতা প্রদানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিলে; বা

(খ) যুক্তিসংগত কারণ ব্যতিরেকে যাচিত কোন প্রতিবেদন প্রেরণে বা তথ্য সরবরাহে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিলে; তিনি এই আইনের অধীনে অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন।

(২) কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর অধীন অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইলে তিনি অনধিক ১ (এক) বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড বা অনূর্ধ্ব ২৫ (পঁচিশ) হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

৮। **মিথ্যা তথ্য প্রদানের দণ্ড।**– (১) কোন ব্যক্তি জ্ঞাতসারে অর্থের উৎস বা নিজ পরিচিতি বা হিসাব ধারকের পরিচিতি সম্পর্কে বা কোন হিসাবের সুবিধাভোগী বা নমিনী সম্পর্কে কোনরূপ মিথ্যা তথ্য প্রদান করিবেন না।

(২) কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর বিধান লঙ্ঘন করিলে তিনি অনধিক ৩ (তিন) বৎসর পর্যন্ত কারা দণ্ড বা অনূর্ধ্ব ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

৯। **অপরাধের তদন্ত ও বিচার।**– (১) অন্য আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন এই আইনের অধীন অপরাধসমূহ দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ (২০০৪ সনের ৫নং আইন) এর অধীন তফসিলভুক্ত অপরাধ গণ্যে দুর্নীতি দমন কমিশন বা কমিশন হইতে তদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কমিশনের কোন কর্মকর্তা বা দুর্নীতি দমন কমিশন হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন তদন্তকারী সংস্থার কর্মকর্তা কর্তৃক তদন্তযোগ্য হইবে।

(২) এই আইনের অধীন অপরাধসমূহ Criminal Law (Amendment) Act, 1958 (Act XL of 1958) এর section 3 এর অধীন নিযুক্ত স্পেশাল জজ কর্তৃক বিচার্য হইবে।

(৩) অভিযুক্ত ব্যক্তির সম্পত্তি অনুসন্ধান ও সনাক্তকরণের নিমিত্ত দুর্নীতি দমন কমিশন এই আইনের পাশাপাশি দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ (২০০৪ সনের ৫নং আইন) এ প্রদত্ত ক্ষমতাও প্রয়োগ করিতে পারিবে এবং দুর্নীতি দমন কমিশন হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন তদন্তকারী সংস্থার কর্মকর্তা এই আইনের পাশাপাশি অন্য আইনে প্রদত্ত ক্ষমতাও প্রয়োগ করিতে পারিবে।

১০। **স্পেশাল জজ এর বিশেষ এখতিয়ার।**– (১) স্পেশাল জজ এই আইনের অধীন অপরাধের জন্য নির্ধারিত দণ্ড আরোপ এবং ক্ষেত্রমত, অধিকতর তদন্ত, সম্পত্তি অবরুদ্ধকরণ, ক্রোক, বাজেয়াপ্তকরণ আদেশসহ আবশ্যক অন্য কোন আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

(২) স্পেশাল জজ এই আইনের অধীন দায়েরকৃত কোন মামলায় অধিকতর তদন্তের আদেশ প্রদান করিলে উক্তরূপ আদেশে তদন্তকারী কর্মকর্তাকে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের জন্য একটি সময়সীমা নির্দিষ্ট করিয়া দিবেন, যাহা ৬ (ছয়) মাসের অধিক হইবে না।

১১। **অপরাধের আমলযোগ্যতা, অ-আপোষযোগ্যতা ও অ-জামিনযোগ্যতা।**– এই আইনের অধীনে অপরাধসমূহ আমলযোগ্য (Cognizable), অ-আপোষযোগ্য (Non-compoundable) এবং অ-জামিনযোগ্য (Non-bailable) হইবে।

১২। **দুর্নীতি দমন কমিশনের অনুমোদনের অপরিহার্যতা।**–(১) ফৌজদারি কার্যবিধি বা আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, দুর্নীতি দমন কমিশন অনুমোদন ব্যতিরেকে কোন আদালত এই আইনের অধীন কোন অপরাধ বিচারার্থ আমলে গ্রহণ (cognizance) করিবেন না।

(২) এই আইনের অধীন কোন অপরাধের তদন্ত সমাপ্ত হইবার পর তদন্তকারী কর্মকর্তা আদালতে প্রতিবেদন দাখিল করিবার পূর্বে কমিশনের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করিবেন এবং কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত অনুমোদন পত্রের একটি কপি প্রতিবেদনের সহিত আদালতে দাখিল করিবেন।

১৩। **জামিন সংক্রান্ত বিধান।**– এই আইনের অধীন অভিযুক্ত কোন ব্যক্তিকে জামিনে মুক্তি দেওয়া যাইবে, যদি–

(ক) তাহাকে জামিনে মুক্তি দেওয়ার আবেদনের উপর অভিযোগকারী পক্ষকে শুনানির সুযোগ দেওয়া হয়; এবং

(খ) তাহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগে তিনি দোষী সাব্যস্থ হওয়ার যুক্তিসঙ্গত কারণ রহিয়াছে মর্মে আদালত সন্তুষ্ট না হন; অথবা

(গ) তিনি নারী, শিশু বা শারীরিকভাবে বিকলাঙ্গ এবং তাহাকে জামিনে মুক্তি দেওয়ার কারণে ন্যায় বিচার বিঘ্নিত হইবে না মর্মে আদালত সন্তুষ্ট  হন।

১৪। **সম্পত্তির অবরুদ্ধকরণ (Freezing) বা ক্রোক (Attachment) আদেশ।**– (১) দুর্নীতি দমন কমিশন বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি বা সংস্থার লিখিত আবেদনের ভিত্তিতে আদালত দেশে বা দেশের বাহিরে অবস্থিত মানিলন্ডারিং অপরাধ বা অন্য কোন অপরাধের সহিত সম্পৃক্ত সম্পত্তি অবরুদ্ধকরণ বা ক্রোক আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন দুর্নীতি দমন কমিশন বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি বা সংস্থা কোন সম্পত্তির অবরুদ্ধকরণ বা ক্রোক আদেশের জন্য আদালতে লিখিত আবেদন দাখিলে সময় উহাতে নিম্ন বর্ণিত তথ্যাদি উল্লেখ করিবে, যথাঃ–

(ক) অবরুদ্ধকরণ বা ক্রোক আদেশের নিমিত্ত সম্পত্তির পূর্ণ বিবরণ;

(খ) সম্পত্তিটি মানিলন্ডারিং বা অন্য কোন অপরাধের জন্য ক্রোকযোগ্য এর সপক্ষে যুক্তি ও প্রাথমিক প্রমাণাদি;

(গ) প্রার্থীত আবেদন মোতাবেক আদালত কর্তৃক আদেশ প্রদান করা না হইলে অভিযোগ নিষ্পত্তির পূর্বেই সম্পত্তিটি অন্যত্র হস্তান্তর বা বেহাত হইবার আশংকা।

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন অবরুদ্ধকরণ বা ক্রোক আদেশ প্রদান করা হইলে আদালত সম্পত্তির পূর্ণ বিবরণসহ বিষয়টি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য সরকারি গেজেট এবং অন্যূন ২(দুই) টি বহুল প্রচারিত জাতীয় দৈনিক পত্রিকার [১(এক)টি বাংলা ও ১(এক)টি ইংরেজি] বিজ্ঞপ্তি আকারে প্রচার করিবে।

(৪) এই ধারার অধীন অবরুদ্ধকরণ বা ক্রোক আদেশে অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম, পিতা, মাতার নাম, স্বামী বা স্ত্রীর নাম, জাতীয়তা, পদবী (যদি থাকে), পেশা, ট্যাক্স পরিচিতি নম্বর (TIN), বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা এবং অন্য কোন পরিচিতি, যতদূর সম্ভব, উল্লেখ থাকিবে; তবে, এই সকল তথ্যের সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতির কারণে এই আইনের বিধান কার্যকর করা বাধাগ্রস্ত হইবে না।

(৫) উপ-ধারা (৬) এর বিধান সাপেক্ষে, এই ধারার অধীন ব্যক্তির সম্পত্তি অবরুদ্ধকরণ বা ক্রোকের জন্য আদালত আদেশ প্রদান করিলে আদেশ কার্যকর থাকাকালীন, আদালত কর্তৃক ভিন্নরূপ কোন আদেশ প্রদান করা না হইলে, উক্ত সম্পত্তিকে কোনভাবে দায়যুক্ত করা যাইবে না।

(৬) কোন ব্যক্তির ব্যাংক একাউন্ট অবরুদ্ধকরণ আদেশ কার্যকর থাকা অবস্থায় উক্ত আদেশে ভিন্নরূপ উল্লেখ না থাকিলে, উক্ত ব্যক্তি প্রাপ্য হইয়াছে এইরূপ সমুদয় অর্থ তাহার অবরুদ্ধ ব্যাংক একাউন্টে জমা করা যাইবে।

১৫। **অবরুদ্ধকৃত বা  ক্রোককৃত সম্পত্তি ফেরত প্রদান।**– (১) ধারা ১৪ এর অধীন আদালত কোন সম্পত্তি অবরুদ্ধকরণ বা ক্রোক আদেশ প্রদান করিলে, অভিযুক্ত ব্যক্তি বা সত্তা ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি বা সত্তার উক্ত সম্পত্তিতে কোন স্বার্থ থাকিলে তিনি বা উক্ত সত্তা উহা ফেরত পাইবার জন্য অবরুদ্ধকরণ বা ক্রোক আদেশ প্রচারের তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আদালতে আবেদন করিতে পারিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন ব্যক্তি বা সত্তা আদালতে আবেদন করিলে আবেদনপত্রে নিম্নবর্ণিত তথ্যাদি উল্লেখ করিতে হইবে, যথাঃ–

(ক) মানিলন্ডারিং বা কোন সম্পৃক্ত অপরাধের সহিত উক্ত সম্পত্তির প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোন সংশ্লিষ্টতা নাই;

(খ) আবেদনকারী প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মানিলন্ডারিং বা অন্য কোন সম্পৃক্ত অপরাধের সাথে সম্পৃক্ত নন;

(গ) আবেদনকারী অভিযুক্তের নমিনী নন বা অভিযুক্তের পক্ষে কোন দায়িত্ব পালন করিতেছেন না;

(ঘ) অবরুদ্ধকরণ বা ক্রোককৃত সম্পত্তিতে অভিযুক্ত ব্যক্তি বা সত্তার কোন স্বত্ব, স্বার্থ বা মালিকানা নাই; এবং

(ঙ) অবরুদ্ধকরণ বা ক্রোককৃত সম্পত্তিতে আবেদনকারীর স্বত্ব, স্বার্থ ও মালিকানা রহিয়াছে।

(৩) ধারা ১৪ এর উপ-ধারা (৫) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই ধারার অধীন সম্পত্তি ফেরত পাইবার জন্য আদালত কোন আবেদনপ্রাপ্ত হইলে আবেদনকারী, তদন্তকারী সংস্থা ও অভিযুক্ত ব্যক্তি বা সত্তাকে শুনানীর সুযোগ প্রদান করিবেন এবং শুনানী অন্তে, প্রয়োজনীয় কাগজাদি পর্যালোচনাক্রমে ও রাষ্ট্র কর্তৃক বর্ণিত সম্পত্তিতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মানিলন্ডারিং বা সম্পৃক্ত অপরাধের সাথে সম্পৃক্ততার গ্রহণযোগ্য সন্দেহের কোন কারণ উপস্থাপন না করিলে, উপ-ধারা (১) এর অধীন দাখিলকৃত আবেদনকারীর আবেদন সম্পর্কে আদালত সন্তুষ্ট হইলে অবরুদ্ধকরণ বা ক্রোক আদেশ বাতিলক্রমে সম্পত্তিটি, আদেশে উল্লিখিত নির্ধারিত সময়ের মধ্যে, আবেদনকারীর অনুকূলে হস্তান্তরের আদেশ প্রদান করিবেন।

১৬। **সম্পত্তি অবরুদ্ধকরণ বা ক্রোক আদেশের বিরুদ্ধে আপিল।**–(১) এই আইনের অধীন আদালত কোন সম্পত্তির অবরুদ্ধকরণ বা ক্রোক আদেশ প্রদান করিলে উক্তরূপ আদেশের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি বা সত্তা ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে হাইকোর্ট বিভাগে আপিল করিতে পারিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন আপিল দায়ের করা হইলে আপিল আদালত পক্ষবৃন্দকে, শুনানির জন্য যুক্তিসঙ্গত সময় দিয়া, শুনানি অন্তে যেইরূপ উপযুক্ত মনে করিবে সেইরূপ আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(৩) ধারা ১৪ এর অধীন কোন সম্পত্তির বিষয়ে আদালত কর্তৃক প্রদত্ত অবরুদ্ধকরণ বা ক্রোক আদেশের বিরুদ্ধে কোন সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি বা সত্তা আপিল করিলে এবং আপিল আদালত কর্তৃক ভিন্নরূপ কোন আদেশ প্রদান করা না হইলে আপিল নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত উক্তরূপ অবরুদ্ধকরণ বা ক্রোক আদেশ কার্যকর থাকিবে।

১৭। **সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণ।**– (১) এই আইনের অধীন কোন ব্যক্তি বা সত্তা মানিলন্ডারিং অপরাধে দোষী সাব্যস্থ হইলে আদালত অপরাধের সহিত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সম্পৃক্ত দেশে বা দেশের বাহিরে অবস্থিত যে কোন সম্পত্তি রাষ্ট্রের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করিবার আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন এই আইনের অধীন মানিলন্ডারিং অপরাধের সাথে সংশ্লিষ্ট কোন অনুসন্ধান ও তদন্ত বা বিচার কার্যক্রম চলাকালীন সংশ্লিষ্ট আদালত প্রয়োজনবোধে দেশে বা দেশের বাহিরে অবস্থিত যে কোন সম্পত্তি রাষ্ট্রের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করিবার আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(৩) এই আইনের অধীন মানিলন্ডারিং অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্থ কোন ব্যক্তি পলাতক থাকিলে বা অভিযোগ দাখিলের পর মৃত্যুবরণ করিলে আদালত উক্ত ব্যক্তির অপরাধের সহিত সম্পৃক্ত সম্পত্তিও রাষ্ট্রের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করিবার আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

**ব্যাখ্যা।**– যথাযথ কার্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা সত্ত্বেও গ্রেফতারি পরোয়ানা জারির তারিখ হইতে ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি আদালতে আত্মসমর্পণ করিতে ব্যর্থ হয় বা উক্ত সময়ের মধ্যে তাহাকে গ্রেফতার করা না যায় তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে পলাতক বলিয়া গণ্য হইবেন।

(৪) এই ধারার অধীন আদালত কর্তৃক কোন সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিবার আদেশ প্রদানের পূর্বে কিংবা মামলা বা অভিযোগ দায়ের করিবার পূর্বে যদি কোন ব্যক্তি বা সত্তা সরল বিশ্বাসে এবং উপযুক্ত মূল্য প্রদান সাপেক্ষে বাজেয়াপ্তের জন্য আবেদনকৃত সম্পত্তি ক্রয় করিয়া থাকেন এবং আদালতকে তিনি বা উক্ত সত্তা এই মর্মে সন্তুষ্ট করিতে সক্ষম হন যে, তিনি বা উক্ত সত্তা উক্ত সম্পত্তিটি মানিলন্ডারিং এর সহিত সম্পৃক্ত বালিয়া জ্ঞাত ছিলেন না এবং তিনি বা উক্ত সত্তা সরল বিশ্বাসে সম্পত্তিটি ক্রয় করিয়াছিলেন, তাহা হইলে আদালত উক্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিবার আদেশ প্রদান না করিয়া উহার বিক্রয়লব্ধ অর্থ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে, আদালত কর্তৃক নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে, জমা দেওয়ার জন্য দোষী সাব্যস্থ ব্যক্তি বা সত্তাকে নির্দেশ দিতে পারিবে।

(৫) আদালত যদি মানিলন্ডারিং বা সম্পৃক্ত অপরাধের সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির অবস্থান নির্ধারণ বা বাজেয়াপ্ত করিতে না পারেন বা সম্পত্তি অন্য কোনভাবে ব্যবহারের ফলে অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়, তাহা হইলে–

(ক) অপরাধের সাথে সম্পৃক্ত নয়, অভিযুক্ত ব্যক্তির এমন সমমূল্যের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিবার আদেশ প্রদান করিতে পারিবে;

(খ) অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে যে পরিমাণ সম্পত্তি আদায় করা যাইবে না তাহার সমপরিমাণ আর্থিক দণ্ড প্রদান করিতে পারিবে।

(৬) এই ধারার অধীন কোন সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হইলে বাজেয়াপ্ত আদেশের নোটিশ আদালত কর্তৃক যে ব্যক্তি বা সত্তার নিয়ন্ত্রণে সম্পত্তিটি রহিয়াছে সেই ব্যক্তি বা সত্তার সর্বশেষ জ্ঞাত ঠিকানায় রেজিস্টার্ড ডাকযোগে পাঠাইতে হইবে এবং সম্পত্তির তফসিলসহ সকল বিবরণ উল্লেখক্রমে সরকারি গেজেটে এবং অন্যূন ২ (দুই) টি বহুল প্রচারিত জাতীয় দৈনিক প্রতিকায় [১(এক) টি বাংলা ও ১ (এক) টি ইংরেজী] বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিতে হইবে।

(৭) এই ধারার অধীন আদালত কোন সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিবার আদেশ প্রদান করিলে উক্ত সম্পত্তির মালিকানা রাষ্ট্রের উপর ন্যস্থ হইবে এবং বাজেয়াপ্ত করিবার তারিখে সম্পত্তিটি যাহার জিম্মায় বা মালিকানায় থাকিবে তিনি বা সংশ্লিষ্ট সত্তা যথাশীঘ্র সম্ভব, উক্ত সম্পত্তির দখল রাষ্ট্রের বরাবরে হস্তান্তর করিবেন।

(৮) প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অপরাধ লব্ধ সম্পত্তি যদি বৈধ উপায়ে অর্জিত অর্থ বা সম্পত্তির সহিত সংমিশ্রিত করা হইয়া থাকে তাহা হইলে উক্ত সম্পত্তিতে আদালত কর্তৃক নির্ধারিত অপরাধ লব্ধ অর্থ বা সম্পত্তির মূল্যের উপর অথবা অপরাধ লব্ধ বা সম্পত্তির মূল্য নির্ধারণ করা সম্ভব না হইলে অর্জনের উপায় নির্বিশেষে সংমিশ্রিত সম্পূর্ণ অর্থ বা সম্পত্তি রাষ্ট্রের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত আদেশ প্রদান করা যাইবে।

১৮। **বাজেয়াপ্তকৃত সম্পত্তি ফেরত প্রদান।**– (১) ধারা ১৭ এর অধীন আদালত কোন সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিবার আদেশ প্রদান করিলে উক্ত সম্পত্তিতে দোষী ব্যক্তি বা সত্তা ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি বা সত্তার কোন স্বত্ব, স্বার্থ বা অধিকার থাকিলে তিনি বা উক্ত সত্তা উহা ফেরত পাইবার জন্য বাজেয়াপ্তকরণের বিজ্ঞপ্তি পত্রিকায় সর্বশেষ প্রচারের তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্য আদালতে আবেদন করিতে পারিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন আবেদনপ্রাপ্ত হইলে আদালত মামলা দায়েরকারী, দোষী ব্যক্তি বা সত্তা এবং আবেদনকারীকে, শুনানির জন্য যুক্তিসঙ্গত সময় দিয়া, শুনানি অন্তে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ বিবেচনা করিয়া প্রয়োজনীয় আদেশ প্রদান করিতে পারিবে, যথা ঃ-

(ক) অপরাধ সংঘটনের সহিত আবেদনকারী বা বাজেয়াপ্তকৃত সম্পত্তির বা সম্পত্তির কোন অংশের কোন সংশ্লেষ ছিল কি না;

(খ) বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি অর্জনে আবেদনকারীর বৈধ অধিকার রহিয়াছে কি না;

(গ) অপরাধ সংঘটনের সময়কাল এবং বাজেয়াপ্তকৃত সম্পত্তি আবেদনকারীর মালিকানায় আসিয়াছে এইরূপ দাবিকৃত সময়কাল; এবং

(ঘ) আদালতের নিকট প্রাসঙ্গিক বিবেচিত অন্য যে কোন তথ্য।

১৯। **বাজেয়াপ্তকরণ আদেশের বিরুদ্ধে আপিল।**– (১) এই আইনের অধীন আদালত কোন সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিবার আদেশ প্রদান করিলে উক্তরূপ আদেশের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ পক্ষ ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে হাইকোর্ট বিভাগে আপিল করিতে পারিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন আপিল দায়ের করা হইলে আপিল আদালত উভয় পক্ষকে, শুনানির যুক্তিসঙ্গত সুযোগ প্রদান করিয়া, শুনানি অন্তে যেইরূপ উপযুক্ত মনে করিবে সেইরূপে আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

২০। **বাজেয়াপ্তকৃত সম্পত্তির নিষ্পত্তিকরণ প্রক্রিয়া।**– (১) এই আইনের অধীন কোন সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হইলে সরকার, আদালতের অনুমতি সাপেক্ষে, যেই সম্পত্তি অন্য কোন আইনের অধীন ধ্বংস করিতে হইবে সেই সম্পত্তি ব্যতীত অন্যান্য সম্পত্তি, প্রকাশ্য নিলামে বা বাণিজ্যিকভাবে লাভজনক অন্য কোন আইনসম্মত উপায়ে বিক্রয় বা অন্য কোনভাবে নিষ্পত্তি করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন সম্পত্তি বিক্রয় বা অন্য কোন আইনগত উপায়ে নিষ্পত্তির মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা হইবে।

২১। **অবরুদ্ধকৃত, ক্রোককৃত বা বাজেয়াপ্তকৃত সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ব্যবস্থাপক বা তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগ।**–এই আইনের অধীন কোন সম্পত্তি অবরুদ্ধ ক্রোক বা বাজেয়াপ্ত করা হইলে, সম্পত্তির সম্পূর্ণ বা আংশিক নিয়ন্ত্রণ, ব্যবস্থাপনা, তদারকি বা অন্য কোনভাবে নিষ্পত্তির জন্য, আদালত, স্বীয় বিবেচনায়, যেইরূপ উপযুক্ত মনে করিবে সেইরূপ শর্তে কোন আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে উক্ত সম্পত্তির ব্যবস্থাপক বা তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগ করিতে পারিবে।

২২। **আপিল**।– আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুন না কেন, আদালত কর্তৃক এই আইনের অধীন প্রদত্ত কোন আদেশ, রায়, ডিক্রি বা আরোপিত দণ্ড দ্বারা সংক্ষুব্ধ পক্ষ, উক্তরূপ আদেশ রায়, ডিক্রি বা দণ্ডাদেশ প্রদানের তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে হাইকোর্ট বিভাগে আপীল করিতে পারিবে।

২৩। **মানিলন্ডারিং অপরাধ দমন ও প্রতিরোধে বাংলাদেশ ব্যাংকের ক্ষমতা ও দায়িত্ব**।– (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিম্নরূপ ক্ষমতা ও দায়িত্ব থাকিবে, যথাঃ–

(ক) কোন রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা হইতে প্রাপ্ত নগদ লেনদেন ও সন্দেহজনক লেনদেন সম্পর্কিত তথ্যাদি বিশ্লেষণ বা পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ বা পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে অতিরিক্ত যে কোন তথ্য রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা হইতে সংগ্রহ এবং উহার ডাটা সংরক্ষণ করা এবং ক্ষেত্রমত, সংশ্লিষ্ট আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য উক্ত তথ্যাদি প্রদান করা;

(খ) কোন লেনদেন মানিলন্ডারিং বা কোন সম্পৃক্ত অপরাধ এর সহিত সম্পৃক্ত বলিয়া ধারণা করিবার যুক্তিসংঙ্গত কারণ থাকিলে রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা হইতে উক্তরূপ লেনদেন সম্পর্কিত যে কোন তথ্য বা প্রতিবেদন সংগ্রহ করা;

(গ) কোন অপরাধ সংঘটনের মাধ্যমে কোন অর্থ বা সম্পত্তি কোন হিসাবে জমা হইয়াছে মর্মে সন্দেহ করিবার যুক্তিসংঙ্গত কারণ থাকিলে কোন রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থাকে অনধিক ৩০ (ত্রিশ) দিনের জন্য উক্ত হিসাবের লেনদেন স্থগিত বা অবরুদ্ধ রাখিবার নির্দেশ প্রদান করা ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত হিসাবের লেনদেন সম্পর্কিত সঠিক তথ্য উৎঘাটনের প্রয়োজন দেখা দিলে লেনদেন স্থগিত বা অবরুদ্ধ রাখিবার মেয়াদ অতিরিক্ত ৩০ (ত্রিশ) দিন করিয়া সর্বোচ্চ ৬ (ছয়) মাস বর্ধিত করা যাইবে;

(ঘ) মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ করিবার উদ্দেশ্যে রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থাকে, সময় সময়, প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা;

(ঙ) রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক যাচিত তথ্য বা প্রতিবেদন সঠিকভাবে প্রেরণ করিয়াছে কিনা কিংবা তদ্‌কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা যথাযথভাবে পরিপালন করিয়াছে কিনা তাহা তদারকি করা এবং প্রয়োজনে, রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা সরেজমিন পরিদর্শন করা;

(চ) এই আইনের সুষ্ঠু প্রয়োগ নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থাসহ বাংলাদেশ ব্যাংকের বিবেচনায় যে কোন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাসহ সভা, সেমিনার ইত্যাদির আয়োজন করা;

(ছ) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রয়োজনীয় অন্য যে কোন কার্য সম্পাদন করা।

(২) মানিলন্ডারিং বা সন্দেহজনক লেনদেন তদন্তে তদন্তকারী সংস্থা কোন তথ্য সরবরাহের অনুরোধ করিলে, প্রচলিত আইনের আওতায় বা যদি অন্য কোন কারণে বাধ্যবাধকতা না থাকে, তাহা হইলে বাংলাদেশ ব্যাংক উক্ত তথ্য প্রদান করিবে।

(৩) কোন রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা এই ধারার অধীন কোন যাচিত তথ্য যথাসময়ে সরবরাহ করিতে ব্যর্থ হইলে বাংলাদেশ ব্যাংক উক্ত সংস্থাকে প্রতিদিন ১০ (দশ) হাজার টাকা হিসাবে সর্বোচ্চ ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা করিতে পারিবে এবং কোন সংস্থা ১ (এক) অর্থ বৎসরে ৩ (তিন) বারের অধিক জরিমানার সম্মুখীন হইলে বাংলাদেশ ব্যাংক উক্ত সংস্থা বা সংস্থার কোন শাখা, সার্ভিস সেন্টার, বুথ বা এজেন্টের বাংলাদেশে কার্যক্রম পরিচালনা রহিত করিবার উদ্দেশ্যে নিবন্ধন বা সংস্থার বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত বিষয়টি অবহিত করিবে।

(৪) কোন রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা এই ধারার অধীন যাচিত বিষয়ে কোন ভুল বা মিথ্যা তথ্য বা বিবরণী সরবরাহ করিলে বাংলাদেশ ব্যাংক উক্ত সংস্থাকে অন্যূন ২০ (বিশ) হাজার টাকা ও সর্বোচ্চ ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা করিতে পারিবে এবং কোন সংস্থা ১ (এক) অর্থ বংসরে ৩ (তিন) বারের অধিক জরিমানার সম্মুখীন হইলে বাংলাদেশ ব্যাংক উক্ত সংস্থা বা সংস্থার কোন শাখা, সার্ভিস সেন্টার, বুথ বা এজেন্টের বাংলাদেশে কার্যক্রম পরিচালনা রহিত করিবার উদ্দেশ্যে নিবন্ধন বা লাইসেন্স স্থগিত করিতে পারিবে বা ক্ষেত্রমত, নিবন্ধনকারী বা লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষকে উক্ত সংস্থার বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত বিষয়টি অবহিত করিবে।

(৫) কোন রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক এই আইনের আওতায় জারিকৃত কোন নির্দেশনা পরিপালনে ব্যর্থ হইলে বাংলাদেশ ব্যাংক উক্ত সংস্থাকে প্রতিদিন ১০ (দশ) হাজার টাকা হিসাবে সর্বোচ্চ ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত প্রতিটি অপরিপালনীয় বিষয়ের জন্য জরিমানা করিতে পারিবে এবং কোন সংস্থা ১ (এক) অর্থ বৎসরে ৩ (তিন) বারের অধিক জরিমানার সম্মুখীন হইলে বাংলাদেশ ব্যাংক উক্ত সংস্থা বা সংস্থার কোন শাখা, সার্ভিস সেন্টার, বুথ বা এজেন্টের বাংলাদেশে কার্যক্রম পরিচালনা রহিত করিবার উদ্দেশ্যে নিবন্ধন বা লাইসেন্স স্থগিত করিতে পারিবে বা ক্ষেত্রমত, নিবন্ধনকারী বা লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষকে উক্ত সংস্থার বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহনের নিমিত্ত বিষয়টি অবহিত করিবে।

(৬) কোন রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা উপ-ধারা (১) এর দফা (গ) এর আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্দেশিত কোন অবরুদ্ধ বা স্থগিত আদেশ পরিপালনে ব্যর্থ হইলে বাংলাদেশ ব্যাংক উক্ত রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থাকে অন্যূন উক্ত ব্যাংক হিসাবে স্থিতির সমপরিমাণ জরিমানা করিতে পারিবে যাহা নির্দেশনা জারির তারিখ হিসাবে স্থিতির দ্বিগুণের অধিক হইবে না।

(৭) এই আইনের ধারা ২৩ ও ২৫ অনুযায়ী বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক আরোপিত জরিমানা কোন ব্যক্তি বা সত্তা বা রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা প্রদানে ব্যর্থ হইলে বাংলাদেশ ব্যাংক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা সত্তা বা রির্পোট প্রদানকারী সংস্থার নিজ নামে যে কোন ব্যাংক আদালতে আবেদন করিতে পারিবে এবং আদালত যেইরূপ উপযুক্ত বিবেচনা করিবে সেইরূপ আদেশ প্রদান করিবে।

(৮) উপ-ধারা (৩), (৪), (৫) ও (৬) অনুযায়ী কোন রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থাকে জরিমানা করা হইলে এই জন্য দায়ী উক্ত সংস্থার মালিক, পরিচালক, কর্মকর্তা-কর্মচারী বা চুক্তিভিত্তিক নিয়োজিত ব্যক্তিগণের বিরুদ্ধেও বাংলাদেশ ব্যাংক অন্যূন ১০ (দশ) হাজার টাকা ও সর্বোচ্চ ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা করিতে পারিবে এবং প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে।

২৪। **বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (BFIU) প্রতিষ্ঠা।**– (১) এই আইনের ধারা ২৩ এ বাংলাদেশ ব্যাংকের উপর অর্পিত ক্ষমতা ও দায়িত্ব পরিপালনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (Bangladesh Financial Intelligence Unit বা BFIU) নামে একটি স্বতন্ত্র ইউনিট থাকিবে।

(২) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকারি, আধা-সরকারি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাসমূহ বা অন্য কোন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা তদকর্তৃক সংরক্ষিত বা সংগৃহীত তথ্যাদি বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটকে স্বপ্রণোদিতভাবে বা অনুরোধের সূত্রে সরবরাহ করিবে।

(৩) বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট অন্যান্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থ যোগান সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি প্রয়োজনে স্ব-উদ্যোগে সরবরাহ করিতে পারিবে।

(৪) এই আইনের বিধান অনুযায়ী অন্য কোন দেশের সহিত সম্পাদিত কোন চুক্তি বা ব্যবস্থার অধীন সংশ্লিষ্ট দেশের ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটকে মানিলন্ডারিং বা সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন বা কোন সন্দেহজনক লেনদেন সম্পর্কিত তথ্যাদি সরবরাহ করিবে এবং অন্য কোন দেশের নিকট হইতে অনুরূপ তথ্য চাহিতে পারিবে।

(৫) উপ-ধারা (৪) বর্ণিত চুক্তি বা ব্যবস্থা ছাড়াও বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট ক্ষেত্রমত, স্বপ্রণোদিতভাবে অন্য দেশের ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটকে তথ্য সরবরাহ করিতে পারিবে।

২৫। **মানিলন্ডারিং অপরাধ প্রতিরোধ রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থার দায়-দায়িত্ব।**– (১) মানিলন্ডারিং অপরাধ প্রতিরোধে রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থার নিম্নরূপ দায়-দায়িত্ব থাকিবে, যথাঃ-

(ক) উহার গ্রাহকের হিসাব পরিচালনাকালে গ্রাহকের পরিচিতির সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ তথ্য সংরক্ষণ করা;

(খ) কোন গ্রাহকের হিসাব বন্ধ হইলে বন্ধ হইবার তারিখ হইতে অন্যূন ৫ (পাঁচ) বৎসর পর্যন্ত উক্ত হিসাবের লেনদেন সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণ করা;

(গ) দফা (ক) ও (খ) এর অধীন সংরক্ষিত তথ্যাদি বাংলাদেশ ব্যাংকের চাহিদা মোতাবেক, সময় সময়, সরবরাহ করা;

(ঘ) ধারা ২ (য) এ সংজ্ঞায়িত কোন সন্দেহজনক লেনদেন বা লেনদেনের প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হইলে স্ব-উদ্যোগে অবিলম্বে বাংলাদেশ ব্যাংকে 'সন্দেহজনক লেনদেন রিপোর্ট' করা।

(২) কোন রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা উপ-ধারা (১) এর বিধান লঙ্ঘন করিলে বাংলাদেশ ব্যাংক-

(ক) উক্ত সংস্থাকে অন্যূন ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা এবং সর্বোচ্চ ২৫ (পঁচিশ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা করিতে পারিবে; এবং

(খ) দফা (ক) এর অধীন আরোপিত জরিমানার অতিরিক্ত উক্ত সংস্থা বা সংস্থার কোন শাখা, সার্ভিস সেন্টার, বুথ বা এজেন্টের ব্যবসায়িক কার্যক্রমে অনুমতি বা লাইসেন্স বাতিল করিতে পারিবে বা ক্ষেত্রমত, নিবন্ধনকারী বা লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষকে উক্ত সংস্থার বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্তে বিষয়টি অবহিত করিবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন আরোপিত জরিমানার অর্থ বাংলাদেশ ব্যাংক তৎকর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে আদায় করিবে এবং আদায়কৃত অর্থ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা করিবে।

২৬। **বিদেশী রাষ্ট্রের সহিত চুক্তি**।- (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার দ্বি-পাক্ষিক বা বহু পাক্ষিক চুক্তি, কনভেনশন বা আন্তর্জাতিক আইনে স্বীকৃত অন্য কোনভাবে কোন বিদেশী রাষ্ট্রের সহিত চুক্তি করিতে পারিবে।

(২) এই ধারার অধীন সরকার কোন বিদেশী রাষ্ট্রের সহিত চুক্তিবদ্ধ হইলে মানিলন্ডারিং অপরাধ প্রতিরোধে সরকার–

(ক) উক্ত বিদেশী রাষ্ট্র বা সংস্থার নিকট প্রয়োজনীয় তথ্যাদি চাহিতে পারিবে; এবং

(খ) উক্ত বিদেশী রাষ্ট্র এবং সংস্থা কর্তৃক যাচিত তথ্যাদি, জাতীয় নিরাপত্তার প্রতি হুমকি না হইলে, সরবরাহ করিবে।

(৩) এই অইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইনটেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) বিদেশী ফাইন্যান্সিয়াল ইনটেলিজেন্স ইউনিট অথবা অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থার সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করিতে পারিবে এবং স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারকের আওতায় বিএফআইইউ–

(ক) উক্ত বিদেশী ফাইন্যান্সিয়াল ইনটেলিজেন্স ইউনিট বা সংস্থার নিকট প্রয়োজনীয় তথ্যাদি চাহিতে পারিবে; এবং

(খ) উক্ত বিদেশী ফাইন্যান্সিয়াল ইনটেলিজেন্স ইউনিট এবং সংস্থা কর্তৃক যাচিত তথ্যাদি, জাতীয় নিরাপত্তার প্রতি হুমকি না হইলে সরবরাহ করিবে।

(৪) এই আইনে উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কোন চুক্তির অধীন কোন বিদেশী রাষ্ট্রের আদালতের কোন আদেশ কার্যকর করিবার জন্য বাংলাদেশে অবস্থিত কোন সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিবার বা ফেরত দেওয়ার প্রয়োজন হইলে এটর্নি জেনারেলের অফিসের আবেদনক্রমে আদালত যেইরূপ উপযুক্ত মনে করিবে সেইরূপ আদেশ প্রদান করিতে পারিবে; একইভাবে বাংলাদেশে আদালতের বাজেয়াপ্তকরণ আদেশ বা উক্ত সম্পত্তি ফেরত আনয়নের আদেশ বাস্তবায়নের জন্য চুক্তি বা সমঝোতা স্মারকের অধীনস্থ রাষ্ট্রকে এটর্নি জেনারেলের অফিস অনুরোধ করিতে পারিবে।

(৫) অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে পারস্পরিক আইনগত সহযোগিতার আওতায় কোন বিদেশী রাষ্ট্রের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে প্রাপ্ত দলিলাদি সংশ্লিষ্ট বিচারিক আদালতে সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণীয় হইবে।

২৭। **সত্তা কর্তৃক অপরাধ সংঘটন**।– এই আইনের অধীন কোন অপরাধ কোন সত্তা কর্তৃক সংঘটিত হইয়া থাকিলে উক্তরূপ অপরাধের সহিত প্রত্যক্ষ সংশ্লিষ্টতা রহিয়াছে সত্তার এইরূপ প্রত্যেক মালিক, পরিচালক, ম্যানেজার, সচিব বা অন্য কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী বা প্রতিনিধি উক্ত অপরাধ সংঘটন করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন, যদি না তিনি প্রমাণ করিতে সক্ষম হন যে উক্ত অপরাধ তাহার অজ্ঞাতসারে সংঘটিত হইয়াছে অথবা উক্ত অপরাধ রোধ করিবার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন।

**ব্যাখ্যা**।– এই ধারায় “পরিচালক” বলিতে কোন অংশীদার বা পরিচালনা বোর্ড, যে নামেই অভিহিত হউক, এর সদস্যকেও বুঝাইবে।

২৮। **সরল বিশ্বাসে কৃতকার্য রক্ষণ**।– এই আইনের বা বিধির অধীনে সরল বিশ্বাসে কৃত কোন কাজের ফলে কোন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হইলে বা ক্ষতিগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা থাকিলে, সেইজন্য সরকার বা সরকারের কোন কর্মকর্তা-কর্মচারী বা বাংলাদেশ ব্যাংক বা বাংলাদেশ ব্যাংকের কোন কর্মকর্তা–কর্মচারী বা দুর্নীতি দমন কমিশন বা কমিশনের কোন কর্মকর্তা-কর্মচারী বা কোন রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা বা উহার পরিচালনা পর্ষদ বা উহার কোন কর্মকর্তা-কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোন দেওয়ানি বা ফৌজদারি বা প্রশাসনিক বা অন্য কোন আইনগত কার্যধারা দায়ের করা যাইবে না।

২৯। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।–** সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

৩০। **আইনের ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ।–** (১) এই আইনের প্রবর্তনের পর সরকার, যথাশীঘ্র সম্ভব, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের বাংলা পাঠের ইংরেজিতে অনুদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিবে।

(২) বাংলা পাঠ এবং ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

৩১। **রহিতকরণ ও হেফাজত।–** (১) মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৮ নং আইন) ও মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ অধ্যাদেশ, ২০১২ (২০১২ সনের ২ নং অধ্যাদেশ), অতঃপর উক্ত আইন ও অধ্যাদেশ বলিয়া উল্লিখিত, এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উক্তরূপ রহিত হওয়া সত্ত্বেও উক্ত আইন ও অধ্যাদেশের অধীন গৃহীত কোন কার্যক্রম, দায়েরকৃত কোন মামলা বা গৃহীত কোন কার্যধারা অনিষ্পন্ন থাকিলে উহা এইরূপে নিষ্পন্ন হইবে যেব উহা এই আইনের অধীন দায়েরকৃত বা গৃহীত হইয়াছে।

(৩) উক্তরূপ রহিত হওয়া সত্ত্বেও Foreign Exchange Regulation Act, 1947 (Act No. VII of 1947) এবং উক্ত আইন ও অধ্যাদেশের আওতাধীন কোন অপরাধ সংঘটিত হইলে বা তদন্তাধীন বা বিচারধীন থাকিলে উক্ত অপরাধসমূহ এই আইনের বিধান অনুযায়ী এইরূপে নিষ্পন্ন হইবে যেন উহা এই আইনের অধীন দায়েরকৃত বা গৃহীত হইয়াছে।

**মোঃ মাহ্‌ফুজুর রহমান**
ভারপ্রাপ্ত সচিব।

# বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

**বৃহস্পতিবার, নভেম্বর ২৬, ২০১৫**


**বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ**

ঢাকা, ১২ অগ্রহায়ণ, ১৪২২/২৬ নভেম্বর, ২০১৫

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ১২ অগ্রহায়ণ, ১৪২২ মোতাবেক ২৬ নভেম্বর, ২০১৫ তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতিলাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে:-

**২০১৫ সনের ২৫নং আইন**

**মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন**

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৫নং আইন) এর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়; এবং

সেহেতু এতদ্‌দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:-

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন**।- (১) এই আইন মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ (সংশোধন) আইন, ২০১৫ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **২০১২ সনের ৫নং আইনের ধারা ২ এর সংশোধন**।- মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৫নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ২ এর-

(ক) দফা (ঞ) এর "বাংলাদেশ ব্যাংক" শব্দগুলির পরিবর্তে "বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট" শব্দগুলির প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) দফা (ঠ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (ঠ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :-

"(ঠ) "তদন্তকারী সংস্থা" অর্থ এই আইনের অন্য কোন বিধানে ভিন্নরূপ কোন কিছু না থাকিলে,-

(অ) দফা (শ) এ বর্ণিত 'সম্পৃক্ত অপরাধ' তদন্তের জন্য সংশ্লিষ্ট আইনে ক্ষমতাপ্রাপ্ত তদন্তকারী সংস্থা:

তবে শর্ত থাকে যে, যে সকল সম্পৃক্ত অপরাধ বাংলাদেশ পুলিশ কর্তৃক তদন্তযোগ্য তাহা বাংলাদেশ পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (Criminal investigation department) কর্তৃক তদন্ত করিতে হইবে;

(আ) সরকারের সহিত পরামর্শক্রমে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত উপ-দফা (অ) এ উল্লিখিত এক বা একাধিক তদন্তকারী সংস্থা";

(গ) দফা (ভ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (ভ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:-

"(ভ) "রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার" অর্থ-

(অ) রিয়েল এস্টেট উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৪৮ নং আইন) এর ধারা ২(১৫) এ সংজ্ঞায়িত যে কোন রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার বা উহার কর্মকর্তা বা কর্মচারী; অথবা

(আ) রিয়েল এস্টেট এজেন্ট যাহার জমি, আবাসিক বা বাণিজ্যিক ভবন এবং ফ্ল্যাট ইত্যাদি নির্মাণ ও ক্রয়-বিক্রয়ের সহিত জড়িত;

(ঘ) দফা (শ) এর-

(অ) উপ-দফা (১৬) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-দফা (১৬) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:-

"(১৬) মানব পাচার বা কোন ব্যক্তিকে বৈদেশিক কর্মসংস্থানের মিথ্যা আশ্বাস প্রদান করিয়া কোন অর্থ বা মূল্যবান দ্রব্য গ্রহণ করা বা করিবার চেষ্টা;";

(আ) উপ-দফা (২৮) এর "বাংলাদেশ ব্যাংক" শব্দগুলির পরিবর্তে "বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৩। **২০১২ সনের ৫নং আইনের ধারা ৩ এর সংশোধন**।-উক্ত আইনের ধারা ৩ এর "এই আইনের ধারা ৯ এর বিধান সাপেক্ষে" শব্দগুলি ও সংখ্যা বিলুপ্তি হইবে।

৪। **২০১২ সনের ৫নং আইনের ধারা ৪ এর সংশোধন**।-উক্ত আইনের ধারা ৪ এর-

(ক) উপ-ধারা (২) এর প্রান্তস্থিত " ।" দাঁড়ি চিহ্নটির পরিবর্তে ":" কোলন চিহ্নটি প্রতিস্থাপিত হইবে এবং অতঃপর নিম্নরূপ শর্তাংশ সংযোজিত হইবে, যথা :-

"তবে শর্ত থাকে যে, আদালত কর্তৃক ধার্যকৃত সময়সীমার মধ্যে অর্থদণ্ড পরিশোধে ব্যর্থ হইলে আদালত অপরিশোধিত অর্থদন্ডের পরিমাণ বিবেচনায় অতিরিক্ত কারাদন্ডে দন্ডিত করিবার আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।";

(খ) উপ-ধারা (৪) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (৪) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:-

"(৪) কোন সত্তা এই আইনের অধীন কোন অপরাধ সংঘটন করিলে বা অপরাধ সংঘটনের চেষ্টা, সহায়তা বা ষড়যন্ত্র করিলে ধারা ২৭ এর বিধান সাপেক্ষে, উপ-ধারা (২) এর বিধান অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে এবং অপরাধের সাহিত সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির মূল্যের অন্যূন দ্বিগুণ অথবা ২০ (বিশ) লক্ষ টাকা, যাহা অধিক হয়, অর্থদণ্ড প্রদান করা যাইবে এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন বাতিলযোগ্য হইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত সত্তা আদালত কর্তৃক ধার্যকৃত সময়সীমার মধ্যে অর্থদণ্ড পরিশোধে ব্যর্থ হইলে আদালত অপরিশোধিত অর্থদণ্ডের পরিমাণ বিবেচনা সত্তার মালিক, চেয়ারম্যান বা পরিচালক যে নামেই অভিহিত করা হউক না কেন, তাহার বিরুদ্ধে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিবার আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।"।

৫। **২০১২ সনের ৫নং আইনের ধারা ৯ এর সংশোধন**।-উক্ত আইনের ধারা ৯ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৯ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :-

"৯। **অপরাধের তদন্ত ও বিচার**।-(১) আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের অধীন অপরাধসমূহ ধারা ২(ঠ) তে উল্লিখিত তদন্তকারী সংস্থার কর্মকর্তা বা এতদুদ্দেশ্যে সরকারের সহিত পরামর্শক্রমে, বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট কর্তৃক একাধিক তদন্তকারী সংস্থার কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে গঠিত যৌথ তদন্তকারী দল, তদন্ত করিবে।

(২) আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের অধীন অপরাধসমূহ Criminal Law (Amendment) Act, 1958 (Act XL of 1958) এর section 3 এর অধীন নিযুক্ত স্পেশাল জজ কর্তৃক বিচার্য হইবে।

(৩) অভিযুক্ত ব্যক্তি বা সত্তার সম্পত্তি অনুসন্ধান ও সনাক্তকরণের লক্ষ্যে তদন্ত কর্মকর্তা কর্তৃক এই আইনের পাশাপাশি অন্যান্য আইনে এতদউদ্দেশ্যে প্রদত্ত ক্ষমতাও প্রয়োগ করিতে পরিবে।

(৪) তদন্তকারী সংস্থা এই আইনের অধীন সংঘটিত অপরাধ অনুসন্ধান বা তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনা বিষয়টি বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটকে অবহিত করিবে।”।

৬। **২০১২ সনের ৫নং আইনের ধারা ১০ এর সংশোধন।**-উক্ত আইনের ধারা ১২ এর-

(ক) উপান্তটীকায় উল্লিখিত “দুর্নীতি দমন কমিশনের’ শব্দগুলির পরিবর্তে “কর্তৃপক্ষের” শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) উপ-ধারা (১) এর দ্বিতীয় লাইনে উল্লিখিত “দুর্নীতি দমন কমিশনের” শব্দগুলির পরিবর্তে “সরকার কর্তৃক বিধি দ্বারা নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(গ) উপ-ধারা (২) এর দ্বিতীয় লাইনে উল্লিখিত “কমিশনের” শব্দটির পরিবর্তে “উপ-ধারা (১) এর অধীন নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের” শব্দগুলি এবং অতঃপর উল্লিখিত “কমিশন” শব্দটির পরিবর্তে “কর্তৃপক্ষ” শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৭। **২০১২ সনের ৫নং আইনের ধারা ১৪ এর সংশোধন।**-উক্ত আইনের ধারা ১৪ এর-

(ক) উপ-ধারা (১) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (১) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:-

“(১) তদন্তকারী সংস্থার লিখিত আবেদনের ভিত্তিতে আদালত বাংলাদেশে বা বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থিত মানিলন্ডারিং অপরাধের সহিত সম্পৃক্ত সম্পত্তি বা অপরাধলব্ধ আয় বা সম্পত্তি অবরুদ্ধকরণ বা ক্রোক আদেশ প্রদান করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, মানিলন্ডারিং অপরাধের সহিত সম্পৃক্ত সম্পত্তি, অপরাধলব্ধ আয়, অর্থ বা সম্পত্তি চিহ্নিত করা সম্ভব না হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তি বা সত্তার অন্য অর্থ বা সম্পত্তি হইতে সমমূল্যের অর্থ বা সম্পত্তি অবরুদ্ধ বা ক্রোক করা যাইবে।”;

(খ) উপ-ধারা (২) এর “দুর্নীতি দমন কমিশন বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি বা সংস্থা” শব্দগুলির পরিবর্তে “তদন্তকারী কোন সংস্থা কর্তৃক” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৮। **২০১২ সনের ৫নং আইনের ধারা ২৩ এর সংশোধন।**-উক্ত আইনের ধারা ২৩ এর-

(ক) উপান্তটীকায় উল্লিখিত “বাংলাদেশ ব্যাংকের” শব্দগুলির পরিবর্তে “বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) উপ-ধারা (১) এর-

(অ) “বাংলাদেশ ব্যাংকের” শব্দগুলির পরিবর্তে “বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(আ) দফা (ক) এর “লেনদেন সম্পর্কিত তথ্যাদি” শব্দগুলির পর “ও অন্য কোন মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যাদি” শব্দগুলি, “পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে” শব্দগুলির পর “প্রয়োজনীয়” শব্দটি, “ডাটা” শব্দটির পরিবর্তে “তথ্য-উপাত্ত” শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে এবং “ক্ষেত্রমত, সংশ্লিষ্ট” শব্দগুলি ও কমার পর “তদন্তকারী সংস্থা বা” শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে;

(ই) দফা (খ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (খ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:-

“(খ) অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা হইতে প্রয়োজনীয় তথ্য বা প্রতিবেদন সংগ্রহ করা;”;

(ঈ) দফা (গ) এর “হিসাব জমা হইয়াছে” শব্দগুলির পর “বা কোন হিসাবের অর্থ কোন অপরাধ সংঘটনের ব্যবহৃত হইয়াছে বা হইতে পারে” শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে এবং

শর্তাংশে উল্লিখিত “স্থগিত বা অবরুদ্ধ রাখিবার মেয়াদ অতিরিক্ত ৩০ (ত্রিশ) দিন করিয়া সর্বোচ্চ ৬ (ছয়) মাস বর্ধিত করা যাইবে” শব্দগুলি, সংখ্যাগুলি ও বন্ধনীগুলির পরিবর্তে “স্থগিত বা অবরুদ্ধ রাখিবার জন্য উক্ত রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থাকে ৩০ (ত্রিশ) দিন করিয়া সর্বোচ্চ ৭ (সাত) বার নির্দেশ প্রদান করা যাইবে” শব্দগুলি, সংখ্যাগুলি ও বন্ধনীগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(উ) দফা (ঙ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (ঙ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:-

"(ঙ) প্রয়োজনে রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা সরেজমিন পরিদর্শন করা;";

(ঊ) দফা (চ) এর "বাংলাদেশ ব্যাংকের" শব্দগুলির পরিবর্তে "বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(এ) দফা (ছ) এর "উদ্দেশ্য পূরণকল্পে" শব্দগুলির পর "রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থার কার্যক্রম তদারকিসহ" শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে;

(গ) উপ-ধারা (২), (৩), (৪), (৫), (৬), ও (৮) এর "বাংলাদেশ ব্যাংক" শব্দগুলির পরিবর্তে "বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(ঘ) উপ-ধারা (৭) এ প্রথমবার উল্লিখিত "বাংলাদেশ ব্যাংক" শব্দগুলির পরিবর্তে "বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট" শব্দগুলি এবং দ্বিতীয়বার উল্লিখিত "বাংলাদেশ ব্যাংক" শব্দগুলির পরিবর্তে "বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট বাংলাদেশ ব্যাংক-কে অবহিত করিবে এবং বাংলাদেশ ব্যাংক" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে এবং তৃতীয়বার উল্লিখিত "বাংলাদেশ ব্যাংক" শব্দগুলির পরিবর্তে "বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(ঙ) উপ-ধারা (৭) এর পর নিম্নরূপ নতুন উপ-ধারা (৭ক) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:-

"(৭ক) এই আইনে বর্ণিত অপরাধের অনুসন্ধান ও তদন্তে কোন তদন্তকারী সংস্থা কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের গ্রাহকের হিসাব সংক্রান্ত দলিল ও তথ্যাদি উপযুক্ত আদালতের আদেশক্রমে অথবা বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের মাধ্যমে সংগ্রহ করিতে পারিবে।"।

৯। **২০১২ সনের ৫নং আইনের ধারা ২৪ এর সংশোধন**।-উক্ত আইনের ধারা ২৪ এর-

(ক) উপ-ধারা (১) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (১) প্রতিস্থাপিত হইবে, যাথা:-

"(১) এই আইনের প্রদত্ত ক্ষমতা ও কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (Bangladesh Financial Inteligence Unit) নামে একটি পৃথক কেন্দ্রীয় সংস্থা থাকিবে, যাহার-

(ক) একটি পৃথক সীল মোহর ও লেটার হেড প্যাড থাকিবে;

(খ) একটি স্বতন্ত্র কার্যালয় বাংলাদেশ ব্যাংকে অবস্থিত হইবে;

(গ) কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক প্রয়োজনীয় অফিসস্থান, লোকবল, তহবিল, প্রশাসনিক সুবিধাসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয়াদি সরবরাহ করিবে;

(ঘ) বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর পদমর্যাদার একজন সার্বক্ষণিক প্রধান কর্মকর্তা থাকিবে, যিনি বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর এর নেতৃত্বে গঠিত বাছাই কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী নির্ধারিত শর্তে সরকার কর্তৃক চুক্তিভিত্তিক বা অন্যবিধভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত হইবে;

(ঙ) প্রধান কর্মকর্তা যাবতীয় প্রশাসনিক বিষয়ে গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক- এর পূর্বানুমোদন গ্রহণ করিবেন;

(চ) প্রধান কর্মকর্তা মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা, নীতি প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকারের সহিত পরামর্শক্রমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন;

(ছ) প্রধান কর্মকর্তার চাহিদার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ব্যাংক উহাতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা ও কর্মচারী পদায়ন করিতে পারিবে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী তিনি সরকার বা আইন প্রয়োগকারী সংস্থা হইতে প্রেষণে বা অন্যবিধভাবে কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগের জন্য সরকারকে অনুরোধ করিতে পারিবে; এবং

(জ) প্রধান কর্মকর্তার চাহিদার প্রেক্ষিতে উহাতে চুক্তিভিত্তিক পরামর্শক নিয়োগ করা যাইবে।";

(খ) উপ-ধারা (৩) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (৩) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :-

"(৩) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন সংক্রান্ত তথ্যাদি অনুরোধের প্রেক্ষিতে বা প্রয়োজন মোতাবেক স্ব-উদ্যোগে সরকারি অন্য কোন সংস্থাকে সরবরাহ করিতে পারিবে।"।

১০। **২০১২ সনের ৫নং আইনের ধারা ২৫ এর সংশোধন**।- উক্ত আইনের ধারা ২৫ এর-

(ক) উপ-ধারা (১) এর-

(অ) "দায়-দায়িত্ব" শব্দগুলির পরিবর্তে "দায়-দায়িত্বসহ বিধি দ্বারা নির্ধারিত অন্যান্য দায়-দায়িত্ব" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(আ) দফা (খ) এর "হিসাবের" শব্দটির পূর্বে "হিসাব ও" শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে;

(ই) দফা (গ) এর "বাংলাদেশ ব্যাংকের" শব্দগুলির পরিবর্তে "বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(ঈ) দফা (ঘ) এর "বাংলাদেশ ব্যাংকে" শব্দগুলির পরিবর্তে "বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটে" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) উপ-ধারা (২) এর প্রথম লাইনে উল্লিখিত "বাংলাদেশ ব্যাংক" শব্দগুলির পরিবর্তে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট বা রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থার নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(গ) উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত "বাংলাদেশ ব্যাংক তৎকর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে আদায় করিবে এবং আদায়কৃত অর্থ' শব্দগুলি বিলুপ্ত হইবে;

(ঘ) উপ-ধারা (৩) এর পর নিম্নরূপ নতুন উপ-ধারা (৪), (৫) ও (৬) সংযোজিত হইবে, যথা :-

(৪) রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থার নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ তাহাদের বিদ্যমান তদারকি কার্যক্রমের অংশ হিসেবে উপ-ধারা (১) ও বিধি দ্বারা নির্ধারিত দায়-দায়িত্ব পরিপালন নিশ্চিত করিবে এবং উপ-ধারা (১) ও বিধি দ্বারা নির্ধারিত দায়-দায়িত্ব পরিপালনে রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থার ব্যর্থতার দায় নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের উপরও বর্তাইবে।

(৫) কোন রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা উপ-ধারা (১) এর বিধানসহ বিধি দ্বারা নির্ধারিত কোন বিধান লঙ্ঘন করিলে নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ উপ-ধারা (২) মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে এবং এইরূপে গৃহীত ব্যবস্থা বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটকে অবিলম্বে অবহিত করিতে হইবে।

(৬) রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থার নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ তাহাদের তদারকি কার্যক্রম বা অন্য কোনভাবে এই আইনের অধীন সংঘটিত কোন অপরাধ সম্পর্কে অবহিত হইলে বা চিহ্নিত করিলে অবিলম্বে তাহা বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটকে অবহিত করিবে।"।

১১। **২০১২ সনের ৫নং আইনের ধারা ২৮ এর সংশোধন**।-উক্ত আইনের ধারা ২৮ এর "বাংলাদেশ ব্যাংক বা বাংলাদেশ ব্যাংকের" শব্দগুলির পরিবর্তে "বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট বা ইহার" শব্দগুলি এবং "দুর্নীতি দমন কমিশন বা কমিশনের" শব্দগুলির পরিবর্তে "তদন্তকারী সংস্থা বা ইহার" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

১২। **রহিতকরণ ও হেফাজত**।- (১) মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০১৫ (অধ্যাদেশ নং ২, ২০১৫) এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন রহিতকরণ সত্ত্বেও, উক্ত অধ্যাদেশের অধীন কৃত কাজকর্ম বা গৃহীত ব্যবস্থা এই আইনের অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

**মোঃ আশরাফুল মকবুল**
সিনিয়র সচিব

# অধ্যায় ০২

## প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান

## বিধি ও প্রবিধান


| | | |
|---|---|---|
| ২.১ | বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী (রিক্রুটিং এজেন্ট শ্রেণিবিভাগ) বিধিমালা, ২০২০ | ১০১ |
| ২.২ | বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী (রিক্রুটিং এজেন্ট লাইসেন্স ও আচরণ) বিধিমালা, ২০১৯ | ১০৮ |
| ২.৩ | বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১৭ | ১১৯ |
| ২.৪ | প্রবাসী কর্মীদের কল্যাণার্থে "ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ তহবিল" গঠন ও তদসংক্রান্ত বিধিমালা (১৯৯০ সালে প্রণীত) | ১২৮ |
| ২.৫ | "ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ তহবিল" গঠন ও তদসংক্রান্ত বিধিমালার সংশোধন (দূতাবাসের কল্যাণ তহবিল শ্রম উইং হতে পরিচালনা) প্রজ্ঞাপন | ১৩১ |
| ২.৬ | "ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ তহবিল" গঠন ও তদসংক্রান্ত বিধিমালার সংশোধন (প্রবাসী বাংলাদেশী কর্মীদের কল্যাণার্থে হোস্টেল কাম ব্রিফিং সেন্টার স্থাপন) প্রজ্ঞাপন | ১৩২ |
| ২.৭ | ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ তহবিল (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) নিয়োগ ও চাকুরী বিধি প্রবিধানমালা, ২০০৪ | ১৩৪ |
| ২.৮ | ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ তহবিল (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) নিয়োগ ও চাকুরী বিধি প্রবিধানমালা, ২০০৪ (সংশোধিত ২০১০) | ১৫২ |

# বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

**বৃহস্পতিবার, মার্চ ৫, ২০২০**


গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

**প্রজ্ঞাপন**

তারিখ : ১৩ ফাল্গুন ১৪২৬ বঙ্গাব্দ/ ২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ।

**এস. আর. ও. নং- ৬১-আইন/২০২০**।- বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৪৮ নং আইন) এর ধারা ৪৭, ধারা ১৬ এর সহিত পঠিতব্য, এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা:-

১। **শিরোনাম**।- এই বিধিমালা বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী (রিক্রুটিং এজেন্ট শ্রেণিবিভাগ) বিধিমালা, ২০২০ নামে অভিহিত হইবে।

২। **সংজ্ঞা**।- (১) বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি না থাকিলে, এই বিধিমালায়,-

(ক) "আইন" অর্থ বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৪৮ নং আইন);

(খ) "আধা-দক্ষ কর্মী" অর্থ যিনি কর্মসংস্থানের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ গ্রহণ করিয়া অপরের নিদের্শনায় বা ক্ষেত্রমত, নির্দেশনা ব্যতীত যৌথভাবে কার্য সম্পাদনে সক্ষম;

(গ) "কমিটি" অর্থ বিধি ৩ এর অধীন গঠিত রিক্রুটিং এজেন্ট শ্রেণিবিভাগ মূল্যায়ন কমিটি;

(ঘ) "গ্রেডভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ" অর্থ বিধি ৫ এ উল্লিখিত রিক্রুটিং এজেন্টের গ্রেডভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ;

(ঙ) "তফসিল" অর্থ এই বিধিমালার কোনো তফসিল;

(চ) "দক্ষ কর্মী" অর্থ এইরূপ কোনো কর্মী যিনি কর্মসংস্থানের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ গ্রহণ করিয়া অন্য কোনো ব্যক্তির নির্দেশনা ব্যতীত এককভাবে কার্য সম্পাদনে সক্ষম;

(ছ) "ব্যুরো" অর্থ জনশক্তি কর্মস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো;

(জ) "মন্ত্রণালয়" অর্থ প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণায়।

(২) এই বিধিমালায় ব্যবহৃত যে সকল শব্দ বা অভিব্যক্তির সংজ্ঞা প্রদান করা হয় নাই, সেই সকল শব্দ বা অভিব্যক্তি আইন বা তদধীন প্রণীত কোনো বিধিমালায় যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে ব্যবহৃত হইবে।

৩। **কমিটি গঠন, ইত্যাদি**।- (১) নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে রিক্রুটিং এজেন্ট শ্রেণিবিভাগ মূল্যায়ন কমিটি গঠিত হইবে, যথা :-

(ক) প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উক্ত মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মচারী, যিনি ইহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উহার যুগ্মসচিব পদমর্যাদার একজন কর্মচারী;

(গ) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উহার মহাপরিচালক পদমর্যাদার একজন কর্মচারী;

(ঘ) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগ কর্তৃক মনোনীত উহার উপসচিব পদমর্যাদার একজন কর্মচারী;

(ঙ) জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো কর্তৃক মনোনীত উহার পরিচালক পদমর্যাদার একজন কর্মচারী;

(চ) ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড কর্তৃক মনোনীত উহার পরিচালক পদমর্যাদার একজন কর্মচারী;

(ছ) মহাব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ ওভারসিজ এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড সার্ভিসেস লিমিটেড;

(জ) বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্টারন্যাশনাল রিক্রুটিং এজেন্সি কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি;

(ঝ) প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উক্ত মন্ত্রণালয়ের উপসচিব পদমর্যাদার একজন কর্মচারী, যিনি ইহার সদস্য-সচিবও হইবেন।

(২) কমিটি, উহার কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের নিমিত্ত, প্রয়োজনে, বিষয় সংশ্লিষ্ট কোনো ব্যক্তিকে বা কোনো সংস্থার প্রতিনিধিকে উহার সদস্য হিসাবে কো-অপ্ট করিতে পারিবে।

(৩) কমিটি স্বয়ং উহার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিবে।

৪। **কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলি**।- কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলি হইবে নিম্নরূপ, যথা :-

(ক) ব্যুরোর নিকট হইতে প্রাপ্ত তথ্য ও উপাত্তের ভিত্তিতে, রিক্রুটিং এজেন্টের আচরণ ও কার্যক্রম যথাযথভাবে মূল্যায়নপূর্বক, রিক্রুটিং এজেন্ট শ্রেণিবিভাগকরণে, সরকারের নিকট সুপারিশ প্রদান;

(খ) শ্রেণিবিভাগ কার্যক্রম হালনাগাদকরণসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য, ৬ (ছয়) মাস অন্তর অন্তর, সরকারের নিকট সুপারিশ প্রদান; এবং

(গ) সরকার কর্তৃক, সময় সময়, অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন।

৫। **রিক্রুটিং এজেন্ট শ্রেণীবিভাগকরণের মানদণ্ড**।- (১) তফসিল-১ এ উল্লিখিত মানদণ্ডের ভিত্তিতে আচরণ ও কার্যক্রম মূল্যায়নপূর্বক রিক্রুটিং এজেন্টগণকে উপ-বিধি (৩) এ বর্ণিত স্কোর বা সংখ্যামান অনুযায়ী উক্ত উপ-বিধিতে উল্লিখিত গ্রেডে শ্রেণিবিভাগ করিতে হইবে।

(২) মোট ১০০ (একশত) নম্বরের ভিত্তিতে প্রাপ্ত মান অনুযায়ী রিক্রুটিং এজেন্টের গ্রেড নিরূপিত হইবে।

(৩) রিক্রুটিং এজেন্টের গ্রেড নিম্নরূপ প্রাপ্ত স্কোর বা সংখ্যামান এবং নির্দেশক প্রকাশ করিবে, যথা :-

| রিক্রুটিং এজেন্টের গ্রেড | প্রাপ্ত স্কোর বা সংখ্যামান | নির্দেশক |
|---|---|---|
| A | ৮৫ বা তদুর্ধ্ব | উত্তম |
| B | ৭০-৮৪ | সন্তোষজনক |
| C | ৬০-৬৯ | চলতিমান |
| D | ৫৯ বা তদনিম্ন | চলতি মানের নিম্নে |

৬। **শ্রেণিবিভাগ, মূল্যায়ন, ইত্যাদি**।- (১) ব্যুরো, রিক্রুটিং এজেন্ট শ্রেণিবিভাগকরণে সরকারের নিকট সুপারিশ প্রদানের জন্য, তফসিল-১ অনুসরণপূর্বক, প্রয়োজনীয় তথ্য ও উপাত্তসহ তফসিল-২ এ উল্লিখিত ফরম পূরণ করিয়া কমিটির নিকট প্রেরণ করিবে।

(২) কমিটি, উপ-বিধি (১) এর অধীন প্রাপ্ত তথ্য ও উপাত্ত মূল্যায়নপূর্বক, রিক্রুটিং এজেন্টের গ্রেডভিত্তিক শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে সরকারের নিকট উহার সুপারিশ প্রদান করিবে।

(৩) উপ-বিধি (২) এর অধীন সুপারিশ প্রাপ্তির পর সরকার, এই বিধিমালার বিধানাবলি সাপেক্ষে, রিক্রুটিং এজেন্টের গ্রেডভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ চূড়ান্ত করতঃ প্রজ্ঞাপন দ্বারা উক্ত তালিকা প্রকাশ করিবে।

(৪) উপ-বিধি (৩) এর অধীন প্রকাশিত তালিকা মন্ত্রণালয় এবং ব্যুরোর ওয়েবসাইটে প্রকাশ করিতে হইবে।

(৫) রিক্রুটিং এজেন্টগণের শ্রেণিবিভাগের মেয়াদ হইবে ৩ (তিন) বৎসর :

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো রিক্রুটিং এজেন্ট আইনের অধীন দণ্ডপ্রাপ্ত হইলে সরকার সংশ্লিষ্ট অভিযোগ মূল্যায়ন করিয়া উক্ত এজেন্টের শ্রেণিবিভাগের গ্রেড বাতিল, স্থগিত বা অবনমন করিতে পারিবে :

আরও শর্ত থাকে যে, কোনো রিক্রুটিং এজেন্টের লাইসেন্স বাতিল বা স্থগিত করা হইলে উক্ত এজেন্টের নাম স্বয়ংক্রিয়ভাবে গ্রেডভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ তালিকা হইতে বাদ যাইবে এবং সরকার তদনুযায়ী সংশ্লিষ্ট তালিকা সংশোধন করিবে।

(৬) কোনো অভিযোগের ভিত্তিতে কোনো রিক্রুটিং এজেন্টের প্রাপ্ত নম্বর কাটা হইলে সংশ্লিষ্ট অভিযোগ নিষ্পত্তির আদেশ জারির সঙ্গে সঙ্গে উহা উক্ত রিক্রুটিং এজেন্টের মূল্যায়নে প্রতিফলিত করিয়া শ্রেণিবিভাগ পরিবর্তন করিতে হইবে।

৭। **তথ্য প্রদানের বাধ্যবাধকতা, ইত্যাদি**।- (১) রিক্রুটিং এজেন্ট শ্রেণিবিভাগের জন্য, মন্ত্রণালয় এবং ব্যুরো কর্তৃক যাচিত যে কোনো তথ্য-উপাত্ত, প্রমাণকসহ, প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবে।

(২) শ্রেণিবিভাগের জন্য রিক্রুটিং এজেন্টকে উহার ব্যাংক হিসাব, ব্যাংকে অর্থ জমাদানের রশিদসহ এতদ্‌সংক্রান্ত প্রমাণাদি এবং কমিটির চাহিদামত অন্যান্য তথ্য কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত ছকে কমিটির নিকট সরবরাহ এবং, ক্ষেত্রমত, নিজস্ব ওয়েবসাইটে আপলোড করিতে হইবে।

(৩) কোনো রিক্রুটিং এজেন্ট ভুল বা অসত্য তথ্য প্রদান করিলে উক্ত এজেন্টের বিরুদ্ধে আইনের অধীন প্রয়োজনীয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

৮। **শ্রেণিবিভাগ সম্পর্কিত প্রচার ও প্রণোদনা**।- (১) মন্ত্রণালয় এবং ব্যুরো নিয়মিতভাবে রিক্রুটিং এজেন্টের গ্রেডভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ ও প্রতিটি শ্রেণির বিপরীতে উহার নির্দেশক সম্পর্কে জনসাধারণ, রিক্রুটিং এজেন্ট এবং বৈদেশিক কর্মসংস্থানে আগ্রহী ব্যক্তিদের নিকট প্রচার করিবে।

(২) রিক্রুটিং এজেন্টগণের নিরাপদ, নিয়মিত, মানসম্পন্ন ও দায়িত্বশীল অভিবাসন কার্যক্রমের জন্য মন্ত্রণালয়, সময় সময়, সংশ্লিষ্ট রিক্রুটিং এজেন্টকে স্বীকৃতি ও প্রণোদনা প্রদান করিতে পারিবে।

৯। **পুনর্বিবেচনা**।- (১) এই বিধির অধীন সরকারের কোনো সিদ্ধান্ত দ্বারা কোনো রিক্রুটিং এজেন্ট সংক্ষুব্ধ হইলে, উক্ত সিদ্ধান্ত সম্পর্কে জ্ঞাত হইবার তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে, উক্ত সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার জন্য, সরকারের নিকট আবেদন জানাইতে পারিবে।

(২) সরকার, উপ-বিধি (১) এর অধীন আবেদন প্রাপ্তির পর ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে, আবেদন নিষ্পত্তি করিবে এবং এইক্ষেত্রে সরকারের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

১০। **ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ**।- (১) এই বিধিমালা প্রণীত হইবার পর সরকার, প্রয়োজনে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই বিধিমালার ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিবে।

(২) বাংলা ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা প্রাধান্য পাইবে।

**তফসিল-১**

[বিধি ৫ (১) এবং ৬ (১) দ্রষ্টব্য ]

**রিক্রুটিং এজেন্ট শ্রেণিবিভাগকরণের জন্য ১০০ (একশত) নম্বরের মূল্যায়ন পদ্ধতি ও মানদণ্ড**

নিম্নরূপ নম্বর বন্টনের ভিত্তিতে রিক্রুটিং এজেন্টের গ্রেডভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ নির্ধারিত হইবে, যথা :-

| ক্রমিক নং | মূল্যায়নের ভিত্তি | মূল্যায়ন পদ্ধতি ও মাপকাঠি | তথ্যের উৎস | নম্বর বন্টন |
|---|---|---|---|---|
| ১। | বিদেশে প্রেরিত মোট কর্মীর সংখ্যা | সর্বশেষ ৩ বৎসর বিদেশে প্রেরিত মোট কর্মীর সংখ্যার ভিত্তিতে মূল্যায়ন | বিএমইটি ডাটা বেইজ | ২০ |
| | | ৩০০০ জন বা তদূর্ধ্ব | | ২০ |
| | | ২০০০-২৯৯৯ জন কর্মী | | ১৮ |
| | | ১৫০০-১৯৯৯ জন কর্মী | | ১৬ |
| | | ১০০০-১৪৯৯ জন কর্মী | | ১৪ |
| | | ৫০০-৯৯৯ জন কর্মী | | ১২ |
| | | ১-৪৯৯ জন কর্মী | | ১০ |
| | | ০ কর্মী | | ০ |
| ২। | বিদেশে প্রেরিত দক্ষ ও আধা-দক্ষ কর্মীর সংখ্যা | সর্বশেষ ৩ বৎসরে প্রেরিত দক্ষ ও আধা-দক্ষ কর্মীর শতকরা হারের ভিত্তিতে মূল্যায়ন | বিএমইটি ডাটা বেইজ | ৫ |
| | | মোট প্রেরিত কর্মীর ৩০% বা তদুর্ধ্ব | | ৫ |
| | | মোট প্রেরিত কর্মীর ২০%-২৯% | | ৪ |
| | | মোট প্রেরিত কর্মীর ১০%-১৯% | | ৩ |
| | | মোট প্রেরিত কর্মীর ৬%-৯% | | ২ |
| | | মোট প্রেরিত কর্মীর ১%-৫% | | ১ |
| | | ০ | | ০ |
| ৩। | ডিমান্ড লেটারের মাধ্যমে প্রেরিত কর্মীর সংখ্যা | সর্বশেষ ৩ বৎসরে রিক্রুটিং এজেন্টের স্বীয় নামে প্রকিউরমেন্টকৃত ডিমান্ড লেটারে প্রেরিত কর্মীর সংখ্যার ভিত্তিতে মূলায়ন | বিএমইটি ডাটা বেইজ | ৫ |
| | | ৩০০ জন বা তদূর্ধ্ব | | ৫ |
| | | ২০০-২৯৯ জন | | ৪ |
| | | ১০০-১৯৯ জন | | ৩ |
| | | ৫০-৯৯ জন | | ২ |
| | | ১-৪৯ জন | | ১ |
| | | ০ জন | | ০ |
| ৪। | সরকার নির্ধারিত অভিবাসন ব্যয়ে প্রেরিত কর্মীর সংখ্যা | সরকার নির্ধারিত অভিবাসন ব্যয়ে প্রেরিত সর্বশেষ ৩ বৎসরে কর্মীর সংখ্যার শতকরা হারের ভিত্তিতে মূল্যায়ন | বিএমইটি ডাটা বেইজ | ৫ |
| | | ১০০% | | ৫ |
| | | ৯৫-৯৯% | | ৪ |
| | | ৯০-৯৪% | | ৩ |
| | | ০ জন | | ০ |

| ক্রমিক নং | মূল্যায়নের ভিত্তি | মূল্যায়ন পদ্ধতি ও মাপকাঠি | তথ্যের উৎস | নম্বও বন্টন |
|---|---|---|---|---|
| ৫। | বিদেশগামী কর্মীর সহিত ব্যাংকের মাধ্যমে লেনদেন | বিদেশগামী কর্মীর সহিত সর্বশেষ ৩ বৎসওে ব্যাংকের মাধ্যমে বৈদেশিক নিয়োগ সংক্রান্ত লেনদেনের ভিত্তিতে মূল্যায়ন | ব্যাংক হিসাব ও অর্থেও রশিদ | ৫ |
| | | ১০০% | | ৫ |
| | | ৮০-৯৯% | | ৩ |
| | | ১-৭৯% | | ১ |
| | | ০% | | ০ |
| ৬। | প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম | প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের ভিত্তিতে মূল্যায়ন | বিএমইটি প্রতিবেদন | ৫ |
| | | নিজস্ব অনুমোদিত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রহিয়াছে ও প্রশিক্ষণ চলমান | | ৫ |
| ৭। | ওয়েবসাইটের মাধ্যমে প্রদত্ত সেবা এবং ডিজিটালাইজ অফিস ব্যবস্থাপনা | ওয়েব সাইটে উল্লিখিত সেবা বিদ্যমান থাকিলে উহার বিপরীতে প্রদত্ত নম্বর যোগ করিয়া মূল্যায়ন | ওয়েব সাইট | ৫ |
| | | নিজস্ব ওয়েব সাইট | | ২ |
| | | ওয়েব সাইটের মাধ্যমে সেবা প্রদান, প্রেরিত কর্মীদের তালিকা ও নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ এবং অনলাইনে তথ্য প্রদানের সুবিধা | | ৩ |
| ৮। | লাইসেন্সধারীর শিক্ষাগত যোগ্যতা | রিক্রুটিং এজেন্টের শিক্ষাগত যোগ্যতার উপর ভিত্তি করিয়া মূল্যায়ন | শিক্ষা সনদ | ৫ |
| | | মাস্টার্স ডিগ্রি বা সমমান বা তদূর্ধ্ব | | ৫ |
| | | স্নাতক ডিগ্রি বা সমমান | | ৪ |
| | | এইচএসসি বা সমমান | | ৩ |
| | | এসএসসি বা সমমান | | ২ |
| | | এসএসসি'র নিম্নে | | ১ |
| ৯। | ব্যবসায়ের অভিজ্ঞতা | লাইসেন্সের মেয়াদের উপর ভিত্তি করিয়া রিক্রুটিং এজেন্ট হিসাবে অভিজ্ঞতা নির্ধারণ | লাইসেন্স | ৫ |
| | | ২০ বৎসর বা তদূর্ধ্ব | | ৫ |
| | | ১০-১৯ বৎসর | | ৪ |
| | | ৫-৯ বৎসর | | ৩ |
| | | লাইসেন্সধারী | | ১ |
| ১০। | নিয়োগকারি কর্তৃক অভিবাসন ব্যয়বহন | নিয়োগকারি কর্তৃক অভিবাসন ব্যয়বহনকৃত কর্মীর সংখ্যার ভিত্তিতে মূল্যায়ন | রিক্রুটিং এজেন্ট প্রদত্ত প্রমাণাদি | ৫ |
| | | ২০০ বা তদূর্ধ্ব | | ৫ |
| | | ১৫০-১৯৯ কর্মী | | ৪ |
| | | ৫০-১৪৯ কর্মী | | ৩ |
| | | ২৫-৪৯ কর্মী | | ২ |
| | | ১-২৪ কর্মী | | ১ |

| ক্রমিক নং | মূল্যায়নের ভিত্তি | মূল্যায়ন পদ্ধতি ও মাপকাঠি | তথ্যের উৎস | নম্বও বন্টন |
|---|---|---|---|---|
| ১১। | অফিসের অবস্থান/ আধুনিক সরঞ্জামাদিসহ অফিস ব্যবস্থাপনা/ নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা | রিক্রুটিং এজেন্টের অফিসের অবস্থান ও ব্যবস্থাপনার উপর ভিত্তি করিয়া মূল্যায়ন | ওয়েবসাইটে প্রদত্ত ও নবায়নের সময় প্রাপ্ত তথ্যাদি | ১০ |
| | | অনুমোদিত ঠিকানায় আইটি সুবিধা ও দক্ষ জনবলসহ অফিসের অবস্থান | | ১০ |
| ১২। | বিভাগীয় বা জেলা শহরে শাখা অফিসের অবস্থান | বিএমইটি ও নিকটস্থ ডিইএমও অফিসকে অবহিত করিয়া ঢাকা ব্যতীত অন্য বিভাগ বা জেলা পর্যায়ে রিক্রুটিং এজেন্টের শাখা অফিস থাকিলে উহা মূল্যায়ন | বিএমইটি প্রতিবেদন | ৫ |
| | | ঢাকা ব্যতীত অন্য বিভাগ বা জেলা পর্যায়ে শাখা অফিসের অবস্থান | | ৫ |
| ১৩। | অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বাস্তবায়ন | অভিযোগের ভিত্তিতে গৃহীত ব্যবস্থার আলোকে মূল্যায়ন করিতে হইবে এবং কোনো প্রকার শাস্তিপ্রাপ্ত হইলে শাস্তির মাত্রা অনুসারে গ্রেড পরিবর্তন বা লাইসেন্স বাতিল | মন্ত্রণালয় ও বিএমইটি | ১০ |
| | | অভিযোগ নাই | | ১০ |
| | | অভিযোগ হইয়াছে কিন্তু প্রমাণিত হয় নাই | | ৯ |
| | | অভিযোগ আপোষমূলে নিষ্পত্তিকৃত | | ৫ |
| | | অভিযোগ আপোষমূলে ক্ষতিপূরণসহ নিষ্পত্তিকৃত | | ৪ |
| | | অভিযোগ প্রমাণিত | | ০ |
| ১৪। | রিক্রুটিং এজেন্টের সততা, সুনাম এবং আইন ও বিধি-বিধান প্রতিপালন | রিক্রুটিং এজেন্টের সততা, সুনাম এবং প্রচলিত আইন ও বিধি-বিধান প্রতিপালন | মন্ত্রণালয় | ১০ |
| | | সততা, সুনাম এবং প্রচলিত আইন ও বিধি-বিধানের যথাযথ প্রতিপালন | | |

**তফসিল-২**
[বিধি ৬ (১) দ্রষ্টব্য]

**ফরম**

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো

**রিক্রুটিং এজেন্ট সংক্রান্ত তথ্য ও প্রাথমিক মূল্যায়ন**

মূল্যায়নকাল :
রিক্রুটিং এজেন্টের নাম :
স্বত্বাধিকারী/ব্যবস্থাপনা/অংশীদার/ব্যবস্থাপনা পরিচালকের নাম :
লাইসেন্স নম্বর :
দাপ্তরিক ঠিকানা :
মূল্যায়নের তারিখ :

| ক্রমিক নং | মূল্যায়নের ভিত্তি | সংখ্যা/মন্তব্য | মোট নম্বর | প্রাপ্ত নম্বর |
|---|---|---|---|---|
| ১। | বিদেশে প্রেরিত মোট কর্মীর সংখ্যা | | ২০ | |
| ২ | বিদেশে প্রেরিত দক্ষ ও আধা-দক্ষ কর্মীর সংখ্যা | | ৫ | |
| ৩। | ডিমান্ড লেটারের মাধ্যমে প্রেরিত কর্মীর সংখ্যা | | ৫ | |
| ৪। | ডাটাবেইজ হইতে প্রেরিত কর্মীর সংখ্যা | | ৫ | |
| ৫। | বিদেশগামী কর্মীর সহিত ব্যাংকের মাধ্যমে লেনদেন | | ৫ | |
| ৬। | প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম | | ৫ | |
| ৭। | ওয়েবসাইটের মাধ্যমে প্রদত্ত সেবা এবং ডিজিটাইজ্‌ড অফিস ব্যবস্থাপনা | | ৫ | |
| ৮। | রিক্রুটিং এজেন্টের শিক্ষাগত যোগ্যতা | | ৫ | |
| ৯। | রিক্রুটিং এজেন্ট হিসাবে ব্যবসায়ের অভিজ্ঞতা | | ৫ | |
| ১০। | অভিবাসন ব্যয় মূল্যায়ন | | ৫ | |
| ১১। | আধুনিক সুবিধাসহ অনুমোদিত স্থানে অফিস এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা | | ১০ | |
| ১২। | জেলা ও বিভাগীয় শহরে শাখা অফিসের অবস্থান | | ৫ | |
| ১৩। | অফিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বাস্তবায়ন | | ১০ | |
| ১৪। | রিক্রুটিং এজেন্টের সততা, সুনাম এবং আইন ও বিধি-বিধান প্রতিপালন | | ১০ | |
| | মোট প্রাপ্ত নম্বর | | ১০০ | |

মহাপরিচালক
জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সেলিম রেজা
সচিব

# বাংলাদেশ গেজেট

**অতিরিক্ত সংখ্যা**

**কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত**

**সোমবার, জানুয়ারি ৬, ২০২০**


গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

**প্রজ্ঞাপন**

তারিখ : ১৬ পৌষ, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ/৩১ ডিসেম্বর, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

**এস. আর. ও. নং ৪০৮-আইন/২০১৯**।- বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন ২০১৩ (২০১৩ সনের ৪৮ নং আইন) এর ধারা ৪৭ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার, নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা:-

**১। শিরোনাম :-** এই বিধিমালা বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী (রিক্রুটিং এজেন্ট লাইসেন্স ও আচরণ) বিধিমালা, ২০১৯ নামে অভিহিত হইবে।

**২। সংজ্ঞা-** (১) বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়-

(ক) “আইন” অর্থ বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৪৮ নং আইন);

(খ) “তফসিল” অর্থ এই বিধিমালার তফসিল;

(গ) “ফরম” অর্থ তফসিল-২ এ বর্ণিত ফরম; এবং

(ঘ) “মহাপরিচালক” অর্থ মহাপরিচালক, জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো।

(২) এই বিধিমালায় ব্যবহৃত যে সকল শব্দ বা অভিব্যক্তির সংজ্ঞা প্রদান করা হয় নাই, সেই সকল শব্দ বা অভিব্যক্তি আইনে যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে ব্যবহৃত হইবে।

৩। **লাইসেন্সের জন্য আবেদন**।−রিক্রুটমেন্ট সংক্রান্ত কার্যক্রম করিতে আগ্রহী ব্যক্তিকে লাইসেন্সের জন্য, তফসিল-১ এ উল্লিখিত আবেদন ফি এবং নিম্নবর্ণিত দলিলাদি ও কাগজপত্রসহ ফরম-১ অনুযায়ী, মহাপরিচালকের মাধ্যমে, সরকারের নিকট আবেদন করিতে হইবে, যথা :-

(ক) ট্রেড লাইসেন্সের সত্যায়িত অনুলিপি;

(খ) ট্যাক্স আইডেন্টিফিকেশন নম্বরসহ আয়কর রিটার্ন এর সত্যায়িত অনুলিপি;

(গ) আর্থিক স্বচ্ছলতার প্রমাণস্বরূপ বিগত বৎসরের ব্যাংক হিসাব বিবরণী;

(ঘ) পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট বা প্রত্যয়নপত্র;

(ঙ) কোম্পানী বা অংশীদারি কারবার হইলে, মেমোরেন্ডাম অব এসোসিয়েশন, আর্টিকেলস্ অব এসোসিয়েশন এবং সার্টিফিকেট অব ইনকর্পোরেশন এর সত্যায়িত অনুলিপি;

(চ) নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ উল্লেখপূর্বক ৩০০ (তিনশত) টাকার নন-জুডিসিয়াল স্ট্যাম্পে অঙ্গিকারনামা, যথা :-

(অ) বিদেশে অভিবাসী কর্মী প্রেরণের ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পরিমাণের অধিক ফি বা অন্য কোন অর্থ গ্রহণ করিবেন না;

(আ) কর্মসংস্থানের জন্য বিদেশে প্রেরণের উদ্দেশ্যে অভিবাসী কর্মী নির্বাচনের ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তিকে মিথ্যা প্রলোভন প্রদান করিবেন না বা প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ করিবেন না;

(ই) চাহিদাপত্র অনুযায়ী অভিবাসী কর্মী নির্বাচন করিবেন;

(ঈ) তাহার সকল কার্যালয়, আইনগতভাবে স্বীকৃত প্রতিনিধি ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কার্যকলাপ এবং অভিবাসী কর্মী নির্বাচন সংক্রান্ত সকল দাবী ও দায়-দায়িত্বের জন্য সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকিবেন;

(উ) লাইসেন্স মঞ্জুর করা হইলে, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, বিদেশগামী সকল অভিবাসী কর্মীর প্রশিক্ষণ গ্রহণের বিষয়টি নিশ্চিত করিবেন।

৪। **লাইসেন্স প্রদান**।−(১) আবেদনপত্র পাপ্তির পর মহাপরিচালক আবেদনে উল্লিখিত তথ্যাবলি এবং সংযুক্ত দলিলাদি ও কাগজপত্র যথাযথভাবে পরীক্ষা করিবেন এবং, প্রয়োজনে, আবেদনে উল্লিখিত তথ্যাবলি এবং সংযুক্ত দলিলাদি ও কাগজপত্রের যথার্থতা এবং আবেদনকারীর বিশ্বাসযোগ্যতা সর্ম্পকে অনুসন্ধানপূর্বক ২ (দুই) মাসের মধ্যে, সরকারের নিকট, উহার সুপারিশসহ, উক্ত আবেদনপত্র প্রেরণ করিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন সুপারিশসহ আবেদনপত্র প্রাপ্তির পর সরকার, মহাপরিচালকের সুপারিশ বিবেচনাপূর্বক, উক্ত সুপারিশ প্রাপ্তির তারিখ হইতে অনধিক ৩ (তিন) মাসের মধ্যে, নিম্নবর্ণিত শর্তাধীনে আবেদন মঞ্জুর করিবে, অথবা আবেদন নামঞ্জুর করিবে, যথা :

(ক) রিক্রুটিং এজন্টকে আইন ও বিধি অনুযায়ী আচরণ ও কার্যক্রম পরিচালনা করিতে হইবে;

(খ) লাইসেন্সের প্রত্যেক মেয়াদে রিক্রুটিং এজেন্টকে ন্যূনতম ২০০ (দুইশত) জন কর্মী বিদেশে প্রেরণ করিতে হইবে;

(গ) আইন ও বিধির কার্যকরিতা বা সামগ্রিকতাকে ক্ষুণ্ন না করিয়া রিক্রুটিং এজেন্টকে, সরকার কর্তৃক, আদেশ দ্বারা, নির্ধারিত অন্যান্য শর্ত প্রতিপালন করিতে হইবে।

(৩) উপ-বিধি (২) এর অধীন কোনো আবেদন নামঞ্জুর করা হইলে অনতিবিলম্বে উহা লিখিতভাবে ব্যুরোর মাধ্যমে আবেদনকারীকে অবহিত করিতে হইবে।

(৪) উপ-বিধি (২) এর অধীন কোনো আবেদন মঞ্জুর করা হইলে সরকার, তদকর্তৃক নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে, সংশ্লিষ্ট আবেনদকারীকে মহাপরিচালকের অনুকূলে তফসিল-১ এ উল্লিখিত লাইসেন্স ফি ও জামানত বাবদ অর্থ জমাদানের জন্য নির্দেশ প্রদান করিবে।

(৫) আবেদনকারী, উপ-বিধি (৪) এর অধীন প্রদত্ত নির্দেশনা অনুসারে, লাইসেন্স ফি ও জামানত বাবদ অর্থ জমা প্রদানপূর্ব মহাপরিচালকের নিকট উক্ত ফি ও অর্থ জমা প্রদানের রসিদ দাখিল করিলে মহাপরিচালক, উহা যাচাইপূর্বক, রসিদ জমা প্রদানের তারিখ হইতে অনধিক ১ (এক) মাসের মধ্যে, সরকারের পক্ষে, আবেদনকারীর অনুকূলে ফরম-২ অনুযায়ী লাইসেন্স ইস্যু করিবেন।

(৬) ইস্যুকৃত লাইসেন্স হারাইয়া গেলে বা বিনষ্ট হইলে সংশ্লিষ্ট থানায় সাধারণ ডায়েরি লিপিবদ্ধ করিয়া ডায়েরির কপি ও তফসিল-১ এ উল্লিখিত ডুপ্লিকেট লাইসেন্স ফি প্রদানের প্রমাণকসহ মহাপরিচালক বরাবরে আবেদনপত্র দাখিল করিতে হইবে এবং মহাপরিচালক উক্তরূপ আবেদন যাচাইপূর্বক আবেদনকারীর অনুকূলে অনধিক ১৫ (পনের) কার্যদিবসের মধ্যে একটি ডুপ্লিকেট লাইসেন্স ইস্যু করিবেন।

(৭) এই বিধিমালার অন্যান্য বিধানে ভিন্নরূপ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, লাইসেন্স প্রদানের ক্ষেত্রে, অভিবাসনে পশ্চাদপদ জেলায় রিক্রুটমেন্ট সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনায় আগ্রহী ব্যক্তির আবেদন অগ্রাধিকারভিত্তিতে বিবেচনা করা হইবে।

(৮) লাইসেন্স প্রাপ্তির পর রিক্রুটিং এজেন্টকে লাইসেন্সের সকল তথ্য ব্যুরোর ওয়েবসাইটে নিয়মিতভাবে হালনাগাদের জন্য ব্যুরোর নিকট দাখিল করিতে হইবে।

৫। **লাইসেন্সের আবেদন পুনর্বিবেচনা**।- (১) বিধি ৪ এর উপ-বিধি (২) এর অধীন কোনো আবেদন নামঞ্জুর করা হইলে সংশ্লিষ্ট আবেদনকারী উক্ত নামঞ্জুর করিবার বিষয়টি অবহিত হইবার অনধিক ১ (এক) মাসের মধ্যে উহা পুনর্বিবেচনার জন্য সরকারের নিকট আবেদন করিতে পারিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন কোনো আবেদন করা হইলে, বিষয়টি যাচাইপূর্বক, আবেদন প্রাপ্তির তারিখ হইতে অনধিক ২১ (একুশ) কার্যদিবসের মধ্যে, সরকার সংশ্লিষ্ট আবেদন মঞ্জুর করিবে, অথবা লিখিতভাবে প্রত্যাখ্যান করিবে, যাহা চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

৬। **লাইসেন্স নবায়ন**।- (১) লাইসেন্স নবায়নের জন্য রিক্রুটিং এজেন্টকে, লাইসেন্সের মেয়াদ শেষ হইবার অন্যূন ২ (দুই) মাস পূর্বে, তফসিল-১ এ উল্লিখিত লাইসেন্স নবায়নের আবেদন ফি এবং প্রয়োজনীয় দলিলাদি ও কাগজপত্রসহ ফরম-৩ অনুযায়ী মহাপরিচালক বরাবর আবেদনপত্র দাখিল করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো রিক্রুটিং এজেন্ট যুক্তিসঙ্গত কোনো কারণে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে লাইসেন্স নবায়নের জন্য আবেদনপত্র দাখিল করিতে ব্যর্থ হইলে, কারণ উল্লেখপূর্বক, লাইসেন্স নবায়নের জন্য উপরি-উক্ত বিধান অনুযায়ী আবেদন করিতে পারিবেন:

আরও শর্ত থাকে যে, সরকার, আবেদনপত্র দাখিলের সময়সীমা, প্রয়োজনে, হ্রাস বা বৃদ্ধি করিতে পারিবে।

(২) মহাপরিচালক, লাইসেন্স প্রদানের ক্ষেত্রে বিবেচ্য দলিলাদি ও কাগজপত্র এবং লাইসেন্স প্রদানের শর্তাবলি ও রিক্রুটিং এজেন্টের বিগত ৩ (তিন) বৎসরের কার্যক্রম পর্যালোচনা ও মূল্যায়নপূর্বক এবং ব্যুরো কর্তৃক সংরক্ষিত ডাটাবেজ হইতে কর্মী প্লেসমেন্টের প্রমাণ এবং, ক্ষেত্রমত, বিলম্বের কারণ বিবেচনাক্রমে সন্তুষ্ট হইলে, তদকর্তৃক নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে, তাহার অনুকূলে তফসিল-১ এ উল্লিখিত লাইসেন্স নবায়ন ফি অথবা, ক্ষেত্রমত, বিলম্ব জরিমানাসহ লাইসেন্স নবায়ন ফি বাবদ অর্থ জমাদানের জন্য সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীকে নির্দেশ প্রদান করিবে।

(৩) আবেদনকারী, উপ-বিধি (২) এর অধীন প্রদত্ত নির্দেশনা অনুসারে, লাইসেন্স নবায়ন ফি অথবা, ক্ষেত্রমত, বিলম্ব জরিমানাসহ লাইসেন্স নবায়ন ফি বাবদ অর্থ জমা প্রদানপূর্বক মহাপরিচালকের নিকট উহার রসিদ দাখিল করিলে তিনি, উহা যাচাইপূর্বক, রসিদ জমা প্রদানের তারিখ হইতে অনধিক ১৫ (পনের) কার্যদিবসের মধ্যে, সরকারের পক্ষে, আবেদনকারীর অনুকূলে ফরম-২ অনুযায়ী লাইসেন্স নবায়ন করিবেন, যাহা সংশ্লিষ্ট লাইসেন্সের বৈধাতার মেয়াদ শেষ হইবার পরবর্তী দিন হইতে ৩ (তিন) বৎসর পর্যন্ত কার্যকর থাকিবে।

(৪) লাইসেন্স নবায়নের আবেদন বিবেচনার সময় মহাপরিচালক যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, রিক্রুটিং এজেন্ট অসদাচরণের জন্য দায়ী অথবা তাহার কার্যসম্পাদন সন্তোষজনক নহে অথবা তাহাকে বিদেশে কর্মী নিয়োগ সংক্রান্ত কোনো দুষ্কর্ম বা অপরাধের জন্য শাস্তি প্রদান করা হইয়াছে অথবা কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে তাহার বিরুদ্ধে অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের প্রমাণিত রেকর্ড রহিয়াছে অথবা যাহার লাইসেন্স বাতিল হইয়াছে অথবা যাহার বিরুদ্ধে অবৈধভাবে কর্মী প্রেরণের পূর্ববর্তী রেকর্ড রহিয়াছে অথবা যিনি আইন বা বিধির কোনো বিধান লংঘন করিয়াছেন, তাহা হইলে, কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া, সংশ্লিষ্ট আবেদন নামঞ্জুর করিতে পারিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, লাইসেন্স নবায়নের আবেদন নামঞ্জুর করিবার পূর্বে রিক্রুটিং এজেন্টকে ব্যক্তিগতভাবে শুনানির সুযোগ প্রদান করিতে হইবে।

(৫) মহাপরিচালক, উপ-বিধি (৪) এর অধীন, কোনো লাইসেন্স নবায়নের আবেদন নামঞ্জুর করিলে সংশ্লিষ্ট রিক্রুটিং এজন্ট উক্তরূপ আদেশ প্রাপ্তির ১ (এক) মাসের মধ্যে সরকারের নিকট আপিল দায়ের করিতে পারিবেন।

(৬) উপ-বিধি (৫) এর অধীন কোনো আপিল দায়ের করা হইলে, বিষয়টি যাচাইপূর্বক যুক্তিযুক্ত প্রতীয়মান হইলে আপিল প্রাপ্তির তারিখ হইতে অনধিক ২১ (একুশ) কার্যদিবসের মধ্যে, সরকার উক্ত আপিল মঞ্জুর অথবা লিখিতভাবে প্রত্যাখ্যান করিতে পারিবে, যাহা চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

৭। **প্রতিনিধি নিয়োগ**।- (১) রিক্রুটিং এজেন্টগণ, মহাপরিচালকের পূর্বানুমোদন সাপেক্ষে, দেশের অভ্যন্তরে কিংবা গন্তব্য দেশে তাহাদের প্রতিনিধি নিয়োগ করিতে পারিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, বিদেশে অবস্থানকারী কোনো ব্যক্তিকে প্রতিনিধি নিয়োগের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দেশে অবস্থিত বাংলাদেশ মিশন অথবা উক্ত দেশে বাংলাদেশের মিশন না থাকিলে, সংশ্লিষ্ট অন্য কোনো দেশে অবস্থিত বাংলাদেশ মিশন হইতে উক্ত ব্যক্তির অনুকূলে প্রত্যয়নপত্র গ্রহণক্রমে মহাপরিচালকের নিকট দাখিল করিতে হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন নিয়োগকৃত প্রতিনিধির অভিবাসন সংক্রান্ত সকল কার্যক্রমের জন্য সংশ্লিষ্ট রিক্রুটিং এজেন্ট ও নিয়োগকৃত প্রতিনিধি উভয়ই দায়ী থাকিবেন।

৮। **একাধিক লাইসেন্স গ্রহণ, লাইসেন্সের নাম বা মর্যাদা পরিবর্তন, শেয়ার বিক্রয়, হস্তান্তর, সমর্পণ, ইত্যাদি**।- (১) সরকারের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে কোনো ব্যক্তি বা রিক্রুটিং এজেন্ট একই সাথে একাধিক লাইসেন্স গ্রহণ বা একাধিক লাইসেন্সের অংশ বা শেয়ার গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

(২) কোনো রিক্রুটিং এজেন্ট তাহার লাইসেন্স অন্য কোনো ব্যক্তির নিকট হস্তান্তর করিতে পারিবেন না:

তবে শর্ত থাকে যে, স্বত্বাধিকারী প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা পরিবর্তনপূর্বক উহা কোম্পানিতে রূপান্তারিত হইলে এবং উহাতে মূল স্বত্বাধিকারীর অন্যূন ৫১ (একান্ন) শতাংশ মালিকানা থাকিলে, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, উক্তরূপ পরিবর্তন করা যাইবে।

(৩) রিক্রুটিং এজেন্ট কোনো কোম্পানি, সংস্থা, অংশীদারি কারবার, সমবায় সমিতি বা অন্য কোনো আইনগত সত্তা হইলে উহার কোন অংশীদার বা, ক্ষেত্রমত, সদস্য তাহার অংশ বা শেয়ার সরকারের অনুমোদন ব্যতীত হস্তান্তর করিতে পারিবেন না।

(৪) কোনো রিক্রুটিং এজেন্ট তাহার লাইসেন্স সমর্পণ করিলে বা তাহার মৃত্যু হইলে, রিক্রুটিং এজেন্ট বা, ক্ষেত্রমত, তাহার উত্তরাধিকারী, মহাপরিচালকের মাধ্যমে, সরকারের নিকট জামানত ফেরত গ্রহণের জন্য আবেদন করিতে পারিবেন।

(৫) উপ-বিধি (৪) এর অধীন কোনো আবেদন করা হইলে, রিক্রুটিং এজেন্টের নিকট সরকারের কোন পাওনা বা অন্য কোন দায় থাকিলে তাহা কর্তনের পর, সরকার জামানতের অবশিষ্ট অর্থ, যদি থাকে, ফেরত প্রদান করিবে।

(৬) সরকারের পূর্বানুমোদন ব্যতীত কোনো রিক্রুটিং এজেন্ট স্ব-উদ্যোগে তাহার প্রতিষ্ঠানের নাম বা নামের অংশ পরিবর্তন করিতে পারিবেন না।

(৭) কোন রিক্রুটিং এজেন্ট তাহার প্রতিষ্ঠানের নাম বা নামের কোনো অংশ পরিবর্তন করিতে আগ্রহী হইলে, মহাপরিচালকের মাধ্যমে সরকারের নিকট আবেদন করিতে হইবে।

৯। **শাখা অফিস**।- (১) কোন রিক্রুটিং এজেন্ট আইনের ধারা ১৪ এর বিধান অনুযায়ী এক বা একাধিক শাখা অফিস পরিচালনায় আগ্রহী হইলে তাহাকে মহাপরিচালকের মাধ্যমে সরকারের নিকট আবেদন করিতে হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন আবেদন প্রাপ্তির পর মহাপরিচালক, প্রয়োজনীয় যাচাই ও অনুসন্ধানপূর্বক, ১৫ (পনের) কার্যদিবসের মধ্যে তাহার মতামতসহ সংশ্লিষ্ট আবেদন সরকারের নিকট প্রেরণ করিবেন।

(৩) উপ-বিধি (২) এর অধীন প্রাপ্ত মতামত সরকারের নিকট সন্তোষজনক বিবেচিত হইলে সরকার, মহাপরিচালকের মতামত প্রাপ্তির তারিখ হইতে অনধিক ১ (এক) মাসের মধ্যে, সংশ্লিষ্ট আবেদন মঞ্জুর করিবে।

১০। **ব্যবসায়িক ঠিকানা পরিবর্তন**।- (১) কোনো রিক্রুটিং এজেন্ট আইনের ধারা ১৭ এর উপধারা (৪) এর বিধান অনুযায়ী উহার ব্যবসায়িক ঠিকানা বা অনুমোদিত শাখা অফিসের ঠিকানা পরিবর্তন করিতে আগ্রহী হইলে তাহাকে মহাপরিচালকের মাধ্যমে সরকারের নিকট আবেদন করিতে হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন আবেদন প্রাপ্তির পর মহাপরিচালক, প্রয়োজনীয় যাচাই ও অনুসন্ধানপূর্বক, ১৫ (পনের) কার্যদিবসের মধ্যে তাহার মতামতসহ সংশ্লিষ্ট আবেদন সরকারের নিকট প্রেরণ করিবেন।

(৩) উপ-বিধি (২) এর অধীন প্রাপ্ত মতামত সরকারের নিকট সন্তোষজনক বিবেচিত হইলে সরকার, মহাপরিচালকের মতামত প্রাপ্তির তারিখ হইতে অনধিক ১ (এক) মাসের মধ্যে, সংশ্লিষ্ট আবেদন মঞ্জুর করিবে।

(৪) কোন রিক্রুটিং এজেন্ট উপ-বিধি (৩) এর বিধান অনুযায়ী উহার ব্যবসায়িক ঠিকানা বা অনুমোদিত শাখা অফিসের ঠিকানা পরিবর্তন করিলে তাহাকে উক্ত পরিবর্তিত ঠিকানা কমপক্ষে ২ (দুই) টি বহুল প্রচারিত জাতীয় দৈনিক সংবাদপত্রে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রকাশ করিতে হইবে এবং উক্ত বিজ্ঞপ্তির অনুলিপি ব্যুরো ও সরকারের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

১১। **রিক্রুটিং এজেন্টের দায়িত্ব ও আচরণ**।- (১) প্রত্যেক রিক্রুটিং এজেন্ট-

(ক) আইন, বিধি এবং সরকার কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপন, আদেশ বা নির্দেশ এবং লাইসেন্সের শর্তাবলি মানিয়া চলিবেন;

(খ) একটি নিয়মিত অফিস বা অনুমোদিত শাখা চালু রাখিবেন, যাহার সম্মুখভাগে অফিসের নাম, ঠিকানা ও লাইসেন্স নম্বর সম্বলিত সাইনবোর্ড থাকিবে;

(গ) অফিসে বা শাখা অফিসে বিদেশ গমনে ইচ্ছুক কর্মীগণের তথ্য ও পরামর্শ প্রদানের ব্যবস্থা রাখিবেন;

(ঘ) উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে উহার নিজস্ব কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি করিবেন;

(ঙ) আইন বা বিধি মোতাবেক সরকার বা ব্যুরো কর্তৃক পরিচালিত যে কোন তদন্তে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করিবেন এবং, ক্ষেত্রমত, তথ্য প্রদান করিবেন;

(চ) বিদেশে প্রেরিত কর্মীগণের নাম, ঠিকানা, গন্তব্য দেশ, নিয়োগকারীর ঠিকানাসহ একটি ডাটাবেজ সংরক্ষণ করিবেন এবং উক্ত তথ্য ওয়েবসাইটে নিয়মিত হালনাগাদ করিবেন।

(২) চাহিদাপত্র সংগ্রহের সময় রিক্রুটিং এজেন্টগণ নিম্নবর্ণিত আচরণ কঠোরভাবে অনুসরণ করিবেন, যথা :

(ক) বৈদেশিক কর্মসংস্থান সৃষ্টির ক্ষেত্রে অন্য কোন রিক্রুটিং এজেন্টের সহিত অনৈতিক প্রতিযোগিতা পরিহার করিবেন;

(খ) যে ক্ষেত্রে কোন নিয়োগকারী বাংলাদেশস্থ কোন রিক্রুটিং এজেন্টের কার্য সম্পাদনে সন্তুষ্ট না হইয়া তদস্থলে অন্য কোন রিক্রুটিং এজেন্টকে নিয়োজিত করিতে চাহেন, সেইক্ষেত্রে কর্মীগণের অভিবাসন ব্যয়, যাতায়াত খরচ, বেতন ও প্রান্তিক সুবিধাদির ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী রিক্রুটিং এজেন্টকে প্রদত্ত শর্তাদির নিম্ন পর্যায়ের শর্তাদি গ্রহণ করিবেন না;

(গ) কর্মীগণের জন্য সরকার কর্তৃক অনুমোদিত বেতন ও চাকরির শর্তাবলির নিম্নতর বেতন ও চাকরির শর্তাবলি গ্রহণ করিবেন না;

(ঘ) নিয়োগকারীর সহিত এইরূপ কোন মৌখিক বা লিখিত সমঝোতা করিবেন না, যাহাতে বেতন এবং অন্যান্য শর্তাবলির ক্ষেত্রে কর্মীগণ অসুবিধার সম্মুখীন হন;

(ঙ) বেআইনি কার্যকলাপ, ভূয়া ভিসা সংগ্রহ ও দলগত ভিসা ভাঙানোসহ ভ্রমণ, অধ্যয়ন বা উমরাহ ভিসাকে বৈদেশিক চাকরির জন্য ব্যবহার সংক্রান্ত কাজের সহিত জড়িত হইবেন না, অথবা কোন ব্যক্তিকে উক্তরূপ কাজে সাহায্য বা সহায়তা প্রদান করিবেন না;

(চ) বৈদেশিক কর্মসংস্থান সংক্রান্ত কর্মকান্ডের বিষয়ে বিদেশীদের সহিত কাজ করিবার সময় জাতীয় আদর্শ সমুন্নত রাখিবেন এবং জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণ করিবেন;

(ছ) অভিবাসী কর্মীগণের জন্য চাকরির সুযোগ নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে নিয়োগকারীর সহিত চুক্তি সম্পাদন করিবেন এবং চুক্তির শর্ত আক্ষরিক ও নীতিগতভাবে মানিয়া চলিবেন।

(৩) কর্মী নির্বাচনের সময় রিক্রুটিং এজেন্টগণ নিম্নবর্ণিত নির্দেশ কঠোরভাবে প্রতিপালন করিবেন, যথা :

(ক) বুলেটিন বোর্ড, ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপন বা অন্য যে কোন মাধ্যমে বিজ্ঞাপন প্রচারের ক্ষেত্রে কর্মীগণকে কর্মের অবস্থান, স্তর, বেতন ও সুবিধাসহ অন্যান্য শর্তাবলি সম্পর্কে সঠিক তথ্য প্রদান করিবেন;

(খ) সরকার কর্তৃক নির্ধারিত বয়সসীমার বাহিরে কোন কর্মী নির্বাচন করিবেন না;

(গ) বৈদেশিক কর্মসংস্থানের জন্য, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, কারিগরিভাবে দক্ষ শারীরিকভাবে যোগ্য কর্মী নির্বাচন করিবেন;

(ঘ) ব্যুরোর ডাটাবেজ হইতে কর্মী নির্বাচন করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত ডাটাবেজ হইতে উপযুক্ত কর্মী পাওয়া না গেলে আইনের ধারা **১৩** এর উপ-ধারা (৩) এর শর্তাংশের বিধান অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে;

(ঙ) নির্বাচিত কর্মীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা অনুমোদিত মেডিকেল ক্লিনিক বা হাসপাতাল হইতে সম্পন্ন করা হইয়াছে কিনা এবং কারিগরি ও ভোকেশনাল যোগ্যতা, ডকুমেন্টেশন ও সংশ্লিষ্ট পরীক্ষা সংক্রান্ত সকল প্রয়োজনীয়তা যথাযথভাবে পূরণ করা হইয়াছে কি না তাহা নিশ্চিত করিবেন;

(চ) বিদেশ গমণের প্রাক্কালে ব্যুরো কর্তৃক স্মার্ট কার্ড প্রদানের পূর্বেই অভিবাসী কর্মীকে চুক্তির বাংলায় অনূদিত কপিসহ চুক্তির মূল কপি প্রদানপূর্বক উহার সকল অনুচ্ছেদ বোধগম্যভাবে অবহিত করিবেন;

(ছ) চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত কর্মীগণের প্রাক-বহির্গমণ প্রশিক্ষণ ও ব্রিফিং প্রদান নিশ্চিত করিবেন;

(জ) কর্মীগণের নিকট হইতে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অভিবাসন ব্যয়ের অতিরিক্ত কোন অর্থ আদায় বা দাবী করিবেন না;

(ঝ) প্রতিকূল বা সমস্যা সংকুল পরিবেশে কোন কর্মী নিয়োগ করিবেন না;

(ঞ) নারী কর্মীগণের কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে তাহাদের বিশেষ চাহিদা, নিরাপত্তা ও অবস্থার প্রতি সংবেদনশীল হইয়া সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন।

(৪) রিক্রুটিং এজেন্টগণ বিদেশে কর্মরত নারী কর্মীর প্রতি যে কোন ধরনের নির্যাতন, শোষণ ও সহিংসতা প্রতিরোধের জন্য প্রয়োজনীয় সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন এবং এতদবিষয়ক কোন ঘটনা সম্পর্কে অবহিত হইলে বা অভিযোগ প্রাপ্ত হইলে উহার প্রতিকার করিবেন।

(৫) রিক্রুটিং এজেন্টগণ আইনের ধারা ৪১ এর উপ-ধারা (৩) এর অধীন প্রদত্ত আদেশ বা সালিশের সিদ্ধান্ত প্রতিপালন করিবেন।

(৬) এই বিধিমালায় বর্ণিত হয় নাই এইরূপ বিষয়ে রিক্রুটিং এজেন্টগণ সরকার কর্তৃক, প্রজ্ঞাপন বা আদেশ দ্বারা, জারীকৃত নির্দেশনা মানিয়া চলিবেন।

১২। **সমিতি বা সংঘ গঠন**।- (১) রিক্রুটিং এজেন্টগণ নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা এবং নিরাপদ, নিয়মিত, সুশৃঙ্খল ও দায়িত্বশীল অভিবাসন নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে, সরকারের অনুমোদনক্রমে, সমিতি বা সংঘ গঠন করিতে পারিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন কোন সমিতি বা সংঘ গঠিত হইলে, প্রত্যেক রিক্রুটিং এজেন্ট উক্ত সমিতি বা সংঘের সদস্য হইবেন।

(৩) উপ-বিধি (১) এর অধীন গঠিত সমিতি বা সংঘের সদস্যগণ এই বিধিমালায় উল্লিখিত আচরণবিধি এবং, সরকারের অনুমোদনক্রমে, উক্ত সমিতি বা সংঘ কর্তৃক গৃহীত কার্যবিধি মানিয়া চলিবেন।

১৩। **অভিযোগ তদন্ত**।- (১) বিদ্যমান কোনো আইনের অধীন মামলা দায়েরের অধিকারকে ক্ষুণ্ন না করিয়া কোন ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি কোন রিক্রুটিং এজেন্টসহ সংশ্লিষ্ট যে কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রতারণা, অবৈধভাবে অর্থ গ্রহণ বা কর্মসংস্থান চুক্তি লঙ্ঘনের অভিযোগসহ সংশ্লিষ্ট অন্য যে কোনো বিষয়ে লিখিতভাবে সরাসরি বা ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে কিংবা ব্যুরো বা ব্যুরোর অধীন জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি কার্যালয় বা, ক্ষেত্রমত, গন্তব্য দেশে অবস্থিত বাংলাদেশ মিশনের মাধ্যমে, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে অভিযোগ দাখিল করিতে পারিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন কোন অভিযোগ প্রাপ্ত হইলে, সরকার সরাসরি বা ব্যুরোর মাধ্যমে উহা তদন্ত করিবে।

(৩) ব্যুরো উপ-বিধি (১) বা, ক্ষেত্রমত, (২) এর অধীন প্রাপ্ত অভিযোগ বিষয়ে প্রয়োজনীয় তদন্ত করিবে এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে উহার মতামতসহ সরকারের নিকট প্রতিবেদন প্রেরণ করিবে।

(৪) এই বিধির অধীন পরিচালিত তদন্তে কোন অভিযোগ প্রমাণিত হইলে, তদন্ত শেষ হইবার তারিখ হইতে অনধিক ৩ (তিন) মাসের মধ্যে, সরকার বা তদকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ বা ব্যক্তি, আদেশ দ্বারা সরাসরি বা সালিশের মাধ্যমে, অভিযোগ নিষ্পত্তি করিবে।

(৫) এই বিধির অধীন পরিচালিত তদন্তে কোন অভিযোগ প্রমাণিত হইলে বা অভিযোগ তদন্তকালে অভিযোগকারী ও রিক্রুটিং এজেন্ট আপোষ মীমাংসায় উপনীত হইবার আগ্রহ প্রকাশ করিলে, ক্ষেত্রমত, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় বা ব্যুরো বা তদকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি মধ্যস্থতা বা সালিশের মাধ্যমে তাহা নিষ্পত্তি করিবে :

তবে শর্ত থাকে যে, উক্তরূপ মধ্যস্থতা বা সালিশ, সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে প্রযোজ্য কোন আইনের অধীন অন্য কোন আইনি প্রতিকার লাভের অধিকারকে ক্ষুণ্ন করিবে না।

১৪। **লাইসেন্স ফি, জামানত, নবায়ন ফি, ইত্যাদি জমা প্রদান**।- তফসিল-১ এ উল্লিখিত, ক্ষেত্রমত, লাইসেন্সের জন্য আবেদন ফি, লাইসেন্স ফি, জামানত, লাইসেন্স নবায়নের আবেদন ফি, লাইসেন্স নবায়ন ফি, বিলম্ব জরিমানাসহ লাইসেন্স নবায়ন ফি এবং ডুপ্লিকেট লাইসেন্স ফি ব্যুরো কর্তৃক নির্ধারিত হিসাবে বা খাতে জমা করিতে হইবে।

১৫। **ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ**।- (১) এই বিধিমালা কার্যকর হইবার পর সরকার, প্রয়োজনে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই বিধিমালার ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিতে পারিবে।

(২) ইংরেজি পাঠ ও মূল বাংলা পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

১৬। **রহিতকরণ ও হেফাজত**।- (১) এই বিধিমালা কার্যকর হইবার সঙ্গে সঙ্গে রিক্রুটিং এজেন্ট আচরণ ও লাইসেন্স বিধিমালা, ২০০২ রহিত হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন রহিত হওয়া সত্ত্বেও, উক্ত রহিত বিধিমালার অধীন,

(ক) কৃত কোন কার্য বা গৃহীত কোন ব্যবস্থা এই বিধিমালার অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে;

(খ) গৃহীত বা সূচিত কোন কার্য, এই বিধিমালা কার্যকর হইবার সময়, অনিষ্পন্ন বা চলমান থাকিলে উহা, যতদূর সম্ভব, এই বিধিমালার অধীন নিষ্পন্ন করিতে হইবে; এবং

(গ) কোন রিক্রুটিং এজেন্টকে প্রদত্ত লাইসেন্স উহার নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত এমনভাবে বহাল থাকিবে যেন উক্ত বিধিমালা রহিত হয় নাই।

**তফসিল-১**

[বিধি ৩, বিধি ৪ এর উপ-বিধি (৪) ও (৬), বিধি ৬ এর উপ-বিধি (১) ও (২) এবং বিধি ১৪ দ্রষ্টব্য]

লাইসেন্সের জন্য আবেদন ফি, লাইসেন্স ফি, জামানত, লাইসেন্স নবায়নের আবেদন ফি, লাইসেন্স নবায়ন ফি, বিলম্ব জরিমানাসহ লাইসেন্স নবায়ন ফি, ডুপ্লিকেট লাইসেন্স ফি (সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ভ্যাট/কর ব্যতীত)

| ক্রমিক নং | ফি, ইত্যাদির বিবরণ | পরিমাণ (টাকার অংকে) | জমা প্রদানের মাধ্যম |
|---|---|---|---|
| (১) | (২) | (৩) | (৪) |
| ১। | লাইসেন্সের জন্য আবেদন ফি | ৫০০ (পাঁচশত) | পে-অর্ডার |
| ২। | লাইসেন্স ফি | ৩,০০,০০০ (তিন লক্ষ) | পে-অর্ডার |
| ৩। | জামানত | ২০,০০,০০০ (বিশ লক্ষ) | (ক) এফডিআর এর মাধ্যমে ১৬,০০,০০০ (ষোল লক্ষ); এবং<br>(খ) পে-অর্ডারের মাধ্যমে ৪,০০,০০০ (চার লক্ষ) টাকা। |
| ৪। | লাইসেন্স নবায়নের আবেদন ফি | ২,০০০ (দুই হাজার) | পে-অর্ডার |
| ৫। | লাইসেন্স নবায়ন ফি | ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) | পে-অর্ডার |
| ৬। | বিলম্ব জরিমানাসহ লাইসেন্স নবায়ন ফি | জরিমানা ১,০০,০০০ (এক লক্ষ)সহ মোট ২,০০,০০০ (দুই লক্ষ) | পে-অর্ডার |
| ৭। | ডুপ্লিকেট লাইসেন্স ফি | ৫০০ (পাঁচশত) | পে-অর্ডার |

**তফসিল-২**

**ফরম-১**

**[বিধি-৩ দ্রষ্টব্য]**

| লাইসেন্সের জন্য আবেদনপত্র | |
|---|---|
| ১। নাম (স্পষ্টাক্ষরে) | ............................ |
| ২। পিতার নাম (স্পষ্টাক্ষরে) | ............................ |
| ৩। মাতার নাম (স্পষ্টাক্ষরে) | ............................ |
| ৪। ঠিকানা | ............................ |
| (ক) স্থায়ী | ............................ |
| (খ) বর্তমান | ............................ |
| ৫। জাতীয়তা | ............................ |
| ৬। জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর | ............................ |
| ৭। যে নামে লাইসেন্স হইবে | ............................ |
| ৮। প্রতিষ্ঠানের ধরন (স্বত্বাধিকারী/অংশীদারি/কোম্পানী, ইত্যাদি) | ............................ |
| ৯। অংশীদারী প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা অংশীদার ও অন্যান্য অংশীদারের এবং কোম্পনির ক্ষেত্রে চেয়ারম্যান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও অন্যান্য পরিচালকের নাম, জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর, পূর্নাঙ্গ ঠিকানা, মোবাইল নম্বর, ই-মেইল ঠিকানা (প্রত্যেকের নমুনা স্বাক্ষর ও সত্যায়িত পাসপোর্ট সাইজ ছবিসহ) | ............................ |
| ১০। কর্মচারীগণের নাম | ............................ |
| ১১। বিগত ২ (দুই) বৎসরের আয়কর রিটার্ন এর সত্যায়িত অনুলিপি এবং আয়কর প্রদান সংক্রান্ত প্রত্যয়নপত্রের সত্যায়িত কপি (পৃথকভাবে) | ............................ |
| ১২। অফিস ফ্লোর ও লে-আউট পরিকল্পনা এবং সাজ-সরঞ্জাম সুবিধাদির তালিকা | ............................ |
| ১৩। ট্রেড লাইসেন্সের সত্যায়িত অনুলিপি | ............................ |
| ১৪। আর্থিক সচ্ছলতার প্রমাণস্বরূপ বিগত বৎসরের ব্যাংক হিসাব বিবরণী | ............................ |
| ১৫। পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট বা প্রত্যয়নপত্র | ............................ |
| ১৬। কোম্পানি হইলে, মেমোরেন্ডাম অব এসোসিয়েশন, আর্টিকেলস্ অব এসোসিয়েশন এবং সার্টিফিকেট অব ইনকর্পোরেশন এর সত্যায়িত অনুলিপি | ............................ |
| ১৭। বিধি ৩ এর দফা (চ) তে উল্লিখিত বিষয়সমূহ ৩০০ (তিনশত) টাকার নন-জুডিসিয়াল স্ট্যাম্পে প্রদত্ত অঙ্গিকারনামা | ............................ |
| আমি/আমরা এই মর্মে ঘোষণা করিতেছি যে, এই আবেদনপত্রে প্রদত্ত তথ্য ও কাগজাদি সত্য ও সঠিক। | |
| তারিখ : | আবেদনকারীর স্বাক্ষর ও সিলমোহর |

**ফরম-২**

**[বিধি ৪ এর উপ-বিধি (৫) এবং বিধি ৬ এর উপ-বিধি (৩) দ্রষ্টব্য]**

**লাইসেন্স**

| | | |
|---|---|---|
| লাইসেন্স নং | : | .............. |
| প্রতিষ্ঠানের নাম | : | .............. |
| ব্যবসায়িক ঠিকানা | : | .............. |
| স্বত্বাধিকারী প্রতিষ্ঠান/অংশীদারী প্রতিষ্ঠান/ কোম্পানি | : | .............. |
| স্বত্বাধিকারী/ব্যবস্থাপনা অংশীদারী/ ব্যবস্থাপনা পরিচালকের নাম | : | .............. |
| স্বত্বাধিকারী/ব্যবস্থাপনা অংশীদারী/ ব্যবস্থাপনা পরিচালকের ঠিকানা | : | |
| (ক) স্থায়ী | : | .............. |
| (খ) বর্তমান | : | .............. |
| স্বত্বাধিকারী/ব্যবস্থাপনা অংশীদার/ব্যবস্থাপনা পরিচালকের ছবি | : | |
| নমুনা স্বাক্ষর | : | .............. |
| | | .............. |
| | | .............. |

বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৪৮ নং আইন) এর ধারা ৯ বা, ক্ষেত্রমত, ধারা ১১ এর বিধান অনুযায়ী রিক্রুটিং এজেন্সি পরিচালনার জন্য সরকারের পক্ষে নিম্নবর্ণিত শর্তে লাইসেন্স ইস্যু/নবায়ন করা হইল এবং ইহা ইস্যুর/নবায়নের তারিখ হইতে ৩ (তিন) বৎসর পর্যন্ত কার্যকর থাকিবে, যথা :

(ক) রিক্রুটিং এজেন্টকে আইন ও বিধি অনুযায়ী আচরণ ও কার্যক্রম পরিচালনা করিতে হইবে;

(খ) লাইসেন্সের প্রত্যেক মেয়াদে রিক্রুটিং এজেন্টকে ন্যূনতম ২০০ (দুইশত) জন কর্মী বিদেশে প্রেরণ করিতে হইবে;

(গ) আইন ও বিধির কার্যকারিতা বা সামগ্রিকতাকে ক্ষুণ্ন না করিয়া সরকার কর্তৃক, আদেশ দ্বারা, নির্ধারিত অন্যান্য শর্ত প্রতিপালন করিতে হইবে;

(ঘ) এই লাইসেন্স হস্তান্তরযোগ্য হইবে না।

মহাপরিচালক
জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

তারিখ : ................

**ফরম-৩**

**[বিধি ৬ এর উপ-বিধি (১) দ্রষ্টব্য]**

| **লাইসেন্স নবায়নের আবেদনপত্র** | |
|---|---|
| ১। রিক্রুটিং এজেন্টের নাম ও ঠিকানা | |
| ২। স্বত্বাধিকারী/ব্যবস্থাপনা অংশীদার/ব্যবস্থাপনা পরিচালকের নাম | |
| ৩। রিক্রুটিং এজেন্টের লাইসেন্সের ফটোকপি | |
| ৪। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, বাড়ি ভাড়ার চুক্তিনামার কপি ও ভাড়া পরিশোধের রসিদ | |
| ৫। বিগত ৩ (তিন) বৎসরের কর্মকাণ্ডের প্রতিবেদন (বিবরণী সংযুক্ত করিতে হইবে) | |
| ৬। ব্যুরো কর্তৃক সংরক্ষিত ডাটাবেজ হইতে কর্মীর প্লেসমেন্টের প্রমাণক | |
| ৭। মহাপরিচালক, জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর অনুকূলে প্রদত্ত লাইসেন্স নবায়নের জন্য আবেদন ফি'র পে-অর্ডার | |
| ৮। স্বত্বাধিকারী/ব্যবস্থাপনা অংশীদার/ব্যবস্থাপনা পরিচালকের বিরুদ্ধে কোন আদালতে দেওয়ানি বা ফৌজদারি মামলা অনিষ্পন্ন থাকিলে উহার বিবরণ | |
| ৯। রিক্রুটিং এজেন্টের বিরুদ্ধে কোন আদালত কর্তৃক কোনরূপ দণ্ড প্রদান করা হইয়া থাকিলে অথবা সরকার ব ব্যুরো কর্তৃক কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গৃহীত হইয়া থাকিলে উহার বিবরণ | |
| ১০। আবেদনপত্র দাখিলের ক্ষেত্রে বিলম্বের (যদি থাকে) কারণ (প্রয়োজনে পৃথক কাগজ ব্যবহার করা যাইবে) | |
| আমি/আমরা এই মর্মে ঘোষণা করিতেছি যে, এই আবেদনপত্রে প্রদত্ত তথ্য ও কাগজাদি সত্য ও সঠিক। | |
| তরিখ : | আবেদনকারীর স্বাক্ষর ও সিলমোহর |

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সেলিম রেজা
সচিব।

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

রবিবার, জুন ১১ ২০১৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

**প্রজ্ঞাপন**

তারিখ : ২২ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৪ বঙ্গাব্দ/০৫ জুন ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

**এস, আর, ও নং ১৭৪-আইন/২০১৭।** বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন ২০১৩ (২০১৩ সনের ৪৮ নং আইন) এর ধারা ৪৭ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা:-

**১। শিরোনাম :-** এই বিধিমালা বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১৭ নামে অভিহিত হইবে।

**২। সংজ্ঞা** (১) বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়-

(ক) 'অভিবাসন' অর্থ আইনের ধারা ২ এর দফা (১) এ সংজ্ঞায়িত অভিবাসন ;

(খ) 'অভিবাসী কর্মী' বা 'কর্মী' অর্থ আইনের ধারা ২ এর দফা (৩) এ সংজ্ঞায়িত অভিবাসী কর্মী বা কর্মী;

(গ) 'আইন' অর্থ বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৪৮নং আইন);

(ঘ) 'দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা' অর্থ বিধি ৭ এর অধীন নিযুক্ত শ্রম কল্যাণ উইং এর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা;

(ঙ) 'নিবন্ধন' অর্থ বিধি ৫ এর অধীন নিবন্ধন;

(চ) 'নিয়োগকারী' অর্থ আইনের ধারা ২ এর দফা (৮) এ সংজ্ঞায়িত নিয়োগকারী;

(ছ) 'ফরম' অর্থ এই বিধিমালার ফরম;

(জ) 'ব্যুরো' অর্থ জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো;

(ঝ) 'মহাপরিচালক' অর্থ ব্যুরোর মহাপরিচালক ;

(ঞ) 'রিক্রুটিং এজেন্ট' অর্থ আইনের ধারা ২ এর দফা (১৬) এ সংজ্ঞায়িত রিক্রুটিং এজেন্ট; এবং

(ট) 'শ্রম কল্যাণ উইং' অর্থ আইনের ধারা ২৩ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত শ্রম কল্যাণ উইং।

(২) এই বিধিমালায় যে সকল শব্দ বা অভিব্যক্তির সংজ্ঞা দেওয়া হয় নাই, সেই সকল শব্দ বা অভিব্যক্তি আইনে যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে ব্যবহৃত হইবে।

**(৩) ইলেকট্রনিক পদ্ধতি প্রচলন:-** সরকার, আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, অভিবাসন ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সমন্বিত ইলেকট্রনিক পদ্ধতি প্রচলনের (ডিজিটাইজেশন) ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

**(৪) ডাটাবেজ তৈরী ও সংরক্ষণ :-** ব্যুরো, নিম্নবর্ণিত বিষয়ে পৃথক পৃথকভাবে ইলেকট্রনিক ডাটাবেজ তৈরি এবং সংরক্ষণ করিতে পারিবে, যথা-

(ক) অভিবাসনে আগ্রহী কর্মীর তথ্য;

(খ) অভিবাসী কর্মীর তথ্য;

(গ) বৈদেশিক চাকরি সংক্রান্ত তথ্য;

(ঘ) দেশভিত্তিক কর্মীর তথ্য;

(ঙ) জেন্ডার ও বয়সভিত্তিক কর্মীর তথ্য;

(চ) বিদেশ হইতে ফেরত কর্মীর তথ্য;

(ছ) রিক্রুটিং এজেন্টদের তথ্য;

(জ) নিয়োগকারীর তথ্য; এবং

(ঝ) আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার কর্তৃক সময় সময়, নির্দেশিত অন্যান্য বিষয়।

**(৫) নিবন্ধন :-** (১) অভিবাসন করিতে আগ্রহী ব্যক্তি বা সকল অভিবাসী কর্মীকে আইনের ধারা ১৯ এর উপধারা (১) ও (২) এর বিধান মোতাবেক নিবন্ধন করিতে হইবে।

(২) আইনের ধারা ১৯ এর উপ-ধারা (২) এর অধীন নিবন্ধনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশ মিশন বা দূতাবাস নিবন্ধনের বিষয় ব্যুরোকে অবহিত করিবেন।

(৩) উপ-ধারা (১) ও (২) এর অধীন নিবন্ধন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য মহাপরিচালক বা, ক্ষেত্রমত, বাংলাদেশ মিশন বা দূতাবাস প্রধান, নিবন্ধনের দায়িত্ব পালন করিবেন।

(৪) উপ-বিধি (৩) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, মহাপরিচালক ব্যুরোর অন্য কোন কর্মকর্তা বা, ক্ষেত্রমত, বাংলাদেশ মিশন বা দূতাবাস প্রধান কোন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নিবন্ধনের দায়িত্ব পালনের জন্য ক্ষমতা অর্পণ করিতে পারিবেন।

**(৬) ব্যুরোর দায়িত্ব ও কার্যাবলি :-** আইন ও এই বিধিমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, ব্যুরোর দায়িত্ব ও কার্যাবলি হইবে নিম্নরূপ, যথা:-

(১) অভিবাসীর সংখ্যা অনধিক ২৫ (পঁচিশ) জন হইলে সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশ মিশন কর্তৃক সত্যায়িত চাহিদাপত্র পরীক্ষা এবং প্রক্রিয়াকরণ;

(২) অভিবাসীর সংখ্যা ২৫ (পঁচিশ) জনের অধিক হইলে অথবা চাহিদাপত্র মিশন বা দূতাবাস কর্তৃক সত্যায়িত না হইলে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত চাহিদাপত্র প্রক্রিয়াকরণ;

(৩) বহির্গমন ছাড়পত্র প্রদান;

(৪) অভিবাসী কর্মীগণকে নিয়োগের শর্তাবলি সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞাত বা অবহিতকরণ;

(৫) অভিবাসী কর্মীদের বহির্গমন বা বহির্গমন ছাড়পত্র প্রদানের পূর্বে নিয়োগকৃত সংশ্লিষ্ট দেশের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার টেলিফোন নম্বর ও ই-মেইল, ঠিকানা, হেল্প লাইন নম্বর (যদি থাকে), আবাসনের ঠিকানা (যদি থাকে) এবং শ্রম কল্যাণ উইং কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য সুবিধা সম্পর্কিত তথ্য প্রদান;

(৬) বহির্গমন ছাড়পত্রের তালিকা সংশ্লিষ্ট দেশের বাংলাদেশ মিশন বা দূতাবাসে অনলাইনে প্রেরণ।

(৭) বহির্গমন ছাড়পত্র প্রদানের পূর্বে কর্মীদের প্রশিক্ষণ বা ওরিয়েন্টেশন এর ব্যবস্থা গ্রহণ;

(৮) বিদেশে গমন ও বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তনের সময় বিমানবন্দর, বা, ক্ষেত্রমত, স্থল ও নৌ বন্দরে অভিবাসী কর্মীদের প্রয়োজনীয় সহায়তা ও সেবা প্রদান;

(৯) কার্যকর এবং দক্ষ অভিবাসন ও কর্মসংস্থান সেবা গড়িয়া তুলিবার জন্য বিভিন্ন প্রকার ডাটাবেজ তৈরি ও সংরক্ষণ;

(১০) অভিবাসী কর্মীদের কর্ম ও জীবনমানের অবস্থা এবং আন্তর্জাতিক শ্রম বাজার সম্পর্কে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও গবেষণা;

(১১) বৈদেশিক কর্মসংস্থান বিষয়ে একটি তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করা এবং ব্যুরোর ওয়েবসাইটে মাসিক প্রতিবেদন প্রকাশ নিশ্চিতকরণ।

(১২) রিক্রুটিং এজেন্টদের বৃত্তান্ত সংরক্ষণ;

(১৩) রিক্রুটিং এজেন্টদের অফিস, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, যদি থাকে, এবং নিয়োগের উদ্দেশ্যে প্রার্থী নির্বাচনের স্থান পরিদর্শন;

(১৪) রিক্রুটিং এজেন্টদের কার্যক্রম মনিটরিং এবং এতদসংক্রান্ত অভিযোগ তদন্ত করা;

(১৫) বৈদেশিক কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি ও পরিধি সম্প্রসারণের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ;

(১৬) অভিবাসী কর্মীর সামাজিক নিরাপত্তামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন;

(১৭) রিক্রুটমেন্ট সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা; এবং

(১৮) সরকার কর্তৃক, সময় সময়, প্রদত্ত নির্দেশনা অনুযায়ী কার্য সম্পাদন।

৭। **দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, ইত্যাদি নিয়োগ :-** (১) আইনের ধারা ২৩ ও ২৪ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন সরকারি কর্মচারীদের মধ্য হইতে শ্রম কল্যাণ উইং এর দায়িত্ব পালনের জন্য এক বা একাধিক কর্মকর্তাকে নিয়োগ প্রদান করিতে পারিবে।

(২) সরকার, প্রয়োজনে, শ্রম কল্যাণ উইং এর কাজে সহায়তার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক অন্যান্য কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে।

৮। **শ্রম কল্যাণ উইং এর দায়িত্ব ও কার্যাবলি :-** (১) শ্রম কল্যাণ উইং নিম্নবর্ণিত কার্যাবলি সম্পাদন করিবে, যথা:-

(ক) কর্মীদের নিবন্ধন;

(খ) অভিবাসী কর্মীদের কর্মস্থল পরিদর্শন এবং কাজের অবস্থা তদারকি;

(গ) অভিবাসী কর্মীদের সার্বিক কল্যাণের স্বার্থে নিম্নবর্ণিত বিষয়াদিসহ সামগ্রিক বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দেশের সরকার এবং কর্তৃপক্ষের সহিত যোগাযোগ রক্ষা:-

(অ) কাজের পরিবেশ;

(আ) জীবন মানের অবস্থা;

(ই) আইনগত সুরক্ষা;

(ঈ) শারীরিক, মানসিক, যৌন ও অন্য যে কোন প্রকার নিপীড়ন ও উহা হইতে সুরক্ষার ব্যবস্থা;

(উ) অভিবাসী কর্মীদের সংশ্লিষ্ট দেশে প্রবেশাধিকার;

(ঊ) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, নিয়মিতভাবে অবস্থানরত কর্মীদের নিয়মিতকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;

(ঋ) নিরাপদ ও নিয়মানুসারে দেশে প্রত্যাবর্তনের ব্যবস্থা গ্রহণ; এবং

(এ) সরকার কর্তৃক, সময় সময়, নির্দেশিত বিষয়াদি;

(ঘ) অভিবাসী কর্মীদের চাকরি রক্ষা, তাহাদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা এবং সংশ্লিষ্ট দেশের সরকার, আইন, নীতি এবং অন্যান্য বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করা;

(২) শ্রম কল্যাণ উইং এর দায়িত্ব হইবে নিম্নরূপ, যথা:-

(ক) নিম্নবর্ণিত বিষয়ে অভিবাসী কর্মীদের সহায়তা প্রদান, যথা:-

(অ) চিকিৎসা সেবা প্রাপ্তি;

(আ) নিয়োগকারীর নিকট হইতে তাহাদের পাওনা আদায়;

(ই) সংশ্লিষ্ট দেশের বিদ্যমান সামাজিক নিরাপত্তা এবং সুবিধাদি প্রাপ্তি;

(ঈ) অভিযোগ প্রতিকার লাভে সংশ্লিষ্ট দেশে আইনগত সহায়তা প্রাপ্তি;

(উ) বাংলাদেশ সরকারের নিকট অভিযোগসমূহ প্রেরণ;

(ঊ) রেমিটেন্স ব্যবস্থাপনা, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ এবং দেশে ফেরত আসিবার পর পেশা চিহ্নিতকরণ, ইত্যাদি বিষয়ে পরামর্শ প্রদান ও কর্মশালা বা সেমিনার আয়োজন করা।

(খ) অভিবাসী কর্মীর অভিযোগের ভিত্তিতে নিয়োগকারী  বা সংশ্লিষ্ট দেশের যথাযথ কর্তৃপক্ষের সহিত আলোচনাক্রমে মধ্যস্থতাকরণ ও সমন্বয় সাধন;

(গ) জরুরি অবস্থায় বা বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অভিবাসীদের জন্য বিপদজনক বিবেচিত এইরূপ পরিস্থিতিতে অভিবাসীদের প্রত্যাবর্তনের সহযোগিতা প্রদান;

(ঘ) অভিবাসী কর্মীদের মধ্যে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বন্ধন উন্নয়ন;

(ঙ) নিয়োগকারী কর্তৃক কোন অভিবাসী কর্মীকে নির্যাতন প্রমাণিত হইলে নিয়োগকারীকে কালো তালিকাভুক্ত করিবার সুপারিশ সংবলিত প্রতিবেদন সরকারের নিকট প্রেরণ;

(চ) অভিবাসী কর্মীর সহিত রিক্রুটিং এজেন্ট কর্তৃক কৃত অসদাচরণ, প্রতারণা বা নির্যাতনের বিষয়ে সরকারের নিকট প্রতিবেদন প্রেরণ;

(ছ) নিয়োগকারী বা নিয়োগকারীর প্রতিনিধি কর্তৃক উপস্থাপিত চাহিদাপত্র যাচাই ও সত্যায়ন;

(জ) শ্রম বাজারের অবস্থা সম্পর্কে সরকারকে, সময় সময়, অবহিতকরণ;

(ঝ) সংশ্লিষ্ট দেশ বাংলাদেশী কর্মীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি ও পরিধি সম্প্রসারণের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেয়া ও উদ্যোগ গ্রহণ;

(ঞ) প্রতিযোগিতাপূর্ণ চাকরি বাজারে সহজলভ্য হয় নাই এইরূপ ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের সুযোগ বিস্তৃত করিবার জন্য নিয়োগকারীদের সক্রিয় করা;

(ট) শ্রম কল্যাণ উইং এর কার্যসম্পাদন সম্পর্কিত দলিল নির্ভর বা ইলেক্ট্রনিক ডাটা ব্যবস্থাপনা, ডাটা এবং তথ্য সুব্যবস্থিত উপায়ে সংগ্রহ, বিশ্লেষণ, ব্যাখ্যা এবং অন্তর্ভুক্তকরণ;

(ঠ) অভিবাসী কর্মীর  পরিবারের সদস্য বা প্রতিনিধির নিকট হইতে প্রাপ্ত অভিযোগসমূহ রেকর্ড করিবার জন্য প্রতিদিন অনলাইন অভিযোগ সিস্টেম প্রবর্তন ও চেক করা;

(ড) অভিবাসী কর্মীদের প্রয়োজনে, নিরাপদ আবাসনের ব্যবস্থা করা;

(ঢ) নিয়োগকারী বা অন্য কোন ব্যক্তির দ্বারা কোন অভিবাসী কর্মী যৌন বা শারীরিক নির্যাতন, শ্রম শোষণ বা কদাচারের স্বীকার হইয়াছেন বা ঝুঁকিতে রহিয়াছেন মর্মে তথ্য প্রদান হইলে, নিম্নরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা, যথা:-

(অ) সংশ্লিষ্ট দেশের আইনানুযায়ী উক্ত কর্মীকে উদ্ধার করা;

(আ) নিরাপদ আবাসনে থাকিবার ব্যবস্থা করা;

(ই) প্রয়োজনে, পুলিশের নিকট আনুষ্ঠানিকভাবে অভিযোগ বা আদালতে মামলা দায়েরের ব্যবস্থা করা;

(ঈ) বাংলাদেশ বা সংশ্লিষ্ট দেশের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে প্রেরণের ব্যবস্থা করা;

(উ) প্রয়োজনে, চিকিৎসা সেবাসহ কাউন্সেলিং এর ব্যবস্থা গ্রহণ এবং কর্মীর ইচ্ছা অনুযায়ী, অন্য কোন কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা বা বাংলাদেশে ফেরত পাঠানোর বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ঊ) সংশ্লিষ্ট কর্মী, দেশে ফেরত আসিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে নিয়োগকারী অথবা রিক্রুটিং এজেন্ট কর্তৃক ফেরত আসিবার সম্পূর্ণ খরচ প্রদানের, যতদূর সম্ভব, ব্যবস্থা করা; এবং

(ঋ) সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী, অভিবাসী কর্মীর স্বাস্থ্য সুরক্ষা, সামাজিক কল্যাণ সেবা এবং পেশাগত উন্নয়ন কর্মসূচী গ্রহণসহ সামাজিক সুরক্ষা সেবা প্রতিষ্ঠা;

(ণ) বৈদেশিক শ্রম বাজার ও অভিবাসী কর্মী সংক্রান্ত বিষয়ে ব্যুরো কর্তৃক যাচিত তথ্যাদি প্রেরণ এবং ব্যুরোর সাথে সমন্বয় সাধন;

(ত) সরকার কর্তৃক, সময় সময়, প্রদত্ত নির্দেশনা অনুযায়ী কার্য সম্পাদন।

**৯। শ্রম কল্যাণ উইং কর্তৃক অভিযোগ নিষ্পত্তিকরণ।-** অভিবাসী, নিয়োগকারী বা রিক্রুটিং এজেন্টের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ প্রাপ্তির পর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিম্নবর্ণিত ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন, যথা:-

(ক) অভিযোগটি যদি কোন নিয়োগকারীর বিরুদ্ধে হয়, তাহা হইলে তিনি নিয়োগকারীর সহিত অভিযোগকারীর নালিশের নিষ্পত্তির চেষ্টা করিবেন;

(খ) দফা (ক) অনুযায়ী বিষয়টি নিষ্পত্তি না হইলে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অভিযোগকারীকে সংশ্লিষ্ট আদালতে মামলা করিবার জন্য সহায়তা করিবেন;

(গ) নিয়োগকারী কর্তৃক অভিবাসী কর্মীর বিরুদ্ধে অভিযোগের ক্ষেত্রে অভিবাসী কর্মীকে চুক্তিপত্রের শর্তাবলি মানিয়া চলিবার জন্য পরামর্শ প্রদান এবং গুরুতর অসদাচরণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অভিবাসী কর্মীকে দেশে প্রত্যাবর্তনের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(ঘ) অভিযোগটি যদি কোন রিক্রুটিং এজেন্টের বিরুদ্ধে হয়, তাহা হইলে তিনি প্রয়োজনীয় তথ্যাদি এবং সুপারিশসহ বিষয়টি সরকার ও ব্যুরোর নিকট প্রেরণ করিবেন;

**১০। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ:-** কোন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আইন ও এই বিধিমালার অধীন কোন দায়িত্বপালনে অনীহা বা অনিচ্ছা প্রদর্শন করিলে অথবা অভিবাসী কর্মীকে সহায়তা না করিলে, কোন ব্যক্তি নিজ নামে বা সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি উক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে সরকার, ব্যুরো বা বাংলাদেশ দূতাবাস বা মিশনের প্রধান বরাবর সরাসরি লিখিতভাবে বা ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে অভিযোগ দাখিল করিতে পারিবে।

**১১। ব্যক্তিগত ভিসা সংগ্রহকারী কর্মীদের বহির্গমন ছাড়পত্র প্রদান।-** (১) ব্যক্তিগতভাবে সংগৃহীত ভিসাধারী কোন কর্মী বিদেশ গমনের ক্ষেত্রে ফরম-ক অনুযায়ী ব্যুরোর নিকট আবেদন করিতে পারিবে।

(২) ব্যুরো কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উপ-বিধি (১) এর অধীন আবেদন প্রাপ্তির ৩ (তিন) কার্য দিবসের মধ্যে বহির্গমন ছাড়পত্র প্রদান করিবে।

(৩) উপ-বিধি (২) এ উল্লিখিত সময়ের মধ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বহির্গমন ছাড়পত্র প্রদান না করিলে বা ছাড়পত্র প্রদান করিতে ব্যর্থ হইলে সংক্ষুব্ধ কর্মী মহাপরিচালকের নিকট আপিল করিতে এবং আবেদন প্রাপ্তির ৩ (তিন) কার্য দিবসের মধ্যে মহাপরিচালক আপিল নিষ্পত্তি করিবেন এবং সংক্ষুব্ধ কর্মীকে অবহিত করিবেন।

**(১২) ফি প্রদান।-** প্রত্যেক অভিবাসী কর্মীকে আইনের ধারা ২০ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার কর্তৃক আদেশ দ্বারা, নির্ধারিত পরিমাণ ফি "৩৬-বিবিধ-১" খাতে প্রদান করিতে হইবে।

**(১৩) বিজ্ঞপ্তি, ইত্যাদি।-** কোন রিক্রুটিং এজেন্ট কর্মী নির্বাচনের জন্য আইনের ধারা ১৯ এর উপ-ধারা (৩) এর শর্তাংশের অধীন অনুমতি পাইবার পর জাতীয় পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিবে এবং উহার অতিরিক্ত হিসাবে স্থানীয় ও ইলেক্ট্রনিক পত্রিকা এবং নিজস্ব ওয়েব সাইটেও প্রচার করিতে পারিবে।

**(১৪) প্রশিক্ষণ, পরামর্শ, ইত্যাদি।-** (১) ব্যুরো ও রিক্রুটিং এজেন্টগণ বিদেশে প্রচলিত বিধি প্রবিধান, বৈদেশিক চাকরি ও এতদ্‌সংক্রান্ত চুক্তি কর্মপরিবেশ ও আনুষঙ্গিক বিষয়ে অভিবাসী কর্মীর জ্ঞান আহরণের জন্য, সরকার বা ব্যুরো কর্তৃক অনুমোদিত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র বা সেন্টারে, পরামর্শ, ব্রিফিং, ওরিয়েন্টেশন বা প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন ব্যুরো-

(ক) জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস এবং কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে সম্প্রসারিত কর্মসূচি গ্রহণ করিবে;

(খ) কর্মীদের জন্য নূতন নূতন ও যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ ও প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন এবং উহার সনদ বা স্বীকৃতি প্রদান করিবে;

(গ) কর্মীদের প্রশিক্ষণের জন্য একটি প্রমিত কারিকুলাম, প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল ও শিক্ষার উপাদান প্রস্তুত ও প্রকাশ করিবে;

(ঘ) কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, রিক্রুটিং এজেন্ট কর্তৃক পরিচালিত প্রশিক্ষণ বা পরামর্শ কেন্দ্রসহ অন্যান্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নিয়মিত পরিদর্শন করিবে এবং সরকারের নিকট প্রতিবেদন দাখিল করিবে;

(ঙ) অভিবাসীদের শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে প্রামাণ্য চিত্র, পুস্তিকা, ক্যাসেট, ইত্যাদি প্রকাশ করিবে; এবং

(চ) বিদেশী নিয়োগকারী বা প্রতিষ্ঠানের সাথে যৌথ উদ্যোগে দেশে ও বিদেশে চাহিদাভিত্তিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করিবে।

**১৫। সালিস বা মধ্যস্থতা।-** (১) সরকার, আইনের ধারা ৪১ এর অধীন উত্থাপিত অভিযোগ সালিস বা মধ্যস্থতার মাধ্যমে নিষ্পত্তির নিমিত্ত, ব্যুরোর কোন কর্মকর্তাকে ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবে;

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-

(ক) বিরোধের প্রত্যেক পক্ষকে, তদ্‌কর্তৃক নির্ধারিত তারিখ, সময় ও স্থানে, সাক্ষ্য প্রমাণসহ নিজে উপস্থিত হইবার বা উহার পক্ষে প্রতিনিধি প্রেরণের জন্য লিখিত নোটিশ জারি করিবেন; এবং

(খ) উভয় পক্ষের শুনানি গ্রহণ এবং প্রয়োজনে, তৃতীয় পক্ষের বক্তব্য ও সাক্ষ্য গ্রহণক্রমে সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্রাদি ও দলিলাদি পর্যালোচনা করিয়া অভিযোগ নিষ্পত্তি করিবেন; এবং

(গ) দফা (খ) এ বর্ণিত অভিযোগ নিষ্পত্তির প্রতিবেদন লিখিতভাবে সরকার ও ব্যুরোর নিকট দাখিল এবং উহার অনুলিপি পক্ষগণকে প্রেরণ করিবেন।

**(১৬) সরকারের নিকট আপিল।-** কোন ব্যক্তি, ব্যুরোর কোন কর্মকর্তা বা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সিদ্ধান্তে সংক্ষুব্ধ হইলে, তিনি উক্তরূপ সিদ্ধান্ত প্রদানের ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে, উক্ত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সরকারের নিকট আপিল করিতে পারিবেন এবং সরকার আবেদন প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে উহা নিষ্পত্তি করিবে এবং এইক্ষেত্রে সরকারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে।

**(১৭) রহিতকরণ ও হেফাজত।-** (১) এই বিধিমালা কার্যকর হইবার সঙ্গে সঙ্গে বহির্গমন বিধিমালা, ২০০২, অতঃপর উক্ত বিধিমালা বলিয়া উল্লিখিত, এতদ্‌দ্বারা রহিত হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন রহিত হওয়া সত্ত্বেও, উক্ত বিধিমালার অধীন-

(ক) কৃত কোন কার্য বা গৃহীত ব্যবস্থা এই বিধিমালার অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে; এবং

(খ) দাখিলকৃত কোন আবেদন, কার্যধারা, ইত্যাদি অনিষ্পন্ন থাকিলে উহা এমনভাবে নিষ্পত্তি করিতে হইবে যেন এই বিধিমালা প্রণীত হয় নাই।

**(১৮) ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ।-** এই বিধিমালা কার্যকর হইবার পর, সরকার, সরকারি, গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই বিধিমালার ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিতে পারিবে; তবে শর্ত থাকে যে, ইংরেজি পাঠ এবং বাংলা পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

**ফরম-ক**

**[বিধি-১১(১) দ্রষ্টব্য]**

নিবন্ধন ও বহির্গমন ছাড়পত্রের জন্য ব্যক্তিগত ভিসা সংগ্রহকারী কর্মীর আবেদনপত্র

| আবেদনকারীর ব্যক্তিগত তথ্যাদি | | | |
|---|---|---|---|
| | | | ছয় মাসের অধিক সময় পূর্বে তোলা নয় এরূপ পাসপোর্ট সাইজের একটি ফটো আঠা দিয়ে লাগান |
| আবেদনকারী কর্মীর নাম: | | | |
| পিতা/স্বামীর নাম: | | | |
| মাতার নাম: | | | |
| লিঙ্গ: | ☐ মহিলা ☐ পুরুষ ☐ অন্যান্য | | |
| জাতীয় পরিচয়পত্র নং: | | | |
| পাসপোর্ট নং: | | | |
| রেজিস্ট্রেশন নং:(যদি থাকে) | | | |
| ঠিকানা: | বাড়ি নং এবং/অথবা নাম: | সড়ক নং অথবা নাম | |
| | এলাকার নাম: | গ্রাম/শহর: | |
| | ইউনিয়ন: | থানা: | |
| | উপজেলা: | জেলা: | |
| | পোস্ট কোড: | বাড়ির নিকটস্থ কোন ল্যান্ডমার্ক: | |
| মোবাইল নং: | | | |
| গন্তব্য দেশের নাম: | | | |

| নিয়োগকারীর বিস্তারিত বিবরণ | | |
|---|---|---|
| ১. নিয়োগকারীর নাম: | | |
| ২. মালিকের/প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার পুরো নাম, যদি নিয়োগকারী কোম্পানী বা দোকান হয়: | | |
| ৩. নিবন্ধন ঠিকানা, কোম্পানী/ফ্যাক্টরী/দোকান /অন্য কোন ব্যবসা ক্ষেত্রে (যদি না হয় তাহলে প্রযোজ্য নয় লিখুন): | | |
| ৪. আবাসিক ঠিকানা, যদি নিয়োগকারী একক ব্যক্তি হয় (যদি একক ব্যক্তি না হন তাহলে প্রযোজ্য নয় লিখুন): | | |
| ৫. রাষ্ট্র ও সিটি কোডসহ টেলিফোন নম্বর: | | |
| ৬. ই-মেইল ঠিকানা: | | |
| ৭. পেশা বা পদের নাম: | | |
| ৮(ক) | মাসিক বেতন/ওয়েজ | |
| ৮(খ) | বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১৭ অভিবাসনের খরচ কে বহন করিবে (বিমান ভাড়া, বিমানবন্দর পরিবর্তন)? (চাহিদা পত্রের শর্তাবলী অনুযায়ী সঠিক বক্সে চিহ্ন দিন) | ☐ শতকরা ১০০ ভাগ নিয়োগকারী কর্তৃক<br>☐ শতকরা ৫০ ভাগ বিমান ভাড়া নিয়োগকারী কর্তৃক এবং<br>☐ শতকরা ৫০ ভাগ বিমানভাড়া ও অন্য সকল খরচ আমি বহন করিব<br>☐ শতকরা ১০০ ভাগ আমি বহন-করিব<br>☐ অন্য কোন.................................................. |
| ৮(গ) | কর্মসংস্থান চুক্তিতে বর্ণিত মেয়াদ | ...............................বৎসর.....................মাস |
| ৮(ঘ) | বাসস্থান (চাহিদা পত্রের শর্তাবলী অনুযায়ী সঠিক বক্সে চিহ্ন দিন) | ☐ বাসস্থান নিয়োগকারী কর্তৃক বিনামূল্যের বরাদ্দ করা হইবে<br>☐ নিয়োগকারী কর্তৃক সরবরাহকৃত বাসস্থানের খরচ আমি বহন করিব<br>☐ আমি বাসস্থানের ব্যবস্থা ও খরচ বহন করিব<br>☐ অন্য কোন.................................................. |

| | | |
|---|---|---|
| ৮(ঙ) | খাদ্য<br>(চাহিদা পত্রের শর্তাবলী অনুযায়ী সঠিক বক্সে চিহ্ন দিন) | ☐ নিয়োগকারী প্রতিদিন তিন বেলা খাবার ও পানি বিনামূল্যে সরবরাহ করিবে<br>☐ নিয়োগকারী প্রতি কর্ম দিবসে একবেলা খাবার ও পানি সরবরাহ করিবে<br>☐ আমি নিজে সকল খাবার ও পানির ব্যবস্থা করিব<br>☐ অন্য কোন................................................... |
| ৮(চ) | প্রতি দিবসে কর্ম ঘণ্টা | |
| ৮(ছ) | জীবন বীমা | |
| ৮(জ) | স্বাস্থ্য বীমা | |
| ৮(ঞ) | প্রতি সপ্তাহে কর্ম দিনের সংখ্যা | |
| ৮(ট) | বৎসরে অনুমোদিত সরকারি ছুটির সংখ্যা | |
| ৮(ঠ) | বৎসরে অনুমোদিত পরিশোধিত অসুস্থকালীন ছুটির সংখ্যা | |
| ৮(ড) | বৎসরে অনুমোদিত পরিশোধিত ছুটির সংখ্যা | |
| ৮(ঢ) | অন্য কোন সুবিধা | |

## আত্মীয়/বন্ধুর বিস্তারিত বিবরণ

আমি নিশ্চিত করিতেছি যে, নিম্নবর্ণিত আত্মীয়/বন্ধুর মাধ্যমে আমি চাকরি/ভিসা সংগ্রহ করিয়াছি:

| | | |
|---|---|---|
| নাম: | | |
| জাতীয় পরিচয়পত্র নং: | | |
| সম্পর্ক: | | |
| গন্তব্য রাষ্ট্রে মোবাইল নং | | |
| বাংলাদেশ এবং গন্তব্য দেশে ঠিকনা: | বাংলাদেশ:<br>বাড়ি নং এবং/অথবা নাম:<br>সড়ক নং অথবা নাম:<br>এলাকা:<br>গ্রাম/শহর:<br>ইউনিয়ন:<br>থানা:<br>উপজেলা:<br>জেলা:<br>পোস্ট কোড: | গন্তব্য দেশ: |

## রিক্রুটিং এজেন্ট (প্রযোজ্য বক্সে ☒ চিহ্ন দিন)

☐ আমি নিশ্চিত করিতেছি যে, আমি কোন রিক্রুটিং এজেন্ট ব্যবহার করি নাই।

☐ আমি অভিবাসন ও অন্যান্য বিষয়ে প্রয়োজনীয় দলিলাদি পূরণের জন্য রিক্রুটিং এজেন্টের সহায়তা লইয়াছি। আমি যে রিক্রুটিং এজেন্ট ব্যবহার করিয়াছি উহার বিবরণ নিম্নরূপ:

| | |
|---|---|
| রিক্রুটিং এজেন্টের নাম: | লাইসেন্স নম্বর: |
| ঠিকানা: | রিক্রুটিং এজেন্টের সদস্যের নাম যিনি আমার রিক্রুটমেন্ট পরিচালনা করিবেন: |
| অফিসের ফোন নং: | রিক্রুটিং এজেন্টের সদস্যের মোবাইল নং: |
| আমি চাকরির চুক্তিনামা স্বাক্ষর করিয়াছি: | ☐ হ্যাঁ ☐ না |

## সংযুক্ত দলিলাদি

আমি নিম্ন বর্ণিত দলিলাদি সংযুক্ত করিতেছি এবং যাচাইয়ের জন্য মূল কপি আনিব:

☐ মেশিন রিডেবল পাসপোর্টের কপি, ন্যূনতম ছয় মাসের মেয়াদসহ;
☐ কর্মসংস্থানের ভিসার কপি;
☐ ওয়ার্ক পারমিটের কপি, যদি গন্তব্য রাষ্ট্রের আইন অনুযায়ী আবশ্যকীয় হয়;
☐ আইন অনুযায়ী কর্মসংস্থান চুক্তির কপি;
☐ কর্মবিবরণী অথবা চাহিদা পত্রের কপি;
☐ কার্যকর রিটার্ন টিকেটের কপি অথবা একমুখী যাত্রার টিকেট, যদি চুক্তি এক বৎসরের অধিক হয়;
☐ পরিবারের তথ্যাদি, জরুরি যোগাযোগ এবং উত্তরাধিকারীর বিস্তারিত তথ্যাদি সম্বলিত ফরম-৬ এর মূল কপি;
☐ দুইটি ব্যাংক  হিসাবের প্রমাণপত্র, একটি স্বামী ও স্ত্রীর যৌথ নামে, অপরটি নিজ নামে:
☐ জীবন বীমার প্রমাণপত্র;
☐ স্বাস্থ্য বীমার প্রমাণপত্র;
☐ স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হাসপাতাল বা ক্লিনিক হইতে প্রদত্ত কর্মক্ষম সার্টিফিকেট;
☐ নির্বাচিত কর্মী গন্তব্য দেশের নিরাপত্তা ফৌজদারি বা অভিবাসনের জন্য হুমকিস্বরূপ নন স্থানীয় পুলিশ কর্তৃপক্ষ জারিকৃত এরূপ নিরপরাধ সার্টিফিকের্ট/অপরাধ যাচাই রিপোর্ট;
☐ জীবন বৃত্তান্তের কপি;
☐ জন্ম নিবন্ধন সার্টিফকেট কপি; এবং
☐ রিক্রুটিং এজেন্সির সহিত সেবা চুক্তির কপি, যদি বৈদেশিক কর্মসংস্থানের সঠিকতা যাচাই ও অভিবাসন দলিলাদি প্রস্তুতির কাজে রিক্রুটিং এজেন্সির সেবা গ্রহণ করা হয়।

## ঘোষণা

আমি এই মর্মে নিশ্চিত করিতেছি যে, যে সকল তথ্যাদি এই ফরমে দেওয়া হইয়াছে আমার জানামতে উহা সঠিক আছে এবং আমি বিশ্বাস করি যে, যদি প্রদত্ত তথ্যাদি সত্য না হয় বা দলিলাদি জাল হয় তাহলে আমাকে ইমিগ্রেশন ক্লিয়ারেন্স নাও প্রদান করা হইতে পারে অথবা পরবর্তীতেও যদি জালিয়াতি বা ভুল পাওয়া যায় তাহা হইলে আমাকে ফেরত পাঠানোও হইতে পারে।

কর্মীর স্বাক্ষর:

নাম:

তারিখ: স্থান:

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
বেগম শামছুন নাহার
সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয়

নং-শা-১৩/কল্যাণ-১/৯০/৪৪৯ তাং ১৫-১১-১৯৯০ইং/৩০-০৭-১৩৯৭বাং

**“প্রজ্ঞাপন”**

**বিষয় ঃ প্রবাসী বাংলাদেশি কর্মীদের দেশে ও বিদেশে কল্যাণার্থে “ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ তহবিল” গঠন ও তদসংক্রান্ত বিধিমালা।**

মধ্যপ্রাচ্যসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির প্রেক্ষিতে জনশক্তি রপ্তানি প্রক্রিয়া ১৯৭৬ইং সন হইতে শুরু করিয়া ক্রমবর্ধমান হারে বাড়িয়াছে। ইহার ফলে বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশি কর্মীগণ কর্মরত থাকিয়া বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন পূর্বক দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে বিশেষ অবদান রাখিতেছেন এবং ইহাতে দেশের বেকার সমস্যাও কিছুটা লাঘব হইতেছে।

২। এই সব প্রবাসী বাংলাদেশি কর্মীগণ বিদেশে অসময়ে চাকুরীচ্যুত, নিয়োগকর্তা কর্তৃক চাকুরীর শর্তাবলি পূরণে ব্যর্থতা, কঠিন রোগে আক্রান্ত হইলে সুচিকিৎসার অভাব, নিয়োগ সংক্রান্ত দলিলাদি সঠিক না থাকার দরুন চাকুরী না পাইয়া বিদেশে নিরাশ্রয় হওয়ার মতো বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হয়। কোন কোন সময় নিরাশ্রয় ও কপর্দকশূন্য অবস্থায় স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে এবং স্বগৃহে গমনের মতো কোন অর্থই তাহাদের হাতে থাকে না।

৩। সরকার এই সকল সমস্যার কথা বিবেচনা করিয়া বহির্গমন অধ্যাদেশ ১৯৮২ এর ১৯(ক) নং ধারার আওতায় “ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ তহবিল” নামে একটি তহবিল গঠন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।

**তহবিলের অবস্থান ও উদ্দেশ্য ঃ—**

৪। দেশীয় মুদ্রায় ঢাকায় গঠিত হইবে কেন্দ্রীয় কল্যাণ তহবিল এবং বৈদেশিক মুদ্রায় গঠিত হইবে বাংলাদেশ দূতাবাস সমূহে স্থানীয় কল্যাণ তহবিল। এই তহবিলের উদ্দেশ্য বা কার্যক্রম হইবে নিম্নরূপ ঃ

(১) **হোস্টেল কাম ব্রিফিং সেন্টার স্থাপন ঃ**

আপাততঃ এই উদ্দেশ্যে কোন হোস্টেল কাম ব্রিফিং সেন্টার না খুলিয়া টঙ্গীতে অবস্থিত আই,আর,আই (ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশনস ইনস্টিটিউট) ভবনে বিদেশগমনকারী কর্মীদের ব্রিফিং প্রদান করা হইবে।

(২) **বিদেশগামী কর্মীদের জন্য ওরিয়েন্টেশন ও ব্রিফিং প্রদান ঃ-**

বাংলাদেশ হইতে প্রথমবারের মতো বিদেশে চাকুরী লইয়া গমনকারী নাগরিকগণ নিয়োগকারী দেশের নিয়ম-কানুন, প্রচলিত বিধি নিষেধ, সামাজিক রীতিনীতি, আবহাওয়া ও পরিবেশ, ভাষা, শ্রম আইন ও উহার আওতায় এবং চাকুরীর চুক্তি অনুসারে তাহাদের কর্তব্য ও অধিকার সম্বন্ধে সম্যক অবগত থাকে না বিধায় জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর কর্মকর্তাদের নিকট হইতে বিদেশ যাত্রার পূর্বে নিজ প্রয়োজনেই যথাযথ ব্রিফিং গ্রহণ করিবেন।

(৩) **বিমানবন্দর কল্যাণ ডেস্ক স্থাপন ঃ**

এই ডেস্ক জনশক্তি ব্যুরো কর্মকর্তাগণ কর্তৃক পরিচালিত হইবে এবং ইহার মাধ্যমে বিদেশগমনকালে কর্মীদিগকে বিমানবন্দরের আনুষ্ঠানিকতা সম্পাদনে সাহায্য করা হইবে। প্রত্যাবর্তনকারী কর্মীদের নিকট হইতে নির্ধারিত ফরমে তথ্য সংগ্রহ করিয়া জনশক্তি রপ্তানি এবং প্রত্যাবর্তনকারীদের সম্ভাব্য প্রত্যাবাসনে গবেষণায় ব্যবহার করা হইবে।

(৪) **মৃত দেহ দেশে ফেরত আনার ব্যবস্থা করা ঃ-**

বিদেশে কর্মরত অবস্থায় কোন বাংলাদেশি নাগরিক মৃত্যুবরণ করিলে এবং নিয়োগকর্তা মৃতদেহ স্বদেশে প্রেরণের খরচ বহন না করিলে ও মৃত ব্যক্তির আত্মীয় স্বজন খরচ বহনে অক্ষম হইলে দূতাবাস প্রধান এই তহবিলের অর্থে মৃত দেহ স্বদেশে প্রেরণের ব্যবস্থা করিতে পারিবেন।

৫। **পঙ্গু, অসুস্থ এবং আটকাপড়া বাংলাদেশি কর্মীদের দেশে ফেরত আনার ব্যবস্থা করা ঃ**

কর্মরত অবস্থায় কোন বাংলাদেশি নাগরিক পঙ্গু বা অসুস্থ হইয়া কাজের অনুপযুক্ত হইয়া পড়িলে এবং নিয়োগকর্তা হইতে প্রত্যাবর্তন খরচ না পাইলে এবং নিজ সামর্থ্য না থাকিলে দূতাবাস প্রধান কল্যাণ তহবিলের অর্থে তাহাকে স্বদেশে প্রেরণের ব্যবস্থা করিতে পারিবেন। বিদেশ কাজ করিতে গিয়া নিজের জ্ঞাতসারে কোন অপরাধ না করিয়াও যদি কোন বাংলাদেশি নাগরিক আটকা পড়িয়া অসহায় অবস্থায় পতিত হয়, তবে তাহাকেও কল্যাণ তহবিলের খরচে দূতাবাস প্রধান দেশে প্রেরণ করিতে পারিবেন।

**৬। মৃত ব্যক্তির পরিবারের সাহায্য প্রদান ঃ—**

কোন বাংলাদেশি কর্মী বিদেশে কর্মরত অবস্থায় মারা গেলে তাহার মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ নিয়োগকারী দেশ হইতে পাইতে বিলম্ব ঘটিলে বা আদৌ কোন ক্ষতিপূরণ পাওয়া না গেলে জনশক্তি ব্যুরোর মহাপরিচালক পরিচালনা বোর্ডের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া কল্যাণ তহবিল হইতে মৃত ব্যক্তির পরিবারকে এককালীন অর্থ সাহায্য প্রদান করিতে পারিবেন।

**৭। দূতাবাসের মাধ্যমে কর্মীগণকে আইনগত সহায়তা প্রদান ঃ-**

বিদেশে কর্মরত কর্মীগণ চাকুরীর শর্তানুযায়ী বেতন, ভাতা, ক্ষতিপূরণ ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা লাভে প্রয়োজন হইলে কল্যাণ তহবিল এর অর্থে আইনজ্ঞের পরামর্শ গ্রহণ করিতে পারিবেন।

**৮। বাংলাদেশিদের জন্য দূতাবাস বিনোদনের ক্লাব ও তথ্য কেন্দ্র স্থাপন ঃ**

দূতাবাসের তত্ত্বাবধানে এবং সংশ্লিষ্ট দেশে কর্মরত বাংলাদেশি নাগরিকদের সহযোগিতায় এই ক্লাব স্থাপিত ও পরিচালিত হইবে।

**৯। তহবিল সংগ্রহ ঃ**

তহবিলের অর্থ দেশীয় মুদ্রায় এবং বৈদেশিক মুদ্রায় সংগ্রহ করা হইবে-

(ক) দেশীয় মুদ্রায় গঠিত কেন্দ্রীয় কল্যাণ তহবিলে জমা হইবেঃ

(১) রিক্রুটিং এজেন্সির নগদ জামানতের সুদ হিসাবে প্রাপ্ত টাকা।

(২) ব্যক্তিগত রিক্রুটিং এজেন্সির মাধ্যমে নিয়োগ প্রাপ্ত কর্মীদের নিকট হইতে কল্যাণ ও ব্রিফিং ফি বাবদ জনপ্রতি টাকা ১০০/-।

(৩) কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের প্রদত্ত দান।

(খ) বৈদেশিক মুদ্রায় গঠিত কল্যাণ তহবিলে জমা হইবে ঃ

(১) বাংলাদেশ মিশনসমূহে গৃহীত কনস্যুলার ফি এর উপর ১০% হারে গৃহীত সারচার্জ।

(২) দূতাবাস কর্তৃক চাকুরী সংক্রান্ত কাগজপত্র (কর্মী চাহিদা, চাকুরী, ভিসা ইত্যাদি) সত্যায়ন ফি বাবদ গৃহীত টাকা। চাহিদায় উল্লেখিত কর্মী সংখ্যার ভিত্তিতে এই সত্যায়ন ফি মাথা পিছু আমেরিকান অর্থ ডলার হিসাবে আদায় করা হইবে। তবে কোন গ্রুপ চাহিদা বা চাকুরী ভিসার দলিল ১০ আমেরিকান ডলারের কমে সত্যায়ন করা হইবে না। পাঁচ বা উহার বেশি কর্মী চাহিদা গ্রুপ চাহিদা এবং চার এর অনধিক কর্মী চাহিদা ব্যক্তিগত চাহিদা হিসাবে বিবেচিত হইবে। ব্যক্তিগত চাহিদার মাথাপিছু সত্যায়ন ফি হইবে ১ আমেরিকান ডলার এবং এই ধরনের চাহিদায় সর্বনিম্ন সত্যায়ন ফি হইবে ২ আমেরিকান ডলার। এই হিসাবের ভিত্তিতেই সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশ দূতাবাস স্থানীয় মুদ্রায় সত্যায়ন ফি আদায় করিবে।

(৩) কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের প্রদত্ত দান ঃ বৈদেশিক মুদ্রায় কল্যাণ তহবিল আপাততঃ সৌদি আরব, কুয়েত, সংযুক্ত আরব আমিরাত, ইরাক, ইরান, বাহরাইন, কাতার, ওমান, লিবিয়া, মালয়েশিয়া ও সিঙ্গাপুরে গঠিত হইবে।

**১০। পরিচালনা বোর্ড ঃ**

তহবিল পরিচালনার জন্য শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয়ের সচিবের সভাপতিত্বে এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও সংস্থার সদস্য সমন্বয়ে একটি পরিচালনা বোর্ড এই তহবিল পরিচালনা ও তদারকি করিবেন। এই পরিচালনা বোর্ডের সদস্যগণ পদাধিকার বলে নিম্নোক্তভাবে মনোনীত হইবেন।

| | | |
|---|---|---|
| ০১ | সচিব, শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয় | সভাপতি |
| ০২ | মহাপরিচালক, জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো | সদস্য |
| ০৩ | যুগ্ম-সচিব (জনশক্তি), শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয় | সদস্য |
| ০৪ | মহাপরিচালক, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় | সদস্য |
| ০৫ | যুগ্ম-সচিব, বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রণালয় | সদস্য |
| ০৬ | যুগ্ম-সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় | সদস্য |
| ০৭ | যুগ্ম-সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় | সদস্য |
| ০৮ | বাংলাদেশ ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট নির্বাহী পরিচালক | সদস্য |
| ০৯ | পরিচালক (কল্যাণ), জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো | সদস্য সচিব |

প্রয়োজনবোধে পরিচালনা বোর্ড বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব ইন্টারন্যাশনাল রিক্রুটিং এজেন্সিজ (বায়রা) এর সভাপতি বা সংশ্লিষ্ট কাহাকেও বোর্ডের বৈঠকে উপস্থিত থাকার আমন্ত্রণ জানাইতে পারিবে।

**১১। আর্থিক ক্ষমতা ঃ**

এই তহবিল হইতে উপরোল্লিখিত উদ্দেশ্য খরচের জন্য জনশক্তি ব্যুরোর মাধ্যমে সংগৃহীত তহবিল খরচ করার ক্ষমতা জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর মহাপরিচালকের উপর ন্যস্ত থাকিবে। বাংলাদেশ দূতাবাসসমুহের সংগৃহীত তহবিল হইতে খরচ করার ক্ষমতা সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রদূত/দূতাবাস প্রধানের উপর ন্যস্ত থাকিবে।

**১২। তহবিল সংরক্ষণ ঃ**

(ক) জনশক্তি ব্যুরোর মহাপরিচালক তাহার দপ্তরের নিকটবর্তী কোন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকে কল্যাণ তহবিলের নামে একটি সেভিংস একাউন্ট খুলিবেন। বহির্গমনকারী কর্মীদের নিকট হইতে মাথাপিছু প্রাপ্ত ১০০/- টাকা উক্ত একাউন্টে জমা হইবে এবং এজেন্সিদের নগদ জামানতের অর্জিত সুদ প্রতি অর্থ বছরের শুরুতে স্থানান্তরের মাধ্যমে এই একাউন্টে জমা করা হইবে। কোন দানের মাধ্যমে প্রাপ্ত নগদ অর্থও এই একাউন্টে জমা হইবে। এই একাউন্টে জমাকৃত মোট টাকার ৫০% দীর্ঘ মেয়াদি সঞ্চয়ের উদ্দেশ্য আই,সি,বি ইউনিট, সেভিংস সার্টিফিকেট ক্রয়ের মত লাভজনক খাতে বিনিয়োগ হইবে। এই সার্টিফিকেট ক্রয়ের ব্যাপারে পরিচালনা বোর্ড দিকনির্দেশনা প্রদান করিবে।

(খ) রাষ্ট্রদূত/মিশন প্রধানগণ স্থানীয়ভাবে দূতাবাসের নিকটবর্তী কোন ব্যাংকে বাংলাদেশি ওয়েজ আর্নার্স ওয়েলফেয়ার ফান্ড নামে একটি সেভিংস একাউন্ট খুলিবেন। আলাদা রেজিস্টার/লেজার বহিতে ১০% হারে কর্তন, সত্যায়ন ফি বাবদ কর্তন ও দানের মাধ্যমে কত অর্থ আদায় হয় তাহার মাসিক হিসাব রাখিবেন এবং পরবর্তী মাসের প্রথম কার্যদিবসে উক্ত একাউন্টে সমুদয় অর্থ জমা রাখিবেন।

**১৩। তহবিল হইতে খরচ ও অডিট ঃ**

(ক) দৈনিক আয় ও ব্যয়ের জন্য পৃথক ক্যাশ বুক রাখা হইবে যাহা পরবর্তীতে মূল ক্যাশ বুকে মাসিক জমা খরচের আকারে উঠানো হইবে। দৈনিক ক্যাশ বুক এর জমা ও খরচ মিশনের ক্ষেত্রে শ্রম অ্যাটাচি ও জনশক্তি ব্যুরোর ক্ষেত্রে পরিচালক (কল্যাণ) কর্তৃক সত্যায়ন করা হইবে। মাসিক আয় ব্যয়ের হিসাব যথাক্রমে মিশন প্রধান ও ব্যুরোর মহাপরিচালক কর্তৃক প্রতিস্বাক্ষরিত হইবে।

(খ) তহবিল হইতে যে সমস্ত খরচ হইবে সে সংক্রান্ত খরচের ভাউচার পৃথক পৃথক ভাবে নথিতে সংরক্ষণ করিতে হইবে। প্রত্যেক ব্যয়ে মিশন প্রধান/মহাপরিচালক জনশক্তি ব্যুরোর অনুমোদন থাকিতে হইবে।

(গ) কল্যাণ তহবিল সংক্রান্ত আয় ও ব্যয়ের হিসাব, এতদসংক্রান্ত ভউচার, ক্যাশ বুক ইত্যাদি প্রতি বছর সরকারি নিরীক্ষা দপ্তরের মাধ্যমে নিরীক্ষা করা হইবে। এতদ্উদ্দেশ্যে দূতাবাস/জনশক্তি ব্যুরো প্রয়োজনীয় ক্যাশ বুক, ভাউচার, চেক বহি, ব্যাংক একাউন্ট ইত্যাদি নিরীক্ষা দলের প্রয়োজন মোতাবেক নিরীক্ষা দলের নিকট উপস্থাপন করিবে।

(ঘ) নিরীক্ষা প্রতিবেদনসহ প্রতি বছর কল্যাণ তহবিলের আয়-ব্যয়ের হিসাব পরিচালনা বোর্ডের অনুমোদনের জন্য মিশন প্রধানগণ এবং জনশক্তি ব্যুরোর মহাপরিচালক কর্তৃক বোর্ডের সদস্য সচিবের নিকট প্রেরণ করা হইবে।

১৪। ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ তহবিল এই প্রজ্ঞাপন জারির তারিখ হইতে চালু হইল বালিয়া বিবেচিত হইবে।

**মোমতাজ উদ্দিন আহমেদ**
উপ-সচিব (জনশক্তি)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয়

**শাখা - ১৩**

নং-শা-১৩/কল্যাণ-১/৯০(অংশ-১)/৫৫৮ তাং ০১-১১-১৯৯২ইং/১৭-০৭-১৩৯৯বাং

## "প্রজ্ঞাপন"

**বিষয় ঃ প্রবাসী বাংলাদেশি কর্মীদের দেশে ও বিদেশে কল্যাণার্থে "ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ তহবিল" গঠন ও তদসংক্রান্ত বিধিমালা।**

উপরোক্ত বিষয় অত্র মন্ত্রণালয় হইতে জারিকৃত প্রজ্ঞাপন নং-শা-১৩/কল্যাণ-১/৯০/৪৪৯, তাং-১৫/১১/১৯৯০ইং আংশিক সংশোধন পূর্বক উহার ১২নং অনুচ্ছেদ এর সহিত (খ) উপ-অনুচ্ছেদের পর (গ) অতিরিক্ত উপ-অনুচ্ছেদ হিসাবে নিম্নরূপ সংযোজন হইবে ঃ

"(গ) দূতাবাস পরিচালিত ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ তহবিল রাষ্ট্রদূতের তদারকিতে শ্রম উইং এর মাধ্যমে পরিচালিত হইবে এবং তহবিলে সংগৃহীত অর্থ হইতে কর্মীদের কল্যাণে যে অর্থ খরচ হইবে উহার জন্য দূতাবাস প্রধানের অনুমোদন গ্রহন করিয়া নিয়মানুযায়ী খরচ করিতে হইবে।"

**(মোমতাজ উদ্দিন আহমেদ)**
উপ-সচিব (জনশক্তি)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয়

**শাখা - ১৩**

নং-শা-১৩/কল্যাণ-১/৯০/১১৭২ তাং ২১-১২-১৯৯৪ইং/০৭-০৯-১৪০১বাং

**বিষয় ঃ প্রবাসী বাংলাদেশি কর্মীদের দেশে ও বিদেশে কল্যাণার্থে "ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ তহবিল" গঠন ও তদসংক্রান্ত বিধিমালা।**

উপরোক্ত বিষয় অত্র মন্ত্রণালয় হইতে জারিকৃত প্রজ্ঞাপন নং-শা-১৩/কল্যাণ-১/৯০/৪৪৯, তাং ১৫/১১/১৯৯০ইং আংশিক সংশোধন পূর্বক উহার ১, ৮, ৯ এবং ১০নং অনুচ্ছেদ এর সহিত যথাক্রমে নিম্নোক্ত বাক্যসমূহ প্রতিস্থাপিত/সংযোজন হইবে ঃ

**১। হোস্টেল কাম ব্রিফিং সেন্টার স্থাপন ঃ**

সংযোজন ঃ

পরবর্তীতে বায়রা কর্তৃক আলাদাভাবে বিমানবন্দরের নিকটবর্তী সুবিধাজনক অবস্থানে এই উদ্দেশ্যে একটি বাড়ি নির্মাণ করা যাইতে পারে।

৮। বাংলাদেশিদের জন্য দূতাবাসের মাধ্যমে বিনোদন ক্লাব ও তথ্য কেন্দ্র স্থাপন ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনার সহায়তা প্রদান।

দূতাবাসের তত্ত্বাবধানে এবং সংশ্লিষ্ট দেশের কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে সে দেশে কর্মরত বাংলাদেশি নাগরিকদের সহযোগিতায় একটি ক্লাব স্থাপিত ও পরিচালিত হইবে। কর্মরত বাংলাদেশি কর্মীদের সন্তানদের লেখাপড়ার উদ্দেশ্যে কোন স্কুল নির্মিত/পরিচালিত হইলে এবং উহা দূতাবাসের সার্বিক তত্ত্বাবধানে থাকিলে কল্যাণ তহবিল পরিচালনা বোর্ডের অনুমোদনক্রমে এইরূপ প্রতিষ্ঠানে যথোপযুক্ত আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হইবে।

৯। বাংলাদেশে বসবাসকারী প্রবাসী কর্মীদের সন্তান ও পোষ্যদের চিকিৎসা ও লেখাপড়ার ব্যবস্থা করা, শিক্ষামূলক ভ্রমণের ব্যবস্থা করা এবং ঋণ দানের মাধ্যমে গৃহায়ণ ও প্রকল্প গ্রহণের সহায়তা করা।

বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশিদের স্বদেশে অবস্থানরত পোষ্যদের চিকিৎসার সুবিধার্থে হাসপাতাল স্থাপন বা প্রতিষ্ঠিত হাসপাতালে বেড সংরক্ষণ এবং শিক্ষায় অগ্রাধিকার প্রদানের জন্যে প্রতিষ্ঠিত স্কুলসমূহে প্রয়োজনবোধে আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হইবে। প্রবাসী বাংলাদেশিদের উপর নির্ভরশীল সন্তানাদির গ্রুপ ভিত্তিতে শিক্ষা ও শিক্ষামূলক ভ্রমণের আয়োজন সময়ে সময়ে কল্যাণ তহবিলের অর্থে করা হইবে।

৯ম ও ১০ম অনুচ্ছেদে যথাক্রমে ১০ম ও ১১ম অনুচ্ছেদ হিসাবে পরিগণিত হইবে।

বর্তমানে ৯ম অনুচ্ছেদের (ক) নিম্নরূপ সংশোধিত হইবে ঃ-

(২) ব্যক্তিগত ভিসায় ভ্রমণকারী/এজেন্সির মাধ্যমে নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মীদের নিকট হইতে কল্যাণ ও ব্রিফিং বাবদ ন্যূনপক্ষে জনপ্রতি যথাক্রমে ৩০০/- ও ১০০/- টাকা।

(৩) এজেন্সির বাজেয়াপ্তকৃত জামানতের টাকা যাহার টাকা কোন আইনানুগ দাবিদার নাই।

**১০। প্রথম ও দ্বিতীয় বাক্যের মধ্যে সংযোজন ঃ**

পরিচালনা বোর্ড উপরের ১ম হইতে ৯ম ক্রমিকে উল্লেখিত উদ্দেশ্য ছাড়াও কর্মী স্বার্থ বিবেচনায় প্রয়োজন হইলে যে কোন খরচ অনুমোদন করিতে পারিবে।

**মোমতাজ উদ্দিন আহমেদ**
উপ-সচিব (জনশক্তি)

নং-শা-১৩/কল্যাণ-১/৯০/১১৭২ তাং ২১-১২-১৯৯৪ইং/০৭-০৯-১৪০১বাং

১। সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

২। সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।

৩। সচিব, ব্যাংকিং বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।

৪। সচিব, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়।

৫। সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

৬। গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক।

৭। মহাপরিচালক, বিএমইটি।

৮। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বোয়েসেল।

৯। সভাপতি, বায়রা, ৮২, কাকরাইল, ঢাকা।

১০। নিয়ন্ত্রক, সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা।

১১। বাংলাদেশ দূতাবাস/হাইকমিশন ঃ
রিয়াদ/জেদ্দা/কাতার/কুয়েত/আবুধাবি/ওমান/বাহরাইন/লিবিয়া/ইরাক/ইরান/সিঙ্গাপুর/মালয়েশিয়া/দুবাই।

১২। মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয়।

১৩। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয়।

**(পিউস কস্তা)**
সিনিয়র সহকারী সচিব

**বাংলাদেশ গেজেট**

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

রবিবার, জানুয়ারী ২৫, ২০০৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।

## প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৪ জানুয়ারী ২০০৪/১১ মাঘ ১৪১০

এস, আর, ও নং ১৫-আইন/২০০৪।— The Emigration Ordinance, 1982 (Ord. XXIX of 1982) এর Section 19 এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ তহবিল বিধিমালা, ২০০২ এর অধীনে গঠিত ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ তহবিলের পরিচালনা বোর্ড, উক্ত বিধিমালার বিধি ৬ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, উক্ত তহবিলের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য নিম্নরূপ নিয়োগ ও চাকুরী প্রবিধানমালা প্রণয়ন করিল, যথা ঃ-

ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ তহবিল (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) নিয়োগ ও চাকুরী প্রবিধানমালা, ২০০৪

## প্রথম অধ্যায়

সূচনা

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রয়োগ।**— (১) এই প্রবিধানমালা ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ তহবিল (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) নিয়োগ ও চাকুরী প্রবিধানমালা, ২০০৪ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা কল্যাণ তহবিল-এর সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য প্রযোজ্য হইবে, তবে প্রেষণে এবং চুক্তি বা খন্ডকালীন ভিত্তিতে নিয়োজিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ক্ষেত্রে এই প্রবিধানমালার দ্বিতীয় অধ্যায়ের বিধানাবলী ব্যতীত অন্যান্য বিধানবলীর কোন কিছু প্রযোজ্য বলিয়া তাহাদের চাকুরীর শর্তে বা ক্ষেত্রমতে চুক্তিতে, স্পষ্টভাবে উল্লেখিত না থাকিলে উক্ত অন্যান্য বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে না।

২। **সংজ্ঞা।**— বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কিছু না থাকিলে, এই প্রবিধানমালায়-

(ক) "অসাদাচরণ" অর্থ চাকুরীর শৃংখলা বা নিয়মের হানিকর, অথবা কোন কর্মচারী বা ভদ্রজনের পক্ষে শোভনীয় নহে, এমন আচরণ এবং নিম্নে বর্ণিত আচরণসমূহও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে, যথা–

(১) উর্ধ্বতন কর্মকর্তার আইনসংগত আদেশ অমান্যকরণ

(২) কর্তব্যে গুরুতর অবহেলা

(৩) কোন আইনসংগত কারণ ব্যতিরেকে কর্তৃপক্ষের কোন আদেশ, পরিপত্র অথবা নির্দেশাবলীর প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন এবং

(৪) কোন কর্তৃপক্ষের নিকট কোন কর্মচারীর বিরুদ্ধে বিচার বিবেচনাহীন, বিরক্তিকর, মিথ্যা ও অসার অভিযোগ সম্বলিত দরখাস্ত পেশ করা;

(খ) "কর্তৃপক্ষ" অর্থ নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কিংবা ইহার ক্ষমতা প্রয়োগ করিবার জন্য তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা;

(গ) "কর্মচারী" অর্থ কল্যাণ তহবিল-এর স্থায়ী বা অস্থায়ী যে কোন কর্মচারী এবং কল্যাণ তহবিলের যে কোন কর্মকর্তাও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(ঘ) "কল্যাণ তহবিল" অর্থ ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ তহবিল বিধিমালা ২০০২ এর বিধি ৩ এর অধীনে প্রতিষ্ঠিত ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ তহবিল;

(ঙ) "ডিগ্রী" ও "সার্টিফিকেট" অর্থ স্বীকৃত কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত ডিগ্রী ও সার্টিফিকেট;

(চ) "তফসিল" অর্থ এই প্রবিধানমালার তফসিল;

(ছ) "নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ" অর্থ বোর্ড;

(জ) "পদ" অর্থ তফসিলে উল্লিখিত কোন পদ;

(ঝ) "বাছাই কমিটি" অর্থ প্রবিধান ৪ এর অধীন গঠিত বাছাই কমিটি;

(ঞ) "বোর্ড" অর্থ কল্যাণ তহবিল পরিচালনার জন্য ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ তহবিল বিধিমালা, ২০০২ এর বিধি ৪ এর অধীন গঠিত পরিচালনা বোর্ড;

(ট) "শিক্ষানবিস" অর্থ কোন স্থায়ী শূন্য পদের বিপরীতে শিক্ষানবিস হিসাবে নিয়োগপ্রাপ্ত কোন কর্মচারী;

(ঠ) "সম্মানী" অর্থ মাঝে মাঝে প্রয়োজন হয় এইরূপ বিশেষ বা কষ্টসাধ্য কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ অনাবর্তক ধরনের নগদ পুরস্কার; এবং

(ড) "স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয়" ও "স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান" অর্থ আপাততঃ বলবৎ কোন আইনের দ্বারা বা অধীন প্রতিষ্ঠিত কোন বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রতিষ্ঠান।

## দ্বিতীয় অধ্যায়
### নিয়োগ

৩। **নিয়োগ পদ্ধতি।**— এই অধ্যায় এবং তফসিলের বিধানাবলী সাপেক্ষে, কোন পদে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে নিয়োগদান করা যাইবে, যথা ঃ—

(ক) সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে;

(খ) পদোন্নতির মাধ্যমে;

(গ) চুক্তিভিত্তিক; এবং

(ঘ) প্রেষণে।

৪। **বাছাই কমিটি।**— নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কোন পদে সরাসরি বা পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগদানের জন্য একটি বাছাই কমিটি গঠন করিবে এবং উক্ত কমিটি প্রার্থী নির্বাচন করিয়া বোর্ডের নিকট সুপারিশ পেশ করিবে।

৫। **সরাসরি নিয়োগদান।**— (১) সরাসরি নিয়োগের জন্য প্রার্থী নির্বাচনের উদ্দেশ্যে বাছাই কমিটি দেশে-বিদেশে চাকুরীর জন্য জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস (ডিইএমও) এর তালিকাভুক্ত প্রার্থীদের তালিকা সংগ্রহ করিবে।

(২) উপ-প্রবিধান (১) এর অধীনে সংগৃহীত তালিকা হইতে যোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে বাছাই কমিটি বহুল প্রচারিত অন্ততঃ একটি বাংলা ও একটি ইংরেজী জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত উন্মুক্ত বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে দরখাস্ত আহ্বান করিয়া সংশ্লিষ্ট পদের জন্য প্রার্থী নির্বাচন করিবে।

(৩) এই প্রবিধানমালার অধীনে সরাসরি নিয়োগদানের জন্য প্রার্থী নির্বাচনের উদ্দেশ্যে বাছাই কমিটি প্রার্থীদের লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করিবে এবং উক্ত পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে প্রার্থী নির্বাচন করিবে।

(৪) কোন ব্যক্তি কোন পদে সরাসরি নিয়োগ লাভের জন্য উপযুক্ত বিবেচিত হইবেন না, যদি তিনি-

(ক) বাংলাদেশের নাগরিক না হন অথবা

(খ) বাংলাদেশের নাগরিক নহেন এইরূপ কোন ব্যক্তিকে বিবাহ করিয়া থাকেন বা বিবাহ করিবার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হইয়া থাকেন।

(৫) কোন ব্যক্তি কোন পদে সরাসরি নিযুক্ত হইবেন না, যদি তাহার প্রয়োজনীয় যোগ্যতা না থাকে এবং তাহার বয়স তফসিলে বর্ণিত বয়সসীমার মধ্যে না হয়।

(৬) কোন পদে সরাসরি নিয়োগ করা যাইবে না যে পর্যন্ত না—

(ক) উক্ত পদে নিয়োগের জন্য নির্বাচিত ব্যক্তিকে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে নিযুক্ত চিকিৎসক স্বাস্থ্যগতভাবে উপযুক্ত বলিয়া প্রত্যয়ন করেন; এবং

(খ) এইরূপ নির্বাচিত ব্যক্তির পূর্ব কার্যকলাপ যথাযোগ্য এজেন্সির মাধ্যমে প্রতিপাদিত হয় এবং দেখা যায় যে, কল্যাণ তহবিল-এর চাকুরীতে নিয়োগ লাভের জন্য তিনি অনুপযুক্ত নহেন।

(৭) সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ সরকার কর্তৃক সময় সময় জারীকৃত কোটা সম্পর্কিত নির্দেশাবলী অনুসরণ করিবে।

১০। **বেতন ও ভাতা**।— কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা, সরকার সময় সময় ইহার কর্মচারীদের জন্য যেইরূপ বেতন ও ভাতা নির্ধারণ করিবে, প্রয়োজনীয় অভিযোজনসহ সেইরূপ হইবে।

১১। **প্রারম্ভিক বেতন**।— (১) কোন পদে কোন কর্মচারীকে প্রথম নিয়োগের সময় উক্ত পদের জন্য নির্ধারিত বেতনক্রমের সর্বনিম্ন বেতনই হইবে তাহার প্রারম্ভিক বেতন।

(২) কোন কর্মচারীকে তাহার বিশেষ মেধার স্বীকৃতি স্বরূপ, সংশ্লিষ্ট বাছাই কমিটির সুপারিশ এর ভিত্তিতে, উচ্চতর প্রারম্ভিক বেতন প্রদান করা যাইবে।

(৩) কর্মচারীদের বেতন সংরক্ষণ, সরকার ইহার কর্মচারীদের বেতন সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে সময় সময় যেই নির্দেশাবলী নির্ধারণ করিবে সেইরূপ, প্রয়োজনীয় অভিযোজনসহ হইবে।

১২। **পদোন্নতির ক্ষেত্রে বেতন**।— কোন কর্মচারীকে পদোন্নতি প্রদান করা হইলে, সাধারণতঃ সেই পদের জন্য নির্ধারিত বেতনক্রমের সর্বনিম্ন স্তরে তাহার বেতন নির্ধারিত হইবে, তবে উক্ত সর্বনিম্ন স্তর অপেক্ষা তাহার পুরাতন পদে প্রাপ্ত মূল বেতন উচ্চতর হইলে, উচ্চতর পদের জন্য নির্ধারিত বেতনক্রমের যে স্তরটি তাহার পুরাতন পদের মূল বেতনের অব্যবহিত উপরের স্তর হয় সেই স্তরে তাহার বেতন নির্ধারিত হইবে।

১৩। **বেতন বর্ধন**— (১) বেতন বৃদ্ধি স্থগিত রাখা না হইলে, সাধারণতঃ সময়মত নির্ধারিত হারে প্রত্যেক কর্মচারীর বেতন বর্ধিত হইবে।

(২) যদি বেতন বৃদ্ধি স্থগিত রাখা হয়, তাহা হইলে উহা যে মেয়াদ পর্যন্ত স্থগিত রাখা হয় স্থগিতকারী কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট আদেশে উক্ত মেয়াদ উল্লেখ করিবে।

(৩) কোন শিক্ষানবিস সাফল্যজনকভাবে শিক্ষানবিসকাল সমাপ্ত না করিলে এবং চাকুরীতে স্থায়ী না হইলে, বেতন বর্ধনের অধিকারী হইবেন না।

(৪) কর্তৃপক্ষ প্রশংসনীয় বা অসাধারণ কর্মের জন্য কোন কর্মচারীকে এক সংগে অনধিক দুইটি বিশেষ বেতন বর্ধন মঞ্জুর করিতে পারিবে।

(৫) যেই ক্ষেত্রে কোন বেতনক্রমে দক্ষতা-সীমা নির্ধারিত রহিয়াছে, সেই ক্ষেত্রে কোন কর্মচারীর বেতন বর্ধন স্থগিত করিবার জন্য ক্ষমতাসম্পন্ন উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের সুনির্দিষ্ট মঞ্জুরী ব্যতীত তাহার দক্ষতাসীমার অব্যবহিত উপরে বেতন বর্ধন অনুমোদন করা যাইবে না এবং এইরূপ মঞ্জুরীর ক্ষেত্রে প্রতিবেদনকারী কর্মকর্তার এই মর্মে সুপারিশ থাকিতে হইবে যে, সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর কাজকর্ম দক্ষতা-সীমা অতিক্রম করিবার জন্য উপযুক্ত ছিল।

১৪। **জ্যেষ্ঠতা**।— (১) এই প্রবিধানের অন্যান্য বিধানাবলী সাপেক্ষে, কোন পদে কোন কর্মচারীর জ্যেষ্ঠতা সেই পদে তাহার যোগদানের তারিখ হইতে গণনা করা হইবে।

(২) একই সময়ে একাধিক কর্মচারী নিয়োগপ্রাপ্ত হইলে, নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ, সংশ্লিষ্ট বাছাই কমিটি কর্তৃক প্রস্তুতকৃত মেধা তালিকা ভিত্তিক সুপারিশ অনুসারে উক্ত কর্মচারীদের পারস্পারিক জ্যেষ্ঠতা স্থির করিবে।

(৩) একই বৎসরে সরাসরি নিয়োগপ্রাপ্ত ও পদোন্নতিপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে পদোন্নতিপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ জ্যেষ্ঠ হইবেন।

(৪) যেই ক্ষেত্রে একাধিক ব্যক্তিকে একই সময়ে পদোন্নতি দেওয়া হয় সেই ক্ষেত্রে যেই পদ হইতে পদোন্নতি দেওয়া হইয়াছে সেই পদে তাহাদের পারস্পরিক জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে উচ্চতর পদে তাহাদের পারস্পারিক জ্যেষ্ঠতা স্থির করা হইবে।

(৫) কর্তৃপক্ষ ইহার কর্মচারীদের গ্রেডওয়ারী জ্যেষ্ঠতা তালিকা রক্ষণাবেক্ষণ করিবে এবং সময় সময় তাহাদের অবগতির জন্য এইরূপ তালিকা প্রকাশ করিবে।

১৫। **পদোন্নতি**।— (১) তফসিলের বিধানাবলী সাপেক্ষে, কোন কর্মচারীকে পরবর্তী উচ্চতর পদে পদোন্নতির জন্য বিবেচনা করা যাইতে পারে।

(২) কেবলমাত্র জ্যেষ্ঠতার কারণে কোন কর্মচারী অধিকার হিসাবে তাহার পদোন্নতি দাবী করিতে পারিবে না।

(৩) বিভিন্ন বেতনক্রমের পদোন্নতি, মেধা ও জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে হইবে।

(৪) কোন কর্মচারীকে, ব্যতিক্রমী ক্ষেত্র হিসাবে, তাহার অসাধারণ কৃতিত্ব বা কর্তব্যনিষ্ঠার কারণে, যদি থাকে, পালা অতিক্রম করতঃ পদোন্নতি দেওয়া যাইতে পারে।

১৬। **প্রেষণ ও পূর্বশর্ত**।— (১) প্রেষণের সময়কাল, ব্যতিক্রমী ক্ষেত্র ছাড়া, তিন বৎসরের অধিক হইবে না।

(২) প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর চাকুরীতে কোন কর্মকর্তার পূর্বস্বত্ব থাকিলে এবং প্রেষণের সময়কাল শেষ হইবার পর অথবা তৎপূর্বেই ইহার অবসান ঘটিলে তিনি তাহার পূর্বপদে প্রত্যাবর্তন করিবেন।

(৩) প্রেষণে থাকাকালে কোন কর্মকর্তা মূল পদে পদোন্নতির জন্য বিবেচনাযোগ্য হইলে, তাহার পদোন্নতির বিষয় অন্যান্য কর্মকর্তাদের সহিত একত্রে বিবেচনা করা হইবে এবং পদোন্নতি কার্যকর করিবার জন্য তাহাকে মূল পদে প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে।

(৪) প্রেষণে থাকাকালে কোন কর্মকর্তার পদোন্নতি কার্যকর করিবার উদ্দেশ্যে উল্লিখিত মন্ত্রণালয় বা ব্যুরো তাহাকে ফেরত চাহিলে, তিনি যদি যথা সময়ে ফেরত না আসেন, তাহা হইলে পদোন্নতি প্রদত্ত পদে তাহার জ্যেষ্ঠতা তাহার প্রকৃত যোগদানের তারিখ হইতে গণনা করা হইবে।

## চতুর্থ অধ্যায়

### ছুটি, ইত্যাদি

১৭। **বিভিন্ন প্রকারের ছুটি**।— (১) কোন কর্মচারী নিম্নবর্ণিত যে কোন ধরণের ছুটি পাইবেন, যথা ঃ-

(ক) পূর্ণ বেতনে ছুটি;

(খ) অর্ধ বেতনে ছুটি;

(গ) বিনা বেতনে অসাধারণ ছুটি;

(ঘ) বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটি;

(ঙ) সংগরোধ ছুটি;

(চ) প্রসূতি ছুটি;

(ছ) অধ্যয়ন ছুটি;

(জ) নৈমিত্তিক ছুটি; এবং

(ঝ) লিয়েন ছুটি।

(২) কর্তৃপক্ষ কোন কর্মচারীকে উপপ্রবিধান (১)এ বর্ণিত যে কোন ছুটি মঞ্জুর করিতে পারিবে।

১৮। **পূর্ণ বেতনের ছুটি**।— (১) প্রত্যেক কর্মচারী তৎকর্তৃক দায়িত্ব পালনে অতিবাহিত কার্য দিবসের ১/১১ হারে পূর্ণ বেতনে ছুটি অর্জন করিবেন এবং পূর্ণ বেতনের প্রাপ্য এককালীন ছুটির পরিমাণ চার মাসের অধিক হইবে না।

(২) উপ-প্রবিধান (১) এর অধীন অর্জিত ছুটির পরিমাণ চার মাসের অধিক হইলে, উহা সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর ছুটির হিসাবের একটি পৃথক খাতে জমা দেখানো হইবে এবং ডাক্তারী সার্টিফিকেট উপস্থাপন সাপেক্ষে অথবা বাংলাদেশের বাহিরে ধর্মীয় সফর অধ্যয়ন বা অবকাশ ও চিত্ত-বিনোদনের জন্য উক্ত জমাকৃত ছুটি হইতে পূর্ণ বেতনে ছুটি মঞ্জুর করা যাইবে।

১৯। **অর্ধ বেতনে ছুটি।**— (১) প্রত্যেক কর্মচারী তৎকর্তৃক দায়িত্ব পালনে অতিবাহিত কার্য-দিবসের ১/১২ হারে অর্ধ বেতনে ছুটি অর্জন করিবেন এবং এইরূপ ছুটি জমা হওয়ার কোন সীমা থাকিবে না।

(২) অর্ধ বেতনে দুই দিন ছুটির পরিবর্তে, ডাক্তারী সার্টিফিকেট দাখিল সাপেক্ষে, একদিনের পূর্ণ বেতনের ছুটির হারে অর্ধ বেতনে ছুটিকে পূর্ণ বেতনে ছুটিতে রূপান্তরিত করা যাইবে এবং এইরূপ রূপান্তরিত ছুটির সর্বোচ্চ পরিমাণ হইবে গড় বেতনে বার মাস।

২০। **প্রাপ্যতাবিহীন ছুটি।**— (১) কোন কর্মচারীকে, ডাক্তারী সার্টিফিকেট দ্বারা সমর্থিত হইলে, তাহার সমগ্র চাকুরী জীবনে সর্বোচ্চ বার মাস পর্যন্ত এবং অন্য কোন কারণে হইলে, তিন মাস পর্যন্ত অর্ধ বেতনে প্রাপ্যতাবিহীন ছুটি মঞ্জুর করা যাইবে।

(২) কোন কর্মচারী তাহার ছুটি পাওনা হওয়ার পূর্বেই প্রাপ্যতা বিহীন ছুটি ভোগ করিয়া ফিরিয়া আসিলে তখন তিনি উক্ত ছুটি ভোগকৃত ছুটি অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত নূতনভাবে উপ-প্রবিধান (১) এর অধীন কোন ছুটি পাইবার অধিকারী হইবেন না।

২১। **বিনা বেতনে অসাধারণ ছুটি।**— (১) যখন কোন কর্মচারীর অন্য কোন ছুটি পাওনা না থাকে বা অন্য প্রকার কোন ছুটি পাওনা থাকে অথচ সংশ্লিষ্ট কর্মচারী লিখিতভাবে বিনা বেতনে অসাধারণ ছুটির জন্য আবেদন করেন, তখন তাহাকে বিনা বেতনে অসাধারণ ছুটি মঞ্জুর করা যাইতে পারে এবং এইরূপ ছুটির মেয়াদ একবারে তিন মাসের অধিক হইবে না, তবে নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে উক্ত ছুটির মেয়াদ বর্ধিত করা যাইতে পারে। যথা ঃ-

(ক) যেই ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মচারী এই শর্তে বিদেশে প্রশিক্ষণ গ্রহণের অনুমতিপ্রাপ্ত হন যে, উক্ত প্রশিক্ষণ গ্রহণের পরে পাঁচ বৎসরের জন্য তিনি কল্যাণ তহবিলে চাকুরী করিবেন,

(খ) যেই ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মচারী চিকিৎসাধীন থাকেন, অথবা

(গ) যে ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, সংশ্লিষ্ট কর্মচারী তাহার নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কারণে কর্তব্যে যোগদান করিতে অসমর্থ।

(২) কর্তৃপক্ষ কোন কর্মচারীর বিনা ছুটিতে অনুপস্থিতির সময়কে ভূতাপেক্ষ কার্যকরতাসহ বিনা বেতনে অসাধারণ ছুটিতে রূপান্তরিত করিতে পারিবে।

২২। **বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটি।**— (১) কোন কর্মচারী তাহার যথাযথ কর্তব্য পালনকালে বা উহা পালনের পরিণতিতে অথবা তাহার পদে অধিষ্ঠিত থাকিবার কারণে আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া অক্ষম হইলে, কর্তৃপক্ষ তাহাকে বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটি মঞ্জুর করিতে পারিবে।

(২) যেই অক্ষমতার কারণে বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটি চাওয়া হয় সেই অক্ষমতা তিন মাসের মধ্যে প্রকাশ না পাইলে এবং যেই ব্যক্তি অক্ষম হন সেই ব্যক্তি অনুরূপ অক্ষমতার কারণ অবিলম্বে কর্তৃপক্ষকে অবহিত না করিলে, বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটি মঞ্জুর করা যাইবে না।

(৩) যেই মেয়াদের জন্য বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটি প্রয়োজনীয় বলিয়া এতদুদ্দেশ্যে নিযুক্ত চিকিৎসা পরিষদ প্রত্যয়ন করিবে, সেই মেয়াদের জন্য বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটি মঞ্জুর করা যাইবে এবং উক্ত চিকিৎসা পরিষদের প্রত্যয়ন ব্যতিরেকে উক্ত ছুটি বর্ধিত করা যাইবে না এবং উক্ত ছুটি কোন ক্রমেই ২৪ (চব্বিশ) মাসের অধিক হইবে না।

(৪) বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটি অন্য যে কোন ছুটির সংগে সংযুক্ত করা যাইতে পারে।

(৫) যদি একই ধরণের অবস্থায় পরবর্তীকালে কোন সময় অক্ষমতা বৃদ্ধি পায় বা উহার পুনরাবৃত্তি ঘটে, তাহা হইলে একাধিকবার বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটি মঞ্জুর করা যাইবে, তবে এইরূপ একাধিকবার মঞ্জুর করতঃ ছুটির পরিমাণ ২৪ মাসের অধিক হইবে না এবং এইরূপ ছুটি যে কোন একটি অক্ষমতার কারণেও মঞ্জুর করা যাইবে।

(৬) কোন কর্মচারী শুধুমাত্র আনুতোষিক এবং যেই ক্ষেত্রে অবসর ভাতা প্রাপ্য হন, সেই ক্ষেত্রে অবসর ভাতার ব্যাপারে চাকুরী হিসাব করিবার সময় বিশেষ অক্ষমতা জনিত ছুটি কর্তব্য পালনের সময় হিসাবে গণনা করা হইবে এবং ইহা উক্ত কর্মপরিধির ছুটির হিসাব হইতে বিয়োজন করা যাইবে না।

২৩। **সংগরোধ ছুটি।**— (১) কোন কর্মচারীর পরিবারে বা গৃহে সংক্রামক ব্যাধি থাকার কারণে যদি আদেশ দ্বারা তাহাকে অফিসে উপস্থিত না হওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়, তবে যেই সময়ের জন্য উক্তরূপ নির্দেশ কার্যকর থাকে সেই সময়কাল হইবে সংগরোধ ছুটি।

(২) অফিস প্রধান কোন চিকিৎসা কর্মকর্তা বা জনস্বাস্থ্য প্রদত্ত সার্টিফিকেটের ভিত্তিতে অনুর্ধ্ব ২১ (একুশ) দিন, অথবা অস্বাভাবিক অবস্থায় অনুর্ধ্ব ৩০ (ত্রিশ) দিনের জন্য, সংগরোধ ছুটি মঞ্জুর করিতে পারেন।

(৩) সংগরোধের জন্য উপ-প্রবিধান (২) এ উল্লিখিত মেয়াদের অতিরিক্ত ছুটি প্রয়োজন হইলে উহা সাধারণ ছুটি হিসাবে গণ্য হইবে।

(৪) এই প্রবিধানমালা অনুযায়ী প্রাপ্য সর্বাধিক ছুটি সাপেক্ষে, প্রয়োজন হইলে অন্যান্য ছুটির সহিত সংগরোধ ছুটিও মঞ্জুর করা যাইতে পারে।

(৫) সংগরোধ ছুটিতে থাকাকালে কোন কর্মচারীকে তাহার দায়িত্ব পালনে অনুপস্থিত বলিয়া গণ্য করা হইবে না এবং যখন কোন কর্মচারী নিজেই সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত হন, তখন তাহাকে এইরূপ কোন ছুটি দেওয়া যাইবে না।

২৪। **প্রসূতি ছুটি**।— (১) কোন কর্মচারীকে পূর্ণ বেতনে সর্বাধিক চার মাস পর্যন্ত প্রসূতি ছুটি মঞ্জুর করা যাইতে পারে এবং উহা তাহার পাওনা ছুটির হিসাব হইতে বাদ দেওয়া যাইবে না।

(২) প্রসূতি ছুটি মঞ্জুরীর অনুরোধ কোন নিবন্ধিত চিকিৎসক কর্তৃক সমর্থিত হইলে, কর্তৃপক্ষের বিবেচনা মতে কর্মচারীর প্রাপ্য অন্য যে কোন ছুটির সহিত একত্রে বা সম্প্রসারিত করিয়া উহা মঞ্জুর করা যাইবে।

(৩) কল্যাণ তহবিল এ কোন কর্মচারীর সম্পূর্ণ চাকুরী জীবনে তাহাকে দুইবারের অধিক প্রসূতি ছুটি মঞ্জুর করা যাইবে না।

২৫। **অধ্যয়ন ছুটি**।— (১) কল্যাণ তহবিলে তাহার চাকুরীর জন্য সহায়ক এইরূপ বৈজ্ঞানিক, কারিগরি বা অনুরূপ বিষয়াদি অধ্যয়ন, অথবা এতদসংক্রান্ত বিশেষ প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশ গ্রহণের জন্য কোন কর্মচারীকে কর্তৃপক্ষ, পূর্ণ বেতনে বা অর্ধবেতনে, অনধিক বার মাস অধ্যয়ন ছুটি মঞ্জুর করিতে পারিবে, যাহা উক্ত কর্মচারীর ছুটির হিসাব হইতে বাদ দেওয়া হইবে না।

(২) যেই ক্ষেত্রে কোন কর্মচারীকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কোন অধ্যয়ন ছুটি মঞ্জুর করা হয় এবং যদি পরবর্তীকাল দেখা যায় যে, মঞ্জুরীকৃত ছুটির মেয়াদ উক্ত কর্মচারীর উক্ত অধ্যয়ন বা প্রশিক্ষণ শেষে পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় মেয়াদ অপেক্ষা কম, সেই ক্ষেত্রে উক্ত সময়ের স্বল্পতা পূরণকল্পে কর্তৃপক্ষ উক্ত অধ্যয়ন ছুটির মেয়াদ অনধিক এক বৎসরের জন্য বর্ধিত করিতে পারিবে।

(৩) পূর্ণ বেতনে বা অর্ধ বেতনে ছুটি বা বিনা বেতনে অসাধারণ ছুটির সহিত একত্রে অধ্যয়ন ছুটি মঞ্জুর করা যাইতে পারে, তবে এইরূপে মঞ্জুরকৃত ছুটি কোন ক্রমেই একত্রে মোট দুই বৎসরের অধিক হইবে না।

২৬। **নৈমিত্তিক ছুটি**।— কর্মচারীগণ, সরকার সময় সময় উহার কর্মচারীদের জন্য পঞ্জিকা-বৎসরে মোট যতদিন নৈমিত্তিক ছুটি নির্ধারণ করিবে ততদিন, নৈমিত্তিক ছুটি প্রাপ্য হইবে।

২৭। **ছুটির পদ্ধতি**।— (১) প্রত্যেক কর্মচারীর ছুটির হিসাব কল্যাণ তহবিল কর্তৃক নির্দিষ্ট নিয়ম ও পদ্ধতিতে রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হইবে।

(২) ছুটির জন্য সকল আবেদন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে করিতে হইবে।

(৩) আবেদনকারী কর্মচারী যেই কর্মকর্তার অধীনে কর্মরত আছেন তাঁহার সুপারিশ কর্তৃপক্ষ ছুটি মঞ্জুর করিতে পারিবে।

(৪) বিশেষ পরিস্থিতিতে, কোন কর্মকর্তা যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, তাঁহার অধীনে যে কোন কর্মচারীর ছুটি পাওনা রহিয়াছে, তবে তিনি, আনুষ্ঠানিক মঞ্জুরী আদেশ সাপেক্ষে কর্মচারীকে অনুর্ধ্ব ১৫ (পনেরো) দিনের জন্য ছুটিতে যাইবার অনুমতি দিতে পারেন।

২৮। **ছুটিকালীন বেতন**।— (১) কোন কর্মচারী পূর্ণ বেতনে ছুটিতে থাকাকালে উক্ত ছুটি আরম্ভের পূর্বে তিনি সর্বশেষ যে বেতন পাইয়াছেন সেই বেতনের সমান হারে ছুটিকালীন ভাতা পাইবার অধিকারী হইবেন।

(২) কোন কর্মচারী অর্ধ বেতনে ছুটিতে থাকাকালে উক্ত ছুটি আরম্ভের পূর্বে তিনি সর্বশেষ যে বেতন পাইয়াছেন সেই বেতনের অর্ধ হারে ছুটিকালীন বেতন পাইবার অধিকারী হইবেন।

২৯। **ছুটি হইতে প্রত্যাবর্তন করানো**।— ছুটি ভোগরত কোন কর্মচারীকে ছুটির মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বে দায়িত্ব পালনের জন্য তলব করা যাইতে পারে এবং তাহাকে অনুরূপভাবে তলব করা হইলে তিনি যেই কর্মস্থলে ফিরিয়া আসিবার জন্য নির্দেশিত হইয়াছেন, উহার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়ার তারিখ হইতে তাঁহাকে কর্মরত বলিয়া গণ্য করা হইবে এবং এতদুদ্দেশ্যে ভ্রমণের জন্য তিনি ভাতা পাইবার অধিকারী হইবেন।

৩০। **ছুটির নগদায়ন**।— (১) যেই কর্মচারী কল্যাণ তহবিলের অধীন বা ভবিষ্য তহবিল সুবিধা গ্রহণের জন্য সিদ্ধান্ত করেন নাই, তিনি তাহার সম্পূর্ণ চাকুরীকালের জন্য সর্বাধিক মাসের জন্য অভোগকৃত ছুটির ৫০% ভাগ নগদ টাকায় রূপান্তরিত করিবার অধিকারী হইবেন।

(২) সর্বশেষ মূল বেতনের ভিত্তিতে উপ-প্রবিধান (১) এ উল্লিখিত ছুটি নগদ টাকায় রূপান্তর করা যাইবে।

## পঞ্চম অধ্যায়

### ভ্রমণ ভাতা, সম্মানী, দায়িত্ব ভাতা, উৎসব ভাতা ইত্যাদি

৩১। **ভ্রমণ ভাতা ও দৈনিক ভাতা**।— কোন কর্মচারী বাংলাদেশের অভ্যন্তরে তাহার দায়িত্ব পালনার্থে বা বদলী উপলক্ষে ভ্রমণকালে, সরকার কর্তৃক উহার কর্মচারীদের জন্য সময় সময় নির্ধারিত হার ও শর্তাবলী অনুযায়ী প্রদেয় ভ্রমণ ভাতা ও দৈনিক ভাতার অনুরূপ, প্রয়োজনীয় অভিযোজন ভ্রমণ ভাতা ও দৈনিক ভাতা পাইবার অধিকারী হইবে।

৩২। **সম্মানী, ইত্যাদি**।— (১) কল্যাণ তহবিল উহার কোন কর্মচারীকে, সাময়িক প্রকৃতির কোন কর্ম সম্পাদনের জন্য, নগদ অর্থ আকারে বা অন্যবিধভাবে সম্মানী বা পুরস্কার প্রদান করিতে পারিবে।

(২) কোন কর্মচারী, কর্তৃপক্ষের লিখিত অফিস আদেশ মোতাবেক, অফিস সময়ের পূর্বে বা পরে কাজ করিলে, তাহার দৈনিক বেতনের ১/৮ X ২ (আটভাগের এক ভাগের দ্বিগুণ) হারে প্রতিঘন্টায় ওভারটাইম প্রাপ্য হইবে।

৩৩। **দায়িত্ব ভাতা**।— কোন কর্মচারী, কর্তৃপক্ষের আদেশক্রমে, কমপক্ষে ২১(একুশ) দিন তাহার নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসাবে উচ্চতর কোন পদের দায়িত্ব পালন করিলে, তাহার মূল বেতনের শতকরা বিশ ভাগ হারে দায়িত্ব ভাতা প্রাপ্য হইবে।

৩৪। **উৎসব ভাতা ও বোনাস**।— কল্যাণ তহবিল এর কর্মচারীগণকে, সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে সময় সময় জারীকৃত সরকারী আদেশ মোতাবেক সরকারী কর্মচারীদেরকে প্রদেয় উৎসব ভাতা ও বোনাসের অনুরূপ, উৎসব ভাতা ও বোনাস প্রদেয় করা হইবে।

## ৬ষ্ঠ অধ্যায়

### চাকুরীর বৃত্তান্ত

৩৫। **চাকুরী বৃত্তান্ত**।— (১) কর্তৃপক্ষ প্রত্যেক কর্মচারীর জন্য বৃত্তান্ত চাকুরীর পৃথক পৃথকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করিবে এবং কল্যাণ তহবিল কর্তৃক নিদিষ্ট চাকুরী বহিতে উহা সংরক্ষিত থাকিবে।

(২) কোন কর্মচারী দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তার উপস্থিতিতে প্রতি বৎসর একবার তাহার চাকুরী বহি: পরিদর্শন করিতে পারিবেন এবং এইরূপ পরিদর্শনের পর উক্ত কর্মচারী উহাতে লিপিবদ্ধ বিষয়াদি সঠিক ও সম্পূর্ণ বলিয়া উল্লেখপূর্বক তারিখসহ উহাতে স্বাক্ষর করিবেন।

(৩) যদি কোন কর্মচারী তাহার চাকুরী বহি পরিদর্শনকালে উহাতে কোন ভুল বা বিচ্যুতি দেখিতে পান তাহা হইলে তিনি উহা সংশোধনের জন্য পনের দিনের মধ্যে বিষয়টি লিখিতভাবে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার দৃষ্টি গোচর করিবেন এবং উক্ত কর্মকর্তা উক্ত চাকুরী-বহিতে প্রয়োজনীয় সংশোধন করিবেন।

৩৬। **বার্ষিক প্রতিবেদন**।— (১) কল্যাণ তহবিলে কর্মরত কর্মচারীগণ কর্তৃক সম্পাদিত কার্য এবং তাহাদের আচরণ সম্পর্কিত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন পদ্ধতি কল্যাণ তহবিলের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা প্রস্তুত করিবেন এবং উক্ত প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর বার্ষিক প্রতিবেদন নামে অভিহিত হইবে এবং কল্যাণ তহবিল প্রয়োজনবোধে, কোন কর্মচারীর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রতিবেদক কর্মকর্তার নিকট হইতে চাহিতে পারিবে।

(২) কোন কর্মচারী তাহার বার্ষিক প্রতিবেদন দেখিতে পারিবেন না, কিন্তু উহাতে কোন বিরূপ মন্তব্য থাকিলে উহার কৈফিয়ত প্রদান কিংবা তাহার নিজেকে সংশোধনের সুযোগ দেওয়ার জন্য তাহাকে তৎসম্পর্কে অবহিত করিতে হইবে।

## সপ্তম অধ্যায়
### সাধারণ আচরণ ও শৃংখলা

৩। **আচরণ ও শৃংখলা**।— (১) প্রত্যেক কর্মচারী

(ক) এই প্রবিধানমালা মানিয়া চলিবেন;

(খ) যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের এখতিয়ার, তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণে আপাততঃ কর্মে নিয়োজিত রহিয়াছেন, তাহার বা তাহাদের দ্বারা সময় সময় প্রদত্ত সকল আদেশ ও নির্দেশ পালন করিবেন এবং মানিয়া চলিবেন; এবং

(গ) সততা ও অধ্যবসায়ের সহিত কল্যাণ তহবিল এর চাকুরী করিবেন।

(২) কোন কর্মচারী—

(ক) কোন রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করিবেন না, উহার সাহায্যার্থে চাঁদা, দান বা অন্য কোন উপায়ে উক্ত আন্দোলনে সহায়তা করিবেন না এবং কল্যাণ তহবিলের স্বার্থের পরিপন্থি কোন কার্যকলাপে নিজকে জড়িত করিবেন না;

(খ) তাহার অব্যবহিত উর্ধ্বতন কর্মকর্তার পূর্ব-অনুমতি ব্যতিরেকে দায়িত্ব অনুপস্থিত থাকিবেন না, কিংবা চাকুরীস্থল ত্যাগ করিবেন না;

(গ) কল্যাণ তহবিলের সহিত লেনদেন রহিয়াছে, কিংবা লেনদেন থাকার সম্ভাবনা রহিয়াছে, এমন ব্যক্তিদের নিকট হইতে কোন দান বা উপহার গ্রহণ করিবেন না;

(ঘ) কোন বীমা কোম্পানীর এজেন্ট হিসাবে কাজ করিবেন না;

(ঙ) কোন ব্যবসায়ের কাজ নিয়োজিত হইবেন না, কিংবা নিজে বা অন্য কোন ব্যক্তির প্রতিনিধি হিসাবে অনুরূপ কোন ব্যবসায় পরিচালনা করিবেন না;

(চ) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের পূর্ব অনুমতি ব্যতিরেকে বাহিরের কোন অবৈতনিক বা বৈতনিক চাকুরী গ্রহণ করিবেন না; এবং

(ছ) কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতীত অন্য কোন খন্ডকালীন কার্যের দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন না।

(৩) কোন কর্মচারী কর্তৃপক্ষের নিকট কোন ব্যক্তিগত নিবেদন সরাসরি পেশ করিতে পারিবেন না, এইরূপ কোন নিবেদন উক্ত কর্মচারী অব্যবহিত উর্ধ্বতন কর্মকর্তার মাধমে পেশ করিতে হইবে।

(৪) কোন কর্মচারী তাহার চাকুরী সম্পর্কিত কোন দাবীর সমর্থনে কর্তৃপক্ষের উপর রাজনৈতিক বা অন্য কোন প্রভাব বিস্তার করিবেন না অথবা বিস্তারের চেষ্টা করিবেন না।

(৫) কোন কর্মচারী তাহার কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবার জন্য সরাসরি কোন মন্ত্রী বা সংসদ সদস্য বা অন্য কোন সরকারী বা বেসরকারী ব্যক্তির শরণাপন্ন হইবেন না।

(৬) কোন কর্মচারী কর্তৃপক্ষের বিষয়াদি সম্পর্কে সংবাদপত্র বা অন্য কোন গণমাধ্যমের সহিত কোন যোগাযোগ স্থাপন করিবেন না।

(৭) প্রত্যেক কর্মচারী অভ্যাসগতভাবে ঋণগ্রস্ততা পরিহার করিবেন।

৩৮। **দন্ডের ভিত্তি**।— কর্তৃপক্ষের মতে যদি কোন কর্মচারী

(ক) তাহার দায়িত্ব পালনে অবহেলার দায়ে দোষী হন;

(খ) অসদাচরণের দায়ে দোষী হন;

(গ) পলায়নের দায়ে দোষী হন;

ব্যাখ্যা- "পলায়ন" বলিতে বিনা অনুমতিতে চাকুরী বা কর্তব্যস্থল ত্যাগ করা অথবা ষাট দিন বা তদূর্ধ সময় যাবত কর্তব্য হইতে অনুপস্থিত থাকা অথবা অনুমতিসহ কর্তব্যে অনুপস্থিতির ধারাবাহিকতায় অনুমোদিত মেয়াদের পর ষাট দিন বা তদূর্ধ সময় অনুমতি গ্রহণ ব্যতিরেকে অনুপস্থিত অথবা বিনা অনুমতিতে দেশ ত্যাগ করা এবং ত্রিশ দিন বা তদূর্ধ সময় বিদেশে অবস্থান করা অথবা অনুমতিসহ দেশ ত্যাগ করা এবং ত্রিশ দিন বা তদূর্ধ সময় বিনা অনুমতিতে বিদেশে অবস্থান করা;

(ঘ) অদক্ষ হন অথবা দক্ষতা হারাইয়া ফেলেন;

(ঙ) নিম্নবর্ণিত কারণে দুর্নীতি পরায়ন হন বা যুক্তিসংগতভাবে দুর্নীতি পরায়ন বলিয়া বিবেচিত হন, যথা ঃ-

(অ) তিনি বা তাহার কোন পোষ্য বা তাহার মাধ্যমে বা তাহার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি তাহার প্রকাশ্য আয়ের উৎসের সহিত অসংগতিপূর্ণ এইরূপ অর্থ সম্পদ বা সম্পত্তি দখলে রাখেন এবং ন্যায়সংগতভাবে যাহা অর্জনের যৌক্তিকতা দেখাইতে তিনি ব্যর্থ হন,

(আ) তাহার প্রকাশ্য আয়ের সংগে সংগতি রক্ষা না করিয়া জীবনযাপন করেন;

(চ) চুরি, আত্মসাৎ তহবিল-তসরূপ বা প্রতারণার দায়ে দোষী হন, অথবা

(ছ) কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ধ্বংসাত্মক বা নাশকতামূলক কার্যে লিপ্ত হন বা অনুরূপ কার্যে লিপ্ত রহিয়াছেন বলিয়া সন্দেহ করিবার যুক্তিসংগত কারণ থাকে অথবা এইরূপ অন্যান্য ব্যক্তির সহিত সংশ্লিষ্ট রহিয়াছেন বলিয়া সন্দেহ করিবার যুক্তিসংগত কারণ থাকে যে, উক্ত অন্যান্য ব্যক্তিগত কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে নাশকতামূলক নিরাপত্তার প্রতি ক্ষতিকর বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহা হইলে কর্তৃপক্ষ উক্ত কর্মচারী উপর এক বা একাধিক দণ্ড আরোপ করিতে পারিবে।

৩৯। **দণ্ডসমূহ**।— (১) এই প্রবিধানের অধীনে নিম্নোক্ত দণ্ডসমূহ আরোপযোগ্য হইবে,

(ক) লঘু দণ্ড, যথা ঃ

(অ) তিরস্কার;

(আ) নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য পদোন্নতি বা বেতন বর্ধন স্থগিত রাখা এবং

(ই) ৭ (সাত) দিনের মূল বেতনের সমপরিমাণ টাকা কর্তন;

(খ) গুরুদণ্ড, যথা ঃ

(অ) নিম্নপদে বা নিম্নতর বেতনক্রমে বা বেতনক্রমের নিম্নস্তরে অবনতকরণ

(আ) কোন কর্মচারী কর্তৃক সংঘটিত কল্যাণ তহবিলে আর্থিক ক্ষতি অংশবিশেষ বা সম্পূর্ণ উক্ত কর্মচারীর বেতন বা অন্য কোন খাতের পর হইতে আদায়করণ,

(ই) চাকুরী হইতে অপসারণ, এবং

(ঈ) চাকুরী হইতে বরখাস্ত।

(২) কোন কর্মচারী চাকুরী হইতে বরখাস্তের ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে কল্যাণ তহবিলের চাকুরী প্রাপ্তির অযোগ্য বলিয়া গণ্য হইবেন।

৪০। **ধ্বংসাত্মক বা নাশকতামূলক কার্যকলাপের ক্ষেত্রে তদন্তের পদ্ধতি**।— (১) প্রবিধান ৩৮(ছ) এর অধীনে কোন কর্মচারীর বিরুদ্ধে কার্যধারা সূচনা করিবার ক্ষেত্রে, কর্তৃপক্ষ

(ক) সংশ্লিষ্ট কর্মচারীকে লিখিত আদেশ দ্বারা উক্ত আদেশে উল্লেখিত তারিখ হইতে তাহার প্রাপ্য ছুটিতে যাইবার জন্য নির্দেশ দিতে পারিবে;

(খ) লিখিত আদেশ দ্বারা তাহার ব্যাপারে যেই ব্যবস্থার গ্রহণের প্রস্তাব করে, সেই ব্যবস্থা এবং সেই ব্যবস্থা গ্রহণের ভিত্তিসমূহ সম্পর্কে তাহাকে অবহিত করিবে; এবং

(গ) অভিযোগ তদন্তের জন্য গঠিত তদন্ত কমিটির নিকট প্রস্তাবিত ব্যবস্থার বিপক্ষে কারণ দর্শাইবার জন্য তাহাকে যুক্তিসংগত সুযোগ প্রদান করিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, যেই ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে বাংলাদেশের নিরাপত্তার স্বার্থে তাহাকে অনুরূপ সুযোগ প্রদান সমীচীন নহে, সেইক্ষেত্রে তাহাকে অনুরূপ কোন সুযোগ প্রদান করা হইবে না।

(২) এই প্রবিধানের অধীনে কোন কার্যধারায় তদন্ত সম্পন্ন করিবার জন্য নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ অভিযুক্ত কর্মচারীর পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এমন তিন জন কর্মকর্তার সমন্বয়ে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করিবে।

(৩) উপ-প্রবিধান (২) এর অধীনে গঠিত তদন্ত কমিটি অভিযোগের তদন্ত করিবে এবং নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের নিকট তদন্তের ফলাফল প্রতিবেদন আকারে পেশ করিবে, এবং কর্তৃপক্ষ উক্ত প্রতিবেদনের উপর যেইরূপ উপযুক্ত বিবেচনা করিবে সেইরূপ নির্দেশ প্রদান করিবে।

৪১। **লঘু দণ্ডের ক্ষেত্রে তদন্তের পদ্ধতি।**— এই প্রবিধানমালার অধীনে কোন কর্মচারীর বিরুদ্ধে কার্যধারা সূচনা করিবার ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ যদি এইরূপ অভিমত পোষন করে যে, উক্ত কর্মচারীর বিরুদ্ধ অভিযোগ প্রমানিত হইলে তাহাকে তিরস্কার অপেক্ষা কঠোরতর কোন দন্ড প্রদান করা হইবে তাহা হইলে কর্তৃপক্ষ-

(ক) অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ তাহাকে লিখিতভাবে জানাইলে এবং অভিযুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক অভিযোগনামা প্রাপ্তির সাতটি কার্যদিবসের মধ্যে তাহার আচরণের কৈফিয়ৎ দেওয়ার জন্য এবং তিনি ব্যক্তিগতভাবে শুনানীর ইচ্ছা পোষণ করেন কিনা তাহা জানাইবার জন্য নির্দেশ প্রদান করিবে;

(খ) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অভিযুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক কৈফিয়ৎ যদি থাকে, বিবেচনা করিবে এবং তিনি যদি ব্যক্তিগতভাবে শুনানীর ইচ্ছা পোষন করিয়া থাকেন তবে তাহাকে ব্যক্তিগতভাবে শুনানীর সুযোগ দেওয়ার পর অথবা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তাহাকে লঘুদণ্ড প্রদান করিতে পারে যাহাতে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে লিখিতভাবে অভিযোগ সম্পর্কে কার্যক্রম সম্পন্ন হয়ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হইবার পূর্বে অভিযুক্ত ব্যক্তি যদি অতিরিক্ত সময়ের জন্য আবেদন করেন, তবে কর্তৃপক্ষ যথাযথ মনে করিলে, কৈফিয়ৎ পেশ করার জন্য দশটি কার্যদিবস পর্যন্ত উক্ত সময় বৃদ্ধির অনুমতি প্রদান করিতে পারিবে;

(গ) তদন্তকারী কর্মকর্তার সিদ্ধান্ত পাইবার পর কর্তৃপক্ষ তৎসম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে অথবা প্রয়োজন মনে করিলে অধিকতর তদন্তের জন্য আদেশ দিতে পারিবে।

(ঘ) অধিবতর তদন্তের ফলাফল ও প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর কর্তৃপক্ষ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে।

৪২। **গুরুদণ্ডের ক্ষেত্রে তদন্তের পদ্ধতি।**— (১) যেই ক্ষেত্রে কোন কর্মচারীর বিরুদ্ধে এই প্রবিধানমালার অধীন কোন কার্যধারা সূচনা করিতে হয় এবং কর্তৃপক্ষ এইরূপ অভিমত পোষণ করে যে, অভিযোগ প্রমাণিত হইলে গুরুদণ্ড আরোপ করা প্রয়োজন হইবে, সেই ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ—

(ক) অভিযোগনামা প্রণয়ন করিবে এবং প্রস্তাবিত দন্ডের বিষয় উহাতে উল্লেখ করিবে, এবং যেই সকল অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযোগনামাটি প্রণীত হইয়াছে উহার বিবরণ এবং কর্তৃপক্ষ আদেশ প্রদানের সময় অন্য যে সকল ঘটনা বিবেচনা করিবার ইচ্ছা পোষণ করে তাহাও অভিযুক্ত কর্মচারীকে অবহিত করিবে;

(খ) অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অভিযোগনামা অবহিত করিবার পর দশটি কার্যদিবসের মধ্যে তিনি তাহার আত্মপক্ষ সমর্থনে লিখিত বিবৃতি পেশ করিবেন এবং প্রস্তাবিত দণ্ড কেন তাহার উপর আরোপ করা হইবে না তৎসম্পর্কে কারণ দর্শাইবেন এবং তিনি ব্যক্তিগতভাবে শুনানীর ইচ্ছা পোষণ করেন কিনা তাহাও উল্লেখ করিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে উল্লেখিত মেয়াদ শেষ হইবার পূর্ব অভিযুক্ত ব্যক্তি যদি সময় বৃদ্ধির জন্য আবেদন করেন, তাহা হইলে কর্তৃপক্ষ তাহাকে তাহার লিখিত বিবৃতি পেশ করিবার জন্য দশটি কার্যদিবস পর্যন্ত সময় দিতে পারেন।

(২) যেই ক্ষেত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তি উপ-প্রবিধান (১) (খ) উল্লেখিত সময়ের মধ্যে তাহার আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য বিবৃতি পেশ করেন, সেইক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ অভিযোগ সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়াদি সাক্ষ্য প্রমাণসহ তাহার লিখিত বিবৃতি বিবেচনা করিবে এবং অনুরূপ বিবেচনার পর কর্তৃপক্ষ যদি অভিমত পোষণ করে যে-

(ক) অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে সূচিত কার্যধারাটি অগ্রসর হইবার পর্যাপ্ত কারণ নাই, তাহা হইলে উক্ত অভিযোগ প্রত্যাহার করিবে এবং তদনুসারে উক্ত কার্যধারা নিষ্পত্তি হইবে;

(খ) অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে সূচিত কার্যধারাটি অগ্রসর হইবার পর্যাপ্ত কারণ আছে, কিন্তু তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হইলে লঘুদণ্ড প্রদানের প্রয়োজন হইবে তাহা হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ব্যক্তিগতভাবে শুনানীর সুযোগ দান করিয়া তাহার আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য বিবৃতি পেশের তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ)টি কার্য দিবসের মধ্যে যে কোন একটি লঘুদণ্ড প্রদান করিতে পারিবে অথবা লঘুদণ্ড আরোপের উদ্দেশ্যে প্রবিধান ৪১ এর অধীনে একজন তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করিয়া উক্ত প্রবিধানে বর্ণিত কার্যপ্রণালী অনুসরণ করিতে পারিবে; এবং

(গ) উক্ত কার্যধারায় অভিযুক্ত ব্যক্তির উপর গুরুদণ্ড আরোপের জন্য পর্যাপ্ত কারণ আছে, তাহা হইলে অভিযোগ তদন্তের জন্য অভিযুক্ত ব্যক্তির পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এমন একজন তদন্ত কর্মকর্তা বা একটি তদন্ত কমিটি নিয়োগ করিবে।

(৩) যেই ক্ষেত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তি উপ-প্রবিধান (১) এ উল্লেখিত সময়ের মধ্যে তাহার আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য লিখিত বিবৃতি পেশ না করেন, সেই ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত সময়সীমা বা বর্ধিত সময় শেষ হইবার তারিখ হইতে দশটি কার্যদিবসের মধ্যে অভিযোগনামায় বর্ণিত অভিযোগ তদন্ত করিবার জন্য অভিযুক্ত ব্যক্তির পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এমন একজন তদন্ত কর্মকর্তা বা একটি তদন্ত কমটির নিয়োগ করিবে।

(৪) তদন্তকারী কর্মকর্তা বা ক্ষেত্র বিশেষ তদন্ত কমিটি, তদন্তের আদেশদানের তারিখ হইতে সাতটি কার্যদিবসের মধ্যে তদন্তের কাজ শুরু করিবে এবং প্রবিধান ৪৩ এ বর্ণিত পদ্ধতি অনুসারে তদন্ত পরিচালনা করিবে এবং ত্রিশটি কার্যদিবসের মধ্যে কর্তৃপক্ষের নিকট তাহার বা উহার তদন্ত প্রতিবেদন পেশ করিবেন।

(৫) তদন্তকারী কর্মকর্তা বা তদন্ত কমিটির তদন্ত প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর, কর্তৃপক্ষ প্রতিবেদনটি বিবেচনা করিবে ও উক্ত অভিযোগের উপর উহার সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করিবে এবং প্রতিবেদন প্রাপ্তির তারিখ হইতে দশটি কার্যদিবসের মধ্যে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে উক্ত প্রতিবেদনের কপিসহ সিদ্ধান্তটি জানাইবে।

(৬) কর্তৃপক্ষ যদি গুরুদণ্ড আরোপের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, তবে প্রস্তাবিত দণ্ড অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতি কেন আরোপ করা হইবে না তৎস্পর্কে, সাতটি কার্যদিবসের মধ্যে কারণ দশাইবার জন্য তাহাকে নির্দেশ দিবে।

(৭) কর্তৃপক্ষ উপ-প্রবিধান (৬) এ উল্লিখিত সময় অতিবাহিত হইবার পর উক্ত কার্যধারার উপর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিকে উহা অবহিত করিবে।

(৮) এই প্রবিধানের অধীনে তদন্ত কার্যধারায় পর্যাপ্ত সাক্ষ্য-প্রমাণ লিপিবদ্ধ থাকিতে হইবে এবং সেই ক্ষেত্রে কোন তদন্ত কর্মকর্তা বা তদন্ত কমিটি নিযুক্ত করা হয়, সেই ক্ষেত্রে উক্ত কর্মকর্তা বা কমিটির তদন্তের প্রতিবেদন উক্ত সাক্ষ্য-প্রমাণ ও যুক্তিসংগত করণের ভিত্তিতে প্রস্তুতকৃত হইতে হইবে।

(৯) এইরূপ সকল তদন্ত-কার্যধারা গোপনীয় গণ্য হইবে।

৪৩। **তদন্ত কর্মকর্তা কর্তৃক অনুসরণীয় কার্য প্রণালী।**— (১) তদন্ত কর্মকর্তা প্রতিদিন সংশ্লিষ্ট বিষয়ে শুনানী অনুষ্ঠান করিবেন এবং কারণ লিপিবদ্ধ না করিয়া উক্ত শুনানী মূলতবী রাখিবেন না।

(২) এই প্রবিধানের অধীনে পরিচালিত তদন্তের ক্ষেত্রে, অভিযুক্ত ব্যক্তি যেই সকল অভিযোগ স্বীকার করেন নাই সেই সকল অভিযোগ সম্পর্কে মৌখিক সাক্ষ্য শুনানী ও লিপিবদ্ধ করিতে হইবে এবং উক্ত অভিযোগসমূহের ব্যাপারে প্রাসংগিক বা গুরুত্বপূর্ণ দালিলিক সাক্ষ্য বিবেচিত হইবে। অভিযুক্ত ব্যক্তি তাহার প্রতিপক্ষের সাক্ষীগণকে জেরা করিবার এবং ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষ্য প্রদান করিবার এবং আত্মপক্ষ সমর্থন করিবার জন্য কোন সাক্ষীকে তলব করিবার অধিকারী হইবেন। অভিযোগের সমর্থনে উক্ত বিষয় উপস্থাপনকারী ব্যক্তি প্রাসংগিক নথিপত্রের জন্য অনুরোধ করিতে পারিবেন তবে তাহাকে নথির টোকার অংশ কোন প্রকারেই দেখিতে দেওয়া হইবে না। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে যেই লিখিত বিবৃতি প্রদানের নির্দেশ দেওয়া হইবে, তিনি তাহা লিখিয়া স্বাক্ষর করিবেন। যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি উহা স্বাক্ষর করিতে অস্বীকার করেন তাহা হইলে তদন্তকারী কর্মকর্তা ঐ বিষয়টি লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবেন।

(৩) তদন্তকারী কর্মকর্তা, কারণ লিপিবন্ধ করিয়া কোন নির্দিষ্ট সাক্ষীকে তলব করিতে বা কোন নির্দিষ্ট সাক্ষ্য তলব বা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিতে পারেন।

(৪) কর্তৃপক্ষ অভিযোগের সমর্থনে তদন্তকারী কর্মকর্তার নিকট বিষয়টি উপস্থাপনের জন্য যে কোন ব্যক্তিকে মনোনীত করিতে পারে।

(৫) তদন্তকারী কর্তকর্তা যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি তদন্তের অগ্রগতিতে বাধা প্রদান বা বাধা প্রদানের চেষ্টা করিতেছেন, তাহা হইলে তিনি অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সতর্ক করিয়া দিবেন এবং উহার পরও যদি দেখিতে পান যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি তাহা অমান্য করিয়া কাজ করিতেছেন, তাহা হইলে তিনি সেই মর্মে তাহার সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করিবেন এবং ন্যায় বিচারের জন্য তিনি যেই পদ্ধতি সর্বোত্তম বলিয়া মনে করেন সেই পদ্ধতিতে উক্ত তদন্ত সমাপ্ত করিবেন।

(৬) তদন্তকারী কর্মকর্তা যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, অভিযুক্ত ব্যক্তির আচরণ তাঁহার কার্যালয়ের জন্য অবমাননাকর, তাহা হইলে তিনি তৎসম্পর্কিত প্রাসংগিক ঘটনাবলী ও পরিস্থিতি লিপিবদ্ধ করিবেন এবং বিষয়টি কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিবনে। অতঃপর কর্তৃপক্ষ উপযুক্ত বিবেচনা করিলে প্রবিধান ৩৮(খ) মোতাবেক অভিযুক্ত ব্যক্তি বিরুদ্ধে পৃথকভাবে কার্যধারা সূচনা করিতে পারেন।

(৭) তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্ত সমাপ্তির পর ৭ (সাত)টি কার্যদিবসের মধ্যে তাহার তদন্তের ফলাফল প্রতিবেদন আকারে কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করিবেন।

(৮) অভিযুক্ত ব্যক্তি দোষী বা নির্দোষ কিনা উহা উল্লেখপূর্বক তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্ত প্রতিবেদনে প্রতিটি অভিযোগের উপর স্বীয় সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করিবেন, তবে তিনি শাস্তি বা অন্য কিছু সম্পর্কে কোন সুপারিশ করিবেন না।

(৯) কর্তৃপক্ষ কোন বিষয়ে উপযুক্ত মনে করিলে, এই প্রবিধানমালার অধীনে একজন তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করিবার পরিবর্তে একাধিক ব্যক্তির সমন্বয়ে একটি তদন্ত কমিটি নিয়োগ করিতে পারেন এবং যেইক্ষেত্রে অনুরূপ কোন তদন্ত কমিটি নিয়োগ করা হয়, সেইক্ষেত্রে এই প্রবিধানে তদন্তকারী কর্মকর্তার ক্ষেত্রে উল্লেখিত বিষয় তদন্ত কমিটির ক্ষেত্রে উল্লেখিত বিষয় বলিয়া বিবেচিত হইবে।

(১০) উপ-প্রবিধান (৯)এর অধীনে নিযুক্ত কমিটির কোন একজন সদস্যের অনুপস্থিতির কারণে উহার কোন কার্যক্রম বা সিদ্ধান্ত বাতিল প্রতিপন্ন হইবে না, কিংবা তৎসম্পর্কে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

৪৪। **সাময়িক বরখাস্ত**।—

(১) প্রবিধান ৩৮ ও ৩৯ এর অধীনে কোন কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগের দায়ে গুরুদন্ড প্রদানের সম্ভাবনা থাকিলে কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় বা সমীচীন মনে করিলে তাহাকে সময়িকভাবে বরখাস্ত করিতে পারিবেঃ

তবেল শর্ত থাকে যে কর্তৃপক্ষ অধিকতর সমীচীন মনে করিলে, এইরূপ কর্মচারীকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করিবার পরিবর্তে লিখিত আদেশ দ্বারা উক্ত আদেশে উল্লেখিত তারিখ হইতে তাহার ছুটির প্রাপ্যতা সাপেক্ষে, তাহাকে ছুটিতে যাইবার জন্য নির্দেশ দিতে পারে।

(২) উপ-প্রবিধান (১) এর অধীনে প্রদত্ত সাময়িক বরখাস্তের আদেশ ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবস অতিবাহিত হইবার পর বাতিল হইয়া যাইবে, যদি না উক্ত সময়-সীমা অতিক্রান্ত হইবার পূর্বে প্রবিধান ৪২ এর অধীনে তাহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তাহাকে অবহিত করা হয়।

(৩) যেই ক্ষেত্রে কোন কর্মচারীর প্রতি আরোপিত চাকুরী হইতে বরখাস্ত বা অপসারণের দন্ড কোন আদালতের সিদ্ধান্তের দ্বারা বা উহার ফলে বাতিল বা অকার্যকর বলিয়া ঘোষিত হয় এবং কর্তৃপক্ষ বিষয়টি পরিস্থিতি বিবেচনার পর, মূলতঃ যেই অভিযোগের ভিত্তিতে উক্ত কর্মচারীকে বরখাস্ত বা অপসারণের দন্ড আরোপের মূল আদেশের তারিখ হইতে উক্ত কর্মচারী সাময়িকভাবে বরখাস্ত হইয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে এবং পরবর্তী আদেশ না দেওয়া পর্যন্ত উক্ত কর্মচারী সাময়িকভাবে বরখাস্ত থাকিবে।

(৪) কোন কর্মচারী সাময়িকভাবে বরখাস্ত থাকিবার সময়ে, অনুরূপ ক্ষেত্রে সরকারী কর্মচারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিধি, আদেশ বা নির্দেশ অনুযায়ী, প্রয়োজনীয় অভিযোজনসহ, খোরাকী ভাতা পাইবেন।

(৫) ঋণ বা ফৌজদারী অপরাধের দায়ে কারাগারে সোপর্দ (কারাগারে সোপর্দ অর্থে 'হেফাজতে' রক্ষিত ব্যক্তিগণও অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য হইবেন) কর্মচারীকে গ্রেফতারের তারিখ হইতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত গণ্য করিতে হইবে, এবং তাহার বিরুদ্ধে এই প্রবিধানমালার অধীন সূচিত কার্যধারা পরিসমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত তিনি যথারীতি খোরাকী ভাতা পাইবেন।

৪৫। **পুনর্বহাল**।— (১) প্রবিধান ৪০(১)(ক) এর অধীনে ছুটিতে প্রেরিত কোন কর্মচারীকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত, অপসারণ বা পদাবনত করা না হইলে তাহাকে চাকুরীতে পুণর্বহাল করা হইবে, অথবা ক্ষেত্র বিশেষে, তাহাকে তাহার পদমর্যাদায় আসীন বা সমপদমর্যাদা প্রদান করা হইবে এবং তিনি ঐ ছুটিকালীন সময়ে পূর্ণ বেতনে কর্তব্যরত ছিলেন বলিয়া গণ্য করা হইবে।

(২) সাময়িকভাবে বরখাস্ত কোন কর্মচারীকে পুণর্বহালের বিষয়ে সরকারী কর্মচারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিধি, নির্দেশ বা আদেশ, প্রয়োজনীয় অভিযোজনসহ প্রযোজ্য হইবে।

৪৬। **ফৌজদারী মামলা, ইত্যাদিতে অভিযুক্ত কর্মচারী**।— ঋণ বা ফৌজদারী অপরাধের জন্য কোন কর্মচারী কারাগারে সোপর্দ হওয়ার কারণে কর্তব্য হইতে অনুপস্থিত থাকিলে, তাহার বিরুদ্ধে মামলার পরিসমাপ্তি না হওয়া পর্যন্ত এইরূপ অনুপস্থিতিকালের জন্য তিনি কোন বেতন, ছুটিকালীন বেতন বা ভাতাদি (খোরাকী ভাতা ব্যতীত) পাইবেন না। মামলার পরিস্থিতি অনুসারে তাহার বেতন ও ভাতাদির সমন্বয় সাধন করা হইবে। তিনি অভিযোগ হইতে খালাস পাইলে, অথবা তাহার দায়ে কারাবরণের ক্ষেত্রে উক্ত দায় তাহার নিয়ন্ত্রণ বহির্ভুত পরিস্থিতির কারণে উদ্ভব হইয়াছে বলিয়া প্রমাণিত হইলে, তাহার প্রাপ্য বেতন ভাতাদির টাকা সম্পূর্ণরূপে প্রদান করা হইবে। এইরূপে তাহাকে সম্পূর্ণ টাকা প্রদান করা হইলে, উক্ত অনুপস্থিতিকালে তিনি কর্তব্যরত ছিলেন বলিয়া গণ্য হইবেন এবং উক্ত প্রাপ্য বেতন-ভাতাদি বাবদ সম্পূর্ণ টাকা অপেক্ষা কম টাকা প্রদান করা হইলে, উক্ত টাকা কর্তব্যকাল বা ছুটি বলিয়া গণ্য হইবে, কিন্তু আদেশদানকারী কর্তৃপক্ষ সেইমর্মে নির্দেশ প্রদান না করিলে এইরূপ গণ্য করা হইবে না।

৪৭। **আদেশের বিরুদ্ধে আপীল।**— (১) কোন কর্মচারী, কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সাধারণ বা বিশেষ ক্ষমতা বলে নিধারিত কর্তৃপক্ষের নিকট, অথবা যেই ক্ষেত্রে অনুরূপ কোন কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত নাই, সেই ক্ষেত্রে যেই আদেশদানকারী কর্তৃপক্ষের আদেশের বিরুদ্ধে আপীলের প্রস্তাব করা হইবে সেই কর্তৃপক্ষ যে কর্তৃপক্ষের অব্যবহিত অধস্তন উহার নিকট, অথবা, যেই ক্ষেত্রে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের অধস্তন যে কর্তৃপক্ষ উক্ত আদেশদান করিয়াছেন সেই ক্ষেত্রে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের নিকট, আপিল করিতে পারবে।

(২) আপীল কর্তৃপক্ষ নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ বিবেচনা করিবে, যথা ঃ-

(ক) এই প্রবিধানমালার নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করা হইয়াছে কিনা, না হইয়া থাকিলে উহার কারণে ন্যায় বিচারের হানি হইয়াছে কিনা;

(খ) অভিযোগসমূহের উপর প্রদত্ত সিদ্ধান্ত ন্যায়সংগত কিনা এবং

(গ) আরোপিত দণ্ড মাত্রাতিরিক্ত, পর্যাপ্ত বা অপর্যাপ্ত কিনা।

৪৮। **আপীল বা পুনর্বিবেচনার দরখাস্ত দাখিলের সময়সীমা।**— সংশ্লিষ্ট কর্মচারী, যেই আদেশের বিরুদ্ধে আপীল বা পুনর্বিবেচনার দরখাস্ত দাখিল করা হইবে, তৎসম্পর্কে অবহিত হওয়ার তিন মাসের মধ্যে উহার বিরুদ্ধে আপীল বা ক্ষেত্রমত পুনর্বিবেচনার দরখাস্ত দাখিল না করিলে উক্ত আপীল বা পুনবিবেচনার দরখাস্ত গ্রহণযোগ্য হইবে না ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, আপীল কর্তৃপক্ষ বা পুনর্বিবেচনার ক্ষেত্রে পুর্নবিবেচনাকারী কর্তৃপক্ষ, বিলম্বের কারণ সম্পর্কে সন্তুষ্ট হইয়া যথাযথ মনে করিলে, উক্ত তিন মাসে মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও পরবর্তী তিন মাসের মধ্যে কোন আপীল বা পুনর্বিবেচনার দরখাস্ত বিবেচনার জন্য গ্রহণ করিতে পারিবে।

৪৯। **আদালতে বিচারাধীন কার্যধারা।**— (১) কোন কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোন আদালতে একই বিষয়ের উপর কোন ফৌজদারী মামলা বা আইনগত কার্যধারা বিচারাধীন থাকিলে, তাহার বিরুদ্ধে বিভাগীয় কার্যধারা সমাপনের ব্যাপারে কোন বাধা থাকিবে না, কিন্তু যদি কর্তৃপক্ষ বিভাগীয় কার্যধারায় উক্ত কর্মচারীর উপর কোন দন্ডারোপ করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, তাহা হইলে উক্ত আইনগত কার্যধারা নিষ্পত্তি বা সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত উক্ত দণ্ডারোপ স্থগিত থাকিবে।

(২) কোন কর্মচারী, The Government Servants (Discipline and Appeal) Rules, 1985 এর বর্ণিত কোন অপরাধ এর অনুরূপ অপরাধ ব্যতীত অন্য কোন অপরাধের দায়ে কোন আদালত কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত হইলে, কর্তৃপক্ষ উক্তরূপে সাজাপ্রাপ্ত কর্মচারীকে এই প্রবিধানমালার অধীনে শাস্তি প্রদান করা হইবে কিনা উহা স্থির করিবে।

(৩) কর্তৃপক্ষ উপ-প্রবিধান (২)এর অধীনে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীকে শাস্তি প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে, বিষয়টির পরিস্থিতিতে যেইরূপ উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে সেই রূপ দন্ড প্রদান করিতে পারিবে এবং এইরূপ দণ্ড প্রদানের জন্য কোন সূচনা করিবার প্রয়োজন হইবে না।

## অষ্টম অধ্যায়

### ভবিষ্য-তহবিল ও আনুতোষিক

৫০। **ভবিষ্য-তহবিল।**— (১) বোর্ড কর্মচারীদের জন্য অংশ প্রদায়ক ভবিষ্য তহবিল নামের একটি তহবিল গঠন করিবে যাহাতে প্রত্যেক কর্মচারী এবং কল্যাণ তহবিল বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত হারে চাঁদা প্রদান করিবে।

(২) উপ-প্রবিধান (১) এ গঠিত ভবিষ্য তহবিল সংক্রান্ত বিষয়ে, সরকারী কর্মচারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য Contributory Provident Found Rules, 1979 প্রয়োজনীয় অভিযোজনসহ, প্রযোজ্য হইবে।

৫১। **আনুতোষিক।**— (১) নিম্নোক্ত যে কোন কর্মচারী আনুতোষিক পাইবেন, যথা ঃ-

(ক) যিনি কল্যাণ তহবিলে কমপক্ষে তিন বৎসর অব্যাহতভাবে চাকুরী করিয়াছেন এবং শাস্তি স্বরূপ চাকুরী হইতে বরখাস্ত, পদচ্যুত বা অপসারিত হন নাই;

(খ) যিনি কল্যাণ তহবিলে কমপক্ষে ৩ বৎসর চাকুরী করিবার পর কর্তৃপক্ষের অনুমতিসহ চাকুরী হইতে পদত্যাগ বা চাকুরী ত্যাগ করিয়াছেন;

(গ) কল্যাণ তহবিলে চাকুরীর তিন বৎসর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে নিম্নোক্ত কোন কারণে যেই কর্মচারীর চাকুরীর অবসান হইয়াছে, যথা ঃ

(অ) তিনি যেই পদে নিযুক্ত রহিয়াছেন সেই পদ বিলুপ্ত হইয়াছে, অথবা পদ সংখ্যা হ্রাসের কারণে তিনি চাকুরী হইতে ছাঁটাই হইয়াছেন,

(আ) সম্পূর্ণ বা আংশিক শারীরিক বা মনসিক অসামর্থ্যের কারণে তাহাকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হইয়াছে অথবা

(ই) চাকুরীরত থাকাকালে তিনি মৃত্যুবরণ করিয়াছেন।

(২) কোন কর্মচারীকে তাহার চাকুরীর প্রত্যেক পূর্ণ বৎসর বা কোন আংশিক বৎসরের ক্ষেত্রে একশত বিশটি কার্যদিবসে বা তদূর্ধ কোন সময়ের চাকুরীর জন্য দুই মাসের মূল বেতনের সমপরিমান হারে আনুতোষিক প্রদান করা হইবে।

(৩) সর্বশেষ গৃহীত বেতন আনুতোষিক গণনার মূল ভিত্তি হইবে।

(৪) কোন কর্মচারী মৃত্যুর কারণে আনুতোষিক প্রাপ্য হইলে যাহাতে তাহার মনোনীত ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ উহা পাইবার অধিকারী হন, তজ্জন্য উক্ত কর্মচারী তাহার চাকুরীকালীন সময়ে, কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে এক বা একাধিক ব্যক্তিকে মনোনয়ন দান করিবেন এবং ফরমটি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট জমা প্রদান করিবেন।

(৫) কোন কর্মচারী উপ-প্রবিধান (৪) এর অধীনে একাধিক ব্যক্তিকে মনোনয়ন দান করিলে তাহার মনোনয়ন পত্রে উক্ত ব্যাক্তগণকে প্রদেয় অংশ এইরূপে উল্লেখ করিবেন যেন আনুতোষিকের সম্পূর্ণ টাকা উহাতে অন্তর্ভূক্ত হয়, এবং যদি এইরূপে উল্লেখ করা না হয় তবে টাকার পরিমাণ সমান অংশে ভাগ করা হইবে।

(৬) কোন কর্মচারী উপ-প্রবিধান (৪) এর অধীনে একাধিক ব্যক্তিকে মনোনয়ন দান করিলে তাহার মনোনয়ন পত্রে উক্ত ব্যক্তিগণকে প্রদেয় অংশ এইরূপে উল্লেখ করিবেন যেন আনুতোষিকের সম্পূর্ণ টাকা উহাতে অন্তর্ভুক্ত হয়, এবং যদি এইরূপে উল্লেখ করা না হয় তবে টাকার পরিমাণ সমান অংশে ভাগ করা হইবে।

(৭) উপ-প্রবিধান (৪) কিংবা (৬)এর অধীনে কোন মনোনয়ন পত্র প্রদান করা না হইলে, কোন কর্মচারীর মৃত্যুর পর তাহার আনুতোষিকের টাকা উত্তরাধিকার প্রমান পত্রের (Succession Certificate) ভিত্তিতে তাহার বৈধ ওয়ারিশ বা ওয়ারিশগণকে প্রদান করা হইবে।

## নবম অধ্যায়

### অবসর গ্রহণ, চাকুরীর অবসান, ইস্তফাদান, ইত্যাদি।

৫২। **অবসর গ্রহণ, ইত্যাদি।**— (১) প্রত্যেক কর্মচারী নির্দিষ্ট মেয়াদে চাকুরীর পর অবসর গ্রহণ করিবে, এবং এই ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক সময় সময় জারীকৃত বিধি, আদেশ ও নির্দেশ, প্রয়োজনীয় অভিযোজনসহ প্রযোজ্য হইবে।

(২) প্রত্যেক কর্মচারী চাকুরী শেষে তাহার চাকুরীকালীন সর্বমোট সময়ের জন্য, এক বছর চাকুরীর জন্য এক মাসের সর্বশেষ মূল বেতনের হারে গ্রাচুইটি প্রাপ্য হইবে।

৫৩। **চাকুরীর অবসান।**— (১) নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ, কোন কারণ প্রদর্শন ব্যতিরেকে এবং এক মাসের লিখিত পূর্ব-নোটিশ প্রদান করিয়া অথবা উক্ত নোটিশের পরিবর্তে এক মাসের বেতন প্রদান করিয়া, কোন শিক্ষানবিসের চাকুরীর অবসান ঘটাইতে পারিবে এবং এইরূপ চাকুরী অবসানের কারণে উক্ত শিক্ষানবিস কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ পাইবে না।

(২) এই প্রবিধানামালায় ভিন্নরূপ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কর্তৃপক্ষ কোন কারণ প্রদর্শন ব্যতিরেকে, তিন মাসের পূর্ব-নোটিশ দিয়া অথবা তৎপরিবর্তে তিন মাসের মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ পরিশোধ করিয়া, যে কোন কর্মচারীর চাকুরীর অবসান ঘটাইতে পারিবে।

৫৪। **ইস্তফাদান, ইত্যাদি।**— (১) কোন কর্মচারী, নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের নিকট তাহার অভিপ্রায় উল্লেখপূর্বক তিন মাসের লিখিত পূর্ব-নোটিশ প্রদান না করিয়া তাহার চাকুরী ত্যাগ করিতে বা চাকুরী হইতে বিরত থাকিতে পারিবেন না। এবং ঐরূপ নোটিশ প্রদানের ব্যর্থতার ক্ষেত্রে, তিনি কল্যাণ তহবিলকে তাহার তিন মাসের মূল বেতনের সমপরিমাণ টাকা ক্ষতিপূরণ হিসাবে প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন।

(২) কোন শিক্ষানবিস তাহার অভিপ্রায় উল্লেখপূর্বক এক মাসের লিখিত পূর্ব নোটিশ প্রদান না করিয়া তাহার চাকুরী ত্যাগ করিতে পারিবেন না, এবং এইরূপ নোটিশ প্রদানের ব্যর্থতার ক্ষেত্রে তিনি কল্যাণ তহবিলকে তাহার এক মাসের মূল বেতনের সমপরিমাণ টাকা ক্ষতিপূরণ হিসাবে প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন।

(৩) যেই কর্মচারীর বিরুদ্ধে শৃংখলাজনিত ব্যবস্থা গ্রহণ শুরু হইয়াছে তিনি কল্যাণ তহবিল এর চাকুরী হইতে ইস্তফাদান করিতে পারিবেন নাঃ

তবে শর্ত থাকে যে, বোর্ড যেইরূপ উপযুক্ত এবং কোন বিশেষ শর্তে সংগত মনে করিবে সেইরূপ শর্তে কোন কর্মচারীকে ইস্তফাদানের অনুমতি দিতে পারিবে।

## দশম অধ্যায়

## বিবিধ

৫৫। **অসুবিধা দুরীকরণ**।— উল্লেখিত প্রবিধানমালায় যেইসব বিষয়াদি সুনির্দিষ্টভাবে বর্ণিত হয় নাই এইরূপ ক্ষেত্রে উক্ত বিষয়াদি সরকারের প্রচলিত বিধি ও আদেশ দ্বারা, প্রয়োজনীয় অভিযোজনসহ, নিয়ন্ত্রিত হইবে।

৫৬। **হেফাজত, ইত্যাদি**।— (১) এই প্রবিধানমালার অন্যত্র ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই প্রবিধানমালায় কার্যকর হইবার সাথে সাথে কল্যাণ তহবিলে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ এই প্রবিধানের অধীনে কল্যাণ তহবিলের কর্মকর্তা ও কর্মচারী হিসাবে নিয়োগপ্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবেঃ

**ব্যাখ্যা ঃ** এই উপ-প্রবিধানে কর্মকর্তা ও কর্মচারী বলিতে প্রবিধানমালাটি কার্যকর হইবার পূর্বে বিএমইটি বা বোর্ড কোন প্রকল্পে নিয়োজিত সুনির্দিষ্ট সংখ্যক কর্মকর্তাকে তহবিলের চাকুরীতে নিয়োগের জন্য চুক্তিবদ্ধ থাকিলে তাহারাও অন্তর্ভূক্ত হইবে।

(২) এই প্রবিধানমালা কার্যকর হইবার পূর্বে কল্যাণ তহবিল পরিচালানর উদ্দেশ্যে বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত কোন আদেশ বা নির্দেশ, অনুমোদিত কোন নিয়োগ, বেতন-ভাতা বা অন্যান্য আর্থিক সুবিধাদি, গৃহীত কোন সিদ্ধান্ত বা প্রশাসনিক ব্যবস্থা, এই প্রবিধানমালার অধীনে প্রদত্ত, অনুমোদিত ও গৃহীত হইয়াছে মর্মে গণ্য হইবে।

# তফসিল-ক

[প্রবিধান ২ (চ) দ্রষ্টব্য]

| ক্রমিক নং | পদের নাম | সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বয়সসীমা | নিয়োগ পদ্ধতি | নিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা | বেতন স্কেল |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৮ |
| ১। | সহকারী পরিচালক | ৩০ বৎসর (বিভাগীয় প্রার্থীদের ক্ষেত্রে বয়সসীমা শিথিলযোগ্য)। | ৭৫% কল্যাণ কর্মকর্তাগনের মধ্যে হইতে পদোন্নতির মাধ্যম্যে; ২৫% সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে | **পদোন্নতির ক্ষেত্রে ঃ** কল্যাণ কর্মকর্তা পদে ৫(পাঁচ) বৎসর চাকুরীর অভিজ্ঞতা;<br>**সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে ঃ** কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে কমপক্ষে স্নাতকোত্তর ডিগ্রীসহ সংশিষ্ট কাজে ৩(তিন) বৎসরের অভিজ্ঞতা। | ৪৩০০-৭৭৪০ |
| ২। | হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা | ৩০ বৎসর (বিভাগীয় প্রার্থীদের ক্ষেত্রে বয়সসীমা শিথিলযোগ্য। | ৭৫% সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তাগনের মধ্যে হইতে পদোন্নতির মাধ্যম্যে; ২৫% সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে | **পদোন্নতির ক্ষেত্রে ঃ** সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা পদে ৫(পাঁচ) বৎসর চাকুরীর অভিজ্ঞতা;<br>**সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে ঃ** কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে কমপক্ষে স্নাতকোত্তর ডিগ্রীসহ হিসাবরক্ষণ কাজে ৩(তিন) বৎসরের অভিজ্ঞতা। | ৪৩০০-৭৭৪০ |
| ৩। | ম্যানেজার (আবাসন) | ৩০ বৎসর | (ক) ১০০% পদ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে পূরণযোগ্য (খ) উপযুক্ত প্রার্থী পাওয়া না গেলে প্রেষণে নিয়োগ। | **সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে ঃ** দ্বিতীয় শ্রেণীর স্নাতক (সম্মান) সহ স্নাতকোত্তর ডিগ্রী এবং হোস্টেল কমপ্লেক্স/হাউজিং কমপ্লেক্স সংক্রান্ত কাজে ৫ (পাঁচ) বছরের অভিজ্ঞতা। | ৪৩০০-৭৭৪০ |
| ৪। | কল্যাণ কর্মকর্তা | ৩০ বৎসর (সরকারী চাকুরীরত প্রার্থীদের ক্ষেত্রে বয়স-সীমা ৫(পাঁচ) বৎসর পর্যন্ত শিথিলযোগ্য। | ৫০% প্রধান সহকারী অথবা উচ্চমান সহকারীগণের মধ্যে হইতে পদোন্নতির মাধ্যমে ৫০% সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে। | **পদোন্নতির ক্ষেত্রে ঃ** প্রধান সহকারী অথবা উচ্চমান সহকারী পদে অন্যূন ৭(সাত) বৎসর চাকুরী অভিজ্ঞতা;<br>**সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে ঃ** কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রীসহ সংশ্লিষ্ট কাজে ৩(তিন) বৎসরের অভিজ্ঞতা। | ৩৪০০-৬৬২৫ |
| ৫। | সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা | ৩০ বৎসর (সরকারী চাকুরীরত প্রার্থীদের ক্ষেত্রে বয়স-সীমা ৫(পাঁচ) বৎসর পর্যন্ত শিথিলযোগ্য। | ৫০% হিসাব সহকারীগণের মধ্যে হইতে পদোন্নতির মাধ্যমে; ৫০% সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে | **পদোন্নতির ক্ষেত্রে ঃ** হিসাব সহকারী পদে ৭(সাত) বৎসর চাকুরীর অভিজ্ঞতা।<br>**সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রেঃ** কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রীসহ হিসাবরক্ষণ কাজে ৩(তিন) বৎসরের অভিজ্ঞতা। | ৩৪০০-৬৬২৫ |
| ৬। | কম্পিউটার অপারেটর | ৩০ বৎসর | ১০০% সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে | কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে স্নাতক ডিগ্রীসহ কম্পিউটার চালনার কাজে ৩ (তিন) বৎসরের অভিজ্ঞতা। | ২২৫০-৪৩১৫ |
| ৭। | উচ্চমান সহকারী | ৩০ বৎসর | ৫০% অফিস সহকারীগণের মধ্যে হইতে পদোন্নতির মাধ্যমে ৫০% সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে | **পদোন্নতির ক্ষেত্রে ঃ** অফিস সহকারী পদে ৫(পাঁচ) বৎসরের চাকুরীর অভিজ্ঞতা।<br>**সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে ঃ** কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে স্নাতক ডিগ্রীসহ সংশ্লিষ্ট কাজে ৩(তিন) বৎসরের অভিজ্ঞতা। | ২১০০-৪৩১৫ |

| ক্রমিক নং | পদের নাম | সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বয়সসীমা | নিয়োগ পদ্ধতি | নিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা | বেতন স্কেল |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৮ |
| ৮। | প্রধান সহকারী | ৩০ বৎসর | ৫০% অফিস সহকারীগণের মধ্যে হইতে পদোন্নতির মাধ্যমে ৫০% সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে | **পদোন্নতির ক্ষেত্রে ঃ** হিসাব সহকারী পদে ৫(পাঁচ) বৎসর অথবা অফিস সহকারী পদে ৭ (সাত) বৎসর চাকুরীর অভিজ্ঞতা। **সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে ঃ** কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে স্নাতক ডিগ্রীসহ সংশ্লিষ্ট কাজে ৩(তিন) বৎসরের অভিজ্ঞতা। | ১৯৭৫-৩৯২০ |
| ৯। | হিসাব সহকারী | ৩০ বৎসর | ১০০% সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে | কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে স্নাতক ডিগ্রী | ১৯৭৫-৩৯২০ |
| ১০। | অফিস সহকারী | ৩০ বৎসর | ১০০% সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে | কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে স্নাতক ডিগ্রী | ১৮৭৫-৩৬০৫ |
| ১১। | কেয়ার টেকার | ৩০ বৎসর | ১০০% সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে | কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে উচ্চ মাধ্যমিক/সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ | ১৮৭৫-৩৬০৫ |
| ১২। | ইলিক্ট্রিশিয়ান | ৩০ বৎসর | সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে পূরণযোগ্য | ট্রেড সার্টিফিকেট এবং ৩ বছরের অভিজ্ঞতাসহ মাধ্যমিক/সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। | ১৮৭৫-৩৬০৫ |
| ১৩। | ষ্টোর কিপার | ৩০ বৎসর | সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে । | কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে উচ্চ মাধ্যমিক/সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ | ১৮৭৫-৩৬০৫ |
| ১৪। | গাড়ী চালক | ৩০ বৎসর | সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে । | কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে উচ্চ মাধ্যমিক/সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ | ১৮৭৫-৩৬০৫ |
| ১৫। | লিফ্টম্যান | ৩০ বৎসর | সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে পূরণযোগ্য | ট্রেড সার্টিফিকেট এবং ৩ বছরের অভিজ্ঞতাসহ মাধ্যমিক/সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। | ১৮৭৫-৩৬০৫ |
| ১৬। | প্লাম্বার | ৩০ বৎসর | সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে পূরণযোগ্য | ট্রেড সার্টিফিকেট এবং ৩ বছরের অভিজ্ঞতাসহ মাধ্যমিক/সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। | ১৮৭৫-৩৬০৫ |
| ১৭। | পাম্প মেশিন অপারেটর | ৩০ বৎসর | ১০০% সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে পূরণযোগ্য | ট্রেড সার্টিফিকেট এবং ৩ বছরের অভিজ্ঞতাসহ অষ্টম শ্রেণী উত্তীর্ণ। | ১৮৭৫-৩৬০৫ |
| ১৮। | জেনারেটর অপারেটর | ৩০ বৎসর | ১০০% সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে পূরণযোগ্য | ট্রেড সার্টিফিকেট এবং ৩ বছরের অভিজ্ঞতাসহ অষ্টম শ্রেণী উত্তীর্ণ। | ১৮৭৫-৩৬০৫ |
| ১৯। | এম, এল, এস, এস | ৩০ বৎসর | ১০০% সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে। | কোন স্বীকৃত বোর্ড হইতে মাধ্যমিক/সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ | ১৫৬০-২৬৯৫ |
| ২০। | গার্ড | ৩০ বৎসর | ১০০% সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে। | কোন স্বীকৃত বোর্ড হইতে অষ্টম শ্রেণী/সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ | ১৫০০-২৪০০ |
| ২০। | ঝাড়ুদার | ৩০ বৎসর | ১০০% সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে। | অষ্টম শ্রেণী/সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং সুস্বাস্থ্যের অধিকারীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে। | ১৫০০-২৪০০ |

## তফসিল-ক

[প্রবিধান ২ (চ) দ্রষ্টব্য]

| ক্রমিক নং | পদের নাম | সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বয়সসীমা | নিয়োগ পদ্ধতি | প্রয়োজনীয় যোগ্যতা | বেতন স্কেল |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৮ |
| ১। | ডাটাবেইজ এ্যাডমিনিসট্রেটর | ৩০ বৎসর | ১০০% সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে পূরণযোগ্য | কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে কম্পিউটার সায়েন্সসহ, বা অ্যাপ্লাইড ফিজিক্সে ২য় শ্রেণীর স্নাতক (সম্মান) সহ, ন্যূনতম ২য় শ্রেণীর স্নাতকোত্তর ডিগ্রী এবং সংশ্লিষ্ট কাজে ন্যূনতম ৩ বৎসরের অভিজ্ঞতা। | নির্ধারিত বেতন ভাতাদি। |
| ২। | সিস্টেম এ্যাডমিনিসট্রেটর | ৩০ বৎসর | সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে পূরণযোগ্য | কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে কম্পিউটার সায়েন্সসহ, বা অ্যাপ্লাইড ফিজিক্সে ২য় শ্রেণীর স্নাতক (সম্মান) সহ, ন্যূনতম ২য় শ্রেণীর স্নাতকোত্তর ডিগ্রী এবং সংশ্লিষ্ট কাজে ন্যূনতম ৩ বৎসরের অভিজ্ঞতা। | নির্ধারিত বেতন ভাতাদি। |
| ৩। | হার্ডওয়্যার ম্যানেজার | ৩০ বৎসর | সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে পূরণযোগ্য | কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে কম্পিউটার সায়েন্স/ইলেকট্রিক্যাল বা ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং এ অথবা অ্যাপ্লাইড ফিজিক্সে এ দ্বিতীয় শ্রেণীর স্নাতক (সম্মান)সহ, ২য় শ্রেণীর স্নাতকোত্তর ডিগ্রী এবং কম্পিউটার ও সংশ্লিষ্ট হার্ডওয়্যার কাজে বিস্তারিত অভিজ্ঞতা আবশ্যক। | নির্ধারিত বেতন ভাতাদি। |
| ৪। | সফটওয়্যার ম্যানেজার | ৩০ বৎসর | সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে পূরণযোগ্য | কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে কম্পিউটার সায়েন্স/ইলেকট্রিক্যাল বা ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং এ অথবা অ্যাপ্লাইড ফিজিক্সে এ দ্বিতীয় শ্রেণীর স্নাতক (সম্মান)সহ, ২য় শ্রেণীর স্নাতকোত্তর ডিগ্রী এবং কম্পিউটার ও সংশ্লিষ্ট হার্ডওয়্যার কাজে বিস্তারিত অভিজ্ঞতা আবশ্যক। | নির্ধারিত বেতন ভাতাদি। |
| ৪। | নেটওয়ার্ক ম্যানেজার | ৩০ বৎসর | সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে পূরণযোগ্য | কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে কম্পিউটার সায়েন্স/ইলেকট্রিক্যাল বা ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং এ অথবা অ্যাপ্লাইড ফিজিক্সে এ দ্বিতীয় শ্রেণীর স্নাতক (সম্মান)সহ, ২য় শ্রেণীর স্নাতকোত্তর ডিগ্রী এবং নেটওয়ার্কিং সেটআপ ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজে বিস্তারিত অভিজ্ঞতা আবশ্যক। | নির্ধারিত বেতন ভাতাদি। |

রাষ্টপতির আদেশক্রমে

মোঃ দলিল উদ্দিন মন্ডল
ভারপ্রাপ্ত সচিব।

**বাংলাদেশ গেজেট**

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, জুন ২, ২০১২

[বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ তহবিল পরিচালনা বোর্ড
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।
ঢাকা।

## প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ৯ বৈশাখ ১৪১৭ বঙ্গাব্দ/২২ এপ্রিল ২০১০ খ্রিস্টাব্দ

এস, আর ও নং ১২২-আইন/২০১০- Emigration Ordinance 1982 (Ordinance No.XXIX of 1982) এর section 19 এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে প্রণীত ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ তহবিল বিধিমালা, ২০০২ এর অধীনে গঠিত ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ তহবিল পরিচালনা বোর্ড, উক্ত বিধিমালার বিধি ৬(জ) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ তহবিল (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) নিয়োগ ও চাকুরী প্রবিধানমালা, ২০০৪ এর নিম্নরূপ অধিকতর সংশোধন করিল, যথাঃ-

উপরি-উক্ত প্রবিধানমালার-

(১) প্রবিধান ৫ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ প্রবিধান ৫ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

৫। **সরাসরি নিয়োগদান।**—

(১) সরাসরি নিয়োগের জন্য প্রার্থী নির্বাচনের উদ্দেশ্যে বাছাই কমিটি বহুল প্রচারিত অন্ততঃ একটি বাংলা ও একটি ইংরেজী জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত উন্মুক্ত বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে আহ্বান করিয়া সংশ্লিষ্ট পদের জন্য প্রার্থী নির্বাচন করিবে।

(২) এই প্রবিধানমালার অধীনে সরাসরি নিয়োগদানের জন্য প্রার্থী নির্বাচনের উদ্দেশ্যে বাছাই কমিটি প্রার্থীদের লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করিবে, এবং উক্ত পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে প্রার্থী নির্বাচন করিবে।

(৩) কোন ব্যক্তি কোন পদে সরাসরি নিয়োগলাভের জন্য উপযুক্ত বিবেচিত হইবেন না, যদি তিনি-

(ক) বাংলাদেশের নাগরিক না হন, অথবা

(খ) বাংলাদেশের নাগরিক নহেন এইরূপ কোন ব্যক্তিকে বিবাহ করিয়া থাকেন বা বিবাহ করিবার জন্য প্রতিশ্রুতি বদ্ধ হইয়া থাকেন।

(৪) কোন ব্যক্তি কোন পদে সরাসরি নিযুক্ত হইবেন না, যদি তাহার প্রয়োজনীয় যোগ্যতা না থাকে এবং তাহার বয়স তফসিলে বর্ণিত বয়সসীমার মধ্যে না হয়।

(৫) কোন পদে সরাসরি নিযুক্ত হইবেন না, যদি তাহার প্রয়োজনীয় যোগ্যতা না থাকে এবং তাহার বয়স তফসিলে বর্ণিত বয়সসীমার মধ্যে না হয়।

(ক) উক্ত পদে নিয়োগের জন্য নির্বাচিত ব্যক্তিকে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে নিযুক্ত চিকিৎসক স্বাস্থ্যগতভাবে উপযুক্ত বলিয়া প্রত্যয়ন করেন; এবং

(খ) এইরূপ নির্বাচিত ব্যক্তির পূর্ব কার্যকলাপ যথাযোগ্য এজেন্সির মাধ্যমে প্রতিপালিত হয় এবং দেখা যায় যে, কল্যাণ তহবিল এর চাকুরীতে নিয়োগ লাভের জন্য তিনি অনুপযুক্ত নহেন।

(৬) সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ সরকার কর্তৃক সময় সময় জারীকৃত কোটা সম্পর্কিত নির্দেশাবলী অনুসরণ করিবে

(২) প্রবিধান ১৩ এর পর নিম্নরূপ নতুন প্রবিধান ১৩ক সন্নিবেশিত হইবে, যথা ঃ-

"১৩ক। টাইম স্কেল এবং সিলেকশন গ্রেড স্কেলের প্রাপ্যতা।-

(১) যে সকল কর্মচারী সরকারি কর্মচারীগণের জন্য প্রযোজ্য জাতীয় বেতন স্কেল, ২০০৫ এর টাকা ২৪০০-৪৩১০ হইতে টাকা ৫১০০-১০৩৬০ বেতন স্কেলের আওতাভুক্ত তাহাদেরকে কল্যাণ তহবিলে একই বা পরস্পর বদলীযোগ্য পদে ৮, ১২ এবং ১৫ বৎসর চাকুরী পূর্তির পর, চাকুরীর সন্তোষজনক রেকর্ডের ভিত্তিতে এবং এতদ্‌সংক্রান্ত চাকুরীর শর্তাদি পূরণসাপেক্ষে, টাইম স্কেল হিসাবে, যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরবর্তী উচ্চতর বেতন স্কেল প্রদেয় হইবে, তবে পদোন্নতি ব্যতিরেকে কোন কর্মচারী একই পদে সমগ্র চাকুরী জীবনে তিনটির অধিক টাইম স্কেল প্রাপ্য হইবেন না।

(২) যে সকল কর্মচারী জাতীয় বেতন স্কেল, ২০০৫ এর টাকা ৬৮০০-১৩০৯০ এবং তদূর্ধ্ব বেতন স্কেলের আওতাভুক্ত তাহাদেরকে সংশ্লিষ্ট পদের বেতন স্কেলের সর্বোচ্চ সীমায় পৌছার এক বৎসর পর, চাকুরীর সন্তোষজনক রেকর্ডের ভিত্তিতে এবং এতদ্‌সংক্রান্ত চাকুরীর শর্তাদি পূরণসাপেক্ষে, টাইম স্কেল হিসাবে পরবর্তী উচ্চতর স্কেল প্রাপ্য হইবেন, তবে পদোন্নতি ব্যতিরেকে কোন কর্মকর্তা একই পদে সমগ্র চাকুরী জীবনের একটির অধিক টাইম স্কেল প্রাপ্য হইবেন না।

(৩) যে কোন কর্মচারী জাতীয় বেতন স্কেল, ২০০৫ এর টাকা ৩৭০০-৮০৬০ এবং তদূর্ধ্ব স্কেলভুক্ত, তাহারা তাহাদের ৪ বৎসরের চাকুরী পূর্তি, সন্তোষজনক চাকুরীর রেকর্ড ও জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে এবং চাকুরীর অন্যান্য শর্ত পূরণসাপেক্ষে, সংশ্লিষ্ট পদের মূল স্কেলের পরবর্তী স্কেলে ৫০% সিলেকশন গ্রেড প্রাপ্য হইবেন।

(৪) এই প্রবিধানের অধীন "টাইম স্কেল" ও "সিলেকশন গ্রেড" প্রদানের ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক সময় সময় জারীকৃত সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের জন্য প্রযোজ্য বিধি-বিধান ওয়েজ আর্নাস কল্যাণ তহবিলের অধীনে নিয়োজিত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।"

**(৩) প্রবিধান ৩৪ এর পর নিম্নরূপ নতুন প্রবিধান ৩৪ক, ৩৪খ, ৩৪গ ও ৩৪ঘ সংযোজিত হইবে, যথা ঃ—**

"৩৪ক। **শ্রান্তি বিনোদন ভাতা**।— কল্যাণ তহবিলের কর্মচারীগণ, সরকারি কর্মচারীগণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য Bangladesh Service (Recreation Allowance) Rules, 1979 এর বিধান অনুযায়ী শ্রান্তি বিনোদন ভাতা প্রাপ্য হইবেন এবং এই ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক সময় সময় জারীকৃত বিধি, আদেশ, নির্দেশ প্রয়োজনীয় অভিযোজনসহ প্রযোজ্য হইবে।

৩৪খ। **গাড়ীচালকদের ওভারটাইম ভাতা**।— কল্যান তহবিলে নিয়োজিত গাড়ীচালকগণ সংশ্লিষ্ট গাড়ীর জন্য নির্ধারিত লগ বই অনুসারে অফিস সময়ের পূর্বে বা পরে কাজ করিলে, তাহার প্রকৃত কর্মঘন্টা বাবদ ওভারটাইম ভাতা হিসাবে সরকারি গাড়ীচালকগণের জন্য প্রযোজ্য হারে ওভারটাইম ভাতা প্রাপ্য হইবেন।

৩৪গ। **পোষাক ও ধোলাই ভাতা**।— সরকারি কর্মচারীগণের ন্যায় কল্যাণ তহবিলের যে সকল কর্মচারীগণের ক্ষেত্রে পোষাক ও ধোলাই ভাতা এবং অন্যান্য ভাতা প্রযোজ্য সে সকল কর্মচারীগণ সরকারি কর্মচারীগণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হারে পোষাক ও ধোলাই ভাতা এবং অন্যান্য ভাতা প্রাপ্য হইবেন।

৩৪ঘ। **কম্পিউটার, মোটরসাইকেল ও কার ক্রয় এবং গৃহ নির্মাণ এর জন্য ঋণ ও অগ্রিম প্রদান**।— কম্পিউটার, মোটর সাইকেল ও কার ক্রয় এবং গৃহ নির্মাণ এর জন্য ঋণ বা অগ্রিম প্রদানের বিষয়ে সরকারি কর্মচারীদের জন্য প্রযোজ্য বিধি-বিধান অনুযায়ী কল্যাণ তহবিলে নিয়োজিত কর্মকর্তা এবং কর্মচারীগণ সুবিধাদি প্রাপ্য হইবেন।"

**(৪) প্রবিধান ৫৩ এর উপ-প্রবিধান (২) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-প্রবিধান (২) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ—**

"(২) এই প্রবিধানমালায় ভিন্নরূপ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কর্তৃপক্ষ কারণ দর্শানোর এবং শুনানীর সুযোগ প্রদানপূর্বক, যথাযথ বিবেচনা করিলে, তিন মাসের পূর্ব-নোটিশ প্রদান করিয়া অথবা তৎপরিবর্তে তিন মাসের মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ পরিশোধ করিয়া যে কোন কর্মচারীর চাকুরীর অবসান ঘটাইতে পারিবে, তবে কোন কর্মকর্তা-কর্মদচারী কারণ দর্শানোর জবাব প্রদান না করিলে অথবা শুনানীর সুযোগ গ্রহণ না করিলে কর্তৃপক্ষ একতরফা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন।"

(৫) "তফসিল-ক" এবং "তফসিল-খ" এর পরিবর্তে নিম্নরূপ "তফসিল-ক" এবং "তফসিল-খ" প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ-

## তফসিল-ক

[প্রবিধান ২ (চ) দ্রষ্টব্য]

| ক্রমিক নং | পদের নাম | সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বয়সসীমা | নিয়োগ পদ্ধতি | নিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা | জাতীয় বেতন স্কেল ২০০৫ অনুযায়ী |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
| ১। | পরিচালক (কল্যাণ) | - | প্রেষণে নিয়োগের মাধ্যমে | সরকারের উপ-সচিব পর্যায়ের কর্মকর্তাগণের মধ্য হইতে প্রেষণে নিয়োগের মাধ্যমে | - |
| ২। | উপ-পরিচালক (কল্যাণ/ প্রশাসন ও অর্থ | - | (ক) পদোন্নতির মাধ্যমে; এবং<br>(খ) পদোন্নতির জন্য উপযুক্ত প্রার্থী না পাওয়া গেলে প্রেষণে নিয়োগের মাধ্যমে | (ক) পদোন্নতির ক্ষেত্রে ঃ<br>সহকারী পরিচালক/হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা পদে ৭(সাত) বৎসরের চাকুরী<br>(খ) প্রেষণের ক্ষেত্রে ঃ<br>সরকারের সিনিয়র সহকারী সচিব পর্যায়ের কর্মকর্তাগণের মধ্য হইতে প্রেষণে নিয়োগের মাধ্যমে। | ১১,০০০-১৭,৬৫০ |
| ৩। | সহকারী পরিচালক | অনূর্ধ্ব ৩০ বৎসর | (ক) ৭৫% পদোন্নতির মাধ্যমে এবং<br>(খ) ২৫% সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে;<br>(গ) দফা (ক) ও (খ) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, বিমান বন্দরে দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে প্রেষণে নিয়োগের মাধ্যমে। | (ক) পদোন্নতির ক্ষেত্রে ঃ<br>কল্যাণ কর্মকর্তা পদে ৫ (পাঁচ) বৎসর চাকুরী;<br>(খ) সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে ঃ<br>কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী;<br>(গ) প্রেষণের ক্ষেত্রে ঃ সরকারের সহকারী সচিব পর্যায়ের কর্মকর্তাগণের মধ্যে হইতে প্রেষণে নিয়োগের মাধ্যমে। | ৬,৮০০-১৩,০৯০ |
| ৪। | সহকারী পরিচালক (জনসংযোগ) | অনূর্ধ্ব ৩০ বৎসর | সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে | সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে ঃ<br>কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সাংবাদিকতা বিষয়ে (Journalism) স্নাতকোত্তর ডিগ্রীসহ সংশ্লিষ্ট কাজে ৩ (তিন) বৎসরের অভিজ্ঞতা। | ৬,৮০০-১৩,০৯০ |
| ৫। | হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা | অনূর্ধ্ব ৩০ বৎসর | (ক) ৭৫% পদোন্নতির মাধ্যমে এবং<br>(খ) ২৫% সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে। | (ক) পদোন্নতির ক্ষেত্রে ঃ<br>সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা পদে ৫ (পাঁচ) বৎসর চাকুরী;<br>(খ) সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে ঃ<br>কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে হিসাববিজ্ঞান/ব্যবস্থাপনা/ফিনান্স বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রীসহ হিসাবরক্ষণ কাজে ৩ (তিন) বৎসরের অভিজ্ঞতা। | ৬,৮০০-১৩,০৯০ |
| ৬। | কল্যাণ কর্মকর্তা | অনূর্ধ্ব ৩০ বৎসর | (ক) ৭৫% পদোন্নতির মাধ্যমে এবং<br>(খ) ২৫% সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে। | (ক) পদোন্নতির ক্ষেত্রে ঃ<br>কম্পিউটার অপারেটর পদে অন্যূন ৫ বৎসর অথবা ব্যক্তিগত সহকারী/প্রধান সহকারী/ উচ্চমান সহকারী পদে অন্যূন ৭ (সাত) বৎসর চাকুরী; তবে স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে। | ৫,১০০-১০,৩৬০ |

| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (খ) সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে ঃ<br>কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে স্মাতকোত্তর ডিগ্রী। | - |
| ৭। | সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা | অনূর্ধ্ব ৩০ বৎসর | (ক) ৫০% পদোন্নতির মাধ্যমে; এবং<br>(খ) ৫০% সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে। | (ক) পদোন্নতির ক্ষেত্রে ঃ<br>হিসাব রক্ষক পদে অন্যূন ৫(পাঁচ) অথবা হিসাব সহকারী পদে অন্যূন ৭(সাত) বৎসর চাকুরী;<br>(খ) প্রেষণের ক্ষেত্রে ঃ<br>কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে হিসাববিজ্ঞান/ব্যবস্থাপনা/ফিন্যান্স বিষয়ে অন্যূন স্নাতকোত্তর ডিগ্রী। | ৫,১০০-১০,৩৬০ |
| ৮। | কম্পিউটার অপারেটর | অনূর্ধ্ব ৩০ বৎসর | সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে। | সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে ঃ<br>কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অন্যূন স্নাতক ডিগ্রীসহ কম্পিউটার চালনার দক্ষতা থাকিতে হইবে। | ৩,৫০০-৭,৫০০ |
| ৯। | ব্যক্তিগত সহকারী | অনূর্ধ্ব ৩০ বৎসর | সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে। | সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে ঃ<br>কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অন্যূন স্নাতক ডিগ্রীসহ কম্পিউটার চালনার দক্ষতা থাকিতে হইবে। | ৩,৩০০-৬,৯৪০ |
| ১০। | হিসাব রক্ষক | অনূর্ধ্ব ৩০ বৎসর | পদোন্নতির মাধ্যমে;<br>তবে পদোন্নতির ক্ষেত্রে উপযুক্ত প্রার্থী না পাওয়া গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে। | (ক) পদোন্নতির ক্ষেত্রে ঃ<br>হিসাব সহকারী পদে ৩ (তিন) বৎসর অথবা ক্যাশিয়ার পদে ৫(পাঁচ) বৎসরের চাকুরী;<br>(খ) সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে ঃ<br>কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বাণিজ্যে অন্যূন স্নাতক ডিগ্রী। | ৩,৩০০-৬,৯৪০ |
| ১১। | প্রধান সহকারী/ উচ্চমান সহকারী | অনূর্ধ্ব ৩০ বৎসর | (ক) ৫০%<br>পদোন্নতির মাধ্যমে; এবং<br>(খ) ৫০% সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে। | (ক) পদোন্নতির ক্ষেত্রে ঃ<br>অফিস সহকারী/কল্যাণ সহকারী পদে ৫ (পাঁচ) এবং স্টোর কিপার পদে ৭(সাত) বৎসরের চাকুরী;<br>(খ) সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে ঃ<br>কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অন্যূন স্নাতক ডিগ্রী। | ৩,৩০০-৬,৯৪০ |
| ১২। | হিসাব সহকারী | অনূর্ধ্ব ৩০ বৎসর | সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে। | কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বাণিজ্যে স্নাতক ডিগ্রী। | ৩,৩০০-৬,৩৮০ |
| ১৩। | ক্যাশিয়ার | অনূর্ধ্ব ৩০ বৎসর | সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে। | কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বাণিজ্যে স্নাতক ডিগ্রী। | ৩,০০০-৫,৯২০ |
| ১৪। | কল্যাণ সহকারী | অনূর্ধ্ব ৩০ বৎসর | সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে। | কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বাণিজ্যে স্নাতক ডিগ্রী। | ৩,০০০-৫,৯২০ |

| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
|---|---|---|---|---|---|
| ১৫। | অফিস সহকারী | অনূর্ধ্ব ৩০ বৎসর | সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে। | কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে স্নাতক ডিগ্রীসহ কম্পিউটার পরিচালনায় পারদর্শী। | ৩০০০-৫৯২০ |
| ১৬। | কেয়ার টেকার | অনূর্ধ্ব ৩০ বৎসর | সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে। | কোন স্বীকৃত বোর্ড হইতে উচ্চ মাধ্যমিক/সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। | ৩০০০-৫৯২০ |
| ১৭। | ইলেকট্রিশিয়ান | অনূর্ধ্ব ৩০ বৎসর | সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে। | ট্রেড সার্টিফিকেট এবং ৩ বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ অন্যূন মাধ্যমিক/সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। | ৩০০০-৫৯২০ |
| ১৮। | স্টোর কিপার | অনূর্ধ্ব ৩০ বৎসর | সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে। | কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বাণিজ্যে স্নাতক ডিগ্রী। | ৩০০০-৫৯২০ |
| ১৯। | গাড়ী চালক | অনূর্ধ্ব ৩০ বৎসর | সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে। | (ক) কোন স্বীকৃত বোর্ড হইতে মাধ্যমিক/সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ;<br>(খ) গাড়ী চালনার বৈধ ড্রাইভিং লাইসেন্সধারী হইতে হইবে। | ৩০০০-৫৯২০ |
| ২০। | লিফটম্যান | - | আউট সোর্সিং | কোন স্বীকৃত ইন্সটিটিউট হইতে সংশ্লিষ্ট ট্রেডে সার্টিফিকেটসহ ৩ বৎসরের বাস্তব অভিজ্ঞতা। | সাকুল্য বেতন |
| ২১। | প্লাম্বার | - | আউট সোর্সিং | কোন স্বীকৃত ইন্সটিটিউট হইতে প্লাম্বিং ট্রেড সার্টিফিকেট এবং ৩ বৎসরের অভিজ্ঞতা। | সাকুল্য বেতন |
| ২২। | পাম্প মেশিন অপারেটর | - | আউট সোর্সিং | কোন স্বীকৃত ইন্সটিটিউট হইতে সংশ্লিষ্ট ট্রেড সার্টিফিকেট এবং ৩ বৎসরের অভিজ্ঞতা। | সাকুল্য বেতন |
| ২৩। | জেনারেটর অপারেটর | - | আউট সোর্সিং | কোন স্বীকৃত ইন্সটিটিউট হইতে সংশ্লিষ্ট ট্রেড সার্টিফিকেট এবং ৩ বৎসরের অভিজ্ঞতা। | সাকুল্য বেতন |
| ২৪। | এম,এল,এস,এস | - | আউট সোর্সিং | কোন স্বীকৃত বোর্ড হইতে উচ্চ মাধ্যমিক/সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। | সাকুল্য বেতন |
| ২৫। | নিরাপত্তা প্রহারী | - | আউট সোর্সিং | অষ্টম শ্রেণী উত্তীর্ণ/সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। | সাকুল্য বেতন |
| ২৬। | ঝাড়ুদার | - | আউট সোর্সিং | অষ্টম শ্রেণী উত্তীর্ণ/সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং সু-স্বাস্থ্যের অধিকারীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে। | সাকুল্য বেতন |

## তফসিল-খ
[প্রবিধান ২ (চ) দ্রষ্টব্য]

| ক্রমিক নং | পদের নাম | নিয়োগ পদ্ধতি | নিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা | বেতন |
|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ |
| ১। | ডাটাবেইজ এডমিনিসট্রেটর | চুক্তি ভিত্তিক নিয়োগ। | কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে কম্পিউটার সায়েন্স/কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার বা এ্যাপ্লাইড ফিজিক্সে ২য় শ্রেণীর স্নাতক (সম্মান) সহ, ন্যূনতম ২য় শ্রেণীর স্নাতকোত্তর ডিগ্রী এবং সংশ্লিষ্ট কাজে ন্যূনতম ৩ বৎসরের অভিজ্ঞতা। | বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত |
| ২। | সিস্টেম এডমিনিসট্রেটর | চুক্তি ভিত্তিক নিয়োগ। | কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে কম্পিউটার সায়েন্স/কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার বা এ্যাপ্লাইড ফিজিক্সে ২য় শ্রেণীর স্নাতক (সম্মান) সহ, ন্যূনতম ২য় শ্রেণীর স্নাতকোত্তর ডিগ্রী এবং সংশ্লিষ্ট কাজে ন্যূনতম ৩ বৎসরের অভিজ্ঞতা। | বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত |
| ৩। | হার্ডওয়্যার ম্যানেজার | চুক্তি ভিত্তিক নিয়োগ। | কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে কম্পিউটার সায়েন্স/ইলেকট্রিক্যাল/কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার বা ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং এ অথবা এ্যাপ্লাইড ফিজিক্সে ২য় শ্রেণীর স্নাতক (সম্মান) সহ, ন্যূনতম ২য় শ্রেণীর স্নাতকোত্তর ডিগ্রী এবং কম্পিউটার ও সংশ্লিষ্ট হার্ডওয়্যার কাজে বিস্তারিত অভিজ্ঞতা আবশ্যক। | বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত |
| ৪। | সফটওয়্যার ম্যানেজার | চুক্তি ভিত্তিক নিয়োগ। | কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে কম্পিউটার সায়েন্স/ইলেকট্রিক্যাল/কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার বা ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং এ অথবা এ্যাপ্লাইড ফিজিক্সে ২য় শ্রেণীর স্নাতক (সম্মান) সহ, ন্যূনতম ২য় শ্রেণীর স্নাতকোত্তর ডিগ্রী এবং সংশ্লিষ্ট সফটওয়্যার কাজে বিস্তারিত অভিজ্ঞতা আবশ্যক। | বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত |
| ৫। | নেটওয়ার্ক ম্যানেজার | চুক্তি ভিত্তিক নিয়োগ। | কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে কম্পিউটার সায়েন্স/ইলেকট্রিক্যাল/কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার বা ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং এ অথবা এ্যাপ্লাইড ফিজিক্সে ২য় শ্রেণীর স্নাতক (সম্মান) সহ, ২য় শ্রেণীর স্নাতকোত্তর ডিগ্রী এবং নেটওয়ার্ক সেটআপ ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজে বিস্তারিত অভিজ্ঞতা আবশ্যক। | বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত |
| ৬। | মেইনটেন্যান্স এ্যাসিস্ট্যান্ট (টেকনিশিয়ান) | চুক্তি ভিত্তিক নিয়োগ। | ট্রেড সার্টিফিকেট এবং ৩ বছরের অভিজ্ঞতাসহ মাধ্যমিক/সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। | বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত |
| ৭। | আরবী অনুবাদক | চুক্তি ভিত্তিক নিয়োগ। | কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে আরবী বিষয়সহ স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অথবা কোন স্বীকৃত মাদ্রাসা হইতে কামিল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইবে। আরবী হইতে বাংলা/ইংরেজী এবং বাংলা/ইংরেজী হইতে আরবী অনুবাদ করার অভিজ্ঞতা থাকিতে হইবে। | বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত |
| ৮। | ইঞ্জিনিয়ার-ইন-চার্জ | চুক্তি ভিত্তিক নিয়োগ। | প্রকল্পের প্রয়োজনে বোর্ড কর্তৃক নিধারিত যোগ্যতা। | বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত |
| ৯। | স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার | চুক্তি ভিত্তিক নিয়োগ। | সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এ স্নাতক ডিগ্রীসহ স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং এ পারদশী। | বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত |

## তফসিল-খ

[প্রবিধান ২ (চ) দ্রষ্টব্য]

| ক্রমিক নং | পদের নাম | নিয়োগ পদ্ধতি | নিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা | বেতন |
|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ |
| ১০। | সিভিল ইঞ্জিনিয়ার | চুক্তি ভিত্তিক নিয়োগ। | সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এ স্নাতক ডিগ্রী। | বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত |
| ১১। | সাইট ইঞ্জিনিয়ার (সিভিল) | চুক্তি ভিত্তিক নিয়োগ। | সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এ ডিপ্লোমা ডিগ্রী। | বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত |
| ১২। | সাব এ্যাসিসট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার | চুক্তি ভিত্তিক নিয়োগ। | সিভিল/ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এ ডিপ্লোমা ডিগ্রী। | বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত |
| ১৩। | আইনজীবী/আইন উপদেষ্টা | চুক্তি ভিত্তিক নিয়োগ। | আইন বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রীসহ আইন পেশায় ৫(পাঁচ) বৎসরের অভিজ্ঞতা। | বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত |
| ১৪। | ডাক্তার | চুক্তি ভিত্তিক নিয়োগ। | কোন স্বীকৃত মেডিক্যাল কলেজ হতে এম,বি,বি,এস ডিগ্রীসহ ৫(পাঁচ) বৎসরের অভিজ্ঞতা। | বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত |
| ১৫। | ডাটা এন্ট্রি অপারেটর | ডাটা ভিত্তিক (No Work No Pay) | কম্পিউটার ডাটা এন্ট্রির কাজে দক্ষতাসহ স্নাতক ডিগ্রী। | বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত |

ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ তহবিল পরিচালনা বোর্ডের পক্ষে

ড. জাফর আহমেদ খান
চেয়ারম্যান
ভারপ্রাপ্ত সচিব।

# অধ্যায় ০৩

## প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান

## নীতি ও কর্মপরিকল্পনা


| | | |
|---|---|---|
| ৩.১ | প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান নীতিমালা, ২০১৬ | ১৬১ |
| ৩.২ | প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান বিষয়ক জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন | ১৮৫ |
| ৩.৩ | জাতীয় শ্রম অভিবাসন ফোরাম সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন | ১৮৭ |
| ৩.৪ | বৈধ উপায়ে রেমিট্যান্স প্রেরণের বিপরীতে প্রণোদনা/ নগদ সহায়তা প্রদানের নীতিমালা (৬ আগস্ট ২০১৯) | ১৯০ |
| ৩.৫ | রেমিট্যান্স প্রেরণকারী প্রবাসী বাংলাদেশীদের বিশেষ নাগরিক সুবিধা প্রদান নীতিমালা, ২০০৮ | ১৯৪ |
| ৩.৬ | অভিবাসন ও দক্ষতা উন্নয়ন তহবিল পরিচালনা নীতিমালা, ২০১০ | ১৯৮ |
| ৩.৭ | বিদেশ গমনেচ্ছু বাংলাদেশী কর্মীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা সংক্রান্ত নীতিমালা, ২০০৮ (সংশোধিত, ২০১৯) | ২০২ |
| ৩.৮ | বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (অনিবাসী বাংলাদেশি) নির্বাচন নীতিমালা, ২০১৮ | ২১২ |
| ৩.৯ | বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (অনিবাসী বাংলাদেশি) এর তালিকা (গেজেট মে ১০, ২০১৮) | ২১৭ |
| ৩.১০ | শ্রম কল্যাণ উইংসমূহে কর্মকর্তা/ কর্মচারী নিয়োগ/ পদায়ন সংক্রান্ত নীতিমালা, ২০১৯ | ২২৩ |
| ৩.১১ | জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো ও এর আওতাধীন দপ্তরসমূহের কর্মকর্তা/কর্মচারি বদলী/পদায়ন নীতিমালা, ২০১৯ | ২২৬ |
| ৩.১২ | ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের এ্যাম্বুলেন্স ব্যবহার নীতিমালা, ২০১৮ | ২২৯ |
| ৩.১৩ | হাউজকিপিং প্রশিক্ষণ পরিচালনার সংশোধিত নীতিমালা, সেপ্ট ২০১৭ | ২৩২ |
| ৩.১৪ | সৌদি আরবসহ মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য দেশে মহিলা গৃহকর্মী প্রেরণ নীতিমালা | ২৩৫ |
| ৩.১৫ | জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল (এনএসএসএস) বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিকল্পনা | ২৩৭ |
| ৩.১৬ | জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল (এনএসএসএস) এর অধীন প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের জেন্ডার স্ট্র্যাটেজি ও কর্মপরিকল্পনা | ২৪১ |

বাংলাদেশ গেজেট, মে ২৬, ২০১৬ ১মখন্ড

**প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়**

প্রবাসী কল্যাণ ভবন

কর্মসংস্থান শাখা-৪

**প্রজ্ঞাপন**

**তারিখ, ১৪ চৈত্র ১৪২২ বঙ্গাব্দ/২৮ মার্চ ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ**

নং ৪৯.০০.০০০০.১১২.০১০.১৬-১৯১-সরকার ১২ মাঘ ১৪২২ বঙ্গাব্দ/২৫ জানুয়ারি ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ তারিখে 'প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান নীতি, ২০১৬' অনুমোদন করেছে।

২। জনস্বার্থে জারিকৃত এ নীতিমালা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

**রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে**

মোঃ জাকির হোসেন

সিনিয়র সহকারী সচিব

## প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান নীতি, ২০১৬

বৈদেশিক কর্মসংস্থান বাংলাদেশের অর্থনীতি অন্যতম প্রধান খাত। প্রবাসী বাংলাদেশীদের কল্যাণ নিশ্চিত করা, বাংলাদেশী অভিবাসী কর্মীদের অসামান্য অবদান ও অধিকারের স্বীকৃতি প্রদান করা এবং বৈদেশিক কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে অভিবাসন খাতের কার্যক্রমকে অধিকতর সুষ্ঠু, স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক ও গতিশীলভাবে পরিচালনার জন্য কৌশলগত দিক-নির্দেশনা প্রদান অপরিহার্য। সেই লক্ষ্যে সরকার এতদ্দ্বারা ২০০৬ সালের 'বৈদেশিক কর্মসংস্থান নীতি' (বাংলাদেশ গেজেট, ৫ নভেম্বর ২০০৬) রহিতক্রমে "প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান নীতি ২০১৬" শিরোনামে নিম্নরূপ নীতি প্রণয়ন করছে:

### ১. ভূমিকা

### ১.১ প্রস্তাবনা

দেশে ও বিদেশে কর্মসংস্থান, বেকারত্ব হ্রাস এবং নাগরিকের জীবনমানের উন্নয়ন দারিদ্র বিমোচনের অন্যতম হাতিয়ার। বর্তমান সরকার দেশের জনগোষ্ঠীকে দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করে প্রতিটি নাগরিকের জন্য মানসম্মত কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দেশকে ২০২১ সালের মধ্যে একটি মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করতে রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের অঙ্গীকার ব্যক্ত করে। বৈদেশিক কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতে ও শ্রম অভিবাসন খাতকে গতিশীল ও সুসংহত করার লক্ষ্যে 'বৈদেশিক কর্মসংস্থান নীতি, ২০০৬' প্রণীত হয়েছিল। বৈদেশিক কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে নিরাপদ শ্রম অভিবাসন উৎসাহিত ও নিশ্চিতকরণ, অভিবাসী কর্মীদের সুরক্ষা, কর্মীদের বাছাই প্রক্রিয়া, শ্রম অভিবাসন-পরিক্রমার বিভিন্ন পর্যায়ে কর্মীদের কল্যাণমূলক সেবা প্রদান এবং শ্রম অভিবাসনকে উন্নয়নের ধারায় সম্পৃক্তকরণ ইত্যাদি বিষয় নীতিতে অন্তর্ভুক্ত হয়। এসব মূলনীতির প্রাসঙ্গিকতা অক্ষুণ্ণ থাকলেও, সাম্প্রতিককালে আন্তর্জাতিক শ্রম-অভিবাসন খাতে বাংলাদেশে ও বহির্বিশ্বে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। জাতীয় তথা বৈশ্বিক উন্নয়নে অভিবাসনের গুরুত্ব আজ বিশ্বব্যাপী সমাদৃত। জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) এবং সরকার কর্তৃক গৃহীত প্রেক্ষিত পরিকল্পনায় ও ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় অভিবাসনের অন্তর্ভুক্তি, সরকার কর্তৃক 'বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন ২০১৩' গ্রহণ, এবং সরকার কর্তৃক জাতিসংঘের ১৯৯০ সালের অভিবাসী কর্মীসংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সনদ 'International convention on the protection of the rights of all migrant workers and their families, 1990 (ICRMW)'- অনুসমর্থন অভিবাসন খাতের জন্য নতুন দিগন্তের সূচনা করে। এই কারণে বিদ্যমান 'বৈদেশিক কর্মসংস্থান নীতি, ২০০৬' পরিমার্জন, সংশোধন ও সংযোজন করার প্রয়োজনীয়তা দেয়। এই প্রেক্ষাপট বিবেচনায় নীতিমালা পরিমার্জন ও সংশোধনের জন্য একটি কমিটি গঠনপূর্বক সংশ্লিষ্টদের সাথে সভা ও কর্মশালা এবং আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা করা হয়। এ সকল সভা ও কর্মশালা এবং মন্ত্রণালয়/বিভাগ হতে প্রাপ্ত মতামতের ভিত্তিতে নীতিমালা সংশোধন, পরিমার্জন ও সংযোজন করে 'প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান নীতি, ২০১৬' নীতিটি প্রণয়ন করা হয়।

### ১.২ মহান মুক্তিযুদ্ধে মানুষের অংশগ্রহণ ও প্রত্যাশা

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের ডাকে সংঘটিত মহান মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম অঙ্গীকার ছিল বাংলাদেশের জনগণের জন্য শোষণমুক্ত, মর্যাদাসম্পন্ন ও সামাজিক ন্যায়বিচার ভিত্তিক একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও প্রত্যাশার পরিপূর্ণ বাস্তবায়নে অধিকতর অবদান রাখার সুযোগ সৃষ্টিসহ জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার প্রয়াসে মানুষের কল্যাণ অধিকার সুরক্ষা, মর্যাদাসম্পন্ন কর্মসংস্থান, শোভন কর্মপরিবেশ, জাতীয় উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং দক্ষ মানব সম্পদ তৈরীর মাধ্যমে বৈষম্য, শোষণ, দারিদ্রমুক্ত সৃজনশীল ও কর্মমুখী জনগোষ্ঠী গড়ে তোলাই বর্তমান নীতির মূল উদ্দেশ্য।

---

[১] বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন, ২০১৩ মোতাবেক "অভিবাসী কর্মী" (migrant worker) অর্থ বাংলাদেশের কোনো নাগরিক যিনি অন্য কোন রাষ্ট্রে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে-
(ক) কোন কর্মের উদ্দেশ্যে যাবার প্রস্তুতি গ্রহণ করেছেন কিংবা গমন করছেন;
(খ) কোন কর্মে নিযুক্ত আছেন; অথবা
(গ) কোন কর্মে নিযুক্ত থাকবার পর কিংবা নিযুক্ত না হয়ে বাংলাদেশে ফেরত এসেছেন:

[২] নিরাপদ অভিবাসন বলতে আন্তর্জাতিকভাবে বৈধ পন্থায় অভিবাসী কর্মীর পূর্ণ তথ্যভিত্তিক অভিবাসনকে বোঝায় যা কিনা রিক্রুটমেন্ট এজেন্ট ও নিয়োগকর্তা কর্তৃক চুক্তি সাধনের মাধ্যমে পরিচিত হয়ে থাকে। নিরাপদ অভিবাসন সকল অভিবাসী কর্মীর নিয়োগ চুক্তি ও ওয়ার্কপারমিট, পরিচয়পত্রসহ অন্যান্য ভ্রমণ সংক্রান্ত দলিল পত্রাদি নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করবে। এছাড়াও অভিবাসী কর্মীকে যে কোন জরুরী অবস্থা মোকাবেলার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য ও সেবা সরবরাহ নিশ্চিত করবে।

### ১.৩ পটভূমি

জাতির পিতার নেতৃত্বে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের অর্থনীতি পুনরুদ্ধার করার লক্ষ্যে কূটনৈতিক তৎপরতার মাধ্যমে বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও কর্মী প্রেরণ বিষয়ে মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশসমূহের সাথে সমঝোতা সৃষ্টি হয়। তারই ধারাবাহিকতায় সত্তর দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহে বাংলাদেশি কর্মী গমন শুরু হয়। শ্রম-অভিবাসনের প্রবণতা বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে এবং প্রবাসী বাংলাদেশী ও অভিবাসী কর্মীদের অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ শ্রম-অভিবাসন ব্যবস্থাপনা, পরিচালনা ও কল্যাণ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্ব দিয়ে সরকার ২০০১ সালে 'প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়' নামে একটি পৃথক মন্ত্রণালয় গঠন করে। এ মন্ত্রণালয় ১৯৭৬ সালে প্রতিষ্ঠিত 'বিএমইটি', ১৯৮৪ সালে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ ওভারসীজ এমপ্লয়মেন্ট এন্ড সার্ভিসেস লিমিটেড (বোয়েসেল), ১৯৯০ সালে প্রতিষ্ঠিত 'ওয়েজ আনার্স কল্যাণ তহবিল' এবং অভিবাসী কর্মীদের কম সুদে জামানতবিহীন ঋণ প্রদানের লক্ষ্যে ২০১১ সালে প্রতিষ্ঠিত 'প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক' এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সরকারি সংস্থাসমূহের কার্যক্রম তত্ত্বাবধন ও সমন্বয় করে।

### ১.৪ সাম্প্রতিক অগ্রগতি ও পরিবর্তনের ধারাবাহিকতা

অভিবাসী কর্মীদের অধিকারের সুরক্ষা আন্তর্জাতিক মহলে সর্বাধিক গুরুত্বপ্রাপ্ত একটি বিষয়। এমন প্রেক্ষাপটে, বাংলাদেশ ২০১১ সালে জাতিসংঘের ১৯৯০ সালের অভিবাসী কর্মীসংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সনদ অনুসমর্থন[৩] করে। আন্তর্জাতিক সনদটির অনুসমর্থনের পর শ্রম অভিবাসন ব্যবস্থাপনা, অভিবাসী কর্মীর অধিকার ও সুরক্ষা এবং অভিবাসী কর্মী ও তাদের পরিবারের কল্যাণের বিষয়টি প্রাধান্য পায় এবং সে পরিপ্রেক্ষিতে বিদ্যমান আইন-বিধিমালা ও নীতিমালা পরিবর্তন ও সংশোধনের আবশ্যকতা ও বাধ্যবাধকতা তৈরি হয়।
বৈদেশিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, নিরাপদ ও ন্যায়সঙ্গত শ্রম অভিবাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন, সকল অভিবাসী কর্মী ও তাদের পরিবারের সদস্যদের অধিকার ও কল্যাণ নিশ্চিত এবং বাংলাদেশ কর্তৃক অনুসমর্থিত ICRMW এবং শ্রম ও মানবাধিকার বিষয়ক অন্যান্য সনদের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করার উদ্দেশ্য ইতোমধ্যে Emigration Ordinance, 1982 রহিত করে সরকার "বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৪৮ নং আইন)" প্রণয়ণ করেছে। এছাড়াও নতুন গৃহীত আইন বাস্তবায়নে বিদ্যমান বিধিমালা পরিমার্জন ও নূতন বিধিমালা প্রণয়নের কাজ প্রায় সমাপ্তির পথে। নতুন গৃহীত আইনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বিদ্যমান নীতিমালা সংশোধনের বিষয়টিও তাই অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে।

২০১৫ সালে জাতিসংঘে গৃহীত '2030 Development Agenda: Sustainable Development Goals (SDGs)' বা 'টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায়' জাতীয় ও বৈশ্বিক উন্নয়নে অভিবাসনের গুরুত্ব ও ভূমিকার কথা তুলে ধরা হয়েছে এবং এর স্বীকৃতিস্বরূপ অভিবাসন সংক্রান্ত এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। ইতোপূর্বে জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত এমডিজি বাস্তবায়নে বাংলাদেশ অভূতপূর্ব লাভ করে। সে ধারাবাহিকতায় এসডিজি লক্ষ্য পূরণে বিদ্যমান কর্মকৌশল ও নীতিমালা পরিবর্তনের আবশ্যকতা দেখা দেয়।

বর্তমান সরকার অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের দৃঢ় লক্ষ্যে এবং ২০২১ সালের মধ্যে দেশকে মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে বিশ্বের দরবারে প্রতিষ্ঠিত করার প্রতিজ্ঞায় 'প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০১০-২০২১)' প্রণয়ন করেছে এবং তা বাস্তবায়নের জন্য '৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১১-২০১৫)' সফল বাস্তবায়ন শেষে '৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১৬-২০২০)' গ্রহণ করেছে। এ সকল দলিলে শ্রম অভিবাসন খাত সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য, অভিবাসী কর্মীদের সুরক্ষা ও কল্যাণ নিশ্চিতে এবং দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়নে সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। সে সকল দিক-নির্দেশনা বাস্তবায়নের নিমিত্ত বিদ্যমান নীতিমালা যুগোপযোগী করা অত্যন্ত প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

বৈদেশিক কর্মসংস্থানকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে গৃহীত প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন পদক্ষেপ ও জেন্ডার-সংবেদনশীল (gender sensitiveness) নতুন কার্যক্রমের ফলে সম্প্রতি বাংলাদেশ থেকে নতুন নতুন গন্তব্য ও পেশায় অভিবাসী নারী কর্মীর[৪] বহির্মুখী অভিবাসনের হার দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। গন্তব্য দেশ ও তাদের শ্রম-অভিবাসন বিষয়ক আইনকানুন সহজতর করছে এবং কর্মীদের সুরক্ষায় অধিকতর মনোযোগী হচ্ছে। অন্যদিকে, বাংলাদেশী কর্মীদের বৈদেশিক কর্মসংস্থান চুক্তির (employment contract) লঙ্ঘন এবং কর্মীদের শোষণ ও নির্যাতনসহ নতুন নতুন চ্যালেঞ্জেরও সৃষ্টি হচ্ছে, যা অভিবাসী কর্মীদের সুরক্ষার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছে। নারীদের কর্মদক্ষতায় বৈচিত্র্য আনয়ন এবং তাদের সার্বিক ক্ষমতায়ন ও সুরক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে এবং বৈদেশিক কর্মসংস্থানে নারী কর্মী প্রেরণের নতুন সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর উদ্দেশ্যে সরকার বিভিন্ন নীতি ও কর্মসূচিগুলো জেন্ডার-সংবেদনশীলভাবে প্রয়োগ করতে সচেষ্ট। সে ধারাবাহিকতায় বিদ্যমান নীতিটি জেন্ডার সংবেদনশীল করে প্রণয়ন করার বিষয়টি জরুরি হয়ে পড়ে।

[৩] International convention on the protection of the rights of all migrant workers and their families, 1990 (ICRMW)'

[৪] "অভিবাসী নারী কর্মী" অর্থ উপ-ধারা (৩) এ সংজ্ঞায়িত কোন অভিবাসী কর্মী যিনি একজন নারী, স্বতন্ত্রভাবে কিংবা নির্ভরশীল হিসেবে অভিবাসন করিবার পর বৈদেশিক কর্মে নিয়োজিত হইয়াছেন এমন কোন নারীও অন্তর্ভুক্ত হইবেন।

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় 'মর্যাদা সহকারে শ্রম অভিবাসন' (migration with dignity) এর আদর্শগত অবস্থান তৈরির লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। অভিবাসী কর্মীদের অধিকার আদায়ে মন্ত্রণালয় বিভিন্ন আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক ফোরামে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে আসছে। সরকার কর্তৃক গৃহীত এসব কার্যকর উদ্যোগের কারণে ২০১১ সালে আঞ্চলিক পরামর্শ প্রক্রিয়ার অন্যতম 'কলম্বো প্রসেস' এ বাংলাদেশ সভাপতির দায়িত্ব লাভ করে। একই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ ২০১৬ সালে অভিবাসন সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক ফোরাম 'Global Forum on Migration and Development (GFMD)'-এর সভাপতিত্ব লাভ করেছে।

বাংলাদেশ ব্যষ্টিক (micro) ও সামষ্টিক (macro) উভয় ক্ষেত্রের অর্থনীতির নীতি-নির্ধারণে শ্রম-অভিবাসন একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক উপাদান হিসেব আবির্ভূত হয়েছে। বর্তমানে প্রবাসী আয় বা বিদেশ থেকে প্রেরিত রেমিটেন্সের পরিমাণ জিডিপির (gross domestic product) সমতুল্য প্রায় ১২ শতাংশ, যা দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভকে সমৃদ্ধ এবং বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হারকে স্থিতিশীল করেছে। এ অর্জনগুলো শ্রম-অভিবাসনকে জাতীয় উন্নয়ন এবং ব্যষ্টিক, খাত-ওয়ারী (sectoral) ও সামষ্টিক অর্থনীতির ক্ষেত্রে নীতি-নির্ধারণের সাথে অধিকতর সংযুক্ত করার দাবি রাখে।

সেবা খাতে বাণিজ্য[৫] (trade in services) এখন প্রতিষ্ঠিত এক বৈশ্বিক বিষয়। এ খাতের প্রসারের কারণে একদিকে যেমন বাংলাদেশী নারী ও পুরুষ কর্মীদের জন্য বৈদেশিক কর্মসংস্থানের সুযোগ অব্যাহতভাবে বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে অপরদিকে দক্ষ শ্রমের চাহিদার কাঠামোগত পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট চ্যালেঞ্জের মোকাবেলায় বাংলাদেশী অভিবাসী কর্মীদের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতায় বৈচিত্র্য আনা প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে নিজের স্বার্থ রক্ষায় বাংলাদেশকে অন্যান্য দেশের সাথে একযোগে কাজ করে যেতে হবে।

আন্তর্জাতিক শ্রম-অভিবাসন বা বৈদেশিক কর্মসংস্থানের এই পরিবর্তিত পরিস্থিতির নিরিখে "বৈদেশিক কর্মসংস্থান নীতি, ২০০৬" সংশোধন ও পরিমার্জনের আবশ্যকতা হওয়ার প্রেক্ষাপটে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ২০০৬ সালের নীতি পুনঃনিরীক্ষণ এবং সংস্কারের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের পরামর্শ গ্রহণ সহ পূর্ণাঙ্গ পদ্ধতি অনুসরণ করে। শ্রম-অভিবাসনের সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা, নাগরিক সমাজের সংগঠন, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা ও উন্নয়ন সহযোগী, ট্রেড ইউনিয়ন ও নিয়োগকর্তাদের সংগঠন, বুদ্ধিজীবী, গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য অংশীজন (stakeholders) একটি ভবিষ্যতমুখী, পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে অধিকতর সংবেদনশীল ও সঙ্গতিপূর্ণ, সমন্বিত ও কাঠামোবদ্ধ নতুন বৈদেশিক কর্মসংস্থান নীতি প্রণয়নের পক্ষে অবস্থান নেয়। নতুন বৈদেশিক কর্মসংস্থান নীতিতে সকল নাগরিকের স্বাধীনভাবে পেশা নির্বাচনের অধিকার রক্ষায় সরকারের দৃঢ় অঙ্গীকার এবং প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক সাম্প্রতিক বছরগুলোতে গৃহীত বিভিন্ন উদ্যোগের ধারাবাহিকতা স্থান পায়।

### ১.৫ মূলনীতি ও লক্ষ্য

"প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান নীতি, ২০১৬" গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৯ (সুযোগের সমতা), ২০ (অধিকার ও কর্তব্যরূপে কর্ম) ও ৪০ (পেশা ও বৃত্তির স্বাধীনতা) অনুচ্ছেদসমূহের আলোকে প্রণীত হয়েছে। সংবিধানের এই বিধানাবলী অনুযায়ী মানব-সম্পদ উন্নয়ন, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল নাগরিকের জন্য সমান সুযোগ ও পেশা নির্বাচনের স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণ এবং যোগ্যতা অনুসারে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সহায়তা প্রদান রাষ্ট্রের দায়িত্ব।

বর্তমান নীতির প্রধান লক্ষ্য হলো নিরাপদ ও মর্যাদাপূর্ণ অভিবাসনের মাধ্যমে স্বনির্বাচিত বৈদেশিক কর্মসংস্থান উৎসাহিত ও নিশ্চিতকরণ। যা জাতীয় প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করবে, অভিবাসী কর্মী ও তাদের পরিবারের সদস্যদের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি ও সার্বিক সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে এবং নারীর ক্ষমতায়নসহ বেকারত্ব ও দারিদ্র্য দূরীকরণে সহায়তা করবে। অভিবাসী কর্মীরা জাতীয় অর্থনীতিতে এবং তাঁদের পরিবারের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে যে অসামান্য অবদান রেখে চলেছে তার স্বীকৃতি প্রদানের মাধ্যমে তাঁদের জন্য একটি অধিকার-ভিত্তিক (right based) সুরক্ষামূলক ব্যবস্থা প্রবর্তন করা এই নীতির অন্যতম লক্ষ্য। এই লক্ষ্যে সরকার "প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান নীতি, ২০১৬" এর মাধ্যমে এমন একটি পরিবেশ সৃষ্টিতে অঙ্গীকার ব্যক্ত করছে, যা প্রত্যেক কর্মীর সম্মান ও মর্যাদাকে স্বীকৃতি দেয়, অভিবাসী কর্মীদের প্রতি সহনশীলতা, সহানুভূতি ও সম্মানবোধ জাগ্রত করে এবং দায়িত্বশীল ও সংশ্লিষ্ট সকলকে শোভন কর্মসংস্থান (decent work)[৬] সৃষ্টির লক্ষ্যে কাজ করতে উৎসাহ যোগায়।

[৫] 'সেবাখাতে বাণিজ্য' বলতে একজন উৎপাদক এবং ভোক্তার মধ্যে intangible পণ্যসামগ্রীর বিক্রয় ও সরবরাহের ব্যবস্থা বোঝায়। ভিন্ন ভিন্ন দেশ বা অর্থনীতির মধ্যে উৎপাদক ও ভোক্তার মধ্যে আইনি ব্যবস্থার মাধ্যমে যে সেবাখাতে বাণিজ্য পরিচালিত হয় তাকে আন্তর্জাতিক সেবাখাতে বাণিজ্য বলে। জেনারেল এগ্রিমেন্ট অন ট্রেড ইন সার্ভিস (গ্যাটস) কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত আন্তর্জাতিক সেবাখাতে বাণিজ্য মূলত চারটি মোড এর উপর পরিচালিত হয়ে থাকে। মোডসমূহ হলো যথাক্রমে (ক) Cross border trade, (খ) Consumption abroad, (গ) Commercial presence এবং (ঘ) Presence of natural persons

[৬] 'শোভন কাজ' বলতে সে সকল উৎপাদনশীল কাজ বোঝায় যা কিনা ন্যায্য আয়ের সাথে সাথে কর্মক্ষেত্রের নিরাপত্তাসহ পরিবারের সদস্যদের সুরক্ষা নিশ্চিত করবে। এছাড়াও শোভন কাজ ব্যক্তিগত পেশাদারি উন্নয়ন এবং সামাজিক একীভূতকরণসহ মতামত প্রকাশের স্বাধীনতাও নিশ্চিত করবে। সর্বোপরি নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকলের জীবনযাপন এবং সুযোগ ও সুবিধাভোগের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে অংগ্রহণ নিশ্চিত করবে।

"প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান নীতি ২০১৬" নিম্নবর্ণিত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মূলনীতি সমূহের ওপর ভিত্তি করে প্রণীত হয়েছে;

- রাষ্ট্রের সাংবিধানিক দায়িত্ব হিসেবে নারী-পুরুষ, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে সব অভিবাসী কর্মীর মৌলিক মানবাধিকার ও মানবিক মর্যাদা সুমুন্নত রেখে নিরাপদ শ্রম অভিবাসন নিশ্চিতকরণ;
- নীতিমালা ও কর্মসূচি গ্রহণের ক্ষেত্রে জেন্ডার-সংবেদনশীলতা (gender sensitiveness) ও নারীর বিরুদ্ধে বৈষম্য বিলোপসংক্রান্ত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিধি-বিধানের সাথে সঙ্গতি রক্ষাকরণ;
- নারী-পুরুষ, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে সব বাংলাদেশী কর্মীর জন্য মানসম্মত ও শোভন কাজ নিশ্চিতকরণ;
- প্রত্যেক নাগরিকের স্বেচ্ছায় দেশে কিংবা বিদেশে কর্মসংস্থান নির্বাচনের অধিকারের নিশ্চয়তা প্রদান;
- বিদেশে অবস্থানকালে অভিবাসী কর্মীদের সুরক্ষা এবং বিশেষ ক্ষেত্রে দুস্থ ও দুর্দশাগ্রস্ত প্রত্যাগত কর্মীদের যথাযথ পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- অভিবাসী কর্মীদের নিরাপত্তা, সুরক্ষা ও মানবিক মর্যাদা বিষয়ক বাংলাদেশ কর্তৃক অনুসমর্থিত সকল আন্তর্জাতিক সনদ ও আইনি-দলিল এর সংহতি; এবং
- অভিবাসী কর্মী ও তাদের পরিবারের সদস্যদের ক্ষমতায়ন ও শ্রম অভিবাসন-পরিক্রমার সকল স্তরে অংশগ্রহণে উৎসাহিত করার জন্য কল্যাণমূলক সেবা ও সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা।

**১.৬ পরিধি**

বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন, ২০১৩-এর ধারা ২(৩)-এ প্রদত্ত সংজ্ঞা অনুযায়ী "অভিবাসী কর্মী" (migrant worker), অন্য দেশের নাগরিকত্ব গ্রহণ করেছেন বা করতে ইচ্ছুক, তবে নিজ দেশের সাথে সম্পর্ক রাখতে আগ্রহী ও বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অংশগ্রহণ করছেন, এমন দীর্ঘমেয়াদে বিদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশী স্থায়ী অভিবাসী জনগোষ্ঠী (Diaspora), উভয়ই "প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান নীতি ২০১৬"-এর আওতাধীন হবেন।

**১.৭ নীতি-উদ্দেশ্য**

বর্তমান নীতির কাঠামো ছয়টি প্রধান উদ্দেশ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত, যেগুলো এই নীতির ছয়টি আন্তঃসম্পর্কিত বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত। এই নীতি-কাঠামোয় উক্ত উদ্দেশ্যগুলো অর্জনের পথে যেসব চ্যালেঞ্জ ও প্রতিকূলতা মোকাবেলা করতে হবে তার বর্ণনা রয়েছে। এই নীতির পরস্পর-সম্পর্কিত ছয়টি উদ্দেশ্য নিম্নরূপ:

- স্বাধীনভাবে কর্মসংস্থান নির্বাচনের অধিকার-বলে বৈদেশিক কর্মসংস্থানে নিয়োগ পেতে আগ্রহী নারী ও পুরুষের স্বাধীনভাবে এবং নিরাপত্তার ও মানবিক মর্যাদা নিয়ে কাজ করার সুযোগ সৃষ্টি করা।
- আন্তর্জাতিক শ্রম-মানদণ্ড ও আইনি দলিলের সাথে সঙ্গতি বজায় রেখে দেশীয় আইন ও বিধিবিধানের প্রয়োগের মাধ্যমে অভিবাসন-প্রক্রিয়ার প্রতিটি ধাপে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সব অভিবাসী কর্মী ও তাদের পরিবারের সদস্যদের সুরক্ষা প্রদান করা।
- অভিবাসী কর্মী ও তাদের পরিবারের সদস্যদের ক্ষমতায়ন ও শ্রম অভিবাসন-পরিক্রমার সকল স্তরে অংশগ্রহণে উৎসাহিত করার জন্য কল্যাণমূলক সেবা ও সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা।
- জাতীয় ও আন্তর্জাতিক শ্রম-মানদণ্ড এবং জাতিসংঘের নারীর বিরুদ্ধে বৈষম্য বিলোপ সনদ (সিডও) ও নারী-বৈষম্য বিরোধী কিংবা নারী কর্মীদের সুরক্ষা বিষয়ক অন্যান্য আন্তর্জাতিক আইনি-দলিলের সাথে সঙ্গতি রেখে এবং নিরাপদ ও শোভন বৈদেশিক কর্মসংস্থানে নারীদের অধিকতর অংশগ্রহণ উৎসাহিত করার মাধ্যমে শ্রম অভিবাসন-প্রক্রিয়ায় জেন্ডার-সমতা (gender equality) নিশ্চিত করা।
- শ্রম অভিবাসন নীতি এবং অন্যান্য অর্থনৈতিক, সামাজিক ও শ্রম বিষয়ক জাতীয় নীতিসমূহের মধ্যে অধিকতর সঙ্গতি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শ্রম অভিবাসনকে জাতীয় উন্নয়ন ও পরিকল্পনা কাঠামোয় অন্তর্ভুক্ত করা।
- শ্রম-অভিবাসন পরিচালনার জন্য একটি দক্ষ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক পরিচালন-কাঠামো (labour migration governance) প্রবর্তন করা।

উপরে বর্ণিত প্রত্যেকটি উদ্দেশ্য এর বাস্তবায়ন সংক্রান্ত নীতি-নির্দেশনার সাথে সম্পৃক্ত যা পরিবর্তনশীল পরিস্থিতির আলোকে সময়ে সময়ে পরিমার্জন-যোগ্য। এছাড়া, প্রত্যেক নীতি-নির্দেশনা বর্তমান নীতির একটি উপ-বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত, যা এক বা একাধিক কার্যাবলী নির্দেশ করে। অংশীজনের (stakeholders) সাথে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা-পরামর্শের ভিত্তিতে একটি কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে এই নীতি-নির্দেশনাগুলো (policy-directives) সহায়ক হবে।

### ১.৮ চ্যালেঞ্জসমূহ

#### ১.৮.১ নিরাপদ শ্রম অভিবাসন

- দ্রুত পরিবর্তনশীল আন্তর্জাতিক অভিবাসনের পরিমন্ডলে চাহিদা ও যোগানের নিয়ামকগুলো (push and pull factor) নিবিড়ভাবে পর্যালোচনা করা না হলে নিরাপদ অভিবাসন এবং বৈশ্বিক শ্রমবাজারে অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি জটিল হয়ে পড়ে।
- শ্রম-উদ্বৃত্তের দেশ থেকে শ্রম-ঘাটতির দেশে শ্রমের অবাধ প্রবেশ সংশ্লিষ্ট গন্তব্য-দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক কারণে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে, কর্মী-গ্রহণকারী দেশগুলো চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের শ্রম অভিবাসনকে 'সহজ শ্রম' প্রাপ্তির এক লাগসই পন্থা হিসেবে বিবেচনা করছে। এ ধরনের প্রতিকূল ধারণা বৈশ্বিক শ্রমবাজারে বিদ্যমান।
- গবেষণা ও জরিপ-ভিত্তিক পেশাগত অভিজ্ঞ মতামত গ্রহণ করা ব্যতিরেকে নতুন শ্রমবাজার ও নতুন গন্তব্য দেশ খোঁজার বিষয়টি টেকসই ও কার্যকর নয়।
- বাংলাদেশী অভিবাসী কর্মীদের অধিকাংশই এখনো স্বল্পদক্ষ কিংবা আধা-দক্ষ। পুরনো ও নুতন গন্তব্য-দেশসমূহে শ্রমের চাহিদায় পরিবর্তন এসেছে। এছাড়াও অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, স্বাস্থ্যগতভাবে অযোগ্যতার কারণে অনেক দক্ষ কর্মীই বিদেশে যেতে পারেন না বা বিদেশে গমনের পর কোন কোন ক্ষেত্রে ফেরত আসতে বাধ্য হন।
- দেশের ও দেশের বাইরের শ্রমবাজারের চাহিদার সাথে তাল মিলিয়ে চলার ক্ষেত্রে মূল চ্যালেঞ্জ হবে 'জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি-২০১১' এর সাথে সমন্বয় রেখে ভবিষ্যতের দক্ষতার চাহিদার গতিধারা এখনই তৈরি করা।
- বাংলাদেশী অভিবাসী কর্মীরা এখন পর্যন্ত মূলত নির্মাণ-কাজ, পরিচ্ছন্নতা, কৃষিকাজ, তৈরি পোষাক শিল্প, গৃহস্থলী ও সেবা প্রদান খাতগুলোতেই নিয়োজিত রয়েছে। তাই দ্রুত পরিবর্তনশীল খাত-ভিত্তিক শ্রম-চাহিদার সুফল ভোগ করতে হলে তাদেরকে নিজেদের দক্ষতা বৃদ্ধির পাশাপাশি দক্ষতার বৈচিত্র্যায়ন ও উন্নয়ন ঘটাতে হবে।
- বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীদের প্রশিক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত বিএমইটি'র আওতাভুক্ত কিছু কিছু কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের জনবল ও সামর্থ্যের স্বল্পতা রয়েছে। অপরদিকে কিছু প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সম্পদ ও সামর্থ্য স্বল্প ব্যবহৃত থেকে যায়।
- বর্তমানে বিভিন্ন দেশে কর্মরত আধা ও স্বল্পদক্ষ কর্মীর সুরক্ষার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা দরকার। বিশেষ করে, গৃহসেবা খাতের কর্মী ও ঝুঁকিতে থাকা অন্যান্য কর্মীসহ স্বল্পদক্ষ বা আধাদক্ষ কর্মীদের জন্য বিকল্প সুরক্ষা ও কল্যাণমূলক সেবার ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে তারা অনিয়মিত অভিবাসন বা পাচারের শিকার না হন বা পাচারের মতো পরিস্থিতিতে না পড়েন।
- শ্রম-অভিবাসনের অব্যাহত গুরুত্ব-বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে এবং উপযুক্ত বৈদেশিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে, বাংলাদেশ দূতাবাস ও অন্যান্য সরকারি কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে 'শ্রম অভিবাসন কূটনীতি' [৭](labour migration diplomacy) অনুসরণ করতে হবে।
- আগ্রহী কর্মীসহ সকল অভিবাসী কর্মী ও তার পরিবারের সদস্যদের অধিকার নিশ্চিত করা গেলে এবং অধিকার লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে যথাযথ ও দ্রুত প্রতিকারের ব্যবস্থা করা হলে নিরাপদ অভিবাসনের সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি হবে।

#### ১.৮.২ অভিবাসী কর্মী ও তাদের পরিবারের সদস্যদের অধিকারের সুরক্ষা

- অভিবাসী কর্মীরা, বিশেষ করে স্বল্পদক্ষ কর্মীরা সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিগ্রস্ত। অভিবাসী কর্মীরা স্বদেশ ও প্রবাসে শোষণ, নিপীড়ন ও মৌলিক মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার হন। এই বাস্তবতার নিরিখে রাষ্ট্র তাদের সুরক্ষা প্রদানে আইনি ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার উদ্যোগ অব্যাহত রেখেছে। তবে এক্ষেত্রে আইনের যথাযথ প্রয়োগই হলো মূল চ্যালেঞ্জ।
- বাংলাদেশে হতে বহির্মুখী শ্রম অভিবাসন বৃদ্ধির অব্যাহত ধারার কারণে শ্রম অভিবাসন ব্যবস্থাপনার ওপর চাপ সৃষ্টি হয়েছে। সম্প্রতি বহির্মুখী কর্মীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার অভিবাসী কর্মীদের শোষণ, নিপীড়ন ও তাদের নিয়োগ-চুক্তি লঙ্ঘনের ঘটনাও বৃদ্ধি পেয়েছে। সে বিবেচনায় 'বৈদেশিক কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি' এবং 'অভিবাসীদের সুরক্ষা' এ দুই লক্ষ্যের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করাই হবে ভবিষ্যৎ শ্রম অভিবাসন সংক্রান্ত নীতিমালা গ্রহণ ও কর্মসূচি পরিকল্পনা করার মূল চ্যালেঞ্জ।

[৭] শ্রম অভিবাসন কূটনীতি বলতে শ্রম অভিবাসনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সরকার ও আন্তঃসরকার কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে দ্বিপাক্ষিক, আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতাকে বোঝানো হয়ে থাকে। এর মাধ্যমে শ্রম অভিবাসন সংশ্লিষ্ট সকল প্রকার শোষন প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণসহ নিরাপদ ও শোভন শ্রম অভিবাসন নিশ্চিত করবে।

- অভিবাসনের প্রাক-সিদ্ধান্ত গ্রহণ স্তরে অভিবাসন-ব্যয় ও অভিবাসনের সুফল, অভিবাসী কর্মীদের অধিকার ও দায়দায়িত্ব, তাদের জন্য সরকারি ও বেসরকারি কর্তৃপক্ষ প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধা এবং বিদেশে কাজের পর্যাপ্ততা ইত্যাদি বিষয়ে পর্যাপ্ত তথ্য না থাকায় অভিবাসী কর্মীগণ অনিয়মিত অভিবাসন, মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য, হয়রানি, শোষণ, ও পাচারের মত অভিবাসন সম্পৃক্ত ঝুঁকিতে পরেন। এছাড়া, অভিবাসী কর্মীর দেশে রেখে যাওয়া পরিবারের সদস্যদেরও, বিশেষ করে, শিশুর শারীরিক, মানসিক নির্যাতন ও যৌন নিপীড়ন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।
- বৈদেশিক কর্মসংস্থানে আগ্রহী কর্মীদের অধিকাংশই স্বল্প শিক্ষিত তাদের অনেকেই ঝুঁকি গ্রহণ করে অনানুষ্ঠানিক মাধ্যম ও সরকারি নিবন্ধন প্রক্রিয়া বাইরে বিদেশে কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে।

**১.৮.৩ অভিবাসী কর্মীদের জন্য সুযোগ-সুবিধা ও কল্যাণমূলক সেবা**

- অভিবাসী কর্মীরা প্রায়শ শ্রম অভিবাসন সকল পর্যায়ে বাধা-বিপত্তি ও প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়ে থাকেন। এসব প্রতিকূলতা কাটিয়ে উঠার লক্ষ্যে এবং অভিবাসী কর্মীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য শ্রম অভিবাসন সংক্রান্ত আইন ও বিধি-বিধানের কার্যকরভাবে প্রয়োগ একটি চ্যালেঞ্জ।
- বর্তমানে অভিবাসী কর্মী এবং তাদের পরিবারের জন্য সরকারি সংস্থাগুলোর পাশাপাশি বিভিন্ন বেসরকারি সংগঠন, অংশীজন (stakeholder) এবং রিক্রুটমেন্ট এজেন্ট কর্তৃক গৃহীত নানাবিধ কর্মসূচি অপর্যাপ্ত , সমন্বয়হীন এবং তৃণমূল পর্যায়ে অনুপস্থিত।
- তৃণমূল পর্যায়ে অভিবাসী কর্মীদের কল্যাণমূলক কার্যক্রম সম্প্রচারণ, অভিবাসনে ইচ্ছুক কর্মীদের অভিবাসনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বেই সংশ্লিষ্ট সব বিষয়ের ওপর সচেতনতা সৃষ্টি করা হবে। অনিয়মিত অভিবাসন প্রবণতা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাবে এবং মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য কমনো অপরিহার্য।
- প্রাক-বহির্গমন পর্যায়ে সকল সেবা অভিবাসী কর্মীদের নিকট পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে বিদ্যমান প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর কাজের পরিধি, তাদের সক্ষমতা, ভৌগোলিক অবস্থান, সম্পদ এবং দক্ষ জনবল ও দক্ষ ব্যবস্থাপনা বিষয়গুলো যথেষ্ট সতর্কতা ও গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা প্রয়োজন। একইসাথে প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার সাধন গুরুত্বপূর্ণ।
- শ্রম অভিবাসন-ব্যয়ের উচ্চ হার নিয়ন্ত্রণ এবং আগ্রহী কর্মীদের অভিবাসনের যাবতীয় কার্যক্রমে অর্থায়নের জন্য সরকারি ও বেসরকারি ব্যাংক হতে সহজলভ্য ঋণ সুবিধার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।
- বিভিন্ন কারণে কর্মস্থলের দেশে অভিবাসী কর্মীদের স্বদেশে বাধ্যতামূলকভাবে প্রত্যাবাসিত (deportation) হওয়া, কর্মস্থল ত্যাগ করা (evacuation) কিংবা অন্যান্য জরুরি অবস্থার মতো পরিস্থিতিতে নিয়মিত ও অনিয়মিত উভয় ধরনের বাংলাদেশী কর্মীদের দেশে প্রত্যাবাসন (repatriation) করানো কিংবা কর্মস্থল হতে অন্যত্র সরিয়ে নেওয়ার কার্যক্রম সুশৃঙ্খল ও সুচারুরূপে পরিচালনার বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনায় নেওয়া প্রয়োজন।
- দুস্থ ও দুর্দশাগ্রস্ত প্রত্যাগত অভিবাসী কর্মীদের প্রত্যাবাসন এবং পরিবার ও সমাজে পুনঃএকত্রীকরণের লক্ষ্যে শ্রম অভিবাসন সংক্রান্ত কর্মসূচি ও বিভিন্ন স্কিম গ্রহণের সুবিধার্থে প্রত্যাগত কর্মীদের নিবন্ধন ও তাদের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা রেকর্ডভুক্ত করা অপরিহার্য।

**১.৮.৪ নারী কর্মীদের শ্রম অভিবাসন**

- বিদেশে বাংলাদেশী নারীরা এখনো স্বল্প-দক্ষ নির্ভর গৃহসেবা খাতেই সবচেয়ে বেশি নিয়োজিত। অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিক্ষিত নারীদের চেয়ে অশিক্ষিত, স্বল্প শিক্ষিত বা স্বল্পজ্ঞান সম্পন্ন নারীরাই কাজের জন্য বিদেশ গমনে বেশি আগ্রহী। বৈদেশিক কর্মসংস্থানে শিক্ষিত নারীদের অনাগ্রহ, সামাজিক প্রতিবন্ধকতা এবং বিদেশে কাজের ক্ষেত্রে পেশার বৈচিত্র্যের স্বল্পতা নারী অভিবাসনের অন্যতম প্রতিবন্ধকতা। এই প্রতিবন্ধকতার নিরসন আর কর্মসংস্থানে বৈচিত্র্য আনা না গেলে নারীদের কাজের সুযোগ সংকুচিতই থেকে যাবে এবং তারা পেশাগত বৈষম্যের শিকার হবেন।
- বাংলাদেশের আইনি, রাজনৈতিক ও সামাজিক নীতিমালাগুলো এবং বাংলাদেশ কর্তৃক অনুসমর্থিত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সনদে নারী কর্মীদের প্রতি বৈষম্য রোধ এবং তাদের অধিকার সংরক্ষণের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু এসব নীতির অনুশীলন ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা একটি চ্যালেঞ্জ।
- নারী কর্মীরা যেসব সমস্যার মুখোমুখি হন তার মধ্যে অন্যতম হলো তথ্য প্রাপ্তির অভাব। বিনামূল্যে প্রশিক্ষণের সাম্প্রতিক উদ্যোগ সত্ত্বেও নারী কর্মীরা উপযুক্ত ট্রেনিং ইনস্টিটিটিউটে ভর্তি, কর্মসংস্থানের সুযোগলাভ, প্রাথমিক তথ্যপ্রাপ্তি ও নিজেদের দক্ষতা বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের অসুবিধার সম্মুখীন হন।
- শ্রম অভিবাস-সুরক্ষা ও সহযোগিতা প্রদানে নিয়োজিত বিভিন্ন সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানকে তাদের কার্যক্রম লিঙ্গ-সংবেদনশীল (gender sensitive) নীতি অনুসরণ।
- নারীদের অভিবাসনের হার বাড়ানোর লক্ষ্যে বিদেশে বাংলাদেশী মিশনসমূহ, দূতাবাসের শ্রম-বিষয়ক কর্মকর্তা ও শ্রম উইং (Labour Wing) এবং অন্যান্য সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার ওপর বিশেষ দায়িত্ব অর্পণ করা প্রয়োজন। এসব কর্তৃপক্ষের জন্য একটি বিশেষ চ্যালেঞ্জ হবে শোষণ-নিপীড়ন অথবা সহিংসতার শিকার হওয়া অভিবাসী নারীদের ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তি নিশ্চিত করাসহ তাদের উপযুক্ত সুরক্ষা ও প্রতিকার প্রদান।

**১.৮.৫ জাতীয় উন্নয়নের সাথে শ্রম অভিবাসন সম্পৃক্তকরণ**

- বৈশ্বিক প্রেক্ষিত এবং বাংলাদেশের অর্থনীতি ও সামাজিক উন্নয়নে অভিবাসনের অনন্য অবদানের যথাযথ মূল্যায়ন ও স্বীকৃতির জন্য শ্রম অভিবাসন বিষয়ক নীতিকে সামগ্রিক অর্থনীতি কিংবা খাতভিত্তিক ও অন্যান্য সামাজিক ও শ্রম সংশ্লিষ্ট নীতি-কাঠামোতে অন্তর্ভুক্ত করা একান্ত অবশ্যক।
- তবে জাতীয় পর্যায়ে দরিদ্রতা হ্রাস, সামাজিক ব্যয় হ্রাস, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ আহরণ, দেশের আমদানি-ক্ষমতা বৃদ্ধি, অর্থনৈতিক ঘাটতি হ্রাস, দেশের বেকারত্বের হার হ্রাস এবং কৃষি-আবাসন-শিল্প ও যৌথ মালিকানা-ভিত্তিক ব্যবসা স্থাপনে শ্রম অভিবাসন ও রেমিটেন্সের ভূমিকা বিষয়ে আরো পদ্ধতিগত গবেষণা প্রয়োজন।
- প্রবাসী আয় বা রেমিটেন্সের অর্থনৈতিক গুরুত্ব বিবেচনায় এর প্রবাহকে নিয়মিত বা আইনানুগ প্রক্রিয়াভুক্ত রাখার স্বার্থে রেমিটেন্স প্রেরণকারীদের জন্য বিভিন্ন প্রণোদনামূলক সহায়তা ও সেবামূলক ব্যবস্থা প্রণয়নের প্রয়োজন রয়েছে। সুপরিকল্পিত বিভিন্ন পদক্ষেপের মাধ্যমে বিদেশ থেকে রেমিটেন্স প্রেরণের ব্যয় হ্রাস করা সম্ভব।
- শ্রম অভিবাসনকে উন্নয়নের সাথে কার্যকরভাবে সম্পৃক্তকরণে অভিবাসনের বিভিন্ন সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রতিকূল প্রভাবও বিবেচনায় নিতে হবে। বিভিন্ন গবেষণা ও তৃণমূল পর্যায়ের প্রতিবেদনে এসব সামাজিক প্রতিকূল-প্রভাবের বিভিন্ন ধরন যেমন: কর্মীদের পারিবারিক জীবনের ছেদ ও সমস্যা, আয়ের উৎসের অনিশ্চয়তা এবং কর্মীর পরিবার ও সন্তানদের ঋণে আবদ্ধ হওয়া, ইত্যাদি নির্ণিত হয়েছে।
- সরকারি পদক্ষেপ ছাড়াও ট্রেড ইউনিয়ন ও নিয়োগকর্তাদের সংগঠন এবং নাগরিক সমাজের সংগঠনসমূহ তাদের ভূমিকার মাধ্যমে জেলা ও স্থানীয় পর্যায়ের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে প্রত্যাগত কর্মীদের সম্পৃক্তকরণ নিশ্চিত করে এসব কার্যক্রম আরও ফলপ্রসু করে তুলতে পারে।
- শ্রম অভিবাসন নীতিকে বিভিন্ন জাতীয় মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা ও নীতি কাঠামো এবং ব্যাংকিং ও অর্থনৈতিক খাতে একীভূত করার লক্ষ্যে গৃহস্থালী পর্যায় ও শ্রমগোষ্ঠীর জরিপের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক অভিবাসনের প্রবাহের বিভিন্ন প্রভাব মূল্যায়নের নিরিখে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সাথে সহযোগিতার মাধ্যমে একটি মানসম্পন্ন শ্রম অভিবাসন তথ্য-ব্যবস্থা গড়ে তোলা অত্যন্ত আবশ্যক।
- ভবিষ্যতে 'জাতীয় কর্মসংস্থান নীতি' ও 'জাতীয় শ্রমনীতি'র সাথে সাযুজ্য রেখে শ্রম অভিবাসন সংক্রান্ত সামগ্রিক নীতিকাঠামো (policy framework) প্রণয়নের মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়নের সাথে শ্রম অভিবাসনকে কার্যকরভাবে সম্পৃক্ত করা প্রয়োজন।

**১.৮.৬ শ্রম-অভিবাসন পরিচালনা**

- শ্রম অভিবাসন প্রক্রিয়া নিয়মিত ও আইনানুগ কাঠামোর মধ্যে যথাযথ প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণ, পরামর্শ ও সামাজিক সংলাপের ভিত্তিতে পরিচালনার বিষয়টি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সুশাসন নিশ্চিত করা অত্যন্ত আবশ্যক।
- দক্ষ ও আধুনিক শ্রম অভিবাসন পরিচালনা-কাঠামোর পূর্বশর্ত হল পরিবর্তনশীল বৈশ্বিক শ্রমবাজারের যেসব চাহিদা ও যোগানের নিয়ামক বৈদেশিক কর্মসংস্থানকে প্রভাবিত করে তা যথাযথভাবে মূল্যায়ন করা। তাছাড়া, বিশ্বব্যাপী ক্রমান্বয়ে গুরুত্ব পাওয়া অভিবাসী কর্মীদের অধিকার সমুন্নত রাখার বিষয়টিও বিবেচনায় নিতে হবে। শ্রমকে পণ্য ভাবার মানসিকতার পরিবর্তন এবং প্রত্যেক নাগরিকের স্বাধীনভাবে অভিবাসনের অধিকারকে নিশ্চিত করতে হবে। আন্তর্জাতিক শ্রম-মানদণ্ড এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আন্তর্জাতিক চুক্তিতে স্বীকৃত অভিবাসী কর্মী ও তাদের পরিবারের সদস্যদের অধিকারের সাথে সামঞ্জস্যতা রেখে জাতীয় আইনি-কাঠামোর উন্নয়ন ও যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করা প্রয়োজন।
- বিদ্যমান শ্রম অভিবাসন প্রক্রিয়ায় সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা, ট্রেড ইউনিয়ন ও নিয়োগদাতাদের সংগঠন, রিক্রুটমেন্ট এজেন্ট, নাগরিক সমাজের বিভিন্ন সংগঠন ও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থাসহ আরও অনেক শক্তি সংশ্লিষ্ট ও সক্রিয় রয়েছে। শ্রম-অভিবাসন পরিচালনায় সুশাসনের জন্য একটি সমন্বিত কাঠামো নির্ধারণ করে তার আওতায় সংশ্লিষ্টদের সকলের ভূমিকা ও দায়-দায়িত্ব নিরূপণ ও সেই অনুযায়ী কর্মবন্টন প্রয়োজন।
- প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় শ্রম-অভিবাসন পরিচালনার প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ। তবে অপরাপর স্বার্থসংশ্লিষ্টদের সমন্বয় এবং সম্পৃক্ত করার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। উদাহরণস্বরূপ, দক্ষ শ্রম অভিবাসন প্রক্রিয়া প্রবর্তন ও নিশ্চিত করার স্বার্থে শ্রম অভিবাসন প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত সব সরকারি সংস্থা ও বিভাগ (যেমন-বাংলাদেশ ওভারসিজ এমপ্লয়মেন্ট সার্ভিসেস লিমিটেড) এবং বেসরকারি রিক্রুটমেন্ট এজেন্টদেরকে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয় করে কাজ করতে হবে।
- এইভাবে, অভিবাসী কর্মীদের কল্যাণমূলক সেবা ও সুরক্ষা প্রদান এবং তাদের সমাজে পুনর্বাসন বা একত্রীকরণ ইত্যাদি সুনির্দিষ্ট ইস্যুতে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও নিজেদের মধ্যে অধিকার সমন্বয় প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন রয়েছে।

- শ্রম-অভিবাসনের ক্রমঃবৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে সুনির্দিষ্ট প্রশাসনিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার ও সম্প্রসারণের উদ্যোগের প্রয়োজন। অভিবাসন ব্যবস্থাপনায় তৃণমূল পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো বিস্তৃত করাও অপরিহার্য। এ লক্ষ্যে, জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি কার্যালয় সম্প্রসারণ এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর শ্রম অভিবাসন বিষয়ক কার্যক্রম ও কর্ম-পরিধি শক্তিশালী ও বিস্তৃত করা প্রয়োজন। সরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্ম ব্যবস্থাপনার উপর জোর দেওয়া প্রয়োজন।
- অভিবাসী কর্মীদের সুরক্ষার জন্য দ্বিপাক্ষিক চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি তাদের অভিযোগের নিষ্পত্তি ও তার প্রক্রিয়ার তদারকির জন্য প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোও প্রয়োজন। বাংলাদেশ দূতাবাসের শ্রম উইংগুলো এই প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর অংশ। এ লক্ষ্যে, তাদের যে-ধরনের সেবা প্রদান করতে হবে তার মধ্যে রয়েছে কর্মীদের নিবন্ধন, নিয়োগ চুক্তি ও কর্ম-পরিবেশ তদারকি এবং বিভিন্ন ধরনের আইনগত, আর্থিক ও সামাজিক সহায়তা ও পরামর্শ।
- এসব সেবা প্রদান ও কর্মস্থলের দেশে বাংলাদেশী কর্মীদের সার্বিক সুরক্ষা প্রদানে সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশ দূতাবাস এবং শ্রম-কর্মকর্তা কিংবা শ্রম উইং এর অগ্রণী ভূমিকা পালনের সুযোগ রয়েছে। বাংলাদেশ মিশনে শ্রম-কর্মকর্তা ও শ্রম উইং এর অন্যান্য কর্মকর্তাদের নিয়োগ ও প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা একান্ত অবশ্যক।
- কর্মী গ্রহণকারী দেশে বাংলাদেশী অভিবাসী কর্মীদের দুর্যোগ থেকে সুরক্ষা দেওয়ার লক্ষ্যে তাদের প্রস্তুতিমূলক শিক্ষা ও তথ্য প্রদান এবং একটি সামগ্রিক সংকট ব্যবস্থাপনা কাঠামো (crisis management farmework) প্রবর্তন করা প্রয়োজন।
- শ্রম অভিবাসন বৃদ্ধি পাওয়ার অনেক গন্তব্য-দেশে স্থানীয়ভাবে বাংলাদেশী প্রবাসী সমাজ গড়ে উঠেছে। এসব বাংলাদেশীদের নিজেদের সুপরিকল্পিত সংগঠন গড়তে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।
- অভিবাসী কর্মী এবং শ্রম অভিবাসন সম্পর্কিত ইস্যুর ওপর একটি ব্যাপকভিত্তিক তথ্যভাণ্ডার প্রতিষ্ঠা এবং শ্রমের চাহিদা ও যোগান সম্পর্কে তথ্যের সময়মত সহজপ্রাপ্যতা এবং কার্যকর শ্রম অভিবাসন-ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা আবশ্যক।
- পুরনো ও নতুন গন্তব্য-দেশগুলোতে পরিবর্তনশীল শ্রম ও কর্মদক্ষতার চাহিদা এবং পরিবর্তনশীল আইন ও শ্রমনীতি সম্পর্কে সুনির্দিষ্টভাবে তথ্য সংরক্ষণের জন্য শ্রম অভিবাসন তথ্য ব্যবস্থার আওতায় একটি শ্রমবাজার গবেষণা ইউনিটের (Labour Market Research Unit) প্রয়োজন।

## ২. নীতি-নির্দেশনা

### ২.১ নিরাপদ শ্রম অভিবাসন উৎসাহিত ও নিশ্চিতকরণ

২.১.১ আন্তর্জাতিক অভিবাসনের ক্রমঃপরিবর্তনশীল ধরন এবং কর্ম-দক্ষতার কাঠামোগত পরিবর্তনের বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে কর্মী-প্রেরণকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশের তুলনামূলক অবস্থান নির্ণয়ের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ (যেমন; সমীক্ষা) করতে হবে, যার মাধ্যমে ক্রমাগত পরিবর্তনশীল শ্রম-বাজারের চাহিদা পূরণের প্রস্তুতি গ্রহণের উপায় অন্বেষণ করা যাবে। আন্তর্জাতিক অভিবাসনের ক্ষেত্রে একটি দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা-কৌশল গ্রহণ এবং নিরাপদ অভিবাসনের প্রতিবন্ধকতাসমূহ দূরীকরণে করণীয় নির্ধারণ করাই হবে সমীক্ষার মূল উদ্দেশ্য।

২.১.২ প্রচলিত ও নতুন গন্তব্য-দেশে [ যথা; পশ্চিম ইউরোপের কিছু দেশ ও অন্যান্য অগ্রসরমান অর্থনীতির (emerging economies) কিছু দেশ এবং যে সকল দেশে বাংলাদেশের কর্মীর সংখ্যা খুবই অপ্রতুল] কর্মসংস্থানের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের লক্ষ্যে পেশাদারী, বাজার-ভিত্তিক গবেষণা পরিচালনা করতে হবে এবং গবেষণালব্ধ তথ্যের ভিত্তিতে সুনির্দিষ্ট কর্মকৌশল নির্ধারণ করতে হবে।

২.১.৩ আন্তর্জাতিক অভিবাসনে গুণগত মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে এবং বৈদেশিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির জন্য গন্তব্যদেশের চাহিদা অনুযায়ী কর্মদক্ষতার বিষয়টি বিবেচনায় রেখে 'জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি'র সাথে সমন্বয়পূর্বক একটি সুপরিকল্পিত দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচি (Skills Development Programme) গ্রহণ করা হবে।

২.১.৪ আগ্রহী অভিবাসী কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এবং প্রশিক্ষণের মান আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নীত করার জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানদের সক্ষমতা বহুগুণে বৃদ্ধি করা হবে। কর্মীদের প্রদেয় প্রশিক্ষণ প্রকৃত চাহিদা পূরণ করতে পারছে কি না বিশ্লেষণের জন্য 'Training Assesment Mechanism' -এর ব্যবস্থা করা হবে। সংশ্লিষ্ট প্রত্যেক পেশার জন্য দক্ষতা-বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণের ন্যূনতম মানদণ্ড নিশ্চিতকরণপূর্বক প্রশিক্ষণের সনদ ও স্বীকৃতি (accreditation) আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করা হবে।

২.১.৫ বিদ্যমান প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোর প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গুণগত মানোন্নয়ের জন্য প্রশিক্ষকদের যথাযথ যোগ্যতা নিশ্চিত করা হবে এবং তাদের সক্ষমতা ও সম্পদের পর্যাপ্ততা ও চাহিদা সময়ে সময়ে পর্যালোচনা করে সে বিষয়ে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ নেয়া হবে।

২.১.৬ বিদ্যমান কারিগরি ও বৃত্তিমূলক কার্যক্রমসমূহ তৃণমূল পর্যায়ে নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সমভাবে টিটিসি সম্প্রসারণ (প্রতি উপজেলায় কমপক্ষে একটি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা) করা হবে। পাশাপাশি বেসরকারি সংগঠনসমূহকে তাদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলো তৃণমূল পর্যায়ে নিয়ে যেতে উৎসাহিত করা হবে।

২.১.৭ বাংলাদেশী অভিবাসীদের জন্য উপযুক্ত বৈদেশিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, তাদের যথাযথ সুরক্ষা প্রদান এবং মর্যাদাসম্পন্ন শ্রম অভিবাসন নিশ্চিত করা এবং লিঙ্গ সংবেদনশীল (gender sensitive) কর্মপরিবেশের নিশ্চয়তার লক্ষ্যে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরে সরকারের সাম্প্রাতিক উদ্যোগকে আরও জোরদার করা হবে।

২.১.৮ নতুন নতুন পেশায় কর্মীদের শ্রম অভিবাসন নিশ্চিত ও উৎসাহিত করা এবং ভিন্ন ভিন্ন ধরনের পেশায় নারীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির জন্য তাদের প্রয়োজনীয় কর্মদক্ষতার ওপর প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। এই লক্ষ্যে, অগ্রাধিকার ভিত্তিক কাঠামো ঠিক করা হবে।

২.১.৯ নিরাপদ শ্রম-অভিবাসন নিশ্চিত ও উৎসাহিত করার লক্ষ্যে গৃহীতব্য/গৃহীত কার্যক্রমের ক্ষেত্রে বিদ্যমান আইনি-কাঠামো অনুসরণ করা হবে এবং শ্রম অভিবাসন বিষয়ক প্রচলিত আইনকানুন ও বিধিবিধানের ওপর অভিবাসী কর্মীদের সহজবোধ্য পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

২.১.১০ নিরাপদ ও সম্মানজনক শ্রম অভিবাসন নিশ্চিত করা এবং আন্তর্জাতিক আইনি দলিল ও আন্তর্জাতিক শ্রম মানদণ্ডের অনুসরণে অভিবাসী কর্মীর সুযোগ সুবিধা, কল্যাণ ও সুরক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আঞ্চলিক এবং আন্তঃআঞ্চলিক আলোচনা ও পরামর্শ-প্রক্রিয়ার (consultative processes) আওতায় অভিবাসী কর্মী প্রেরণকারী ও গ্রহণকারী দেশগুলোর মধ্যে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা বৃদ্ধির উদ্যেগে গ্রহণ করা হবে। নিয়মিত সংলাপ, তথ্যের আদান-প্রদান এবং পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতার মাধ্যমে কর্মীদের উৎস ও গন্তব্য উভয় দেশে সুশৃঙ্খল ও সুনিয়ন্ত্রিত নিয়োগ প্রক্রিয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করা হবে।

২.১.১১ বিভিন্ন দেশে অবস্থিত বাংলাদেশের দূতাবাসসমূহের সহায়তায় নতুন নতুন শ্রমবাজার অনুসন্ধানকল্পে পর্যাপ্ত ও যথাযথ গবেষণা করা এবং তদানুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

**২.২ অভিবাসী কর্মী ও তাদের পরিবারের সদস্যদের অধিকারের সুরক্ষা**

২.২.১ বৈদেশিক কর্মসংস্থান নীতির অধীন কোন পরিকল্পনা গ্রহণ ও গৃহীত কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রচলিত বিধিবিধান ও বিদ্যমান আইনি-কাঠামো অনুসরণ করা হবে এবং অভিবাসনসংক্রান্ত আন্তর্জাতিক দলিলগুলো হতে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা গ্রহণ করা হবে।

২.২.২ অভিবাসী কর্মীদের জন্য অধিকারের সুরক্ষামূলক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে একটি আদর্শ নিয়োগ-চুক্তি (standard contract agreement) তৈরি করা হবে। এতে, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, অভিবাসী কর্মীর পেশার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ন্যূনতম মজুরি, নিয়মিত ও যথাসময়ে মজুরি প্রদান, কর্মস্থলে নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যসহ কর্মপরিবেশের অন্যান্য শর্তাবলি এবং চুক্তি লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে প্রাপ্য আইনি প্রতিকার ইত্যাদি বিষয় সন্নিবেশিত করে একটি আদর্শ নিয়োগ-চুক্তির অনুসরণ উৎসাহিত ও নিশ্চিত করা হবে।

২.২.৩ দ্বিপাক্ষিক চুক্তি ও সমঝোতা স্মারকগুলো প্রামাণীকরণ ও তাদের বিধানাবলি নির্ধারণের ক্ষেত্রে অভিবাসী কর্মীর অধিকারের সুরক্ষা সংক্রান্ত নীতিসমূহ অনুসরণ করা হবে। অধিকন্তু ন্যায়সঙ্গত দ্বিপাক্ষিক চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক গ্রহণের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট গন্তব্য দেশের শ্রম আইন ও সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত আইন নিবিড়ভাবে পর্যালোচনা করা হবে।

২.২.৪ দ্বিপাক্ষিক চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের পর, স্বাক্ষরিত চুক্তি বা সমঝোতা স্মারকের যথাযথ প্রয়োগ, বাস্তবায়ন এবং তদারকির জন্য অনুসরণীয় প্রক্রিয়া এবং বাংলাদেশ ও গন্তব্য-দেশের সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের দায়িত্ব স্বার্থসংশ্লিষ্টদের সঙ্গে পরামর্শক্রমে নির্ধারণ করা হবে।

২.২.৫ গন্তব্য-দেশে বাংলাদেশী অভিবাসী কর্মীদের তথ্যের অধিকার এবং তাদের অধিকার লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে প্রতিকার পাওয়ার অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রযোজ্য দ্বিপাক্ষিক চুক্তি কিংবা সমঝোতা স্মারকের আলোকে উক্ত দেশভিত্তিক প্রয়োজনীয় তথ্য সংবলিত বিভিন্ন পুস্তিকা, তথ্যকণিকা ও ভিডিও তৈরি ও বিতরণ করা হবে।

২.২.৬ গন্তব্য-দেশে মানবাধিকারের চর্চা ও অবস্থান এবং স্থানীয় শ্রম আইন ও সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত আইনের ওপর স্বচ্ছ ধারণা প্রদানের লক্ষ্যে শ্রম অভিবাসনকারী কর্মীদের জন্য সহজবোধ্য ভাষায় উক্ত দেশভিত্তিক পরিচিতিমূলক কোর্স বা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে।

২.২.৭ শিশুসহ অভিবাসী কর্মীর পরিবারের সদস্যদের অধিকারের সুরক্ষার জন্য স্থানীয় পর্যায়ের যথাযথ নিবন্ধন ব্যবস্থা এবং কর্মীর পরিবারের সদস্যদের সুরক্ষামূলক চাহিদাসমূহ নির্ধারণ ও পূরণের লক্ষ্যে বিশেষ কার্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

২.২.৮ অভিবাসনে আগ্রহী কর্মীসহ সব অভিবাসী কর্মীদের শোষণ ও নিপীড়ন থেকে সুরক্ষা প্রদানের জন্য শ্রম অভিবাসন পরিক্রমার চারটি স্তর-ভিত্তিক (যথা: প্রাক-বহির্গমনকালীন, বহির্গমনকালীন, গন্তব্যদেশে অবস্থানকালীন এবং দেশে প্রত্যাবর্তনকালীন সময়ে) সমন্বিত সুরক্ষা-কাঠামো তৈরি করা হবে।

২.২.৯ শ্রম অভিবান পরিক্রমার প্রাক-সিদ্ধান্ত গ্রহণ ধাপে অভিবাসনে ইচ্ছুক কর্মীদের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এবং তাদের বাধ্যতামূলক শ্রম (forced labour), ঋণদাসত্ব (debt-bondage) ও পাচারের ফাঁদ থেকে সুরক্ষার জন্য দেশে বা বিদেশে কর্মীদের স্বাধীনভাবে কর্মসংস্থান নির্বাচনের অধিকারের পক্ষে একটি সুপরিকল্পিত ও সুনির্দিষ্ট নীতিমালা ও কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে।

২.২.১০ রেডিও, টেলিভিশন ও সংবাদপত্রসহ অন্যান্য গণমাধ্যমে বহুল প্রচারণা আর বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে জন-সচেতনতা বৃদ্ধি এবং বিশেষত মোবাইল ফোনের মাধ্যমে সমরূপ প্রচারণা চালানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

২.২.১১ অভিবাসী কর্মীদের অধিকার রক্ষা ও অনিয়মিত শ্রম অভিবাসন হ্রাস করার লক্ষ্যে প্রাক-বহির্গমন বিষয়ক নীতি ও কর্মসূচিসমূহ পর্যালোচনা করা হবে এবং প্রয়োজনে প্রচলিত নিয়োগ (recruitment) প্রক্রিয়া অধিকতর স্বচ্ছ ও সহজ করা হবে।

২.২.১২ অভিবাসী কর্মীদের দেশে বা প্রবাসে হয়রানি, শোষণ-নিপীড়ন ও মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য থেকে রক্ষার জন্য বেসরকারি রিক্রুটমেন্ট এজেন্টদের এবং প্রবাসে নিয়োগ প্রদানকারী বিভিন্ন কোম্পানীদের প্রচলিত আইন ও বিধিবিধান মেনে সামাজিকভাবে দায়বদ্ধ প্রতিষ্ঠান হিসাবে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করার বিষয়টি নিশ্চিত করা হবে।

২.২.১৩ বাংলাদেশ ও গন্তব্য-দেশের শ্রমিক ও নিয়োগদাতাদের সংগঠনগুলোর মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন এবং অভিবাসী কর্মীদের অধিকারের সুরক্ষায় আন্তর্জাতিক সনদগুলোর বিধানাবলি কার্যকর করার কাজে বেসরকারি ও আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর জোরালো ভূমিকা উৎসাহিত করা হবে।

২.২.১৪ অভিবাসী কর্মীর অধিকারের সুরক্ষা 'শ্রম অভিবাসন কূটনীতি' অনুসরণ করা হবে এবং গন্তব্য-দেশগুলোর সরকারের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক ও যোগাযোগ রক্ষা করা হবে।

**২.৩ অভিবাসী কর্মীদের সুযোগ-সুবিধা ও কল্যাণ**

২.৩.১ শ্রম অভিবাসন পরিক্রমার বিভিন্ন ধাপে, অনুসরণীয় প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করে অভিবাসী কর্মী এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের যথাযথ সাহায্য, ক্ষমতায়ন এবং নিরাপত্তার জন্য একটি সামগ্রিক কল্যাণ কর্মসূচি প্রণয়ন করতে হবে। উক্ত কর্মসূচির আওতায় জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক আইন ও মানবাধিকারের দলিলের পাশাপাশি অভিবাসী কর্মীদের কল্যাণের জন্য বিভিন্ন রাষ্ট্র কর্তৃক গৃহীত সাফল্যমন্ডিত কার্যক্রম বিবেচনায় রেখে অভিবাসী কল্যাণ সংক্রান্ত সকল প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা ও দায়িত্ব সঠিকভাবে নিরূপণ করে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করা হবে।

২.৩.২ সামগ্রিক কল্যাণমূলক কর্মসূচিতে বৈদেশিক কর্মসংস্থানের সম্ভাব্য প্রতিকূল দিক ও সুযোগ-সুবিধার বিষয়ে পূর্ণ ধারণা অন্তর্ভুক্ত করে এবং তৃণমূল পর্যায়ে বিদ্যমান বাস্তবতা ও চর্চা থেকে শিক্ষা নিয়ে একটি উদ্দেশ্য-মুখী তথ্য-কণিকা, ভিডিও ইত্যাদি প্রণয়ন ও বিতরণ করতে হবে এবং তা ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়াসহ বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে প্রচারের ব্যবস্থা করা হবে।

২.৩.৩ প্রচারণা ও সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচিতে ব্যবহারের জন্য ও শ্রম অভিবাসনসংক্রান্ত ভুল ও বিভ্রান্তিকর প্রচার রোধে এবং শ্রম অভিবাসনখাতে অনৈতিক কর্মকাণ্ড এবং মধ্যস্বত্বভোগীদের অপকর্ম বন্ধ করার জন্য সংশ্লিষ্ট অংশীজনের (stakeholder) সহযোগিতায় সংশ্লিষ্ট প্রচলিত আইন বিধিবিধানের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ একটি আচরণবিধি (কোড অব এথিক্যাল কন্ডাক্ট) প্রণয়ন করা হবে।

২.৩.৪ অভিবাসী কর্মীদের জন্য বর্তমানে প্রচলিত প্রাক-বহির্গমন সেবা ও সুযোগ নিশ্চিত ওয়ান-স্টপ সেবাকেন্দ্রগুলোর (One-stop Service Centres) অগ্রগতি এবং অভিবাসনের ক্রমবর্ধমান ধারার সাথে তাদের সংশ্লিষ্ট কাজের ক্ষেত্র ও গতি লিঙ্গ-সংবেদনশীলতা ও গন্তব্য-দেশসংক্রান্ত তথ্যভিত্তিক পর্যালোচনা এবং প্রাক-বহির্গমন ব্রিফিং এর বিষয়বস্তু নিয়মিতভাবে পর্যালোচনা করা হবে। প্রাক-বর্হিগমন বিফ্রিং এর প্রতিপাদ্য বিষয় সমৃদ্ধকরণ ও ব্যাপ্তিকাল বৃদ্ধি করা ছাড়াও ভিন্ন ভিন্ন পেশার শ্রমিকদের জন্য পৃথকভাবে ভিন্ন ব্রিফিং সেশন এর ব্যবস্থা করা হবে।

২.৩.৫ অভিবাসী কর্মীদের কল্যাণের লক্ষ্যে গঠিত ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ তহবিলের কার্যক্রমকে আরো জোরদার ও ব্যাপক করার লক্ষ্যে প্রয়োজনে বিদ্যমান ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ তহবিল বিধিমালা সংশোধন বা পরিমার্জন করা হবে এবং 'ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ তহবিল আইন' প্রণয়ন করা হবে। এ ছাড়াও তহবিলের অধীন গৃহীত কল্যাণমূলক কার্যক্রমের মধ্যে কর্মীদের জন্য বাড়তি সামাজিক সুরক্ষা, মাতৃত্বকালীন অধিকার রক্ষা, তাদের ও পরিবারের সদস্যদের জন্য বিমার সুবিধা ইত্যাদি বিষয় অন্তর্ভুক্তির সম্ভাব্যতা (feasibility) যাচাই করা হবে। তহবিলের অর্থ বৃদ্ধির পন্থা, যেমন-সরকারি বাজেট থেকে থোক বরাদ্দ, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের অনুদান (যেমন: রিক্রুটমেন্ট এজেন্ট ফি) এবং দাতা-সহযোগীদের অনুদান ইত্যাদি পর্যালোচনা করা হবে।

২.৩.৬ শ্রম অভিবাসন-ব্যয় নির্বাহের জন্য স্বল্প সুদে ও সহজ শর্তে ঋণের সুবিধা এবং অর্থ যোগানের খাত অনুসন্ধান করা হবে। আগ্রহী বা সম্ভাব্য কর্মীসহ যেকোনো অভিবাসী কর্মী যেন সরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক, এনজিও এবং অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে স্বল্প সুদ ও সহজ শর্তে ঋণ পেতে পারে সে-লক্ষ্যে নীতিগত ব্যবস্থা (policy measures) গ্রহণ করা হবে।

২.৩.৭ অভিবাসন কর্মীদের সন্তানদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসংক্রান্ত সুবিধা প্রদানসহ তাদের পরিবারের সদস্যদের বিভিন্নমুখী সহযোগিতা ও সেবা প্রদানের লক্ষ্যে শ্রম অভিবাসন সংক্রান্ত বিভিন্ন অংশীজনের (stakeholder) প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় একটি কর্ম-পরিকল্পনা গ্রহণ হবে। অভিবাসী কর্মীদের পরিবারের সদস্যদের সামাজিক নিরাপত্তার বলয়ে (সোস্যাল সেফটি নেট) অন্তর্ভুক্তির সম্ভাব্যতা যাচাই করা হবে।

২.৩.৮ অভিবাসী কর্মীদের বিদেশ যাত্রাকালে ও বিদেশ হতে প্রত্যাবর্তনের সাথে সাথে কম খরচে সবধরনের স্বাস্থ্যগত ও চিকিৎসাসংক্রান্ত অন্যান্য সুবিধা, বিশেষতঃ এইচআইভি বা এইডসসহ অন্যান্য সংক্রমণযোগ্য রোগের চিকিৎসা গুরুত্বের সাথে এবং গোপনীয়তা বজায় রেখে সম্পন্ন করার ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

২.৩.৯ জেলা ও আঞ্চলিক পর্যায়ে কাজ করছে এমন প্রতিষ্ঠানসহ সকল অংশীজনের (stakeholder) সহযোগিতায় 'সামগ্রিক কল্যাণমূলক কর্মসূচি'র আওতায় দুস্থ ও দুর্দশাগ্রস্ত প্রত্যাগত কর্মীদের পুনর্বাসন ও সমাজে পুনঃএকত্রীকরণের লক্ষ্যে একটি কার্য-ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

২.৩.১০ প্রয়োজনীয় সম্পদ ও জনবল বৃদ্ধির ব্যবস্থাসহ 'শ্রমকল্যাণ সম্পদ কেন্দ্র' (Labour Welfare Resources Centre) প্রতিষ্ঠার মত পদক্ষেপ গ্রহণ করার মাধ্যমে বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশ মিশনে কর্মরত শ্রম কার্মকর্তাদের (Labour Wing Officials) এবং দূতাবাসের শ্রম উইং-এর ভূমিকা জোরদার এবং তাদের কার্যক্রম বহুমুখী করা হবে। তাছাড়া, এ কেন্দ্রগুলোকে ফলপ্রসূ করে তোলার লক্ষ্যে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা, এনজিও এবং উন্নয়ন সহযোগীদের অংশগ্রহণ ও সহযোগিতার মধ্যে একটি কার্যকরী সমন্বিত ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠা করা হবে।

২.৩.১১ অভিবাসী কর্মীদের গন্তব্য-দেশে অপরিচিত ও অপেক্ষকৃত বৈরী পরিবেশ ও বিভিন্ন সমস্যা মোকাবেলায় আত্মনির্ভরশীল করে তোলা এবং বাংলাদেশ হতে নবাগত অভিবাসী কর্মীদের কল্যাণে তাদের সক্ষমতা বাড়ানোর লক্ষ্যে প্রবাসীদের মধ্যে সামাজিক যোগাযোগের (social network) বিকাশ ঘটানো হবে।

২.৩.১২ অভিবাসী কর্মীদের প্রত্যাবাসন ও প্রয়োজনে অন্যত্র সরিয়ে নেওয়ার সুবিধার্থে এবং জরুরি ও বিপদকালীন অবস্থা মোকাবেলা করার উদ্দেশ্যে অনুসরণীয় কর্মপন্থা প্রণয়ন এ সংক্রান্ত কাজে নিয়োজিতদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এ লক্ষ্যে একটি বিশেষ প্রত্যাবাসন তহবিল প্রতিষ্ঠারও উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

২.৩.১৩ অভিবাসী কর্মীদের গ্রেফতার, মামলা, সামাজিক সমস্যা এবং আইনগত কার্যধারার ক্ষেত্রে আইনি-সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে আইনগত সহায়তা তহবিল গঠনের ব্যবস্থা নেওয়া হবে। বিদেশে কোন অভিবাসী দুর্ঘটনাজনিত কারণে প্রতিবন্ধকতার শিকার হলে তার প্রয়োজনীয় ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা জোরদার করা হবে।

২.৩.১৪ বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশী কর্মীরা দুর্ঘটনা বা মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ আদায়ের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ এবং প্রাপ্ত ক্ষতিপূরণের অর্থ ভিকটিম কিংবা মৃতের পরিবারের নিকট যত দ্রুত সম্ভব পৌছে দেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। বিদেশে মৃত্যুবরণকারী কর্মীর মৃতদেহ দেশে আশু প্রত্যাবর্তনের প্রচলিত কার্যক্রমকে আরো সুসংহত, দ্রুত ও সহজ করা হবে।

**২.৪ নারী কর্মীদের শ্রম অভিবাসন**

২.৪.১ নারী কর্মীদের শ্রম অভিবাসনের ভূমিকা ও সম্ভাবনা এবং শ্রম অভিবাসন প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণ জোরদার কার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অভিবাসনে ইচ্ছুক নারী, সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা, ট্রেড ইউনিয়ন ও রিক্রুটমেন্ট এজেন্টসহ নিয়োগদাতাদের সংগঠন ও সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থাসহ সকলের মতামত ও অংশগ্রহণের মাধ্যমে একটি সমন্বিত ও অংশীদারিত্বমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

২.৪.২ নারী অভিবাসী কর্মীদের শ্রম অভিবাসন প্রক্রিয়া অধিকতর সহজীকরণের মাধ্যমে গৃহীত ও সম্ভাব্য কর্মসূচির সমন্বিত বাস্তবায়নের জন্য প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীন স্থায়ীভাবে একটি বিশেষ উইং বা শাখা স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হবে।

২.৪.৩ নারী-অভিবাসনের হার বৃদ্ধি ও পছন্দমত চাকরিতে প্রবেশের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে নারীদের কর্ম-দক্ষতায় বৈচিত্র্য আনয়নের সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। সে লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ-পরবর্তী সহযোগিতা প্রদান, নারী প্রশিক্ষক নিয়োগ, লিঙ্গ-সংবেদনশীল পাঠক্রম তৈরী এবং প্রশিক্ষণের সহজ সময়সূচি (flexible) প্রণয়ন ইত্যাদি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

২.৪.৪ শ্রম অভিবাসন প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি ও তাদের জন্য ভিন্নধর্মী কর্মসংস্থান সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বাজেটে লিঙ্গ-সচেতনামূলক (gender-responsive) কার্যক্রমে বরাদ্দ বৃদ্ধির উদ্যোগ নেওয়া হবে।

২.৪.৫ বৈদেশিক কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে অভিবাসনে ইচ্ছুক নারীদের উন্নয়ন, সুরক্ষা ও ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে কর্মসূচি গ্রহণ করতে বিভিন্ন নাগরিক সমাজের সংগঠন, আন্তর্জাতিক সংস্থা ও বেসরকারি সংগঠনের কারিগরি ও পরামর্শমূলক সহযোগিতা নেওয়া হবে।

২.৪.৬ দ্বিপাক্ষিক চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরকালে নারী-পুরুষের পারিশ্রমিক সংক্রান্ত সমতাসহ অন্যান্য শ্রমিক অধিকারসংক্রান্ত সমতা ও সুষ্ঠু এবং নিরাপদ কর্মপরিবেশের বিষয়টি নিশ্চিত করা হবে। এক্ষেত্রে নারীর অধিকার সুরক্ষায় পর্যাপ্ত ব্যবস্থাসমৃদ্ধ দেশসমূহের উদাহরণ নিয়মিতভাবে তুলে ধরা হবে।

২.৪.৭ বাংলাদেশী দূতাবাসসমূহের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট দেশে কর্মরত নারী কর্মীদের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ ও তাদের নিবন্ধনের ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

২.৪.৮ যেসব গন্তব্য-দেশে বাংলাদেশী নারী অভিবাসী কর্মীরা সংখ্যা বেশি বিশেষত সেসব দেশের শ্রমকল্যাণ উইংগুলোতে নারী কর্মকর্তার সংখ্যা বাড়ানো হবে। এসকল নারী কর্মকর্তাদের বিশেষ প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে নারী অভিবাসী কর্মীদের সুরক্ষা, কাজের পরিবেশ পর্যবেক্ষণসহ যাবতীয় প্রয়োজনীয় আইনি, মনস্তাত্ত্বিক, স্বাস্থ্যগত ও আর্থিক বিষয়ে প্রদানের বিষয়টি নিশ্চিত করা হবে।

২.৪.৯ নারীদের জন্য বৈদেশিক কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র ও পেশার সম্প্রসারণ, দক্ষতার উন্নয়ন এবং অভিবাসী নারী কর্মী ও তাদের পরিবারের সদস্যদের সামাজিক সুরক্ষা প্রদানে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ তহবিলের আওতায় বিভিন্ন লিঙ্গ-সংবেদনশীল (gender-sensitive) উন্নয়নমূলক কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করা হবে। বিদেশে কর্মরত বা প্রত্যাগত নারীকর্মীদের মধ্যে যাঁরা সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক ক্ষতি ও অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছেন তাঁদের জন্য বিশেষ সহায়তামূলক কর্মসূচিসহ সেবা ও পরামর্শ কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

২.৪.১০ অভিবাসী নারী কর্মীদের জন্য বিদেশ থেকে টাকা পাঠানোর উন্নত ও নিরাপদ ব্যাংকিং ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হবে। তাছাড়া, প্রবাসী আয় প্রেরণে ব্যাংকিং ও নিরাপদ পদ্ধতি ব্যবহারে তাদের আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারি ব্যাংকসমূহের বিভিন্ন প্রণোদনামূলক স্কিম ও কর্মসূচি গ্রহণ করতে উৎসাহিত করা হবে।

২.৪.১১ নারীদের নিরাপত্তা প্রশিক্ষণসহ বিশেষ ধরনের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যাতে করে তারা বিদেশে নিজেদের শারীরিক বা মানসিক সম্ভাব্য বিপদ সম্পর্কে অবহিত হয়ে নতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার জন্য যথাযথ প্রস্তুতি নিতে পারে। প্রয়োজনবোধে নিরাপত্তামূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

**২.৫ জাতীয় উন্নয়নের সাথে শ্রম অভিবাসন সম্পৃক্তকরণ**

২.৫.১ অর্থনীতির সার্বিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় শ্রম অভিবাসন খাতের ক্রমবর্ধমান গুরুত্ব সম্পর্কে বিস্তৃত ও নিবিড় গবেষণার মাধ্যমে পদ্ধতিগতভাবে বিশ্লেষণ ও রূপরেখা (profile) প্রণায়ন করা হবে।

২.৫.২ জাতীয় পর্যায়ের সকল উন্নয়ন পরিকল্পনা ও নীতিতে আন্তর্জাতিক অভিবাসনের গুরুত্বের যথাযথ প্রতিফলনের জন্য আন্তর্জাতিক শ্রম অভিবাসনের গতিপথ নির্ধারণের নিয়ামকসমূহের (যথা: শ্রম চাহিদা ও যোগান, জাতীয় শ্রমবাজারের বৈশিষ্ট্য, নারী শ্রম অভিবাসন ইত্যাদি) নিবিড়ভাবে পর্যলোচনা করা হবে।

২.৫.৩ বাস্তবসম্মত শ্রম অভিবাসন ও প্রবাসী আয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণপূর্বক জাতীয় পর্যায়ে মধ্যমেয়াদী সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামো বাস্তবায়ন তথা জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

২.৫.৪ বৈধ ও সহজ পদ্ধতিতে বিদেশ হতে রেমিটেন্স প্রেরণের নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা (যথা; প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংককে সিডিউল ব্যাংকে রূপান্তর এবং এর কার্যক্রম সম্প্রসারণ, গন্তব্যদেশে এবং বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের উপস্থিতি উৎসাহিতকরণ, রেমিটেন্স প্রেরণে ব্যাংক ফি যৌক্তিকীকরণ, ইলেকট্রনিক উপায়ে রেমিটেন্স প্রেরণের পদ্ধতির উন্নয়ন) গ্রহণ করা হবে।

২.৫.৫ অবকাঠামো খাতসহ অন্যান্য উৎপাদনশীল খাতে প্রবাসী রেমিটেন্সের অর্থ বিনিয়োগের সম্ভব্য কৌশল নিরূপণ।

২.৫.৬ বাংলাদেশের অর্থনীতিতে উৎপাদনশীল বিনিয়োগে আগ্রহী করার লক্ষ্যে প্রবাসী বাংলাদেশীদেরকে (Diaspora) বিভিন্ন আর্থিক প্রণোদনা প্রদানের স্বপক্ষে সংশ্লিষ্ট সকলকে উৎসাহিত করা হবে।

২.৫.৭ গন্তব্য দেশে কর্মরত অভিবাসী কর্মীদের (বিশেষতঃ নারী কর্মীদের) আর্থিক শিক্ষা, ব্যাংকিং সুবিধা এবং রেমিটেন্স ব্যবহারের সর্বোত্তম উপায়সমূহ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা হবে।

২.৫.৮ প্রবাসী বাংলাদেশীদের (Diaspora) 'সামাজিক নেটওয়ার্ক' এর সাথে যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যমে তাদের প্রযুক্তিগত দক্ষতা ও বিশেষজ্ঞ জ্ঞান ব্যবহারে সহায়ক ও কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

২.৫.৯ কর্মী অভিবাসনের প্রতিকূল প্রভাবসমূহ বা Social Cost যথাসম্ভব হ্রাসকরণে প্রয়োজনীয় সামাজিক সুরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

২.৫.১০ শ্রম অভিবাসন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ, পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের গবেষক ও বিশেষজ্ঞদের পরামর্শক্রমে জাতীয় নীতিতে অভিবাসনের প্রভাব বিষয়ক ধারণাপত্র প্রণয়নপূর্বক একটি সমন্বিত কাঠামো প্রণয়নে পদক্ষেপ গ্রহণ।

২.৫.১১ প্রত্যাগত প্রত্যাবর্তিত অভিবাসী কর্মীদের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতাসমূহ দেশের অর্থনীতিতে কাজে লাগানোর ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

২.৫.১২ গন্তব্যদেশ হতে প্রত্যাগত দুর্দশাগ্রস্ত ও আকস্মিক দুর্ঘটনাকবলিত অভিবাসী কর্মীদের পুনর্বাসন ও সমাজে অঙ্গীভূতকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

২.৫.১৩ ভবিষ্যতে জাতীয় কর্মসংস্থান নীতি প্রণয়নসহ অন্যান্য সকল উন্নয়ন নীতিমালা/সংশোধনকালে আন্তঃনীতি সমন্বয়ের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগকে সহযোগিতা করা হবে।

২.৫.১৪ বিদ্যমান জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কাঠামোয় শ্রম অভিবাসন নীতি ও এতদসংক্রান্ত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

২.৫.১৫ Development Agenda 2030 (SDGs) এবং ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে শ্রম অভিবাসন সংক্রান্ত গৃহীত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

## ২.৬ শ্রম-অভিবাসন পরিচালনা (Labour Migration Governance)

২.৬.১ একটি আধুনিক ও অগ্রসর দৃষ্টিভঙ্গির শ্রম অভিবাসন পরিচালনা-কাঠামো ও প্রক্রিয়ার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সংস্কার ও নীতিগত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। বাংলাদেশের প্রচলিত আইন-কানুন, নীতি ও আন্তর্জাতিক আইনি-দলিলের সাথে সামঞ্জস্য রেখে অভিবাসী কর্মীদের জন্য একটি স্বাধীন, মর্যাদাপূর্ণ ও নিরাপদ শ্রম অভিবাসন প্রক্রিয়ার নিশ্চয়তাবিধান করাই হবে পরিচালনা-কাঠামোর মূল লক্ষ্য।

২.৬.২ বিভিন্ন স্বার্থসংশ্লিষ্ট পক্ষের কার্যকরী ভূমিকা পালনের মাধ্যমেই নিরাপদ শ্রম অভিবাসন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়ে থাকে। সমন্বিত শ্রম অভিবাসন-পরিচালনা কাঠামোর মধ্যে প্রত্যেকের ভূমিকা এবং দায়-দায়িত্ব স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা হবে। এক্ষেত্রে স্বার্থসংশ্লিষ্ট সকলের নিজ দায়িত্বের প্রতি স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার বিষয়টি নিশ্চিত করা হবে।

২.৬.৩ শ্রম অভিবাসন প্রক্রিয়ার সার্বিক ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনের দায়িত্বে নিয়োজিত প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো এবং অন্যান্য সংস্থার ভূমিকা বিস্তারিতভাবে পুনর্বিবেচনা করা হবে। শুধু তাই নয়, প্রয়োজনমতো মন্ত্রণালয় এবং এর অধীনস্থ সংস্থাসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিসহ সংস্কার কাজ হাতে নেয়া হবে। নিরাপদ শ্রম অভিবাসন ব্যবস্থাপনা কার্যকরভাবে ও স্বচ্ছতার সাথে বাস্তবায়নে জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর সামর্থ্য, দক্ষতা ও সম্পদের চাহিদার দিকে বিশেষ নজর দিয়ে এর প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার, আধুনিকায়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হবে। নারী কর্মীদের অভিবাসনের ব্যবস্থাপনার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে এবং সেই সাথে জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিসের সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয়তা ও তৃণমূল পর্যায়ে দায়িত্ব পালনে তাদের সামর্থ্যের বিষয়টিও গুরুত্বের সাথে দেখা হবে।

২.৬.৪ ক্রমবর্ধমান অভিবাসী কর্মী ও তাদের পরিবারের সুরক্ষা ও কল্যাণের কথা বিবেচনায় রেখে সরকারের চলমান কল্যাণ কর্মসূচি সম্প্রসারণ এবং জোরদার করার সাথে সাথে এর সুষ্ঠু ও দক্ষ পরিচালনার জন্য একটি প্রবাসী কল্যাণ অধিদপ্তর স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হবে।

২.৬.৫ দেশে কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীকে দক্ষ মানবসম্পদে রূপান্তরিত করা এবং বিশ্ববাজারে দক্ষতার চাহিদার নিরিখে প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহকে যুগোপযোগী এবং শক্তিশালী করা এবং প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে সুষ্ঠু ও দক্ষ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার নিমিত্ত একটি দক্ষতা উন্নয়ন অধিদপ্তর গঠন করা হবে।

২.৬.৬ অভিবাসী কর্মীদের অধিকারের সুরক্ষার উদ্দেশ্যে শ্রম অভিবাসন পরিচালনা-কাঠামো এবং জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কাঠামোতে শ্রম অভিবাসনকে অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা নিশ্চিত করার উদ্যোগ নেওয়া হবে। এই লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় অন্যান্য নির্ধারিত সংস্থার অংশগ্রহণে বিষয়ভিত্তিক, নীতি-নির্ভর ও সুসংজ্ঞায়িত সমন্বয় প্রতিষ্ঠা করা হবে।

২.৬.৭ সার্বিকভাবে শ্রম অভিবাসন সংক্রান্ত সর্বোচ্চ পর্যায়ে সমন্বিত সিদ্ধান্ত নেওয়া ও তার তদারকির জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে এবং প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর সহ-সভাপতিত্বে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীবর্গ ও সচিব এবং সংস্থাসমূহের প্রধানের সমন্বয়ে একটি জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি গঠন করা হবে। জাতীয় পর্যায়ে শ্রম অভিবাসন পরিচালনার বিষয়ে আন্তঃমন্ত্রণালয় কার্যক্রমের সমন্বয় এবং অভিবাসী কর্মীদের সুরক্ষার্থে নীতিগত সিদ্ধান্ত প্রদানই হবে এই স্টিয়ারিং কমিটির মূল কাজ।

২.৬.৮ বাস্তবায়নসংক্রান্ত নীতিমালা সম্পর্কে দিক-নির্দেশনা ও পরামর্শ প্রদান, গৃহীত নীতিসমূহের ফলাফল নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর পুনর্বিবেচনা ও তদারকি এবং প্রয়োজনীয় সংস্কার সম্পর্কে পরামর্শ ও সুপারিশ দেয়ার জন্য একটি জাতীয় শ্রম-অভিবাসন ফোরাম (National Labour Migration Forum) প্রতিষ্ঠা করা হবে। বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা, রিক্রুটিং এজেন্ট, কর্মী ও নিয়োগদাতাদের সংগঠন, রিক্রুটমেন্ট এজেন্টদের বা তাদের কোন সমিতির প্রতিনিধি, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির প্রতিনিধি এবং শ্রম অভিবাসন প্রক্রিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট নাগরিক সমাজের সংগঠনগুলোর উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে এই ফোরাম গঠিত হবে। শ্রম অভিবাসন ফোরাম এর সভাপতির দায়িত্বে থাকবেন প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী। এই মন্ত্রণালয়ের সচিব ফেরামের সদস্য-সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন (পরিশিষ্ট ১)।

২.৬.৯ প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় নিরাপদ, মর্যাদাপূর্ণ ও সুষ্ঠু শ্রম অভিবাসন ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ এবং এতদসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে অধিকতর কার্যকর ও যথাযথ সুপারিশ প্রণয়ন, তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ ও মতামত প্রদান ইত্যাদি উদ্দেশ্যে সময় সময় কারিগরি পরামর্শ কমিটি গঠন করবে এবং মন্ত্রণালয় হতে এতদসঙ্গে এধরনের কমিটিসহ জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি ও শ্রম-অভিবাসন ফোরামকে সাচিবিক সহায়তাসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক সহযোগিতা প্রদান করা হবে।

২.৬.১০ সুশাসনের প্রক্রিয়াকে সুসংহত করার অংশ হিসেবে সরকার গন্তব্য-দেশগুলোর সাথে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক সম্পাদন করার উদ্যোগ অব্যাহত রাখবে এবং তাদের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি জোরালো 'শ্রম অভিবাসন কূটনীতি' (labour migration diplomacy) প্রতিষ্ঠা ও সদ্ভাব বজায় রাখার উদ্যোগ নিবে, যেন ঐসব দেশে বাংলাদেশী কর্মীদের অধিকতর সুরক্ষা ও সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা যায়।

২.৬.১১ অভিবাসী কর্মীদের জন্য বিভিন্ন সুরক্ষা ও কল্যাণমূলক কার্যক্রম গ্রহণে সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশ দূতাবাসগুলোর শ্রম-কর্মকর্তাসহ শ্রম উইং এর অন্যান্য কর্মকর্তাদের সামর্থ্য-বৃদ্ধির লক্ষ্যে তাদের যথাযথ ও পূর্ণাঙ্গ প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। এই লক্ষ্যে শ্রম-কর্মকর্তাদের বাংলাদেশ মিশনে তাদের নিয়োগের পূর্বে বুনিয়াদি বা সূচনামূলক প্রশিক্ষণসহ তাদের জন্য নিয়োগ-পরবর্তী প্রাতিষ্ঠানিক, সামন্বিক প্রশিক্ষণের উদ্যোগ নেওয়া হবে। অধিকন্তু প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় দক্ষ ও কর্তব্যনিষ্ঠ শ্রম-কর্মকর্তারা যেন তাদের অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা কাজে লাগাতে পারে তার সুযোগ সৃষ্টি করবে।

২.৬.১২ শ্রম অভিবাসন সম্পর্কিত একটি গবেষণা, বিশ্লেষণ ও তদারকি ইউনিট গঠন করতে হবে, যার নিম্নোক্ত দুইটি প্রধান কার্যক্রম থাকবে- (১) একটি শ্রম অভিবাসন তথ্য ব্যবস্থা (Labour Migration Infromation System) প্রণয়ন, যা উপাত্ত সংগ্রহ ও সরবরাহ করবে এবং অভিবাসনের বিভিন্ন প্রেক্ষিতের ওপর একটি তথ্যভাণ্ডার তৈরি করবে। অধিকারের 'সুরক্ষা' ও 'উন্নয়ন' বিষয়ক নিয়ামকগুলো তদারকির জন্য এই কার্যক্রমের আওতায়, নারী ও পুরুষের জন্য প্রযোজ্য পৃথক তথ্য নিয়ে একটি পরিকল্পিত তদারকি ব্যবস্থাও গড়ে তোলা হবে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, বাংলাদেশ ব্যাংক ও অন্যান্য স্বার্থসংশ্লিষ্টদের সাথে পরামর্শক্রমে উক্ত শ্রম অভিবাসন তথ্য-ব্যবস্থা অভিবাসন সম্পর্কিত পরিসংখ্যানের আকার ও নির্ণায়ক নির্ধারণ করবে এবং একটি শক্তিশালী তদারকি ব্যবস্থা গড়ে তুলবে। (২) একটি শ্রম বাজার গবেষণা ইউনিট (Labour Market Research Unit) পরিচালনা করা, যা ভিন্ন দক্ষতার জন্য পরিবর্তনশীল যোগান ও চাহিদার নিরিখে যথাযথ তথ্য সরবরাহ করার উদ্দেশ্যে দেশে ও বিদেশে শ্রমবাজার বিষয়ে অনুসন্ধান পরিচালনা করবে। এই ইউনিট বিদ্যমান ও সম্ভাব্য নতুন গন্তব্যের দেশসমূহে চাকরির সুযোগ ও তাদের শ্রমনীতির ওপর পেশাদারি 'বাজার গবেষণা' পরিচালনা করবে।

২.৬.১৩ বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষার একটি সম্পূর্ণ তথ্যভাণ্ডার তৈরী করা হবে যাতে সকল ধরনের তথ্য সন্নিবেশিত করা থাকবে। এসকল কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানপ্রাপ্ত কর্মীদেরকে বৈদেশিক কর্মসংস্থানের সুযোগে অগ্রাধিকার দেয়া।

**পরিশিষ্ট ১**

**(ক) বৈদেশিক কর্মসংস্থান বিষয়ক স্টিয়ারিং কমিটি: কার্য-পরিধি**

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের জন্য শ্রম অভিবাসনের গুরুত্ব অপরিসীম এবং শ্রম অভিবাসন একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় বিষয় এই উপলব্ধি থেকে এই খাতে সর্বোচ্চ নির্বাহী পর্যায়ের নেতৃত্ব ও সহযোগিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বৈদেশিক কর্মসংস্থান বিষয়ক একটি জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি গঠন করা হবে।

পরিশিষ্ট ২ এ বর্ণিত বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীবর্গ এবং সচিবদের সমন্বয়ে জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি গঠিত হবে। স্টিয়ারিং কমিটির সভাপতির দায়িত্ব পালন করবেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং সহ-সভাপতির দায়িত্বে থাকবেন প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী। বছরে অন্তত একবার স্টিয়ারিং কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। জাতীয় শ্রম অভিবাসন ফোরাম এবং স্টিয়ারিং কমিটির বৈঠকের মধ্যকার ব্যবধান ছয় মাসের বেশি হবে না।

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় স্টিয়ারিং কমিটিকে সচিবিক সহায়তা প্রদান করবে। সাচিবিক কর্যাক্রমসমূহ যেমন, স্টিয়ারিং কমিটিকে তার বৈদেশিক কর্মসংস্থান বিষয়ক দায়িত্ব পালন এবং জাতীয় শ্রম অভিবাসন ফোরামসহ অন্যান্য কর্তৃপক্ষের সাথে সমন্বয় সাধনে সহায়তা প্রদান ইত্যাদি এই মন্ত্রণালয়ের সচিবের নেতৃত্বে পরিচালিত হবে।

স্টিয়ারিং কমিটির কার্যক্রম হবে নিম্নরূপঃ

- অভিবাসী নারী ও পুরুষ কর্মীদের অধিকার রক্ষা এবং শ্রম অভিবাসনকে জাতীয় উন্নয়নের মূল ধারায় সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে, যেসব বিষয়ে আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয় ও সহযোগিতার প্রয়োজন রয়েছে সেসব বিষয়ে আলোচনা ও কার্যব্যবস্থা গ্রহণার্থে নির্দেশনা প্রদান।
- প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং আইন বাস্তবায়নের দায়িত্বে থাকা উক্ত মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন উইং, বিভাগ, সংস্থা, তহবিল এবং ব্যাংক ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানগুলোকে শ্রম-অভিবাসন এবং এ সংক্রান্ত উল্লেখযোগ্য নীতি ও সংস্কার সম্পর্কে প্রয়োজনীয় পরামর্শ, নির্দেশনা ও সহায়তা প্রদান।
- সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থা, শ্রমিক ও নিয়োগকর্তাদের সংগঠন, এবং নাগরিক সমাজের সংগঠনগুলোসহ সব স্টেকহোল্ডাররা যেন অভিন্ন পদ্ধতি (uniform approach) প্রয়োগের মাধ্যমে একটি কার্যকর ও স্বচ্ছ শ্রম-অভিবাসন পরিচালনা-কাঠামো প্রতিষ্ঠা করতে পারে সে লক্ষ্যে তাদের জন্য অনুসরণীয় প্রক্রিয়া ও কার্যপ্রণালী নির্ধারণ।
- প্রত্যাগত অভিবাসী কর্মীদের সামাজিক সুরক্ষা এবং সামাজিক ও পেশাগত পুনর্বাসনের লক্ষ্যে একটি উপ-নীতি (sub-policy) প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের কাজে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়কে সহযোগিতা প্রদান।
- স্বল্প-মেয়াদী চুক্তিভিত্তিক অভিবাসী কর্মী, বিশেষ করে নারী কর্মীদের সুরক্ষা এবং বাংলাদেশের প্রতি তাদের অবদান অব্যাহত রাখতে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে বিশ্বব্যাপী বাংলাদেশী প্রবাসী সমাজগুলোর মধ্যে বন্ধন ও যোগাযোগ সৃষ্টিতে সহায়তা করা।

**(খ) জাতীয় শ্রম অভিবাসন ফোরাম: কার্য-পরিধি**

শ্রম-অভিবাসন খাতে প্রতিনিধিত্ব, অংশগ্রহণ এবং সামাজিক সংলাপ ইত্যাদি ইস্যুতে বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের সহযোগিতা ও সংশ্লিষ্টতার প্রয়োজনীয়তার নিরিখে একটি জাতীয় শ্রম অভিবাসন ফোরাম গঠন করা হবে।

প্রস্তাবিত জাতীয় শ্রম অভিবাসন ফোরাম (National Labour Migration Forum) গঠিত হবে বৈদেশিক কর্মসংস্থান নীতি'র পরিশিষ্ট ২ এ উল্লিখিত সরকারি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয় ও সংস্থা, অভিবাসী কর্মীদের সংগঠন, নিয়োগকর্তাদের ফেডারেশন, ট্রেড ইউনিয়ন, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, রিক্রুটমেন্ট এজেন্টদের বা তাদের কোন সমিতির প্রতিনিধি, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির প্রতিনিধি এবং অভিবাসী কর্মীদের কল্যাণে নিয়োজিত বিভিন্ন নাগরিক সমাজের সংগঠনগুলোর উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে।

ফোরামের সদস্য সংখ্যা হবে অনধিক ৬০ জন এবং তাদের মেয়াদ হবে তিন বছর। তবে গঠিত হওয়ার প্রথম দুই বছর পর প্রতি বছরান্তে এক তৃতীয়াংশ সদস্যের মেয়াদ পূর্ণ হবে। ফোরামের কাঠামো এমনভাবে গঠিত হবে যেন সবসময় মোট সদস্যের ৩৩ ভাগ নারী হন। সরকারি বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থা এবং নিয়োগকর্তাদের ফেডারেশন প্রতিনিধি-সদস্যরা মনোনয়নের ভিত্তিতে ফোরামে অন্তর্ভুক্ত হবেন। অভিবাসী কর্মীদের সংগঠন, ট্রেড ইউনিয়ন, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, রিক্রুটমন্টে এজেন্ট এবং নাগরিক সমাজের সংগঠনগুলোর প্রতিনিধিগণ প্রথমবার সদস্য হবেন আমন্ত্রণের ভিত্তিতে। এই সংগঠনগুলোর প্রত্যেকে তিনজন প্রতিনিধি-সদস্য মনোনয়ন দেবেন: প্রথমজন এক বছর মেয়াদের জন্য, দ্বিতীয় জন দুই বছর মেয়াদের জন্য এবং তৃতীয় জন তিন বছর মেয়াদের জন্য।

শ্রম-অভিবাসন ফোরাম এর সভাপতির দায়িত্বে থাকবেন প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী। এই মন্ত্রণালয়ের সচিব ফোরামের সদস্য-সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। জাতীয় শ্রম অভিবাসন ফোরাম বছরে অন্তত একবার বৈঠকে মিলিত হবে।

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় জাতীয় শ্রম-অভিবাসন ফোরামকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে, যার সার্বিক দায়িত্বে থাকবেন এই মন্ত্রণালয়ের সচিব। জাতীয় শ্রম-অভিবাসন ফোরামকে এই নীতি ও বিদ্যমান আইনের অধীন তার বৈদেশিক কর্মসংস্থান বিষয়ক দায়িত্ব পালনে এবং জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটিসহ অন্যান্য কর্তৃপক্ষের সাথে সমন্বয়সংক্রান্ত কাজে নিবিড় সহায়তা প্রদান প্রয়োজনীয় সাচিবিক কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত।

শ্রম অভিবাসন ফোরামের কার্যক্রম হবে নিম্নরূপঃ

- ‘প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান নীতি ২০১৬’ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পরামর্শ প্রদান এবং বাস্তবায়নসংক্রান্ত অগ্রগতি মূল্যায়নের মুখ্য ও স্বাধীন সংস্থা হিসাবে কাজ করা।
- অভিবাসী কর্মী এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের সামাজিক নিরাপত্তাসহ সার্বিক সর্বোচ্চ নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিশ্চয়তাবিধানের লক্ষ্যে প্রচলিত আইন ও বিধিবিধানের প্রয়োগ পরিবীক্ষণ করা।
- সরকার কর্তৃক বিদ্যমান আইন ও বিধিবিধান অনুযায়ী রিক্রুটমেন্ট এজেন্টগুলোর কার্যক্রমের নিয়ন্ত্রনসংক্রান্ত আইনি কাঠামোর (regulatory farmework) সঠিক প্রয়োগ নিশ্চিত করা।
- শ্রম অভিবাসনসংক্রান্ত সব পরিকল্পনা ও চর্চায় ‘পূর্ণাঙ্গ ও কার্যকর বৈদেশিক কর্মসংস্থান’ এবং ‘স্বাধীনভাবে বৈদেশিক কর্মসংস্থান নির্বাচনের অধিকার’ এই নীতিদ্বয়ের অনুসরণ নিশ্চিত করা, যেন এসব পরিকল্পনা ও চর্চা জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন, জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি ও কর্মীদের চাহিদা পূরণে ভূমিকা রাখতে পারে।
- ‘প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান নীতি ২০১৬’ এর বাস্তবায়নসংক্রান্ত পরিকল্পনাসমূহ সময় সময় পর্যালোচনা করা এবং এর বাস্তবায়নের জন্য অগ্রাধিকারমূলক কার্যক্রম নির্ধারণ।
- প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহকে শ্রম-অভিবাসন পরিচালনা-কাঠামোর উন্নয়ন ও সংস্কার সম্পর্কে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান।
- অভিবাসন সংক্রান্ত সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণে নির্দেশনা প্রদান করা।
- দক্ষ অভিবাসনকে সম্প্রসারণের জন্য প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা গ্রহণে নির্দেশনা প্রদান করা।
- অভিবাসন প্রক্রিয়াকে আধুনিকায়নের জন্য প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করা।

পরিশিষ্ট ২

'প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান নীতি ২০১৬' বাস্তবায়ন এবং তদারকির ক্ষেত্রে নির্বাচিত মন্ত্রণালয় ও বিভাগসমূহ এবং অন্যান্য সরকারি সংস্থাসমূহ প্রয়োজনীয় কার্যাবলি গ্রহণের উদ্যোগ করবেন:

**১) প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়**

- শ্রম অভিবাসন ফোরাম-এর সভাপতি এবং এর সচিবালয়ের দায়িত্ব পালনকারী হিসেবে 'প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান নীতি ২০১৬' বাস্তবায়নের জন্য কর্ম-পরিকল্পনা (Action Plan) প্রণয়ন এবং প্রশাসনিক কার্য-পদ্ধতি গ্রহণ করা।
- বিধি-বিধান, নীতিমালা এবং নতুন আইন প্রণয়ন এবং প্রয়োজনে 'প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান নীতি ২০১৬' এ গৃহীত নীতিসমূহের সাথে সঙ্গতি রেখে বিদ্যমান আইনের সংশোধন উদ্যোগ গ্রহণ করা।
- অভিবাসনের বিভিন্ন পর্যায় সমন্বয় করে অভিবাসী কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধি, যথাযথ সুরক্ষা এবং কল্যাণমূলক কর্মসূচি প্রণয়ন করা।
- 'প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান নীতি ২০১৬' বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের ভূমিকা পর্যালোচনা এবং দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করা।
- বিএমইটি'কে পরামর্শ প্রদান এবং বিএমইটি'র ওপর অর্পিত সব দায়-দায়িত্বের তত্ত্বাবধান ও তদারকি করা।
- বাংলাদেশ ওভারসীজ এমপ্লয়মেন্ট এন্ড সার্ভিসেস লিমিটেড (BOESL) এবং বেসরকারি রিক্রুটমেন্ট এজেন্টসমূহের কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি করা।
- গন্তব্য দেশের ট্রেড চাহিদা নিরূপণে এবং প্রশিক্ষণ প্রদানে সহায়তা করা।
- বৈদেশিক কর্মসংস্থানের অধিকতর সুযোগ সৃষ্টি এবং বিদ্যমান আইন ও বিধিবিধানের আলোকে অভিবাসী কর্মীদের, বিশেষ করে নারী কর্মীদের নিরাপত্তা ও অধিকতর সুরক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের উদ্যোগ গ্রহণ করা।
- অভিবাসন খাতের কোন ব্যবস্থা বা প্রক্রিয়ায় নারী কর্মীর প্রতি বৈষম্য অনুসন্ধান এবং তা বাতিলের উদ্যোগ গ্রহণ করা।
- মন্ত্রণালয়ের কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ ও অন্যান্য বৈশ্বিক সংগঠনের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখা এবং অভিবাসী কর্মীদের জন্য শোভন কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- বাংলাদেশ এবং গন্তব্য দেশে শ্রমের যোগান ও চাহিদার তথ্য সংগ্রহ এবং পর্যালোচনা উদ্দেশ্যে একটি শক্তিশালী অভিবাসন তথ্য-ব্যবস্থা ও বাজার গবেষণা ইউনিট গড়ে তোলার জন্য একটি কার্যকর গবেষণা কেন্দ্র বা অনুবিভাগ প্রতিষ্ঠা করা, যা একটি শক্তিশালী পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেও কাজ করবে।
- গন্তব্য রাষ্ট্রে বাংলাদেশী দূতাবাসের শ্রম উইং-এ নিয়োগের জন্য শ্রম কর্মকর্তা এবং অন্যান্য কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে একটি নিবেদিতপ্রাণ দক্ষ দল গঠন করা।
- বিদেশে মিশনস্থ শ্রম উইং-এ নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাকরণ। শ্রম উইংগুলোকে সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশ মিশনের মাধ্যমে নিয়মিতভাবে পরামর্শ প্রদান ও তাদের কাজের মূল্যায়ন করা।
- পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় গন্তব্য-দেশে রিসোর্স সেন্টার স্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ তহবিলের ব্যবস্থাপনা, প্রশাসনিক তদারকি, বরাদ্দ, এর উদ্দেশ্যের অগ্রাধিকার, তহবিলে অভিবাসী কর্মীদের প্রতিনিধিত্ব এবং তহবিল হতে প্রয়োজনীয় সহায়তা ইত্যাদি বিষয় বিবেচনায় নিয়ে এই তহবিলের কার্যক্রম পর্যালোচনা ও পরামর্শ প্রদান করা।
- 'প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান নীতি ২০১৬' এর নীতি-নির্দেশনা বাস্তবায়ন এবং আর্থিক বিষয় সংশ্লিষ্ট খাতওয়ারী কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় বাজেটের চাহিদা পর্যালোচনা করা।
- বাংলাদেশের উন্নয়ন ধারায় অভিবাসনের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ প্রভাব পর্যালোচনা এবং উন্নয়নের ধারায় অভিবাসনকে সম্পৃক্তকরণের লক্ষ্যে আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয় ও সহযোগিতা বৃদ্ধি করা।
- প্রবাস ফেরত কর্মীদের পুনর্বাসন এবং সমাজে অঙ্গীভূতকরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বেসরকারি সংস্থার মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধি করা।
- অভিবাসী কর্মীদের সুরক্ষা ও কল্যাণের লক্ষ্যে গন্তব্য-দেশগুলোতে প্রবাসী বাংলাদেশীদের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন এবং সামাজিক যোগাযোগ শক্তিশালী করা।

**ক) জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি)**

- অভিবাসনে ইচ্ছুক কর্মীসহ সব অভিবাসী কর্মীদের সুশৃঙ্খলভাবে এবং সম্পূর্ণ ইলেক্ট্রনিক উপায়ে নিবন্ধন এবং তাদের পেশা ও দক্ষতার অনুকূলে সঠিক এবং সর্বশেষ তথ্য সংরক্ষণ নিশ্চিত করা।
- বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশী দূতাবাসের সহযোগিতায় প্রত্যাগত কর্মীদের নিবন্ধন ও তাদের বিস্তারিত তথ্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ।
- বিদেশস্থ বাংলাদেশী দূতাবাসসহ বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে কাঙ্খিত গন্তব্য-দেশে চাকুরীর সুযোগ এবং শ্রম আইন বা সামাজিক নিরাপত্তার বিধিবিধান সংক্রান্ত তথ্য প্রদান এবং নিয়মিত প্রতিবেদন তৈরি করা।
- বৈদেশিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সংক্রান্ত তথ্য লিপিবদ্ধ করা এবং তা বিভিন্ন মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ে পৌছে দেওয়ার ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা পালন করা।
- অভিবাসী কর্মীদের অভিবাসনের প্রাক-সিদ্ধান্ত, প্রাক-বহির্গমন, চাকুরীকালীন এবং দেশে প্রত্যাবর্তনের সময় তাদের সহযোগিতা করার লক্ষ্যে ব্রিফিং প্রদান ও প্রাসঙ্গিক তথ্য সংবলিত বুকলেট প্রস্তুত ও প্রচার করা।
- অভিবাসনের চার-স্তরের আলোকে অভিবাসী কর্মীদের জন্য প্রস্তাবিত সমন্বিত সুরক্ষা ও কল্যাণমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে-কর্মপদ্ধতি প্রণয়ন করা।
- বিএমইটর আওতাধীন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোর কাযক্রমের পরিধি এবং কার্যকারিতা জোরদার করার লক্ষ্যে পূর্ণাঙ্গ পর্যালোচনা গ্রহণ এবং এগুলোকে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতির সাথে সম্পৃক্ত করা।
- অভিবাসী কর্মীর দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ এবং বিদ্যমান প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মান উন্নয়ন ও কর্মী গ্রহণকারী দেশের সঙ্গে এসব প্রশিক্ষণের মানের সমতায়ন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- অনলাইনের মাধ্যমে এবং উপযুক্ত তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে বহির্গমন ছাড়পত্র প্রদান করা।
- অনিয়মিত অভিবাসন নিয়ন্ত্রণ করা এবং নিরাপদ অভিবাসন ও অভিবাসন ব্যয়কে যৌক্তিক পর্যায়ে ধরে রাখার লক্ষ্যে বেসরকারি রিক্রুটমেন্ট এজেন্টগুলোর নিয়ন্ত্রণ করা।
- নারী কর্মীদের অভিবাসনের প্রসার এবং তাদের জন্য সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্থায়ী বিশেষ সেল গঠন করা।
- বিএমইটির কাজের আওতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস আরও তৃণমূল পর্যায়ে সম্প্রসারণ করা।
- বিএমইটি ও জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিসের কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং 'প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান নীতি ২০১৬' এর অধিকার-ভিত্তিক কাঠামো সম্পর্কে তাদের যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করা।
- বৈদেশিক কর্মসংস্থানে বিভিন্ন দেশের চাহিদা ও প্রয়োজনীয়তার নিরিখে শ্রম-গ্রহণকারী দেশের সরকারি কর্তৃপক্ষ কিংবা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে সেসকল দেশে কর্মী প্রেরণ কিংবা কর্মীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে চুক্তি সম্পাদন করা।
- অভিবাসী কর্মীদের বহির্গমন সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনার আধুনিকায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

**(খ) জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস (DEMO)**

- অভিবাসনে ইচ্ছুক কর্মীদের তথ্য অনলাইনে কম্পিউটার-ভিত্তিক তথ্যভাণ্ডারে তাদের দক্ষতা অনুযায়ী বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত করে নিবন্ধীত করা।
- বৈদেশিক কর্মসংস্থান প্রত্যাশী, বিশেষ করে নারীদের জন্য অভিবাসনের খরচ এবং সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে তথ্য এবং পরামর্শ প্রদানের লক্ষ্যে স্থানীয় সরকারের সহযোগিতায় পরামর্শ ও সহায়তাকেন্দ্র স্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- প্রত্যাগত কর্মী এবং তাদের কর্মদক্ষতা ও অভিজ্ঞতার তথ্য নিয়ে ইলেকট্রনিক তথ্যকেন্দ্র ব্যবস্থা গ্রহণ এবং তাদেরকে সমাজে অঙ্গীভূতকরণের জন্য সম্ভাব্য সব ধরনের সহযোগিতা প্রদান করা।
- স্থানীয় সরকার এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় অফিসের সহযোগিতায় অভিবাসী কর্মীদের পরিবার ও সন্তানদের নিবন্ধন এবং তাদের প্রয়োজনীয় সাহায্য-সহযোগিতা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- নিজস্ব কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিসের ওপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করার জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক সম্পদ সরবরাহের ব্যবস্থা করা।
- বিদেশে দুর্ঘটনা কবলিত হয়ে প্রত্যাগমনকারী কর্মীদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসনে সহযোগিতা প্রদান করা।
- মৃত কর্মীদের লাশ নিজ শহর বা গ্রামে পরিবহন ও দাফন বা সংকারের কাজ সহায়তা প্রদান করা।
- দুর্ঘটনায় পতিত কর্মী বা মৃত্যুবরণ করেছে এমন কর্মীদের জন্য আদায়কৃত বা প্রাপ্ত ক্ষতিপূরণ সংশ্লিষ্ট কর্মী বা তার উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বিতরণ করা।

**গ) বাংলাদেশ ওভারসীজ এমপ্লয়মেন্ট এন্ড সার্ভিসেস লিমিটেড (BOESL)**

- ব্যক্তিমালিকানাধীন রিক্রুটমেন্ট এজেন্টগুলোর সাথে প্রতিযোগিতা করে বৈদেশিক কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করা, বিশেষ করে বিভিন্ন ঝুঁকিতে থাকা নারীদের নিরাপদ অভিবাসনের ক্ষেত্রে অন্তরায়সমূহ চিহ্নিতকরণ ও তাদের সমাধানের উপায় নির্ধারণ।
- বৈদেশিক কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে স্বচ্ছ উপায়ে এবং ন্যায়সঙ্গত সম্ভাব্য অভিবাসন ব্যয় নির্ধারণ।
- শ্রম গ্রহণকারী দেশসমূহে শ্রমের চাহিদা সংক্রান্ত তথ্য এবং নিজেদের প্রকল্প পরিকল্পনা নিজস্ব ওয়েবসাইটে এবং পাশাপাশি বিএমইটি'র ওয়েবসাইটে সন্নিবেশিত করা।
- বৈদেশিক কর্মসংস্থানের বিকাশ এবং অধিকতর সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে কর্মপদ্ধতি এবং কর্মকৌশল প্রণয়ন।
- সংগৃহীত চাহিদাপত্রের অনুকূলে অভিবাসী কর্মী নিয়োগের জন্য বিএমইটির ডাটাবেজ থেকে কর্মী সংগ্রহ এবং উক্ত সূত্র নিঃশেষিত হওয়ার ক্ষেত্রে নিজস্ব উদ্যোগে, যেমন নিয়োগকর্তার চাহিদা মোতাবেক বিজ্ঞাপন প্রচারের মাধ্যমে কর্মী সংগ্রহ।
- অভিবাসী কর্মীদের জন্য প্রাক-বহির্গমন ব্রিফিং এর ব্যবস্থাকরণ।
- নারীদের জন্য বৈদেশিক কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে অনুসন্ধান, তাদের কর্মসংস্থানের সুবিধার্থে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ, যেমন; লিঙ্গ-সংবেদনশীল প্রশিক্ষণ প্রদান ও তাদের নিরাপত্তা বিধান করা ইত্যাদি।
- নিজেদের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের 'প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান নীতি ২০১৬' -এর নীতিমালার আলোকে বাজারসংক্রান্ত তথ্যের যথাযথ ব্যবহার এবং নিরাপদ অভিবাসনের ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা।
- পেশাজীবী ও দক্ষ কর্মীর জন্য বৈদেশিক কর্মসংস্থানের বাজার অনুসন্ধান এবং তাদের অভিবাসনের প্রক্রিয়া স্বচ্ছতার সঙ্গে সম্পাদন করা।
- সরকার-সরকার (জিটুজি) পর্যায় এবং সরকার-বেসরকারি পর্যায়ে বাংলাদেশী কর্মী প্রেরণের জন্য সরকার কর্তৃক প্রদত্ত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করা।

**ঘ) প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক (Expatriates, Welfare Bank)**

- প্রবাস ফেরত অভিবাসী কর্মীসহ সব অভিবাসী কর্মী ও তাদের পরিবারের জন্য কী কী আর্থিক সেবার প্রয়োজন রয়েছে তার ওপর পূর্ণাঙ্গ মূল্যায়ন তৈরি।
- বিদ্যমান আর্থিক সেবা ও স্কিমসমূহ পর্যালোচনা এবং এক্ষেত্রে নিরূপিত চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে সংস্কার সাধন এবং যথাযোগ্য নতুন পরিকল্পনা প্রণয়ন।
- যেসব প্রবাস ফেরত অভিবাসী কর্মীর উদ্যোক্তা হওয়ার ব্যবসায়িক পরিকল্পনা ও সামর্থ্য রয়েছে তাদেরকে, ব্যাংকিং সেবা, মূলধন এবং ব্যবসাসংক্রান্ত সহযোগিতামূলক সেবার সমন্বয়ে একটি উপযুক্ত এবং সামগ্রিক আর্থিক ও ব্যবসায়িক সমাধান প্রদান।
- প্রতি বছর আর্থিক চাহিদা (financing needs) এবং বিনিয়োগ ও ব্যবসায়-উদ্যোগের প্রবণতা বিশ্লেষণ করা।
- সম্ভাব্য, বর্তমান এবং প্রত্যাবর্তনকারী অভিবাসী কর্মী ও তাদের পরিবারের জন্য ওয়ান-স্টপ তথ্য কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা।
- যেসব প্রবাস ফেরত অভিবাসী কর্মীকে ব্যবসায়িক সুযোগ ও মূলধনের ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে তাদের জন্য ওয়ান-স্টপ ব্যবসাসংক্রান্ত সহায়তা কেন্দ্র স্থাপন।
- প্রত্যাগত অভিবাসী নারী কর্মীদের ব্যবসায়িক উদ্যোক্তা হতে উৎসাহিত ও আগ্রহী করার লক্ষ্যে বিশেষ পরিকল্পনা প্রণয়ন।
- বাংলাদেশী অভিবাসী কর্মীদের স্বার্থ রক্ষার্থে আর্থিক খাতে নেটওয়ার্ক স্থাপন ও সংস্কারের পক্ষে প্রচারণা চালানো।
- কর্মীদের বিভিন্ন সংগঠনের মাধ্যমে ব্যাংক পরিচালনায় নারী ও পুরুষ অভিবাসী কর্মীদের পর্যায়ক্রমের ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা।

**ঙ) ওয়েজ আর্নার্স ওয়েলফেয়ার ফান্ড গভর্নিং বোর্ড**

- যেসব লক্ষ্যে ওয়েজ আর্নার্স ওয়েলফেয়ার তহবিল গঠিত হয়েছে তা অর্জনের ক্ষেত্রে তহবিলের ব্যবহার কিংবা এর অধীন কার্যক্রমের পর্যাপ্ত পর্যালোচনা।
- পরিমার্জন ও সংশোধনের লক্ষ্যে যেসব প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্যে তহবিলের অর্থ ব্যয় হওয়ার কথা সেসবের ব্যাপারে বোর্ডের কার্যক্রম পর্যালোচনা করা।
- বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনের পৃষ্ঠপোষকতায় আবাসিক সুবিধাসহ ব্রিফিং সেন্টার এবং সামাজিক ক্লাব ও তথ্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা।
- বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণের ক্ষেত্রে অভিবাসী কর্মীদের বিভিন্ন সংগঠন ও সংস্থার মাধ্যমে নারী ও পুরুষ অভিবাসী কর্মীদের পর্যায়ক্রমে প্রতিনিধি নিশ্চিত করা।
- নারী ও পুরুষ অভিবাসী কর্মী এবং তাদের দেশে রেখে যাওয়া পরিবারের সদস্যদের জন্য সামাজিক সুরক্ষামূলক কর্মসূচি ও স্কিম প্রবর্তন করা।
- গন্তব্য দেশে বাংলাদেশ মিশন এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্যদের সাথে অংশীদারিত্বের মাধ্যমে অভিবাসী কর্মীদের জন্য সামাজিক কল্যাণ ও সুরক্ষামূলক সেবা প্রবর্তন এবং শক্তিশালী করা।
- অভিবাসী কর্মী ও তাদের দেশে রেখে যাওয়া পরিবারের সদস্যদের জন্য ব্যক্তিগত দুর্ঘটনা ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত একটি সামগ্রিক বীমা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অন্যদের সাথে অংশীদারিত্বে কাজ করা।

**২. অর্থ মন্ত্রণালয়**

**(ক) অর্থ বিভাগ**

- অভিবাসী কর্মীদের অবদানের স্বীকৃতি প্রদানপূর্বক, সামষ্টিক অর্থনীতি খাতের পরিকল্পনা ও বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভে বিদেশী রেমিটেন্সের প্রভাব এবং রেমিটেন্স বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় হারের স্থিতিশীলতা আনয়ন এবং আমদানি-ক্ষমতা বৃদ্ধিতে কী ভূমিকা রাখে তা পর্যালোচনা।
- অভিবাসী কর্মী ও প্রবাসী বাংলাদেশিদের সহায়তায় বিনিয়োগের সুযোগ কাজে লাগানো এবং বিদেশি বিনিয়োগ ও যৌথ ব্যবসায়িক উদ্যোগকে আকৃষ্ট করার জন্য টেকসই নীতি প্রবর্তন।
- বাংলাদেশ ব্যাংকের সহযোগিতায় সাধারণ অভিবাসী কর্মীদের জন্য বন্ড এবং অন্যান্য আর্থিক বিনিয়োগ-বিষয়ক দলিলপত্র ক্রয়ের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করা এবং সেগুলোর প্রাপ্তি সহজ করার লক্ষ্যে বিদ্যমান ব্যবস্থাদির পর্যালোচনা গ্রহণ।
- 'প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান নীতি ২০১৬' -এ গৃহীত মূলনীতি অনুযায়ী অভিবাসী কর্মীদের সুরক্ষা এবং তাদের উন্নয়নে বাজেট বরাদ্দকৃত অর্থের প্রবাহ বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করা।
- বিদেশস্থ বাংলাদেশ দূতাবাস এবং বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর সাথে যৌথ উদ্যোগে অভিবাসী কর্মীদের জন্য আর্থিক-শিক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ।

**(খ) ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান**

- ব্যাংকিং প্রক্রিয়ায় অভিবাসী নারী কর্মীর প্রতি কোনো বৈষম্যমূলক বিধি -বিধান থাকলে তা বাতিল করার ব্যবস্থা গ্রহণ।
- অভিবাসী কর্মীদের, বিশেষত, প্রত্যাগতদের, অন্তর্ভুক্তিমূলক আর্থিক সুবিধার আওতায় নিয়ে আসা।
- বিদেশস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসসমূহে শ্রম-কল্যাণ উইং সমূহের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ ও জনবল নিয়োগে সহায়তা প্রদান।

**৩. পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়**

- নিরাপদ অভিবাসন নিশ্চিত করার জন্য দ্বিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষর করার ক্ষেত্রে সরকারকে সহযোগিতা করা।
- আগ্রহী কর্মীদের দক্ষতা অনুযায়ী অধিকতর বৈদেশিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং তাদের, বিশেষ করে নারী কর্মীদের সর্বোত্তম সুরক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক বৃদ্ধি ও জোরদার করা।
- প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয় এর সাথে অংশীদারিত্বমূলক কাজের মাধ্যমে বাংলাদেশি অভিবাসী কর্মীদের সুরক্ষা প্রদান এবং সংশ্লিষ্ট বিদেশি সরকার সমঝোতা স্মারক বা দ্বিপাক্ষিক চুক্তি মেনে চলছে কি না তা তদারকির ব্যবস্থা গ্রহণে সহযোগিতা প্রদান।

- গন্তব্য-দেশে বাংলাদেশী অভিবাসী কর্মীদের নিবন্ধন সূচারুরূপে সম্পাদনের জন্য বিএমইটি এবং অন্যান্য সংস্থাকে সহযোগিতা প্রদান করা।
- প্রয়োজনের নিরিখে বাংলাদেশের দূতাবাসসমূহের শ্রম উইং প্রতিষ্ঠায় সহায়তা প্রদান এবং শ্রম-কর্মকর্তা কিংবা শ্রম উইং ও প্রস্তাবিত রিসোর্স সেন্টারগুলোকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান।
- অভিবাসী কর্মীদের জন্য সহায়তা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রবাসী বাংলাদেশীদের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন এবং সামাজিক সম্পর্ক জোরদার করা।
- বিদেশে কোনো জরুরি অবস্থায় অভিবাসী বাংলাদেশী কর্মীদের নিরাপদে সরিয়ে নেয়া এবং তাদের ফিরিয়ে আনার প্রয়োজন হলে তার জন্য কূটনৈতিক উদ্যোগ গ্রহণ ও জোরদার করা।

**৪. পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়**

**(ক) পরিকল্পনা বিভাগ**

- আন্তঃমন্ত্রণালয়ের ফোরাম ব্যবহার করে জাতীয় পরিকল্পনা এবং উন্নয়নে অভিবাসন ও রেমিটেন্সের প্রকৃত গুরুত্বের ওপর সমীক্ষা পরিচালনা।
- বেকারত্ব ও দারিদ্র্য হ্রাস এবং সামাজিক দক্ষতা বৃদ্ধির ওপর অভিবাসন ও রেমিটেন্সের প্রভাব পর্যালোচনা।
- প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও অন্যান্য পরিকল্পনা বিষয়ক দলিলে অভিবাসনের নিয়ামক গুলো (variables) অন্তর্ভুক্ত করা।
- উন্নয়নের সাথে অভিবাসনের সর্বোত্তম সম্পর্ক স্থাপনের লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ এবং কর্মকৌশল প্রণয়ন।

**(খ) পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ**

- বিদেশে কর্মসংস্থানের জন্য দেশ ও পেশাভিত্তিক দক্ষতা সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহের উদ্যোগ নিতে হবে এবং বাংলাদেশে দক্ষতা উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে উক্ত চাহিদার আলোকে প্রশিক্ষণ প্রদান ও দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্যোগ নিতে হবে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর মাধ্যমে শ্রমবাজার তথ্য ব্যবস্থা (Labour Market Information System) প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং নিয়মিত হালনাগাদ করার ব্যবস্থা নিতে হবে।
- National Skill Development Council (NSDC) এবং পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ যৌথভাবে শুমারি/জরিপ পরিচালনা করে একটি তথ্য ভাণ্ডারে লিঙ্গভিত্তিক বিভিন্ন দক্ষতা সম্পন্ন কর্মীর তথ্য থাকবে যা বিদেশের শ্রম বাজারের আলোকে দক্ষ কর্মী নিয়োগে সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে।
- পরিসংখ্যান ব্যুরো ও অন্যান্য সংস্থার সহায়তায় শ্রমগোষ্ঠীর ওপর জরিপ, গৃহস্থালীর আয়-ব্যয়ের জরিপ, এবং অন্যান্য জাতীয় তথ্যভাণ্ডারে অভিবাসন সংক্রান্ত পরিসংখ্যান অন্তর্ভুক্ত ও সুসংহত করা।

**৫. বাণিজ্য মন্ত্রণালয়**

- প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় রিক্রুটমেন্ট এজেন্টদের বিদ্যমান সংগঠনগুলোর তদারকি ও পর্যবেক্ষণ জন্য কার্যপদ্ধতি গ্রহণ করা।
- প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সাথে সম্মিলিতভাবে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আইন অনুসরণে রিক্রুটমেন্ট এজেন্টদের সংগঠনগুলোর নিবন্ধনের শর্ত ও যোগ্যতা নির্ধারণ।

**৬. বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়**

- মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম এবং উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক শ্রম অভিবাসনকে অন্তর্ভুক্তকরণ।
- বিমানবন্দর, ভ্রমণ-পথ এবং বিমান সেবা আধুনিকায়ন ও যুগোপযোগী করার ক্ষেত্রে অভিবাসী কর্মীদের সুরক্ষাসংক্রান্ত প্রয়োজন মেটানোসহ বিদেশগামী ও প্রত্যাবর্তনকারী অভিবাসী কর্মীদের বিভিন্ন প্রয়োজন বিবেচনা নেওয়া।
- ট্রাভেল এজেন্টদের নিবন্ধন বিষয়ে এবং ট্রাভেল এজেন্সির কার্যক্রমের আড়ালে কেউ যেন রিক্রুটমেন্ট এজেন্ট হিসেবে কাজ না করতে পারে তা নিশ্চিতের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় আইন ও বিধি প্রণয়ন ও সংশোধন সংক্রান্ত কাজে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সাথে পরামর্শ ও সমন্বয় করা।

- বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে পর্যটন ব্যবস্থার আধুনিকায়ন করা, যাতে এটি নিশ্চিত করা যায় যে পর্যটন খাত অনিয়মিত অভিবাসন, মানবপাচার ও মানব চোরাচালান থেকে মুক্ত থাকে।
- পর্যটন শিল্পের উন্নয়ন, এর আধুনিক ব্যবস্থাপনা এবং দক্ষ মানবসম্পদ তৈরির জন্য পরিচালিত গবেষণায় শ্রম অভিবাসনকে নিয়ামক হিসেবে অন্তর্ভুক্তকরণ।
- জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন বিষয়ক চুক্তি করার ক্ষেত্রে অনিয়মিত অভিবাসন প্রতিরোধ এবং অনিয়মিত অভিবাসনের সাথে সংশ্লিষ্টদের বিপক্ষে মামলা দায়েরের বিষয় চুক্তিভুক্ত করা।

**৭. মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়**

- নারী কর্মীদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি এবং শিশুদের অভিবাসন রোধ করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট জাতীয় নীতিগুলার সাথে 'প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান নীতি ২০১৬' এর সম্পর্ক স্থাপন।
- বিএমইটি'তে বিদ্যমান নারী কর্মী বিষয়ক সেল-কে সুসংগঠিত কারর জন্য বিএমইটি ও জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিসগুলোকে সহযোগিতা প্রদান।
- অভিবাসী কর্মীদের, বিশেষত নারী কর্মীদের দেশে রেখে যাওয়া শিশু সন্তানদের কল্যাণে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ।
- অভিবাসী নারী কর্মীদের পরিবারের সদস্যদের সামাজিক সুরক্ষাসহ সব ধরনের সহযোগিতা প্রদানের লক্ষ্যে বিএমইটি ও সুশীল সমাজের সংগঠনের সাথে নিবিড়ভাবে কাজ করা।
- অভিবাসনের ব্যয় এবং সুযোগ-সুবিধার ওপর জেনেশুনে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে নারী কর্মীদের সাহায্য করার লক্ষ্যে জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস এবং সুশীল সমাজের সংগঠনের সাথে নিবিড়ভাবে কাজ করা।
- প্রত্যাগত নারী কর্মীদের সমাজে ও পরিবারে অঙ্গীভূত করার লক্ষ্যে সহযোগিতামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ।

**৮. সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়**

- অভিবাসী কর্মী ও তাদের পরিবারের সদস্যদের সামাজিক সুরক্ষার ক্ষেত্রে ও চাহিদাগুলো নির্ধারণের কাজে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সাথে অংশীদারিত্ব জোরদার করা এবং এই উদ্দেশ্যে ভবিষ্যতে একটি সামাজিক সুরক্ষা নীতি বা কৌশল প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ।
- অভিবাসী কর্মী ও তাদের পরিবারের সদস্যদের সামাজিক নিরাপত্তা-ব্যবস্থা আওতাভুক্ত করার লক্ষ্যে চলমান এবং আসন্ন আন্তঃমন্ত্রণালয় নীতিগত ব্যবস্থা ও প্রক্রিয়াসমূহে (policy measures and mechanisms) কার্যকরভাবে অংশগ্রহণ।
- প্রত্যাগত কর্মীসহ সব অভিবাসী কর্মীদের সামাজিক-একীকরণের বিভিন্ন কার্যক্রমে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সাথে যৌথভাবে বিভিন্ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা।
- প্রত্যাগত নারী কর্মীসহ সব অভিবাসী নারী কর্মী এবং স্বাস্থ্যগত সমস্য, পেশাগত রোগ ব্যাধি ও প্রতিবন্ধিতা নিয়ে দেশে ফেরা কর্মীদের সামাজিক কল্যাণের জন্য একটি নীতিগত কাঠামো নিরূপণে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সাথে কাজ করা।

**৯. স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়**

- গ্রামাঞ্চল থেকে অভিবাসনের মূল কারণগুলো (factors) চিহ্নিত করে সেগুলো পঞ্চবার্ষিকী উন্নয়ন পরিকল্পনা ও ইউনিয়ন, উপজেলা, ও জেলা পরিষদভিত্তিক আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন কর্মসূচির সাথে অন্তর্ভুক্ত করে সমাধানের চেষ্টা করা।
- প্রবাস ফেরত অভিবাসী নারী ও পুরুষ কর্মীদের 'সমবায়' এর মাধ্যমে সমাজে পুনঃপ্রতিষ্ঠা বা পুনর্বাসনে সাহায্য করা।
- ঢাকা, চট্টগ্রমা, খুলনা, রাজশাহী এবং অন্যান্য সিটি কর্পোরেশনসহ সব পৌরসভার অভিবাসী কর্মীদের ক্রমবর্ধমান ভবিষ্যৎ চাহিদা পূরণ এবং তাদের সরকারি সেবাসমূহের আওতাভুক্ত করার জন্য সবধরনের প্রয়োজনীয় নিবন্ধন নিশ্চিত করা।
- অভিবাসী কর্মীদের আবাসন সমস্যার ওপর বিশেষ দৃষ্টিপাত করা।
- স্থানীয় পর্যায়ে ব্যবসা-উদ্যোগকে উৎসাহিতকরণের লক্ষ্যে সম্ভাব্য ক্ষেত্রে প্রত্যাগত অভিবাসী নারী ও পুরুষ কর্মীদের কর সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ।

- পঞ্চবার্ষিকী উন্নয়ন পরিকল্পনা, জেলাভিত্তিক অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন কর্মসূচি এবং সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভাগুলোর উন্নয়ন পরিকল্পনা ও কর্মসূচি গ্রণয়নের ক্ষেত্রে প্রবাস ফেরত অভিবাসী নারী ও পুরুষ কর্মীদের অন্তর্ভুক্ত বা সম্পৃক্ত করা।
- প্রত্যাগত কর্মীসহ সব অভিবাসী কর্মীর বিক্ষিপ্ত অবস্থায় থাকা তথ্যসমূহ বিভিন্ন পরিসংখ্যান, গবেষণা এবং অন্যান্য তথ্য-ভাণ্ডারে অন্তর্ভুক্তির ব্যবস্থা করা।
- উপরি-উক্ত কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন ও বাস্তবায়নের জন্য প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং এর বিভিন্ন নির্বাহী সংস্থা ও জেলাভিত্তিক সংস্থা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোর সহযোগিতা নেওয়া।

**১০. স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়**

- যেসব পরিস্থিতিতে শ্রম-অভিবাসন মানব চোরাচালান ও মানবপাচারের রূপ পরিগ্রহ করে সেসব অবস্থা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কার্যক্রম গ্রহণ ও সহযোগিতার ক্ষেত্র নির্ধারণ।
- অভিবাসী কর্মীদের বৈধ আগমন ও বহির্গমন সুগম করার জন্য বিমানবন্দর ইমিগ্রেশন ও বিমানবন্দরের কল্যাণ ডেস্কের কার্যক্রমে সমন্বয় সাধন করা।
- অভিবাসী কর্মীদের জন্য বিমানবন্দরে পৃথক কাউন্টারের ব্যবস্থা করা।
- গন্তব্য-দেশে বিভিন্ন কারণ যেমন, ভিসার মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর অবস্থান করা কিংবা ওয়ার্ক পারমিটের শর্ত ভঙ্গ করে কাজ করা ইত্যাদির জন্য অনিয়মিত অভিবাসীতে পরিণত হওয়া অভিবাসী বাংলাদেশী কর্মীদের প্রত্যাবর্তন ও প্রত্যাবাসনে সহযোগিতার লক্ষ্যে কার্য-ব্যবস্থা নির্ধারণ।
- বাংলাদেশী অভিবাসী কর্মীদের কারণে গণহারে দেশে ফিরিয়ে আনার প্রয়োজন হলে, তাদের পত্যাবর্তন ও ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত বিষয়ে প্রয়োজনীয় সাহায্য প্রদান।
- ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট প্রত্যাগত অভিবাসীদের নিকট থেকে সংগৃহীত ইমিগ্রেশন বিষয়ক তথ্য সংশ্লিষ্টদের সাথে আদান প্রদান করা।
- রিক্রুটমেন্ট এজেন্টদের প্রতারণাসংক্রান্ত তথ্য সংশ্লিষ্টদের সাথে আদান-প্রদান করা, যাথে প্রকৃত দোষীদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া সম্ভব হয়।
- বহিরাগমন এবং শুল্ক কর্মকর্তাদেরকে বিদেশ থেকে আগত অভিবাসী কর্মীদের প্রতি অধিক সহানুভূতিশীল ও সহযোগিতামূলক হওয়ার জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
- অনিয়মিত অভিবাসনরোধ এবং বিশেষ অভিযান পরিচালনায় প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়কে সহযোগিতা প্রদান।

**১১. শিক্ষা মন্ত্রণালয়**

- আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারের সবচেয়ে গতিশীল অর্থনৈতিক খাতগুলোতে ভবিষ্যতে যে ধরনের দক্ষতার প্রয়োজন হবে তার চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সাথে কাজ করা।
- শ্রমবাজারে দক্ষতার বিকাশমান চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে অভিবাসী কর্মীদের দক্ষতার উন্নয়ন, পুনঃদক্ষতায়ন এবং তাদের নতুন দক্ষতায় প্রশিক্ষিত করার উদ্দশ্যে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়কে সহযোগিতা প্রদান।
- মধ্য ও স্বল্পমেয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্সের আন্তর্জাতিক মান ও স্বীকৃতির শর্তাবলি সম্পর্কে এবং এগুলোর সাথে জাতীয় দক্ষাতা উন্নয়ন নীতি ২০১১ এবং জাতীয় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক দক্ষতা কাঠামোর সঙ্গতির বিষয়ে কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, এনএসডিসি সচিবালয় এবং প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় যৌথভাবে কাজ করা।
- সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয়পূর্বক শিক্ষা ব্যবস্থায় উপযুক্ত স্তরের পাঠ্যসূচিতে আন্তর্জাতিক শ্রম-অভিবাসন ও অভিবাসী কর্মীদের অধিকার ইত্যাদি বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করার ব্যবস্থা গ্রহণ।
- মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন অধিদপ্তর, বোর্ড ও ব্যুরোকে সাথে নিয়ে আন্তর্জাতিক শ্রমবাজার দক্ষতার চাহিদা, সরবরাহ এবং দক্ষতার অমিল বা ঘাটতি সংক্রান্ত বিষয়ে মূল্যায়ন তৈরি, প্রত্যাগত অভিবাসী কর্মীদের কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক দক্ষতা মূল্যায়নপূর্বক সনদ ও স্বীকৃতি প্রদান এবং প্রশিক্ষণদাতাদের মান নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি কাজে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করা।

- নীতিমালা ও পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বৈদেশিক কর্মসংস্থানের সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন পরিকল্পনা ও কর্মসূচি তদারক, মূল্যায়ন ও বাস্তবায়নের কাজে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে পরামর্শ করা ও তাদের সহযোগিতা প্রদান।
- দেশে-বিদেশে শ্রমবাজারে চাহিদা মোতাবেক পেশা ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রমে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
- বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড অনুমোদিত বিভিন্ন সরকারী প্রতিষ্ঠানে পরিচালিত দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কোর্সের মাধ্যমে অভিবাসী কর্মীদের দক্ষতার উন্নয়ন, পুনঃদক্ষতায়ন এবং তাদের নুতন দক্ষতায় প্রশিক্ষিত করার উদ্দ্যেশ্যে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়কে সহযোগিতা প্রদান করা।
- 'দক্ষতা উন্নয়ন নীতি-২০১১' তে বর্ণিত জাতীয় কারিগরি ও ভোকেশনাল দক্ষতা কাঠামোর (NTVQF) আওতায় পরিচালিত প্রশিক্ষণ কোর্সের আন্তর্জাতিক মান ও স্বীকৃতির শর্তাবলী সম্পর্কে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়কে সহযোগিতা ও তথ্য প্রদান করা।
- NSDC, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর ও শিক্ষা অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড এর মধ্যে সমন্বয়ের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারে দক্ষতার চাহিদা, সরবরাহ এবং দক্ষতার অমিল বা ঘাটতিসংক্রান্ত বিষয়ে মূল্যায়ন তৈরি, প্রত্যাগত অভিবাসী কর্মীদের দক্ষতার সনদ ও স্বীকৃতি প্রদান, এবং প্রশিক্ষণদাতাদের মান নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি কাজে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করা।
- প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের প্রয়োজনে কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর যাবতীয় পরামর্শ এবং প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করবে।

**১২. শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়**

- প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সাথে যৌথ উদ্যোগে শ্রমবাজারকে এর বিভিন্ন ক্ষেত্র, এলাকা ও লিঙ্গভিত্তিক চাহিদার আলোকে বিশ্লেষণ, জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি-২০১১ এবং অভিবাসনের সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন চাহিদা ও যোগানের নিয়ামকগুলোর মান ও গুণ পরীক্ষা করা।
- অভিবাসনকে অন্তর্ভুক্ত করে একটি জাতীয় কর্মসংস্থান নীতি প্রণয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ।
- প্রত্যাগত কর্মীদের পুনর্বাসন এবং সমাজে অঙ্গীভূতকরণের লক্ষ্যে পারস্পরিক সহযোগিতামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ।
- জাতীয় শ্রমশক্তির অংশ হিসেবে বিবেচনা করে অভিবাসী কর্মীদের জন্যও দেশের শ্রম আইনে প্রদত্ত অধিকার ও সুযোগ-সুবিধাদি নিশ্চিত করার ব্যবস্থা।
- 'জাতীয় শ্রমনীতি ২০১২' এর সাথে 'প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান নীতি ২০১৬' সমন্বয়পূর্বক প্রত্যাগত অভিবাসী কর্মীদের দেশে কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে কাজ করা।

**১৩. স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়**

- বিদেশে গমনকারী কর্মীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার বিষয়টি স্বল্পমূল্যে বিশ্বমানের সম্পন্ন করার ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- বাংলাদেশী অভিবাসী কর্মী ও তাদের পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্যবীমার আওতায় আনার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- জাতীয় স্বাস্থ্যনীতিতে অভিবাসী কর্মী, প্রত্যাগত অভিবাসী কর্মী ও তাদের পরিবারের স্বাস্থ্য বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা।
- প্রত্যাগত অসুস্থ ও শারীরিকভাবে অক্ষম অভিবাসী কর্মীদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচীর আওতায় স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা।
- বিদেশে গমনকারী অভিবাসী কর্মীদেরকে এইডস সহ অন্যান্য সংক্রমিত রোগ বিষয়ে সচেতন করার কর্মসূচীর ব্যবস্থা করা।
- অভিবাসী বাংলাদেশী কর্মী সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্য ও উপায় সংগ্রহে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সমন্বয় সাধন করা।
- স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন সকল স্বাস্থ্য সুরক্ষা কর্মসূচী, উন্নয়ন ও সচেতনতামূলক কার্যক্রমে অভিবাসী কর্মী ও তাদের পরিবার এবং প্রত্যাগত অভিবাসী কর্মীদের অন্তর্ভুক্ত করা।
- নারী অভিবাসী কর্মীদের জন্য বিশেষ স্বাস্থ্য সেবা এবং সচেতনতামূলক কার্যক্রম চালু করা।
- প্রত্যাগত নারী অভিবাসী কর্মীদের প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে মানষিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা। প্রত্যাগত নারী অভিবাসী কর্মীদের সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্যক্রমের আওতায় এনে তাদের প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা।
- বিদেশ হতে প্রত্যাগত অভিবাসী কর্মীদের আবশ্যকীয়ভাবে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

**প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়**
গবেষণা, আইন ও নীতিমালা অধিশাখা

**প্রজ্ঞাপন**

**তারিখ, ০৭ ফাল্গুন ১৪২৪ বঙ্গাব্দ/১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৮**

নং ৪৯.০০.০০০০.১১২.৩১.০১০.১৬-৯৭-প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান নীতি ২০১৬ এর অনুচ্ছেদ-২.৬.৭ অনুযায়ী এবং পরিশিষ্ট ১ ও ২ অনুসরণে শ্রম-অভিবাসন ব্যবস্থাপনায় অধিকতর শৃঙ্খলা বিধানসহ অভিবাসী কর্মীদের সুরক্ষায় সর্বোচ্চ নির্বাহী পর্যয়ের নেতৃত্ব ও সহযোগিতা নিশ্চিত করার জন্য নিম্নরূপ জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি গঠন করা হলো:

(ক) প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান বিষয়ক জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

সভাপতি

(১) মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

সহ-সভাপতি

(২) মন্ত্রী, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

সদস্যবৃন্দ

(৩) মন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রণালয়
(৪) মন্ত্রী, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
(৫) মন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
(৬) মন্ত্রী, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
(৭) মন্ত্রী, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়
(৮) মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
(৯) মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
(১০) মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়
(১১) মন্ত্রী, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
(১২) মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
(১৩) মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
(১৪) মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
(১৫) সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
(১৬) সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
(১৭) সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
(১৮) সচিব, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়
(১৯) সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
(২০) সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
(২১) সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
(২২) সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
(২৩) সচিব, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
(২৪) সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
(২৫) সচিব, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
(২৬) সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ
(২৭) সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
(২৮) সচিব, জন নিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
(২৯) সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
(৩০) সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়
(৩১) সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়

(৩২) সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

(৩৩) সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

**আমন্ত্রণক্রমে:** সভাপতি, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটি/বায়রা এবং সিভিল সোসাইটি/গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

(খ) **কমিটির কার্যপরিধি (Terms of Reference)**

(১) অভিবাসী নারী ও পুরুষ কর্মীদের অধিকার রক্ষা এবং শ্রম-অভিবাসনকে জাতীয় উন্নয়নের মূলধারায় সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে, যেসব বিষয়ে আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয় ও সহযোগিতার প্রয়োজন রয়েছে সে সব বিষয়ে আলোচনা ও কার্য ব্যবস্থা গ্রহণার্থে নির্দেশনা প্রদান।

(২) প্রবসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং আইন বাস্তবায়নের দায়িত্বে থাকা উক্ত মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন উইং, বিভাগ, সংস্থা, তহবিল এবং ব্যাংক ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানগুলোকে শ্রম-অভিবাসন এবং এ সংক্রান্ত উল্লেখযোগ্য নীতি ও সংস্কার সম্পর্কে প্রয়োজনীয় পরামর্শ, নির্দেশনা ও সহায়তা প্রদান।

(৩) সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থা, শ্রমিক ও নিয়োগকর্তাদের সংগঠন এবং নাগরিক সমাজের সংগঠনগুলোসহ সব স্টেক হোল্ডাররা যেন অভিন্ন পদ্ধতি (Uniform approach) প্রয়োগের মাধ্যমে একটি কার্যকর ও স্বচ্ছ শ্রম-অভিবাসন পরিচালনা কাঠামো প্রতিষ্ঠা করতে পারে সে লক্ষ্যে তাদের জন্য অনুসরণীয় প্রক্রিয়া ও কার্যপ্রণালী নির্ধারণ।

(৪) প্রত্যাগত অভিবাসী কর্মীদের সামাজিক সুরক্ষা এবং সামাজিক ও পেশাগত পুনর্বাসনের লক্ষ্যে একটি উপনীতি (sub-policy) প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের কাজে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়কে সহযোগিতা প্রদান।

(৫) স্বল্প-মেয়াদি চুক্তিভিত্তিক অভিবাসী কর্মী, বিশেষ করে নারী কর্মীদের সুরক্ষা এবং বাংলাদেশের প্রতি তাদের অবদান অব্যাহত রাখতে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে বিশ্বব্যাপী বাংলাদেশী প্রবাসী সমাজগুলোর মধ্যে বন্ধন ও যোগাযোগ সৃষ্টিতে সহায়তা করা।

(৬) (ক) বছরে অন্তত এক বার স্টিয়ারিং কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে।

(খ) জাতীয় শ্রম-অভিবসান ফোরাম এবং স্টিয়ারিং কমিটির বৈঠকের মধ্যকার ব্যবধান ছয় মাসের বেশী হবে না।

(গ) প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় স্টিয়ারিং কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে। সাচিবিক কার্যক্রমসমূহ যেমন-স্টিয়ারিং কমিটিকে তার বৈদেশিক কর্মসংস্থান বিষয়ক দায়িত্ব পালন এবং জাতীয় শ্রম-অভিবাসন ফোরামসহ অন্যান্য কর্তৃপক্ষের সাথে সমন্বয় সাধনে সহায়তা প্রদান ইত্যাদি এই মন্ত্রণালয়ের সচিবের নেতৃত্বে পরিচালিত হবে।

২। জনস্বার্থে এ প্রজ্ঞাপন জারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

**মোঃ মোখলেছুর রহমান আকন্দ**
উপসচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
**প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়**
ইস্কাটন গার্ডেন, রমনা, ঢাকা-১০০০।
কর্মসংস্থান-০৩ শাখা
www.probashi.gov.bd

নং-৪৯.০০.০০০০.১১২.৩১.০১০.১৬.১০

তারিখ: ২৬ পৌষ ১৪২৪ বঙ্গাব্দ
০৯ জানুয়ারী ২০১৮ খ্রীষ্টাব্দ

## প্রজ্ঞাপন

শ্রম-অভিবাসন খাতে প্রতিনিধিত্ব, অংশগ্রহণ এবং সামাজিক সংলাপ ইত্যাদি ইস্যুতে বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের সহযোগিতা ও সংশ্লিষ্টতার প্রয়োজনীয়তার নিরিখে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান নীতি, ২০১৬-এর পরিশিষ্ট-১ ও ২ এর অনুসরণে নিম্নরূপ একটি জাতীয় শ্রম অভিবাসন ফোরাম গঠন করা হলোঃ

**(ক) জাতীয় শ্রম-অভিবাসন ফোরাম (National Labour Migration Forum) এর গঠন।**

১। মন্ত্রী, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় - সভাপতি

২। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি/তার প্রতিনিধি - সদস্য

৩। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (যুগ্মসচিবের নিম্নে নয়) - সদস্য

৪। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (যুগ্মসচিবের নিম্নে নয়) - সদস্য

৫। বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (যুগ্মসচিবের নিম্নে নয়) - সদস্য

৬। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (যুগ্মসচিবের নিম্নে নয়) - সদস্য

৭। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (যুগ্মসচিবের নিম্নে নয়) - সদস্য

৮। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (যুগ্মসচিবের নিম্নে নয়) - সদস্য

৯। অর্থ বিভাগ এর প্রতিনিধি (যুগ্মসচিবের নিম্নে নয়) - সদস্য

১০। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ এর প্রতিনিধি (যুগ্মসচিবের নিম্নে নয়) - সদস্য

১১। পরিকল্পনা বিভাগ এর প্রতিনিধি (যুগ্মসচিবের নিম্নে নয়) - সদস্য

১২। পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ এর প্রতিনিধি (যুগ্মসচিবের নিম্নে নয়) - সদস্য

১৩। স্থানীয় সরকার বিভাগ এর প্রতিনিধি (যুগ্মসচিবের নিম্নে নয়) - সদস্য

১৪। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এর প্রতিনিধি (যুগ্মসচিবের নিম্নে নয়) - সদস্য

১৫। জননিরাপত্তা বিভাগ এর প্রতিনিধি (যুগ্মসচিবের নিম্নে নয়) - সদস্য

১৬। সুরক্ষা সেবা বিভাগ এর প্রতিনিধি (যুগ্মসচিবের নিম্নে নয়) - সদস্য

১৭। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ এর প্রতিনিধি (যুগ্মসচিবের নিম্নে নয়) - সদস্য

১৮। কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ এর প্রতিনিধি (যুগ্মসচিবের নিম্নে নয়) - সদস্য

১৯। স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ এর প্রতিনিধি (যুগ্মসচিবের নিম্নে নয়) - সদস্য

২০। স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ এর প্রতিনিধি (যুগ্মসচিবের নিম্নে নয়) - সদস্য

২১। মহাপরিচালক, জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো - সদস্য

২২। মহাপরিচালক, ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড - সদস্য

২৩। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বোয়েসেল - সদস্য

২৪। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক - সদস্য

২৫-৪১। অধিদপ্তর/দপ্তর/সরকারি এজেন্সিসমূহে প্রতিনিধি - সদস্য

৪২। ন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস কমিশন অব বাংলাদেশ (এইচআরসি), ঢাকা এর প্রতিনিধি - সদস্য

৪৩। আইএলও, ঢাকা, বাংলাদেশ এর প্রতিনিধি - সদস্য

৪৪। আইওএম, ঢাকা, বাংলাদেশ এর প্রতিনিধি - সদস্য

৪৫। ইউএন ওমেন, ঢাকা, বাংলাদেশ এর প্রতিনিধি - সদস্য

৪৬। সুইস এজেন্সি ফর ডেভলপমেন্ট এন্ড কো-অপারেশন (SDC) ঢাকা, বাংলাদেশ এর প্রতিনিধি - সদস্য

৪৭। সভাপতি, বায়রা, ঢাকা, বাংলাদেশ - সদস্য

৪৮। সাধারণ সম্পাদক, বায়রা, ঢাকা, বাংলাদেশ - সদস্য

৪৯। প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশন, ঢাকা, বাংলাদেশ - সদস্য

৫০-৫২। সিভিল সোসাইটির প্রতিনিধি - সদস্য {সরকার কর্তৃক মনোনীতব্য}

৫৩-৫৫। গণ্যমান্য {সরকার কর্তৃক মনোনীতব্য} - সদস্য

৫৬-৫৯। অন্যান্য সদস্য, যদি থাকে {সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে নির্ধারিতব্য}

৬০। সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় - সদস্য সচিব।

**(খ) শ্রম - অভিবাসন ফোরাম এর কার্যপরিধি (Terms of Reference)**

১। ‘প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান নীতি ২০১৬’ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পরামর্শ প্রদান এবং বাস্তবায়ন সংক্রান্ত অগ্রগতি মূল্যায়নের মুখ্য ও স্বাধীন সংস্থা হিসাবে কাজ করা।

২। অভিবাসী কর্মী এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের সামাজিক নিরাপত্তাসহ সার্বিক সর্বোচ্চ নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিশ্চিত বিধানের লক্ষ্যে প্রচলিত আইন ও বিধিবিধানের প্রয়োগ পরিবীক্ষণ করা।

৩। সরকার কর্তৃক বিদ্যমান আইন ও বিধিবিধান অনুযায়ী রিক্রুটিং এজেন্সিগুলোর কার্যক্রমের নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত আইনি-কাঠামোর (regulatory frame work) সঠিক প্রয়োগ নিশ্চিত করা।

৪। শ্রম অভিবাসন সংক্রান্ত সব পরিকল্পনা ও চর্চার ‘পূর্ণাঙ্গ ও কার্যকর বৈদেশিক কর্মসংস্থান’ এবং ‘স্বাধীনভাবে বৈদেশিক কর্মসংস্থান নির্বাচনের অধিকার’ এই নীতিদ্বয়ের অনুসরণ নিশ্চিতকরা, যেন এসব পরিকল্পনা ও চর্চা জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন, জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি ও কর্মীদের চাহিদা পূরণে ভূমিকা রাখতে পারে।

৫। ‘প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান নীতি ২০১৬’ এর বাস্তবায়ন সংক্রান্ত পরিকল্পনাসমূহ সময় সময় পর্যালোচনা করা এবং এর বাস্তবায়নের অগ্রাধিকার কার্যক্রম নির্ধারণ।

৬। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহকে-শ্রম-অভিবাসন পরিচালনা -কাঠামোর উন্নয়ন ও সংস্কার সম্পর্কে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান।

৭। অভিবাসন সংক্রান্ত সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণে নির্দেশনা প্রদান করা।

৮। দক্ষ অভিবাসনকে সম্প্রসারণের জন্য প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা গ্রহণে নির্দেশনা প্রদান করা।

৯। অভিবাসন প্রক্রিয়াকে আধুনিকায়নের জন্য প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করা।

১০। ফোরামের সদস্য সংখ্যা হবে অনধিক ৬০ জন।

১১। ফোরামের কাঠামো এমনভাবে গঠিত হবে যেন সবসময় মোট সদস্যের ৩৩ ভাগ-নারী হন।

১২। সরকারি বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থা এবং নিয়োগকর্তাদের ফেডারেশন প্রতিনিধি-সদস্যরা মনোনয়নের ভিত্তিতে ফোরামে অন্তর্ভুক্ত হবেন।

১৩। অভিবাসী কর্মীদের সংগঠন, ট্রেড ইউনিয়ন, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, রিক্রুটমেন্ট এজেন্ট এবং নাগরিক সমাজের সংগঠনগুলোর প্রতিনিধিগণ প্রথমবার সদস্য হবেন আমন্ত্রণের ভিত্তিতে। এই সংগঠনগুলোর প্রত্যেকে তিন জন প্রতিনিধি-সদস্য মনোনয়ন দেবেন: প্রথম জন এক বছর মেয়াদের জন্য, দ্বিতীয় জন দুই বছর মেয়াদের জন্য এবং তৃতীয় জন তিন বছর মেয়াদের জন্য। জাতীয় শ্রম অভিবাসন ফোরাম বছরে অন্তত একবার মিলিত হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

**(মোঃ মোখলেছুর রহমান আকন্দ)**
উপসচিব
ফোনঃ ৫৫১৩৮০৮১

নং-৪৯.০০০০.১১২.৩১.০১০.১৬-১০

তারিখ: ২৬ পৌষ ১৪২৪ বঙ্গাব্দ
০৯ জানুয়ারী ২০১৮ খ্রীষ্টাব্দ

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হল: (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

০১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

০২। মুখ্যসচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা।

০৩। সিনিয়র সচিব/সচিব/ভারপ্রাপ্ত সচিব............................. মন্ত্রণালয়।

০৪। অতিরিক্ত সচিব (সকল), প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।

০৫। মহাপরিচালক, জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো/ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড।

০৬। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বোয়েসেল/প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক।

০৭। যুগ্মসচিব (সকল) প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।

০৮। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় (মাননীয় মন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য)।

০৯। সভাপতির একান্ত সচিব, প্রকবৈকম সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, জাতীয় সংসদ, ঢাকা (সভাপতি মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।

১০। সচিবের একান্ত সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।

১১। উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ ফরমস ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা (পরবর্তী গেজেটে প্রকাশের জন্য)।

১৩। সহকারী প্রোগ্রামার, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় (প্রজ্ঞাপনটি ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।

১৪। অফিস কপি।

**বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগ**
বাংলাদেশ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
ঢাকা।
www.bb.org.bd

এফই সার্কুলার নং-৩১ তারিখ: ০৬ আগস্ট, ২০১৯

ব্যবস্থাপনা পরিচালক/প্রধান নির্বাহী
বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলী ব্যাংক।

প্রিয় মহোদয়,

**বৈধ উপায়ে রেমিট্যান্স প্রেরণের বিপরীতে প্রণোদনা/নগদ সহায়তা প্রদানের নীতিমালা।**

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রবাসীদের প্রেরিত রেমিট্যান্সের গুরুত্ব বিবেচনায় দেশের উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশী শ্রমজীবী মানুষের কষ্টার্জিত বৈধ উপায়ে দেশে প্রত্যাবাসন উৎসাহিত করার জন্য প্রেরিত রেমিট্যান্সের বিপরীতে সরকার কর্তৃক প্রণোদনা/নগদ সহায়তা প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। এ সুবিধা ওয়েজ আর্নার্স রেমিট্যান্সের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। প্রণোদনা/নগদ সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় পদ্ধতি হবে নিম্নরূপ:

(ক) বিদেশ হতে প্রেরিত প্রবাসী বাংলাদেশীদের রেমিট্যান্সের ক্ষেত্রে রেমিট্যান্স আহরণকারী ব্যাংক প্রযোজ্য বিনিময়হারে টাকায় রূপান্তরিত অর্থ প্রচলিত বিধিবিধান পরিপালন করত: উপকারভোগীর হিসাবে জমা/উপকারভোগীকে প্রদানের সময় উক্ত অর্থের উপর ২ (দুই) শতাংশ হারে নগদ সহায়তা প্রদান করবে;

(খ) বাংলাদেশস্থ ব্যাংকের সাথে সম্পাদিত চুক্তির আওতায় পরিচালিত বিদেশি এক্সচেঞ্জ হাউজ/ব্যাংকের মাধ্যমে আলোচ্য অর্থ প্রত্যাবাসিত হতে হবে:

(গ) একজন প্রবাসীর রেমিট্যান্সের উপর প্রতিবারে সর্বোচ্চ মা:ড: ১৫০০ (এক হাজার পাঁচশত)/সমমূল্যের অর্থের জন্য উল্লিখিত হারে কোন প্রকার কাগজপত্র ব্যতিরেকে প্রণোদনা সুবিধা প্রযোজ্য হবে;

(ঘ) ১ (গ) তে উল্লিখিত পরিমাণের বেশি লেনদেনে প্রাপককে রেমিট্যান্স প্রেরকের বৈধ কাগজপত্র (যেমন: পাসপোর্টের কপি এবং বিদেশী নিয়োগদাতা কর্তৃক প্রদত্ত নিয়োগপত্রের কপি/বিএমইটি প্রদত্ত সনদপত্রের কপি, ব্যবসায় নিয়োজিত ব্যক্তির ক্ষেত্রে ব্যবসায় লাইসেন্সের কপি ইত্যাদি) রেমিট্যান্স প্রদানকারী ব্যাংক শাখায় দাখিল সাপেক্ষে নগদ সহায়তা প্রদান করা যাবে;

(ঙ) বিধিবহির্ভূতভাবে নগদ সহায়তা গ্রহণের প্রমাণ পাওয়া গেলে পরবর্তীতে সে/তাঁরা এ সুবিধা প্রাপ্য হবে না এবং বিধিবহির্ভূতভাবে প্রদত্ত অর্থ তার কাছ থেকে আদায়যোগ্য হবে।

০২ (ক) বিভিন্ন ব্যাংকের মাধ্যমে পূর্ববর্তী এক বছরের প্রবাসী আয় আহরণের গড় মাসিক অংকের ভিত্তিতে তিন মাসের জন্য প্রয়োজনীয় নগদ সহায়তার অনুমিত পরিমাণের তহবিল সরকারি বরাদ্দ হতে বাংলাদেশ ব্যাংক ইমপ্রেস্ট আগাম আকারে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের অনুকূলে হস্তান্তর করবে;

(খ) ইমপ্রেস্ট তহবিল ব্যবহারের তথ্য ব্যাংকগুলো ফরম-ক অনুযায়ী বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের একাউন্টস এন্ড বাজেটিং ডিপার্টমেন্টে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে পরবর্তী মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে দাখিল করবে। ব্যাংকের যাচিত চাহিদার (বিগত বছরের একই সময়ে পরিশোধিত রেমিট্যান্সের পরিমাণের সাথে ১০% প্রবৃদ্ধি ধরে) প্রেক্ষিতে বর্তমান স্থিতি হতে প্রয়োজনীয় সমন্বয় সাধনান্তে পরবর্তী তিন মাসের তহবিল প্রদান করা হবে;

(গ) তফসিলী ব্যাংকের অনুকূলে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রদত্ত ইমপ্রেস্ট তহবিল নিঃশেষিত হলেও ব্যাংক সমূহ নিজ তহবিল থেকে নির্ধারিত হারে নগদ সহায়তা প্রদান অব্যাহত রাখবে। পরবর্তীতে তাদের চাহিদার প্রেক্ষিতে সরকার হতে তহবিল পাওয়ার পর তা পুনঃভরণ করা হবে;

(ঘ) রেমিট্যান্স প্রাপকের অনুকূলে নগদ সহায়তা প্রদানে বিলম্ব/হয়রানি করা হলে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক/কর্মকর্তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে;

(ঙ) ইমপ্রেস্ট আগাম ব্যবহারের ব্যাংকওয়ারী স্থিতি পর্যালোচনান্তে একাউন্টস এন্ড বাজেটিং ডিপার্টমেন্ট সংশ্লিষ্ট ব্যাংককে প্রদত্ত ইমপ্রেস্ট আগাম হতে সম্ভাব্য চাহিদার অতিরিক্ত অংক ফেরত নিতে পারবে।

০৩। সংশ্লিষ্ট ব্যাংক প্রণোদনা/নগদ সহায়তা বাবদ পরিশোধিত অর্থের বিবরণী মাসিক ভিত্তিতে ফরম–'খ' অনুযায়ী বাংলাদেশ ব্যাংক প্রধান কার্যালয়ের বৈদেশিক মুদ্রা পরিদর্শন বিভাগে পরবর্তী মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে দাখিল করবে।

০৪। প্রণোদনা/নগদ সহায়তা বাবদ পরিশোধিত অর্থের স্বপক্ষে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি/কাগজপত্র বাংলাদেশ ব্যাংকের/সরকারি বাণিজ্যিক নিরীক্ষা বিভাগের কার্যোত্তর যাচাই এর জন্য পরিশোধের তারিখ হতে অন্যূন ৩ (তিন) বছর পর্যন্ত শাখায় সংরক্ষণ করবে।

০৫। বিধিবহির্ভূতভাবে প্রণোদনা/নগদ সহায়তার নামে অর্থ প্রদান করলে প্রদত্ত অর্থ বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে রক্ষিত সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের হিসাব বিকলনপূর্বক আদায় করা হবে। অনিয়মের সঙ্গে জড়িত ব্যাংক কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

০৬। বেনিফিশিয়ারি/প্রাপকের অনুকূলে নগদ সহায়তা অর্থ বিতরণ প্রক্রিয়া:

(ক) রিমিট্যান্স আহরণকারী ব্যাংক নগদ সহায়তা প্রদানের জন্য একটি পৃথক টাকা হিসাব পরিচালনা করবে;

(খ) প্রাপকের হিসাব রেমিট্যান্স আহরণকারী ব্যাংক ভিন্ন অন্য কোন ব্যাংকে হলে রেমিট্যান্স আহরণকারী ব্যাংক ২% নগদ সহায়তাসহ বিইএফটিএন, আরটিজিএস, এনপিএসবি বা এমএফএস এর মাধ্যমে তাঁর (প্রাপকের) হিসাবে জমা করবে;

(গ) বেনিফিশিয়ারির মোবাইল ফোনে তার অনুকূলে রেমিট্যান্সের টাকা জমা হওয়ার মেসেজ/লেনদেনের রশিদ প্রদান করবে। উক্ত মেসেজে/লেনদেনের রশিদে সরকার প্রদত্ত নগদ সহায়তার পরিমাণ পৃথকভাবে উল্লেখ থাকতে হবে;

(ঘ) ১(ঘ) তে উল্লিখিত শর্ত মোতাবেক প্রাপক কর্তৃক রেমিট্যান্স গ্রহণের দিন প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দাখিল করা সম্ভব না হলে পরবর্তী ৫ (পাঁচ) কর্মদিবসের মধ্যে তা উপস্থাপন করলে রেমিট্যান্স প্রদানকারী ব্যাংকে তাকে প্রাপ্য নগদ সহায়তা প্রদান করবে;

(ঙ) প্রদত্ত রেমিট্যান্স এর অর্থ ফেরত প্রদানের মত কোন পরিস্থিতির উদ্ভব হলে নগদ সহায়তাসহ সমুদয় রেমিট্যান্স অথবা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে শুধু নগদ সহায়তা রেমিট্যান্স আহরণকারী ব্যাংককে ফেরত প্রদান করতে হবে।

০৭। এ প্রণোদনা ০১ জুলাই, ২০১৯ হতে কার্যকর হবে।

সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে বিষয়টি অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

আপনাদের বিশ্বস্ত

সংযোজনী: বর্ণনা মোতাবেক।

**(মোহাম্মদ খুরশীদ ওয়াহাব)**
মহাব্যবস্থাপক
ফোন: ৯৫৩০১২৩

ফরম-ক

প্রবাসী আয় খাতে........ সালের.........মাসের ইমপ্রেস্ট হিসাব ও সম্ভাব্য চাহিদা বিবরণী

অনুমোদিত ডিলার ব্যাংকের নাম:.....................................................................

| ইমপ্রেস্ট হিসাবের প্রাথমিক স্থিতি (টাকা) | প্রতিবেদনাধীন মাসের মধ্যে পুনঃযোগান প্রাপ্তি | | প্রতিবেদনাধীন মাসে প্রণোদনা বাবদ পরিশোধিত অর্থের তথ্য | | | মাসান্তে সমাপনী স্থিতি (টাকা) (১+৩-৬) | সম্ভাব্য চাহিদা | | | ইমপ্রেস্ট হিসাবের পুনঃযোগানের সম্ভাব্য পরিমাণ (১০-৭) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | তারিখ | পরিমাণ (টাকা) | বেনিফিশিয়ারির সংখ্য | রেমিটেন্সের পরিমাণ (টাকা) | প্রণোদনা বাবদ পরিশোধ (টাকা) | | বেনিফিশিয়ারীর সংখ্যা | রেমিট্যান্সের পরিমাণ (টাকা) | প্রণোদনা বাবদ সম্ভাব্য পরিশোধ্য (টাকা) | |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ |

--------
দাপ্তরিক সীল

--------------------------------
ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার স্বাক্ষর, নাম, পদবি ও তারিখ

ফরম -খ

**প্রবাসী আয় খাতে প্রণোদনা/নগদ সহায়তা বাবদ পরিশোধিত হিসাবের.........সালের ........মাসের বিবরণী**

রেমিট্যান্স আহরণকারী অনুমোদিত ডিলার ব্যাংকের নাম:.............................................................................

| প্রণোদনা গ্রহীতার তথ্য | | | | রেমিটেন্স প্রেরণকারীর তথ্য | | রেমিটেন্স সংশ্লিষ্ট তথ্য | | | | | | প্রণোদনা সংশ্লিষ্ট তথ্য | | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *নাম ও ঠিকানা | *জাতীয় পরিচয়পত্র /পাসপোর্ট/জন্ম সনদ নং | হিসাব নম্বর (যদি থাকে) | *ব্যাংক /এমএফএস এর নাম | *নাম | পেশা | *এক্সচেঞ্জ হাউজের নাম | *রেমিটেন্স প্রেরণের তারিখ | বৈদেশিক মুদ্রায় রেমিটেন্সের পরিমাণ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | বিনিময় হার (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | *অর্থের পরিমাণ (টাকা) | ** লেনদেনের ধরন | *প্রণোদনা/নগদ সহায়তা পরিমাণ (টাকা) | *প্রণোদনা/নগদ সহায়তা পরিশোধের তারিখ | |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩=১১*২% | ১০ ১৪ | ১৫ |
| | | | | | | | | | | | | | | |

* বাধ্যতামূলক
**লেনদেনের ধরণ বলতে গ্রাহকের হিসাবে রেমিট্যান্স আহরণকারী ব্যাংক কর্তৃক অর্থ স্থানান্তরের ধরণ অর্থাৎ কোন প্রক্রিয়ায় অর্থ প্রেরিত। যেমনঃ BEFTN, RTGS, NPSB, MFS ইত্যাদি

--------
দাপ্তরিক সীল

------------------------------
ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার স্বাক্ষর, নাম, পদবী ও তারিখ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

**শাখা-২**

নং- প্রকবৈকম-০২/০০০৪(৩)/২০০২(অংশী-১)/৩৮৫ তারিখ ঃ ৩০/০১/১৪১৫ বাং, ১৩/০৫/২০০৮ খ্রিঃ

**প্রজ্ঞাপন**

তারিখ, ১১ শ্রাবণ ১৪১৩/২৬ জুলাই ২০০৬

**রেমিট্যান্স প্রেরণকারী প্রবাসী বাংলাদেশীদের বিশেষ নাগরিক সুবিধা প্রদান নীতিমালা, ২০০৮**

**প্রস্তাবনা ঃ**

কর্মজীবী বাংলাদেশীদের অনেকেই বিদেশে অবস্থানপূর্বক অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে কষ্টার্জিত বৈদেশিক মুদ্রা দেশে প্রেরণ করিয়া দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখিতেছে। বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভের উল্লেখযোগ্য অংশ প্রবাসী বাংলাদেশীদের প্রেরিত অর্থ হইতে অর্জিত হইতেছে। এই ক্ষেত্রে মধ্য ও নিম্ন শ্রেণীর কর্মজীবীদের সংখ্যাই অধিক। তাহাদের এই অবদানকে স্বীকৃতি প্রদানের জন্য এই নীতিমালা প্রণয়ন করা হইয়াছে।

**উদ্দেশ্য ঃ**

এই নীতিমালার উদ্দেশ্য নিম্নরূপ ঃ

(ক) প্রবাসী বাংলাদেশীদের বিশেষ সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হইলে তাহারা বৈধভাবে রেমিট্যান্স প্রেরণে অধিকতর উৎসাহিত হইবে।

(খ) এই সব সুবিধাদি রেমিট্যান্সের মাধ্যমে বাংলাদেশের গ্রামীণ অর্থনীতিসহ দেশের সার্বিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখিতে তাহাদের অনুপ্রাণিত করিবে।

দেশের অর্থনীতিতে তাহাদের এই গুরুত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ সরকার প্রতি বছর ন্যূনতম পক্ষে ৫০০০ (পাঁচ হাজার) মার্কিন ডলার/সমপরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা বৈধ চ্যানেলের মাধ্যমে প্রেরণকারী প্রবাসী বাংলাদেশীদের বিশেষ সুবিধাদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে-

উক্ত উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার এতদ্‌দ্বারা নিম্নরূপ নীতিমালা (Policy) প্রণয়ন করিল, যথা ঃ-

১। **শিরোনাম** — এই নীতিমালা "রেমিট্যান্স প্রেরণকারী প্রবাসী বাংলাদেশীদের বিশেষ নাগরিক সুবিধা প্রদান নীতিমালা, ২০০৮" নামে অভিহিত হইবে।

২। **সুবিধা প্রত্যাশীদের শ্রেণী বিন্যাস ঃ**— প্রতি বছর বিদেশ থেকে মার্কিন ডলার/সমপরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা প্রেরণকারী প্রার্থীদের শ্রেণী বিন্যাস নিম্নরূপ হইবেঃ-

(i) ১,০০,০০১ ও তদূর্ধ্ব মার্কিন ডলার/সমপরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা প্রেরণকারী - ক শ্রেণী

(ii) ৫,০০০-১,০০,০০০ মার্কিন ডলার/সমপরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা প্রেরণকারী - খ শ্রেণী

৩। **সুবিধা প্রত্যাশী নির্বাচনের যোগ্যতা ঃ**—

(i) একটি ক্যালেন্ডার বছরের জন্য পূর্ববর্তী অর্থ বছরে বৈধ ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে ন্যূনতম ৫০০০ মার্কিন ডলার/সমপরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা বাংলাদেশে প্রেরণ এবং

(ii) নগদায়নের সনদপত্র/বৈধভাবে টাকা প্রেরণের প্রমাণপত্র।

৪। **সুবিধা প্রত্যাশীদের অযোগ্যতা ঃ**— নিম্নে বর্ণিত ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি সুবিধা প্রত্যাশী হিসাবে নির্বাচিত হইবার অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন, যথা ঃ-

(i) সুবিধা প্রত্যাশী হিসাবে নির্বাচিত হইবার জন্য আবেদনকারী দেশে ঋণখেলাপি কিংবা কর খেলাপি হইলে; অথবা

(ii) আবেদনকারী আদালত কর্তৃক সাজাপ্রাপ্ত হইলে এবং সাজা ভোগ করিবার পর পাঁচ বৎসর সময় অতিবাহিত না হইলে কিংবা অন্য কোন কারণে অবাঞ্ছিত ব্যক্তি বিবেচিত হইলে; অথবা

(iii) সুবিধা প্রত্যাশী হিসাবে নির্বাচিত হইবার জন্য আবেদনকারী ভুল তথ্য প্রদান করিলে এবং যদি উক্ত ভুল প্রমাণিত হয় তাহা হইলে কোন ব্যক্তি সুবিধা প্রত্যাশী হিসাবে নির্বাচিত হইয়া থাকিলেও তিনি অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন এবং কার্ড বাতিল করা হইবে। ইহা ছাড়া তিনি ভবিষ্যতে সুবিধা প্রত্যাশী হিসাবে নির্বাচিত হইবার জন্য আবেদন করিতে পারিবেন না।

৫। **আবেদনপত্র দাখিলের নিয়মাবলি ঃ—** সুবিধা প্রত্যাশীকে তফসিল "ক"-তে বর্ণিত ছক অনুযায়ী আবেদন করিতে হইবে।

৬। **সুবিধা প্রত্যাশী নির্বাচন প্রক্রিয়া ঃ—** নির্বাচন প্রক্রিয়া নিম্নরূপ হইবে-

(i) (ক) সুবিধা প্রত্যাশী নির্বাচনের জন্য প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহ এবং বাংলাদেশের জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় এই বিষয়ে আবেদনপত্র চাহিয়া বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হইবে।

(খ) উক্ত বিজ্ঞাপন প্রতিবছর ১ জুন থেকে ৩০ জুনের মধ্যে প্রকাশ করা হইবে।

(ii) সুবিধা প্রত্যাশীকে সংশ্লিষ্ট দূতাবাসে ১ জুলাই থেকে ৩১ জুলাই তারিখের মধ্যে আবেদন করিতে হইবে।

(iii) সংশ্লিষ্ট দূতাবাস আবেদন ১ আগস্ট থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর তারিখের মধ্যে যাচাই ও বাছাইপূর্বক মতামতসহ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করিবে।

(iv) প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে গঠিত একটি কমিটি ১ অক্টোবর থেকে ৩০ অক্টোবর তারিখের মধ্যে প্রাপ্ত আবেদনসমূহ যথারীতি যাচাই ও বাছাইপূর্বক নির্বাচন করিয়া শ্রেণী বিন্যাস অনুযায়ী সুবিধাভোগীদের তালিকা প্রণয়ন করিবে। পরবর্তীতে ১(এক) মাসের মধ্যে উক্ত মন্ত্রণালয় উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করিবে।

(v) নির্বাচিত বিভিন্ন শ্রেণীর সুবিধা ভোগীদের নিকট ১ ডিসেম্বর থেকে ১৫ ডিসেম্বর তারিখের মধ্যে সংশ্লিষ্ট দূতাবাসের মাধ্যমে কার্ড ইস্যু করা হইবে।

৭। **নির্বাচিত সুবিধা ভোগীদের প্রাপ্য সুযোগ সুবিধা ঃ—** নির্বাচিত সুবিধা ভোগীদের সুযোগ সুবিধা শ্রেণী বিন্যাস অনুযায়ী নিম্নরূপ—

'ক' শ্রেণীর প্রাপ্ত সুবিধা—

(i) বিদেশ গমন ও বিদেশ হইতে প্রত্যাগমনে বাংলাদেশ বিমানবন্দরে বিশেষ ইমিগ্রেশন কাউন্টার ও পৃথক কাস্টমস ব্যাগেজ কাউন্টার সুবিধা থাকিবে। ইহা ছাড়া বিমানবন্দরে নির্বাচিত সুবিধাভোগীদের সাহায্যের জন্য স্বেচ্ছাসেবক ও হেলপ্ ডেস্ক থাকিবে;

(ii) স্ত্রী, পুত্র, কন্যা ও নিজের চিকিৎসার জন্য সরকারি হাসপাতালে কেবিনসহ অন্যান্য সুবিধা প্রাপ্তিতে অগ্রাধিকার পাইবেন;

(iii) পুলিশ স্টেশন কর্তৃক পরিবারবর্গের নিরাপত্তা প্রদানের ও সম্পদ সংরক্ষণের বিশেষ অগ্রাধিকার পাইবেন;

(iv) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র/ছাত্রী ভর্তির ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাইবেন;

(v) রাজউক বা অন্যান্য সরকারি সংস্থা থেকে ভূমি ক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রবাসী বাংলাদেশীদের জন্য নির্ধারিত কোটার বিপরীতে সুবিধাভোগীদের প্রাপ্ত মোট পয়েন্টের ভিত্তিতে অগ্রাধিকার পাইবেন;

(vi) জমি/ফ্ল্যাট রেজিস্ট্রেশন ও নাম জারির ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাইবেন;

(vii) বিভিন্ন জাতীয় দিবসের অনুষ্ঠানে বিদেশে বাংলাদেশ মিশনসমূহ কর্তৃক আমন্ত্রণ পাইবেন;

(viii) ভ্রমণের ক্ষেত্রে সড়ক, রেল ও জলযানে আসন সংরক্ষণের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাইবেন;

(ix) বিমানবন্দরে সিআইপি লাউঞ্জ ব্যবহার এবং স্পেশাল হ্যান্ডলিংয়ের সুবিধা পাইবেন এবং

(x) ফেরত আসা প্রবাসী বাংলাদেশীদের বিদেশে পুনঃ চাকুরি প্রাপ্তির লক্ষ্যে পাসপোর্ট নবায়নের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাইবেন;

(xi) বিমানবন্দরে দ্রুত কাস্টমস ক্লিয়ারেন্স সুবিধা পাইবেন।

‘খ’ শ্রেণীর প্রাপ্ত সুবিধা—

(i) বিদেশ গমন ও বিদেশ হইতে প্রত্যাগমনে বাংলাদেশ বিমানবন্দরে বিশেষ ইমিগ্রেশন কাউন্টার ও পৃথক কাস্টমস ব্যাগেজ কাউন্টার সুবিধা থাকিবে। ইহা ছাড়া বিমানবন্দরে নির্বাচিত সুবিধাভোগীদের সাহায্যের জন্য স্বেচ্ছাসেবক ও হেলপ্ ডেস্ক থাকিবে;

(ii) স্ত্রী, পুত্র, কন্যা ও নিজের চিকিৎসার জন্য সরকারি হাসপাতালে কেবিনসহ অন্যান্য সুবিধা প্রাপ্তিতে অগ্রাধিকার পাইবেন;

(iii) পুলিশ স্টেশন কর্তৃক পরিবারবর্গের নিরাপত্তা প্রদানের ও সম্পদ সংরক্ষণের অগ্রাধিকার পাইবেন;

(iv) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র/ছাত্রী ভর্তির ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাইবেন;

(v) রাজউক বা অন্যান্য সরকারি সংস্থা থেকে ভূমি ক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রবাসী বাংলাদেশীদের জন্য নির্ধারিত কোটার বিপরীতে সুবিধাভোগীদের প্রাপ্ত মোট পয়েন্টের ভিত্তিতে অগ্রাধিকার পাইবেন;

(vi) জমি/ফ্ল্যাট রেজিস্ট্রেশন ও নামজারির ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাইবেন;

(vii) ফেরত আসা প্রবাসী বাংলাদেশীদের বিদেশে পুনঃ চাকুরি প্রাপ্তির লক্ষ্যে পাসপোর্ট নবায়নের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাইবেন;

(viii) বিমানবন্দরে দ্রুত কাস্টমস ক্লিয়ারেন্স সুবিধা পাইবেন।

৮। **সুবিধা ভোগীদের প্রাপ্য সুবিধার মেয়াদ ঃ—**

(i) নির্বাচিত সুবিধাভোগীদের সুযোগ ও সুবিধা শুধুমাত্র একটি ক্যালেন্ডার বৎসরের জন্য কার্যকর থাকিবে।

(ii) প্রতি বছরের জন্য একই নিয়মে আবেদন করিতে হইবে।

(iii) প্রতি বছরের কার্ড প্রাপ্তিতে একক পয়েন্ট হিসাবে গণনা করা হইবে।

৯। **কার্ড প্রদান ঃ—**

(i) প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে প্রত্যেক নির্বাচিত সুবিধা ভোগীদের ২(দুই)টি করে পরিচয়পত্র/কার্ড প্রদান করা হইবে। একটি পরিচয়পত্র/কার্ড সুবিধাভোগীর নিজের এবং অপরটি নমিনীর ব্যবহারের জন্য নির্দিষ্ট থাকিবে। আবেদনপত্রে নমিনীর নাম উল্লেখ করা না হইলে শুধু সুবিধাভোগীকে একটি কার্ড প্রদান করা হইবে।

(ii) কার্ডধারীদের বিষয়ে তথ্যাদি প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের ডাটাব্যাংকে সংরক্ষণ করা হইবে।

১০। **কার্ডের রং ঃ—** শ্রেণী বিন্যাস অনুযায়ী সুবিধাভোগী প্রবাসী বাংলাদেশীদের বিশেষ কার্ডের ব্যবস্থা করা হইবে। ‘ক’ শ্রেণীর জন্য কার্ডের রং গোলাপি (ম্যাজেন্টা ৬০%) এবং ‘খ’ শ্রেণীর জন্য কার্ডের রং নীল(সায়ান ১০০%) হইবে।

১১। **বিমানবন্দরে নমিনীর প্রবেশ ঃ—** সুবিধাভোগী প্রবাসী বাংলাদেশীদের বহির্গমনে ও প্রত্যাগমনকালে তাহার নমিনী বিমানবন্দরে প্রবেশ করিতে পারিবে।

১২। **হেলপ্ ডেস্ক ঃ—** বিমানবন্দরে প্রবাসীদের গমন ও প্রত্যাগমণের পথে সুবিধাজনক স্থানে জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি) হেলপ্ ডেস্ক স্থাপন ও পরিচালনা করিবে।

১৩। **স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগ ঃ—** জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি) ও এর কল্যাণ ডেস্কের কর্মকর্তা/কর্মচারীরা বিমান বন্দরে সুবিধাভোগীদের বহির্গমন ও প্রত্যাগমনকালে পালাক্রমে স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে দায়িত্বপালন করিবেন।

১৪। **এয়ারপোর্ট ট্যাক্সি সার্ভিস ঃ—** প্রবাসীদের প্রত্যাগমনকালে ইমিগ্রেশন ও কাস্টমস ক্লিয়ারেন্সের পর নিজ গন্তব্যস্থলে যাওয়ার সুবিধার্থে বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে এয়ারপোর্ট ট্যাক্সি সার্ভিস প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

১৫। **বিমানবন্দরে নিয়োজিত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণঃ—** প্রবাসী বাংলাদেশীদের প্রাপ্য সংশ্লিষ্ট সুযোগ ও সুবিধা প্রদান নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে বিমানবন্দরে বিশেষ ইমিগ্রেশন কাউন্টার, পৃথক কাস্টমস ব্যাগেজ কাউন্টার, হেলপ্ ডেস্ক ও অন্যান্য ক্ষেত্রে দায়িত্বরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ থাকিতে হইবে।

১৬। **ব্যয় নির্বাহ ঃ—**

(i) বাংলাদেশ ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ তহবিল হইতে পরিচয়পত্র/কার্ড প্রস্তুত সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ করা হইবে।

(ii) স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে নিয়োজিত প্রবাসী কল্যাণ ডেস্কের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের আনুষঙ্গিক ব্যয় বাংলাদেশ ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ তহবিল হইতে নির্বাহ করা হইবে।

১৭। **মেয়াদ শেষে কার্ড জমাদান ঃ—** প্রত্যেক সুবিধাভোগী ও তার নমিনী কার্ডের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর ১৫ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট দূতাবাসে/মন্ত্রণালয়ে কার্ড জমা দিবে।

১৮। **বাস্তবায়ন সেল ঃ—** সুবিধাভোগীদের প্রাপ্য সুবিধা ও অন্যান্য বিষয়ে কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে একটি বাস্তবায়ন সেল থাকিবে।

১৯। **সুযোগ-সুবিধা প্রত্যাহার ঃ—** সরকার কোন কারণ প্রদর্শন ব্যতীত সুবিধাপ্রাপ্ত যে কোন ব্যক্তির সুযোগ ও সুবিধা প্রত্যাহার করিতে পারিবে। ইহা ছাড়া সরকার প্রয়োজনে সুবিধাদি পরিবর্তন/পরিবর্ধন করিতে পারিবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

**(মোঃ আব্দুল মতিন চৌধুরী)**
সচিব
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

# বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, জুন ২, ২০১০


শাখা-৭

## প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪১৭/১ জুন ২০১০

নং-প্রকবৈকম/শাখা-৭/কর্মদক্ষতা উন্নয়ন/২০০৯/৯৭- প্রস্তাবনা ঃ যেহেতু সরকারের নিকট প্রতীয়মান হইয়াছে যে, দেশের যুব সমাজ ও চাকরি হারানোর কারণে দেশে প্রত্যাগত শ্রমিকদের দক্ষতা উন্নয়ন করা এবং বিশ্ব শ্রমবাজারে অধিক দক্ষ জনশক্তির চাহিদার প্রেক্ষিতে জীবিকা তথা কর্মসংস্থানের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা প্রয়োজন; এবং

যেহেতু দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে বিদেশে শ্রমবাজার সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ, নতুন শ্রমবাজার অনুসন্ধান, চাহিদা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ কোর্স প্রবর্তন, বিদেশ প্রত্যাগত শ্রমিকদের পুনঃপ্রশিক্ষণ এবং বিদেশ গমনেচ্ছু শ্রমিকদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন করার জন্য একটি তহবিল গঠন করা প্রয়োজন; এবং

যেহেতু উক্ত তহবিল পরিচালনার জন্য একটি নীতিমালা প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজন,

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ নীতিমালা প্রণয়ন করা হইল ঃ

১। **নীতিমালার নাম ও প্রবর্তন**।— (১) এই নীতিমালা অভিবাসন ও দক্ষতা উন্নয়ন তহবিল পরিচালনা নীতিমালা, ২০১০ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা**।— বিষয় ও প্রসঙ্গের পরিপন্থী কিছু না থাকিলে, এই নীতিমালায়—

(১) "তহবিল" অর্থ অনুচ্ছেদ ৩ অনুযায়ী গঠিত অভিবাসন ও দক্ষতা উন্নয়ন তহবিল;

(২) "পরিচালনা কমিটি" অর্থ অনুচ্ছেদ ৬(৫) অনুযায়ী গঠিত তহবিল পরিচালনা কমিটি;

(৩) "বোর্ড" অর্থ অনুচ্ছেদ ৬(২) অনুযায়ী গঠিত তহবিল পরিচালনা বোর্ড।

৩। **তহবিল গঠন ও ব্যবস্থাপনা**।— (১) এই নীতিমালা কার্যকর হইবার পর অভিবাসন ও দক্ষতা উন্নয়ন তহবিল নামে একটি তহবিল থাকিবে।

(২) নিম্নবর্ণিত উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ সমন্বয়ে তহবিল গঠিত হইবে, যথা ঃ-

(ক) সরকার কর্তৃক বরাদ্দ তহবিল (Endowment Fund);

(খ) উন্নয়ন সহযোগী কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;

(গ) সরকার কর্তৃক অনুমোদিত অন্য যে কোন উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ;

(ঘ) সরকারের অনুমোদনসহ কোন ব্যক্তি, সরকারি সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;

(ঙ) তহবিলের অর্থ হইতে প্রাপ্ত সুদ ও মুনাফা।

৩। **তহবিলের ব্যবস্থাপনা হইবে নিম্নরূপ, যথা ঃ—**

(ক) এই নীতিমালার উদ্দেশ্য বাস্তবায়নকল্পে বোর্ডের অনুমোদনক্রমে তহবিল হইতে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ;

(খ) বোর্ডের অনুমোদনক্রমে তহবিলের অর্থ সরকারি নীতিমালা অনুযায়ী ব্যাংকে মেয়াদি বা অন্য কোন লাভজনক হিসাবে জমা রাখা এবং সরকার কর্তৃক অনুমোদিত খাতে বিনিয়োগ করা;

(গ) উক্ত জমার বিপরীতে অর্জিত লভ্যাংশ হতে তহবিলের আওতায় গৃহীতব্য বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা;

(ঘ) ব্যাংকের হিসাব বোর্ডের সভাপতি এবং বোর্ডের সদস্য-সচিবের যৌথ স্বাক্ষরে পরিচালিত হবে।

৪। **তহবিলের উদ্দেশ্য ও বাস্তবায়ন কৌশল**।— (১) তহবিলের উদ্দেশ্য হইবে—

(ক) দেশের মানব সম্পদের সার্বিক দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি;

(খ) বিদেশে গমন প্রত্যাশী শ্রমিকদের জন্য বাজার অনুসন্ধান এবং চাহিদা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ কোর্স প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;

(গ) বিদেশ হইতে প্রত্যাগত জনশক্তির পুনঃপ্রশিক্ষণের মাধ্যমে দেশে এবং বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।

(২) এই নীতিমালার অধীন গৃহীতব্য কার্যক্রমসমূহের বাস্তবায়ন কৌশল হইবে নিম্নরূপ, যথাঃ

(ক) বর্তমান ও ভবিষ্যৎ চাহিদার ভিত্তিতে প্রশিক্ষণ কাঠামো তৈরি;

(খ) উপযুক্ত প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচন;

(গ) প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যে যথাযথভাবে অর্জনের জন্য মানদণ্ড প্রতিষ্ঠা ও যাচাইকরণ;

(ঘ) নিয়োগ প্রতিষ্ঠানের সাথে সংযোগ স্থাপন;

(ঙ) বিদেশস্থ শ্রম উইং ও দূতাবাসসমূহের সহিত যোগাযোগ ও উহাদের সম্পৃক্তকরণ।

৫। **বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়**।— তহবিলের বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয় হইবে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।

৬। **তহবিল পরিচালনা বোর্ড, ইত্যাদি**।— (১) এই নীতিমালার অধীন তহবিল পরিচালনার জন্য তহবিল পরিচালনা বোর্ড নামে একটি বোর্ড থাকিবে।

(২) তহবিল পরিচালনা বোর্ড নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথাঃ–

| | | | |
|---|---|---|---|
| (ক) | সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় | - | সভাপতি |
| (খ) | মহাপরিচালক, জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি) | - | সদস্য |
| (গ) | যুগ্ম-সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় | - | সদস্য |
| (ঘ) | যুগ্ম-সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় | - | সদস্য |
| (ঙ) | যুগ্ম-সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয় | - | সদস্য |
| (চ) | প্রেসিডেন্ট, Bangladesh Association of International Recruiting Agencies (BAIRA) | - | সদস্য |
| (ছ) | প্রেসিডেন্ট, এমপ্লয়ার্স ফেডারেশন | - | সদস্য |
| (জ) | যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন), প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় | - | সদস্য-সচিব |

(৩) তহবিল পরিচালনা বোর্ডের কার্যাবলি হইবে নিম্নরূপ, যথাঃ–

(ক) তহবিলের উদ্দেশ্য ও কৌশল বাস্তবায়ন;

(খ) তহবিলের সার্বিক পরিচালনাসহ ব্যবস্থাপনা, হিসাব সংরক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ;

(গ) তহবিলের অর্থে গৃহীতব্য কার্যক্রম বাস্তবায়নে নীতিনির্ধারণ, দিক নির্দেশনা এবং কার্যক্রমসমূহের চূড়ান্ত অনুমোদন প্রদান;

(ঘ) তহবিল হইতে বাস্তবায়িত কার্যক্রমসমূহের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন;

(ঙ) বাৎসরিক ভিত্তিতে প্রতিবেদন সরকারের নিকট উপস্থাপন।

(৪) তহবিল পরিচালনা বোর্ডের সভা কমপক্ষে প্রতি ৩ মাসে একবার অনুষ্ঠিত হইবে, তবে বোর্ডের সভাপতির অনুমতিক্রমে প্রয়োজনে যে কোন সময়ে বোর্ডের সভা আহ্বান করা যাইবে।

৭। **তহবিল পরিচালনা কমিটি, ইত্যাদি**।— (১) বোর্ডকে সহায়তা করিবার উদ্দেশ্যে তহবিল পরিচালনা কমিটি নামে একটি কমিটি থাকিবে।

(২) তহবিল পরিচালনা কমিটি নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথাঃ–

| | | | |
|---|---|---|---|
| (ক) | যুগ্ম-সচিব(প্রশাসন), প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় | - | সভাপতি |
| (খ) | উপসচিব (প্রশাসন) প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় | - | সদস্য |
| (গ) | উপ-সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় | - | সদস্য |
| (ঘ) | উপ-সচিব, শিক্ষা অর্থ মন্ত্রণালয় | - | সদস্য |
| (ঙ) | উপ-সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় | - | সদস্য |
| (চ) | পরিচালক (প্রশিক্ষণ), বিএমইটি | - | সদস্য |
| (ছ) | প্রতিনিধি, বাংলাদেশ ব্যাংক | - | সদস্য |
| (জ) | অধ্যক্ষ, বাংলাদেশ জার্মান-কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, মিরপুর, ঢাকা | - | সদস্য |
| (ঝ) | অধ্যক্ষ, বিআইএমটি, নারায়নগঞ্জ | - | সদস্য |
| (ঞ) | মহাপরিচালক, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর এর প্রতিনিধি | - | সদস্য |
| (ট) | প্রতিনিধি, বেসরকারি সংস্থা | - | সদস্য |
| (ঠ) | সিনিয়র সহকারী সচিব/সিনিয়র সহকারী প্রধান, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় | - | সদস্য-সচিব |

(৬) পরিচালনা কমিটির সভা অন্যূন প্রতি ২ মাসে একবার অনুষ্ঠিত হইবে, তবে পরিচালনা কমিটির সভাপতির অনুমতিক্রমে প্রয়োজনে যে কোন সময়ে কমিটির সভা আহবান করা যাইবে।

(৭) পরিচালনা কমিটির কার্যাবলি হইবে নিম্নরূপ, যথাঃ

(ক) বোর্ডকে সার্বিক সহায়তা প্রদান;

(খ) তহবিলের অধীনে গৃহীতব্য বিভিন্ন কার্যক্রমসমূহের অগ্রগতি তদারকি ও মূল্যায়ন;

(গ) সামগ্রিক ব্যয় অনুমোদন ও অর্থ ছাড়করণ সংক্রান্ত সুপারিশ প্রণয়নপূর্বক বোর্ডের নিকট উপস্থাপন;

(ঘ) নতুন শ্রম বাজার অনুসন্ধান ও বর্তমান জনশক্তি রপ্তানির ধারা সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে

(১) বৈদেশিক শ্রম বাজার সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ;

(২) নতুন শ্রম বাজার অন্বেষনের উদ্যোগ গ্রহণ;

(৩) বর্তমান শ্রম বাজার সংরক্ষণের জন্য বিদেশস্থ শ্রম উইং ও দূতাবাসের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ স্থাপন;

(৪) নিয়োগ প্রতিষ্ঠানের সাথে সংযোগ স্থাপন।

(ঙ) প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণের লক্ষ্যে—

(১) জব কাউন্সেলিং;

(২) উপযুক্ত প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচন;

(৩) প্রশিক্ষণের ধরন/ট্রেড নির্ধারণ;

(৪) প্রশিক্ষণের স্থান ও প্রশিক্ষক নির্বাচন;

(৫) প্রশিক্ষণ পরিচালনা ও মান নিয়ন্ত্রণ;

(৬) প্রশিক্ষণ মেয়াদ ও বিস্তারিত তফসিল প্রণয়ন;

(৭) প্রশিক্ষণের পর সনদ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ।

(চ) বিদেশ প্রত্যাগত কর্মীদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পুনঃএকত্রীকরণের (রিইন্টিগ্রেশন) লক্ষ্যে–

(১) কাউন্সেলিং;

(২) প্রশিক্ষণ বা পুনঃপ্রশিক্ষণ;

(৩) নিয়োগ প্রতিষ্ঠানের সাথে সংযোগ স্থাপন।

৮। **নীতিমালার সংশোধন**।— এই নীতিমালার পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংশোধনের ক্ষেত্রে অন্যূন দুজন সদস্যের লিখিত সংশোধনীর প্রস্তাব বোর্ডের সভায় উপস্থাপন করিতে হইবে এবং বোর্ডের মোট সদস্যের দুই- তৃতীয়াংশ সদস্যের সম্মতিতে সংশোধনী গৃহীত হইবে।

৯। **তহবিল পরিচালনা নীতিমালার ব্যাখ্যা**।— তহবিল পরিচালনা নীতিমালার ব্যাখ্যা সম্পর্কিত কোন বিষয়ের উদ্ভব হইলে বিষয়টি বোর্ডের সভায় সিদ্ধান্তের জন্য উপস্থাপন করা যাইবে।

১০। **আইনি কাঠামো**।— Societies Registration Act, ১৮৬০ (Act No. XXI of ১৮৬০) এর আওতায় তহবিল গঠিত হইবে এবং উক্ত Act এর বিধান অনুসারে তহবিল পরিচালিত হইবে, তবে বিদেশি অনুদান গ্রহণের সুবিধার্থে তহবিল একটি এনজিও হিসাব Foreign Donations (Voluntary Activities) Regulation Ordinance, ১৯৭৮ (Ordinance No. XLVI of ১৯৭৮) এর অধীন নিবন্ধিত হইবে।

১১। **পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন**।— তহবিল পরিচালনা বোর্ড তহবিলের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত বিষয়ে নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে, যথা ঃ–

(১) তহবিল হইতে বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন এবং বাৎসরিক ভিত্তিতে একটি প্রতিবেদন সরকারের নিকটি পেশ;

(২) তহবিলের মাধ্যমে বিদেশে শ্রম বাজার অনুসন্ধান ও সম্প্রসারণ এবং দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত যে সকল কার্যাবলি সম্পাদন করা হইবে উহা কোন স্বীকৃত বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মূল্যায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(৩) তহবিলের যথার্থ ব্যবহার এবং তহবিলের অর্থ নির্ধারিত কার্যক্রমের বিপরীতে ব্যয়িত হইয়াছে কি না উহা নিশ্চিতকল্পে মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নের লক্ষ্যে সরকার বহির্ভূত অন্য কোন স্বাধীন মূল্যায়নকারী ব্যক্তি/ সংস্থা নিয়োগ প্রদান।

১২। **হিসাব রক্ষণ ও নিরীক্ষা**।—

(১) বোর্ড কর্তৃক নিযুক্ত Bangladesh Chartered Accounts Order, 1973 (P.O. No. 2 of ১৯৭৩) এর অধীন একজন চার্টার্ড একাউন্টেন্ট তহবিলের আয়-ব্যয়ের হিসাব নিরীক্ষাপূর্বক উহার বার্ষিক বিবরণী প্রস্তুত করিয়া বোর্ডের নিকট দাখিল করিবেন।

(২) বাংলাদেশের মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, অতঃপর মহাহিসাব নিরীক্ষক নামে অভিহিত, প্রতি বৎসর তহবিলের হিসাব নিরীক্ষা করিবেন এবং নিরীক্ষা রিপোর্টের অনুলিপি সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

(৩) উপ-ধারা(২) মোতাবেক হিসাব নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে মহাহিসাব নিরীক্ষক কিংবা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি তহবিলের সকল রেকর্ড, দলিল দস্তাবেজ, নগদ ও ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ, জামানত, ভান্ডার এবং অন্যবিধ সম্পত্তি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারিবে।

১৩। **নীতিমালায় বর্ণিত হয় নাই এমন বিষয় সংক্রান্ত বিধান**।—

তহবিল পরিচালনার বিষয়ে নীতিমালায় বর্ণিত হয় নাই এমন বিষয়ে প্রচলিত সরকারি বিধি-বিধান প্রযোজ্য হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

**ড. জাফর আহমেদ খান**
ভারপ্রাপ্ত সচিব।

# প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
# বিদেশে গমনেচ্ছু বাংলাদেশী কর্মীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা সংক্রান্ত নীতিমালা, ২০০৮ (সংশোধিত)

**১। প্রস্তাবনা**

প্রতি বছর বাংলাদেশ থেকে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক অভিবাসী কর্মী বিদেশ গিয়ে বৈদেশিক কর্মসংস্থান, রেমিট্যান্স প্রবাহ ও দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। বিদেশ গমনেচ্ছু বাংলাদেশী কর্মীদের গন্তব্য দেশের চাহিদার আলোকে বিভিন্ন স্বাস্থ্য পরীক্ষা সম্পন্ন করতে হয়। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান নীতি, ২০১৬ এর নীতি নির্দেশনা ২.৩.৮-এ অভিবাসী কর্মীদের বিদেশ যাত্রাকালে কম খরচে সবধরনের স্বাস্থ্যগত পরীক্ষা সম্পন্ন করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। একইসাথে এসডিজির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য বিদ্যমান স্বাস্থ্য পরীক্ষা সংক্রান্ত নীতিমালাটি হালনাগাদ করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। এক্ষেত্রে স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যয় অভিবাসন প্রত্যাশীদের নাগালের মধ্যে রেখে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন শারীরিক ও মানসিক উপযুক্ততার সনদ প্রদান করা প্রয়োজন। কোন কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে এ প্রচেষ্টা ব্যাহত হলে অভিযুক্তদের চিহ্নিত করে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের গুরুত্বও অপরিসীম। বিশ্ব শ্রমবাজারে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উন্নত করতে হলে অভিবাসী কর্মীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট হাসপাতাল ও মেডিকেল সেন্টারসমূহকে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, প্যাথলজিক্যাল ল্যাবরেটরিতে সমৃদ্ধ হতে হবে এবং সেখানে দক্ষ টেকনিশিয়ান ও বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের ব্যবস্থা থাকতে হবে। সার্বিকভাবে, মানসম্মত ও গ্রহণযোগ্য স্বাস্থ্য পরীক্ষা নিশ্চিত করার মাধ্যমে নিরাপদ অভিবাসনের লক্ষ্যে "বিদেশে গমনেচ্ছু বাংলাদেশী কর্মীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা সংক্রান্ত নীতিমালা, ২০০৮" এর কতিপয় অনুচ্ছেদ ও পরিশিষ্ট সংশোধন ও সংযোজন করা হলো।

**২। উদ্দেশ্যসমূহ**

২.১ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে গমনেচ্ছু বাংলাদেশী কর্মীদের সঠিক, মানসম্মত ও গ্রহণযোগ্য স্বাস্থ্য পরীক্ষা নিশ্চিতকরণ।

২.২ দক্ষ ল্যাব-কর্মী ও পর্যাপ্ত স্বাস্থ্য পরীক্ষা সরঞ্জামাদি সম্বলিত মেডিকেল সেন্টারে স্বাস্থ্য পরীক্ষার মাধ্যমে সুস্থ ও সক্ষম কর্মীদের বিদেশ প্রেরণ।

২.৩ বৈদেশিক শ্রমবাজারের চাহিদা মোতাবেক প্রাক-বহির্গমন স্বাস্থ্য পরীক্ষা সম্পাদনের মাধ্যমে দেশের ভাবমূর্তি সমুন্নত রাখা।

২.৪ বিদেশে প্রতিযোগিতামূলক শ্রমবাজারে বাংলাদেশী শ্রমিকের চাহিদা বৃদ্ধি।

**৩। প্রয়োগ ক্ষেত্র**

এ নীতিমালা বিশ্বের যে কোন দেশে গমনেচ্ছু বাংলাদেশী কর্মীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

**৪। স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য মেডিকেল সেন্টার নির্ধারণ**

৪.১ সরকার বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক মেডিকেল সেন্টার নির্ধারণ করবে। সরকার নির্ধারিত তালিকার বাইরে অন্য কোন মেডিকেল সেন্টার এর আওতাভুক্ত হবে না। তবে গন্তব্য দেশের চাহিদা অনুযায়ী সরকারি হাসপাতালে বা সরকার কর্তৃক অনুমোদিত অন্য কোন স্থানে মেডিকেল পরীক্ষা সম্পন্ন করা হলে তা গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হবে।

৪.২ প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর ওয়েবসাইটে এবং জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রচারের মাধ্যমে মেডিকেল সেন্টারের তালিকাভুক্তির জন্য দরখাস্ত আহবান করতে হবে।

৪.৩ মন্ত্রণালয় কর্তৃক এতদুদ্দেশ্য গঠিত বাছাই কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক উপযুক্ত মেডিকেল সেন্টারের তালিকাভূক্তি করা হবে।

৪.৪ নির্ধারিত ছকে তালিকাভুক্তির জন্য আবেদন করতে হবে (পরিশিষ্ট-১)।

৪.৫ মেডিকেল সেন্টার তালিকাভুক্তির আবেদনপত্র জমাদানের সময় ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা (অফেরতযোগ্য) আবেদন ফি জমা দিতে হবে।

৪.৬ বাছাই কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত প্রতিটি মেডিকেল সেন্টারকে তালিকাভুক্তির জন্য জামানত হিসাবে ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) টাকা মহাপরিচালক, জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর অনুকূলে লিয়েন করে জমা দিতে হবে।

৪.৭ কর্মীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য বাংলাদেশের কোন মেডিকেল সেন্টার ইতঃপূর্বে অন্য কোন দেশে গমনকারী কর্মীদের পরীক্ষার জন্য সংশ্লিষ্ট দেশ কর্তৃক তালিকাভুক্ত হয়ে থাকলে ঐ মেডিকেল সেন্টারকে এ নীতিমালার আওতায় নতুন করে তালিকাভুক্তির জন্য জনবল, ডাক্তারী যন্ত্রপাতির তালিকা ও তালিকাভুক্তির সনদ ও অন্যান্য প্রমাণাদিসহ প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে আবেদন করতে হবে। জনবল ও যন্ত্রপাতি এ নীতিমালায় বর্ণিত তালিকা হতে কম হলে বা মানসম্পন্ন না হলে এ নীতিমালা জারির ২ (দুই) মাসের মধ্যে ঐ ঘাটতি পূরণ করতে হবে।

৪.৮ এ নীতিমালার অধীনে তালিকাভুক্ত মেডিকেল সেন্টারগুলো বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার মাধ্যমে শারীরিক উপযুক্ততার সনদ প্রদান করবে।

**৫। মেডিকেল সেন্টার তালিকাভুক্তির জন্য বাছাই কমিটি**

পূর্বানুচ্ছেদে বর্ণিত উদ্দেশ্য পূরণকালে নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে একটি ৭ (সাত) সদস্যবিশিষ্ট বাছাই কমিটি গঠিত হবেঃ

| | | |
|---|---|---|
| (ক) | অতিরিক্ত সচিব/ যুগ্ম-সচিব (মনিটরিং এন্ড এনফোর্সমেন্ট), প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় | আহবায়ক |
| (খ) | স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের মনোনীত একজন প্রতিনিধি | সদস্য |
| (গ) | স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন প্রতিনিধি | সদস্য |
| (ঘ) | পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন প্রতিনিধি | |
| (ঙ) | পরিচালক (বহির্গমন), জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো | সদস্য |
| (চ) | উপ-পরিচালক (হাসপাতাল-১) স্বাস্থ্য অধিদপ্তর | সদস্য |
| (ছ) | বায়রার একজন প্রতিনিধি | সদস্য |

**৬। বাছাই কমিটির দায়িত্ব**

কমিটি প্রাপ্ত আবেদন যাচাই-বাছাই ও সরেজমিনে পরিদর্শনের মাধ্যমে তালিকাভুক্তির সুপারিশ করবে। এক্ষেত্রে দায়িত্ব যথাযথ পালনের জন্য একটি Term of Reference (ToR) তৈরি এবং এর ভিত্তিতে আবেদন যাচাই-বাছাই, সরেজমিন পরিদর্শন ও চূড়ান্তকরণ সম্পন্ন করতে হবে।

**৭। বাছাই কমিটির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল**

৭.১ কোন প্রতিষ্ঠান বাছাই কমিটির সিদ্ধান্তে সংক্ষুব্ধ হলে ৩ (তিন) সদস্যবিশিষ্ট আপিল কমিটির নিকট আপিল দায়ের করতে পারবে। আপিল কমিটি নিম্নরূপভাবে গঠিত হবেঃ

| | | |
|---|---|---|
| (ক) | সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় | আহবায়ক |
| (খ) | মহাপরিচালক, জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশক্ষণ ব্যুরো | সদস্য |
| (গ) | পরিচালক (হাসপাতাল ও ক্লিনিকসমূহ), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর | সদস্য |

৭.২ মেডিকেল সেন্টারের তালিকা পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি আকারে প্রকাশের ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে কমিটির নিকট আপিল আবেদন করতে হবে।

৭.৩ আপিল কমিটি সকল কাগজপত্র পরীক্ষা নিরীক্ষা ও প্রয়োজনীয় শুনানি অন্তে ৩০(ত্রিশ) কর্ম দিবসের মধ্যে আপিল নিষ্পত্তি করবে।

৭.৪ আপিল কমিটির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

**৮। তালিকাভুক্তির ক্ষেত্রে মেডিকেল সেন্টারের যোগ্যতা**

৮.১ মেডিকেল সেন্টারের অবস্থান ঢাকা মহানগরী, সকল বিভাগীয় শহর এবং জেলা শহরের কোন গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় এবং স্বাস্থ্যকর পরিবেশে পাকা ভবনে হতে হবে।

৮.২ স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত ও লাইসেন্স প্রাপ্ত হতে হবে। তালিকাভুক্তির ক্ষেত্রে 'এ' ক্যাটাগরির মেডিকেল সেন্টারসমূহকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

৮.৩ মেডিকেল সেন্টারের এক্স-রে ইউনিটের জন্য বাংলাদেশ আণবিক শক্তি কমিশনের Nuclear Safety and Radiation Control Division কর্তৃক প্রদত্ত বৈধ লাইসেন্স থাকতে হবে।

৮.৪ ক্লিনিক্যাল বর্জ্য ব্যবস্থাপনার (Clinical Waste Disposal) জন্য Incinerator সহ আধুনিক ব্যবস্থা থাকতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সনদ থাকতে হবে।

৮.৫ আন্তর্জাতিক মান বজায় রেখে ডাক্তারী পরীক্ষা সম্পন্ন করার পাশাপাশি কম্পিউটারাইজড ও অনলাইন রিপোর্ট প্রদানের সক্ষমতা থাকতে হবে। দ্রুততম সময়ে স্বাস্থ্য পরীক্ষা সম্পন্ন করে নির্ভুল রিপোর্ট প্রদানের সক্ষমতা থাকতে হবে।

৮.৬ মেডিকেল সেন্টারে ন্যূনতম ৫০ জনের বসার সুসজ্জিত অপেক্ষাগার বা ওয়েটিং রুম থাকতে হবে।

৮.৭ বিভিন্ন ডাক্তারী পরীক্ষা সম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক আধুনিক যন্ত্রপাতি সজ্জিত কক্ষ থাকতে হবে।

৮.৮ সার্বক্ষণিক পানি, বিদ্যুৎ ও পয়ঃনিষ্কাশনের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

৮.৯ ডাক্তারী পরীক্ষার মান আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন (WHO) হতে হবে।

৮.১০ পরীক্ষিত কর্মীদের প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি ন্যূনতম ১ (এক) বছর সংরক্ষণ করতে হবে।

৮.১১ মেডিকেল সেন্টারগুলোতে ন্যূনতম নিম্নবর্ণিত জনবল থাকতে হবে:

| SL. No | Name of the Post | Quantity |
|---|---|---|
| (1) | Consultant medicine (Part time/ full time) | 01 |
| (2) | Pathologist/Haematologist (Full time) | 01 |
| (3) | Microbiologist/Biochemist (Full time) | 01 |
| (4) | Laboratory Technologist (Full Time) | 03 |
| (5) | Radiologist (Full time) | 01 |
| (6) | Radiographer (Full Time) | 01 |
| (7) | Medical Officer (Full Time) | 02 |
| (8) | Computer Operator (Full Time) | 02 |
| (9) | Safety Officer (Full Time) | 02 |
| (10) | Cleaner (Full Time) | 02 |

৮.১২ মেডিকেল সেন্টারগুলোতে ন্যূনতম নিম্নবর্ণিত স্বাস্থ্য পরীক্ষার সুবিধাদি থাকতে হবেঃ

| SL. No | Name of the Test | Method |
|---|---|---|
| (1) | HIV1 & HIV2 | ELISA(WHO Standard) |
| (2) | Hepatitis B&C | ELISA(WHO Standard) |
| (3) | VDRL Test & TPHA | ELISA(WHO Standard) |
| (4) | Test for Malarial Parasite | RDT (ICT Method) |
| (5) | Urine for RME | Standard |
| (6) | Blood Grouping | ABO & Rh System |
| (7) | Blood for RBS | If need do FBS & PPBS (Two hours after 75 Gram Glucose drink) |
| (8) | Stool RME | Standard |
| (9) | Urine for Pregnancy Teat for Female | Latex and Strip Method (WHO Standard). Serum Beta-HCG(if positive) |
| (10) | DOPE Test for Opiate, Cannabis & Amphetamine (Yaba) | ELISA(WHO Standard) |
| (11) | X-ray Chest P/A View | To detect Lung & Heart Diseases. |

৮.১৩ মেডিকেল সেন্টারে স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য ন্যূনতম নিম্নবর্ণিত যন্ত্রপাতি থাকতে হবে:

**Radiology (X-ray)**

| SL. No | Name of the Instrument | Quantity |
|---|---|---|
| (1) | Minimum-300mA digital X-ray machine | |
| (2) | Auto Processor | |
| (3) | Quality X-ray Film | |
| (4) | Radiation protection system | Approved by BAEC |

**Biomedical Instrument**

| SL. No | Name of the Instrument | Quantity |
|---|---|---|
| (1) | Binocular Microscope(Olympus/Zeiss) | 02 |
| (2) | Biochemistry Analyzer(Auto/Semi Auto) | 01 |
| (3) | Hematology Auto Analyzer (Sysmex/Siemens/pentra) | 01 |
| (4) | Bench top centrifuge machine | 02 |
| (5) | ELISA full set(Reader, Washer, Shaker) | 01 |
| (6) | Micropipette & Ancillary Instrument | As per need |

৯। **তালিকাভুক্ত মেডিকেল সেন্টারের দায়িত্ব ও কর্তব্য**

৯.১ তালিকাভুক্ত মেডিকেল সেন্টারকে প্রত্যেক কর্মীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা সংশ্লিষ্ট নিয়োগকারী দেশের চাহিদা ও মান অনুযায়ী সম্পন্ন করতে হবে।

৯.২ স্বাস্থ্য পরীক্ষার পর নির্ধারিত ছকে (পরিশিষ্ট-২) মেডিকেল রিপোর্ট প্রদান করতে হবে।

৯.৩ মেডিকেল রিপোর্টে কর্মীর ছবি সংযুক্ত করে তাতে মেডিকেল সেন্টারের সীল ও দায়িত্বপ্রাপ্ত ডাক্তারের রেজিস্ট্রেশন নম্বরসহ স্বাক্ষর থাকতে হবে।

৯.৪ মেডিকেল রিপোর্ট সতর্কতার সাথে প্রস্তুত করতে হবে যেন তা জাল করার সুযোগ না থাকে।

৯.৫ ডাক্তারী পরীক্ষার রিপোর্ট গোপনীয় তথ্য হিসেবে গণ্য হবে এবং তা জনসমক্ষে প্রকাশ করা হতে বিরত থাকতে হবে।

৯.৬ মেডিকেল সেন্টার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়/স্বাস্থ্য অধিদপ্তর/প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়/বিএমইটি/সরকারি দায়িত্ব প্রাপ্ত অন্যান্য সংস্থার কর্মকর্তাদের পরিদর্শনের জন্য উন্মুক্ত রাখতে হবে।

৯.৭ স্বাস্থ্য পরীক্ষার ৩ (তিন) দিনের মধ্যে কর্মীর ছবি সংযোজনসহ স্বাস্থ্য পরীক্ষার রিপোর্ট কর্মীকে এবং চাহিদা অনুযায়ী সময়ে সময়ে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষকে প্রদান করতে হবে।

৯.৮ মেডিকেল সার্টিফিকেটে প্রদত্ত স্বাস্থ্য পরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্যাদির সকল দায়-দায়িত্ব সংশিষ্ট মেডিকেল সেন্টারের উপর বর্তাবে।

৯.৯ স্বাস্থ্য পরীক্ষার পর মেডিকেল রিপোর্ট সংক্রান্ত তথ্য পরিশিষ্ট-৩ এ বর্ণিত ছকে অনলাইনের মাধ্যমে বিএমইটি-তে প্রেরণ করবে।

৯.১০ মেডিকেল সেন্টারের স্থান পরিবর্তনের পূর্বে অবশ্যই স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অনুমতি গ্রহণ করতে হবে।

৯.১১ প্রতিটি মেডিকেল সেন্টারে অভিযোগ বাক্স স্থাপন করতে হবে। অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থার (Grievance Redress system) মাধ্যমে প্রাপ্ত অভিযোগ ও অনলাইন অভিযোগ নিয়মিত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে হবে।

**১০। স্বাস্থ্য পরীক্ষার ফি**

১০.১ প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সময় সময় বিদেশে চাকুরী প্রত্যাশী কর্মীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার ফি নির্ধারণ করবে। তবে কোন দেশের সরকারের সাথে বাংলাদেশের কোন মেডিকেল সেন্টারের স্বাস্থ্য পরীক্ষা সংক্রান্ত কাজ অব্যাহত থাকলে উক্ত মেডিকেল সেন্টারের জন্য ঐ দেশের সরকার কর্তৃক নির্ধারিত স্বাস্থ্য পরীক্ষার ফি বলবৎ থাকবে। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দেশ কর্তৃক মেডিকেল ফিসহ স্বাস্থ্য পরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্যাদি প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়কে অবহিত রাখতে হবে।

১০.২ কোন অবস্থাতেই বাংলাদেশ সরকার বা অন্য দেশের সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ফি'র অতিরিক্ত কোন অর্থ কর্মীদের নিকট হতে গ্রহণ করা যাবে না।

**১১। তালিকাভুক্ত মেডিকেল সেন্টারের তত্ত্বাবধান**

১১.১ স্বাস্থ্য পরীক্ষার মান অক্ষুন্ন রাখার জন্য একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি থাকবে। উক্ত কমিটি নির্ধারিত মেডিকেল সেন্টারগুলোর স্বাস্থ্য পরীক্ষার মান, পরীক্ষাগারের কর্মীদের দক্ষতা ও মেডিকেল সেন্টারের পরিচ্ছন্নতা সংক্রান্ত বিষয়াদি সরেজমিনে পরিদর্শন করে প্রতি বছর অন্যূন একবার কিংবা প্রয়োজনে একাধিকবার পরিদর্শন শেষে মতামতসহ রিপোর্ট প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে। কোন মেডিকেল সেন্টারের বিরুদ্ধে অনিয়ম ও অদক্ষতার অভিযোগের সত্যতা পাওয়া গেলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের জামানত বাজেয়াপ্ত ও তালিকাভুক্তি বাতিলসহ প্রচলিত আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

১১.২ বিশেষজ্ঞ কমিটি নিম্নরূপভাবে গঠিত হবেঃ

| | | |
|---|---|---|
| (১) | অতিরিক্ত সচিব/ যুগ্ম-সচিব (মনিটরিং এন্ড এনফোর্সমেন্ট), প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় | সভাপতি |
| (২) | উপ-সচিব (সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ | সদস্য |
| (৩) | উপ-পরিচালক (হাসপাতাল-১), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর | সদস্য |
| (৪) | চিফ টেকনিক্যাল ম্যানেজার, NEMEW&TC, ঢাকা | সদস্য |
| (৫) | ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের দুইজন প্রতিনিধি (একজন Pathologist ও একজন Radiologist) | সদস্য |
| (৬) | উপ-সচিব (মনিটরিং/ এনফোর্সমেন্ট), প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় | সদস্য-সচিব |

১১.৩ বিভিন্ন দেশের সরকার বা সংস্থা কর্তৃক তাদের তালিকাভুক্ত মেডিকেল সেন্টার পরিদর্শনের ব্যবস্থা অব্যাহত থাকবে।

**১২। মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক সহযোগিতা**

১২.১ প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এতদসংক্রান্ত যাবতীয় প্রশাসনিক কার্যাদি সম্পন্ন করবে।

১২.১ মেডিকেল সেন্টার কর্তৃক স্থাপিত অভিযোগ বাক্সে প্রাপ্ত অভিযোগ এবং অনলাইন অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থার (Grievance Redress system) মাধ্যমে প্রাপ্ত অভিযোগ মন্ত্রণালয় কর্তৃক নিয়মিত মনিটরিং ও নিস্পত্তি করা হবে।

**১৩। মেডিকেল সেন্টার কর্তৃক সংঘটিত অনিয়ম ও তার বিরুদ্ধে প্রতিকারঃ-**

১৩.১ তালিকাভুক্ত মেডিকেল সেন্টারের স্বাস্থ্য পরীক্ষা সংক্রান্ত প্রদত্ত রিপোর্টে কোন ভুল তথ্য, অসম্পূর্ণ অথবা অদক্ষ স্বাস্থ্য পরীক্ষার কারণে কিংবা কর্মী বিদেশে পুনঃস্বাস্থ্য পরীক্ষার পর বাংলাদেশে সম্পাদিত মেডিকেল টেস্ট ভুল বিবেচিত হওয়ায় কর্মী বিদেশে Medically Unfit হলে (সুপ্ত অবস্থায় থাকে এমন রোগের কারণ ব্যতীত) অথবা কর্মী দেশে ফেরত আসলে কর্মীকে সরকার নির্ধারিত হারে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবে।

১৩.২ তালিকাভুক্ত মেডিকেল সেন্টারের বিরুদ্ধে অসততা বা অদক্ষতার অভিযোগ প্রমাণিত হলে জামানত বাজেয়াপ্তসহ মেডিকেল সেন্টারের তালিকাভুক্তি দুই বছরের জন্য স্থগিত করা হবে। পরবর্তীতে একই অপরাধের পুনরাবৃত্তির ক্ষেত্রে তালিকাভুক্তি বাতিল করা হবে। প্রয়োজনে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

১৩.৩ গন্তব্য দেশের সরকার কর্তৃক তালিকাভুক্ত মেডিকেল সেন্টার কর্তৃক প্রদত্ত ডাক্তারী পরীক্ষায় অনিয়ম, অদক্ষতা ও ভুলের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দেশের নীতিমালায় যে সকল শাস্তি এবং ক্ষতিপূরণের বিধান রয়েছে তা অব্যাহত থাকবে।

**১৪। স্বাস্থ্য পরীক্ষার রিপোর্টের মেয়াদকাল**

মেডিকেল সেন্টার কর্তৃক প্রদত্ত কর্মীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার রিপোর্টের কার্যকারিতা ৩ (তিন) মাস পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। তবে মেডিকেল সেন্টারসমূহ উক্ত রিপোর্ট অন্যূন ৩ (তিন) বৎসর পর্যন্ত সংরক্ষণ করবে।

**১৫। গন্তব্য দেশ কর্তৃক নতুন কোন শর্ত আরোপিত হলে বাধ্যবাধকতা**

চাকুরী প্রদানকারী কোন দেশ যদি স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য নতুন কোন শর্ত আরোপ করে তবে তালিকাভুক্ত মেডিকেল সেন্টারকে তা প্রতিপালন করতে হবে।

**১৬। পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা সংশোধন**

সরকার সময় সময় এ নীতিমালার যে কোন পরিবর্তন/পরিবর্ধন/সংশোধন করতে পারবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

**(রৌনক জাহান)**
সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।

**পরিশিষ্ট-১**

**মেডিকেল সেন্টার তালিকাভুক্তির আবেদন**

১। আবেদনকারীর নাম :

২। পিতার নাম :

৩। মাতার নাম :

৪। স্থায়ী ঠিকানা :

৫। বর্তমান ঠিকানা :

৬। শিক্ষাগত যোগ্যতা :

৭। জন্ম তারিখ :

৮। পেশা :

৯। মেডিকেল সেন্টারের নাম :

১০। মেডিকেল সেন্টারের ঠিকানা :

১১। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত লাইসেন্স নম্বর ও তার মেয়াদকাল (লাইসেন্সের সত্যায়িত কপি সংযুক্ত করতে হবে):

১২। বাংলাদেশ আণবিক শক্তি কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত এক্সরে ইউনিটের লাইসেন্সের বিবরণ (লাইসেন্সের সত্যায়িত কপি সংযুক্ত করতে হবে) :

১৩। মেডিকেল সেন্টারের জনবলের শিক্ষাগত যোগ্যতাসহ বিবরণ (নিয়োগপত্রের সত্যায়িত কপি সংযুক্ত করতে হবে):

১৪। মেডিকেল সেন্টারের বিভিন্ন কক্ষের বর্ণনা (লে-আউট সংযোজন করতে হবে):

১৫। মেডিকেল সেন্টারের বিভিন্ন যন্ত্রপাতির বিবরণ (প্রয়োজনে আলাদা কাগজ ব্যবহার করা যাবে):

১৬। Clinical waste disposal সুবিধার বর্ণনা এবং সনদ (সনদের সত্যায়িত কপি সংযোজন করতে হবে):

১৭। মেডিকেল সেন্টারে বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা সংক্রান্ত নীতিমালা, ২০০৮ (সংশোধিত)-তে বর্ণিত স্বাস্থ্য পরীক্ষার সুবিধাদি আছে কিনা (সুবিধাদির বিশদ বর্ণনা করতে হবে। প্রয়োজনে আলাদা কাগজ ব্যবহার করা যাবে):

আমি দৃঢ়ভাবে জানাচ্ছি যে, উপরে বর্ণিত সকল তথ্য সঠিক। আমি সরকারের সকল নিয়ম-কানুন প্রতিপালন করে মেডিকেল সেন্টারের কার্যক্রম পরিচালনা করতে বাধ্য থাকব।

আবেদনকারীর নাম ও স্বাক্ষর

**পরিশিষ্ট-১**

## Health Examination Report

Photo & Seal

Serial No:

Date of Exam:

### A. Personal Information:

Full Name:

Nationality: Date of Birth:

Passport No: Place of issue:

NID No: BMET smart card No:

Position applied for: Destination Country:

Address:

### B. Physical Report:

Height: cm Weight: kg Blood pressure: mm of Hg

Visual Accurity: Right eye: Left eye:

Color vision: Right eye: Left eye:

Hernia: Epilepsy:

### C. Laboratory Report:

Blood: (* If required)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Blood group: | | Urea: | |
| Haemoglobin: | | S. creatinine: | |
| TC: | | FBS & PPBS*: | |
| DC: | | | |

Urine for RME:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Glucose: | | RBC: | |
| Albumin: | | WBC: | |
| Pregnancy Test: | | | |

*Pregnancy test (Latex & Strip method; Serum Beta-HCG if positive) is for female workers only

Stool for RME:

| |
|---|
| |
| |

**D. Radiology Report (X-ray Chest P/A View & others*):**

| |
|---|
| |
| |
| |

(* If required)

**E. Communicable Diseases & DOPE Test Report:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hepatitis B & C (ELISA): | | HIV1 & HIV2(ELISA) | |
| VDRL Test & TPHA: | | Malarial parasite (RDT) | |
| DOPE test(Opiate): | | DOPE test (Cannabis): | |
| DOPE test (Amphetamine): | | | |

**F. DOPE Test Report:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Opiate: | | Cannabis: | |
| Amphetamine: | | | |

G. **Summary & Recommendation (Mentionins Fit/ Unfit for the job):**

| |
|---|
| |
| |
| |
| |
| |
| |

Signature of Clinic Authority

BMET Regn. No: …………………………..

Seal of the Medical Centre

Signature of the Doctor

BMDC Regn. No: …………………………..

Seal of the Doctor (with name)

Note 1: Stamp of the medical centre/ Clinic on the photo is required. Clinical authority and Doctor should sign the report.

Note 2: The medical report and X-ray should be submitted to the health authority of the country of destination (CoD)

**পরিশিষ্ট-৩**

## কর্মীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্য

(অনলাইনে বি.এম.ই.টি-তে প্রেরণের জন্য)

পদের নাম : ........................................................................................................................

| ক্রমিক নং | কর্মীর নাম | পিতা ও মাতার নাম | স্থায়ী ঠিকানা | পাসপোর্ট নম্বর | এন.আই.ডি নম্বর | শারীরিক অনুপযুক্ততা থাকলে তার বর্ণনা | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
| | | | | | | | |

# বাংলাদেশ গেজেট

**অতিরিক্ত সংখ্যা**

**কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত**

**বুধবার, ডিসেম্বর ১২, ২০১৮**


গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

**প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়**

**কল্যাণ শাখা**

**প্রজ্ঞাপন**

তারিখ : ০৫ অগ্রহায়ণ ১৪২৫ বঙ্গাব্দ/১৯ নভেম্বর ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

**বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (অনিবাসী বাংলাদেশি) নির্বাচন নীতিমালা, ২০১৮**

নং ৪৯.০০.০০০০.০২৪.০০.০২৮.১৮.৯২৮-যেহেতু, বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ অনিবাসী বাংলাদেশিদের প্রেরিত অর্থ হইতে অর্জিত হয়; এবং

যেহেতু, দেশের অর্থনীতিতে তাঁহাদের এই গুরুত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ সরকার প্রতিবৎসর অনিবাসী বাংলাদেশিদের মধ্য হইতে গুরুত্বপূর্ণ অনিবাসী বাংলাদেশিগণকে (Important Non Resident Bangladeshn) বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (অনিবাসী বাংলাদেশি) নির্বাচনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে;

সেহেতু, উক্ত উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার এতদ্‌দ্বারা নিম্নরূপ নীতিমালা (Policy) প্রণয়ন করিল, যথা :-

১। **শিরোনাম**।-এই নীতিমালা বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (অনিবাসী বাংলাদেশি) নির্বাচন নীতিমালা, ২০১৮ নামে অভিহিত হইবে।

২। **বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (অনিবাসী বাংলাদেশ) এর শ্রেণিবিন্যাস ও সংখ্যা**।- বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (অনিবাসী বাংলাদেশি) অতঃপর সিআইপি (এনআরবি) বলিয়া উল্লিখিত, নির্বাচনের শ্রেণিবিন্যাস ও সংখ্যা হইবে নিম্নরূপ, যথা :-

| ক্রঃ নং | সিআইপি (এনআরবি) নির্বাচনের শ্রেণিবিন্যাস | সংখ্যা |
|---|---|---|
| (১) | বাংলাদেশে শিল্পক্ষেত্রে সরাসরি বিনিয়োগকারী অনিবাসী বাংলাদেশি | সর্বোচ্চ ০৫ জন |
| (২) | বাংলাদেশ বৈধ চ্যানেলে সর্বাধিক বৈদেশিক মুদ্রা প্রেরণকারী অনিবাসী বাংলাদেশি | সর্বোচ্চ ৭৫ জন |
| (৩) | বিদেশে বাংলাদেশি পণ্যের আমদানিকারক অনিবাসী বাংলাদেশি | সর্বোচ্চ ১০ জন |

৩। **সিআইপি (এনআরবি) [বাংলাদেশে শিল্পক্ষেত্রে সরাসরি বিনিয়োগকারী] নির্বাচনের যোগ্যতা**।-বাংলাদেশে শিল্পক্ষেত্রে সরাসরি বিনিয়োগকারী সিআইপি (এনআরবি) নির্বাচনের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত নির্ণায়কগুলি বিবেচনা করা হইবে, যথা :-

(১) বিবেচ্য বৎসরের জন্য পূর্ববর্তী অর্থ বৎসরে অনিবাসী বাংলাদেশি কর্তৃক বাংলাদেশের শিল্পখাতে সরাসরি বিনিয়োগের পরিমাণ;

(২) শিল্প খাতে মূলধন হিসাবে ০৩ (তিন) লক্ষ মার্কিন ডলার সমপরিমাণ বা তদূর্ধ্ব পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা বিনিয়োগ: এবং

(৩) শিল্প প্রতিষ্ঠানটি বাস্তবায়নাধীন হইলে যন্ত্রপাতি প্রেরণের প্রমাণপত্র যেমন-বিল অব ল্যাডিং বিল অব এন্ট্রি, লেটার অব ক্রেডিট ইত্যাদিতে উল্লিখিত বৈদেশিক মুদ্রার লেনদেনের পরিমাণ।

৪। **সিআইপি (এনআরবি) [বাংলাদেশে বৈধ চ্যানেলে সর্বাধিক বৈদেশিক মুদ্রা প্রেরণকারী] নির্বাচনের যোগ্যতা**।-বাংলাদেশে বৈধ চ্যানেলে সর্বাধিক বৈদেশিক মুদ্রা প্রেরণকারী সিআইপি (এনআরবি) নির্বাচনের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত নির্ণায়কগুলি বিবেচনা করা হইবে, যথা :-

(১) বিবেচ্য বৎসরের জন্য পূর্ববর্তী অর্থ বৎসরে বাংলাদেশে বৈধ চ্যানেল প্রেরিত অপ্রত্যাবাসনযোগ্য বৈদেশিক মুদ্রার পরিমাণ; এবং

(২) অপ্রত্যাবাসনযোগ্য ন্যূনতম ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) মার্কিন ডলার সমপরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা ব্যাংকসহ অন্যান্য বৈধ চ্যানেলের মাধ্যমে বাংলাদেশে প্রেরণ।

৫। **সিআইপি (এনআরবি) [বিদেশে বাংলাদেশি পণ্যের আমদানিকারক] নির্বাচন যোগ্যতা**।-বিদেশে বাংলাদেশি পণ্যের আমদানিকারক সিআইপি (এনআরবি) নির্বাচনের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত নির্ণায়কগুলি বিবেচনা করা হইবে, যথা :-

(১) বিবেচ্য বৎসরের পূর্ববর্তী অর্থ বৎসরে উক্ত অনিবাসী বাংলাদেশি কর্তৃক বাংলাদেশ হইতে যে পরিমাণ অর্থের পণ্য আমদানি করা হইয়াছে উহার পরিমাণ;

(২) বিবেচ্য বৎসরে ন্যূনতম ০৩ (তিন) লক্ষ মার্কিন ডলার সমপরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রার Free on Board (FOB) বাংলাদেশি পণ্য আমদানি করিতে হইবে।

(৩) পিআরসি (Proceeds Realisation Certificate ) এর মাধ্যমে আমদানির পরিমাণ; এবং

(৪) অধিক মূল্য সংযোজন সম্পন্ন পণ্য (Higher Value Added Product) ও পণ্য আমদানিকারককে অগ্রাধিকার প্রদান।

৬। **সিআইপি (এনআরবি) নির্বাচনের অযোগ্যতা**।-নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে কোন সিআইপি (এনআরবি) হিসাবে নির্বাচিত হইবার অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে, যথা :-

(১) সিআইপি (এনআরবি) হিসাবে নির্বাচিত হইবার জন্য আবেদনকারী ঋণখেলাপি হইলে; অথবা

(২) বৈদেশিক ক্রেতার সঙ্গে বাণিজ্য বিরোধ (বাণিজ্য বিরোধ সংক্রান্ত তথ্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সরবরাহ করিবে) থাকিলে এবং আবেদনকারী উক্ত বিরোধ সমাধানে আগ্রহী না হইলে বা দীর্ঘসূত্রিতার পন্থা অবলম্বন করিলে; অথবা

(৩) আবেদনকারী আদালত কর্তৃক সাজাপ্রাপ্ত হইলে এবং সাজা ভোগ করিবার পর পাঁচ বৎসর সময় অতিবাহিত না হইলে কিংবা অন্য কোন কারণে অবাঞ্ছিত ব্যক্তি হিসাবে বিবেচিত হইলে; অথবা

(৪) সিআইপি (এনআরবি) হিসাবে নির্বাচিত হইবার জন্য আবেদনকারী ভুল তথ্য প্রদান করিলে এবং যদি উক্ত ভুল প্রমাণিত হয় তাহা হইলে কোন ব্যক্তি সিআইপি (এনআরবি) হিসাবে নির্বাচিত হইয়া থাকিলেও তাহা বাতিল গণ্য হইবে এবং ইহা ছাড়াও তিনি ভবিষ্যতে সিআইপি (এনআরবি) হিসাবে নির্বাচিত হইবার জন্য আবেদন করিতে পারিবেন না; অথবা

(৫) আবেদনকারীর বাংলাদেশে Tin/E-Tin না থাকিলে এবং তিনি করখেলাপী হইলে।

৭। **সিআইপি (এনআরবি) নির্বাচনের প্রক্রিয়া**।-প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ২ (দুই) টি কমিটির মাধ্যমে সিআইপী (এনআরবি) নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করিবে :

**(ক) প্রাথমিক বাছাই কমিটি :**

| ক্রঃ নং | কর্মকর্তার পদবি ও কর্মস্থল | কমিটির পদ |
|---|---|---|
| ০১ | অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব (অভিবাসী কল্যাণ), প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় | সভাপতি |
| ০২ | জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো এর প্রতিনিধি | সদস্য |
| ০৩ | ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের প্রতিনিধি | সদস্য |
| ০৪ | উপসচিব (কল্যাণ), প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় | সদস্য |
| ০৫ | সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব (কল্যাণ), প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় | সদস্য-সচিব |

প্রাথমিক বাছাই কমিটি প্রাপ্ত আবেদনপত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক তালিকা প্রস্তুত করিয়া প্রাথমিকভাবে বাছাইকৃত তালিকাভুক্ত আবেদনকারী সম্পর্কে অনাপত্তি/মতামতের জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও সংশ্লিষ্ট বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনে এবং ঋণ খেলাপি/হুন্ডি সংক্রান্ত/বাণিজ্য বিরোধ সংক্রান্ত অভিযোগ সম্পর্কিত তথ্যের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রেরণ করিবে।

**(খ) চূড়ান্ত বাছাই কমিটি :**

| ক্রঃ নং | কর্মকর্তার পদবি ও কর্মস্থল | কমিটির পদ |
|---|---|---|
| ০১ | সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় | সভাপতি |
| ০২ | অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব (অভিবাসী কল্যাণ), প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় | সদস্য |
| ০৩ | মহাপরিচালক, জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো | সদস্য |
| ০৪ | মহাপরিচালক, ওয়েজ আর্নাস কল্যাণ বোর্ড | সদস্য |
| ০৫ | স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এর যুগ্মসচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা | সদস্য |
| ০৬ | পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এর মহাপরিচালক পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা | সদস্য |
| ০৭ | বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এর যুগ্মসচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা | সদস্য |
| ০৮ | বাংলাদেশ ব্যাংক এর ডিজিএম পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা | সদস্য |
| ০৯ | জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর কমিশনার পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা | সদস্য |
| ১০ | বিনিয়োগ বোর্ড এর পরিচালক পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা | সদস্য |
| ১১ | উপসচিব (কল্যাণ), প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় | সদস্য-সচিব |

চূড়ান্ত বাছাই কমিটি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশন হইতে প্রাপ্ত মতামত/অনাপত্তি/তথ্যাদির ভিত্তিতে সিআইপি (এনআরবি) নির্বাচনের লক্ষ্যে আবেদনকারীর চূড়ান্ত তালিকা প্রণয়ন করিবে।

প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় চূড়ান্ত বাছাই কমিটি কর্তৃক প্রণীত তালিকা মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সুপারিশ গ্রহণের লক্ষ্যে প্রেরণ করিবে। অতঃপর মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সুপারিশসহ সিআইপি (এনআরবি) নির্বাচনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রহ অনুমোদন গ্রহণ করিবে। অতঃপর নির্বাচিত সিআইপি (এনআরবি) এর প্রজ্ঞাপন জারির উদ্যোগ গ্রহণ করিবে।

৮। **সিআইপি (এনআরবি) নির্বাচনের বিজ্ঞাপন প্রকাশ**।-(১) বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহে এবং বাংলাদেশের প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় বিজ্ঞাপন প্রকাশের মাধ্যমে সিআইপি (এনআরবি) নির্বাচনের জন্য আবেদনপত্র আহবান করিতে হইবে।

২। উক্ত বিজ্ঞাপন এ মন্ত্রণালয়, বিএমইটি, ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড এবং বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহের ওয়েবসাইটে প্রচার করিতে হইবে।

৯। **সিআইপি (এনআরবি) নির্বাচিত হইবার জন্য আবেদন**।-অনুচ্ছেদ ৩, ৪ এবং ৫নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত সিআইপি (এনআরবি) [বাংলাদেশে শিল্পক্ষেত্রে সরাসরি বিনিয়োগকারী/বাংলাদেশে বৈধ চ্যানেলে সর্বাধিক বৈদেশিক মুদ্রা প্রেরণকারী/বিদেশে বাংলাদেশি পণ্যের আমদানিকারক] নির্বাচিত হইবার জন্য-

(১) বিজ্ঞাপনে নির্ধারিত তারিখের মধ্যে আগ্রহী আবেদনকারীগণকে নির্ধারিত ফরমে বা অনলাইনে আবেদন দাখিল করিতে হইবে; এবং

(২) আবেদনকারীগণ অনলাইনে আবেদন দাখিলের পর উক্ত আবেদনের ০২ (দুই) সেট হার্ডকপি সরাসরি এ মন্ত্রণালয়ে/বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনে প্রেরণ করিবে।

১০। **সিআইপি (এনআরবি) নির্বাচন ক্যালেন্ডার**।-নিম্নবর্ণিত ক্যালেন্ডার মোতাবেক সিআইপি, (এনআরবি) নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হইবে :

| ক্রঃ নং | কার্যক্রমের বিবরণ | সময়সূচি |
|---|---|---|
| ০১ | বিজ্ঞপ্তি প্রচার, দরখাস্ত আহবান ও গ্রহণ | ১-৩০ সেপ্টেম্বর |
| ০২ | প্রাথমিক বাছাই কমিটি কর্তৃক বাছাই প্রক্রিয়া সম্পন্নকরণ | ০১-২০ অক্টোবর |
| ০৩ | প্রাথমিক বাছাইকৃত তালিকাভুক্ত আবেদনকারী সম্পর্কে অনাপত্তি/মতামতের জন্য ক্ষেত্রমত স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ব্যাংক, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এবং সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশ মিশনের নিকট প্রেরণ | ২১-৩১ অক্টোবর |
| ০৪ | স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ব্যাংক ও সংশ্লিষ্ট বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহ হইতে অনাপত্তি/মতামত প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ | ১-৩০ নভেম্বর |
| ০৫ | এ মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্বাচন প্রক্রিয়া চূড়ান্তকরণ এবং সুপারিশ গ্রহণের লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ | ১-১৫ ডিসেম্বর |
| ০৬ | মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সুপারিশ গ্রহণ | ১৬-৩১ ডিসেম্বর |
| ০৭ | সিআইপি (এনআরবি) নির্বাচনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রহ অনুমোদন গ্রহণ | ১-১৫ জানুয়ারি |
| ০৮ | নির্বাচিত সিআইপি (এনআরবি) তালিকার প্রজ্ঞাপন জারিকরণ | ১৬-৩১ জানুয়ারি |

১১। **নির্বাচিত সিআইপি (এনআরবি) এর তালিকার প্রজ্ঞাপন প্রকাশ**।-(১) নির্বাচিত সিআইপি (এনআরবি) এর তালিকা প্রজ্ঞাপন জারির মাধ্যমে প্রকাশ করা হইবে।

(২) নির্বাচিত সিআইপি (এনআরবি) কে প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধার মেয়াদ প্রজ্ঞাপন জারির তারিখ হইতে ০২ (দুই) বৎসরের জন্য কার্যকর থাকিবে।

(১২) **সিআইপি (এনআরবি) নির্বাচনের অন্যান্য বিষয়।**-(১) সিআইপি (এনআরবি) এর নির্বাচনের প্রাথমিক তালিকা প্রস্তুত করিবার পর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ব্যাংক ও বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহ হইতে অনাপত্তি/মতামত গ্রহণ করিতে হইবে। তবে এক মাসের মধ্যে চাহিত অনাপত্তি/মতামত পাওয়া না গেলে সিআইপি হইবার জন্য সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীর বিরুদ্ধে কোন আপত্তি নাই বলিয়া গণ্য করা হইবে।

(২) কোন অনিবাসী বাংলাদেশি একই সাথে একাধিক ক্যাটাগরিতে সিআইপি (এনআরবি) নির্বাচিত হইয়া থাকিলে তাঁহার ইচ্ছা অনুযায়ী তিনি যে কোন একটির জন্য নির্বাচিত হইবেন।

(৩) সিআইপি (এনআরবি) এর পরিচয়পত্রের মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার পর উহা এক সপ্তাহের মধ্যে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়/সংশ্লিষ্ট বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনে জমা দিতে হইবে।

১৩। **নির্বাচিত সিআইপি (এনআরবি) এর প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধা।**- (১) নির্বাচিত সিআইপি (এনআরবি) কে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় হইতে সরকার অনুমোদিত পরিচয়পত্র প্রদান করা হইবে।

(২) সিআইপি (এনআরবি) তাঁহার পরিচয়পত্রের মেয়াদকালীন সময়ে বাংলাদেশ সচিবালয়ে প্রবেশের জন্য প্রবেশপত্র পাইবেন।

(৩) সিআইপি (এনআরবি) সরকার কর্তৃক নিয়োজিত সংশ্লিষ্ট বিষয়ক নীতি নির্ধারণী কমিটিতে সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হইবার ক্ষেত্রে যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারিবেন।

(৪) দেশে ও বিদেশে উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে সিআইপি (এনআরবি) অগ্রাধিকার পাইবেন।

(৫) সিআইপি (এনআরবি) বিজয় দিবস, স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস, ঈদ-উল-ফিতর, ঈদ-উল-আযহা, একুশে ফেব্রুয়ারি, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ দিবস উপলক্ষে বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহ কর্তৃক আয়োজিত অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হইবেন।

(৬) ব্যবসা সংক্রান্ত ভ্রমণে বিমান, রেল, সড়ক ও জলযানে আসন সংরক্ষণের ক্ষেত্রে সিআইপি (এনআরবি) অগ্রাধিকার পাইবেন।

(৭) সিআইপি (এনআরবি) তাঁহার নিজ স্ত্রী, পুত্র, কন্যা ও নিজের চিকিৎসার জন্য সরকারি হাসপাতালে কেবিন সুবিধা প্রাপ্তিতে অগ্রাধিকার পাইবেন।

(৮) সিআইপি (এনআরবি) বাংলাদেশ বিনিয়োগ করিলে বিদেশি বিনিয়োগকারীদের অনুরূপ সুযোগ-সুবিধা পাইবেন এবং তাঁহার বিনিয়োগ Foreign Private Investment (Promotion and Protection) Act, 1980 (Act No. XI of 1980) এর বিধান অনুসারে সংরক্ষণ করা হইবে।

(৯) সিআইপি (এনআরবি) বিমানবন্দরে ভিআইপি লাউঞ্জ-২ ব্যবহার এবং স্পেশাল হ্যান্ডলিং এর সুবিধা পাইবেন।

(১০) সিআইপি (এনআরবি) বাংলাদেশে উপস্থিত থাকিলে বিভিন্ন জাতীয় অনুষ্ঠানে এবং সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক আয়োজিত নাগরিক সংবর্ধনায় আমন্ত্রণ পাইবেন।

১৪। **সিআইপি (এনআরবি) সম্পর্কিত সুযোগ-সুবিধা প্রত্যাহার।**-সরকার সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন জারির মাধ্যমে, কোন কারণ প্রদর্শন ব্যতীত, কোন ব্যক্তিকে প্রদত্ত সিআইপি (এনআরবি) সুযোগ-সুবিধা প্রত্যাহার করিতে পারিবে।

১৫। ইতিপূর্বে জারিকৃত সিআইপি নির্বাচন সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন নং ৪৯.০০.০০০০.২০১.০৩৭.১৪-১৪৪, তারিখঃ ০৭ মে, ২০১৫ এতদ্দ্বারা বাতিল করা হইল। তবে পূর্ববর্তী নীতিমালার আলোকে চলমান কার্যক্রম উক্ত নীতিমালা অনুযায়ী সম্পন্ন করিতে হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

**কাঞ্চন বিকাশ দত্ত**
সহকারী সচিব

# বাংলাদেশ গেজেট

**অতিরিক্ত সংখ্যা**
**কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত**

**বৃহস্পতিবার, মে ১০, ২০১৮**

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
**প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়**
**অভিবাসী কল্যাণ অধিশাখা**

**প্রজ্ঞাপন**

তারিখ : ০৭ মে, ২০১৮খ্রিঃ

নং ৪৯.০০.০০০০.০২৪.০০.০২৭.১৫.৩৯১– বাংলাদেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ সরকার ২০১৬ সালের জন্য "বাংলাদেশে বৈধ চ্যানেলে সর্বাধিক বৈদেশিক মুদ্রা প্রেরণকারী অনাবাসি বাংলাদেশি" ক্যাটিগরিতে ২৯ (উনত্রিশ) জন এবং "বিদেশে বাংলাদেশি পণ্যের আমদানিকারক অনাবাসি বাংলাদেশি" ক্যাটাগরিতে ০৬ (ছয়) জনসহ নিম্নোক্ত ৩৫ (পঁয়ত্রিশ) জনকে বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (অনাবাসি বাংলাদেশি) হিসাবে নির্বাচন করিয়াছে:

**বাংলাদেশে বৈধ চ্যানেলে সর্বাধিক বৈদেশিক মুদ্রা প্রেরণকারী অনাবাসি বাংলাদেশি :**

| ক্রঃ নং | নাম, পিতা/স্বামী/মাতার নাম ও পাসপোর্ট নম্বর | বর্তমান ঠিকানা | বাংলাদেশের ঠিকানা |
|---|---|---|---|
| 01. | Mossammet Jasmin Akter<br>Spouse: Mohammed Mahabub Alam,<br>Mother: Fatema Begum<br>Passport-AE 4372905 | New Max Trading LLC, AL Nakheel Road, P.O Box 90812, Deira, Dubai, UAE. | Dhanua Khola Baro Bari,<br>Post: Sharat Nagar<br>Kotwali, Comilla. |
| 02. | Mr. Mohammed Mahtabur Rahman<br>Father: Late Kazi Abdul Haque<br>Mother : Late Rukia Begum<br>Possport-505702545 | Al Haramani Perfumes LLC<br>P.O Box No-13754<br>Deira, Dubai, UAE. | Kazi Bhaban,<br>House No-9<br>Road-3, Purabi Residential Area<br>Islampur,<br>Shaporan,<br>Sylhet-3100. |

| ক্রঃ নং | নাম, পিতা/স্বামী/মাতার নাম ও পাসপোর্ট নম্বর | বর্তমান ঠিকানা | বাংলাদেশের ঠিকানা |
|---|---|---|---|
| 03. | Mr. Mohammed Ismail<br>Father: Ula Miah<br>Mother : Salma Khatun<br>Passport-BB 0521109 | "SAMAH"<br>P.O Box No-95371<br>Shop # M44<br>Abu Hail Center<br>Deira, Dubai, UAE. | House of Ismail, Bara Bazar, Peskar Para, Cox's Bazar Pourasava Sadar, Cox's Bazar. |
| 04. | Mr. Mohammed Jashim Uddin<br>Father: Jabal Hossain<br>Mother : Monju Akter<br>Passport-AF 5914691 | Al Marmum, Al Lisaily Dubai, Alain high way, Dubai, UAE. | Khalil Talukdar Bari East Charandwip, Charandwip, Boalkhali, Chittagong. |
| 05. | Mr. Mohammed Hashim<br>Father: Abdul Manik<br>Mother: Amirunnessa<br>Passport: BB 0295271 | Talk of the Town<br>Real Estate<br>Phoenix Hotel<br>P.O Box No-39674,<br>Deira, Dubai, UAE | 20/1 South Kalimabad PO: Moulvibazar, PS: Moulvibazar, Dist: Moulvibazar. |
| 06. | Mr. Nurul Alam<br>Father: Abdur Rahman Mistry<br>Mother: Nazma Khatun<br>Passport: AC 5406870, | C/O Alam Group of Companies P.O Box No 71895, Abu Dhabi, UAE | House-11/A<br>Road-02, Road-68<br>Gulshan-2, Dhaka. |
| 07. | Mr. A H M Tajul Islam<br>Father: Late Abdul Gani Sarker<br>Mother-Jamila Khatun<br>Passport: AB 8290516 | Golden Century Parts Co, LLC.<br>P.O Box No-70001<br>Abudhabi, UAE. | House-6A, Flat-B2, Road-68, Sugandha R/A, Panchlaish, Chittagong |
| 08. | Mr. Rakhal Kumar Gope<br>Father: Debendra Chandra Gope<br>Mother: Manodha Mohi Gope<br>Passport-AB 3049533 | Al Amwaj Bldg.<br>Maint.Est<br>P.O Box No-21394<br>Al Shuwaheen Area<br>Gulf Sail Realstate,<br>Flat-101<br>Sharjah, UAE. | Nowagar Rakhal Kumar Gope Bari Jalsukha, Ajmirigonj, Habigonj. |
| 09. | Mr. Abul Kalam<br>Father : Ali Hossain<br>Mother : Safera Begum<br>Passport-AC 6384830 | Star Gold Electronics Co. LLC, P.O Box No-92086<br>Al Nakheel Road,<br>Deira, Dubai, USE. | Village: Dhanuakhala, P.S: Sharat Nagar<br>Upzilla: Kotwali<br>District: Comilla. |
| 10. | Mr. Abdul Gani Chowdhury<br>Father: Anisul Hoque Chowdhury<br>Mother : Luthfur Nessa<br>Passport-AA 3785924 | Chowdhury Embroideries MFG (LLC)<br>P.O Box No-89605,<br>Dubai UAE. | House-10/2<br>Road-Senpara Parbata<br>PO-Mirpur-1216.<br>Dhaka. |

| ক্রঃ নং | নাম, পিতা/স্বামী/মাতাা নাম ও পাসপোর্ট নম্বর | বর্তমান ঠিকানা | বাংলাদেশের ঠিকানা |
|---|---|---|---|
| 11. | Mr. Mohammed Ali<br>Father : Mohammed Nurul Alam<br>Mother : Amatun Nur Begum<br>Passport-AB 4011605 | M/S. Birds Electro-Mechanical Cont. Co LLC.<br>Post Box-27629<br>Abu Dhabi, UAE. | C/O Baitus Shafar Masjid Bari<br>Village: Middle Muhadevpur<br>Post & PS : Sitakund<br>District : Chittagong. |
| 12. | Mr. Morshedul Islam<br>Father : Kabir Ahmed<br>Mother : Laila Begum<br>Passport- BA 0177262 | Nasser Auto Electrical<br>Musaffah 07, Plot 30<br>Abu Dhabi, UAE. | West Guzara,<br>Ward No-8<br>Union No-11, Gujira,<br>Raozan, Chittagong. |
| 13. | Mr. Mohd Farid Ahmed<br>Father: Hajee Sultan Ahmed<br>Mother: Begum Islam Khatun<br>Passport: AD 6665318 | Flat-402, Building-179,<br>Khalifa Street Alain<br>Abu Dhabi, UAE. | Panchkhain<br>Dewanpur Raozan,<br>Chittagong. |
| 14. | Mr. Mohd Mosaddek Chowdhury<br>Father: Alhaj Abdur Rahman Chowdhury<br>Mother: Begum Islam Khatun<br>Passport : BE 0078325. | P.O Box No-82<br>Wadi Kabir<br>Postal Code 117<br>Sultanate Of Oman. | Village & PO :<br>Tekota<br>PS: Anawara<br>District : Chittagong. |
| 15. | Mr. Mohammed Ashrafur Rahman<br>Father: Muhammudur Rahman<br>Mother: Rezia Begum<br>Passport: AC 8180267 | Al Taj International<br>Tradg and Cont. Co LLC<br>PO Box No-397<br>Postel Code-112<br>Ruwi Muscat<br>Sultanate of Oman. | Village: Gorchi<br>P.O: Dewanpur.<br>P.S Raozan<br>District: Chittagong |
| 16. | Mr. Mohammed Shamsul Azim<br>Father : Wahab Meah<br>Mother : Mariyam Begum,<br>Passport: AD 6016716 | P.O Box No-1224<br>Postal Code-112<br>Ruwi, Sultanate of Oman. | North Guzra,<br>P.O: North Guzra<br>P.S: Raozan<br>District: Chittagong. |
| 17. | Mr. Mohammed Yaseen Chowdhury<br>Father: Mohammed Musa Chowdhury<br>Mother: Khorshida Begum<br>Passport: AD 6326989 | P.O Box No-1228<br>Postal Code-121, Seeb<br>Sultanat of Oman. | South Shartha<br>P.O: Gohira<br>P.S: Raozan<br>District: Chittagong. |
| 18. | Hafez Mohammed Idris<br>Father: Late Mvi Moklesur Rahman<br>Mother: Feroza Begum<br>Passport : AB 8408021 | P.O Box No- 450,<br>PC-411, Sur, Sultanat of Oman. | Garangia, Satkania,<br>Chittagong. |

| ক্রঃ নং | নাম, পিতা/স্বামী/মাতাা নাম ও পাসপোর্ট নম্বর | বর্তমান ঠিকানা | বাংলাদেশের ঠিকানা |
|---|---|---|---|
| 19. | Mr. Abdul Jalil<br>Father: Lokman Bhunyai<br>Mother: Ayesha Khatun<br>Passport: AF 1889348 | PO Box – 501 Sur<br>Post Cod-411, Sur<br>Sultanat of Oman. | Rahimpur,<br>Laxmipur Court<br>Laxmipur, Sadar,<br>Laxmipur. |
| 20. | Mr. Mohammed Abdul Rohim<br>Father-Alhaj Md. Moklesur Rahman<br>Mother-Late Mrs. Korful Nessa<br>Passport- AA 8510530 | 87, Long Wood<br>Gardens<br>Clay Hall, Ilford Essex<br>IG5 OEE, UK. | Village :Yusufngar<br>(Rathgow)<br>PO: Shamshergonj<br>Bazar,<br>PS: Moulvibazar,<br>District:Moulvibazar. |
| 21. | Mr. Mohammed Adnan Imam<br>Father: Chowdhury Fazle Imam<br>Mother: Nilofer Imam<br>Passport: 511130836 | 53 Kendal Street<br>London W2 2BP. | House-17, Road -55<br>Gulshan-2,<br>Dhaka-1212 |
| 22. | Mr. Mohammad Mohsin Alam<br>Father: Morshed Alam<br>Mother: Nurjahan Begum<br>Passport: 761218120 | Aerolex Logistics<br>175 Kineton Green<br>Road, Solihull, UK. | House-7, Road-5,<br>Block-F<br>Banani,<br>Dhaka |
| 23. | Mr. Md. Sajjad Hossain<br>Father : Md. Delwar Hossain<br>Mother: Shaheda Begum<br>Passport: AA 0965503 | System Engg &<br>Resources Pte Ltd.<br>No. 1 Soon Lee Street<br>Pioneer Center 04-01<br>Singapore-627605. | House-17, Road-3,<br>Block-C<br>Banasree Housing,<br>Rampura,<br>Dhaka-1219 |
| 24. | Mr. Ahmmad Al Zamam<br>Father : Mohd Noor Uz Zaman<br>Mother : Amena Zaman<br>Passport – BB 0310941 | General Manager &<br>CEO<br>Sonali Trade<br>International, W.L.L<br>Palm Tower-B,<br>Floor-2803, West Bay,<br>Doha, Qatar. | House-18, Road-09<br>Baridhara, Gulshan,<br>Dhaka |
| 25. | Mr. Mohd Abu Taleb<br>Father: Mokbul Ahmed<br>Mother: Hajera Khatoon<br>Passport- AD 9413354 | Photo World Co.<br>WLL, Rd No-23,<br>Indusrial Alarea<br>Doha, Qatar. | House-21A,<br>Road-2, Block-A<br>Chandgaon R/A,<br>Chittagong. |
| 26. | Mr. Abdul Aziz Khan<br>Father : Late Abul Hossain Khan<br>Mother : Surja Vhanu<br>Passport-AC5346284 | A.K. Real Estate WLL<br>P.O. Box No-17929<br>Doha, Qatar. | Rahman Colony,<br>Thanapara,<br>Post-Ishwardi<br>P.S-Ishwadi, District:<br>Pabna. |

| ক্রঃ নং | নাম, পিতা/স্বামী/মাতার নাম ও পাসপোর্ট নম্বর | বর্তমান ঠিকানা | বাংলাদেশের ঠিকানা |
|---|---|---|---|
| 27. | Mr. Shahid Hossain Jahangir<br>Father : Late Bazlur Rahman<br>Mother : Late Mafia Khatun<br>Passport-AA 3467389 | 16 Sunshine Avenue<br>Mitcham<br>Victoria-3132<br>Australia. | Apartment -5 d,<br>House – 13<br>Road-11 (new), 32 (old) Dhanmondi, Dhaka. |
| 28. | Mr. MD. Mahmudur Rahman Khan<br>Father: MD. Abdus Satter Khan<br>Mother : Salema Khatun<br>Passport-AB 8185229 | Flat-C, 46/F Tower-6<br>Park avenue, 18 Hoi Ting Road, Tai kok Tsui Kowloon<br>Hongkong. | Village: Rajarampur<br>P.S Shenbag<br>P.O: Shebar Hat<br>District: Noakhali. |
| 29. | Mr. Kazi Sharwar Habib<br>Father: Kazi Shajahan<br>Mother: Begum Hosneara Akhter<br>Passport-AA 7119004 | Tokya-1710014<br>Toshimaku<br>Ikebukuro-2-78-2, 303<br>Tokyo, Japan. | 48 Khan Khuti, East Kafrul<br>Dhaka Cantonment.<br>Dhaka-1216. |

**বিদেশে বাংলাদেশি পণ্যের আমদানিকারক অনাবাসি বাংলাদেশি :**

| ক্রঃ নং | নাম, পিতা/স্বামী/মাতার নাম ও পাসপোর্ট নম্বর | বর্তমান ঠিকানা | বাংলাদেশের ঠিকানা |
|---|---|---|---|
| 01. | Mr. Mohammed Selim<br>Father: Abdus Sabur<br>Mother: Rezia Begum<br>Passport-AA 7488492 | Al Falaq Trading Est<br>P.O Box No-32659<br>Al Jubail Street,<br>Industrial Area-02,<br>Sharjah, UAE. | South Pahartali,<br>Foteabad<br>Hathazari,<br>Chittagong. |
| 02. | Mr. Nurul Alam<br>Father: Abdur Rahman Mistry<br>Mother: Nazma Khatun<br>Passport-AC 5406870 | C/O Alam Group of Companies<br>P.O Box No-71895<br>Abu Dhabi, UAE. | House-11/A,<br>Road-02, Sugandha R/A, Panchlaish,<br>Chittagong. |
| 03. | Mr. A H Badar Uddin Chowdhury<br>Father: Al Haj Azizul Hoque Chowdhury<br>Mother: Rowshan Ara Begum<br>Passport-AG 1265776 | P.O Box No-91, Hay Al Mina, Postal Code-114<br>Sultanate Of Oman. | Village: Uttar Sonapahar<br>PS: Zorarganj,<br>Upazilla: Mirsarai<br>District: Chittagong. |
| 04. | Khan Md. Firoz Ul Alam<br>Father: Md. Shamsul Alam Khan<br>Mother: Firoza Begum<br>Passport-BE 0366105 | Russia, Moscow-119571, St. Akademika, Anokhina,<br>House-5, Korpus-1<br>Flat-216 | Village: Naldanga<br>P/O: Naldanga,<br>Rojbati Thana+Dist:<br>Jhenaidah. |

| ক্রঃ নং | নাম, পিতা/স্বামী/মাতার নাম ও পাসপোর্ট নম্বর | বর্তমান ঠিকানা | বাংলাদেশের ঠিকানা |
|---|---|---|---|
| 05. | Mr. Abul Kashem<br>Father: Hajee Abdur Razzak Sowdagar<br>Mother: Sabela Katun<br>Passport: AA 2410524 | Janata General Trading Co<br>Makka Street, Fahaheel, Kuwait. | Azgor Ali Sowdagar Bari,<br>South Madarsha Hathazari,<br>Chittagong. |
| 06. | Mr. Mohd Abu Taleb<br>Father: Mokbul Ahmed<br>Mother: Hajera Khatoon<br>Passport: AD 9413354 | Photo World Co. WLL<br>Rd No-18<br>Al Attiya Mark 6T<br>PO Box No-40906<br>Doha, Qatar. | House-21/A, Rd-02<br>Chandgaon R/A<br>Chittagong. |

২। বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (অনাবাসি বাংলাদেশি) নির্বাচন নীতিমালা ২০১৫ অনুযায়ী এই প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিত বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (অনাবাসি বাংলাদেশি) গণ প্রজ্ঞাপন জারির তারিখ হইতে ০১ (এক) বৎসর পর্যন্ত নিম্নবর্ণিত সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিতে পারিবেন:

(ক) তাঁহাদের অনুকূলে প্রদত্ত সিআইপি (এনআরবি) পরিচয়পত্রের মেয়াদকালীন সময়ে বাংলাদেশ সচিবালয়ে প্রবেশের জন্য প্রবেশপত্র পাইবেন।

(খ) সরকার কর্তৃক নিয়োজিত সংশ্লিষ্ট বিষয়ক নীতি নির্ধারণী কমিটিতে সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হইবার ক্ষেত্রে যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারিবেন।

(গ) দেশ ও বিদেশে উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে অগ্রাধিকার পাইবেন।

(ঘ) বিজয় দিবস, স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস, ঈদ-উল ফিতর, ঈদ-উল-আযহা, একুশে ফেব্রুয়ারি, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ও আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস ইত্যাদি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ দিবস উপলক্ষে বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহ কর্তৃক আয়োজিত অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হইবেন।

(ঙ) ব্যবসা সংক্রান্ত ভ্রমণে বিমান, রেল, সড়ক ও জলযানে আসন সংরক্ষণের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাইবেন।

(চ) তাঁহার স্ত্রী, পুত্র, কন্যা ও নিজের চিকিৎসার জন্য সরকারি হাসপাতালে কেবিন সুবিধা প্রাপ্তিতে অগ্রাধিকার পাইবেন।

(ছ) বাংলাদেশে বিনিয়োগ করিলে বিদেশী বিনিয়োগকারীদের অনুরূপ সুযোগ-সুবিধা পাইবেন এবং তাহাদের বিনিয়োগ Foreign Private Investment (Promotion and Protection) Act, 1980 (Act No. XI of 1980) এর বিধান অনুসারে সংরক্ষণ করা হইবে।

(জ) বিমান বন্দরে ভিআইপি লাউঞ্জ-"চামেলী" ব্যবহার এবং স্পেশাল হ্যান্ডলিং এর সুবিধা পাইবেন।

৩। বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (অনাবাসি বাংলাদেশি) তাঁর অনুকূলে প্রদত্ত পরিচয়পত্রের মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার পর এক সপ্তহের মধ্যে পরিচয়পত্রটি প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে জমা দিবেন।

৪। নির্ধারিত সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার পর বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (অনাবাসি বাংলাদেশি) গণের পরিচয়পত্রের অনুকূলে প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধা কোনক্রমেই দাবী করা যাইবে না।

৫। সরকার সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন জারির মাধ্যমে, কোন কারণ প্রদর্শন ব্যতীত বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (অনাবাসি বাংলাদেশি) এর অনুকূলে প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধা প্রত্যাহার করিতে পারিবে।

৬। জনস্বার্থে জারিকৃত এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

**কাঞ্চন বিকাশ দত্ত**
সহকারী সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
**প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়**
**প্রবাসী কল্যাণ ভবন**
৭১-৭২, পুরাতন এলিফ্যান্ট রোড, ইস্কাটন গার্ডেন, রমনা, ঢাকা।
www.probashi.gov.bd

নং-৪৯.০৩৩.০৩৩.০০.০০.০০৯.২০১০-৫০৫ তারিখ: ১১/০৯/২০১৯

**বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনের শ্রম কল্যাণ উইংসমূহে প্রশাসনিক কর্মকর্তা/ব্যক্তিগত কর্মকর্তা/সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক কাম-কম্পিউটার অপারেটর/অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক/সমপর্যায়ের পদে/গ্রেডে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সহায়ক কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগ/পদায়ন সংক্রান্ত নীতিমালা-২০১৯**

বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনের শ্রম কল্যাণ উইংসমূহে প্রশাসনিক কর্মকর্তা/ব্যক্তিগত কর্মকর্তা/সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক কাম-কম্পিউটার অপারেটর/অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক/সমপর্যায়ের পদে/গ্রেডে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সাংগঠনিক কাঠামোভুক্ত কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগ/পদায়নের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করা হইবে ঃ

১.১। বাংলাদেশ মিশনের শ্রম কল্যাণ উইংয়ের শূন্য/পূরণযোগ্য পদে নিয়োগ প্রদানের উদ্দেশ্যে কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের (প্রশাসনিক কর্মকর্তা/কর্মকর্তা/ব্যক্তিগত কর্মকর্তা/সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক কাম-কম্পিউটার অপারেটর/অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক/সমপর্যায়ের পদে/গ্রেড) মধ্য হতে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় বিজ্ঞপ্তি/সার্কুলারের মাধ্যমে নির্ধারিত ফরমে (সংযোজনী-০১) আবেদনপত্র আহবান করিবে।

১.১। (ক) অর্গনোগ্রামের সমপদ/সমমর্যাদা/সমগ্রেডের সাথে প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও ব্যক্তিগত কর্মকর্তা জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে পারস্পরিক বদলিযোগ্য হবে। তবে মিশনে নিজ নিজ পদ শূন্য থাকলে সেখানে স্ব-স্ব পদের কর্মকর্তা/কর্মচারী পদায়নে অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে।

১.২। বিজ্ঞপ্তি/সার্কুলারের মাধ্যমে আবেদনপত্র আহবানের সময় উহাতে পূরণযোগ্য/শূন্য পদের/গ্রেডের নাম, পদের/গ্রেডের সংখ্যা, বেতনক্রম এবং কোন পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ আবেদনের যোগ্য তাহা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করিতে হইবে।

১.৩। আবেদনপত্র গ্রহণের জন্য বিজ্ঞপ্তি/সার্কুলার জারির তারিখ হইতে ন্যূনতম ০৭ (সাত) কার্যদিবস সময় প্রদান করিতে হইবে।

১.৪। বাংলাদেশ মিশনের শ্রম কল্যাণ উইংয়ের শূন্য/পূরণযোগ্য পদে/গ্রেডে আবেদনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীর চাকুরি স্থায়ী হইতে হইবে এবং এ মন্ত্রণালয়ের প্রথম যোগদানের তারিখ হইতে ন্যূনতম ০৩ (তিন) বছর চাকুরি সম্পন্ন করিতে হইবে।

১.৫। পদোন্নতি প্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের শ্রম কল্যাণ উইংয়ে নিয়োগের ক্ষেত্রে নিম্নরূপ শর্তাবলি প্রযোজ্য হবে:

(ক) বেতন স্কেল গ্রেড ১১-১৬ হতে গ্রেড ১০ এ পদোন্নতি প্রাপ্তদের ক্ষেত্রে পদোন্নতি প্রাপ্ত পদে/গ্রেডে ন্যূনতম ০২ (দুই) বছরের কাজের অভিজ্ঞতা ও সন্তোষজনক সার্ভিস রেকর্ড থাকিতে হইবে।

(খ) বেতন স্কেল গ্রেড ১৭-২০ হতে গ্রেড ১১-১৬ এ পদোন্নতি প্রাপ্তদের ক্ষেত্রে পদোন্নতি প্রাপ্ত পদে/গ্রেডে ন্যূনতম ০৩ (তিন) বছরের কাজের অভিজ্ঞতা ও সন্তোষজনক সার্ভিস রেকর্ড থাকিতে হইবে।

১.৬। বিজ্ঞপ্তি জারির তারিখে চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করিবার মেয়াদ ০৪ (চার বছরের) কম রহিয়াছে এরূপ কর্মকর্তা/কর্মচারী শ্রম কল্যাণ উইংয়ের কোন পদে নিয়োগ/পদায়নের জন্য বিবেচিত হইবে না।

১.৭। ০১ জানুয়ারি ১৯৯২ তারিখের পর জন্মগ্রহণকারী সন্তানসহ যাহাদের সন্তান সংখ্যা দুই এর অধিক তাহাদের আবেদন বিবেচনা যোগ্য হইবে না।

১.৮। বাংলাদেশ মিশনের শ্রম কল্যাণ উইংয়ে নিয়োগের সর্বোচ্চ মেয়াদকাল ০৪ (চার) হইবে। উল্লিখিত মেয়াদ পূর্তির ন্যূনতম ০৬ (ছয়) মাস পূর্ব হইতে নতুন কর্মকর্তা/কর্মচারী নির্বাচনের প্রক্রিয়া শুরু করিতে হইবে, যাহাতে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের মিশনে চাকুরির মেয়াদ শেষ হওয়ার সাথে সাথে উক্ত পদে নতুন নিয়োগকৃত কর্মকর্তা/কর্মচারী কার্যভার গ্রহণ করিতে পারেন।

১.৯। বাংলাদেশ মিশনের শ্রম কল্যাণ উইংয়ে একবার চাকুরি শেষে দেশে প্রত্যাবর্তনের পর ০৩ (তিন) বছরের মধ্যে উক্ত কর্মকর্ত-কর্মচারীকে দূতাবাসের শ্রম কল্যাণ উইংয়ে পুনরায় নিয়োগের জন্য বিবেচনা করা যাইবে না। প্রতিবার নিয়োগের ক্ষেত্রে ১.১৩ অনুচ্ছেদে বর্ণিত জ্যেষ্ঠতার নীতি এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে জ্যেষ্ঠতার সাধারণ নীতি অনুসৃত হইবে। তবে শর্ত থাকে যে,

(ক) কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী সমগ্র চাকুরী জীবনে ০৪ (চার) বারের অধিক মিশনের শ্রম কল্যাণ উইংয়ে চাকুরি করিবার সুযোগ পাইবেন না।

(খ) নীতিমালায় উল্লিখিত সমপর্যায়ের পদের কর্মকর্তা/কর্মচারীর ক্ষেত্রে শ্রম কল্যাণ উইংয়ে চাকুরি করিবার এ সুযোগ সমগ্র চাকুরী জীবনে ০২ (দুই) বারের বেশি হইবে না।

১.১০। বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনের শ্রম কল্যাণ উইংসমূহে নিয়োগের ক্ষেত্রে কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের চাকুরির জ্যেষ্ঠতা, অভিজ্ঞতা, সার্ভিসবুক/এসিআর বিবেচনা করিতে হইবে। এছাড়া কর্মকর্তা/কর্মচারীর বিদেশে চাকুরি করিবার শারীরিক ও মানসিক সক্ষমতা আছে কিনা তা বিবেচনা করিতে হইবে।

১.১১। শ্রম কল্যাণ উইংয়ের যে কোন পদে/গ্রেডে নিয়োগের ক্ষেত্রে ভাষাগত/যোগাযোগ দক্ষতা, তথ্য প্রযুক্তি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান ও ব্যবহারের অভিজ্ঞতা (ওয়ার্ড, এক্সেল, পাওয়ার পয়েন্ট, ই-মেইল, ওয়েবসাইট ও নেট ব্রাউজিং ইত্যাদি) থাকিতে হইবে।

১.১২। কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী তাহার নিজ অযোগ্যতার কারণে দূতাবাস হইতে ফেরত আসিলে তাহাকে পুনরায় বিদেশ নিয়োগের জন্য বিবেচনা করা যাইবে না।

১.১৩। শ্রম কল্যাণ উইংয়ে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ দেশে আসিয়া যে তারিখে মন্ত্রণালয়ে যোগদান করিবেন সেই তারিখ হইতে পরবর্তী নিয়োগের জন্য তাহাদের জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ করা হইবে।

১.১৪। কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী মিশনের শ্রম কল্যাণ উইংয়ে নিয়োগের জন্য যোগ্য বিবেচিত হইবেন না, যদি-

(ক) বিভাগীয় মামলা চলমান থাকে/বিভাগীয় মামলায় শাস্তি প্রাপ্ত হন;

(খ) দুর্নীতি সংক্রান্ত কোন মামলা চলমান থাকে, কিংবা

(গ) কোন ফৌজদারি মামলার দণ্ডপ্রাপ্ত বা অভিযুক্ত (Charge sheeted) হয়ে থাকেন।

২.০। মিশনের শ্রম কল্যাণ উইংয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগের জন্য অনুচ্ছেদ ১.১ হতে ১.১৪ তে উল্লিখিত নির্ণায়ক/ যোগ্যতার ভিত্তিতে আবেদনপত্র বাছাই ও প্রাথমিক নির্বাচনের তালিকা প্রণয়নের উদ্দেশ্যে নিম্নরূপ একটি বাছাই কমিটি গঠিত হইবে:

| | | |
|---|---|---|
| (ক) যুগ্মসচিব (মিশন অধিশাখা) | - | সভাপতি |
| (খ) উপসচিব (প্রশাসন) | - | সদস্য |
| (গ) উপসচিব (মিশন) | - | সদস্য সচিব |

৩.০। অনুচ্ছেদ ২.০ তে বর্ণিত বাছাই কমিটি কর্তৃক প্রণীত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের প্রাথমিক নির্বাচন তালিকার মধ্য হইতে বাংলাদেশ মিশনের শ্রম কল্যাণ উইংয়ের জন্য কর্মকর্তা/কর্মচারী নির্বাচনের লক্ষ্যে নিম্নরূপ একটি নির্বাচন কমিটি থাকিবে:

| | | |
|---|---|---|
| (ক) অতিরিক্ত সচিব/অনুবিভাগ প্রধান (অভিবাসী কল্যাণ)<br>প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় | - | সভাপতি |
| (খ) যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন)<br>প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় | - | সদস্য |
| (গ) যুগ্ম-সচিব (মিশন অধিশাখা)<br>প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় | - | সদস্য |
| (ঘ) উপ সচিব (মিশন)<br>প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় | - | সদস্য সচিব |

নির্বাচন কমিটি পরীক্ষার (মৌখিক/ব্যবহারিক) মাধ্যমে তাহাদের মেধা ও নীতিমালার ১.১১ অনুচ্ছেদে বর্ণিত যোগ্যতা যাচাইপূর্বক মিশনের শ্রম কল্যাণ উইংয়ে নিয়োগ/পদায়নের জন্য কর্মকর্তা/কর্মচারী নির্বাচনের সুপারিশ প্রণয়নপূর্বক যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপন করিবে।

এতদ্বারা ইতঃপূর্বে এতদসংক্রান্ত অনুসৃত নীতিমালা (নং-৪৯.০০৩.০৩৩.০০.০০.০০৯.২০১০-৪৬৮, তারিখ:০৭/০৯/২০১৬ খ্রিঃ এবং ৪৯.০০৩.০৩৩.০০.০০.০০৯.২০১০ (অংশ)-৬৯২, তারিখ: ১১/১১/২০১৮ খ্রিঃ বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

(রৌনক জাহান)
সচিব

নং-৪৯.০৩৩.০৩৩.০০.০০.০০৯.২০১০-৫০৫ তারিখ: ১১/০৯/২০১৯

৪.০। সদয় অবগতির জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হইল: (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

০১। অতিরিক্ত সচিব (সকল), প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

০২। যুগ্মসচিব (সকল), প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

০৩। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ঢাকা। (মাননীয় মন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য)

০৪। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ঢাকা।(সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)

০৫। উপসচিব (সকল), প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

০৬। সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব (সকল), প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

০৭। প্রশাসনিক কর্মকর্তা/ ব্যক্তিগত কর্মকর্তা/ সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক কাম-কম্পিউটার অপারেটর/ অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক/ সমপর্যায়ের কর্মকর্তা/ কর্মচারী (সকল), প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

০৮। সহকারী প্রোগ্রামার, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ঢাকা (ওয়েবসাইটে আপলোডের অনুরোধসহ)।

০৯। অফিস কপি।

(সঞ্জীব কুমার দেবনাথ)
উপসচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
**প্রবাসী ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়**
প্রবাসী কল্যাণ ভবন
৭১-৭২, ইস্কাটন গার্ডেন, রমনা, ঢাকা-১০০০।
**দপ্তর ও সংস্থা অধিশাখা**
www.probashi.gov.bd

নং-৪৯.০০.০০০০.০৫০.০১৯.০২৮.১৮.৪৪৭ তারিখ ঃ ০৭ শ্রাবণ ১৪২৬ / ২২ জুলাই ২০১৯

**বিয়ষ ঃ জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো ও এর আওতাধীন দপ্তরসমূহের কর্মকর্তা/কর্মচারী বদলী/পদায়ন নীতিমালা, ২০১৯।**

জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো দক্ষ জনবল সৃষ্টি ও কর্মসংস্থানের মাধ্যমে স্বল্প শিক্ষিত নাগরিকদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কাজ করে। এ ব্যুরোর আওতায় বিভাগীয় ও জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিসসহ ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি এবং কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সক্রিয় কার্যক্রম গ্রহণ করছে। এ সকল প্রতিষ্ঠানের সেবার মানোন্নয়ন কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্তৃক সন্তুষ্টির সাথে দায়িত্ব পালন এবং দাপ্তরিক কর্ম ক্ষমতার সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বদলি/পদায়ন নীতিমালা প্রণয়ন করা হলো ঃ

**১.০. বিবরণ ঃ**

এ নীতিমালা 'জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো ও এর আওতাধীন দপ্তরসমূহের কর্মকর্তা/ কর্মচারী/বদলি/পদায়ন নীতিমালা, ২০১৯' নামে অভিহিত হবে।

**২.০. উদ্দেশ্য ঃ**

২.১. জনস্বার্থে সকল বদলি আদেশ জারিকরণ;

২.২. কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দাপ্তরিক কর্ম ক্ষমতার সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করণ; এবং

২.৩. সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সেবা প্রদানের সক্ষমতার সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উপযুক্ত ক্ষমতাসম্পন্ন জনবল যথাস্থানে পদায়ন।

**৩.০. বদলি/পদায়নের কর্তৃপক্ষ ঃ**

৩.১. সকল গেজেটেড কর্মকর্তাগণের বদলি/পদায়ন আদেশ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারি করা হবে;

৩.২. জরুরি দাপ্তরিক প্রয়োজনে সংযুক্তিতে পদায়ন সংক্রান্ত সকল আদেশ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারি করা হবে;

৩.৩. সকল নন-গেজেটেড কর্মকর্তা/কর্মচারীর বদলি/পদায়ন আদেশ মহাপরিচালক জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি)'র অনুমোদনক্রমে প্রদান করা হবে। বিশেষ ক্ষেত্রে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় নন-গেজেটেড কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বদলি/পদায়ন আদেশ জারির ক্ষমতা প্রয়োগ করবে; এবং

৩.৪. মহাপরিচালক, জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর সদর দপ্তরে পদায়িত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অভ্যন্তরীণ দায়িত্ব বন্টন যৌক্তিকভাবে নির্ধারণ করবেন।

**৪.০. বদলী/পদায়নের সাধারণ শর্ত ঃ**

৪.১. বদলী/পদায়ন আদেশ জারির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সেবার পরিধি ও মান বৃদ্ধির বিষয়ে অভ্যন্তরীণ দায়িত্ব পালন করা হবে;

৪.২. এক কর্মস্থলে একই পদে চাকরিকাল তিন বছর পূর্ণ হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে যে কোন কর্মকর্তাকে/কর্মচারীকে উপ-ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ বদলির আদেশ প্রদান করবেন। তবে কোন অবস্থাতেই কোন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে একটানা ০৫(পাঁচ) বছরের অধিককাল একই কর্মস্থলে ও একই পদে দায়িত্ব পালন করার সুযোগ প্রদান করা যাবে না এবং পদোন্নতি ক্ষেত্রে পদোন্নতি প্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীকে একই কর্মস্থলে বা প্রতিষ্ঠানে পদায়ন করা হবে না।

৪.৩. প্রশাসনিক প্রয়োজনে বদলি/পদায়ন করার ক্ষেত্রে অক্টোবর - নভেম্বর মাসের মধ্যে প্রক্রিয়াকরণ সম্পন্ন করে ডিসেম্বর মাসের মধ্যে আদেশ জারি করার বিষয়টি বিবেচনাযোগ্য হবে;

৪.৪. প্রশাসনিক কারণে কিংবা যেকোন ধরনের অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হলে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ ০৩ (তিন) বছর মেয়াদ পূর্তির পূর্বেই বদলি/পদায়ন আদেশ জারি করতে পারবে;

৪.৫. রাজস্ব খাতভুক্ত/নিয়মিত পদে বদলি/পদায়ন অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনা করা হবে; প্রশাসনিক প্রয়োজন ব্যতীত সংযুক্তিতে পদায়ন নিরুৎসাহ জনক হবে;

৪.৬. যেকোন বদলি/পদায়নের আদেশ জারির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে বিকল্প/প্রতিস্থাপক কর্মকর্তা/কর্মচারী পদায়নের বিষয়টি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনাযোগ্য হবে;

৪.৭. অনিবার্য কারণ ব্যতিরেকে ০৩ (তিন) বছর মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পূর্বে টেকনিক্যাল পদে বদলির আবেদন বিবেচনা করা হবে না;

৪.৮. প্রার্থিত/কাঙ্খিত কার্যালয়ে পদ শূন্য না থাকলে নিকটতম কার্যালয়ে সমপদে বদলির আবেদন বিবেচনা করা যাবে;

৪.৯. কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দায়িত্ব পালনের সন্তুষ্টি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে যেকোন অভিযোগ প্রাপ্তির পর তা তদন্ত পর্যালোচনাক্রমে বদলির প্রয়োজন পরিলক্ষিত হলে কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে;

৪.১০. বিদ্যমান পদের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় এমন পদে বদলির আবেদন বিবেচনাযোগ্য হবে না;

৪.১১. স্বামী/স্ত্রী দু জনই চাকরিতে নিয়োজিত থাকলে সম্ভব হলে একই কর্মস্থলে/নিকটতম কর্মস্থল পদায়নের বিষয়টি বিবেচনা করা হবে;

৪.১২. ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজির কোন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে সমপদ ব্যতীত কোন কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে নিয়মিত বা সংযুক্তিতে বদলি/পদায়ন করা যাবে না;

৪.১৩. কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কোন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে সমপদ ব্যতীত কোন ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি তে নিয়মিত বা সংযুক্তিতে বদলি/পদায়ন করা যাবে না;

৪.১৪. বদলি/পদায়নজনিত কারণে আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তার ক্ষমতা অর্পণের সিদ্ধান্ত প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় প্রদান করবে;

৪.১৫. বদলির আদেশ কার্যকর করণের সময়সীমা উল্লেখপূর্বক তা যথাযথভাবে প্রতিপালন নিশ্চিত করতে হবে, অন্যথায় বদলিকৃত কর্মকর্তা/কর্মচারীর বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে; এবং

৪.১৬. ১১-২০তম গ্রেডে (৩য় ও ৪র্থ শ্রেণী) গ্রেডে কর্মরত কর্মচারীদের পদায়ন/বদলীর ক্ষেত্রে নিজ জেলা/পার্শ্ববর্তী জেলাকে বিবেচনা করা হবে।

**৫.০ পরস্পর বদলিযোগ্য পদ নির্ধারণ ঃ**

| ক্রঃ নং | পদের নাম | পরস্পর বদলিযোগ্য পদ |
|---|---|---|
| ১) | সহকারী পরিচালক | (ক) সদর দপ্তর<br>(খ) বিভাগীয় কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস<br>(গ) জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস |
| ২) | সহকারী পরিচালক (টেকনিক্যাল) | (ক) সদর দপ্তর<br>(খ) শিক্ষানবিশি প্রশিক্ষণ দপ্তর |
| ৩) | অধ্যক্ষ, কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | কারিগরি প্রশিক্ষণ দপ্তর |
| ৪) | অধ্যক্ষ, ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি | (ক) সদর দপ্তর<br>(খ) ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি (সকল) |
| ৫) | উপাধ্যক্ষ, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি | সদর দপ্তর |

| | | |
|---|---|---|
| ৬) | উপাধ্যক্ষ, সরকারি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | সমপদে কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (সকল) |
| ৭) | চিফ ইন্সট্রাক্টর/সিনিয়র ইন্সট্রাক্টর/ইন্সট্রাক্টর, কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। | সমপদে ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি (সকল) সমপদে কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (সকল) |
| ৮) | ক্রাফট ইন্সট্রাক্টর/ওয়ার্কশপ সুপারিনটেন্ডেন্ট ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি | সমপদে ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি (সকল) |
| ৯) | অন্যান্য পদ (সকল) | সমপদে সদর দপ্তর/ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি (সকল)/কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (সকল) |

**৬.০. নীতিমালা সংশোধন/পরিমার্জন/পরিবর্ধন ও বাতিলের ক্ষমতা ঃ**

প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় যে কোন সময় এ নীতিমালা আংশিক সংশোধন/পরিমার্জন/পরিবর্ধন ও বাতিল করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করে।

স্বাঃ/-
২২/০৭/২০১৯
সচিব
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

নং-৪৯.০০.০০০০.০৫০.০১৯.০২৮.১৮-৪৪৭/০১(১৩০) তারিখ ঃ ২২ জুলাই ২০১৯

**বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) ঃ**

০১। মহাপরিচালক, ওয়েজ আনার্স কল্যাণ বোর্ড/জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, ঢাকা।

০২। অতিরিক্ত সচিব (সকল), প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

০৩। যুগ্মসচিব (সকল), প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান, ঢাকা।

০৪। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ ও প্রশাসন/কর্মসংস্থান ও বহির্গমন), জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, ঢাকা।

০৫। অধ্যক্ষ/ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ, ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি (সকল)।

০৬। যুগ্ম-পরিচালক, বিভাগীয় কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস (সকল)।

০৭। অধ্যক্ষ/ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ, কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (সকল)।

০৮। সহকারী পরিচালক, জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস/শিক্ষানবিশি প্রশিক্ষণ দপ্তর (সকল)।

০৯। সহকারী প্রোগ্রামার, আইটি শাখা, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় (মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য)

**অনুলিপি (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) ঃ**

০১। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ঢাকা (মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।

০২। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ঢাকা (মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।

০৩। যুগ্ম সচিব (দপ্তর ও সংস্থা) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।

০৪। অফিস কপি।

**(রেহানা ইয়াছমিন)**
উপসচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
**ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড**
**প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়**
প্রবাসী কল্যাণ ভবন
৭১-৭২, পুরাতন এলিফ্যান্ট রোড, রমনা, ঢাকা-১০০০।
www.wewb.gov.bd

নং-৪৯.০৪.০০০০.০৪৪.০৬.০১১.১৮.১৭৪ তারিখঃ ০২.০৭.২০১৮ খ্রিঃ

বিষয়: **ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের এ্যাম্বুলেন্স ব্যবস্থার নীতিমালা।**

প্রবাসে মৃত কর্মীর লাশ পরিবহন এবং বিদেশ থেকে আগত অসুস্থ কর্মীকে ঢাকার বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তির ক্ষেত্রে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের অর্থায়নে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এ্যাম্বুলেন্স সেবা চালু করা হয়েছে। এ সেবা সুষ্ঠু ও যথাযথভাবে প্রদানের লক্ষ্যে এ্যাম্বুলেন্স ব্যবহার নীতিমালা নিম্নোক্তভাবে প্রণয়ন করা হলো:

(১) হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে মৃতদেহ ঢাকা মহানগর ও অন্যান্য জেলা সদরে পরিবহনের ক্ষেত্রে নির্ধারিত ভাড়া প্রযোজ্য হবে। বিদেশ থেকে আগত অসুস্থ কর্মীকে ঢাকাস্থ কোন হাসপাতালে ভর্তির ক্ষেত্রে ভাড়া প্রযোজ্য হবে না;

(২) ঢাকা মহানগর এলাকা ব্যতীত অন্যান্য স্থানের জন্য এ্যাম্বুলেন্সের বডি ভাড়া বাবদ = ১০০০/- (এক হাজার) টাকা প্রদান করতে হবে;

(৩) জেলা সদরের বাইরে যাতায়াতের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জেলার নির্ধারিত ভাড়ার অতিরিক্ত (গন্তব্যস্থল জেলা সদরের পরে হলে) প্রতি কিঃমিঃ ৪০.০০ (চল্লিশ) টাকা হারে ভাড়া প্রদান করতে হবে। তবে গন্তব্যস্থল জেলা সদরের আগে হলে বিমানবন্দর হতে গন্তব্যস্থল পর্যন্ত প্রতি কিঃমিঃ ৪০.০০(চল্লিশ) টাকা হারে + বডি ভাড়া-১০০০/- টাকা প্রদান করতে হবে;

(৪) এ্যাম্বুলেন্স সেবা গ্রহিতা একমুখি যাতায়াতের (oneway) ভাড়া প্রদান করতে হবে;

(৫) ব্রিজ/ফেরী/ফ্লাইওভার ইত্যাদি পারাপারে গ্রহিতা টোল প্রদান করবে;

(৬) এ্যাম্বুলেন্স সেবা সাধারণত ঢাকা ও তার আশপাশের জেলাসমূহে প্রযোজ্য হবে। তবে দূরবর্তী জেলাসমূহে এ্যাম্বুলেন্স সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন লাগবে;

(৭) এ্যাম্বুলেন্স সেবা থেকে প্রাপ্ত আয় পৃথক ব্যাংক হিসাবে জমা হবে;

(৮) এ্যাম্বুলেন্স চালকের বেতন-ভাতাদী ব্যতীত, গাড়ী মেরামত, জ্বালানী ও আনুষঙ্গিক ব্যয় এ্যাম্বুলেন্স থেকে অর্জিত আয় দ্বারা নির্বাহ হবে;

(৯) এ্যাম্বুলেন্স হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরস্থ প্রবাসী কল্যাণ ডেস্কের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সার্বিক দায়িত্বে থাকবে।

(১০) এ্যাম্বুলেন্স ব্যবহারের আয়-ব্যয় সংক্রান্ত হিসাব ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড সংরক্ষণ করবে;

(১১) সেবা গ্রহিতাকে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের প্রচলিত বিধি-বিধান মেনে চলতে হবে;

(১২) এ্যাম্বুলেন্স চালক ও সেবা গ্রহিতাকে অশালীন বা অশোভন ব্যবহার থেকে বিরত থাকতে হবে।

(১৩) এ্যাম্বুলেন্স ব্যবহারের ক্ষেত্রে এই নীতিমালা পরিবর্তনযোগ্য;
মৃতদেহ পরিবহনের ক্ষেত্রে ঢাকা মহানগর এলাকা এবং অন্যান্য জেলা সমূহের এ্যাম্বুলেন্স ভাড়া যথাযথ

কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে নিম্নরূপভাবে নির্ধারণ করা হলো:

ঢাকা মহানগর এলাকা (লেভেল ০১) এর নির্ধারিত ভাড়ার হার

| ক্রম | হতে | পর্যন্ত | ভাড়া (টাকা) |
|---|---|---|---|
| ১ | হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর | বারিধারা | =১,০০০/- |
| ২ | হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর | গুলশান | =১,০০০/- |
| ৩ | হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর | বনানী | =১,০০০/- |
| ৪ | হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর | মহাখালী | =১,০০০/- |
| ৫ | হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর | ক্যান্টনমেন্ট | =১,০০০/- |

ঢাকা মহানগর এলাকা (লেভেল ০২) এর নির্ধারিত ভাড়ার হার

| ক্রম | হতে | পর্যন্ত | ভাড়া (টাকা) |
|---|---|---|---|
| ১ | হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর | ধানমন্ডি | =২,০০০/- |
| ২ | হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর | মোহাম্মাদপুর | =২,০০০/- |
| ৩ | হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর | মিরপুর | =২,০০০/- |
| ৪ | হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর | তেজগাঁও | =২,০০০/- |
| ৫ | হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর | ওয়ারী | =২,০০০/- |

ঢাকা মহানগর ব্যতীত অন্যান্য জেলার জন্য এ্যাম্বুলেন্স ভাড়ার হার নিম্নরূপভাবে নির্ধারণ করা হলো

ঢাকা বিভাগের জেলা সমূহ:

| ক্রম | জেলার নাম | ঢাকা থেকে দূরত্ব কিঃমিঃ (জেলা সদর) | ভাড়া (টাকা) |
|---|---|---|---|
| ১ | টাঙ্গাইল | ৯২কিঃমিঃ | =৪,৯২০/- |
| ২ | গাজীপুর | ৩৭কিঃমিঃ | =২,৪৮০/- |
| ৩ | মানিকগঞ্জ | ৬৩কিঃমিঃ | =৩,৫২০/- |
| ৪ | নরসিংদী | ৫১কিঃমিঃ | =৩,০৪০/- |
| ৫ | নারায়ণগঞ্জ | ১৭কিঃমিঃ | =১,৬৮০/- |
| ৬ | মুন্সিগঞ্জ | ২৭কিঃমিঃ | =২,০৮০/- |
| ৭ | ফরিদপুর | ১০১কিঃমিঃ | =৫,০৪০/- |
| ৮ | রাজবাড়ী | ১১৮কিঃমিঃ | =৫,৭২০/- |
| ৯ | গোপালগঞ্জ | ১২৭কিঃমিঃ | =৬,০৮০/- |
| ১০ | মাদারীপুর | ৯০ কিঃমিঃ | =৪,৬০০/- |
| ১১ | শরীয়তপুর | ১০১কিঃমিঃ | =৫,০৭০/- |
| ১২ | কিশোরগঞ্জ | ১১৭কিঃমিঃ | =৫,৬৮০/- |

ময়মনসিংহ বিভাগের জেলাসমূহ:

| ক্রম | জেলার নাম | ঢাকা থেকে দূরত্ব কিঃমিঃ (জেলা সদর) | ভাড়া (টাকা) |
|---|---|---|---|
| ১ | ময়মনসিংহ | ১২২কিঃমিঃ | =৫,৮৮০/- |
| ২ | নেত্রকোনা | ১৬০কিঃমিঃ | =৭,৪০০/- |
| ৩ | শেরপুর | ১৮৮কিঃমিঃ | =৮,৫২০/- |
| ৪ | জামালপুর | ১৭৯কিঃমিঃ | =৮,১৬০/- |

চট্টগ্রাম বিভাগের জেলাসমূহ:

| ক্রম | জেলার নাম | ঢাকা থেকে দূরত্ব কিঃমিঃ (জেলা সদর) | ভাড়া (টাকা) |
|---|---|---|---|
| ১ | চট্টগ্রাম | ২৪২কিঃমিঃ | =১০,৬৮০/- |
| ২ | ব্রাহ্মণবাড়িয়া | ১০৯কিঃমিঃ | =৫,৩৬০/- |
| ৩ | কুমিল্লা | ৯৬কিঃমিঃ | =৪,৮৬০/- |
| ৪ | ফেনী | ১৪৯কিঃমিঃ | =৬,৯৬০/- |
| ৫ | চাঁদপুর | ১১৫কিঃমিঃ | =৫,৬০০/- |
| ৬ | কক্সবাজার | ৩৯১কিঃমিঃ | =১৬,৬৪০/- |
| ৭ | নোয়াখালী | ১৫৮কিঃমিঃ | =৭,৩২০/- |
| ৮ | লক্ষীপুর | ১৩৭কিঃমিঃ | =৬,৪৮০/- |
| ৯ | রাঙ্গামাটি | ৩৪০কিঃমিঃ | =১৪,৬০০/- |
| ১০ | বান্দরবান | ৩১৬কিঃমিঃ | =১৩,৬৪০/- |
| ১১ | খাগড়াছড়ি | ২৫৯কিঃমিঃ | =১১,৩৬০/- |

খুলনা বিভাগের জেলাসমূহ:

| ক্রম | জেলার নাম | ঢাকা থেকে দূরত্ব কিঃমিঃ (জেলা সদর) | ভাড়া (টাকা) |
|---|---|---|---|
| ১ | খুলনা | ১৮০কিঃমিঃ | =৮,২০০/- |
| ২ | মাগুরা | ১৫০কিঃমিঃ | =৭,০০০/- |
| ৩ | ঝিনাইদহ | ১৭৮কিঃমিঃ | =৮,১২০/- |
| ৪ | চুয়াডাঙ্গা | ২১৫কিঃমিঃ | =৯,৬০০/- |
| ৫ | যশোর | ১৬৪কিঃমিঃ | =৭,৫৬০/- |
| ৬ | মেহেরপুর | ২৪০ কিঃমিঃ | =১০,৬০০/- |
| ৭ | নড়াইল | ১৩০ কিঃমিঃ | =৬,২০০/- |
| ৮ | সাতক্ষীরা | ২৪০ কিঃমিঃ | =১০,৬০০/- |
| ৯ | বাগেরহাট | ১৭৮ কিঃমিঃ | =৮,১২০/- |
| ১০ | কুষ্টিয়া | ১১৮ কিঃমিঃ | =৫,৭২০/- |
| ১১ | মেহেরপুর | ২৪০ কিঃমিঃ | =১০,৬০০/- |

সিলেট বিভাগের জেলাসমূহ:

| ক্রম | জেলার নাম | ঢাকা থেকে দূরত্ব কিঃমিঃ (জেলা সদর) | ভাড়া (টাকা) |
|---|---|---|---|
| ১ | সিলেট | ২৪১ কিঃমিঃ | ১০,৬৪০/- |
| ২ | হবিগঞ্জ | ১৬৩ কিঃমিঃ | ৭,৫২০/- |
| ৩ | মৌলভীবাজার | ২০৩ কিঃমিঃ | ৯,১২০/- |
| ৪ | সুনামগঞ্জ | ২৯৬ কিঃমিঃ | ১২,৮৪০/- |

রাজশাহী বিভাগের জেলাসমূহ:

| ক্রম | জেলার নাম | ঢাকা থেকে দূরত্ব কিঃমিঃ (জেলা সদর) | ভাড়া (টাকা) |
|---|---|---|---|
| ১ | রাজশাহী | ২৫৬ কিঃমিঃ | ১১,২৪০/- |
| ২ | জয়পুরহাট | ২৪৯ কিঃমিঃ | ১০,৯৬০/- |
| ৩ | বগুড়া | ১৯৭ কিঃমিঃ | ৮,৮০০/- |
| ৪ | নওগাঁ | ২৪৭ কিঃমিঃ | ১০,৮৮০/- |
| ৫ | নাটোর | ২১০ কিঃমিঃ | ৯,৪০০/- |
| ৬ | চাঁপাইনবাবগঞ্জ | ৩০২ কিঃমিঃ | ১৩,০৮০/- |
| ৭ | সিরাজগঞ্জ | ১৩৪ কিঃমিঃ | ৬,৩৬০/- |
| ৮ | পাবনা | ২১৬ কিঃমিঃ | ৯,৬৪০/- |

রংপুর বিভাগের জেলাসমূহ:

| ক্রম | জেলার নাম | ঢাকা থেকে দূরত্ব কিঃমিঃ (জেলা সদর) | ভাড়া (টাকা) |
|---|---|---|---|
| ১ | রংপুর | ৩০৪ কিঃমিঃ | ১৩,১৬০/- |
| ২ | গাইবান্ধা | ২৬৮ কিঃমিঃ | ১১,৭২০/- |
| ৩ | লালমনিরহাট | ৩৪৩ কিঃমিঃ | ১৪,৭২০/- |
| ৪ | কুড়িগ্রাম | ৩৪৮ কিঃমিঃ | ১৪,৯২০/- |
| ৫ | নীলফামারী | ৩৫৯ কিঃমিঃ | ১৫,৩৬০/- |
| ৬ | দিনাজপুর | ৩৩৮ কিঃমিঃ | ১৪,৫২০/- |
| ৭ | ঠাকুরগাঁও | ৪০৭ কিঃমিঃ | ১৭,২৮০/- |
| ৮ | পঞ্চগড় | ৪৪৩ কিঃমিঃ | ১৮,৭২০/- |

বরিশাল বিভাগের জেলাসমূহঃ

| ক্রম | জেলার নাম | ঢাকা থেকে দূরত্ব কিঃমিঃ (জেলা সদর) | ভাড়া (টাকা) |
|---|---|---|---|
| ১ | বরিশাল | ১৬৯ কিঃমিঃ | ৭,৭৬০/- |
| ২ | ঝালকাঠি | ১৮২ কিঃমিঃ | ৮,২৪০/- |
| ৩ | পিরোজপুর | ১৮৫ কিঃমিঃ | ৮,৪০০/- |
| ৪ | ভোলা | ২০৫ কিঃমিঃ | ৯,২০০/- |
| ৫ | পটুয়াখালী | ২০৪ কিঃমিঃ | ৯,১৬০/- |
| ৬ | বরগুনা | ২৪৭ কিঃমিঃ | ১০,৮৮০/- |

**(গাজী মোহাম্মদ জুলহাস** এনডিসি)
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড

# হাউজকিপিং প্রশিক্ষণ পরিচালনার সংশোধিত নীতিমালা, সেপ্টেম্বর/২০১৭খ্রিঃ।

হাউজকিপিং প্রশিক্ষণ পরিচালনার ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ অনুসরণ করতে হবে:

১. মহিলা কর্মীদের ভর্তির যোগ্যতা

১.১ বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে;
১.২ বয়স: ২৫ থেকে ৪৫ বছর;
১.৩ শারীরিক উপযুক্ততা;
১.৪ অভিভাবক (স্বামী/বাবা/মা/শ্বশুর/বড় ভাই) এর অনাপত্তি পত্র;
১.৫ কনিষ্ঠ সন্তানের বয়স ন্যূনতম ০৫ বছর;

২. ভর্তির জন্য করণীয়

২.১ ভর্তির সময় প্রার্থীকে হাজির থাকতে হবে।
২.২ বাছাই কমিটি কর্তৃক বাছাইকৃত মহিলা কর্মীদের ভর্তি করতে হবে।
২.৩ মূল জাতীয় পরিচয়পত্র (NID) প্রদর্শন পূর্বক, ফটোকপি জমা দিয়ে ভর্তি হতে হবে।
২.৪ ভর্তির আবেদনপত্রের সাথে পাসপোর্টের ফটোকপি/পাসপোর্টের আবেদনপত্রের ফটোকপি জমা দিতে হবে।
২.৫ নির্ধারিত আসনের অতিরিক্ত কোন প্রার্থী ভর্তি করা যাবে না।
২.৬ ভর্তিকৃত প্রার্থীদের তালিকা বিএমইটির প্রশিক্ষণ শাখার ও বহির্গমন শাখায় প্রেরণ করতে হবে।

৩. কোর্স পরিচালনার সময় যা অনুসরণ করতে হবে

৩.১ কোর্সের মেয়াদ হবে ৩০ দিন এবং প্রতিটি গ্রুপে সর্বোচ্চ ৬০ জন প্রশিক্ষণার্থী ভর্তি করা যাবে।
৩.২ হাউজকিপিং কোর্সের সপ্তাহভিত্তিক লেসন প্লান ক্লাশে প্রদর্শন করতে হবে।
৩.৩ হাউজকিপিং কোর্স শুরু করার জন্য সপ্তাহের সুনির্দিষ্ট দিন ধার্য্য করতে হবে।
৩.৪ ভর্তিকৃত প্রশিক্ষণার্থীদের আইডি কার্ড প্রদান করতে হবে।
৩.৫ প্রতিটি গ্রুপ পরিচালনার জন্য ০২ জন শিক্ষককে (কোর্স কো-অর্ডিনেটর ও সহকারী কোর্স কো-অর্ডিনেটর হিসেবে) দায়িত্ব প্রদান করতে হবে।
৩.৬ সম্পূর্ণ কোর্সের জন্য মোট ৪টি পরীক্ষা গ্রহণ করতে হবে, তন্মধ্যে ৩টি সাপ্তাহিক পরীক্ষা এবং ১টি চূড়ান্ত মূল্যায়ন পরীক্ষা।
৩.৭ প্রশিক্ষণার্থীদের সর্বনিম্ন হাজিরা ৯০% থাকতে হবে। প্রশিক্ষণার্থীদের হাজিরা ৯০% এর কম হলে তাকে কোর্স সমাপনী সনদ প্রদান করা যাবে না।
৩.৮ ক্লাস শুরুর দিন প্রশিক্ষণার্থীদের ‘প্রশিক্ষণ সহায়ক বই’ এবং ‘ড্রেস’ (ফেরৎ যোগ্য) প্রদান করতে হবে।
৩.৯ কোর্স পরিচালনার ক্ষেত্রে বিএমইটি অনুমোদিত সিলেবাস ও নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে।
৩.১০ হাউজ কিপিং কোর্সের জন্য আলাদা ব্যাংক হিসাব থাকতে হবে।
৩.১১ হাউজকিপিং কোর্সের ব্যাচভিত্তিক আয়-ব্যয়ের হিসাব থাকতে হবে।
৩.১২ সকাল ও বিকালের কোর্সের জন্য আলাদা রেজিস্টার সংরক্ষণ করতে হবে।
৩.১৩ কোর্স সমাপনান্তে সরকারি কোষাগারে নির্ধারিত অর্থ জমা দিতে হবে।
৩.১৪ প্রশিক্ষণ কাঁচামালের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।
৩.১৫ সরকারি নীতিমালা অনুযায়ী সনদপত্র বাবদ ব্যয় ও আনুষঙ্গিক ব্যয় নিশ্চিত করতে হবে।

৪. মূল্যায়ণ পদ্ধতি

মূল্যায়নের জন্য মোট নম্বর-১০০ (ধারাবাহিক মূল্যায়ন-৬০, চূড়ান্ত মূল্যায়ন-৪০)। উত্তীর্ণ নম্বর-৭০।

৪.১ ধারাবাহিক মূল্যায়ন (৬০ নম্বর)

ক. হাজিরা = ১৫ নম্বর

খ. ক্লাস টেস্ট ০৩টি = (১৫×৩) নম্বর = ৪৫ নম্বর

সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষক ধারাবাহিক মূল্যায়ন করবেন।

৪.২ চূড়ান্ত মূল্যায়ন (৪০ নম্বর)

কোর্স সমাপ্তির সর্বনিম্ন ০৩ দিন পূর্বে চূড়ান্ত মূল্যায়ন পরীক্ষা গ্রহণ করতে হবে। পরীক্ষা গ্রহণের সময় মন্ত্রণালয়/বিএমটি/ডিইএমও'র একজন প্রতিনিধি এবং একজন অভিজ্ঞ অনাভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষক উপস্থিত থাকতে হবে। চূড়ান্ত মূল্যায়ন সিটে প্রতিনিধির সিলসহ অধ্যক্ষ ও সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষকদের স্বাক্ষর থাকতে হবে।

৫. সনদপত্র প্রদান

৫.১ সনদপত্র স্বাক্ষরের জন্য সনদপত্রের সাথে অধ্যক্ষের স্বাক্ষরিত প্রশিক্ষণার্থীর তথ্য সম্বলিত তালিকা (যেমন- প্রশিক্ষণার্থীর নাম, পিতার নাম, মাতার নাম, পাসপোর্ট নম্বর, সনদপত্রের ক্রমিক নম্বর ইত্যাদি) ও মূল্যায়ন সিট কোর্স সমাপ্ত হওয়ার সর্বনিম্ন ০২ দিন পূর্বে অত্র ব্যুরোতে প্রেরণ করতে হবে।

৫.২ স্বাক্ষরিত সনদপত্র সরাসরি প্রশিক্ষণার্থীকে অথবা প্রশিক্ষণার্থী কর্তৃক লিখিতভাবে মনোনীত কোন ব্যক্তিকে প্রদান করা যাবে।

৬. প্রশিক্ষণ ফি নির্ধারণ ও বিভাজন

৬.১ নিয়মিত (সকাল) = ৩০০/- (তিনশত) টাকা (প্রশিক্ষণার্থী প্রতি)

সরকারি খাতে জমা (ভর্তি ও টিউশন ফি) = ৩০০×১০% = ৩০/- টাকা।

সনদপত্র ও আনুষঙ্গিক ব্যয় = ৩০০×৪০% = ১২০/- টাকা।

প্রশিক্ষণ কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতি = ৩০০×৫০% = ১৫০/- টাকা।

৬.২ স্বনির্ভর (বিকাল) = ৬০০/- (ছয়শত) টাকা (প্রশিক্ষণার্থী প্রতি)

ক) সরকারি খাতে জমা (ভর্তি ও টিউশন ফি) = ৬০০×৫% = ৩০/- টাকা।

খ) সনদপত্র ও আনুষঙ্গিক ব্যয় = ৬০০×১০% = ৬০/- টাকা।

গ) প্রশিক্ষণ কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতি = ৬০০×৩৫% = ২১০/- টাকা।

ঘ) সম্মানী = ৬০০×৫০% = ৩০০/- টাকা।

৭. সার্বিক তত্ত্বাবধান

মন্ত্রণালয় ও বিএমইটি কর্তৃক হাউজকিপিং কোর্সের সার্বিক বিষয়ে নিয়মিতভাবে মনিটরিং করা হবে।

## হাউজকিপিং কোর্স পরিচালনায় সপ্তাহভিত্তিক সূচিপত্র :

| ক্রম | ইউনিট | তাত্ত্বিক | ব্যবহারিক |
|---|---|---|---|
| ১ | ১ম সপ্তাহ<br>অভিবাসন প্রস্তুতি<br>প্রবাসের কর্মক্ষেত্র<br>বেসিক হাউজকিপিং | ● বিদেশ যওিয়ার পূর্ব প্রস্তুতি;<br>● বিদেশ যাওয়ার পূর্বে করণীয়;<br>● অভিবাসনের লাভ ক্ষতি হিসাব<br>● গন্তব্য দেশকে জানা;<br>● প্রবাসের সামাজিক পরিবেশ জানা<br>● গন্তব্য দেশের আইন কানুন জানা;<br>● গন্তব্য দেশের খাদ্যাভ্যাস সম্পর্কে জানা;<br>● নিত্য প্রয়োজনীয় আরবি শব্দাবলী;<br>● আরবি ভাষার প্রয়োজনীয় কথাবার্তা; | সংখ্যা, দিন ও মাসের নাম;<br>সর্বনাম ও বিমানবন্দরে কথোপকথন;<br>আবাসিক পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও কক্ষ সাজানো;<br>অডিও/ভিডিও প্রদর্শনী; |
| ২ | ২য় সপ্তাহ<br>হাউজকিপিং<br>ভ্রমণকালীন<br>আনুষ্ঠানিকতা | ● কর্মক্ষেত্রের ঝুঁকি মোকাবেলার উপায়;<br>● ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা;<br>● যাত্রা প্রস্তুতি;<br>● বিএমইটির ইমিগ্রেশন ক্লিয়ারেন্স কার্ড সংগ্রহ;<br>● ইমিগ্রেশন ক্লিয়ারেন্স কার্ড পাওয়ার জন্য যে সকল কাগজপত্র উপস্থাপন করতে হবে;<br>● বিমানবন্দরে আনুষ্ঠানিকতা;<br>● বিমানের ভেতরে করণীয়; | খাবার ও ফলমূল;<br>রান্নাঘরের জিনিসপত্র;<br>গৃহস্থালিতে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির ব্যবহার<br>অডিও/ভিডিও প্রদর্শনী; |
| ৩ | ৩য় সপ্তাহ<br>যোগাযোগ দক্ষতা | ● ট্রানজিট/যাত্রা বিরতি ও করণীয়;<br>● গন্তব্য দেশের বিমানবন্দরের আনুষ্ঠানিকতা;<br>● গন্তব্য দেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসে রিপোর্ট;<br>● দূতাবাস থেকে যে সকল সেবা পাওয়া যায়;<br>● অভিবাসী কর্মীর অধিকার সমূহ;<br>● সমস্যা হলে কোথায় যেতে হবে;<br>● অভিবাসনে অধিকার লঙ্ঘন ও প্রতারণার ধরন; | রান্না ও পরিবেশ<br>শিশু ও বয়স্কদের যত্ন<br>বাসার জিনিসপত্র ও পোশাক পরিচ্ছদ;<br>অডিও/ভিডিও প্রদর্শনী; |
| ৪ | ৪র্থ সপ্তাহ<br>প্রবাস জীবন | ● প্রতারকের বিরুদ্ধে অভিযোগ ও প্রতিকার;<br>● বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন-২০১৩;<br>● বিদেশ থেকে অর্থ প্রেরণ ও অর্থ ব্যবস্থাপনা;<br>● দেশে ফেরত আসা; | শরীরের অঙ্গসমূহ ও প্রাথমিক চিকিৎসা;<br>প্রতিবন্ধীদের যত্ন;<br>ফুল ও চারা গাছের যত্ন;<br>অডিও/ভিডিও প্রদর্শনী; |

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
শাখা-৫

নং-প্রকবৈকম-৫/এ-২/২০০৫/১৬২৮ তারিখ ঃ ০২-০৯-২০০৭ খ্রিঃ

## পরিপত্র

সৌদি আরবসহ মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য দেশে মহিলা গৃহকর্মী প্রেরণের ক্ষেত্রে অনুসরণের জন্য নিম্নরূপ নীতিমালা জারি করা হলো ঃ

| | |
|---|---|
| ০১ | মহিলা গৃহকর্মী হিসেবে গমনেচ্ছু প্রত্যেকের নামে ইস্যুকৃত সকল ওয়ার্ক/এমপ্লমেন্ট পারমিট/ভিসা এডভাইস-এ সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশ দূতাবাসের/মিশনের সত্যায়ন আবশ্যকীয় হবে। |
| ০২ | ওয়ার্ক/এমপ্লমেন্ট পারমিট/ভিসা এডভাইস উভয় দেশের যে কোন অনুমোদিত রিক্রুটিং এজেন্সীর মাধ্যমে প্রক্রিয়ায়ন করতে হবে। |
| ০৩ | প্রক্রিয়ায়নকারী বাংলাদেশী রিক্রুটিং এজেন্সীকে সংশ্লিষ্ট গ্রহনকারী কোন দেশের অনুমোদিত রিক্রুটিং এজেন্সীর সাথে মহিলা গৃহকর্মী প্রেরণ সংক্রান্ত চুক্তি সম্পাদন করতে হবে। এ চুক্তি সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশ দূতাবাস / মিশন কর্তৃক সত্যায়িত হতে হবে। |
| ০৪ | দূতাবাসে/ মিশনে দাখিলকৃত ওয়ার্ক/এমপ্লয়মেন্ট পারমিট / ভিসা এডভাইস এর সাথে নিয়োগকর্তার নাম, ঠিকানা, নিয়োগকর্তার অফিস/প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা ও ফোন নম্বর; কাজের প্রকৃতিসহ কর্মীর বেতন ও অন্যান্য সুবিধাদি যেমন ওভার টাইম, আহার, বাসস্থান, চিকিৎসা বীমা, দুর্ঘটনা মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ ও সংশ্লিষ্ট দেশের শ্রম আইন অনুযায়ী প্রাপ্য আরও বিশেষ সুবিধা (যদি থাকে) এবং বিমান ভাড়া নিয়োগকর্তা কর্তৃক পরিশোধ করা হবে কিনা ইত্যাদি সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট তথ্য থাকতে হবে। |
| ০৫ | ওয়ার্ক/এমপ্লয়মেন্ট পারমিট/ভিসা এডভাইস দূতাবাসে/মিশনে দাখিলের সর্বোচ্চ ৭ দিনের মধ্যে সত্যায়ন করতে হবে। |
| ০৬ | প্রক্রিয়ায়নকারী বাংলাদেশী রিক্রুটিং এজেন্সীকে ১৫ (পনের) লক্ষ টাকার পৃথক জামানত প্রদান করতে হবে। |
| ০৭ | গৃহকর্মী হিসেবে গমনেচ্ছু মহিলাদের বয়স ন্যূনপক্ষে ২৫ (পঁচিশ) বছর হতে হবে। |
| ০৮ | সংশ্লিষ্ট রিক্রুটিং এজেন্সী কর্তৃক বাংলা অনুবাদসহ নিয়োগ চুক্তির কপি সংশ্লিষ্ট কর্মীকে বহির্গমনের পূর্বেই সরবরাহ করতে হবে। |
| ০৯ | গৃহকর্মী হিসেবে গমনেচ্ছুদের বহির্গমনের পূর্বে ন্যূনপক্ষে ১৫ কর্ম দিবসের প্রশিক্ষণ থাকতে হবে। এ প্রশিক্ষণ বিএমইটি কিংবা বাংলাদেশের সংশ্লিষ্ট রিক্রুটিং এজেন্সীর নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হবে। বিএমইটি'র মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান করলে প্রশিক্ষণার্থীদের আবাসনের ব্যবস্থা সংশ্লিষ্ট রিক্রুটিং এজেন্সীকে নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় নিশ্চিত করতে হবে। প্রশিক্ষণে হাউজকিপিং ছাড়াও সংশ্লিষ্ট দেশের সংস্কৃতি ও সামাজিক রীতি-নীতি সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা লাভের সুযোগ থাকতে হবে এবং কর্মীদের অধিকার, কর্তব্য, দায়-দায়িত্ব, স্বাস্থ্য ও অন্যান ঝুঁকি সম্পর্কে পর্যাপ্ত ও প্রাসঙ্গিক তথ্য থাকবে হবে। প্রশিক্ষণ শেষে বিএমইটি কর্তৃক সকল কর্মীর একটি পরীক্ষা (Test) গ্রহণের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ লব্ধ জ্ঞান যাচাই করা হবে ও তদালোকে প্রশিক্ষণ সমাপ্তির সনদ প্রদান করতে হবে। |
| ১০ | বিএমইটিতে মহিলা গৃহকর্মীদের জন্য স্বতন্ত্র প্রাক-বহির্গমন ব্রিফিংয়ের আয়োজন করতে হবে। |
| ১১ | সংশ্লিষ্ট রিক্রুটিং এজেন্সী উপযুক্ত শর্তাদি প্রতিপালপূর্বক নিয়োগানুমতির জন্য প্রয়োজনীয় কাগজ-পত্রসহ আবেদন মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে। মন্ত্রণালয়ের নিয়োগানুমতির ভিত্তিতে বিএমইটি বহির্গমন ছাড়পত্র প্রদান করবে। |
| ১২ | বহির্গমন ছাড়পত্র প্রদানের অব্যবহিত পরই কর্মী নিয়োগকর্তার নাম ও ঠিকানাসহ প্রয়োজনীয় তথ্যাদি বিএমইটি সংশ্লিষ্ট দূতাবাস/ মিশনকে অবহত করতে হবে। বহির্গমন প্রক্কালে বাংলাদেশের সংশ্লিষ্ট রিক্রুটিং এজেন্সীর প্রতিনিধিকে অবশ্যই বিমানবন্দরে উপস্থিত থাকতে হবে ও কর্মী সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্য বহির্গমনের পূর্বেই বিমানবন্দরস্থ প্রবাসী কল্যাণ ডেস্কে সরবরাহ করতে পারবে। |
| ১৩ | বাংলাদেশী রিক্রুটিং এজেন্সী মহিলা কর্মী প্রেরণের অনধিক ৭ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট দূতাবাসে/মিশনে প্রাসঙ্গিক তথ্য এবং কর্মীর পাসপোর্টের কপি ও ছবি প্রেরণ করবে এবং কর্মী কর্মস্থলে পৌছনোর পরপরই তার অবস্থান ও প্রাসঙ্গিক অন্যান্য বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মিশনকে অবহিত করবে। |
| ১৪ | সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশ দূতাবাস/মিশন কর্মীর নিয়োগকর্তার আবাসস্থল/কর্মস্থলে পৌছনো সম্পর্কে বহির্গমনের সর্বোচ্চ১ মাসের মধ্যে নিশ্চিত হবে এবং বিএমইটি ও মন্ত্রণালয়কে অবহিত করবে। |
| ১৫ | সংশ্লিষ্ট মহিলা কর্মী পাসপোর্ট, স্বাস্থ্য পরীক্ষা নিজ ব্যয় ও দায়িত্বে করবেন, তবে, ভ্রমণ করসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যয় সংশ্লিষ্ট রিক্রুটিং এজেন্সীকে বহন করতে হবে। |
| ১৬ | সংশ্লিষ্ট রিক্রুটিং এজেন্সীকে বহির্গমন ছাড়পত্র প্রাপ্তির সর্বোচ্চ ১৫ দিনের মধ্যে কর্মীদের সংশ্লিষ্ট দেশে গমন। |
| ১৭ | বাস্তব চাহিদার আলোকে সুবিধাজনক স্থানে প্রয়োজনীয় সংখ্যক সেফ হাউজ প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে। |
| ১৮ | সেফ হাউজ প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণের ব্যয় নির্বাহের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হারে ফি ওয়ার্ক পারমিট/ভিসা এডভাইস সত্যায়নকালে দূতাবাস কর্তৃক আদায় করতে হবে। |
| ১৯ | প্রশিক্ষণ প্রদানসহ নিয়োগানুমতি, বহির্গমনে ছাড়পত্র ও প্রাসঙ্গিক অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সেবাদানের বিপরীতে চার্জ হিসেবে সর্বোচ্চ ২০,০০০/- (বিশ হাজার) টাকা গ্রহণ করতে পারবে। |

১। মহিলা গৃহকর্মী ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে উপযুক্ত নীতিমালা প্রযোজ্য হবে না।

২। SANARCOM-এর সাথে সম্পাদিত সমন্বিত চুক্তির আওতায় সৌদি আরবে মহিলা গৃহকর্মী প্রেরণের অনুমতি প্রাপ্ত রিক্রুটিং এজেন্সীসমূহ কর্তৃক মহিলা গৃহকর্মী প্রেরণের ক্ষেত্রে বিদ্যমান ব্যবস্থা অব্যাহত থাকবে।

৩। এ নীতিমালা কুয়েতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না।

৪। মহিলা গৃহকর্মী প্রেরণ সংক্রান্ত মন্ত্রণালয়ের ৩০-১১-২০০৬ তারিখের আদেশ বাতিল বলে গণ্য হবে।

৫। এ আদেশ জনস্বার্থে জারী হলো এবং এটি ১লা সেপ্টেম্বর, ২০০৭ তারিখ থেকে কার্যকর হবে।

(মোহাম্মদ আবুল কালাম)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোনঃ ৭১৬৩০৬৭

বিতরণ

(ক) কার্যার্থে

১. মান্যবর রাষ্ট্রদূত, বাংলাদেশ দূতাবাস, রিয়াদ/আবুধাবি/মাসকাট/মানামা/কুয়েত/দোহা/আম্মান।
২. মহাপরিচালক, জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো,৮৯/২,কাকরাইল, ঢাকা।
৩. প্রশাসক, বায়রা, ১৩০ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা।
৪. উপ-সচিব/ সিনিয়র সহকারী সচিব, অধিশাখা-৪/৬ ও শাখা-৩, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।

(খ) জ্ঞাতার্থে ঃ

৫. ভারপ্রাপ্ত সচিব, প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
৬. মাননীয় উপদেষ্টার একান্ত সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।
৭. সচিবের একান্ত সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।
৮. যুগ্ম-সচিব মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।

## National Social Safety Strategy (NSSS) Action Plan 2016-2021 of Ministry of Expatriates' Welfare and Overseass Employment

**Background**

The Ministry of Expatriates' Welfare and Overseas Employment (MoEWOE) is responsible for the welfare of migrant workers and their families. It is also responsible for skill development and facilitating overseas employment which is a very important aspect in the socio- economic life of Bangladesh. It not only reduces unemployment of the country but also enriches the economy of the country with increased remittance inflow. Employment empowers migrant workers, especially, female migrant workers and upgrades migrant workers' families economically and socially. Thus, the Ministry plays a very crucial supportive role in enhancing security for the citizens of the country as envisaged in the NSSS. In the days to come, the role of the MoEWOE in implementing NSSS is likely to be further enhanced.

**Vision**

Socio-economic development of the country through expanding overseas employment opportunities, ensuring safe migration, protecting the rights workers and enhancing welfare for migrant workers and their families.

**Mission**

Development of migration management in order to create a skilled workforce through training commensurate with the demands of the global labour markets, enhancement of opportunities for overseas employment, protection of the rights and interests of migrant workers, enhancement of welfare of migrant workers and their families and ensuring of safe and orderly migration.

**Challenges**

Every year a huge number of working people, both male and female, enter our job market. Bangladesh's economy cannot accommodate all of them in the domestic labour market. Besides, a good number of aspirant migrants do not have appropriate skill required for entering the global labour markets. Therefore, creation of overseas employment for the aspirant migrants, skill development, ensuring and protection of the rights, interests and welfare of migrant workers and their families are the main challenges of the Ministry of Expatriates' Welfare and Overseas Employment.

**Objectives**

The NSSS objectives of the Ministry are to explore overseas employment opportunities for the aspirant migrants, develop skills, protection of the rights and interest of migrant workers, and ensuring of welfare and social security of migrant workers and their families.

**Situation Analisis**

| Programme Name | NSSS Provision | Present Situation | Gaps |
|---|---|---|---|
| Overseas employment, safe and orderly migration and welfare of migrant workers and their families. | The NSSS indicates that one source of idiosyncratic shocks of people is loss of employment. This happens in case of overseas employees. They often become jobless and are forced to return to Bangladesh. They need special social security support. Their family members need support in their absence. | The Ministry of Expatriates, Welfare and Overseas Employment has great contribution in exploring jobs for Bangladeshi workers in the overseas market. Presently more than 10 million people are in overseas employment reducing pressure in the local job market. The Ministry has traning programmes on housekeeping, driving, | Mandatory insurancee coverage for all aspirant migrant workers needs to be ensured. |

| Programme Name | NSSS Provision | Present Situation | Gaps |
|---|---|---|---|
| | The migrant workers are financially solvent to pay for their future social security. Systems should be there to facilitate their participation in social insurance programmes for them and their family | and other technical trades and for garment workers) for skills development of the aspirant migrant workers commensurate with global demand. For the migrant workers (deceased and disabled) and their family members, the Ministry has some social allowance programmes (financial supports/assistances/ benefits). The Ministry has also taken initiatives for mandatory insurance coverage for all aspirant migrant workers. | |

**Action Plans**

In order to implement the reform proposals of the NSSS following time-bound activities may be taken up.

| No | Objectives | Activities | Performance Indicators | Timeframe | Responsible Ministry | Shared Responsibility |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. | Strengthen social allowance (financial supports/ assistances/ benefits) for migrant workers and their family member. | Increase the number of social allowance programmes for migrant workers and their family members. | Increased Number of programmes. Increased number of beneficiaries. | Continuous | Ministry of Expatriates Welfare and Overseas Employment (MoEWOE) | |
| 02. | Mandatory insurance coverage for all migrant workers. | Issued circular for providing mandatory insurance coverage for all migrant workers. | Issued Circular | December 2007 | MoEWOE | MOF(BD) |
| 03. | Enhance skills development and obtain international standard of skills and accreditation | Institution capacity building by establishing new TTCs (Technical Training Center) and IMTs (Institution of Marine Technology) | Established TTCs and IMTs | Continuous | MoEWOE | MOE MOF |
| | | Enhance skills development of migrant workers (both men and women) though providing training in various trades | Provided training for migrant workers (both men and women) | Continuous | MoEWOE | MOE MOF |

| No | Objectives | Activities | Performance Indicators | Timeframe | Responsible Ministry | Shared Responsibility |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Enhance capability though providing training of the trainers. Liaise and collaborate with reputed international training centers by signing MOUs for obtaining international standard of skills and accreditation | Provided training for trainers. signed MOUs with reputed international training centrs. | Continuous | MoEWOE | MOE<br>MOF |
| | | Identify new sectors of overseas employment and training. | Identified new sectors of overseas employment and training | Continuous | MoEWOE | MOFA |
| 04. | Consolidate Smaller Programmes and Activities | Prepare list of programmes and Activities to be continued | List sent to GED | December 2017 | MoEWOE | GED |
| | | Make List of programmes and Activities to be scaled up | List sent to GED | December 2017 | MoEWOE | GED |
| | | Make List of programmes and Activities to be phased out. | List sent to GED | December 2017 | MoEWOE | GED |
| | | Review the BBS database when preparred | Review Prepared | March | MoEWOE | Cabinet Devision |
| 05. | Improve targeting of beneficiaries | Introduce manual for selection procedures and disseminate it to people | Manual disseminated | March 2018 | MoEWOE | |
| | | Publish list of beneficiaries online to make it transparent | List of beneficiaries Published | Continuous | MoEWOE | |
| | | Follow the BBS database when prepared | Instruction given | March 2018 | MoEWOE | MOP (BBS) |
| 06. | Establish safe, orderly and responsible labour migrant administration | Modification of Acts, Rules and Regulations to ensure safe, orderly and responsible labour migration administration | Modification of Acts, Rules and regulation completed | December 2018 | MoEWOE | |
| | | Reorganize BMET (Bureau of Manpower, employment and Training) for better migration management | BMET's organizational structure reorganized | December 2018 | MoEWOE | |

| No | Objectives | Activities | Performance Indicators | Timeframe | Responsible Ministry | Shared Responsibility |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07. | Grievance Redress System | Make arrangement for recording complaints centrally and at field level | Instruction issue | March 2018 | MoEWOE | |
| | | Create public awareness about facility of central GRS of Cabinet Division | Public meetings held in all Upazilas | Continuous | MoEWOE | |
| 08. | Develop Single Registry MIS | Create online based MIS for all programmes and Activities | MIS digitized for all programmes | December 2019 | MoEWOE | |
| | | Make the MIS accessible by relevant departments | Inter departmental arrangement established | January 2020 | MoEWOE | |
| | | Linked MIS with cash disbursement | MIS linked with bank Link database | June 2020 | MoEWOE | |
| 09. | Digitization of cash transfer | Pilot different modalities of G2P | Pilot completed | July 2019 | MoEWOE | |
| | | Roll out approriate format of G2P | G2P rolled out for all programmes and Activities | June 2020 | MoEWOE | |
| 10. | Enhance results based M&E | Digitize monitoring of programmes and Activities | Dashboard established | December 2019 | MoEWOE | |
| | | Conduct mid-term and end-term evaluation of programmes and Activities | Programmes and Activities evaluated regularly | Continuous | MoEWOE | Cabinet |

**Key Action**

- Increase the number of social allowance programmes for migrant workers and their family members.
- Introduce mandatory insurance coverage for all migrant workers.
- Enhance skill development and obtain international standard of skill and accreditation.
- Government to Person (G2P) Payments System or Digital Payment system will be rolled out for all cash transfer programmes.

# Gender Action Plan
# of
# Ministry of Expatriates' Welfare and Overseas Employment

**Background**

The Ministry of Expatriates' Welfare and Overseas Employment (MoEWOE) is responsible to ensure the overall Welfare and to protect the rights of migrant workers. It is also responsible for skills development of potential and aspirant migrant workers and facilitating their overseas employment to reduce unemployment in the country and to foster economic growth. Providing comprehensive training, modernizing the overall training system in order to createa skilled labour force as per the demand of the foreign labour marker and expand new labour market by finding scope for overseas employment are also among its functions. The number of women migrant workers is increasing and their families have benefited economically and socially. The Social security programmes of the Ministry include skills development, providing legal and other necessary support to the stranded and abused women migrant workers, extending financial assistance to the families of the deceased workers, providing scholarships to the children of migrant workers and undertake reintegration and rehabilitation programmes for the returnee migrant workers.

**Mission for Gender-focused Social Protection**

The mission of MoEWOE is to ensure safe, orderly, regular, responsible and ethical migration; to enhance the skills of the female migrant workers in accordance to the demand of the global labour markets; to protect the rights and interests of them at all stages of migration; to ensure the welfare of the female migrant workers and their families left behind in the country; and to rehabilitate and to reintegrate the returnee women migrant workers in the mainstream socio-economy of the country.

**Role in Social Security for gender equality and women's empowerment**

a. Women's overseas employment opportunities have been created in the context of the growing demand for female domestic workers in Hong Kong and the Middle East countries. Therefore, women are being trained in house-keeping and language for developing them as skilled human resource with technical knowledge as per demand of foreign labour markers.
b. Increase opportunities for overseas employment leading to poverty reduction of women and their families through exploring new overseas employment opportunities. This also makes women financially self-sufficient, improves their status and Makes them eligible for decision making in the family. The technical, vocational and income generating training for the poor women makes them more productive and enables them for employment and more earning.
c. Ensuring welfare of the expatriates and potential workers through the various steps taken by the government for the welfare of the women expatriates and their families. Expatriate welfare bank ensures inflow of remittances by expatriates and effective use of remittances in income-generating and profitable investments. Expatriate women workers are also able to take advantage of improving their financial condition through this bank.
d. Ensuring rehabilitation and reintegration programes for the returnee women migrant workers in the mainstream socio-economy of the country.

**Challenges related to promotion of gender equality and women's empowerment**

The domestic labour market cannot accommodate the growing number of job seekers every year. On the other hand, most of the aspirant migrants do not have appropriate skills required for entering the global labour markets. Therefore, creation of overseas employment for the aspirant migrants skill development ensuring and protection of the right. interest and welfare of migrant workers and their families are the main challenges of the Ministry of Expatriates, Welfare and Overseas Employment. Women form insignificant

part of migrants in professional category due to not having appropriate skills. Violence and sexual harassment towards women migrant workers in the destination countries is common, and adequate support to reduce or address these could not be ensured. As there is no comprehensive database of female returnee migrant workers, the Ministry has taken initiatives to develop a database of them.

**Objectives of Gender Action Plan (GAP)**

The objectives of this GAP are to support the Ministry to explore overseas employment opportunities for the aspirant migrant men and women, develop their skills, protection of their rights and interests, and ensuring welfare and social security of migrant workers and their families.

**Gender-responsive budget**

Women’s share in the 2018-2019 FY budget is 45.53 percent of the ministry budget, 79.22 percent of the development budget and 9.53 percent of the non-development budget.

**Situation analysis in addressing gender equality**

The Ministry implements many different programmes for the prospective migrants as well as returnee workers. Training programmes are operated for external markers. The programme also includes allowance for sick, injured, disabled and incapable migrant workers. The support provided to children of expatriate workers needs to be coordinated with the upcoming child benefit programmes. Migrant workers need to be brought under a compulsory insurance programmes which should part of the NSIS. Safety and security of female expatriate workers are often threated in the denstination countries which should be strongly dealt with by the Ministry. Training, rehabilitation and reintegration programme need to be coordinated and consolidated to facilitate better empowerment prospects for women. Often sex-disaggregated data is not maintained for programme monitoring and targets for women benefit are not monitored. The ministry also requires strengthening staff capacity to incorporate gender equality and women empowerment element in social security programme design, delivery and monitoring.

## Gender Action Plan

| Objective | Activities | Timeframe | Indicators | Shased Responsibility |
|---|---|---|---|---|
| Strengthen social allowance, support and assistances for migrant workers and their families | Increase the coverage of social allowance programmes for sick, injured, disabled, incapable female migrant workers | Continuous | Increased number of programmes Increased number of women beneficiaries. | Finance Division<br>MoFA<br>MoHA<br>MoSW<br>MoWCA<br>MoPME<br>Security Services Division<br>MOHE<br>Civil Aviation<br>UN Org. |
| | Expand stipend to migrant workers’ children (in JSC, PSC, SSC, HSC). | Continuous | Increased number of children (girls) received stipends | |
| | Provide support to the migrant workers who are deported due to natural calamities, war and social and political unrest | Continuous | Provide support to women deportees | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Provide assistance to stranded, abused and victim of violence abroad (specially female Migrant Workers) | Continuous | Incresed number of assistance provided | |
| | Provide allowance to the family members of deceased female migrant workers | Continuous | Allowance Provided | |
| Mandatory Insurance coverage for all migrant workers | Issue circular for providing mandatory insurance coverage for all outbound migrant workers | December 2019 | Circular issued | Finance Division FID LGED |
| | Seek/provide budget for insurance for migrant workers | July 2020 | Insurance programme designed and launched | |
| | Disseminate information regarding mandatory insurance coverage up to field level | Continuous | Instruction given to DEMO, Field administrations and BAIRA & other Recruiting agents | LGED BAIRA other Recruiting agents |
| Facilitate safe, orderly and responsible labour migration | Transparent dissemination of work opportunities through digital and other means specifying the details | June 2021 | Digital dissemination system and platform established | MoFA Finance Division FID MoIC ICTD MoWCA LGD NGOs INGOs UN Org BAIRA & other Recruiting agencies MOFA L&PAD Cabinet Parliament |
| | Provide loan to outbound migrant workers and disseminate information | Continuous | Increase number of women beneficiaries | |
| | Raise awareness through campaigns about safe orderly and ethical migration, provide information about overseas work opportunities, benefits and risks for women | July 2020 continuous | instructed all recruiting agencies awareness raised | |
| | Mandatory registration for all outbound female workers including women | Continuous | All migrants have registered | |
| | Mandatory pre-departure clearance (smart card) for all aspirant migrant workers including women | Continuous | All migrants have clearance | |
| | Regularly observe conditions of female migrant abroad | | Monthly/regularly reporting by labour attaches/ Mission and recruiting | |
| | Enact and amend Act, Rules; formulate policy | Continuous | Act, Rules enacted and amended Policy formulated | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Signing MOUs BLAs between destination countries to ensure right and interest of female migrant workers and enhance their welfare abroad. As well as arrange and attend joint committee Meetings regularly to review the articles of MOUs and BLAs | Continuous | | |
| Support to women migrant workers abroad | Provide rescue and deportation services abroad for stranded and abused women migrant workers | Continuous | provided support and services | MoFA MoWCA, MOSW LID Security Services Division UN Org INGOs NGOs |
| | Provide shelter and legal support to abused women migrant workers. Providing assistances to female migrant workers (victims) including their babies (if any) | Continuous | | |
| Support for rehabilitation reintegration | Develop a comprehensive database of returnee migrant workers | December 2021 Continuous | Introduced mechanism Developed database | Finance Division FID LGD MOIC ICTD MOFA Security Services Division UN Org INGOs NGOs |
| | Provide support, information, motivation training to the returnee migrant workers for social inclusion, reintegration, rechabiletation and/or re-migration. | Continuous | Women form 30% of the beneficiaries | |
| | Provide loan to returnee migrant workers in simple terms & conditions for economic empowerment and remigration | Continuous | Women form 30% of the beneficiaries | |
| Enhance skills development and obtain international standards | Identify sectors of overseas employment, especially which are suitable for women. | December 2021 Continuous | New market, trade identified | TMED MoYS MoWCA MoF MoFA BITAC BAIRA & other Recruiting agents |
| | Enhance skills development of female migrant workers through providing training in required trades/ languages in accordance to the demand of international labour market. | Continuous | Increases number of women trained | |
| | Collaborate with other skills-providing agencies to ensure skills training for women is catered to the needs of international markets | Continuous | MoUs/ agreements reached | |
| | Mandatory pre-departure training and briefing for all outbound migrant workers | Continuous | provided pre-departure training and briefing | |
| Grievance redress system | establish grievance redress mechanism at the Bangladesh Missions in receiving countries, centrally and at field level in the country | December 2021 Continuous | establish mechanism | Field offices MOFA LGD, Cabinet Division, NGOs |
| | Create public awareness including among women about complain resolving mechanism and the central GRS of cabinet division | December 2019 Continuous | Circular issued nequesting to arrange public meeting at upazilla level | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Strengthen capacity | Integrate capacity-building activities for women in technical skills, complain handling mechanism, rules related to employment in receiving countries loan facilities, self respect, entrepreneurship, livelihood, social support and risk mitigation | Beginning July 2020 Continuous | Designed training programmes incorporate these | MoWCA BITAC UN Org NGOs INGOs BAIRA & other recruiting Agencies |
| | Strengthen staff capacity to address gender equality and women empowerment in SS programme design, delivery and monitoring | Beginning December 2019 Continuous | Gender training imparted to relevant staff | |
| Gender-responsive programme design | Establish mechanism to integrate gender-related design features (e.g. empowering elements, participation, awareness voice, social capital etc) in all SS programmes | December 2019 | Circular issued and instruction given to planning unit and other subordinate offices | |
| Strengthen gender-focused result monitoring | Develop a set of gender - focused indicators addressing practical and strategic needs for programmes | December 2020 | Instruction given to planning unit | MoWCA GED, SID, IMED |
| | Ensure collection and use of sex-disaggregated data for monitoring and reporting of gender-focused results | January 2020 | Instruct all subordinate offices and agencies to collect sex disaggregated data | |
| Consolidate Smaller Programmes | Identify programmes eligible for phasing-out and up-scaling based on gender focused result assessment | December 2020 | Assessment completed and prepared list | IMED, Cabinet |
| | Integrate tested empowering elements with transformatory potential in the consolidated and expanded programmes | December 2020 | Empowering features identified and list for scaling up prepared | |

Key Actions

- Increase the number of social allowance beneficiaries from migrant workers and their family members.
- Introduce mandatory insurance coverage for all migrant workers.
- Enhance skills development and obtain international standard of skill amd accreditation.
- Enhance capacity of Women for protection, leadership, self-respect, entrepreneurship, social support and risk mitigation.
- Ensure gender-responsive programme design with strengthened gender-focused result monitoring using sex-disaggregated data.
- Consolidate smaller programs incorporating empowering elements for women and provide services through a digitized single registry MIS and G2P payment.

# অধ্যায় ০৪ প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান

## অফিস আদেশ, প্রজ্ঞাপন ও পরিপত্র


| | | |
|---|---|---|
| ৪.১ | প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অনুবিভাগ, অধিশাখা ও শাখার পুনর্বিন্যাসকৃত কার্যবন্টন | ২৪৯ |
| ৪.২ | ভিজিলেন্স টাস্কফোর্স পুনঃগঠন সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন | ২৬৮ |
| ৪.৩ | মন্ত্রণালয়ের চাহিত তথ্যাদি প্রেরণ | ২৭০ |
| ৪.৪ | বিদেশগামী বাংলাদেশী কর্মীদের জন্য বাধ্যতামূলক বীমা ব্যবস্থা | ২৭১ |
| ৪.৫ | রিক্রুটিং এজেন্সীসমূহের জামানত, লাইসেন্স ফি ও নবায়ন ফি পুনঃনির্ধারণ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন | ২৭৩ |
| ৪.৬ | নতুন রিক্রুটিং লাইসেন্সের জামানত বিভাজন | ২৭৪ |
| ৪.৭ | রিক্রুটিং এজেন্সী কর্তৃক প্রতিরক্ষা সঞ্চয়পত্র প্রদানের পরিবর্তে ব্যাংক গ্যারান্টির মাধ্যমে জামানত গ্রহণ করায় জটিলতা | ২৭৫ |
| ৪.৮ | যুক্তিসঙ্গত অভিবাসন ব্যয়ে অভিবাসন প্রক্রিয়া সম্পন্নকরণের লক্ষ্যে অফিস আদেশ | ২৭৬ |
| ৪.৯ | ১৪টি দেশভিত্তিক সার্ভিস চার্জ ও অভিবাসন ব্যয় নির্ধারণ সংক্রান্ত অফিস আদেশ | ২৭৮ |
| ৪.১০ | সিঙ্গাপুরে কর্মী প্রেরণে অভিবাসন ব্যয় নির্ধারণ সংক্রান্ত অফিস আদেশ | ২৭৯ |
| ৪.১১ | বিদেশ গমনেচ্ছুকর্মীদের নিবন্ধন কার্যক্রম | ২৮১ |
| ৪.১২ | বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীদের জন্য বিকাশ, সিওর ক্যাশ ও রকেট এর কর্তৃপক্ষের সাথে চুক্তি সম্পাদনের অনুমোদন | ২৮২ |
| ৪.১৩ | বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীদের জন্য "নগদ" এর কর্তৃপক্ষের সাথে চুক্তি সম্পাদনের অনুমোদন | ২৮৩ |
| ৪.১৪ | সরকারী ডাটাবেজ হতে কর্মী নিয়োগ আবেদন নিস্পত্তির সময়সীমা | ২৮৪ |
| ৪.১৫ | বিএমইটির কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য নথি অগ্রায়নের নির্দেশনা সম্বলিত অফিস আদেশ (২৫.০৭.২০১৯) | ২৮৫ |
| ৪.১৬ | বিদেশের নিয়োগকর্তা কর্তৃক বাংলাদেশি কর্মী নিয়োগের উদ্দেশ্য সত্যায়নের নিমিত্ত বাংলাদেশ দূতাবাসে জমাকৃত চাহিদাপত্র (Demand Letter) সম্পর্কে মন্ত্রণালয়/বিএমইটি-কে অবহিতকরণ | ২৮৬ |
| ৪.১৭ | স্ব-উদ্যোগে একক ভিসায় বিদেশ গমনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশ দূতাবাসের সত্যায়ন | ২৮৭ |
| ৪.১৮ | অপ্রচলিত দেশসমূহে একক ভিসায় চাকুরী নিয়ে গমনেচ্ছু পুরুষ কর্মীকে বহির্গমন ছাড়পত্র প্রদানের ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়ের পূর্বানুমতি | ২৮৮ |
| ৪.১৯ | দক্ষ ক্যাটাগরীতে ন্যূনতম ৩০% কর্মী প্রেরণ | ২৮৯ |
| ৪.২০ | মঙ্গা পীড়িত এলাকার কর্মীদের বৈদেশিক কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে ০৪% কোটা নির্ধারণ | ২৯০ |
| ৪.২১ | বিদেশগামী নারী কর্মীদের অধিকতর সুরক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ সংক্রান্ত পরিপত্র | ২৯১ |
| ৪.২২ | মহিলা কর্মীদের বহির্গমন ছাড়পত্র প্রদানের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় নির্দেশনা সংক্রান্ত অফিস আদেশ | ২৯৩ |
| ৪.২৩ | মহিলা গৃহকর্মীদের বিদেশ গমনের অনুমতি প্রদান | ২৯৫ |

৪.২৪ নতুন রিক্রুটিং এজেন্সির জন্য জামানতের মেয়াদ নির্ধারণ ২৯৬

৪.২৫ তদন্তাধীন অবস্থায় রিক্রুটিং লাইসেন্স নবায়ন ২৯৭

৪.২৬ রিক্রুটিং এজেন্সীর লাইসেন্স নবায়নের জন্য প্রেরিত সুপারিশ/প্রতিবেদনে রিক্রুটিং এজেন্ট আচরণ ও লাইসেন্স বিধিমালার ৭(৪) বিধি অন্তর্ভূক্তকরণ ২৯৮

৪.২৭ ২০১০-২০১১ অর্থ বছর হতে রিক্রুটিং এজেন্সীর বিভিন্ন ফি এর উপর ১৫% হারে ভ্যাট ধার্য্য ২৯৯

৪.২৮ 'বাছাই অনুমতি ব্যতিত কোন রিক্রুটিং এজেন্টকে নিয়োগানুমতি প্রদান করা হবে না' মর্মে পরিপত্র-১ ৩০০

৪.২৯ বাছাই অনুমতি ব্যতীত রিক্রুটিং এজেন্সিকে নিয়োগানুমতি ও ডাটাবেইজের বাহির থেকে কর্মী নিয়োগে বিধিনিষেধ ইত্যাদি সংক্রান্ত পরিপত্র-২ ৩০১

৪.৩০ দূতাবাসের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার স্বাক্ষর ও সীল জালিয়াতি করে দাখিলের ক্ষেত্রে এজেন্সীর দায়দায়িত্ব সংক্রান্ত পরিপত্র ৩০২

৪.৩১ পত্রযোগাযোগে রিক্রুটিং এজেন্সীর সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের পক্ষে অন্য কারো স্বাক্ষর না দেয়া সংক্রান্ত অফিস আদেশ ৩০৩

৪.৩২ নির্ধারিত নবায়ন ফি এর অতিরিক্ত ১০০% বিলম্ব ফি আদায় করতে হবে মর্মে প্রজ্ঞাপন ৩০৪

৪.৩৩ রিক্রুটিং এজেন্সীর নিয়োগানুমতি সত্যায়ন ৩০৫

৪.৩৪ রিক্রুটিং লাইসেন্সের নম্বর পরিবর্তন ৩০৬

৪.৩৫ রিক্রুটিং অফিস স্থানান্তরের অনুমতি প্রদান ৩০৭

৪.৩৬ চাহিদাপত্র সংগ্রহকালে চাহিদাকৃত কর্মীদের নিয়োগস্থল সংশিষ্ট রিক্রুটিং এজেন্ট কর্তৃক ব্যক্তিগতভাবে পরিদর্শন ৩০৮

৪.৩৭ রিক্রুটিং এজেন্সী কর্তৃক বিদেশে কর্মী প্রেরণ সম্পর্কে পাক্ষিক প্রতিবেদন ৩০৯

৪.৩৮ একক ও দলীয় সকল ভিসার ক্ষেত্রে বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীদের বাধ্যতামূলক প্রাক-বহির্গমন ব্রীফিং ৩১০

৪.৩৯ বিদেশে চাকুরী সংক্রান্ত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি জাতীয় পত্রিকায় প্রকাশ ৩১১

৪.৪০ বিদেশ গমনেচ্ছুক প্রার্থীদের নাম রেজিস্ট্রেশন বিষয়ে জেলা প্রশাসকের নিকট প্রেরণকৃত ডিও পত্র ৩১২

৪.৪১ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের প্রবাসী কল্যাণ নামে একটি শাখা সৃষ্টি সংক্রান্ত ৩১৩

৪.৪২ বিদেশে গমনেচ্ছু মহিলা গৃহকর্মী নির্বাচনে কমিটিগঠন এবং তালিকা সম্পর্কে জেলা প্রশাসককে প্রেরিত পত্র ৩১৪

৪.৪৩ প্রবাসীদের মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ দুই লক্ষ টাকার স্থলে তিন লক্ষ টাকা পুনঃনির্ধারণ ৩১৬

৪.৪৪ ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের কল্যাণ ফি, সারচার্জ ও সত্যায়ন ফি আদায় সংক্রান্ত আদেশ ৩১৭

৪.৪৫ প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংককে তফসিলি বিশেষায়িত ব্যাংক হিসেবে তালিকাভূক্তকরণ সংক্রান্ত পত্র ৩১৮

৪.৪৬ ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ (২০১৮ পর্যন্ত সংশোধিত) এর ১৪ক(১) ধারা হতে অব্যাহতি ৩১৯

৪.৪৭ প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের তফসিলিকরণ সংক্রান্ত বাংলাদেশ ব্যাংকের পত্র ও প্রজ্ঞাপন ৩২০

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
প্রবাসী কল্যাণ ভবন
৭১/৭২, পুরাতন এলিফ্যান্ট রোড, ইস্কাটন গার্ডেন, রমনা, ঢাকা-১০০০।
প্রশাসন অধিশাখা
www.probashi.gov.bd

নং-৪৯.০০.০০০০.০১৫.০২.০০১.১৭.৬৬৮ তারিখঃ ২৪ মে ২০১৮

বিষয়: পুনর্বিন্যাসকৃত কার্যবন্টন প্রেরণ।

উপরোক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশাসনিক কাজের সুবিধার্থে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অনুবিভাগ/অধিশাখা/শাখা সমূহ পুনর্বিন্যাস করা হয়। পুনর্বিন্যাসকৃত এ সকল অনুবিভাগ, অধিশাখা এবং শাখার হালনাগাদ কার্যবন্টন প্রাপ্ত মতামতের ভিত্তিতে চূড়ান্ত করা হয়।

০২। বর্ণিতাবস্থায়, পুনর্বিন্যাসকৃত কার্যবন্টন অনুযায়ী সকল অনুবিভাগ, অধিশাখা, শাখার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নির্দেশক্রমে এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

(ফাতেমা জাহান)
উপসচিব (প্রশাসন)
ফোনঃ ০২-৯৩৪৯৩১৪

অনুলিপি সদয় কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

১. অতিরিক্ত সচিব (সকল), প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।
২. যুগ্মসচিব (সকল), প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।
৩. মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।
৪. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।
৫. উপসচিব/উপপ্রধান (সকল), প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।
৭. সিনিয়র সহকারী সচিব (সকল)/সিনিয়র সহকারী প্রধান, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।
৮. সহকারী সচিব (সকল), প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।
৯. হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।
১০. সহকারী প্রোগ্রামার, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)

**প্রশাসন ও অর্থ অনুবিভাগ অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব**

১। প্রশাসন অধিশাখা এবং বাজেট অধিশাখার উপর দায়িত্ব ও কার্যাবলি তত্ত্বাবধান;
২। মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সংস্থাপন, প্রশাসন ও শৃঙ্খলা বিষয়ক, বেতন-ভাতা, শ্রান্তি বিনোদন ছুটি ও ভাতা মঞ্জুরি, সাধারণ ভবিষ্য তহবিল, ঋণ মঞ্জুরি, নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলি (বিশেষক্ষেত্রে টাইমস্কেল, সিলেকশন গ্রেড মঞ্জুরি) সংক্রান্ত কার্যাবলি তত্ত্বাবধান;
৩। মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী, সচিব এবং অন্যান্য কর্মকর্তাদের বিদেশ ভ্রমণ, প্রশিক্ষণ, সেমিনার ইত্যাদিতে অংশগ্রহণের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদনের জন্য সার-সংক্ষেপ প্রস্তুতকরণ এবং সরকারি আদেশ জারি সংক্রান্ত কার্যাবলি তত্ত্বাবধান;
৪। মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের মধ্যে প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ ও পুন:অর্পণ আদেশ সংক্রান্ত কার্যাবলি তত্ত্বাবধান;
৫। মন্ত্রণালয়ের কর্মবণ্টন ও শাখাসমূহের মধ্যে সমন্বয়;
৬। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভা সংক্রান্ত কার্যাবলি;
৭। জাতীয় সংসদের প্রশ্নোত্তর সংক্রান্ত বিষয়াদি;
৮। মন্ত্রণালয়ের মাসিক সমন্বয় সভা এবং প্রশাসন ও অর্থ সংক্রান্ত যাবতীয় সভা সংক্রান্ত বিষয়াদি;
৯। লাইব্রেরি সংক্রান্ত কার্যাবলি
১০। আইসিটি সেল সংক্রান্ত কার্যাবলি;
১১। মন্ত্রণালয়ের সেবা ও প্রটোকল সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলি তত্ত্বাবধান;
১২। মন্ত্রণালয়ের হিসাব সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলি তত্ত্বাবধান;
১৩। মন্ত্রণালয়ের রাজস্ব রাজেট/উন্নয়ন বাজেট/সংশোধিত বাজেট প্রণয়ন, পুনঃউপযোজন, অতিরিক্ত বরাদ্দ দাবী সংক্রান্ত কার্যাবলি তত্ত্বাবধান;
১৪। মন্ত্রণালয়ের অডিট আপত্তি ও সমন্বয়করণ;
১৫। দক্ষতা উন্নয়ন তহবিল সংক্রান্ত কার্যাবলি;
১৬। মন্ত্রণালয়/অধীনস্থ দপ্তরসমূহের মাসিক/ত্রৈমাসিক/বার্ষিক কার্যাবলির প্রতিবেদন সংগ্রহ ও সমন্বয় সাধন;
১৭। কাউন্সিল কর্মকর্তা/কাউন্সিল সহকারী নিয়োগ এবং মন্ত্রণালয়ের কর্তাদের সংসদের যাতায়াতের পাস সংগ্রহ ইত্যাদি;
১৮। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অন্যান্য দপ্তরের চাহিদা অনুযায়ী তথ্য সংগ্রহ ও সমন্বয়ের মাধ্যমে প্রেরণ;
১৯। জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের জন্য এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে চাহিত বিষয়ে মহামান্য রাষ্ট্রপতি/মাননীয় প্রধানমন্ত্রী/মাননীয় মন্ত্রীর ভাষণ/ব্রিফ প্রস্তুতকরণ।
২০। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্বাচনী ইস্তেহার/প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম;
২১। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক চাহিত বিভিন্ন বিষয়ের বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রেরণ (মাসিক প্রতিবেদন জিআরএস, সচিব সভা, মন্ত্রিসভা বৈঠক, জেলা প্রশাসক সম্মেলন ইত্যাদি);
২২। APA, NIS, Innovation এর যাবতীয় কার্যাবলি প্রণয়ন, সভা আহ্বান, বাস্তবায়ন অগ্রগতিসহ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাথে সমন্বয় সংক্রান্ত কার্যাবলি;
২৩। মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীর বহিঃবাংলাদেশ (অর্জিত ছুটি)/বিদেশ সফর/বৈদেশিক প্রশিক্ষণ/শিক্ষা ছুটি/লিয়েন ইত্যাদি সংক্রান্ত কার্যাবলি;
২৪। বেসরকারি আইনজীবী নিয়োগ এবং ফি/পারিশ্রমিক নির্ধারণ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলি;
২৫। আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস সহ অন্যান্য দিবস পালন সংক্রান্ত প্রশাসনিক ও আর্থিক কার্যাবলি;
২৬। জিআরএস আপিল কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন;
২৭। তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তার কার্যক্রম তত্ত্বাবধান;
২৮। সিটিজেন চার্টার প্রণয়ন ও হালনাগাদকরণ কার্যক্রম তত্ত্বাবধান;
২৯। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্ব।

**প্রশাসন ও সেবা অধিশাখা (যুগ্মসচিব/উপসচিব)**

১। মন্ত্রণালয়ের প্রশাসন শাখা, সংসদ ও সমন্বয় শাখা, সেবা শাখা, আইসিটি শাখা এবং লাইব্রেরি শাখা এর কার্যাবলি তত্ত্বাবধান;
২। মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সংস্থাপন, প্রশাসন শৃঙ্খলা বিষয়ক, বেতন-ভাতা, শান্তি বিনোদন ছুটি ও ভাতা মঞ্জুরি সাধারণ ভবিষ্য তহবিল, ঋণ মঞ্জুরি, নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলি (বিশেষক্ষেত্রে টাইমস্কেল, সিলেকশন গ্রেড মঞ্জুরি) সংক্রান্ত কার্যাবলি তত্ত্বাবধান;
৩। মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী, সচিব এবং অন্যান্য কর্মকর্তাদের বিদেশ ভ্রমণ, প্রশিক্ষণ, সেমিনার ইত্যাদিতে অংশগ্রহণের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদনের জন্য সার সংক্ষেপ প্রস্তুতকরণ/সরকারি আদেশ জারি, মন্ত্রণালয়ের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তাদের, বিদেশ ভ্রমণের আদেশ জারি;

৪। মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের মধ্যে প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ ও পুনঃঅর্পণ আদেশ সংক্রান্ত কার্যাবলি;
৫। মন্ত্রণালয়ের গেজেটেড/নন-গেজেটেড কর্মচারীদের নিয়োগ/পদোন্নতি/বদলি ইত্যাদি;
৬। মন্ত্রণালয়ের কর্মবন্টন ও শাখাসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধন;
৭। আইসিটি সেল সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম;
৮। জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের জন্য মহামান্য রাষ্ট্রপতি/মাননীয় প্রধানমন্ত্রী/মাননীয় মন্ত্রীর ভাষণ/ব্রিফ প্রস্তুতকরণ;
৯। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি, নির্দেশনা এবং নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কার্যাবলি;
১০। জাতীয় সংসদের প্রশ্নোত্তর প্রস্তুতকরণ, প্রেরণ এবং সংসদ বিষয়ক অন্যান্য কার্যাবলি;
১১। কাউন্সিল কর্মকর্তা/কাউন্সিল সহকারী নিয়োগ এবং মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের সংসদে যাতায়াতের পাস সংগ্রহ ইত্যাদি;
১২। মন্ত্রণালয়ের সমন্বয় সভা সংক্রান্ত কার্যক্রম;
১৩। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অন্যান্য দপ্তরের চাহিদা অনুযায়ী তথ্য সংগ্রহ ও সমন্বয়ের মাধ্যমে প্রেরণ;
১৪। মন্ত্রণালয়/অধীনস্থ দপ্তর সমূহের মাসিক/ত্রৈমাসিক/বার্ষিক কার্যাবলির প্রতিবেদন সংগ্রহ ও সমন্বয় সাধন
১৫। মন্ত্রিপরিষদ বৈঠক গৃহীত সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন ও অগ্রগতির প্রতিবেদন প্রেরণ;
১৬। মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট তৈরি, উন্নয়ন, হালনাগাদকরণ ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং ডাটাবেজ রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত কার্যাবলি তত্ত্বাবধান;
১৭। প্রোগ্রামিং লজিক তৈরি, উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত কার্যাবলি তত্ত্বাবধান।
১৮। মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাস/হাইকমিশনের শ্রম কল্যাণ উইং-এর ওয়েবসাইটের সাথে সমন্বয় করণ বিষয়ক কার্যক্রম তত্ত্বাবধান;
১৯। আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবসসহ অন্যান্য দিবস পালন সংক্রান্ত প্রশাসনিক কার্যাবলি;
২০। মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীর বহিঃবাংলাদেশ (অর্জিত ছুটি)/বিদেশ সফর/বৈদেশিক প্রশিক্ষণ/শিক্ষা ছুটি/লিয়েন ইত্যাদি সংক্রান্ত কার্যাদি।
২১। বেসরকারি আইনজীবী নিয়োগ এবং ফি/পারিশ্রমিক নির্ধারণ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলি;
২২। মন্ত্রণালয়ের সেবা ও প্রটোকল সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলি তত্ত্বাবধান;
২৩। ই-টেন্ডারিং এর কার্যক্রম;
২৪। আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবসসহ অন্যান্য জাতীয় দিবসে আপ্যায়ন, পত্রিকার বিল এবং আনুষঙ্গিক ব্যয়ের বিল পরিশোধ ও সমন্বয় সংক্রান্ত কার্যাবলি।
২৫। মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কার্যাবলি;
২৬। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং এ মন্ত্রণালয়ের অন্যান্য অনুবিভাগ ও আওতাধীন দপ্তরসমূহ হতে চাহিদা তথ্যাদি, APA, NIS, GRS, RTI ইত্যাদি সংক্রান্ত চাহিত তথ্যাদি, অগ্রগতির বাস্তবায়ন প্রতিবেদন সংগ্রহ/প্রেরণ সংক্রান্ত কার্যাবলি তাদারকি ও সমন্বয় সাধন;
২৭। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্ব।

প্রশাসন শাখা (উপসচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব)

১। মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংস্থাপন, প্রশাসন ও শৃঙ্খলা বিষয়ক কার্যাদি;
২। মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীর বেতন-ভাতা, শ্রান্তি বিনোদন ছুটি ও ভাতা মঞ্জুরি, বহিঃবাংলদেশ ছুটি (অর্জিত ছুটি) সাধারণ ভবিষ্যত তহবিল, ঋণ মঞ্জুরি সংক্রান্ত কার্যাবলি;
৩। মন্ত্রণালয়ের গেজেটেড/নন-গেজেটেড কর্মচারীদের নিয়োগ/পদোন্নতি/বদলি ইত্যাদি;
৪। মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের মধ্যে প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ ও পুনঃঅর্পণ আদেশ সংক্রান্ত কার্যাবলি;
৫। মন্ত্রণালয়ের কর্মবন্টন নির্ধারণ ও শাখাসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধন;
৬। মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী, সচিব এবং অন্যান্য কর্মকর্তার বিদেশ ভ্রমণ, প্রশিক্ষণ, সেমিনার ইত্যাদিতে অংশগ্রহণের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদনের জন্য সার-সংক্ষেপ প্রস্তুত/সরকারি আদেশ জারি, মন্ত্রণালয়ের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তার বিদেশ ভ্রমণের আদেশ জারি;
৭। কর্মরত ফোকাল পয়েন্ট, বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা মনোনয়ন, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সভা/প্রশিক্ষণ কর্মশালায় কর্মকর্তা মনোনয়ন সংক্রান্ত কার্যাবলি;
৮। বেসরকারি আইনজীবী নিয়োগ এবং ফি/পারিশ্রমিক নির্ধারণ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলি;
৯। আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস সহ অন্যান্য দিবস পালন সংক্রান্ত প্রশাসনিক কার্যাবলি;
১০। মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীর বহিঃবাংলাদেশ (অর্জিত ছুটি)/বিদেশ সফর/বৈদেশিক প্রশিক্ষণ/শিক্ষা ছুটি/লিয়েন ইত্যাদি সংক্রান্ত কার্যাদি;
১১। দেশে-বিদেশে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ/কর্মশালা/সেমিনারে কর্মকর্তা/কর্মচারী মনোনয়ন এবং প্রশিক্ষণ ফি প্রদান সংক্রান্ত আর্থিক মঞ্জুরি;

১২। শাখা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং এ মন্ত্রণালয়ের অন্যান্য অনুবিভাগ ও আওতাধীন দপ্তরসমূহ হতে চাহিত তথ্যাদি, APA, NIS, GRS, RTI ইত্যাদি সংক্রান্ত চাহিত তথ্যাদি, অগ্রগতি/বাস্তবায়ন প্রতিবেদন সংগ্রহ/প্রেরণ;
১৩। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্ব।

**সেবা ও প্রটোকল শাখা (উপসচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব)**

১। মন্ত্রণালয়ের প্রটোকল সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলি;
২। বিদেশি মেহমানদের বিমানবন্দরে অভ্যর্থনা ও বিদায় জানানোর যাবতীয় কার্যক্রম;
৩। প্রটোকল বিষয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট দূতাবাসের সাথে যোগাযোগ;
৪। মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের ভ্রমণ সংক্রান্ত কার্যাবলি;
৫। মন্ত্রণালয়ের সকল সাধারণ সেবা সংক্রান্ত কার্যাবলি;
৬। মন্ত্রণালয়ের স্টোর, স্টেশনারী ও আসবাবপত্র ক্রয়, সরবরাহ, ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ;
৭। মন্ত্রণালয়ের প্রাধিকার প্রাপ্ত কর্মকর্তাগণকে সরকারি খরচে পত্রিকা ও ম্যাগাজিন সরবরাহ;
৮। মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণের দাপ্তরিক ও আবাসিক টেলিফোন ব্যবস্থাপনা ও বিল পরিশোধ;
৯। মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের কম্পিউটার, প্রিন্টার, ফ্যাক্স, ইন্টারনেট সুবিধা প্রদান;
১০। ই-টেন্ডারিং এর কার্যক্রম;
১১। মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বাসা বরাদ্দ এবং মন্ত্রণালয়ের কক্ষ বরাদ্দ এবং সজ্জিতকরণ;
১২। মন্ত্রণালয়ের যানবাহন ক্রয় রক্ষণাবেক্ষণ, মেরামত ও জ্বালানীর ব্যবস্থাকরণ;
১৩। মন্ত্রণালয়ের বনভোজন, বর্ষবরণ, ক্রীড়া ও খেলাধুলা সংক্রান্ত বিষয়াদি;
১৪। আন্তর্জাতিক অভিবাসন দিবসসহ অন্যান্য জাতীয় দিবসে আপ্যায়ন, পত্রিকার বিল এবং আনুষঙ্গিক ব্যয়ের বিল পরিশোধ ও সমন্বয় সংক্রান্ত সমুদয় কার্যাবলি;
১৫। মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন ও সময়সূচি অনুযায়ী বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কার্যাবলি;
১৬। শাখা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং এ মন্ত্রণালয়ের অন্যান্য অনুবিভাগ ও আওতাধীন দপ্তরসমূহ হতে চাহিত তথ্যাদি, APA, NIS, GRS, RTI ইত্যাদি সংক্রান্ত চাহিত তথ্যাদি, অগ্রগতি/বাস্তবায়ন প্রতিবেদন সংগ্রহ/প্রেরণ;
১৭। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্ব।

**অভিবাসন ও দক্ষতা উন্নয়ন তহবিল শাখা (উপসচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব)**

১। অভিবাসন ও দক্ষতা উন্নয়ন তহবিল পরিচালনা নীতিমালা, ২০১০ অনুযায়ী সকল কার্যাবলি সম্পাদন;
২। তহবিল পরিচালনা বোর্ডকে সার্বিক সহায়তা প্রদান এবং তহবিলের অধীনে গৃহীতব্য বিভিন্ন কার্যক্রমসমূহের অগ্রগতি তদারকি ও মূল্যায়ন;
৩। সামগ্রিক ব্যয় অনুমোদন ও অর্থ ছাড়করণ সংক্রান্ত সুপারিশ প্রণয়নপূর্বক বোর্ডের নিকট উপস্থাপন;
৪। নতুন শ্রমবাজার অনুসন্ধান ও বর্তমান জনশক্তি প্রেরণের ধারা সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বৈদেশিক শ্রমবাজার সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ, নতুন শ্রম বাজার অন্বেষণের উদ্যোগ গ্রহণ;
৫। বর্তমান শ্রমবাজার সংরক্ষণের জন্য বিদেশস্থ শ্রম উইং ও দূতাবাসের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ স্থাপন;
৬। প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ, জব কাউন্সেলিং এবং উপযুক্ত প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচন;
৭। প্রশিক্ষণের ধরন/ট্রেড নির্বাচন, প্রশিক্ষণের স্থান ও প্রশিক্ষক নির্বাচন;
৮। প্রশিক্ষণ পরিচালনা ও মান নিয়ন্ত্রণ, প্রশিক্ষণের মেয়াদ ও বিস্তারিত তফসিল প্রণয়ন;
৯। প্রশিক্ষণের পর সনদ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ, কাউন্সেলিং এবং প্রশিক্ষণ বা পুনঃ প্রশিক্ষণ;
১০। নিয়োগ প্রতিষ্ঠানের সাথে সংযোগ স্থাপন;
১১। নীতিমালার সংশোধন, তহবিল পরিচালনা নীতিমালার ব্যাখ্যা, আইন কাঠামো, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন;
১২। অভিবাসন ও দক্ষতা উন্নয়ন তহবিলের বাজেট বরাদ্দ সংক্রান্ত কার্যাবলি;
১৩। তহবিলের আয়-ব্যয়ের হিসাব নিরীক্ষা পূর্বক বার্ষিক বিবরণী প্রস্তুত;
১৪। শাখা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং এ মন্ত্রণালয়ের অন্যান্য অনুবিভাগ ও আওতাধীন দপ্তরসমূহ হতে চাহিত তথ্যাদি, APA, NIS, GRS, RTI ইত্যাদি সংক্রান্ত চাহিত তথ্যাদি, অগ্রগতি/বাস্তবায়ন প্রতিবেদন সংগ্রহ/প্রেরণ;
১৫। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্ব।

## সংসদ ও সমন্বয় শাখা (উপসচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব)

১। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা/নির্বাচনী ইশতেহার সংক্রান্ত কার্যাবলি;
২। জাতীয় সংসদের প্রশ্নোত্তরসহ সংসদ বিষয়ক অন্যান্য কার্যাবলি;
৩। কাউন্সিল কর্মকর্তা/বিকল্প কাউন্সিল কর্মকর্তা/কাউন্সিল সহকারী নিয়োগ এবং মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের সংসদে যাতায়াতের পাস সংগ্রহ ইত্যাদি;
৪। মন্ত্রণালয়ের সমন্বয় সভা সংক্রান্ত কার্যক্রম;
৫। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অন্যান্য দপ্তরের চাহিদা অনুযায়ী তথ্য সংগ্রহ ও সমন্বয়ের মাধ্যমে প্রেরণ;
৬। মন্ত্রণালয়/অধীনস্থ দপ্তর সমূহের মাসিক/ত্রৈমাসিক/বার্ষিক কার্যাবলি প্রতিবেদন সংগ্রহ ও সমন্বয় সাধন;
৭। জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের জন্য মহামান্য রাষ্ট্রপতি/মাননীয় প্রধানমন্ত্রী/মাননীয় মন্ত্রীর ভাষণ/ব্রিফ প্রস্তুতকরণ;
৮। মন্ত্রিপরিষদ বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন ও অগ্রগতির প্রতিবেদন প্রেরণ;
৯। মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুত এবং ওয়েবসাইটে প্রকাশ সংক্রান্ত কার্যাবলি;
১০। শাখা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং এ মন্ত্রণালয়ের অন্যান্য অনুবিভাগ ও আওতাধীন দপ্তরসমূহ হতে চাহিত তথ্যাদি APA, NIS, GRS, RTI ইত্যাদি সংক্রান্ত চাহিত তথ্যাদি, অগ্রগতি/বাস্তবায়ন প্রতিবেদন সংগ্রহ/প্রেরণ;
১১। আইসিটি সেলের ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে যাবতীয় কার্যাবলির সমন্বয় সাধন;
১২। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্ব।

## আইসিটি সেল (উপসচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব/সহকারী প্রোগ্রামার)

১। মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটের তথ্য হালনাগাদকরণ, ডাটাবেজ ব্যবস্থাপনা;
২। মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ দপ্তরসমূহের ওয়েবসাইটের সাথে সমন্বয়করণ এবং সার্ভার রুমের সাথে নেটওয়ার্ক দ্বারা যোগাযোগ রক্ষা;
৩। মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাস/হাইকমিশনের শ্রম উইংসমূহের ওয়েবসাইটের সাথে সমন্বয় করণ;
৪। প্রোগ্রামিং লজিক তৈরি, উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ;
৫। প্রচলিত ডাটা সংগ্রহ ফরমের উন্নয়ন, নতুন ফরমের উদ্ভাবন, বিদ্যমান সফটওয়্যারসমূহের ক্রমাগত উন্নয়ন ও হালনাগদকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;
৬। এ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে কম্পিউটার সংক্রান্ত যাবতীয় প্রশিক্ষণ প্রদান;
৭। ই-গভর্ন্যান্স সংক্রান্ত কাজের সমন্বয় সাধন ও সহায়তা প্রদান;
৮। মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তার ইন্টারনেট সংযোগ সংক্রান্ত সকল কাজে সহায়তা ও নিশ্চিতকরণ;
৯। সফটওয়্যার ও হার্ডওয়্যার রক্ষণাবেক্ষণ এবং প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
১০। নতুন কোন সফ্টওয়্যার ও হার্ডওয়্যার সম্পর্কিত কম্পিউটার প্রযুক্তি ও এ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরকে অবহিতকরণ এবং প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
১১। ই-ফাইলিং সংক্রান্ত কাজে কারিগরি সহায়তা প্রদান এবং সকল শাখার কাজে সমন্বয়সাধনে সহায়তা প্রদান;
১২। আইসিটি সেল সংক্রান্ত বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং এ মন্ত্রণালয়ের অন্যান্য অনুবিভাগ ও আওতাধীন দপ্তরসমূহ হতে চাহিত তথ্যাদি, APA, NIS GRS, RTI ইত্যাদি, সংক্রান্ত চাহিত তথ্যাদি. অগ্রগতি/বাস্তবায়ন প্রতিবেদন সংগ্রহ/প্রেরণ;
১৩। ই-টেন্ডারিং সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পাদনে সহায়তা প্রদান;
১৪। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অন্য যে কোন দায়িত্ব।

## লাইব্রেরি শাখা (সহকারী লাইব্রেরিয়ান)

১। মন্ত্রণালয়ের লাইব্রেরিতে পুস্তক সংগ্রহ, কর্মকর্তা/কর্মচারীর নিকট চাহিদা মোতাবেক বিতরণ/সংগ্রহ ও সংরক্ষণ;
২। লাইব্রেরিতে রক্ষিত পুস্তকের ক্যাটালগ তৈরী ও সংরক্ষণ;
৩। মন্ত্রণালয়ের জন্য বই-সাময়িকী ক্রয়ের জন্য কার্যক্রম গ্রহণ;
৪। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের সাথে শাখার সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম;
৫। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অন্য যে কোন দায়িত্ব।

**বাজেট ও অডিট অধিশাখা (যুগ্মসচিব/উপসচিব)**

রাজস্ব বাজেট এবং উন্নয়ন বাজেট এবং হিসাব শাখার দায়িত্ব ও কার্যাবলি তত্ত্বাবধান;

১। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মন্ত্রণালয়ের রাজস্ব ও উন্নয়ন বাজেট/সংশোধিত বাজেট প্রণয়ন/পুনঃউপযোজন/অতিরিক্ত বরাদ্দ দাবি ইত্যাদি;
২। MTBF প্রণয়ন সংক্রান্ত সার্বিক কার্যাবলি;
৩। শ্রম উইং সমূহের রাজস্ব বাজেট প্রণয়ন/সংশোধিত বাজেট/পুনঃউপযোজন/অতিরিক্ত বরাদ্দ দাবির সমন্বয় সাধন;
৪। অধীনস্থ দপ্তর সংস্থার রাজস্ব এবং উন্নয়ন বাজেট প্রণয়ন/সংশোধিত বাজেট/পুনঃউপযোজন/অতিরিক্ত দাবির সমন্বয় সাধন;
৫। মন্ত্রণালয় এবং অধীনস্থ দপ্তর সংস্থার অডিট আপত্তি সংক্রান্ত কার্যাবলি এবং সমন্বয়করণ;
৬। APA, NIS, Innovation সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলি;
৭। iBAS++ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলি মনিটরিং ও সমন্বয় করণ;
৮। আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবসসহ অন্যান্য জাতীয় দিবসে মন্ত্রণালয়ের রাজস্ব খাত হতে (জেলা, উপজেলাসহ) সকল খাতের অর্থ ছাড় সংক্রান্ত কার্যাবলি;
৯। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং এ মন্ত্রণালয়েল অন্যান্য অনুবিভাগ ও আওতাধীন দপ্তরসমূহ হতে চাহিত তথ্যাদি, APA, NIS, GRS, RTI ইত্যাদি সংক্রান্ত চাহিত তথ্যাদি অগ্রগতি/বাস্তবায়ন প্রতিবেদন সংগ্রহ/প্রেরণ সংক্রান্ত কার্যাবলি তদারকি ও সমন্বয় সাধন;
১০। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্ব।

**বাজেট শাখা (উপসচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব)**

১। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মন্ত্রণালয়ের রাজস্ব ও উন্নয়ন বাজেট/সংশোধিত বাজেট প্রণয়ন/পুনঃউপযোজন/অতিরিক্ত বরাদ্দ দাবী ইত্যাদি;
২। শ্রম উইং সমূহরে রাজস্ব বাজেট প্রণয়ন/সংশোধিত বাজেট/পুনঃউপযোজন/অতিরিক্ত বরাদ্দ দাবী ইত্যাদি;
৩। অধীনস্থ দপ্তর সংস্থার রাজস্ব ও উন্নয়ন বাজেট প্রণয়ন/সংশোধিত বাজেট/পুনঃউপযোজন/অতিরিক্ত বরাদ্দ দাবী;
৪। MTBF প্রণয়ন সংক্রান্ত সার্বিক কার্যাবলি;
৫। APA, NIS, Innovation সংক্রান্ত সার্বিক কার্যাবলি;
৬। মন্ত্রণালয় এবং অধীনস্থ দপ্তর সংস্থার অডিট আপত্তি সংক্রান্ত কার্যাবলি এবং সমন্বয়করণ;
৭। iBAS++ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলি;
৮। আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবসসহ অন্যান্য জাতীয় দিবসে মন্ত্রণালয়ের রাজস্ব খাত হতে জেলা, উপজেলাসহ সকল খাতের অর্থ ছাড় সংক্রান্ত কার্যাবলি;
৯। শাখা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং এ মন্ত্রণালয়ের অন্যান্য অনুবিভাগ ও আওতাধীন দপ্তরসমূহ হতে চাহিত তথ্যাদি, APA, NIS, GRS, RTI ইত্যাদি সংক্রান্ত চাহিত তথ্যাদি, অগ্রগতি/বাস্তবায়ন প্রতিবেদন সংগ্রহ/প্রেরণ;
১০। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্ব।

**হিসাব কোষ (সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব/হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা)**

১। মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর বেতন ও ভাতা বিল প্রণয়ন ও প্রক্রিয়াকরণ;
২। ক্যাশ বই রক্ষণাবেক্ষণ;
৩। জিপি ফান্ড এবং গৃহ নির্মাণ, মোটরগাড়ী, মোটরসাইকেল, বাই সাইকেল, কম্পিউটার ক্রয়ের জন্য ঋণ অগ্রিমের বিল প্রস্তুতকরণ পরিশোধকরণ এবং আদায়করণ;
৪। এজি অফিস থেকে আদায় ও খরচের নিরীক্ষার পূর্ণ বিবরণ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ;
৫। মন্ত্রণালয়ের হিসাব সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম;
৬। কর্মচারীগণের বেতনবহি তদন্ত ও পরীক্ষাকরণ;
৭। নন-গেজেটেড কর্মচারীগণের তদন্তসহ শেষ বেতনের প্রত্যয়নপত্র প্রদান করা;
৮। নন-গেজেটেড কর্মচারীগণের ছুটির রিপোর্ট তৈরি ও প্রদান করা;
৯। সিলেকশন গ্রেড/টাইমস্কেল (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) প্রদানের ক্ষেত্রে সার্ভিসবুক পরীক্ষা ও নির্ধারণের ফরম পরীক্ষাকরণ;
১০। কল্যাণ কর্মকর্তা হিসেবে/পেনশন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলি;
১১। উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের আর্থিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদান;

১২। মন্ত্রণালয়ের হিসাব সংক্রান্ত কার্যক্রম উন্নয়নে ভূমিকা পালন;
১৩। মন্ত্রণালয়ের বাজেট প্রাক্কলন প্রণয়ন;
১৪। হিসাব সংক্রান্ত মাসিক ও বার্ষিক রিপোর্ট প্রণয়ন ও সংরক্ষণ;
১৫। মন্ত্রণালয় এবং অধীনস্থ দপ্তর সংস্থার অডিট আপত্তি সংক্রান্ত কার্যাবলি এবং সমন্বয়করণ;
১৬। শাখা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং এ মন্ত্রণালয়ের অন্যান্য অনুবিভাগ ও আওতাধীন সপ্তরসমূহ হতে চাহিত তথ্যাদি, APA, NIS, GRS, RTI ইত্যাদি সংক্রান্ত চাহিত তথ্যাদি, অগ্রগতি/বাস্তবায়ন প্রতিবেদন সংগ্রহ/প্রেরণ;
১৭। iBAS++ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলি;
১৮। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্ব।

| দপ্তর সংস্থার প্রশাসন অনুবিভাগ (অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব) |
|---|

১। বিএমইটি'র কর্মকর্তাদের নিয়োগ, পদায়ন, পদোন্নতি, বদলি/নিয়োগবিধি প্রণয়ন ও হালনাগাদকরণ;
২। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয়/শৃঙ্খলা বিষয়ক কার্যাবলি/আর্থিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা অর্পন/পুনঃঅর্পণ সংক্রান্ত কার্যাবলি ইত্যাদি;
৩। বিএমইটি'র কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংস্থাপন/প্রশাসন/শৃঙ্খলা/বেতন-ভাতা, চিত্ত বিনোদন ছুটি ও ভাতা মঞ্জুরি, ঋণ মঞ্জুরি, নিয়োগ/পদোন্নতি/বদলি/টাইমস্কেল সিলেকশন গ্রেড মঞ্জুরি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) কার্যাদি;
৪। UNCC বাজেট ও যাবতীয় কার্যক্রম;
৫। বিএমইটি এবং এর অধীন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পদ সৃজন, সংরক্ষণ এবং স্থায়ীকরণ।
৬। বিএমইটি'র অধীনে রাজস্বখাতে স্থানান্তরিত বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের পদ সৃজন;
৭। প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক, বোয়েসেল এবং ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের কর্মকর্তাদের সংস্থাপন এবং প্রশাসনিক অন্যান্য বিষয়াদি;
৮। অধীনস্থ দপ্তর সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বহি:বাংলাদেশ (অর্জিত ছুটি) বিদেশ সফর/বৈদেশিক প্রশিক্ষণ/শিক্ষা ছুটি/লিয়েন ইত্যাদি সংক্রান্ত কার্যাদি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সারসংক্ষেপ প্রেরণসহ);
৯। অভিবাসন ব্যয়, অভিবাসন দেশে নিরাপদে গমন ও অবস্থান বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য জেলা পর্যায়ের জনশক্তি অফিসের মাধ্যমে সচেতনতামূলক কর্মসূচি যেমন-সভা/সমাবেশ/র‌্যালি ইত্যাদি আয়োজন করা এবং প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় প্রচারণা ও লিফলেট বিতরণ সংক্রান্ত কার্যাবলি মনিটরিং ও তত্ত্বাবধান;
১০। অনুবিভাগ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং এ মন্ত্রণালয়ের অন্যান্য অনুবিভাগ ও আওতাধীন দপ্তরসমূহ হতে চাহিত তথ্যাদি APA, NIS, GRS, RTI ইত্যাদি সংক্রান্ত চাহিত তথ্যাদি, অগ্রগতি/বাস্তবায়ন প্রতিবেদন সংগ্রহ/প্রেরণ ও সমন্বয় সাধন;
১১। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্ব।

| দপ্তর সংস্থার প্রশাসন অধিশাখা (যুগ্মসচিব/উপসচিব) |
|---|

১। বিএমইটি'র কর্মকর্তাদের নিয়োগ, পদায়ন, পদোন্নতি, বদলি/নিয়োগবিধি প্রণয়ন ও হালনাগাদকরণ;
২। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক ও অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয়/শৃঙ্খলা বিষয়ক কার্যাবলি/আর্থিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা অর্পণ/পুনঃঅর্পণ সংক্রান্ত কার্যাবলি ইত্যাদি;
৩। বিএমইটি'র কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংস্থাপন/প্রশাসন/শৃঙ্খলা/বেতন-ভাতা, চিত্ত বিনোদন ছুটি ও ভাতা মঞ্জুরি, ঋণ মঞ্জুরি নিয়োগ/পদোন্নতি/বদলি/টাইমস্কেল/সিলেকশন গ্রেড মঞ্জুরি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) কার্যাদি;
৪। UNCC বাজেট ও যাবতীয় কার্যক্রম;
৫। বিএমইটি এবং এর অধীন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পদ সৃজন, সংরক্ষণ এবং স্থায়ীকরণ;
৬। বিএমইটি'র অধীনে রাজস্বখাতে স্থানান্তরিত বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের পদ সৃজন;
৭। প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক, বোয়েসেল এবং ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের কর্মকর্তাদের সংস্থাপন এবং প্রশাসনিক অন্যান্য বিষয়াদি;
৮। অধীনস্থ সকল সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বহিঃবাংলাদেশ (অর্জিত ছুটি) বিদেশ সফর/বৈদেশিক প্রশিক্ষণ/শিক্ষা/ছুটি/লিয়েন ইত্যাদি সংক্রান্ত কার্যাদি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সারসংক্ষেপ প্রেরণসহ);
৯। অভিবাসন ব্যয়, অভিবাসী দেশে নিরাপদে গমন ও অবস্থান বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য জেলা পর্যায়ের জনশক্তি অফিসের মাধ্যমে সচেতনতামূলক কর্মসূচি যেমন-সভা/সমাবেশ/র‌্যালি ইত্যাদি আয়োজন করা এবং প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার প্রচারণা ও লিফলেট বিতরণ সংক্রান্ত কার্যাবলি মনিটরিং ও তত্ত্বাবধান;
১০। অধিশাখা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং এ মন্ত্রণালয়ের অন্যান্য অনুবিভাগ ও আওতাধীন দপ্তরসমূহ হতে চাহিত তথ্যাদি APA, NIS, GRS, RTI ইত্যাদি সংক্রান্ত চাহিত তথ্যাদি, অগ্রগতি/বাস্তবায়ন প্রতিবেদন সংগ্রহ/প্রেরণ;
১১। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্ব।

দপ্তর সংস্থার প্রশাসন শাখা (উপসচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব)

১। বিএমইটি'র কর্মকর্তাদের নিয়োগ, পদায়ন, পদোন্নতি, বদলি/নিয়োগবিধি প্রণয়ন ও হালনাগাদকরণ;
২। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক ও অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয়/শৃঙ্খলা বিষয়ক কার্যাবলি/আর্থিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা অপর্ন/পুনঃঅর্পণ সংক্রান্ত কার্যাবলি ইত্যাদি;
৩। বিএমইটি'র কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংস্থাপন/প্রশাসন/শৃঙ্খলা/বেতন-ভাতা, চিত্ত বিনোদন ছুটি ও ভাতা মঞ্জুরি, ঋণ মঞ্জুরি নিয়োগ/পদোন্নতি/বদলী/টাইমস্কেল সিলেকশন গ্রেড মঞ্জুরি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) কার্যাদি;
৪। UNCC বাজেট ও যাবতীয় কার্যক্রম;
৫। বিএমইটি এবং এর অধীন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পদ সৃজন, সংরক্ষণ এবং স্থায়ীকরণ;
৬। বিএমইটি'র অধীনে রাজস্বখাতে স্থানান্তরিত বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের পদ সৃজন;
৭। প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক, বোয়েসেল এবং ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের কর্মকর্তাদের সংস্থাপন এবং প্রশাসনিক অন্যান্য বিষয়াদি;
৮। অধীনস্থ সকল সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বহি:বাংলাদেশ (অর্জিত ছুটি) বিদেশ সফর/বৈদেশিক প্রশিক্ষণ/শিক্ষা ছুটি/লিয়েন ইত্যাদি সংক্রান্ত কার্যাদি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সারসংক্ষেপ প্রেরণসহ);
৯। অভিবাসন ব্যয়, অভিবাসন দেশে নিরাপদে গমন ও অবস্থান বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য জেলা পর্যায়ের জনশক্তি অফিসের মাধ্যমে সচেতনতামূলক কর্মসূচি যেমন-সভা/সমাবেশ/র‍্যালি ইত্যাদি আয়োজন করা এবং প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার প্রচারণা ও লিফলেট বিতরণ;
১০। শাখা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং এ মন্ত্রণালয়ের অন্যান্য অনুবিভাগ ও আওতাধীন দপ্তরসমূহ হতে চাহিত তথ্যাদি APA, NIS, GRS, RTI ইত্যাদি সংক্রান্ত চাহিত তথ্যাদি, অগ্রগতি/বাস্তবায়ন প্রতিবেদন সংগ্রহ/প্রেরণ;
১১। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্ব।

অভিবাসী কল্যাণ অনুবিভাগ (অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব)

১। বিদেশস্থ শ্রম উইং তথা প্রবাসী কল্যাণ উইংসমূহের মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা ও শৃঙ্খলামূলক কার্যাবলি তত্ত্বাবধান;
২। বিদেশস্থ মিশন পরিদর্শন, পরিকল্পনা গ্রহণ, মনিটরিং ও মূল্যায়ন;
৩। প্রবাসী বাংলাদেশের অধিকার সংরক্ষণ ও কল্যাণ সংক্রান্ত কার্যাদি তত্ত্বাবধান;
৪। ওয়েজ আনার্স কল্যাণ তহবিলের ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যাদি তত্ত্বাবধান;
৫। প্রবাসী কর্মী কর্তৃক অভিযোগ নিষ্পত্তি ও অভিযোগসমূহের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ সংক্রান্ত কার্যাবলি তদারকি;
৬। CIP (NRB) সহ অন্যান্য বিশেষ প্রবাসী নাগরিক সুবিধা সম্পর্কিত কার্যাদি তদারকি;
৭। CIP (NRB) ও বিশেষ সুবিধার আওতায় নির্বাচিত প্রবাসী বাংলাদেশীদের অভিযোগ নিষ্পত্তিকরণ সংক্রান্ত কার্যাবলি তদারকি;
৮। প্রবাসী বাংলাদেশী অরাজনৈতিক সংগঠনের সাথে যোগাযোগ রক্ষাকরণ সংক্রান্ত কার্যাবলি তদারকি;
৯। প্রবাসী বাংলাদেশীদের বিনিয়োগ উৎসাহিতকরণ সংক্রান্ত কার্যাবলি তদারকি;
১০। CIP (NRB)/বিশেষ নাগরিক সুবিধা এর আওতায় নির্বাচিত প্রবাসীদের প্রাপ্ত সুবিধা ও অন্যান্য বিষয়ে কার্যক্রম বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কার্যাবলি তদারকি;
১১। প্রবাসীদের জন্য ভবিষ্যতে অধিকতর সুবিধা প্রদানের বিষয়াদি নিষ্পন্নকরণ সংক্রান্ত কার্যাবলি তদারকি;
১২। বৈধপথে বাংলাদেশে রেমিট্যান্স প্রেরণের বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে সার্বিক যোগাযোগ রক্ষাকরণ সংক্রান্ত কার্যাবলি তদারকি;
১৩। প্রবাস হতে রেমিট্যান্স দ্রুত প্রাপ্তির বিষয়ে আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে সার্বিক যোগাযোগ রক্ষাকরণ সংক্রান্ত কার্যাবলি তদারকি;
১৪। রেমিট্যান্স গ্রহীতাদের বিনিয়োগ কার্যক্রমে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান সংক্রান্ত কার্যাবলি তদারকি;
১৫। অভিবাসন সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক ইভেন্ট আয়োজন/ইভেন্টে অংশগ্রহণের জন্য substantive কার্য সম্পাদন;
১৬। বিভিন্ন দেশের জাতীয় দিবসসমূহের ক্যালেন্ডার সংরক্ষণ ও ঐ দিবসসমূহে মাননীয় মন্ত্রী/সচিবের শুভেচ্ছা প্রেরণ উদ্যোগ গ্রহণ;
১৭। বিদেশস্থ শ্রম উইংসমূহের রাজস্ব ও উন্নয়ন বাজেট প্রণয়ন/সংশোধিত বাজেট/পুনঃউপযোজন/অতিরিক্ত দাবির সমন্বয় সাধন
১৮। বিদেশস্থ মিশন বাজেট বরাদ্দকৃত অর্থ iBAS++-এ ডাটা এন্ট্রি মনিটরিং ও সমন্বয়করণ।
১৯। অনুবিভাগ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশে জাতীয় সংসদ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং এ মন্ত্রণালয়ের অন্যান্য অনুবিভাগ ও আওতাধীন দপ্তরসমূহ হতে চাহিত তথ্যাদি APA, NIS, GRS, RTI ইত্যাদি সংক্রান্ত চাহিত তথ্যাদি, অগ্রগতি/বাস্তবায়ন প্রতিবেদন সংগ্রহ/প্রেরণ;
২০। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য কার্যাবলি।

**অভিবাসী অধিশাখা-১ (যুগ্মসচিব/উপসচিব)**

১। বিদেশস্থ শ্রম উইংয়ের ১ম শ্রেণীর কর্মকর্তা নিয়োগ, বদলি, কর্মকর্তাদের টিএ/ডিএ সম্পর্কিত কাযাদি;
২। শ্রম উইংয়ের বাজেট প্রণয়ন/রেমিটকরণ সংক্রান্ত কার্যাদি;
৩। কর্মকর্তাদের বদলি ব্যয় সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাদি;
৪। শ্রম উইংয়ের কর্মকর্তাদের বাড়ি ভাড়া সংক্রান্ত কার্যাদি;
৫। ১ম শ্রেণীর কর্মকর্তাদের বিভিন্ন প্রকার ছুটি প্রদান সংক্রান্ত কার্যাদি;
৬। শ্রম উইংয়ে ক্যাডার কর্মকর্তাদের প্রেষণে নিয়োগ ও পদায়ন সংক্রান্ত;
৭। শ্রম উইংয়ে পদ সংরক্ষণ সংক্রান্ত কার্যাবলি;
৮। শ্রম উইংয়ে প্রশাসনিক কার্যাবলি;
৯। GRS/Innovation/Coordination/PMO directives meetings সম্পর্কিত কার্যাদি;
১০। শ্রম উইং সংক্রান্ত জাতীয় সংসদের প্রশ্নোত্তর সংক্রান্ত কার্যাদি;
১১। শ্রম কল্যাণ উইং-এ নবনিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ/শ্রম কল্যাণ সম্মেলন অনুষ্ঠান সংক্রান্ত কার্যাবলি;
১২। শ্রম উইংসমূহের কার্যক্রম পরিদর্শন, পরিকল্পনা গ্রহণ ও মূল্যায়ন;
১৩। বৈদেশিক/দেশীয় বাণিজ্যিক সম্মেলন/মেলা সংক্রান্ত কার্যাদি;
১৪। বিভিন্ন দেশের জাতীয় বিবসসমূহের ক্যালেন্ডার সংরক্ষণ ও ঐ দিবসসমূহের মাননীয় মন্ত্রী/সচিবের শুভেচ্ছা প্রেরণের উদ্যোগ গ্রহণ;
১৫। বিদেশস্থ শ্রম উইংসমূহের রাজস্ব ও উন্নয়ন বাজেট প্রণয়ন/সংশোধিত বাজেট/পুনঃউপযোজন/অতিরিক্ত দাবীর সমন্বয় সাধন সংক্রান্ত কার্যক্রম;
১৬। বিদেশস্থ মিশন বাজেট বরাদ্দকৃত অর্থ iBAS++-এ ডাটা এন্ট্রি সংক্রান্ত কার্যাদি;
১৭। অধিশাখা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং এ মন্ত্রণালয়েল অন্যান্য অনুবিভাগ ও আওতাধীন দপ্তরসমূহ হতে চাহিত তথ্যাদি, APA, NIS, GRS, RTI ইত্যাদি সংক্রান্ত চাহিত তথ্যাদি, অগ্রগতি/বাস্তবায়ন প্রতিবেদন সংগ্রহ/প্রেরণ;
১৮। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ প্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্ব।

**অভিবাসী অধিশাখা-২ (যুগ্মসচিব/উপসচিব)**

১। বিদেশস্থ শ্রম উইংয়ের ২য় ও ৩য় শ্রেণীর কর্মচারীদের নিয়োগ, বদলি, কর্মচারীদের টিএ/ডিএ সম্পর্কিত কার্যাদি;
২। নতুন শ্রম উইং স্থাপন এবং শ্রম উইংয়ের পদ সৃজন সংক্রান্ত কার্যাদি;
৩। ২য় ও ৩য় শ্রণীর কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মিশনে বদলি সংক্রান্ত কার্যাদি;
৪। শ্রম উইংয়ের ২য় ও ৩য় শ্রেণীর কর্মচারীদের বাড়ি ভাড়া সংক্রান্ত কার্যাদি;
৫। ২য় ও ৩য় শ্রেণীর কর্মচারীদের বিভিন্ন প্রকার ছুটি সংক্রান্ত কার্যাদি।
৬। শ্রম উইংয়ে ২য় ও ৩য় শ্রেণীর কর্মচারীদের নিয়োগ, বদলি সংক্রান্ত কার্যাদি;
৭। মিশনের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) সংক্রান্ত কার্যাবলি;
৮। Regional Consultative Process সম্পর্কিত বিষয়াবলি;
৯। শ্রম উইংয়ের মাসিক, ত্রৈমাসিক, বার্ষিক রিপোর্ট সংগ্রহ, উপস্থাপন, প্রকাশনা সংক্রান্ত কার্যাদি;
১০। মন্ত্রণালয়ের উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধি দলের শ্রম উইংসমূহের কার্যক্রম পরিদর্শন ও রিপোর্টের ভিত্তিতে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ;
১১। অধিশাখা সংশ্লিষ্ট বষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং এ মন্ত্রণালয়ের অন্যান্য অনুবিভাগ ও আওতাধীন দপ্তরসমূহ হতে চাহিত তথ্যাদি APA, NIS, GRS, RTI ইত্যাদি সংক্রান্ত চাহিত তথ্যাদি, অগ্রগতি/বাস্তবায়ন প্রতিবেদন সংগ্রহ/প্রেরণ;
১২। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ প্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্ব।

**কল্যাণ অধিশাখা (যুগ্মসচিব/উপসচিব)**

১। অভিবাসী বাংলাদেশী কর্মীদের কল্যাণার্থে, অধিকার ও স্বার্থ রক্ষার্থে আইন/বিধিমালা/প্রবিধানমালা/নীতিমালা/প্রজ্ঞাপন ইত্যাদি প্রণয়ন/জারির উদ্যোগে গ্রহণ এবং জারিকরণ;
২। প্রবাসী বাংলাদেশি কর্মীদের কল্যাণার্থে ও স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিদেশস্থ শ্রম উইং সমূহ এবং ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড এর কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ, পর্যালোচনা, অনুমোদন, প্রয়োজনীয় নির্দেশনা/পরামর্শ প্রদান এবং তাদের কার্যক্রম সম্পর্কে প্রাপ্ত অভিযোগের ভিত্তিতে (যদি থাকে) প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;
৩। প্রবাসে কর্মরত বাংলাদেশি কর্মীর বেতন, ভাতা, চুক্তির শর্ত, কাজের পরিবেশ ইত্যাদি বিষয়ে প্রাপ্ত অভিযোগের বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;

৪। বিদেশে গমনেচ্ছু প্রবাসী বাংলাদেশি কর্মীদের শতভাগ বীমার আওতায় আনয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহণ, মূল্যায়ন, মনিটরিং ইত্যাদি কার্যক্রম;
৫। গুলশানে ভাটারা হাউজিং প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম;
৬। ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড তহবিল পরিচালনা সংক্রান্ত কার্যক্রম এবং প্রশাসনিক অনুমোদন;
৭। প্রবাসে মৃত বাংলাদেশি অভিবাসী কর্মীর কল্যাণার্থে কর্মীর লাশ দেশে ফেরত আনা, কর্মীর প্রাপ্য বকেয়া বেতন/ভাতা /ইন্স্যুরেন্স/মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত কার্যক্রম;
৮। প্রবাসে মৃত বৈধ বাংলাদেশি কর্মীর অনুকূলে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড হতে লাশ পরিবহন ও দাফন বাবদ আর্থিক সাহায্য, মৃত্যুজনিত আর্থিক অনুদান ইত্যাদি আর্থিক সাহায্য প্রদান সংক্রান্ত কার্যক্রম/পর্যালোচনা/পরামর্শ প্রদান/মূল্যায়ন;
৯। প্রবাসে অসুস্থ/পঙ্গু/প্রতারিত/নির্যাতিত/যৌন হয়রানির শিকার কর্মীকে দেশে ফেরত আনা, ক্ষতিপূরণ ও অন্যান্য আর্থিক সাহায্য আদায়/অসুস্থ কর্মীদের চিকিৎসা সাহায্য প্রদান সংক্রান্ত কার্যক্রম;
১০। প্রবাসী বাংলাদেশি কর্মীদের বাংলাদেশে রেখে যাওয়া সন্তান ও পরিবারের প্রাপ্ত আবেদন/অভিযোগের ভিত্তিতে প্রবাসী বাংলাদেশি কর্মীদের বাংলাদেশে রেখে যাওয়া পরিবারের সদস্যদের পারিবারিক/নিরাপত্তাজনিত/সম্পদ/আইনগত সহায়তা ইত্যাদি সংক্রান্ত বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ সংক্রান্ত কার্যক্রম;
১১। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী একাদশ শ্রেণিতে প্রবাসী কোটায় ভর্তির জন্য প্রবাসী বাংলাদেশি কর্মীর সন্তানদের অনুকূলে প্রত্যয়নপত্র এবং বিদেশস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসসমূহের আওতাধীন স্কুল প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত কার্যক্রম এবং বিদ্যমান স্কুলসমূহে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের মাধ্যমে সাহায্য প্রদান সংক্রান্ত কার্যক্রম;
১২। বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (অনাবাসিক বাংলাদেশি) নির্বাচন এবং নির্বাচিত CIP (NRB) গণকে সিআইপি কার্ড বিতরণ ও সম্মাননা প্রদান ও নীতিমালা মোতাবেক প্রদত্ত সুযোগ সুবিধা নিশ্চিতকরণ সংক্রান্ত কার্যাদি;
১৩। সিআইপি (এনআরবি) সংক্রান্ত নীতিমালা পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংযোজন বিয়োজন সংক্রান্ত কার্যক্রম;
১৪। ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের আওতাধীন বিভিন্ন মিশনে কর্মরত কল্যাণ বোর্ডের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিয়োগ/বদলি/ পদায়ন/ফেরত আনয়ন/আর্থিক বিষয়/প্রশাসনিক বিষয় সংক্রান্ত কার্যক্রম;
১৫। ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের অর্থায়নে মিশনসমূহে সম্পদ সংগ্রহ/হ্রাস/পুনঃসংগ্রহ/সংযোজন/প্রতিস্থাপনের নিমিত্ত আর্থিক ব্যয় সংক্রান্ত প্রস্তাব অনুমোদন/নির্দেশনা প্রদান সংক্রান্ত কার্যক্রম;
১৬। অধিশাখা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং এ মন্ত্রণালয়ের অন্যান্য অনুবিভাগ ও আওতাধীন দপ্তরসমূহ হতে চাহিত তথ্যাদি APA, NIS, GRS, RTI ইত্যাদি সংক্রান্ত চাহিত তথ্যাদি, অগ্রগতি/বাস্তবায়ন প্রতিবেদন সংগ্রহ/প্রেরণ;
১৭। উর্ধ্বতন কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্ব।

### কর্মসংস্থান, এনফোর্সমেন্ট ও মনিটরিং অনুবিভাগ (অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব)

১। রিক্রুটিং এজেন্সিসমূহের বিরুদ্ধে আনীতে অভিযোগের নিষ্পত্তিকরণ ও আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ;
২। রিক্রুটিং এজেন্সিসমূহ কর্তৃক সরকারের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলাসমূহ পরিচালনা সম্পর্কিত কার্যাবলি;
৩। বিএমইটি'র রিট/মামলা সংক্রান্ত কার্যাবলি;
৪। সিঙ্গাপুরে কর্মী প্রেরণ ও প্রশিক্ষণের জন্য ওভারসীজ ট্রেনিং সেন্টারসমূহ মনিটরিংকরণসহ যাবতীয় কার্যাবলি;
৫। অভিবাসী কর্মীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার নির্ধারিত মাপকাঠি অনুযায়ী স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হচ্ছে কিনা তা মনিটরিং করার জন্য স্বাস্থ্য পরীক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট ডায়গনস্টিক ও প্যাথলজী সেন্টার মনিটরিং/টাস্কফোর্সের অভিযান পরিচালনা করা সংক্রান্ত কার্যাবলি;
৬। বিদেশ থেকে প্রত্যাবর্তনে ও বিদেশ গমনে বিমানবন্দরে কর্মীদের হয়রানীর হাত থেকে রক্ষাকল্পে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার আয়োজন ও কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ;
৭। রিক্রুটিং এজেন্সিসমূহের কর্মী নিয়োগ পদ্ধতি/অভিবাসন ব্যয় নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে তদারকি/অভিবাসন প্রক্রিয়া যথাযথভাবে বাস্তবায়ন ও এতদবিষয়ে সুপারিশ প্রদান;
৮। রিক্রুটিং এজেন্সি কর্তৃক লাইসেন্স অনুমোদনের সময় প্রদত্ত শর্তাবলি প্রতিপালন করা হচ্ছে কিনা, রিক্রুটমেন্ট প্রসেসে কোন অসুবিধা হচ্ছে কিনা, অভিবাসন ব্যয়ের সীমা যথাযথভাবে মানা হচ্ছে কিনা, অভিবাসীদের ইমিগ্রেশন প্রক্রিয়ায় কোন অনিয়ম হচ্ছে কিনা ইত্যাদি বিষয়ে মনিটরিংসহ নিয়মিত রিপোর্ট প্রদান সংক্রান্ত কার্যাবলি;
৯। জেলা পর্যায়ের জনশক্তি অফিসসমূহের কার্যক্রম মনিটরিং করে প্রতিবেদন প্রদান;
১০। রিক্রুটিং এজেন্সিসমূহের কার্যকলাপের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা সংক্রান্ত কার্যাবলি তদারকি;
১১। অবৈধভাবে বিদেশে কর্মী গমন রোধকল্পে বিমানবন্দরসহ বিভিন্ন স্থানে ভিজিলেন্স টাস্কফোর্সের অভিযান পরিচালনা সংক্রান্ত কার্যক্রম;
১২। ভিজিলেন্স টাস্কফোর্সের কাজে সহায়তা প্রদান ও সমন্বয় সাধনের উদ্যোগ গ্রহণ করা সংক্রান্ত কার্যাবলি;
১৩। যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ ও নিরাপত্তা পশ্চিত না করে অভিবাসী কর্মী প্রেরণের ক্ষেত্রে প্রেরণকারী এজেন্সির বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সুপারিশ প্রণয়ন সংক্রান্ত কার্যাবলি;
১৪। এনফোর্সমেন্টের আওতায় সকল সভা এবং আন্তঃমন্ত্রণালয়/বিভাগের কার্যক্রমের সমন্বয় সংক্রান্ত কার্যাবলি;

১৫। অভিবাসন সংক্রান্ত অভিযোগ গ্রহণ এবং তদন্ত সংক্রান্ত কার্যাবলি;
১৬। বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন-২০১৩ এর ৪০ ধারার বিধানবলে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা সংক্রান্ত কার্যাবলি;
১৭। অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের গৃহীত আইন, নীতি ইত্যাদির ওপর মতামত প্রদান সংক্রান্ত কার্যাবলি;
১৮। আদালত অবমাননা মামলায় কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রাপ্তির পর সংশ্লিষ্ট শাখা/দপ্তর হতে তথ্য বিবরণী সংগ্রহের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ ও নিয়োজিত আইনজীবীর নিকট প্রেরণ। একইসাথে ধার্য তারিখে উপস্থিত থেকে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ;
১৯। মামলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রয়োজনে সময়ের আবেদন করা, অ্যাটর্নি জেনারেল অফিস কর্তৃক নিয়োজিত আইনজীবীকে তথ্য সরবরাহ করা এবং প্রয়োজন হলে আদালতে উপস্থিত থাকা;
২০। যেসব মামলার সরকারের বিপক্ষে Rule Absolute হয় সে সব ক্ষেত্রে Leave to Appeal দায়ের ব্যবস্থা করা এবং পরবর্তীতে সংশ্লিষ্ট শাখা/দপ্তর হতে Appeal Grounds with overall Comments সংগ্রহ করে সলিসিটর উইংয়ে প্রেরণ;
২১। রিট/আপিল/আদালত অবমাননার মামলাসমূহের কার্যকর প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য যথাযথ পরিবীক্ষণ (মনিটরিং) এর ব্যবস্থা করা;
২২। মামলা পরিচালনার জন্য নিয়োগকৃত আইনজীবীর বিল/ফি প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;
২৩। অনুবিভাগ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং এ মন্ত্রণালয়ের অন্যান্য অনুবিভাগ ও আওতাধীন দপ্তরসমূহ হতে চাহিত তথ্যাদি APA, NIS, GRS, RTI ইত্যাদি সংক্রান্ত চাহিত তথ্যাদি, অগ্রগতি/বাস্তবায়ন প্রতিবেদন সংগ্রহ/প্রেরণ সার্বিক তত্ত্বাবধান;
২৪। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ সময় সময় প্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্ব পালন।

**কর্মসংস্থান অধিশাখা (যুগ্মসচিব/উপসচিব)**

১। ইংরেজি বর্ণমালার A-Z আদ্যক্ষরের রিক্রুটিং এজেন্সিসমূহের কর্মী নিয়োগের বাছাই কার্যক্রম ও অনুমতি প্রদান সম্পর্কিত কার্যক্রম;
২। ইংরেজি বর্ণমালার A-Z আদ্যক্ষরের রিক্রুটিং এজেন্সিসমূহের লাইসেন্স প্রদান সম্পর্কিত কার্যক্রম;
৩। ইংরেজি বর্ণমালার A-Z আদ্যক্ষরের রিক্রুটিং এজেন্সিসমূহের লাইসেন্স নবায়ন সম্পর্কিত কার্যক্রম;
৪। বিদেশস্থ বাংলাদেশ দূতাবাস/হাইকমিশন এর শ্রম উইংসমূহের কর্মসংস্থান সম্পর্কিত প্রতিবেদন/তথ্যাদি পর্যালোচনা ও উপস্থাপন;
৫। বাংলাদেশের কর্মী গ্রহণকারী দেশের সাথে দ্বি-পাক্ষিক বৈঠক, জয়েন্ট কমিটি ও সফর সংক্রান্ত কার্যাবলি;
৬। শ্রম উইং কর্তৃক সংশ্লিষ্ট দেশে বাংলাদেশের কর্মী নিয়োগের বাৎসরিক লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ বিষয়ক কার্যাবলি;
৭। নারী কর্মীর বৈদেশিক কর্মসংস্থান সম্পর্কিত কার্যাবলি;
৮। বিএমইটি কর্তৃক প্রকাশিত অভিবাসন ও রেমিটেন্স সংক্রান্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনাপূর্বক সভায় উপস্থাপন;
৯। অভিবাসন ব্যয় যৌক্তিক পর্যায়ে নির্ধারণ, রিক্রুটিং এজেন্সিসমূহের সাথে বৈদেশিক কর্মসংস্থান সম্পর্কিত বিষয়াবলী এবং শ্রম উইংসমূহের কর্মসংস্থান সম্পর্কিত বিষয়াবলি যথা-সত্যায়ন ফি নির্ধারণ ও অভিবাসী কর্মীর সমস্যা সম্পর্কিত কার্যাবলি;
১০। বৈদেশিক কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে কর্মীদের চাকুরির শর্তাবলি ও বেতন-ভাতা নির্ধারণ সম্পর্কিত বিষয়াবলি;
১১। মালয়েশিয়ায় কর্মী প্রেরণ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলি;
১২। অধিশাখা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং এ মন্ত্রণালয়ের অন্যান্য অনুবিভাগ ও আওতাধীন দপ্তরসমূহ হতে চাহিত তথ্যাদি APA, NIS, GRS, RTI ইত্যাদি সংক্রান্ত চাহিত তথ্যাদি, অগ্রগতি/বাস্তবায়ন প্রতিবেদন সংগ্রহ/প্রেরণের সার্বিক তত্ত্বাবধান;
১৩। অভিবাসন সংক্রান্ত অভিযোগ গ্রহণ এবং তদন্ত সংক্রান্ত কার্যাবলি;
১৪। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্ব।

**কর্মসংস্থান-১ শাখা (উপসচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব)**

১। ইংরেজি বর্ণমালার A-F আদ্যক্ষরের রিক্রুটিং এজেন্সিসমূহের কর্মী নিয়োগের বাছাই কার্যক্রম ও অনুমতি প্রদান সম্পর্কিত কার্যক্রম;
২। ইংরেজি বর্ণমালার A-F আদ্যক্ষরের রিক্রুটিং এজেন্সিসমূহের লাইসেন্স প্রদান সম্পর্কিত কার্যক্রম;
৩। ইংরেজি বর্ণমালার A-F আদ্যক্ষরের রিক্রুটিং এজেন্সিসমূহের লাইসেন্স নবায়ন সম্পর্কিত কার্যক্রম;
৪। বিদেশস্থ বাংলাদেশ দূতাবাস/হাইকমিশন এর শ্রম উইংসমূহের কর্মসংস্থান সম্পর্কিত প্রতিবেদন/তথ্যাদি পর্যালোচনা ও উপস্থাপনা;
৫। বিএমইটি কর্তৃক প্রকাশিত অভিবাসন ও রেমিটেন্স সংক্রান্ত প্রতিবেদন (ইংরেজি বর্ণমালার A-F অদ্যাক্ষর) পর্যালোচনাপূর্বক সভায় উপস্থাপন;
৬। অভিবাসন ব্যয় যৌক্তিক পর্যায়ে নির্ধারণ, রিক্রুটিং এজেন্সিসমূহের সাথে বৈদেশিক কর্মসংস্থান সম্পর্কিত বিষয়াবলি এবং শ্রম উইংসমূহের কর্মসংস্থান সম্পর্কিত বিষয়াবলি যথা-সত্যায়ন ফি নির্ধারণ ও অভিবাসী কর্মীর সমস্যা সম্পর্কিত কার্যাবলি;

৭। কর্মসংস্থান অনুবিভাগ সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং এ মন্ত্রণালয়ের অন্যান্য অনুবিভাগ ও আওতাধীন দপ্তরসমূহ হতে চাহিত তথ্যাদি APA, NIS, GRS, ইত্যাদি সংক্রান্ত চাহিত তথ্যাদি, অগ্রগতি/বাস্তবায়ন প্রতিবেদন সংগ্রহ ও সমন্বয়পূর্বক প্রেরণ;
৮। অভিবাসন সংক্রান্ত (A-F আদ্যাক্ষর সংক্রান্ত রিক্রুটিং এজেন্সি) অভিযোগ গ্রহণ এবং তদন্ত সংক্রান্ত কার্যাবলি;
৯। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্ব।

কর্মসংস্থান-২ শাখা (উপসচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব)

১। ইংরেজি বর্ণমালার G-L আদ্যাক্ষরের রিক্রুটিং এজেন্সিসমূহের কর্মী নিয়োগের বাছাই কার্যক্রম ও অনুমতি প্রদান সম্পর্কিত কার্যক্রম;
২। ইংরেজি বর্ণমালার G-L আদ্যাক্ষরের রিক্রুটিং এজেন্সিসমূহের লাইসেন্স প্রদান সম্পর্কিত কার্যক্রম;
৩। ইংরেজি বর্ণমালার G-L আদ্যাক্ষরের রিক্রুটিং এজেন্সিসমূহের লাইসেন্স নবায়ন সম্পর্কিত কার্যক্রম;
৪। শ্রম উইং কর্তৃক সংশ্লিষ্ট দেশে বাংলাদেশের কর্মী নিয়োগের বাৎসরিক লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ বিষয়ক কার্যাবলি;
৫। নারী কর্মীর বৈদেশিক কর্মসংস্থান সম্পর্কিত কার্যাবলি (মধ্যপ্রাচ্য, হংকং এবং অন্যান্য দেশ);
৬। বাংলাদেশের কর্মী গ্রহণকারী দেশের সাথে দ্বি-পাক্ষিক বৈঠক, জয়েন্ট কমিটি ও সফর সংক্রান্ত কার্যাবলি;
৭। হংকং এবং মালয়েশিয়ায় কর্মী প্রেরণ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলি;
৮। বিএমইটি কর্তৃক প্রকাশিত অভিবাসন ও রেমিটেন্স সংক্রান্ত প্রতিবেদন (ইংরেজি বর্ণমালার G-L আদ্যাক্ষর) পর্যালোচনাপূর্বক সভায় উপস্থাপন;
৯। অভিবাসন ব্যয় যৌক্তিক পর্যায়ে নির্ধারণ, রিক্রুটিং এজেন্সিসমূহের সাথে বৈদেশিক কর্মসংস্থান সম্পর্কিত বিষয়াবলি এবং শ্রম উইংসমূহের কর্মসংস্থান সম্পর্কিত বিষয়াবলি যথা-সত্যায়ন ফি নির্ধারণ ও অভিবাসী কর্মীর সমস্যা সম্পর্কিত কার্যাবলি;
১০। শাখা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং এ মন্ত্রণালয়ের অন্যান্য অনুবিভাগ ও আওতাধীন দপ্তরসমূহ হতে চাহিত তথ্যাদি APA, NIS, GRS, RTI ইত্যাদি সংক্রান্ত চাহিত তথ্যাদি, অগ্রগতি/বাস্তবায়ন প্রতিবেদন সংগ্রহ/প্রেরণ;
১১। অভিবাসন সংক্রান্ত (G-L আদ্যাক্ষর সংক্রান্ত রিক্রুটিং এজেন্সি) অভিযোগ গ্রহণ এবং তদন্ত সংক্রান্ত কার্যাবলি;
১২। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্ব।

কর্মসংস্থান-৩ শাখা (উপসচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব)

১। ইংরেজি বর্ণমালার M-R আদ্যাক্ষরের রিক্রুটিং এজেন্সিসমূহের কর্মী নিয়োগের বাছাই কার্যক্রম ও অনুমতি প্রদান সম্পর্কিত কার্যক্রম;
২। ইংরেজি বর্ণমালার M-R আদ্যাক্ষরের রিক্রুটিং এজেন্সিসমূহের লাইসেন্স প্রদান সম্পর্কিত কার্যক্রম;
৩। ইংরেজি বর্ণমালার M-R আদ্যাক্ষরের রিক্রুটিং এজেন্সিসমূহের লাইসেন্স নবায়ন সম্পর্কিত কার্যক্রম;
৪। বিএমইটি কর্তৃক প্রকাশিত অভিবাসন ও রেমিটেন্স সংক্রান্ত প্রতিবেদন (ইংরেজি বর্ণমালার M-R আদ্যাক্ষর) পর্যালোচনাপূর্বক সভায় উপস্থাপন;
৫। অভিবাসন ব্যয় যৌক্তিক পর্যায়ে নির্ধারণ, রিক্রুটিং এজেন্সিসমূহের সাথে বৈদেশিক কর্মসংস্থান সম্পর্কিত বিষয়াবলি এবং শ্রম উইংসমূহের কর্মসংস্থান সম্পর্কিত বিষয়াবলী যথা-সত্যায়ন ফি নির্ধারণ ও অভিবাসী কর্মীর সমস্যা সম্পর্কিত কার্যাবলি;
৬। শাখা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং এ মন্ত্রণালয়ের অন্যান্য অনুবিভাগ ও আওতাধীন দপ্তরসমূহ হতে চাহিত তথ্যাদি APA, NIS, GRS, RTI ইত্যাদি সংক্রান্ত চাহিত তথ্যাদি, অগ্রগতি/বাস্তবায়ন প্রতিবেদন সংগ্রহ/প্রেরণ;
৭। অভিবাসন সংক্রান্ত (M-R আদ্যাক্ষর সংক্রান্ত রিক্রুটিং এজেন্সি) অভিযোগ গ্রহণ এবং তদন্ত সংক্রান্ত কার্যাবলি;
৮। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্ব।

কর্মসংস্থান-৪ শাখা (উপসচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব)

১। ইংরেজি বর্ণমালার S-Z আদ্যাক্ষরের রিক্রুটিং এজেন্সিসমূহের কর্মী নিয়োগের বাছাই কার্যক্রম ও অনুমতি প্রদান সম্পর্কিত কার্যক্রম;
২। ইংরেজি বর্ণমালার S-Z আদ্যাক্ষরের রিক্রুটিং এজেন্সিসমূহের লাইসেন্স প্রদান সম্পর্কিত কার্যক্রম;
৩। ইংরেজি বর্ণমালার S-Z আদ্যাক্ষরের রিক্রুটিং এজেন্সিসমূহের লাইসেন্স নবায়ন সম্পর্কিত কার্যক্রম;
৪। বিএমইটি কর্তৃক প্রকাশিত অভিবাসন ও রেমিটেন্স সংক্রান্ত প্রতিবেদন (ইংরেজি বর্ণমালার S-Z আদ্যাক্ষর) পর্যালোচনাপূর্বক সভায় উপস্থাপন;
৫। অভিবাসন ব্যয় যৌক্তিক পর্যায়ে নির্ধারণ, রিক্রুটিং এজেন্সিসমূহের সাথে বৈদেশিক কর্মসংস্থান সম্পর্কিত বিষয়াবলী এবং শ্রম উইংসমূহের কর্মসংস্থান সম্পর্কিত বিষয়াবলি যথা-সত্যায়ন ফি নির্ধারণ ও অভিবাসী কর্মীর সমস্যা সম্পর্কিত কার্যাবলি;

৬। শাখা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং এ মন্ত্রণালয়ের অন্যান্য অনুবিভাগ ও আওতাধীন দপ্তরসমূহ হতে চাহিত তথ্যাদি APA, NIS, GRS, RTI ইত্যাদি সংক্রান্ত চাহিত তথ্যাদি, অগ্রগতি/বাস্তবায়ন প্রতিবেদন সংগ্রহ/প্রেরণ;
৭। অভিবাসন সংক্রান্ত (S-Z আদ্যাক্ষর সংক্রান্ত রিক্রুটিং এজেন্সি) অভিযোগ গ্রহণ এবং তদন্ত সংক্রান্ত কার্যাবলি;
৮। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্ব।

**মনিটরিং ও এনফোর্সমেন্ট অধিশাখা (যুগ্মসচিব/উপসচিব)**

১। এনফোর্সমেন্ট, মনিটরিং ও আইন শাখার সকল কার্যাবলি তত্ত্বাবধান;
২। রিক্রুটিং এজেন্সিসমূহের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের নিষ্পত্তিকরণ ও আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ;
৩। রিক্রুটিং এজেন্সিসমূহ কর্তৃক সরকারের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলাসমূহ পরিচালনা সম্পর্কিত যাবতীয় কার্যাবলি;
৪। সিঙ্গাপুরে কর্মী প্রেরণ ও প্রশিক্ষণের জন্য ওভারসীজ ট্রেনিং সেন্টার মনিটরিংসহ যাবতীয় কার্যাবলি;
৫। অভিবাসী কর্মীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার নির্ধারিত মাপকাঠি অনুযায়ী স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হচ্ছে কিনা তা মনিটরিং করার জন্য স্বাস্থ্য পরীক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট ডায়গনস্টিক ও প্যাথলজী সেন্টার মনিটরিং/টাস্কফোর্সের অভিযান পরিচালনা করা সংক্রান্ত কার্যাবলি;
৬। বিদেশ থেকে প্রত্যাবর্তনে ও বিদেশ গমনের ক্ষেত্রে বিমানবন্দরে কর্মীদের হয়রানির হাত থেকে রক্ষাকল্পে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার আয়োজন;
৭।। মন্ত্রণালয়ের অভিযোগ নিষ্পত্তিকারী কর্মকর্তা (অনিক) হিসাবে দায়িত্ব পালন;
৮। রিক্রুটিং এজেন্সির লাইসেন্স অনুমোদনের শর্তাবলি প্রতিপালন করা হচ্ছে কিনা, রিক্রুটমেন্ট প্রসেসে কোন অসুবিধা হচ্ছে কিনা অভিবাসন ব্যয়ের সীমা যথাযথভাবে মানা হচ্ছে কিনা, অভিবাসীদের ইমিগ্রেশন প্রক্রিয়ায় কোন অনিয়ম হচ্ছে কিনা ইত্যাদি বিষয়ে মনিটরিংসহ নিয়মিত রিপোর্ট প্রদান সংক্রান্ত কার্যাবলি;
৯। মামলা পরিচালনার জন্য নিয়োগকৃত আইনজীবীর বিল/ফি/সম্মানী প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;
১০। অধিশাখা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং এ মন্ত্রণালয়েল অন্যান্য অনুবিভাগ ও আওতাধীন দপ্তরসমূহ হতে চাহিত তথ্যাদি APA, NIS, GRS, RTI ইত্যাদি সংক্রান্ত চাহিত তথ্যাদি, অগ্রগতি/বাস্তবায়ন প্রতিবেদন সংগ্রহ/প্রেরণ;
১১। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্ব।

**মনিটরিং ও এনফোর্সমেন্ট শাখা (উপসচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব)**

১। রিক্রুটিং এজেন্সির লাইসেন্স অনুমোদনের শর্তাবলি প্রতিপালন করা হচ্ছে কিনা, রিক্রুটমেন্ট প্রসেসে কোন অসুবিধা হচ্ছে কিনা, অভিবাসন ব্যয়ের সীমা যথাযথভাবে মানা হচ্ছে কিনা, অভিবাসীদের ইমিগ্রেশন প্রক্রিয়ায় কোন অনিয়ম হচ্ছে কিনা ইত্যাদি বিষয়ে মনিটরিংসহ নিয়মিত রিপোর্ট প্রদান সংক্রান্ত কার্যাবলি;
২। জেলা পর্যায়ের জনশক্তি অফিসসমূহের কার্যক্রম মনিটরিং করে প্রতিবেদন প্রদান;
৩। রিক্রুটিং এজেন্সিসমূহের কার্যকলাপের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা সংক্রান্ত কার্যাবলি তদারকি;
৪। বিদেশ থেকে প্রত্যাবর্তনে ও বিদেশ গমনে বিমানবন্দরে কর্মীদের হয়রানির হাত থেকে রক্ষাকল্পে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার আয়োজন ও কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ;
৫। অবৈধভাবে বিদেশে কর্মী গমন রোধকল্পে বিমানবন্দরসহ বিভিন্ন স্থানে ভিজিলেন্স টাস্কফোর্সের অভিযান পরিচালনা সংক্রান্ত;
৬। যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ ও নিরাপত্তা নিশ্চিত না করে অভিবাসী কর্মী প্রেরণকারী এজেন্সির বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সুপারিশ প্রণয়ন সংক্রান্ত কার্যাবলি।
৭। ভিজিলেন্স টাস্কফোর্সের কাজে সহায়তা প্রদান ও সমন্বয় সাধনের উদ্যোগ গ্রহণ করা সংক্রান্ত কার্যাবলি;
৮। এনফোর্সমেন্টের আওতায় সকল সভা এবং আন্তঃমন্ত্রণালয়/বিভাগের কার্যক্রমের সমন্বয় সংক্রান্ত কার্যাবলি;
৯। সিঙ্গাপুরে কর্মী প্রেরণ ও প্রশিক্ষণের জন্য ওভারসীজ ট্রেনিং সেন্টার মনিটরিংসহ যাবতীয় কার্যাবলি;
১০। বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন-২০১৩ এর ৪০ ধারার বিধানবলে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা সংক্রান্ত কার্যাবলি;
১১। অভিবাসী কর্মীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার নির্ধারিত মাপকাঠি অনুযায়ী স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হচ্ছে কিনা তা মনিটরিং করার জন্য স্বাস্থ্য পরীক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট ডায়গনস্টিক ও প্যাথলজী সেন্টার মনিটরিং/টাস্কফোর্সের অভিযান পরিচালনা করা সংক্রান্ত কার্যাবলি;
১২। শাখা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং এ মন্ত্রণালয়ের অন্যান্য অনুবিভাগ ও আওতাধীন দপ্তরসমূহ হতে চাহিত তথ্যাদি APA, NIS, GRS, RTI ইত্যাদি সংক্রান্ত চাহিত তথ্যাদি, অগ্রগতি/বাস্তবায়ন প্রতিবেদন সংগ্রহ/প্রেরণ;
১৩। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্ব।

| আইন শাখা (উপসচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব) |
|---|

১। মন্ত্রণালয় এবং অধীনস্থ দপ্তর রিট/মামলা সংক্রান্ত কার্যাবলি;
২। অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের গৃহীত আইন, নীতি ইত্যাদির ওপর মতামত প্রদান সংক্রান্ত কার্যাবলি;
৩। রিক্রুটিং এজেন্সিসমূহ কর্তৃক সরকারের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলাসমূহ পরিচালনা সম্পর্কিত যাবতীয় কার্যাবলি;
৪। আদালত অবমাননা মামলায় কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রাপ্তির পর সংশ্লিষ্ট শাখা/দপ্তর হতে তথ্য বিবরণী সংগ্রহের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ ও নিয়োজিত আইনজীবীর নিকট প্রেরণ। একইসাথে কার্য তারিখে উপস্থিত থেকে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ;
৫। মামলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রয়োজনে সময়ের আবেদন করা, অ্যাটর্নি জেনারেল অফিস কর্তৃক নিয়োজিত আইনজীবীকে তথ্য সরবরাহ করা এবং প্রয়োজন হলে আদালতে উপস্থিত থাকা;
৬। যেসব মামলায় সরকারের বিপক্ষে Rule Absolute হয় সে সব ক্ষেত্রে Leave to Appeal দায়ের ব্যবস্থা করা এবং পরবর্তীতে সংশ্লিষ্ট শাখা/দপ্তর হতে Appeal Grounds with overall Comments সংগ্রহ করে সলিসিটর উইংয়ে প্রেরণ;
৭। রিট/আপীল/আদালত অবমাননার মামলাসমূহের কার্যকর প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য যথাযথ পরিবীক্ষণ (মনিটরিং) এর ব্যবস্থা করা;
৮। মামলা পরিচালনার জন্য নিয়োগকৃত আইনজীবীর বিল/ফি/সম্মানী প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;
৯। মামলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রয়োজনে সময়ের আবেদন করা, অ্যাটর্নি জেনারেল অফিস কর্তৃক নিয়োজিত আইনজীবীকে তথ্য সরবরাহ করা এবং প্রয়োজন হলে আদালতে উপস্থিত থাকা;
১০। শাখা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং এ মন্ত্রণালয়েল অন্যান্য অনুবিভাগ ও আওতাধীন দপ্তরসমূহ হতে চাহিত তথ্যাদি APA, NIS, GRS, RTI ইত্যাদি সংক্রান্ত চাহিত তথ্যাদি, অগ্রগতি/বাস্তবায়ন প্রতিবেদন সংগ্রহ/প্রেরণ;
১১। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ সময় সময় প্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্ব পালন।

| গবেষণা ও নীতিমালা অনুবিভাগ (অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব) |
|---|

১। নতুন/পুরাতন/অপ্রচলিত শ্রমবাজার সংক্রান্ত গবেষণা, ডাটাবেইজ, নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত ডাটাবেইজ প্রস্তুতকরণ, সংরক্ষণ ও হালনাগাদকরণ সংক্রান্ত কার্যাবলি তত্ত্বাবধান;
২। নতুন/পুরাতন/অপ্রচলিত শ্রমবাজার সংশ্লিষ্ট দেশেষমূহের অর্থনৈতিক/উন্নয়ন কর্মকাণ্ডসহ সে সকল দেশে পেশাভিত্তিক কর্মীর চাহিদা বিষয়ক তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ, গবেষণা, পর্যালোচনা ও নীতি প্রণয়ন সংক্রান্ত কার্যাবলি তত্ত্বাবধান;
৩। বাংলাদেশের কর্মী গ্রহণকারী দেশসমূহের শ্রম আইন পর্যালোচনা বিষয়ক কার্যাবলি তত্ত্বাবধান;
৪। নতুন/পুরাতন/অপ্রচলিত শ্রমবাজারের উপর অডিও ভিজ্যুয়াল ক্যাসেট/সিডি ইত্যাদি প্রস্তুতকরণ, প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি সম্বলিত পুস্তিকা মুদ্রণ, ব্রীফ প্রস্তুতকরণ সম্পর্কিত কার্যাবলি;
৫। বাংলাদেশ কর্মী গ্রহণকারী বিভিন্ন দেশের সাথে চুক্তি/সমঝোতা স্মারক ও অন্যান্য প্রটোকল স্বাক্ষর সম্পর্কিত কার্যাবলি তত্ত্বাবধান;
৬। মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পলিসি প্রণয়ন ও পরিবীক্ষণ সংক্রান্ত কার্যাবলি;
৭। International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (ICRMW) এর রিপোর্ট প্রণয়ন, প্রেরণ এবং এতদসংক্রন্ত যাবতীয় কার্যাবলি;
৮। বৈদেশিক কর্মসংস্থান আইন, বিধিমালা প্রণয়ন, সংশোধন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম;
৯। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান নীতি ২০১৬ বাস্তবায়ন;
১০। বৈদেশিক কর্মসংস্থান বিষয়ক জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটির সকল কার্যাবলি;
১১। Regional Consultative Process ভুক্ত Colombo Process এবং Abu Dhabi Dialogue এর গৃহীত সিদ্ধান্তবলী বাস্তবায়ন বিষয়ে মনিটরিং;
১২। Global Forum on Migration Development (GFMD) সম্মেলনসমূহে গৃহীত সিদ্ধান্তবলী বাস্তবায়ন বিষয়ে মনিটরিং;
১৩। UN Convention, 1990 সম্পর্কিত বিষয়াবলি;
১৪। বুদাপেস্ট প্রসেস সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলি;
১৫। জাতিসংঘসহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থার অনুশাসন/কনভেনশন/সিদ্ধান্ত বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ;
১৬। সময়মত আন্তর্জাতিক সংস্থার চাঁদা প্রদান;
১৭। আন্তর্জাতিক সংস্থা (ILO/IOM/UN Women/UNDP etc) এর সাথে যোগাযোগ সংক্রান্ত কার্যাদি।
১৮। IOM/ILO/UN-Women এর সাথে উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত বিষয়ে যোগাযোগ ও সমন্বয়;
১৯। আবুধাবি ডায়ালগ সম্পর্কিত কার্যাদি;
২০। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্ব।

| গবেষণা ও নীতিমালা অধিশাখা (যুগ্মসচিব/উপসচিব) |
|---|

১। নতুন/পুরাতন/অপ্রচলিত শ্রমবাজার সংক্রান্ত গবেষণা, ডাটাবেইজ, নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত ডাটাবেইজ প্রস্তুতকরণ, সংরক্ষণ ও হালনাগাদকরণ সংক্রান্ত কার্যাবলি তত্ত্বাবধান;
২। নতুন/পুরাতন/অপ্রচলিত শ্রমবাজার সংশ্লিষ্ট দেশসমূহের অর্থনৈতিক/উন্নয়ন কর্মকাণ্ডসহ সে সকল দেশে পেশাভিত্তিক কর্মীর চাহিদা বিষয়ক তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ, গবেষণা, পর্যালোচনা ও নীতি প্রণয়ন সংক্রান্ত কার্যাবলি তত্ত্বাবধান;
৩। বাংলাদেশের কর্মী গ্রহণকারী দেশসমূহের শ্রম আইন পর্যালোচনা বিষয়ক কার্যাবলি তত্ত্বাবধান;
৪। নতুন/পুরাতন/অপ্রচলিত শ্রমবাজারের উপর অডিও ভিজ্যুয়াল ক্যাসেট/সিডি ইত্যাদি প্রস্তুতকরণ, প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি সম্বলিত পুস্তিকা মুদ্রণ, ব্রীফ প্রস্তুতকরণ সম্পর্কিত কার্যাবলি তত্ত্বাবধান;
৫। বাংলাদেশের কর্মী গ্রহণ কারী বিভিন্ন দেশের সাথে চুক্তি/সমঝোতা স্মারক ও অন্যান্য প্রটোকল স্বাক্ষর সম্পর্কিত কার্যাবলি তত্ত্বাবধান;
৬। মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পলিসি প্রণয়ন ও পরিবীক্ষণ সংক্রান্ত কার্যাবলি;
৭। International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (ICRMW) এর রিপোর্ট প্রণয়ন, প্রেরণ এবং এতদসংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলি;
৮। বৈদেশিক কর্মসংস্থান আইন, বিধিমালা প্রণয়ন, সংশোধন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম;
৯। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান নীতি ২০১৬ বাস্তবায়ন;
১০। বৈদেশিক কর্মসংস্থান বিষয়ক জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটির সকল কার্যাবলি;
১১। Regional Consultative Process ভুক্ত Colombo Process এবং Abu Dhabi Dialogue এর গৃহীত সিদ্ধান্তবলী বাস্তবায়ন বিষয়ে মনিটরিং;
১২। Global Forum on Migration Development (GFMD) সম্মেলন সমূহে গৃহীত সিদ্ধান্তবলী বাস্তবায়ন বিষয়ে মনিটরিং;
১৩। UN Convention, 1990 সম্পর্কিত বিষয়াবলী;
১৪। বুদাপেস্ট প্রসেস সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলি;
১৫। জাতিসংঘসহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থার অনুশাসন/কনভেনশন/সিদ্ধান্ত বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ;
১৬। সময়মত আন্তর্জাতিক সংস্থার চাঁদা প্রদান;
১৭। আন্তর্জাতিক সংস্থা (ILO/IOM/UN Women/UNDP etc) এর সাথে যোগাযোগ সংক্রান্ত কার্যাদি।
১৮। IOM/ILO/UN-Women এর সাথে উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত বিষয়ে যোগাযোগ ও সমন্বয়;
১৯। আবুধাবি ডায়ালগ সম্পর্কিত কার্যাদি;
২০। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্ব।

| গবেষণা ও নীতিমালা শাখা-১ (উপসচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব) |
|---|

১। নতুন/পুরাতন/অপ্রচলিত শ্রমবাজার সংক্রান্ত গবেষণা, ডাটাবেইজ, নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত ডাটাবেইজ প্রস্তুতকরণ, সংরক্ষণ ও হালনাগাদকরণ সংক্রান্ত কার্যাবলি তত্ত্বাবধান;
২। নতুন/পুরাতন/অপ্রচলিত শ্রমবাজার সংশ্লিষ্ট দেশসমূহের অর্থনৈতিক/উন্নয়ন কর্মকাণ্ডসহ সে সকল দেশে পেশাভিত্তিক কর্মীর চাহিদা বিষয়ক তথ্য/উপাত্ত সংগ্রহ, গবেষণা, পর্যালোচনা ও নীতি প্রণয়ন সংক্রান্ত কার্যাবলি তত্ত্বাবধান;
৩। বাংলাদেশের কর্মী গ্রহণকারী দেশসমূহের শ্রম আইন পর্যালোচনা বিষয়ক কার্যাবলি তত্ত্বাবধান;
৪। নতুন/পুরাতন/অপ্রচলিত শ্রমবাজারের উপর অডিও ভিজ্যুয়াল ক্যাসেট/সিডি ইত্যাদি প্রস্তুতকরণ, প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি সম্বলিত পুস্তিকা মুদ্রণ, ব্রীফ প্রস্তুতকরণ সম্পর্কিত কার্যাবলি;
৫। বাংলাদেশের কর্মী গ্রহণকারী বিভিন্ন দেশের সাথে চুক্তি/সমঝোতা স্মারক ও অন্যান্য প্রটোকল স্বাক্ষর সম্পর্কিত কার্যাবলি তত্ত্বাবধান;
৬। Regional Consultative Process ভুক্ত Colombo Process এবং Abu Dhabi Dialogue এর গৃহীত সিদ্ধান্তবলী বাস্তবায়ন বিষয়ে মনিটরিং;
৭। Global Forum on Migration Development (GFMD) সম্মেলন সমূহে গৃহীত সিদ্ধান্তবলি বাস্তবায়ন বিষয়ে মনিটরিং;
৮। বুদাপেস্ট প্রসেস সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলি;
৯। UN Convention সম্পর্কিত কার্যাবলি;
৮। বৈদেশিক কর্মসংস্থান আইন, বিধিমালা প্রণয়ন, সংশোধন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম;
৯। সময়মত সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক/আন্তর্জাতিক সংস্থার চাঁদা প্রদান;
৯। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান নীতি ২০১৬ বাস্তবায়ন;
১০। বৈদেশিক কর্মসংস্থান বিষয়ক জাতীয় স্টিয়ারিং সকল কার্যাবলি;
১১। আবুধাবি ডায়ালগ সম্পর্কিত কার্যাদি;
২০। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্ব।

**গবেষণা ও নীতিমালা শাখা-২ (উপসচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব)**

১। মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট পলিসি প্রণয়ন ও পরিবীক্ষণ সংক্রান্ত কার্যাবলি;
২। International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (ICRMW) এর রিপোর্ট প্রণয়ন, প্রেরণ এবং এতদসংক্রন্ত যাবতীয় কার্যাবলি;
৩। বৈদেশিক কর্মসংস্থান আইন, বিধিমালা প্রণয়ন, সংশোধন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম;
৪। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান নীতি ২০১৬ বাস্তবায়ন;
৫। বৈদেশিক কর্মসংস্থান বিষয়ক জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটির সকল কার্যাবলি;
৬। জাতিসংঘসহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থার অনুশাসন/কনভেনশন/সিদ্ধান্ত বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ;
৭। আন্তর্জাতিক সংস্থা (ILO/IOM/UN Women/UNDP etc) এর সাথে যোগাযোগ সংক্রান্ত কার্যাদি;
৮। IOM/ILO/UN-Women এর সাথে উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত বিষয়ে যোগাযোগ ও সমন্বয়;
৯। অন্যান্য আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থার চাঁদা প্রদান;
১০। সময়মত সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক/আন্তর্জাতিক সংস্থার চাঁদা প্রদান;
১১। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্ব।

**পরিকল্পনা, উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ অনুবিভাগ (অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব)**

১। পিপিপি'র ক্ষেত্র চিহ্নিতকরণ এবং বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কার্যাবলি তদারকি;
২। মন্ত্রণালয় ও মন্ত্রণালয়ের অধীন সংস্থাসমূহের সকল উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, সংশোধন, অনুমোদন, বাস্তবায়ন ও মনিটরিং সম্পর্কিত যাবতীয় কার্যাবলি তদারকি;
৩। উন্নয়ন প্রকল্প ও কর্মসূচি সমূহের অর্থ বিভাজন ও অর্থ ছাড়করণ সম্পর্কিত সকল কার্যাবলি তদারকি;
৪। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও প্রেক্ষিত পরিকল্পনা, SDG ইত্যাদিসহ এ জাতীয় সকল পরিকল্পনা বিষয়ক সকল কার্যাবলি তদারকি;
৫। এ মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট এনজিও কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্প সংক্রান্ত কার্যাবলি তদারকি;
৬। উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বিষয়ে বিভিন্ন Aid Memoire ও চুক্তির ওপর মতামত প্রদান সংক্রান্ত কার্যাবলি তদারকি;
৭। উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা কর্তৃক গৃহীত/বাস্তবায়নাধীন ও এ মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট প্রকল্প/কর্মসূচির ফোকাল পয়েন্ট হিসাবে কাজ করা সংক্রান্ত কার্যাবলি তদারকি;
৮। উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সহায়তায় কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কার্যাবলি তদারকি;
৯। উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি প্রতিবেদন আইএমইডিতে প্রেরণ সংক্রান্ত কার্যাবলি তদারকি;
১০। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ও উন্নয়ন বাজেট সংশ্লিষ্ট MTBF প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও মনিটরিং সংশ্লিষ্ট সকল কার্যাবলি তদারকি;
১১। এডিপি পর্যালোচনা সভার আয়োজনসহ এ সংশ্লিষ্ট যাবতীয় কার্যাবলি তদারকি;
১২। পরিকল্পনা ও উন্নয়ন এর কার্যাবলি মনিটরিং;
১৩। জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতিমালার আলোকে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন কার্যক্রম তত্ত্বাবধান;
১৪। কোর্স কারিকুলাম এবং Accreditation সম্পর্কিত সকল কার্যাবলি তত্ত্বাবধান;
১৫। শ্রমবাজারের চাহিদাভিত্তিক দক্ষ জনশক্তি সৃজনের উপযোগী প্রশিক্ষণ কোর্স প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন তদারকি;
১৬। দক্ষতা উন্নয়ন, জনশক্তি ও রেমিটেন্স সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির সাচিবিক সহায়তা প্রদানের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় দাপ্তরিক কার্যাদি ও যোগাযোগ সম্পাদন;
১৭। মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ও কেন্দ্রসমূহের প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত কার্যাবলি তদারকি;
১৮। কারিগরি প্রশিক্ষণের গুণগত মান নিশ্চিতকরণ বিষয়ক কার্যাবলি তত্ত্বাবধান;
১৯। প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত ডাটাবেজ প্রণয়ন ও হালনাগাদকরণ কার্যাবলি তদারকি;
২০। প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে বিভিন্ন টিটিসি'র ইন্সট্রাক্টরদের প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরূপণ ও অন্যান্য করণীয় বিষয় নির্ধারণ সংক্রান্ত কার্যাবলি তদারকি;
২১। মহিলা ও বিদেশ ফেরত কর্মীদের বিশেষ প্রশিক্ষণ এর ব্যবস্থাকরণ সম্পর্কিত কার্যাবলি তদারকি;
২২। সরকারিভাবে বোয়েসেল এর মাধ্যমে বিদেশে দক্ষ কর্মী প্রেরণের বিষয়ে নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কার্যাবলি তদারকি;
২৩। জাপানে কর্মী প্রেরণ সম্পর্কিত কার্যাবলি তত্ত্বাবধান;
২৪। TTC/IMT কার্যক্রম মনিটরিংপূর্বক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের দুর্বলতা/সীমাবদ্ধতা চিহ্নিতকরণ, দক্ষ জনশক্তি গড়তে সুপারিশ প্রদান সংক্রান্ত কার্যাবলি;
২৫। বিভিন্ন দেশের ভাষা শিক্ষণের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ কোর্স চালুকরণের লক্ষ্যে পর্যায়ক্রমিক কার্যাবলি;
২৬। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান নীতি, আইন ও কর্মপরিকল্পনা সম্পর্কিত সংশ্লিষ্ট কার্যাবলী সম্পাদন।
২৭। অনুবিভাগ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, রাষ্ট্রপতির কার্যালয় বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং এ মন্ত্রণালয়ের অন্যান্য অনুবিভাগ ও আওতাধীন দপ্তরসমূহ হতে চাহিত তথ্যাদি APA, NIS, GRS, RTI ইত্যাদি সংক্রান্ত চাহিত তথ্যাদি, অগ্রগতি/বাস্তবায়ন প্রতিবেদন সংগ্রহ/প্রেরণ;
২৮। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্ব।

পরিকল্পনা ও উন্নয়ন অধিশাখা (যুগ্মসচিব/উপসচিব)

১। পিপিপি'র ক্ষেত্র চিহ্নিতকরণ এবং বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কার্যাবলি;
২। মন্ত্রণালয় ও মন্ত্রণালয়ের অধীন সংস্থাসমূহের সকল উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, সংশোধন, অনুমোদন, বাস্তবায়ন ও মনিটরিং সম্পর্কিত যাবতীয় কার্যাবলি তদারকি;
৩। উন্নয়ন প্রকল্প ও কর্মসূচি সমূহের অর্থ বিভাজন ও অর্থ ছাড়করণ সম্পর্কিত সকল কার্যাবলি;
৪। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা, SDG ইত্যাদিসহ এ জাতীয় সকল পরিকল্পনা বিষয়ক সকল কার্যাবলি;
৫। এ মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট এনজিও কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্প সংক্রান্ত কার্যাবলি;
৬। উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বিষয়ে বিভিন্ন Aid Memoire ও চুক্তির ওপর মতামত প্রদান সংক্রান্ত কার্যাবলি;
৭। উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা কর্তৃক গৃহীত/বাস্তবায়নাধীন এ মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট প্রকল্প/কর্মসূচীর ফোকল পয়েন্ট হিসাবে কাজ করা সংক্রান্ত কার্যাবলি;
৮। উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সহায়তার কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কার্যাবলি;
৯। উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি প্রতিবেদন আইএমইডিতে প্রেরণ সংক্রান্ত কার্যাবলি;
১০। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ও উন্নয়ন বাজেট সংশ্লিষ্ট MTBF প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও মনিটরিং সংশ্লিষ্ট সকল কার্যাবলি;
১১। এডিপি পর্যালোচনা সভার আয়োজনসহ এ সংশ্লিষ্ট যাবতীয় কার্যাবলি;
১২। পরিকল্পনা, উন্নয়ন-১ ও ২ শাখার কার্যাবলি মনিটরিং;
১৩। অধিশাখা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং এ মন্ত্রণালয়ের অন্যান্য অনুবিভাগ ও আওতাধীন দপ্তরসমূহ হতে চাহিত তথ্যাদি APA, NIS, GRS, RTI ইত্যাদি সংক্রান্ত চাহিত তথ্যাদি, অগ্রগতি/বাস্তবায়ন প্রতিবেদন সংগ্রহ/প্রেরণের সার্বিক তত্ত্বাবধান;
১৪। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান নীতি আইন ও কর্মপরিকল্পনা সম্পর্কিত সংশ্লিষ্ট কার্যাবলি সম্পাদন;
১৫। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্ব।

উন্নয়ন-১ শাখা (উপসচিব/উপপ্রধান/সিনিয়র সহকারী সচিব/সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী সচিব/সহকারী প্রধান)

১। মন্ত্রণালয় ও মন্ত্রণালয় অধীনস্থ সংস্থা সমূহের সকল নতুন বিনিয়োগ প্রকল্প প্রণয়ন, যাচাইকরণ ও অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলি;
২। মন্ত্রণালয় ও মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ সংস্থা সমূহের সকল নতুন কারিগরি সহায়তা প্রকল্প প্রণয়ন, যাচাইকরণ ও অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলি;
৩। উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের অর্থায়ন সহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে যোগাযোগ, আলোচনা ও খসড়া চুক্তির উপর মতামত প্রদান সংক্রান্ত কার্যাদি;
৪। উন্নয়ন প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন উন্নয়ন সহয়োগী সংস্থার সহায়তায় প্রকল্প/কর্মসূচি গ্রহণ সংক্রান্ত কার্যাবলি;
৫। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)'র আলোকে সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও এসডিজি'র সংশ্লিষ্ট লক্ষ্যসমূহ যথাযথ বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ;
৬। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা, SDG, নির্বাচনী ইস্তেহারের ভিত্তিতে সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নসহ সকল পরিকল্পনা বিষয়ক কার্যাবলি;
৭। প্রকল্পসমূহের বিষয়ে বিভিন্ন Aid Memoire ও চুক্তির ওপর মতামত প্রদান সংক্রান্ত কার্যাবলি;
৮। উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা কর্তৃক গৃহীত/বাস্তবায়নাধীন এ মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট প্রকল্প/কর্মসূচির ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে কাজ করা;
৯। ইস্তাম্বুল কর্মপরিকল্পনা (আইপিওএ) এর আলোকে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় কার্যাবলি সম্পাদন।
১০। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা প্রণয়নে প্রয়োজনীয় ইনপুট প্রদান।
১১। উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণে পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ (পিপিপি) সংক্রান্ত কার্যাবলি।
১২। মহামান্য রাষ্ট্রপতির ভাষণ ও অন্যান্য ভাষণ প্রস্তুতকল্পে ইনপুট প্রদান।
১৩। অর্থ বিভাগের জনবল কমিটিতে বিভিন্ন তথ্যাদি প্রেরণ ও সমন্বয় সাধন।
১৪। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান নীতি আইন ও কর্মপরিকল্পনা সম্পর্কিত সংশ্লিষ্ট কার্যাবলি সম্পাদন।
১৫। ওয়েবসাইটে প্রয়োজনীয় ইনপুট প্রদান।
১৬। শাখা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, রাষ্ট্রপতির কার্যালয় বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং এ মন্ত্রণালয়ের অন্যান্য অনুবিভাগ ও আওতাধীন দপ্তরসমূহ হতে চাহিত তথ্যাদি APA, NIS, GRS, RTI ইত্যাদি সংক্রান্ত চাহিত তথ্যাদি, অগ্রগতি/বাস্তবায়ন প্রতিবেদন সংগ্রহ/প্রেরণ;
১৭। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে অন্যান্য কার্যাবলি সম্পাদন।

উন্নয়ন-২ শাখা (উপসচিব/উপপ্রধান/সিনিয়র সহকারী সচিব/সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী সচিব/সহকারী প্রধান)

১। উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থ ছাড়;
২। উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত কার্যক্রম;
৩। অনুমোদিত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ সংক্রান্ত সকল কার্যাবলি;
৪। এডিপি এবং আরডিটি প্রণয়ন;
৫। বাজেট ও সংশোধিত বাজেটে উন্নয়ন প্রকল্পের MTBF প্রণয়ন সংশ্লিষ্ট কার্যাদি;
৬। আইবাস++সংক্রান্ত কার্যাদি;
৭। মন্ত্রণালয়ের ইনোভেশন টিমের সাচিবিক দায়িত্ব পালন;
৮। উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করার জন্য মাসিক সমন্বয় সভা আয়োজন এবং কার্যপত্র ও কার্যবিবরণী প্রণয়ন;
৯। মন্ত্রণালয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয়ে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের প্রশ্নোত্তর প্রদান সংক্রান্ত কার্যাবলি;
১০। প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি ও সংশোধন সংক্রান্ত কার্যাদি;
১১। প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কিত বিষয়ে আইএমইডিতে বিভিন্ন প্রতিবেদন প্রেরণ;
১২। উন্নয়ন প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি মনিটরিং এর জন্য প্রকল্পস্থল পরিদর্শন;
১৩। পরিকল্পনা ও উন্নয়ন সংক্রান্ত কাজের সমন্বয় সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্যাদি সমন্বয় উইং এ প্রেরণ;
১৪। প্রকল্পের স্টিয়ারিং ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কমিটির সভা আয়োজন;
১৫। শাখা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, রাষ্ট্রপতির কার্যালয় বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং এ মন্ত্রণালয়ের অন্যান্য অনুবিভাগ ও আওতাধীন দপ্তরসমূহ হতে চাহিত তথ্যাদি APA, NIS, GRS, RTI ইত্যাদি সংক্রান্ত চাহিত তথ্যাদি, অগ্রগতি/বাস্তবায়ন প্রতিবেদন সংগ্রহ/প্রেরণ;
১৬। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে অন্যান্য কার্যাবলি সম্পাদন।

পরিকল্পনা শাখা (উপসচিব/উপপ্রধান/সিনিয়র সহকারী সচিব/সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী সচিব/সহকারী প্রধান)

১। মন্ত্রণালয় ও মন্ত্রণালয়ের অধীন সংস্থাসমূহের সকল উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, সংশোধন, অনুমোদন, সম্পর্কিত কার্যাবলি;
২। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা, SDG নির্বাচনী ইস্তেহারের ভিত্তিতে সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নসহ পরিকল্পনা বিষয়ক সকল কার্যাবলি;
৩। উন্নয়ন প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন Aid Memoire ও চুক্তির ওপর মতামত প্রদান সংক্রান্ত কার্যাবলি;
৪। উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা কর্তৃক গৃহীত/বাস্তবায়নাধীন এ মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট প্রকল্প/কর্মসূচি ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে কাজ করা;
৫। উন্নয়ন প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সহায়তায় প্রকল্প/কর্মসূচি গ্রহণ ও প্রণয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম;
৬। উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি প্রতিবেদন ও অন্যান্য প্রতিবেদন আইএমইডিতে প্রেরণ সংক্রান্ত কার্যক্রম;
৭। শাখা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, রাষ্ট্রপতির কার্যালয় বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং এ মন্ত্রণালয়ের অন্যান্য অনুবিভাগ ও আওতাধীন দপ্তরসমূহ হতে চাহিত তথ্যাদি APA, NIS, GRS, RTI ইত্যাদি সংক্রান্ত চাহিত তথ্যাদি, অগ্রগতি/বাস্তবায়ন প্রতিবেদন সংগ্রহ/প্রেরণ;
৮। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়ন ও এ সংশ্লিষ্ট সকল কার্যাবলি;
৯। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে অন্যান্য কার্যাবলি সম্পাদন।

প্রশিক্ষণ অধিশাখা (যুগ্মসচিব/উপসচিব)

১। জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতিমালার আলোকে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম তত্ত্বাবধান;
২। কোর্স কারিকুলাম এবং Accreditation সম্পর্কিত সকল কার্যাবলি তত্ত্বাবধান;
৩। শ্রম বাজারের চাহিদাভিত্তিক দক্ষ জনশক্তি সৃজনের উপযোগী প্রশিক্ষণ কোর্স প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন তদারকি;
৪। দক্ষতা উন্নয়ন, জনশক্তি ও রেমিটেন্স সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির সাচিবিক সহায়তা প্রদানের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় দাপ্তরিক কার্যাদি ও যোগাযোগ সম্পাদন;
৫। মন্ত্রণালয়ে অধীন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ও কেন্দ্রসমূহের প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত কার্যাবলি তদারকি;
৬। কারিগরি প্রশিক্ষণের গুণগত মান নিশ্চিতকরণ বিষয়ক কার্যাবলি তত্ত্বাবধান;
৭। প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত ডাটাবেজ প্রণয়ন ও হালনাগাদকরণ কার্যাবলি তদারকি;
৮। প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে বিভিন্ন টিটিসি'র ইন্সট্রাক্টরদের প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরূপণ ও অন্যান্য করণীয় বিষয় নির্ধারণ সংক্রান্ত কার্যাবলি তদারকি;
৯। মহিলা ও বিদেশ ফেরত কর্মীদের বিশেষ প্রশিক্ষণ এর ব্যবস্থাকরণ সম্পর্কিত কার্যাবলি তদারকি;
১০। সরকারীভাবে বোয়েসেল এর মাধ্যমে বিদেশে দক্ষ কর্মী প্রেরণের বিষয়ে নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কার্যাবলি তদারকি;

১১। জাপানে কর্মী প্রেরণ সম্পর্কিত কার্যাবলি তত্ত্বাবধান
১২। TTC/IMT এর কার্যক্রম মনিটরিংপূর্বক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের দুর্বলতা/সীমাবদ্ধতা চিহ্নিতকরণ এবং দক্ষ জনশক্তি গড়তে সুপারিশ প্রদান সংক্রান্ত কার্যাবলি;
১৩। বিভিন্ন দেশের ভাষা শিক্ষণের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ কোর্স চালুকরণের লক্ষ্যে পর্যায়ক্রমিক কার্যাবলি;
১৪। অধিশাখা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, রাষ্ট্রপতির কার্যালয় বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং এ মন্ত্রণালয়ের অন্যান্য অনুবিভাগ ও আওতাধীন দপ্তরসমূহ হতে চাহিত তথ্যাদি APA, NIS, GRS, RTI ইত্যাদি সংক্রান্ত চাহিত তথ্যাদি, অগ্রগতি/বাস্তবায়ন প্রতিবেদন সংগ্রহ/প্রেরণের সার্বিক তত্ত্বধান;
১৫। কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র/ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজির কার্যক্রম মনিটরিংপূর্বক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের দুর্বলতা/সীমাবদ্ধতা চিহ্নিতকরণ, দক্ষ জনশক্তি গড়তে সুপারিশ প্রণয়ন সংক্রান্ত কার্যাবলি;
১৬। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে অন্যান্য কার্যাবলি।

প্রশিক্ষণ-১ শাখা (উপসচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব)

১। জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতিমালার আলোকে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;
২। কোর্স কারিকুলাম এবং Accreditation সম্পর্কিত সকল কার্যাবলি তত্ত্বাবধান;
৩। শ্রম বাজারের চাহিদাভিত্তিক দক্ষ জনশক্তি সৃজনের উপযোগী প্রশিক্ষণ কোর্স প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
৪। দক্ষতা উন্নয়ন, জনশক্তি ও রেমিটেন্স সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির সাচিবিক সহায়তা প্রদানের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় দাপ্তরিক কার্যাদি ও যোগাযোগ সম্পাদন;
৫ সরকারীভাবে বোয়েসেল এর মাধ্যমে বিদেশে দক্ষ কর্মী প্রেরণের বিষয়ে নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কার্যাবলি;
৬। বাংলাদেশী বেসরকারি সংস্থার সাথে যোগাযোগ ও সমন্বয়;
৭। JITCO এবং এরূপ অন্যান্য সংগঠনের আওতায় জাপানে প্রশিক্ষণার্থী প্রেরণের নিয়োগানুমতি প্রদান সংক্রান্ত বিষয়াবলি;
৮। JITCO এবং এরূপ অন্যান্য সংগঠনের আওতায় জাপানে প্রশিক্ষণার্থী প্রেরণকারী রিক্রুটিং এজেন্সি/প্রতিষ্ঠানসমূহের অনুমোদন প্রদান এবং তৎসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অভিযোগ নিষ্পত্তি ও তদন্ত সম্পর্কিত বিষয়াদি;
৯। শাখা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, রাষ্ট্রপতির কার্যালয় বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং এ মন্ত্রণালয়ের অন্যান্য অনুবিভাগ ও আওতাধীন দপ্তরসমূহ হতে চাহিত তথ্যাদি APA, NIS, GRS, RTI ইত্যাদি সংক্রান্ত চাহিত তথ্যাদি, অগ্রগতি/বাস্তবায়ন প্রতিবেদন সংগ্রহ/প্রেরণ;
১০। কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র/ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজির কার্যক্রম মনিটরিংপূর্বক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের দুর্বলতা/সীমাবদ্ধতা চিহ্নিতকরণ, দক্ষ জনশক্তি গড়তে সুপারিশ প্রণয়ন সংক্রান্ত কার্যাবলি;
১১। কর্তৃপক্ষের নির্দেশে অন্যান্য কার্যাবলি;

প্রশিক্ষণ-২ শাখা (উপসচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব)

১। মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ও কেন্দ্রসমূহের প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত কার্যাবলি তদারকি;
২। কারিগরি প্রশিক্ষণের গুণগত মান নিশ্চিতকরণ বিষয়ক কার্যাবলি;
৩। প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত ডাটাবেজ প্রণয়ন ও হালনাগাদকরণ;
৪। প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে বিভিন্ন টিটিসি'র ইন্সট্রাক্টরদের প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরূপণ ও অন্যান্য করণীয় বিষয় নির্ধারণ;
৫। মহিলা ও বিদেশ ফেরত কর্মীদের বিশেষ প্রশিক্ষণ এর ব্যবস্থাকরণ সম্পর্কিত কার্যাবলি;
৬। বিভিন্ন দেশের ভাষা শিক্ষণের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ কোর্স চালুকরলের লক্ষ্যে পর্যায়ক্রমিক কার্যাবলি;
৭। শাখা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং এ মন্ত্রণালয়ের অন্যান্য অনুবিভাগ ও আওতাধীন দপ্তরসমূহ হতে চাহিত তথ্যাদি APA, NIS, GRS, RTI ইত্যাদি সংক্রান্ত চাহিত তথ্যাদি, অগ্রগতি/বাস্তবায়ন প্রতিবেদন সংগ্রহ/প্রেরণ;
৮। উর্ধ্বাতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে অন্যান্য কার্যাবলি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
**প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়**
**মনিটরিং ও এনফোর্সমেন্ট অনুবিভাগ**
প্রবাসী কল্যাণ ভবন
৭১-৭২, পুরানা এলিফ্যান্ট রোড, ইস্কাটন গার্ডেন, ঢাকা।
www.probashi.gov.bd

নং-৪৯.০০.০০০০.২৩১.৩১.০০১.১৫.১১২ তারিখঃ ০৪-০৫-২০১৬ খ্রিঃ

## প্রজ্ঞাপন

দেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী অন্যতম খাত বৈদেশিক কর্মসংস্থানকে আরো গতিশীল ও দক্ষ করে তোলা, রিক্রুটিং এজেন্সিগুলোর কর্মকাণ্ডে আরো স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা, ভিসা নিয়ে অনৈতিক প্রতিযোগিতা বন্ধ করা এবং বিদেশগামী কর্মীদের যথাযথ স্বাস্থ্য পরীক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গত ২৭-০৩-২০১২ তারিখের জারিকৃত প্রজ্ঞাপন আংশিক সংশোধনপূর্বক নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে ভিজিলেন্স টাস্কফোর্স পুনঃগঠন করা হলঃ

| | | |
|---|---|---|
| ১. | যুগ্মসচিব (মনিটরিং ও এনফোর্সমেন্ট), প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় | সভাপতি |
| ২. | পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন প্রতিনিধি (পরিচালক পদমর্যাদা সম্পন্ন) | সদস্য |
| ৩. | স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন প্রতিনিধি (উপসচিব পদমর্যাদা সম্পন্ন) | সদস্য |
| ৪. | বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের একজন প্রতিনিধি (উপসচিব পদমর্যাদা সম্পন্ন) | সদস্য |
| ৫. | মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের একজন প্রতিনিধি (উপসচিব পদমর্যাদা সম্পন্ন) | সদস্য |
| ৬. | ধর্ম মন্ত্রণালয়ের একজন প্রতিনিধি (উপসচিব পদমর্যাদা সম্পন্ন) | সদস্য |
| ৭. | বিজিবি এর একজন প্রতিনিধি (পরিচালক পদমর্যাদা সম্পন্ন) | সদস্য |
| ৮. | স্পেশাল সুপারিনটেনডেন্ট এমিগ্রেশন (স্পেশাল ব্রাঞ্চ) অথবা সম পর্যায়ের একজন কর্মকর্তা | সদস্য |
| ৯. | র‌্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়নের উপ-পরিচালক পর্যায়ের একজন কর্মকর্তা | সদস্য |
| ১০. | কোস্ট গার্ডের একজন প্রতিনিধি (পরিচালক পদমর্যাদা সম্পন্ন) | সদস্য |
| ১১. | আনসার ও ভিডিপি এর একজন প্রতিনিধি (পরিচালক পদমর্যাদা সম্পন্ন) | সদস্য |
| ১২. | জাতীয় গোয়েন্দা সংস্থা (এনএসআই) এর একজন প্রতিনিধি (পরিচালক পদমর্যাদা সম্পন্ন) | সদস্য |
| ১৩. | উপসচিব (মনিটরিং), প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় | সদস্য |
| ১৪. | স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের একজন প্রতিনিধি (উপ-পরিচালক পদমর্যাদা সম্পন্ন) | সদস্য |
| ১৫. | পরিচালক (বহির্গমন), জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো | সদস্য |
| ১৬. | আন্তর্জাতিক অভিবাসী সংস্থা (আইওএম) এর একজন প্রতিনিধি | সদস্য |
| ১৭. | উইনরক ইন্টারন্যাশনাল এর একজন প্রতিনিধি | সদস্য |
| ১৮. | বায়রা সভাপতি কর্তৃক মনোনীত কার্যকরী পরিষদের প্রতিনিধি | সদস্য |
| ১৯. | Association of Travel Agents of Bangladesh (ATAB) এর একজন প্রতিনিধি | সদস্য |
| ২০. | Tour Operators Association of Bangladesh (TOAB) এর একজন প্রতিনিধি | সদস্য |
| ২১. | হজ্ব এজেন্সিজ এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (HAAB) এর একজন প্রতিনিধি | সদস্য |
| ২২. | সিনিয়র সহকারী সচিব (এনফোর্সমেন্ট-১) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় | সদস্য |
| ২৩. | উপসচিব (এনফোর্সমেন্ট), প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় | সদস্য সচিব |

২.০ **ভিজিলেন্স টাস্কফোর্স এর কার্যপরিধিঃ**

২.১ কর্মী অভিবাসনের বিভিন্ন স্তরের সকল পক্ষের কার্যক্রম নোটিশ বা বিনা নোটিশে পর্যবেক্ষণ ও পরিদর্শন করা;

২.২ জনস্বার্থে বৈধ বা অবৈধপথের যথাযথ ভ্রমণ ডকুমেন্ট ব্যতিরেকে কর্মের উদ্দেশ্যে বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীর যাত্রা বিরতিকরণ;

২.৩ অভিবাসী কর্মীর অভিবাসনের সহায়তাকারী ব্যক্তি, রিক্রুটিং এজেন্সি, কর্মী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ডায়াগনস্টিক সেন্টার ও প্যাথলজিক্যাল সেন্টার এবং অভিবাসন সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম পরিদর্শন এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ ও সুপারিশ প্রণয়ন;

২.৪ এ সংক্রান্ত অবৈধ কার্যক্রম রোধকল্পে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক তাৎক্ষণিক বিচার কার্য সম্পাদন এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে জুডিসিয়াল ও মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে মামলা দায়েরের সুপারিশ করা;

২.৫ অত্যধিক অভিবাসন ব্যয় সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করা এবং তা রোধকল্পে চিহ্নিত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ;

২.৬ ক্ষতিগ্রস্ত প্রত্যাবাসিত কর্মীর তথ্য সংগ্রহ করা এবং দোষীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ;

২.৭ ক্ষতিগ্রস্ত অভিবাসী কর্মীর ক্ষতিপূরণ আদায়ে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ;

২.৮ কর্মী অভিবাসনের নামে মানব পাচার বন্ধকরণে কার্যক্রম গ্রহণ;

২.৯ অভিবাসন সংক্রান্ত অভিযোগ গ্রহণ, পরিবীক্ষণ ও নিষ্পত্তিকরণ;

২.১০ ভিজিলেন্স টাস্কফোর্স প্রতি মাসে অন্তত: একবার অভিযান পরিচালনা এবং দু'মাসে অন্তত: একবার সভা আহবান করা;

২.১১ সভার কার্যবিবরণী এবং অভিযানের প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ, সুপারিশ বাস্তবায়ন, প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে আপলোডকরণ এবং অভিবাসন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত তথ্যাদি সংশ্লিষ্ট এজেন্সিসমূহের সাথে আদান প্রদান;

২.১২ বিদেশে অবস্থানরত নির্যাতিত/প্রতারিত এবং হয়রানির শিকার কর্মীদের বিষয়ে গ্রহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে শ্রম উইং এর কার্যক্রম ভিজিলেন্স টাস্কফোর্সের এক বা সংশ্লিষ্ট একাধিক সদস্য কর্তৃক সরেজমিনে পরিবীক্ষণ ও সুপারিশ প্রণয়ন;

২.১৩ উপরোক্ত কার্য পরিধির বাইরে টাস্কফোর্স বিদেশে কর্মী প্রেরণ সংক্রান্ত অন্য কোন বিষয় উপযুক্ত মনে করলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে; এবং
২.১৪ ভিজিলেন্স টাস্কফোর্স কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে প্রয়োজনে আরো সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।
৩.০ জনস্বার্থে জারিকৃত এ প্রজ্ঞাপন অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

(মোঃ অহিদুল ইসলাম)
সিনিয়র সহকারী সচিব (এনফোর্সমেন্ট)
পরিচিতি নং-১৫৫৪৬।
ফোন নং-৮৩১৭৪১৫।
ইমেইলঃ ohid08@gmail.com

নং-৪৯.০০.০০০০.২৩১.৩১.০০১.১৫.১১২ তারিখঃ ০৪-০৫-২০১৬ খ্রিঃ

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলোঃ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)
১। সিনিয়র সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। পররাষ্ট্র সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
৩। সচিব, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, ঢাকা
৪। সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫। সচিব, ধর্ম মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬। মহাপরিচালক, বিজিবি, পিলখানা, ঢাকা।
৭। মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি, খিলগাঁও, ঢাকা।
৮। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কোস্টগার্ড, আগারগাঁও, ঢাকা।
৯। মহাপরিচালক, জাতীয় গোয়েন্দা সংস্থা (এনএসআই), সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
১০। মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
১১। মহাপরিচালক, জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, প্রবাসী কল্যাণ ভবন, ৭১-৭২, পুরাতন এ্যালিফ্যান্ট রোড, ইস্কাটন, ঢাকা।
১২। মহাপরিচালক, র‌্যাব ফোর্স, সদর দপ্তর, ঢাকা।
১৩। অতিরিক্ত আইজিপি, স্পেশাল ব্রাঞ্চ, মালিবাগ, ঢাকা।
১৪। উপসচিব (মনিটরিং), প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
১৫। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মস্থান মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
১৬। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
১৭। উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা, বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশের অনুরোধসহ।
১৮। সিনিয়র সহকারী সচিব (এনফোর্সমেন্ট-১) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
১৯। মোঃ মাহাবুবুল আলম, সিঃ প্রোগ্রাম ম্যানেজার, উইন-রক ইন্টারন্যাশনাল, বাড়ি-০২ (৩য় তলা), রোড-২৩/এ, গুলশান-১, ঢাকা।
২০। জনাব শাকিল মনসুর, ন্যাশনাল প্রোগ্রাম অফিসার, আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা (আইওএম), হাউজ # ১৩এ, রোড # ১৩৬, গুলশান-১, ঢাকা।
২১। সভাপতি/মহাসচিব, বায়রা, ১৩০, নিউ ইস্কাটন, ঢাকা।
২২। সভাপতি/মহাসচিব, এসোসিয়েশন অব ট্রাভেল এজেন্ট অব বাংলাদেশ (ATAB) হুমায়ুন কোর্ট, এপার্টমেন্ট নং-২০৯ (৩য় তলা), ২১, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
২৩। সভাপতি, ট্যুর অপারেটরস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (TOAB), ৫/২ (১ম তলা), সংসদ এভিনিউ, মনিপুরীপাড়া, ঢাকা।
২৪। সভাপতি, হজ্জ এজেন্সিজ এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (HAAB), সাত্তার সেন্টার (১৬তম তলা, হোটেল ভিক্টরী লিঃ) ৩০/এ, নয়াপল্টন, ভিআইপি রোড, ঢাকা-১০০০।
২৫। সহকারী পরিচালক, প্রবাসী কল্যাণ ডেস্ক, হযরত শাহ্জালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, কুর্মিটোলা, ঢাকা।
২৬। যুগ্মসচিব (মনিটরিং ও এনফোর্সমেন্ট) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
২৭। মহাপরিচালক মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড, প্রবাসী কল্যাণ ভবন, ৭১-৭২, পুরাতন এ্যালিফ্যান্ট রোড ইস্কাটন গার্ডেন, ঢাকা-১০০০।
২৮। ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, বোয়েসেল, প্রবাসী কল্যাণ ভবন, ৭১-৭২, পুরাতন এ্যালিফ্যান্ট রোড, ইস্কাটন গার্ডেন, ঢাকা-১০০০।
২৯। ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক, প্রবাসী কল্যাণ ভবন, ৭১-৭২, পুরাতন এ্যালিফ্যান্ট রোড, ইস্কাটন গার্ডেন, ঢাকা-১০০০।

(মোঃ অহিদুল ইসলাম)
সিনিয়র সহকারী সচিব (এনফোর্সমেন্ট)
ফোন নং-৮৩১৭৪১৫।
ইমেইলঃ ohid08@gmail.com

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
প্রবাসী কল্যাণ ভবন
৭১/৭২, পুরাতন এলিফ্যান্ট রোড, ইস্কাটন গার্ডেন, রমনা, ঢাকা-১০০০।
সংসদ ও সমন্বয় শাখা
www.probashi.gov.bd

নং-৪৯.০০.০০০০.০১৬.৩২.০৬৬.১৬-২৪৪

২৪ অগ্রহায়ণ ১৪২৬ বঃ
০৯ ডিসেম্বর ২০১৯ খ্রিঃ

**বিষয়ঃ চাহিত তথ্যাদি প্রেরণ প্রসঙ্গে।**

উপর্যুক্ত বিষয়ে জানানো যাচ্ছে যে, এ মন্ত্রণালয় হতে প্রতিনিয়ত জাতীয় সংসদ, রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগসহ অন্যান্য দপ্তরে বিভিন্ন প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়। অনেক সময় মন্ত্রণালয়ের শাখা/অধিশাখা/অনুবিভাগ ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা হতে তথ্য প্রাপ্তিতে বিলম্ব ঘটায় যথাসময়ে প্রতিবেদন প্রেরণ করা সম্ভবপর হয়না।

২। এমতাবস্থায়, প্রতিবেদন প্রেরণের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত নির্দেশনা অনুসরণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ জানানো হলোঃ

| ক্রমিক | বিষয় | তারিখ/সময় | মন্তব্য |
|---|---|---|---|
| ১ | সংসদ বিষয়ক যেকোনো তথ্য | চাওয়ার পর সংক্ষিপ্ত সময়ে | টেলিফোনিক/ মেইল/ ডাকযোগে অথবা যেকোনো মাধ্যমে অবগত হওয়ার পর সম্ভব হলে তাৎক্ষণিক বা সর্বোচ্চ এক কার্যদিবসের মধ্যে |
| ২ | মাসিক প্রতিবেদন | প্রতিমাসের ০২ তারিখ | উক্ত তারিখ যদি কর্মদিবস না হয় তাহলে পূর্ববর্তী কর্মদিবসের মধ্যে |
| ৩ | জেলা প্রশাসক সম্মেলন এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন প্রতিবেদন | প্রতিমাসের ০৩ তারিখ | উক্ত তারিখ যদি কর্মদিবস না হয় তাহলে পূর্ববর্তী কর্মদিবসের মধ্যে |
| ৪ | সমন্বয় সভার প্রতিবেদন | পত্রে উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে | |
| ৫ | মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা বাস্তবায়ন প্রতিবেদন | পত্রে উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে | |
| ৬ | অন্যান্য বিষয়সমূহের উপর তথ্য প্রদান | পত্রে উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে | |

(নাইমা আফরোজ ইমা)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোনঃ ৪১০৩০২৪৯
dsparliament@probashi.gov.bd

**বিতরণ: কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):**

১. অতিরিক্ত সচিব (সকল), প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
২. মহাপরিচালক, ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড, প্রবাসী কল্যাণ ভবন, ঢাকা।
৩. মহাপরিচালক, জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি) ঢাকা।
৪. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বোয়েসেল, প্রবাসী কল্যাণ ভবন, ঢাকা।
৫. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক, প্রবাসী কল্যাণ ভবন, ঢাকা।
৬. যুগ্মসচিব (সকল), প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৭. উপসচিব/উপপ্রধান (সকল), প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।
৮. সচিবের একান্ত সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।
৯. সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব/সহকারী প্রোগ্রামার, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ঢাক।
১০. অফিস কপি।

**গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার**
**প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়**
প্রবাসী কল্যাণ ভবন
৭১-৭২, পুরাতন এলিফ্যান্ট রোড, ইস্কাটন গার্ডেন, রমনা, ঢাকা-১০০০
শাখা-০২৪ (কল্যাণ)
www.probashi.gov.bd

স্মারক নং-৪৯.০০.০০০০.০২৪.০০.০৪৪.১৬.১০৯৮ তারিখ ঃ ২৫-১১-২০১৯ খ্রিঃ

**বিষয় : বিদেশগামী বাংলাদেশী কর্মীদের জন্য বাধ্যতামূলক বীমা ব্যবস্থা।**

বিদেশ গমনেচ্ছু/প্রবাসী বাংলাদেশী কর্মীদের অধিকতর সুরক্ষার জন্য বাধ্যতামূলক বীমা ব্যবস্থা চালু করার বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে অত্র মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অংশীজনের সাথে পরামর্শক্রমে বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক একটি জীবন বীমা নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত নীতিমালা অনুযায়ী বিদেশগামী বাংলাদেশী কর্মীদের জন্য নিম্নোক্ত দু'টি বীমা ব্যবস্থা থাকবে ঃ

ক. পরিকল্প-১
- বিদেশগামী কর্মীদের বয়স ১৮-৫৮ বৎসর বীমা সুবিধার আওতাভুক্ত;
- বীমার মেয়াদ ০২ (দুই) বছর
- বীমা অংক ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ টাকা)
- প্রদেয় প্রিমিয়াম ৯৯০/- (নয় শত নব্বই) টাকা

খ- পরিকল্প-২
-বিদেশগামী কর্মীদের বয়স ১৮-৫৮ বৎসর বীমা সুবিধার আওতাভুক্ত;
- বীমার মেয়াদ ০২ (দুই) বছর
- বীমা অংক ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ টাকা)
- প্রদেয় প্রিমিয়াম ২,৪৭৫/- (দুই হাজার চারশত পঁচাত্তর) টাকা

সকল বিদেশগামী কর্মীর জন্য বীমা বাধ্যতামূলক। বিদেশগামী কর্মী পরিকল্প ১ ও পরিকল্প ২ এর মধ্যে যে কোন একটি গ্রহণ করতে পারবেন।

পরিকল্প ১ এর প্রিমিয়াম ৯৯০/- টাকার মধ্যে ৫০০/- টাকা সরকারের পক্ষে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের তহবিল থেকে এবং অবশিষ্ট ৪৯০/- টাকা সংশ্লিষ্ট বিদেশগামী কর্মী কর্তৃক বহন করা হবে। পরিকল্প ১ এর পরিবর্তে কোনো বিদেশগামী পরিকল্প ২ গ্রহণ করতে ইচ্ছুক হলে তাঁর ক্ষেত্রেও ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের তহবিল থেকে ৫০০/- টাকা প্রদান করা হবে এবং অবশিষ্ট প্রিমিয়াম (২,৪৭৫-৫০০=) ১,৯৭৫/- টাকা বিদেশগামী কর্মীকে বহন করতে হবে।

প্রাথমিকভাবে প্রস্তাবিত বীমা ব্যবস্থাটি ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের সার্বিক তত্ত্বাবধানে জীবন বীমা কর্পোরেশন কর্তৃক বাস্তবায়িত হবে। বীমা ব্যবস্থা সঠিকভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পাইলট প্রকল্প হিসেবে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড ও জীবন বীমা কর্পোরেশনের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে।

২। বর্ণিত অবস্থায়, বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন ২০১৩ এর ধারা ২০ অনুযায়ী বিদেশগামী কর্মীদের বহির্গমন ছাড়পত্র পাওয়ার জন্য উল্লিখিত জীবন বীমা পলিসি গ্রহণ বাধ্যতামূলক বলে বিবেচিত হবে এবং তদনুযায়ী কর্মসংস্থানের জন্য বিদেশগামী সকল কর্মীকে উক্ত ছাড়পত্রের জন্য প্রদেয় অন্যান্য ফি'র সঙ্গে প্রযোজ্য বীমা প্রিমিয়াম প্রদান করতে হবে।

৩। বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন ২০১৩ এর ধারা ৩ ও ধারা ৪৭ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এ আদেশ জারি করা হলো।

**(সঞ্জীব কুমার দেবনাথ)**
উপসচিব
ফোন-৪১০৩০২৩০

স্মারক নং-৪৯.০০.০০০০.০২৪.০০.০৪৪.১৬.১০৯৮ তারিখ ঃ ২৫-১১-২০১৯ খ্রিঃ

<u>অনুলিপি ঃ সদয় জ্ঞাতার্তে ও কার্যার্থে  জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)</u>

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

২. পররাষ্ট্র সচিব (সিনিয়র সচিব), পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

৩. সিনিয়র সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থমন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
(দৃঃ আঃ মোঃ হুমায়ুন কবির, যুগ্মসচিব (বীমা)।

৪. সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

৫. চেয়ারম্যান/ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জীবন বীমা কর্পোরেশন, ২৪ মতিঝিল, বা/এ, ঢাকা-১০০০।

৬. চেয়ারম্যান, বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ, দিলকুশা, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।

৭. অতিরিক্ত সচিব (সকল), প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

৮. মহাপরিচালক, ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড, প্রবাসী কল্যাণ ভবন, ঢাকা।

৯. মহাপরিচালক, জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, কাকরাইল, ঢাকা।

১০. সভাপতি, বায়রা, ১৩০ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা-১০০০।

১১. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বোয়েসেল, ঢাকা।

১২. মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় (সদয় অবগতির জন্য)।

১৩. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় (সদয় অবগতির  জন্য)।

১৪. অফিস কপি

**(সঞ্জীব কুমার দেবনাথ)**
উপসচিব
ফোন-৪১০৩০২৩০

**গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার**
**প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়**
প্রবাসী কল্যাণ ভবন
৭১-৭২, পুরাতন এলিফ্যান্ট রোড, ইস্কাটন গার্ডেন, রমনা, ঢাকা-১০০০
কর্মসংস্থান শাখা-১
www.probashi.gov.bd

স্মারক নং-৪৯.০০.০০০০.১০১.১১.০২৭.১৫.৯৪৯ তারিখ ঃ ০৬-০৫-২০১৯ খ্রিঃ

**প্রজ্ঞাপন**

বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন, ২০১৩ এর ধারা ৯(৫) এবং রিক্রুটিং এজেন্ট আচরণ ও লাইসেন্স বিধিমালা, ২০০২ এর বিধি-৮ অনুযায়ী বিদেশে বাংলাদেশি জনশক্তি প্রেরণে নিয়োজিত রিক্রুটিং এজেন্সিসমূহের জামানত, লাইসেন্স ফি ও নবায়ন ফি নিম্নোক্তভাবে পুনঃনির্ধারণ করা হলো :-

| ক্রম | বিবরণ | টাকার পরিমাণ |
|---|---|---|
| ক) | জামানতের পরিমাণ | ২০,০০,০০০/- (বিশ লক্ষ) টাকা |
| খ) | নতুন রিক্রুটিং লাইসেন্স ফি | ৩,০০,০০০/- (তিন লক্ষ) টাকা |
| গ) | লাইসেন্স নবায়ন ফি (প্রতি ০৩ বছরের জন্য) | ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা |

০২। এই আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হলো এবং ইহা পত্র জারির তারিখ হইতে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

**(মোহাম্মদ আবুল হোসেন)**
উপসচিব
ফোন ঃ ০২-৪১০৩০২৪২
ইমেইল:dsemployment1@probashi.gov.bd

উপ-নিয়ন্ত্রক
বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তেজগাঁও, ঢাকা
(বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।

স্মারক নং-৪৯.০০.০০০০.১০১.১১.০২৭.১৫-৯৪৯ তারিখ ঃ ০৬-০৫-২০১৯ খ্রিঃ

<u>অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো:</u>

১. মহাপরিচালক, জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, ঢাকা।
২. মহাপরিচালক, ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড, প্রবাসী কল্যাণ ভবন, ঢাকা।
৩. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বোয়েসেল, প্রবাসী কল্যাণ ভবন, ঢাকা।
৪. মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।
৫. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।
৬. যুগ্মসচিব (কর্মসংস্থান অনুবিভাগ) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।
৭. সভাপতি, বায়রা, ১৩০ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা-১০০০।
৮. অফিস কপি।

**(মোহাম্মদ আবুল হোসেন)**
উপসচিব

**গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার**
**প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়**
প্রবাসী কল্যাণ ভবন
৭১-৭২, পুরাতন এলিফ্যান্ট রোড, ইস্কাটন গার্ডেন, রমনা, ঢাকা-১০০০
কর্মসংস্থান শাখা-১
www.probashi.gov.bd

স্মারক নং-৪৯.০০.০০০০.১০১.১১.০২৭.১৫. তারিখ ঃ ০৬-০৫-২০১৯ খ্রিঃ

**বিষয়: নতুন রিক্রুটিং লাইসেন্স এর জামানত বিভাজন প্রসঙ্গে।**

সূত্র: মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-৪৯.০০.০০০০.১০১.১১.০২৭.১৫.৯৪৯; তারিখ ঃ ০৬-০৫-২০১৯ খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয়ে সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, এ মন্ত্রণালয়ের ০৬-০৫-২০১৯ তারিখের ৪৯.০০.০০০০.১০১. ১১.০২৭.১৫.৯৪৯ সংখ্যক প্রজ্ঞাপন মূলে নতুন লাইসেন্স বাবদ জামানতের জন্য ধার্যকৃত ২০,০০,০০০/- (বিশ লক্ষ) টাকা নিম্নোক্তভাবে বিভাজন করা হলো:-

ক) সঞ্চয় পত্রের মাধ্যমে প্রদেয় জমার পরিমাণ - ১৬,০০,০০০/- (ষোল লক্ষ) টাকা।
খ) পে-অর্ডারের মাধ্যমে প্রদেয় জমার পরিমাণ- ৪,০০,০০০/- (চার লক্ষ) টাকা।

০২। এমতাবস্থায়, নতুন লাইসেন্স বাবদ জামানতের জন্য ধার্যকৃত ২০,০০,০০০/- (বিশ লক্ষ) টাকা বর্ণিত বিভাজন মোতাবেক জমা প্রদানের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

**(মোহাম্মদ আবুল হোসেন)**
উপসচিব
ফোন ঃ ০২-৪১০৩০২৪২
ইমেইল:dsemployment1@probashi.gov.bd

মহাপরিচালক
জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো
৮৯/২, কাকরাইল, ঢাকা।

অনুলিপি: সদয় জ্ঞাতার্থে:

১. মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় (মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য)
২. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
৩. যুগ্মসচিব (কর্মসংস্থান অনুবিভাগ) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় (যুগ্মসচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
৪. অফিস কপি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

**শাখা-১৩**

বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

নং-শা-১৩/বি-৩/৯২/৫০০ তারিখ ঃ ২৭/০৫/২০০১খ্রিঃ

**বিষয় ঃ রিক্রুটিং এজেন্সী কর্তৃক জামানত হিসেবে প্রতিরক্ষা সঞ্চয়পত্র প্রদানের পরিবর্তে ব্যাংক গ্যারান্টির মাধ্যমে জামানত গ্রহণ করায় জটিলতা সৃষ্টি হওয়া প্রসঙ্গে।**

সূত্র ঃ বিএমইটির পত্র নং-কল্যাণ/রিক্রুটিং লাইসেন্স-১/৯৬/৪৯৫৬, তারিখ-২৯/১১/২০০০খ্রিঃ

উপরোক্ত বিষয় ও সূত্রস্থ পত্রের প্রেক্ষিতে নির্দেশক্রমে জানানো যাচ্ছে যে, সঞ্চয়পত্রের আকারে জামানত নেয়া যায় তবে সঞ্চয়পত্রের কর্তৃপক্ষের প্রয়োজন মত যাতে ভাঙ্গানো যায় তার ব্যবস্থা থাকতে হবে। অর্থাৎ সঞ্চয়পত্র প্রয়োজনে ভাঙ্গানোর নিমিত্ত উহার যথাস্থানে জমাদানকারীর স্বাক্ষর থাকতে হবে।

স্বাক্ষরিত/
২৭/০৫/২০০১খ্রিঃ
(তসলিমা আক্তার)
সহকারী সচিব
ফোন ঃ ৮৬১৩০৬৭

মহাপরিচালক,
জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো,
৮৯/২, কাকরাইল, ঢাকা।

**গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার**
**প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়**
প্রবাসী কল্যাণ ভবন
৭১-৭২ পুরাতন এলিফ্যান্ট রোড, ইস্কাটন গার্ডেন, রমনা, ঢাকা-১০০০।

**কর্মসংস্থান শাখা-০৪**

নং- ৪৯.০০৪.০১১.০০.০০.০০১.২০১৩-৪২ তারিখ ঃ ২৯/০৯/২০১৩খ্রিঃ

## অফিস আদেশ

বর্তমানে বৈদেশিক কর্মসংস্থান বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ খাত হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। সরকার সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে যুক্তিসঙ্গত অভিবাসন ব্যয়ে অভিবাসন প্রক্রিয়া সম্পন্নকরণের লক্ষ্যে প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে।

২। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, বিদেশে বাংলাদেশি কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে বাছাই অনুমতি গ্রহণ ব্যতিরেকে সরাসরি নিয়োগানুমতি প্রাপ্তির জন্য সরকারের নিকট আবেদন করা প্রচলিত বিধি-বিধান ও পদ্ধতির পরিপন্থী। এ মন্ত্রণালয়ের ২৮ মার্চ, ২০১৩ খ্রি: তারিখে ৪৯.০০৪.০১১.০০.০০.০০১.২০১৩-১৬৮ নং পরিপত্রের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সকলকে সুস্পষ্টভাবে জানানো হয়েছিল যে, বাছাই অনুমতি ব্যতীত কোন রিক্রুটিং এজেন্সী কর্তৃক প্রচলিত বিধি-বিধান ও পদ্ধতির ব্যঘাত ঘটিয়ে সরকারের পূর্বানুমতি ব্যতিরেকেই এবং বাছাই অনুমতি ছাড়াই কর্মী সংগ্রহপূর্বক তাদের নিকট হতে অভিবাসনের অর্থ সংগ্রহ করা হচ্ছে। যে সকল দেশে এ সকল কর্মীদের প্রেরণ করা হবে সে সকল দেশের নানাবিধ প্রাতিষ্ঠানিক জটিলতার অজুহাত দেখিয়ে কর্মীদের অনুকূলে ভিসা সংগ্রহ করে সরাসরি নিয়োগানুমতির জন্য সরকারে নিকট আবেদন করছে। নিয়মের ব্যত্যয় ঘটিয়ে আবেদন করায় এ সকল আবেদন বিবেচনা করার সুযোগ থাকে না। এ ক্ষেত্রে বিদেশ গমনেচ্ছু সহজ-সরল ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর এ সকল কর্মী নিদারুণ অসহায় অবস্থায় পতিত হচ্ছে এবং চূড়ান্তভাবে এ সকল কর্মীগণই দুর্ভোগের শিকার হচ্ছেন। এ প্রসঙ্গে আরও উল্লেখ্য যে, লিবিয়া ও ইরাক যুদ্ধোত্তর ব্যাপক পুনর্গঠন চলমান দুটি দেশ। কিন্তু দেশ দুটিতে প্রচলিত পদ্ধতিতে কর্মী প্রেরণে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হচ্ছে। এছাড়া, সুদানও বাংলাদেশি কর্মীদের জন্য সম্ভাবনাময় একটি বৈদেশিক শ্রমবাজার। দেশটিতে বাংলাদেশের কোন দূতাবাস নেই। অপরদিকে সৌদি আরব বাংলাদেশের জন্য এককভাবে সর্ববৃহৎ বৈদেশিক শ্রমবাজার। দীর্ঘদিন যাবৎ সৌদি আরবে বাংলাদেশি কর্মী গমনের হার অত্যন্ত সংকুচিত হয়ে পড়েছে। সেক্ষেত্রে উক্ত দেশে অধিকহারে কর্মী প্রেরণের বিষয়টিকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা সমীচীন। প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ্য যে, অনেক ক্ষেত্রেই বিদেশে নিয়োগকর্তার বিভিন্ন প্রকল্প/কাজ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করার বাধ্যবাধকতা থাকে। তাছাড়া, সরকারের বিধি বিধান, পদ্ধতি যথাযথভাবে প্রতিপালনে ব্যর্থতায় অনেক ক্ষেত্রে সরকারের কোন রকম অনুমতি ছাড়াই অবৈধ পন্থায়ও বিদেশে কর্মী প্রেরণ করা হয়ে থাকে মর্মে অভিযোগ পাওয়া যায়। প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর এ সকল কর্মীদের সম্ভাব্য দুর্ভোগের বিষয় বিবেচনায় নিয়ে সৃষ্ট অবস্থা নিরসনের লক্ষ্যে কর্মী প্রেরণের কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে ইরাক, লিবিয়া ও সৌদি আরব এর ক্ষেত্রে এই অফিস আদেশ জারি হ'বার পূর্ব পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশ দূতাবাস কর্তৃক সত্যায়িত চাহিদাপত্রসমূহ বাছাই অনুমতি গ্রহণ ব্যতিরেকেই প্রতিটি আবেদনকে আলাদা আলাদাভাবে সার্বিক বিবেচনান্তে সরাসরি নিয়োগানুমতি প্রদান করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। বিশেষ বিবেচনায় এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে, তবে এই অফিস আদেশ জারীর পর এরূপ কোন আবেদন ভবিষ্যতে আর বিবেচনা করা হবে না।

০৩। বর্ণিত অবস্থায়, ইরাক, লিবিয়া ও সৌদি আরব-এ বাংলাদেশী কর্মী প্রেরণের ক্ষেত্রে এই অফিস আদেশ জারির পূর্ব পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশ দূতাবাস কর্তৃক সত্যায়িত চাহিদাপত্র ও প্রাসংগিক অন্যান্য পত্রাদি সংশ্লিষ্ট রিক্রুটিং এজেন্সীসমূহ সরকারের নিকট জমা দিতে পারবেন। তবে যেক্ষেত্রে বাংলাদেশ দূতাবাসের সত্যায়ন না থাকায় ইতোমধ্যেই দূতাবাসের মতামত চাওয়া হয়েছে সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসের শ্রম-উইং এর অনুকূল মতামত সাপেক্ষে নিয়োগানুমতি প্রদান করা হবে । সুদানে যেহেতু বাংলাদেশ দূতাবাস নেই; সেহেতু এক্ষেত্রে ইতোমধ্যে প্রাপ্ত আবেদনের জন্য দূতাবাসের সত্যায়নের বিষয়টি প্রযোজ্য হবে না।

০৪। উপরে বর্ণিত ক্ষেত্রসমূহে সংশ্লিষ্ট রিক্রুটিং এজেন্সীকে ৩০০ (তিনশত) টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে এই মর্মে মুচলেকা প্রদান করতে হবে যে, যুক্তিসঙ্গত ন্যূনতম অভিবাসন ব্যয়ে কর্মী প্রেরণ করা হবে এবং কর্মী প্রেরণে ব্যর্থতায় কিংবা কর্মীগণ গন্তব্য স্থানে গিয়ে কোনরূপ অসুবিধা/সমস্যার সম্মুখীন হলে তার সকল দায়-দায়িত্ব রিক্রুটিং এজেন্সীর উপর বর্তাবে।

০৫। ভবিষ্যতে যদি কোন রিক্রুটিং এজেন্সী সরকারের প্রচলিত বিধানের ব্যত্যয় ঘটিয়ে বাছাই অনুমতি গ্রহণ ব্যতিরেকে নিয়োগানুমতির জন্য আবেদন করে সেটিকে প্রতারণামূলক কার্যক্রম হিসাবে গণ্য করা হবে এবং সেক্ষেত্রে সরকারের আইন ও বিধি-বিধানের আলোকে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

(মোঃ আলমগীর কবির)
সহকারী সচিব
ফোনঃ ৮৩১৭৪১৫
ই-মেইল ঃ sasemployment4@probashi.gov.bd

মহাপরিচালক
জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো
৮৯/২, কাকরাইল, ঢাকা।

নং-৪৯.০০৪.০১১.০০.০০.০০১.২০১৩- তারিখ ঃ ২৯/০৯/২০১৩ খ্রিঃ

**সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে অনুলিপি প্রেরণ করা হলো ঃ**

১। মান্যবর রাষ্ট্রদূত, বাংলাদেশ দূতাবাস, সৌদি আরব/লিবিয়া/ইরাক।
২। মিনিস্টার/কাউন্সিলর/প্রথম সচিব (শ্রম উইং) বাংলাদেশ দূতাবাস, সৌদি আরব/লিবিয়া/ইরাক।
৩। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।
৪। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।
৫। যুগ্ম-সচিব মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।

(মোঃ আলমগীর কবির)
সহকারী সচিব
ফোনঃ ৮৩১৭৪১৫
ই-মেইল ঃ sasemployment4@probashi.gov.bd

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
প্রবাসী কল্যাণ ভবন
৭১-৭২, পুরাতন এলিফ্যান্ট রোড, ইস্কাটন গার্ডেন, ঢাকা-১০০০
কর্মসংস্থান শাখা-০২

স্মারক নং-৪৯.০০.০০০০.১০২.১৮.০৬৫.১৬.৯৫৩ তারিখ: ১৪/৬/২০১৭ খ্রি:

অফিস আদেশ

বিষয়: সার্ভিস চার্জ ও অভিবাসন ব্যয় নির্ধারণ।

আদিষ্ট হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, বাংলাদেশ হতে পুরুষ কর্মী প্রেরণের ক্ষেত্রে রিক্রুটিং এজেন্সীসমূহ সার্ভিস চার্জসহ বিমান ভাড়া, পাসপোর্ট, স্বাস্থ্য পরীক্ষা, ভিসা ফি ও অন্যান্য খরচ কর্মীর পক্ষে সংশ্লিষ্ট খাতে ব্যয় করার নিমিত্ত অর্থাৎ অভিবাসন ব্যয় নিম্নবর্ণিত দেশসমূহের জন্য দেশের পাশে উল্লেখিত হারে নির্ধারণ করা হলো:

| ক্র/নং | দেশের নাম | অভিবাসন ব্যয় বিবরণী (টাকায়) |
|---|---|---|
| ১ | মালয়েশিয়া | নির্মাণ/কারখানা শ্রমিকের জন্য ১,৬০,০০০/- ( এক লক্ষ ষাট হাজার) টাকা<br>কৃষি শ্রমিকের জন্য ১,৪০,০০০/- (এক লক্ষ চল্লিশ হাজার) টাকা |
| ২ | লিবিয়া | ১,৪৫,৭৮০/- (এক লক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজার সাতশত আশি) টাকা |
| ৩ | বাহরাইন | ৯৭,৭৮০/- (সাতানব্বই হাজার সাতশত আশি) টাকা |
| ৪ | সংযুক্ত আরব আমিরাত | ১,০৭,৭৮০/- (এক লক্ষ সাত হাজার সাতশত আশি) টাকা |
| ৫ | কুয়েত | ১,০৬,৭৮০/- (এক লক্ষ ছয় হাজার সাতশত আশি) টাকা |
| ৬ | সালতানাত অব ওমান | ১,০০,৭৮০/- (এক লক্ষ সাতশত আশি) টাকা |
| ৭ | ইরাক | ১,২৯,৫৪০/- (এক লক্ষ উনত্রিশ হাজার পাঁচশত চল্লিশ) টাকা |
| ৮ | কাতার | ১,০০,৭৮০/- (এক লক্ষ সাতশত আশি) টাকা |
| ৯ | জর্ডান | ১,০২,৭৮০/ (এক লক্ষ দুই হাজার সাতশত আশি) টাকা |
| ১০ | মিশর | ১,২০,০৮০/- (এক লক্ষ বিশ হাজার আশি) টাকা |
| ১১ | রাশিয়া | ১,৬৬,৬৪০/- (এক লক্ষ ছিষট্টি হাজার ছয়শত চল্লিশ) টাকা |
| ১২ | মালদ্বীপ | ১,১৫,৭৮০/- (এক লক্ষ পনের হাজার সাতশত আশি) টাকা |
| ১৩ | ব্রুনাই দারুস সালাম | ১,২০,৭৮০/- (এক লক্ষ বিশ হাজার সাতশত আশি) টাকা |
| ১৪ | লেবানন | ১,১৭,৭৮০/- (এক লক্ষ সতের হাজার সাতশত আশি) টাকা |

২। তবে জি টু জি প্লাস প্রক্রিয়ায় মালয়েশিয়ার কর্মী প্রেরণের লক্ষ্যে নির্মাণ/কারখানা শ্রমিকের জন্য ১,৬০,০০০/- (এক লক্ষ ষাট হাজার) ও কৃষি শ্রমিকের জন্য ১,৪০,০০০/- ( এক লক্ষ চল্লিশ হাজার) টাকা অভিবাসন ব্যয় হিসেবে নির্ধারণের বিষয়টি MoU এর অনুচ্ছেদ ৯ অনুযায়ী জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপের পরবর্তী সভায় মালয়েশিয়ান কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে চূড়ান্ত করা হবে।

৩। কর্মীর নিকট থেকে সার্ভিস চার্জসহ সমস্ত অর্থই চেক/ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডারের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট রিক্রুটিং এজেন্সীর অফিসিয়াল ব্যাংক একাউন্টে গ্রহণ করতে হবে এবং চেক/ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার গ্রহণের সময় কর্মীকে প্রাপ্তি স্বীকার রশিদ প্রদান করতে হবে।

৪। বহির্গমন ছাড়পত্র গ্রহণের সময় উক্ত অর্থ গ্রহণের বিবরণ ও প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোতে দাখিল করতে হবে।

৫। যুক্তিসঙ্গত প্রয়োজনে কর্তৃপক্ষ ভবিষ্যতে আদেশ সংশোধনের ক্ষমতা সংরক্ষণ করবেন।

৬। নির্ধারিত অভিবাসন ব্যয়ের অতিরিক্ত অর্থ আদায় করা হলে বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন ২০১৩ অনুযায়ী তাঁর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৭। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে ও জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো এবং তা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

(মোঃ আবুল হাছানাত হুমায়ূন কবীর)
উপসচিব
ফোন-৯৩৫৭২৮৪

**গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার**
**প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়**
কর্মসংস্থান শাখা-০৪
প্রবাসী কল্যাণ ভবন
www.probashi.gov.bd

নং-৪৯.০০.০০০০.২৩২.৩৩.০০২.১৬-৫৪৪ তারিখ ঃ ২৭/০৭/২০১৭ খ্রিঃ

**অফিস আদেশ**

**বিষয় ঃ সিঙ্গাপুরে কর্মী প্রেরণে অভিবাসন ব্যয় নির্ধারণ।**

আদিষ্ট হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সিঙ্গাপুরে কর্মী প্রেরণে অভিবাসন ব্যয় বিভিন্ন খাতে নিম্নবর্ণিত হারে নির্ধারণ করা হলো।

(ক) ওভারসীজ ট্রেনিং সেন্টার (OTC) এর প্রশিক্ষণ বাবদ ব্যয়

| ক্রমিক নং | খাতওয়ারী বিবরণ | টাকা |
|---|---|---|
| ০১ | BCA কর্তৃক নির্ধারিত Test Fee | ২৫,৮০০/- |
| ০২ | OTC কর্তৃক নির্ধারিত Centre Fee | ২১,০০০/- |
| ০৩ | Prior Approval | ১২,০০০/- |
| ০৪ | প্রশিক্ষণ ফি (তিন মাস) | ৩০,০০০/- |
| ০৫ | আহার ও বাসস্থান | ৩২,০০০/- |
| | **মোট** | **১,২০,৮০০/-** |

(খ) অভিবাসন ব্যয়

| ক্রমিক নং | খাতওয়ারী বিবরণ | টাকা |
|---|---|---|
| ০১ | পাসপোর্ট | ৭,০০০/- |
| ০২ | মেডিকেল ফি | ৫,০০০/- |
| ০৩ | কল্যাণ ফি | ৩,৫০০/- |
| ০৪ | ডাটা রেজিস্ট্রেশন ফি | ২০০/- |
| ০৫ | স্মার্ট কার্ড | ২৫০/- |
| ০৬ | ট্রেনিং এন্ট্রি ফি | ১২০/- |
| ০৭ | আয়কর | ৪০০/- |
| ০৮ | পোশাক (কর্মীর যাত্রার প্রাক্কালে) | ৩,০০০/- |
| ০৯ | ওয়েলফেয়ার ম্যাটেরিয়ালস (কর্মীর যাত্রার প্রাক্কালে) | ২,০০০/- |
| ১০ | বিমান ভাড়া | ২৭,০০০/- |
| ১১ | মার্কেটিং | ৪০,০০০/- |
| ১২ | রিক্রুটিং এজেন্সির সার্ভিস চার্জ | ১৫,০০০/- |
| ১৩ | স্থানীয় বীমা | ৫,০০০/- |
| ১৪ | সিঙ্গাপুরের বিভিন্ন ফি (চিকিৎসা, নিরাপত্তা, সিকিউরিটি বন্ড, ভিসা ফি) | ৩৩,০০০/- |
| | **মোট** | **১,৪১,৪৭০/-** |

**সর্বমোট ব্যয় = ওভারসীজ ট্রেনিং সেন্টার (OTC) এর প্রশিক্ষণ বাবদ ১,২০,৮০০/- + অভিবাসন ব্যয় বাবদ ১,৪১,৪৭০/- = ২,৬২,২৭০/- (দুই লক্ষ বাষট্টি হাজার দুইশত সত্তর) টাকা।**

১। কর্মীর নিকট থেকে সার্ভিস চার্জসহ সমস্ত অর্থই চেক/ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডারের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট রিক্রুটিং এজেন্সীর অফিসিয়াল ব্যাংক একাউন্টে গ্রহণ করতে হবে এবং চেক/ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার গ্রহণের সময় কর্মীকে প্রাপ্তি স্বীকার রশিদ প্রদান করতে হবে।
২। বহির্গমন ছাড়পত্র গ্রহণের সময় উক্ত অর্থ গ্রহণের বিবরণ ও প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোতে দাখিল করতে হবে।
৩। যুক্তিসঙ্গত প্রয়োজনে কর্তৃপক্ষ ভবিষ্যতে এ আদেশ সংশোধনের ক্ষমতা সংরক্ষণ করবেন।
৪। নির্ধারিত অভিবাসন ব্যয়ের অতিরিক্ত অর্থ আদায় করা হলে বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন ২০১৩ অনুযায়ী তাঁর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
৫। সিঙ্গাপুরে কর্মী প্রেরণের ক্ষেত্রে উক্ত অভিবাসন ব্যয় বাস্তবায়নের জন্য সেন্ডিং অর্গানাইজেশনগুলোকে নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।
৬। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে ও জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো এবং তা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

(ড. মাসুমা পারভীন)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোনঃ ৯৩৫৬৭৩৫
ই-মেইলঃsasemployment4@probashi.gov.bd

মহাপরিচালক
জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো
প্রবাসী কল্যাণ ভবন
ইস্কাটন গার্ডেন, রমনা, ঢাকা-১০০০।

নং-৪৯.০০.০০০০.২৩২.৩৩.০০২.১৬-৫৪৪ তারিখ ঃ ২৭/০৭/২০১৭ খ্রিঃ।

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো ঃ

০১। হাইকমিশনার, বাংলাদেশ দূতাবাস, সিঙ্গাপুর।
০২। মহাপরিচালক, ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড, প্রবাসী কল্যাণ ভবন, ঢাকা।
০৩। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বোয়েসেল, প্রবাসী কল্যাণ ভবন, ঢাকা।
০৪। অতিরিক্ত সচিব (সকল), প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।
০৫। যুগ্মসচিব (সকল), প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।
০৬। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।
০৭। কাউন্সেলর (শ্রম), বাংলাদেশ হাইকমিশন, সিঙ্গাপুর (যথাযথ কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি অবহিত করার অনুরোধসহ)।
০৮। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।
০৯। সভাপতি/মহাসচিব, বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব ইন্টারন্যাশনাল রিক্রুটিং এজেন্সিস (বায়রা), ১৩০, নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা।
১০। সহকারী প্রোগ্রামার, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় (ওয়েবসাইটে আপলোডের অনুরোধসহ)।
১১। যুগ্মসচিব (কর্মসংস্থান) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।
১২। ওভারসীজ ট্রেনিং সেন্টার (OTC) এবং সেন্ডিং অর্গানাইজেশন (সকল)।
১৩। অফিস কপি।

(ড. মাসুমা পারভীন)
সিনিয়র সহকারী সচিব

**অতি জরুরী বিশেষ বাহক মারফত**

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
প্রবাসী কল্যাণ ভবন
৭১-৭২, পুরাতন এলিফ্যান্ট রোড, ইস্কাটন গার্ডেন, রমনা, ঢাকা-১০০০

**কর্মসংস্থান শাখা-০৪**

নং-৪৯.০০৪.০১১.০০.০০.০০১.২০১৩-২০৮ তারিখ ঃ ০৯/০৪/২০১৩খ্রিঃ।

**বিষয় ঃ বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীদের নিবন্ধন কার্যক্রম প্রসঙ্গে।**

নির্দেশক্রমে জানানো যাচ্ছে যে, সম্প্রতি মালয়েশিয়াতে কর্মী প্রেরণের লক্ষ্যে দেশব্যাপী প্রতিটি ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্রের মাধ্যমে তথ্য প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে অনলাইনে প্রায় ১৪.৫ (সাড়ে চৌদ্দ) লক্ষ কর্মীর নিবন্ধন প্রক্রিয়া সফলভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে। বর্তমানে একই পদ্ধতিতে বিদেশ গমনেচ্ছু মহিলা কর্মীদের নিবন্ধনের কার্যক্রম চলছে।

০২। এছাড়াও দেশের জেলা জনশক্তি ও কর্মসংস্থান কার্যালয়ের মাধ্যমেও নিবন্ধন কার্যক্রম চালু রয়েছে। সার্বিক অবস্থা বিবেচনায় এ পত্র জারির পর হতে সরকারের নিবন্ধন কার্যক্রম ব্যতীত বায়রা বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে নিবন্ধন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করা হলো।

০৩। এ বিষয়ে অবিলম্বে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার জন্য অনুরোধ করা হলো।

(ড. শাহনাজ আরেফিন)
উপ-সচিব

মহাপরিচালক
জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো
৮৯/২, কাকরাইল, ঢাকা।

**অনুলিপি (অবগতির জন্য) ঃ**

১। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।

২। যুগ্ম-সচিব (কর্মসংস্থান ও রিক্রুটিং এজেন্সী) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
**প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়**
৭১-৭২, পুরাতন এলিফ্যান্ট রোড, নিউ ইস্কাটন গার্ডেন, রমনা, ঢাকা
প্রবাসী কল্যাণ ভবন
**কর্মসংস্থান শাখা-০৪**
www.probashi.gov.bd

নং-৪৯.০০.০০০০.১১১.১৮.০২৬.১৫ তারিখ: ২০/০৫/২০১৯ খ্রিঃ।

**বিষয়ঃ বিষয়টি বিদেশগমনেচ্ছু কর্মীদের রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়ায় অনলাইন পেমেন্ট সিস্টেম চালুর জন্য সংশ্লিষ্ট মোবাইল ব্যাংকিং অপারেটরদের সাথে বিএমইটির চুক্তিপত্র সম্পাদন সংক্রান্ত।**

সূত্রঃ বিএমইটির পত্র নং-৪৯.০১.০০০০.০০২.১৪.০০৫.১০১৫, তারিখ: ০১.০৫.২০১৯।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত পত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, বিদেশগমনেচ্ছু কর্মীদের রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়ায় আনলাইন পেমেন্ট সিস্টেম চালুর জন্য বিকাশ (ব্র্যাক ব্যাংক), সিওর ক্যাশ (রূপালী ব্যাংক লি:) ও রকেট (ডাচ বাংলা ব্যাংক লি:) এর কর্তৃপক্ষের সাথে চুক্তিপত্র সম্পাদনের বিষয়ে এ মন্ত্রণালয়ের নীতিগত অনুমোদন নির্দেশক্রমে প্রদান করা হলো।

(ডক্টর কাজী কামরুন নাহার)
উপসচিব
ফোনঃ ৪১০৩০২৪৬
ই-মেইল:sasemployment4@probashi.gov.bd

মহাপরিচালক
জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো
৮৯/২, কাকরাইল, ঢাকা।

**অনুলিপি সদয় অবগতি/কার্যার্থেঃ**

০১। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।
০২। যুগ্মসচিব (কর্মসংস্থান অনুবিভাগ) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।
০৩। অফিস কপি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
**প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়**
প্রবাসী কল্যাণ ভবন
**কর্মসংস্থান অধিশাখা**
www.probashi.gov.bd

নং-৪৯.০০.০০০০.১১১.১৮.০২৬.১৫ তারিখ: ২৯/০৭/২০১৯ খ্রিঃ।

**বিষয়ঃ ডাটাবেজে বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীদের রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়ায় অনলাইন পেমেন্ট সিস্টেম চালুর জন্য মোবাইল ব্যাংকিং অপারেটর “নগদ” কর্তৃপক্ষের সাথে বিএমইটির চুক্তিপত্র সম্পাদন সংক্রান্ত।**

সূত্রঃ বিএমইটির পত্র নং-৪৯.০১.০০০০.০০৭.১৮.০৭৮.১. (অংশ-১).১৭১১, তারিখ: ০৭/০৭/২০১৯ খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীদের রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়ায় অনলাইন পেমেন্ট সিস্টেম চালুর জন্য বিএমইটির সাথে মোবাইল ব্যাংকিং অপারেটর “নগদ” কর্তৃপক্ষের চুক্তিপত্র সম্পাদনের বিষয়ে এ মন্ত্রণালয়ের নীতিগত অনুমোদন নির্দেশক্রমে প্রদান করা হলো।

(ডক্টর কাজী কামরুন নাহার)
উপসচিব
ফোনঃ ৪১০৩০২৪৬
ই-মেইল:sasemployment4@probashi.gov.bd

মহাপরিচালক
জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো
৮৯/২, কাকরাইল, ঢাকা।

**অনুলিপি (সদয় অবগতি/কার্যার্থে) :**

০১। যুগ্মসচিব (কর্মসংস্থান অনুবিভাগ) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।
০২। অফিস কপি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
প্রবাসী কল্যাণ ভবন
৭১-৭২ পুরাতন এলিফ্যান্ট রোড, ইস্কাটন গার্ডেন, রমনা, ঢাকা-১০০০।

**কর্মসংস্থান শাখা-০১**

নং- ৪৯.০১০.০০.০৩২.০০.০০.২৯.২০১২-৩৯৩ তারিখ ঃ ২৮/৭/২০১৩খ্রিঃ

**বিষয় ঃ সরকারী ডাটাবেজ হতে কর্মী নিয়োগ আবেদন নিষ্পত্তির সময়সীমা প্রসঙ্গে।**

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, বর্তমানে বিএমইটিতে রক্ষিত ডাটাবেজ হতে কর্মী নিয়োগ করা হচ্ছে। কর্মী নিয়োগের এ প্রক্রিয়াটি স্বচ্ছ, সুষ্ঠু নিয়মতন্ত্রিক উপায়ে হওয়া আবশ্যক। বর্তমানে রিক্রুটিং এজেন্সীসমূহ কর্মী বাছাই অনুমতির জন্য আবেদন করলে বিএমইটি তাদেরকে ডাটাবেজ হতে কর্মী সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে। কিন্তু কোন রিক্রুটিং এজেন্সী এ বিষয়ে আবেদন করার পর কত দিনের মধ্যে বিএমইটি ডাটবেজ হতে কর্মী তালিকা প্রেরণ করবে তার জন্য কোন সময়সীমা বেধে দেয়া নেই। সাম্প্রতিক সময়ে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, বেশ কিছু ক্ষেত্রে এ জাতীয় কার্যাদি নিষ্পন্ন করতে অহেতুক অনেক বেশী সময় নেয়া হয়েছে।

০২। বর্ণিতাবস্থায়, সরকারী ডাটাবেজ হতে স্বচ্ছ, সুষ্ঠু, নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে কর্মী নিয়োগের প্রক্রিয়াটি অনধিক ০৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে সম্পন্ন করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

(নাহিদ আফরোজ)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোনঃ ৮৩১৩৯১৯

মহাপরিচালক
জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো,
৮৯/২, কাকরাইল, ঢাকা।

**অনুলিপি অবগতির জন্য ঃ**

১। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।

২। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।

৩। যুগ্মসচিব (কর্মসংস্থান) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কমংসংস্থান মন্ত্রণালয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো
৮৯/২, কাকরাইল, ঢাকা

**প্রশাসন শাখা**

স্মারক নম্বর : ৪৯.০১.০০০০.০০২.০৫.০০১.১৪.১৮৯৯ তারিখ : ২৫.০৭.২০১৯ খ্রিঃ।

**অফিস আদেশ**

মহাপরিচালক, বিএমইটি মহোদয় গত ৮ জুলাই ২০১৯ খ্রিঃ তারিখে বিএমইটির কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়নে এবং নথি নিস্পত্তির দীর্ঘসূত্রিতা পরিহারের লক্ষ্যে শুধুমাত্র নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট নথিসমূহ মহাপরিচালক, বিএমইটি কর্তৃক নিস্পত্তির জন্য নথি অগ্রায়নের নির্দেশনা প্রদান করেছেন:

১. রিক্রুটিং এজেন্টস্‌দের নতুন লাইসেন্স প্রদান এবং নামের অনুমোদন, Sending Organization অনুমোদন।
২. সুনির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে সার্ভারে রিক্রুটিং এজেন্টস লাইসেন্স এর লক খোলা বা বন্ধের সিদ্ধান্ত।
৩. যে কোন পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বদলী।
৪. পরিচালক ও তদুর্ধ্ব পর্যায়ের কর্মকর্তাগণের ছুটি, শ্রান্তি বিনোদন ছুটি, টি.এ. বিল।
৫. বৈদেশিক প্রশিক্ষণ ও সফরে কর্মকর্তাদের নামের মনোয়ন প্রদান।

০২। বর্ণিত কার্যক্রম ব্যতীত কর্মসংস্থান উইং ও প্রশিক্ষণ উইং এর অন্যান্য কার্যক্রম সমূহ কাজের সংশ্লিষ্টতা অনুযায়ী অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ ও প্রশাসন) এবং অতিরিক্ত মহাপরিচালক (কর্মসংস্থান) এর মাধ্যমে সম্পাদিত হবে। এছাড়া পূর্বে জারিকৃত আদেশ অনুযায়ী পরিচালকদের মাধ্যমে সম্পাদনযোগ্য কার্যক্রমের কার্যকারিতা বহাল থাকবে।

০৩। কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো।

(মোঃ আতাউর রহমান)
যুগ্মসচিব
পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)
ফোন : ৮৩০০২৬৪ (অফিস)
Email-directoradmin@bmet.org.bd

**বিতরণ : জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)**

১। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ ও প্রশাসন)/(কর্মসংস্থান), বিএমইটি, ঢাকা।
২। পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ/কর্মসংস্থান/বহির্গমন ও প্রটোকল, পরিচালক (প্রশিক্ষণমান ও পরিকল্পনা), বিএমইটি, ঢাকা।
৩। সচিবের একান্ত সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
৪। প্রকল্প পরিচালক (সকল), বিএমইটি, ঢাকা।
৫। উপপরিচালক (বাজেট ও অর্থ), বিএমইটি, ঢাকা (ওয়েবসাইটে আপলোডের অনুরোধসহ)।
৬। মহাপরিচালক মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, বিএমইটি, ঢাকা। (মহাপরিচালক মহোদয়ের অবগতির জন্য।
৭। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ/কর্মসংস্থান) মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারি, বিএমইটি, ঢাকা (অতিরিক্ত মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
৮। মাস্টার নথি/২০১৯ খ্রিঃ।

**অতি জরুরি ঃ ফ্যাক্স/ই-মেইল/কূটনৈতিক/ব্যাগ/বিশেষ বাহক মারফত**

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
প্রবাসী কল্যাণ ভবন
৭১-৭২, পুরাতন এলিফ্যান্ট রোড, ইস্কাটন গার্ডেন, রমনা, ঢাকা-১০০০।

**কর্মসংস্থান অধিশাখা - ৪**

নং-৪৯.০০৪.০১১.০০.০০.০০১.২০১৩-১৬৯ তারিখ ঃ ২৮.০৩.২০১৩ খ্রিঃ।

**বিষয় ঃ বিদেশের বিভিন্ন কোম্পানী/প্রতিষ্ঠান/নিয়োগকর্তা কর্তৃক বাংলাদেশি কর্মী নিয়োগের উদ্দেশ্যে সত্যায়ন** (Attestation) **এর নিমিত্ত বাংলাদেশ দূতাবাস/হাইকমিশন/কনস্যুলেট-এ জমাকৃত চাহিদাপত্র** (Demand Letter) **সম্পর্কে মন্ত্রণালয়/বিএমইটি-কে অবহিতকরণ প্রসঙ্গে।**

উর্পযুক্ত বিষয়ে নিম্নস্বাক্ষরকারী নির্দেশক্রমে জানাচ্ছে যে, বিদেশে বিভিন্ন কোম্পানী/প্রতিষ্ঠান/নিয়োগকর্তা কর্তৃক বাংলাদেশি কর্মী নিয়োগের উদ্দেশ্যে সত্যায়ন (Attestation) এর নিমিত্ত বাংলাদেশ দূতাবাস/হাইকমিশন/কনস্যুলেট-এ চাহিদাপত্র (Demand Letter) জমা প্রদান করা হয়। দূতাবাস/হাইকমিশন/কনস্যুলেট কর্তৃক এ সকল চাহিদাপত্রের বিষয়ে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

০২। জমাকৃত চাহিদাপত্রের বিলম্বিত সত্যায়ন পরিহার করতে চাহিদাপত্রসমূহের সঠিক সত্যায়ন নিশ্চিত করতে সর্বোপরি বাংলাদেশ হতে বিদেশে কর্মী প্রেরণে গতিশীলতা আনয়ন, সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও পরিবীক্ষণের স্বার্থে এখন হতে কোন কর্মী নিয়োগের চাহিদাপত্র বাংলাদেশ দূতাবাস/হাইকমিশন/কনস্যুলেট-এ জমা দেয়ার অব্যবহিত পর সংশ্লিষ্ট রিক্রুটিং এজেন্সীকে তার নিয়োগকর্তার নিকট হতে এরূপ চাহিদাপত্রের অনুলিপি সংগ্রহ করে ০২ (দুই) দিনের মধ্যে এ মন্ত্রণালয়ের কর্মসংস্থান অনুবিভাগ/বিএমইটিতে জমা দিতে হবে।

(ড. শাহনাজ আরেফিন)
উপ-সচিব

**বিতরণ ঃ**

রিক্রুটিং এজেন্সী, (সকল)

**অনুলিপি ঃ**

**(ক) কার্যার্থে ঃ**

(১) মান্যবর রাষ্ট্রদূত, বাংলাদেশ দূতাবাস, হাইকমিশন,.......................................
(২) মহাপরিচালক, জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, ৮৯/২, কাকরাইল, ঢাকা।
(৩) উপসচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব (সকল), প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।

**(খ) জ্ঞাতার্থে ঃ**

(১) সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।
(২) যুগ্মসচিব (প্রশাসন ও অর্থ/কর্মসংস্থান/কল্যাণ ও মিশন) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
**শাখা-১৩**

নং-শা-১৩/বিবিধ-৪/৯৮/৭৬৪ তারিখ ঃ ১৯/১০/২০০০খ্রিঃ/৪-৭-১৪০৭বাং

**বিষয় ঃ স্ব-উদ্যোগে একক ভিসায় বিদেশ গমনের ক্ষেত্রে সত্যায়ন প্রসঙ্গে।**

সূত্র ঃ ১) মন্ত্রণালয়ের পত্র নং- শা-১৩/বিবিধ-৩২/৯৬/২৪৪ তারিখ ৮-৩-২০০০খ্রিঃ।
২) মন্ত্রণালয়ের পত্র নং- শা-১৩/বিবিধ-৪/৯৮/৫৮৬ তারিখ ৬-৮-২০০০খ্রিঃ

উপরোক্ত বিষয় ও সূত্রের অনুবৃত্তিক্রমে আদিষ্ট হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, একক ভিসার ক্ষেত্রে দূতাবাসের সত্যায়নের আবশ্যকতা নিম্নরূপে সংশোধন করা হলো ঃ-

অসত্যায়িত চাহিদা ও ক্ষমতাপত্রের ক্ষেত্রে ব্যুরো পাঁচ জন পর্যন্ত কর্মীর বহির্গমন ছাড়পত্র প্রদান করতে পারবে, তবে উপরোক্ত ক্ষেত্রে ব্যুরো অবশ্যই মূল চাহিদাপত্র, ক্ষমতাপত্র ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাগজাদি পরীক্ষা পূর্বক তা সংশ্লিষ্ট নথিতে সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। তাছাড়া একই নিয়োগকারী ব্যক্তি/কোম্পানী/সংস্থা কর্তৃক এই শ্রেণীর কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে চাহিদা পত্রের সাথে তৎপূর্ববর্তী চাহিদা পত্রের সময়ের ব্যবধান বাস্তব ভিত্তিক হতে হবে, তা সতর্কতার সাথে যাচাই করতে হবে।

(মুহম্মদ জুলফিকার আলী)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন ঃ ৮৬১৩০৬৭

**বিতরণ ঃ**

১। মহাপরিচালক, জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, ৮৯/২, কাকরাইল, ঢাকা।
২। কাউন্সিলর (শ্রম)/প্রথম সচিব(শ্রম), বাংলাদেশ দূতাবাস(সকল)...................
৩। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বোয়েসেল, ঢাকা।
৪। সিনিয়র সহকারী সচিব, শাখা-১১ ও ১২, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৫। সভাপতি, বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল রিক্রুটিং এজেন্সীজ (বায়রা), ৮২, ভিআইপি রোড, কাকরাইল, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

**শাখা - ৫**

প্রকবৈকম-৫/এ-৮/২০০৫/০৫ তারিখঃ ০২-০১-২০০৬খ্রিঃ

## অফিস আদেশ

জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর ২৯-১২-২০০৫ তারিখের বহিঃ- ০৩/২০০৩/৭৬৪ নং পত্রটি পর্যালোচনাক্রমে জনশক্তি রপ্তানি বৃদ্ধি ও একক ভিসায় মহিলা/পুরুষ কর্মীদের বিদেশ গমনের ঝুঁকি কমানোর লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ের ২১-১২-২০০৫ তারিখের প্রকবৈকম-৫/এ-৮/২০০৫/১৭৪২ নং অফিস আদেশের ০১ এর (খ) অনুচ্ছেদ নিম্নোক্তভাবে প্রতিস্থাপন করা হলোঃ

অপ্রচলিত দেশসমূহে একক ভিসায় চাকুরী নিয়ে গমনেচ্ছু সকল পুরুষ কর্মীকে বহির্গমন ছাড়পত্র প্রদানের ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়ের পূর্বানুমতির প্রয়োজন হবে ।

(মোঃ মনিরুজ্জামান)
সিনিয়র সহকারী সচিব

**বিতরণ ঃ**

১। সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।

২। মহাপরিচালক, জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, ৮৯/২, কাকরাইল,ঢাকা।

৩। বাংলাদেশ দূতাবাস/হাইকমিশন/কনস্যুলেট, (রিয়াদ/জেদ্দা/কাতার/কুয়েত/আবুধাবি/দুবাই/ওমান/বাহরাইন/লিবিয়া/ইরান/সিঙ্গাপুর/মালয়েশিয়া।

৪। সভাপতি, বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব ইন্টারন্যাশনাল রিক্রুটিং এজেন্সীজ (বায়রা), ৬৭/১ পুরানা পল্টন, ঢাকা।

৫। সিনিয়র সহকারী সচিব, সকল শাখা, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

**অতীব জরুরী**

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

**শাখা - ৫**

নং-প্রকবৈকম-৫/চাকুরী-৩৫/২০০৩/২৩৭ তারিখ ঃ ১১-০৩-২০০৮ খ্রিঃ

**বিষয় ঃ দক্ষ ক্যাটাগরিতে ন্যূনতম ৩০% কর্মী প্রেরণ প্রসঙ্গে।**

উপর্যুক্ত বিষয়ে নির্দেশক্রমে জানানো যাচ্ছে যে, সম্প্রতি বিদেশে অদক্ষ কর্মীগণ নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। অপরদিকে, বিদেশি কর্মী গ্রহণকারী দেশে দক্ষ শ্রমিকের চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিদেশে দক্ষ শ্রমিক প্রেরণের উপর সরকার বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে। সেই বিবেচনায় এখন থেকে বৈদেশিক কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে প্রতিটি রিক্রুটিং এজেন্সী তার কর্তৃক প্রেরিতব্য মোট কর্মীদের মধ্যে ন্যূনতম ৩০% দক্ষ ক্যাটাগরীতে কর্মী প্রেরণের প্রচেষ্টা গ্রহণ করবে। এটি ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে মূল্যায়ন করা হবে।

০২। এমতাবস্থায়, বর্ণিত বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য অনুরোধ করা হলো।

(ড. মোঃ ওমর ফারুক)
সিনিয়র সহকারী সচিব

১। মহাপরিচালক, জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, ৮৯/২, কাকরাইল, ঢাকা।

২। প্রশাসক, বায়রা, ১৩০ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

**শাখা - ৫**

নং-প্রকবৈকম-৫/ডি-১১/২০০৭/২০১ তারিখ ঃ ০৩-০৩-২০০৮খ্রিঃ

**বিষয় ঃ মঙ্গাপীড়িত এলাকার কর্মীদের বৈদেশিক কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে ০৪% কোটা নির্ধারণ প্রসঙ্গে।**

উপর্যুক্ত বিষয়ে নির্দেশক্রমে মঙ্গাপীড়িত এলাকার জনগণের দারিদ্র্য দূরীকরণে বৈদেশিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে রিক্রুটিং এজেন্সীসমূহের মোট বৈদেশিক নিয়োগের মধ্য হতে মঙ্গা এলাকার দরিদ্র জনগণের নিয়োগের জন্য ০৪% কোটা নির্ধারণ করা হ'ল।

(মোঃ ওমর ফারুক)
সিনিয়র সহকারী সচিব

**বিতরণ ঃ**

১। মহাপরিচালক, জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, ৮৯/২, কাকরাইল,ঢাকা।

২। প্রশাসক, বায়রা, ১৩০ নিউ ইস্কাটন রোড,ঢাকা।

৩। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বোয়েসেল, ৭১-৭২ এলিফ্যান্ট রোড, ইস্কাটন গার্ডেন, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
প্রবাসী কল্যাণ ভবন
৭১-৭২ পুরাতন এলিফ্যান্ট রোড, ইস্কাটন গার্ডেন, রমনা, ঢাকা-১০০০
মিশন অধিশাখা
www.probashi.gov.bd

নং-৪৯.০০.০০০০.০১৯.৯৯.০০৪.১৮-৮৪০ তারিখ ঃ ১০-১২-২০১৯খ্রিঃ

**পরিপত্র**

বিষয়ঃ বিদেশগামী নারী কর্মীদের অধিকতর সুরক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ।

বিদেশগামী নারী কর্মীদের অধিকতর সুরক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিম্নোক্ত নির্দেশনা জারি করা হলোঃ

১) যে সকল রিক্রুটিং এজেন্সী; বয়স কম-বেশি দেখিয়ে এবং যথাযথ প্রশিক্ষণ ও মেডিক্যাল পরীক্ষা ব্যতিরেকে নারী কর্মীদের সৌদি আরবে প্রেরণ করেছে তদন্তপূর্বক তাদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

২) নারী কর্মীদের প্রাথমিক বাছাই রিক্রুটিং এজেন্সী সম্পন্ন করবে। প্রাথমিক বাছাইকৃত নারী কর্মীদের নাম, ঠিকানা ও মোবাইল নং, এনআইডি, রিক্রুটিং এজেন্সীর স্বত্বাধিকারীর নাম ঠিকানা ও মোবাইল নং সম্বলিত পরিচয়পত্র প্রদান করে

প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে চূড়ান্ত বাছাইয়ের জন্য সরকার কর্তৃক গঠিত কমিটির নিকট হাজির করতে হবে। কমিটি চূড়ান্ত বাছাইকৃত কর্মীদের তালিকা কমিটির সকল সদস্যের স্বাক্ষরসহ মন্ত্রণালয় ও বিএমইটির নারী কর্মী সুরক্ষা সেলে প্রেরণ করবে। প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ভর্তির সময় নারী কর্মী ও তার বৈধ অভিভাবক এবং সংশ্লিষ্ট এজেন্সী যৌথভাবে অঙ্গীকারনামা প্রদান করবেন।

৩) প্রাথমিক বাছাইকৃত নারী কর্মীদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রেরণের সময় প্রি-মেডিক্যাল করতে হবে। বহির্গমন ছাড়পত্র গ্রহণের সময় চূড়ান্ত মেডিক্যাল রিপোর্ট জমা দিতে হবে।

৪) নারী কর্মীদের প্রশিক্ষণ সম্পূর্ণভাবে আবাসিক এবং ৩০ দিন মেয়াদের হবে। বিএমইটি এই পরিপত্র জারীর এক মাসের মধ্যে হাউজ কিপিং কোর্সের কারিকুলাম হালনাগাদ করে মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন গ্রহণ পূর্বক কার্যকর করবে। টিটিসি'র অধ্যক্ষগণ প্রত্যেক প্রশিক্ষণ কোর্সের জন্য ২৪ ঘন্টার কর্মসূচিসহ একটি পাঠ পরিকল্পনা প্রস্তুত করে সুষ্ঠুভাবে প্রশিক্ষণ প্রদান করবেন। প্রশিক্ষণে উত্তীর্ণদের তালিকা মন্ত্রণালয় ও বিএমইটির নারী কর্মী সুরক্ষা সেলে প্রেরণ করবেন। বিএমইটি নারী কর্মীদের প্রশিক্ষণের মূল্যায়ন ৩য় পক্ষের মাধ্যমে সম্পন্ন করবে।

৫) রিক্রুটিং এজেন্সী প্রত্যেক নারী কর্মীকে বিদেশ গমণের পূর্বে একটি স্মার্ট ফোন প্রদান করবে।

৬) রিক্রুটিং এজেন্সী আবশ্যিকভাবে সংশ্লিষ্ট নারী কর্মীদের চুক্তিপত্র বাংলায় অনুবাদ করে প্রদান করবে এবং চুক্তিপত্রে উল্লিখিত বিষয়ে তাদেরকে অবহিত করবে। নারী কর্মীদের চুক্তিপত্র দেয়া হয়েছে কি না এ বিষয়ে বিএমইটি হতে Musaned System-এ Approval দেয়ার সময় এবং বহির্গমন ছাড়পত্র দেয়ার সময় দৈব চয়ন ভিত্তিতে নিয়মিতভাবে পরীক্ষা করতে হবে।

৭) রিক্রুটিং এজেন্সীসমূহ প্রতিদিন বিদেশ গমণকারী নারী কর্মীদের তালিকা, ফ্লাইট নং এবং সৌদি আরবের সংশ্লিষ্ট রিক্রুটিং এসেন্সীর নাম, ঠিকানা ও মোবাইল নং বিএমইটি ও মন্ত্রণালয়ের নারী কর্মী সুরক্ষা সেল এবং বিমান বন্দরের কল্যাণ ডেস্ক ও বাংলাদেশ দূতাবাসের সংশ্লিষ্ট শ্রম কল্যাণ উইংয়ে ইমেইল-এর মাধ্যমে প্রেরণ করবে। কল্যাণ ডেস্ক বিদেশগামী নারী কর্মীদের স্মার্ট কার্ড, চুক্তিপত্রসহ অন্যান্য কাগজপত্র ও প্রত্যেক কর্মীকে প্রত্যক্ষ করবেন এবং কাউকে কম বয়সী, বেশি বয়সী ও শারিরীকভাবে অসুস্থ প্রতীয়মান হলে বিমানে আরোহণ থেকে বিরত রাখতে পারবেন।

৮) বিদেশ প্রত্যাগত নারী কর্মীদের তালিকা, ফ্লাইট নং সহ সংশ্লিষ্ট শ্রম কল্যাণ উইং বিমান বন্দরের কল্যাণ ডেস্কে পূর্বেই প্রেরণ করবে এবং কল্যাণ ডেস্ক সংশ্লিষ্ট রিক্রুটিং এজেন্সীকে অবহিত করবে। সংশ্লিষ্ট রিক্রুটিং এজেন্সী নারী কর্মীদের বিমান বন্দর থেকে রিসিভ করে গন্তব্যে পৌছানোর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। কল্যাণ ডেস্ক প্রত্যাগত নারী কর্মীদের যথাযথ সহায়তা প্রদান করবে।

৯) কোন সমস্যার কারণে নারী কর্মী দূতাবাসের সেইফ হাউজে আশ্রয় নিলে, শ্রম কল্যাণ উইং প্রত্যেকের জন্য একটি বিবরণী মন্ত্রণালয় ও বিএমইটির নারী সুরক্ষা সেলে প্রেরণ করবে।

১০) প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং বিভিন্ন এজেন্সীর সমন্বয়ে গঠিত ভিজিলেন্স টাস্কফোর্স প্রতিমাসে কমপক্ষে দু'বার নারী কর্মীদের বিদেশ গমণের প্রক্রিয়া পরিবীক্ষণ করবেন এবং সচিবের বরাবরে প্রতিবেদন পেশ করবেন।

১১) নারী কর্মীগণ দেশে ফিরে আসার পর প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সহায়তা ও পরামর্শ প্রদানের লক্ষ্যে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড এই পরিপত্র জারি হওয়ার এক মাসের মধ্যে বিমান বন্দরের সন্নিকটে একটি Re-integration cell স্থাপন করবে। এখান থেকে তাঁরা প্রয়োজনীয় আইনী, আর্থিক ও অন্যান্য সহায়তা পাবেন।

১২) প্রতিমাসে বিদেশে প্রেরিত নারী কর্মীদের অবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পরবর্তী মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে ছক আকারে মন্ত্রণালয়ের এবং বিএমইটির নারী কর্মী সুরক্ষা সেলে প্রেরণ করতে হবে। সুরক্ষা সেল জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস এবং সংশ্লিষ্ট দূতাবাসের মাধ্যমে নারী কর্মীদের অবস্থা যাচাই করবে।

নারী কর্মীদের অধিকতর সুরক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এ নির্দেশনা জারি করা হলো এবং নির্দেশনাসমূহ অবিলম্বে কার্যকর হবে। উল্লিখিত নির্দেশনা অনুসারে দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করা হলো।

**মোঃ যাহিদ হোসেন**
যুগ্মসচিব
ফোনঃ ৪১০৩০২২৮
jsmission@probashi.gov.bd

নং-৪৯.০০.০০০০.০১৯.৯৯.০০৪.১৮-৮৪০ তারিখঃ ১০-১২-২০১৯খ্রিঃ

<u>বিতরণঃ জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)</u>

১। প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
২। পররাষ্ট্র সচিব (সিনিয়র সচিব), পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
৩। সিনিয়র সচিব/সচিব, ..................................
৪। সভাপতি, বায়রা।
৫। অতিরিক্ত সচিব (সকল), প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।
৬। মহাপরিচালক, ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড।
৭। মহাপরিচালক, জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো।
৮। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বোয়েসেল।
৯। যুগ্মসচিব (সকল), প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।
১০। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।
১১। পরিচালক, হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর, ঢাকা।
১২। স্পেশাল পুলিশ সুপার (বর্হিগমন), হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর, ঢাকা।
১৩। অধ্যক্ষ.............................................টিটিসি (সকল)।
১৪। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।
১৫। সহকারী পরিচালক, জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস (সকল)।
১৬। কল্যাণ/হেল্প ডেস্ক-হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর, ঢাকা।
১৭। সহকারী প্রোগ্রামার (আইসিটি), প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়। (ওয়েব সাইটে প্রবেশের অনুরোধসহ)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

**শাখা - ৫**

নং-প্রকবৈকম-৫/এ-২/২০০৫/১১৮২ তারিখঃ ৩০-১১-২০০৬খ্রিঃ

## অফিস আদেশ

সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের নিমিত্ত জানানো যাচ্ছে যে, বিদেশে চাকুরী নিয়ে গমনকারী মহিলা কর্মীদের বহির্গমন ছাড়পত্র প্রদানের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত নির্দেশনা অনুসরণীয়ঃ

১। (ক) গৃহস্থালী কাজ (Domestic Services) সহ অন্যান্য চাকুরীর ক্ষেত্রে রিক্রুটিং এজেন্সী কর্তৃক সংগৃহীত চাহিদাপত্র ও ক্ষমতাপত্রের ভিত্তিতে প্রচলিত নিয়মে মন্ত্রণালয় থেকে নিয়োগানুমতি নিতে হবে;

(খ) সৌদি আরবে হাউজহোল্ড ওয়ার্কার্স হিসেবে মহিলা কর্মী প্রেরণের জন্য মন্ত্রণালয়ের অনুমতি প্রাপ্ত রিক্রুটিং এজেন্সীসমূহের ক্ষেত্রে প্রচলিত পদ্ধতি বহাল থাকবে ;

২। অনুচ্ছেদ ১ (ক) ও (খ) এ বর্ণিত বিষয় ছাড়া গৃহস্থালী কাজসহ অন্য সব ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবেঃ—

(ক) বিদেশে চাকুরী নিয়ে গমনকারী মহিলাদের বয়স ন্যূনতম ২৫ বছর হতে হবে ।

(খ) চাকুরী ভিসা/ওয়ার্কপারমিট/এমপ্লয়মেন্ট পারমিট সংশ্লিষ্ট দেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাস/হাইকমিশন/কনস্যুলেট/অনারারী কনসাল কর্তৃক সত্যায়িত হতে হবে। ইতোমধ্যেই যে সকল ভিসা ইস্যু হয়েছে কিন্তু দূতাবাসের সত্যায়ন নেই সেগুলোর ক্ষেত্রে বহির্গমন ছাড়পত্রের জন্য আবেদন ১০-১২-২০০৬ তারিখ পর্যন্ত গ্রহণ করা যাবে।

(গ) বিদেশে চাকুরী নিয়ে গমন ইচ্ছুক মহিলা কর্মীদেরকে বহির্গমন ছাড়পত্র গ্রহণের কমপক্ষে ০৭ দিন পূর্বে সরাসরি অথবা রিক্রুটিং এজেন্সীর মাধ্যমে জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর মহাপরিচালক বরাবর আবেদন দাখিল করবে।

(ঘ) আবেদনের সাথে নিম্নবর্ণিত কাগজপত্র দাখিল করতে হবে।

(১) সাদা কাগজে আবেদন, (২) পাসপোর্টের ফটোকপি (৩) সংশ্লিষ্ট দূতাবাস কর্তৃক সত্যায়িত ওয়ার্কপারমিট /এমপ্লয়মেন্ট পারমিট/চাকুরী ভিসার ফটোকপি (৪) আত্মীয়/ পরিচিতি কারও মাধ্যমে চাকুরী সংগ্রহ করে থাকলে তার নাম ঠিকানা, ফোন নম্বর ও চাকুরীর প্রমাণপত্রের কপি (৫) ইউপি চেয়ারম্যান/ওয়ার্ড কমিশনারের পরিচয়পত্র, (৬) ১৫০/- টাকার স্ট্যাম্পে নোটারী পাবলিক কর্তৃক সত্যায়িত অংগীকারনামা ও (৭) ১৫০/- টাকার স্ট্যাম্পে নোটারী পাবলিক কর্তৃক সত্যায়িত কর্মীর অভিভাবকের অনাপত্তিপত্র ।

(ঙ) ব্যুরো কর্তৃক আবেদন গ্রহণের সময় সাক্ষাৎকারের তারিখ ও সময় জানিয়ে দেয়া হবে এবং ধার্য তারিখে আবেদনকারী মূল পাসপোর্ট ও কাগজপত্র নিয়ে অভিভাবকসহ হাজির হবেন।

(চ) নিম্নবর্ণিত কমিটি প্রত্যেক কার্য দিবসে নির্ধারিত সময়ে ব্যুরোতে মহিলা কর্মীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ ও কাগজপত্র পর্যালোচনা করে সংযুক্ত ছকে বহির্গমন ছাড়পত্রের সুপারিশ করবে এবং তা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে।

(১) পরিচালক (এমপ্লয়মেন্ট সার্ভিসেস) জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো;

(২) পরিচালক (সি আর এম) জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো;

(৩) প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের একজন প্রতিনিধি,

(ছ) কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে মন্ত্রণালয় ০৩ দিনের মধ্যে সিদ্ধান্ত প্রদান করবে। মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন পাওয়ার পর ব্যুরো কর্তৃক বহির্গমন ছাড়পত্র প্রদান করে ছকে বর্ণিত তথ্য সংশ্লিষ্ট দূতাবাস ও মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে।

(জ) রিক্রুটিং এজেন্সীর মাধ্যমে আবেদন করলে ডকুমেন্টের সঠিকতা সম্পর্কে এজেন্সী দায়ী থাকবে এবং কর্মীদের কর্মস্থলে সমস্যা হলে সমাধান করবে, অন্যথায় বিধি অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া হবে।

৩। জনস্বার্থে এই আদেশ জারি করা হলো এবং অবিলম্বে কার্যকর হবে।

(মোঃ মনিরুজ্জামান)
সিনিয়র সহকারী সচিব

**বিতরণ ঃ**

১। মহাপরিচালক, জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, ৮৯/২, কাকরাইল, ঢাকা।

২। বাংলাদেশ দূতাবাস/ হাইকমিশন/ কনস্যুলেট, (রিয়াদ/ জেদ্দা/ কাতার/ কুয়েত/ আবুধাবি/ দুবাই/ ওমান/ বাহরাইন/ লিবিয়া/ ইরান/ সিঙ্গাপুর/ মালয়েশিয়া।

৩। সভাপতি, বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব ইন্টারন্যাশনাল রিক্রুটিং এজেন্সীজ (বায়রা), ৬৭/১ পুরানা পল্টন, ঢাকা।

৪। সিনিয়র সহকারী সচিব, সকল শাখা, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

**অধিশাখা-৫**

www.probashi.gov.bd

নং-৪৯.০০৫.০২২.০০১.০০.০০২.২০০৫-২৭৭ তারিখ ঃ ০২-০৫-২০১০খ্রিঃ

**বিষয় ঃ মহিলা গৃহকর্মীদের বিদেশ গমনের অনুমতি প্রদান প্রসঙ্গে।**

সূত্র ঃ নং-বিএমইটি-বহিঃ-পিএ-১/বিবিধ/১৪৭/২০০৮/৩৮৪, তারিখ ঃ ১৩-০৪-২০১০খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের বরাতে পূর্বে বিদেশে গমনকৃত ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন মহিলা গৃহকর্মীদের নিম্নোক্ত শর্তাদি অনুসরণ সাপেক্ষে বহির্গমন ছাড়পত্র প্রদান করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো ঃ

ক) বিএমইটি'র ডাটাবেজে পরীক্ষাপূর্বক যে সকল গৃহকর্মী বিএমইটি হতে বহির্গমন ছাড়পত্র গ্রহণ করে ইতিপূর্বে বিদেশে গিয়েছে এবং বিদেশে ন্যূনতম ০১ (এক) বছর গৃহকর্মী হিসেবে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে এমন কর্মীকে প্রশিক্ষণ হতে অব্যাহতি দিয়ে পুনরায় বিদেশে যাবার অনুমতি প্রদান করা যেতে পারে।

খ) বাংলাদেশী নিয়োগকর্তার অধীনে নিয়োগ দেয়া হলে উভয় দেশের রিক্রুটিং এজেন্সির মাধ্যমে ভিসা প্রক্রিয়ায়ন করা হতে অব্যাহতি দেয়া যেতে পারে।

(কাজী আবুল কালাম)
উপ-সচিব

মহাপরিচালক
জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো,
৮৯/২, কাকরাইল, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কর্মসংস্থান শাখা-০৩
প্রবাসী কল্যাণ ভবন।
৭১-৭২ পুরাতন এলিফ্যান্ট রোড, ইস্কাটন গার্ডেন, রমনা ঢাকা।

নং- ৪৯.০০৩.০১১.০০.০০.০৩০.২০১৩-৭৪ তারিখ ঃ ২২/০৪/২০১৪খ্রিঃ

**বিষয় ঃ নতুন রিক্রুটিং এজেন্সীর জন্য জামানতের মেয়াদ নির্ধারণ প্রসঙ্গে।**

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, নতুন রিক্রুটিং এজেন্সীর লাইসেন্সের জামানতের বিষয়ে এ মন্ত্রণালয়ের পত্র নং-শাখা/বিবিধ-৬/২০০২/৭৯১, তারিখঃ ১৯/০৫/২০০৪খ্রিঃ অনুযায়ী রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকের ০৫ (পাঁচ) বছর মেয়াদী স্থায়ী আমানত মহাপরিচালক, বিএমইটি'র নামে লিয়েন করে জমা দেয়ার সিদ্ধান্ত থাকলেও বর্তমানে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকসমূহের পরিপত্র অনুযায়ী স্থায়ী আমানত এর মেয়াদ সর্বোচ্চ ০৩ (তিন) বছর করা হয়েছে।

এমতাবস্থায়, নতুন রিক্রুটিং এজেন্সীর লাইসেন্সের জামানত হিসেবে ০৫ (পাঁচ) বছরের পরিবর্তে ০৩ (তিন) বছর মেয়াদী স্থায়ী আমানত গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

(এ এস এম জাকির হোসেন)
উপ-সচিব
ফোনঃ ৮৩১৭৪১৫

মহাপরিচালক
জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো
৮৯/২, কাকরাইল, ঢাকা।

**অনুলিপিঃ অবগতির জন্য-**

০১। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।

০২। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।

০৩। যুগ্মসচিব (কর্মসংস্থান) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।

০৪। অফিস কপি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

**অধিশাখা-০৮**

নং- ৪৯.০০৮.০১১.০০.০০.২০১.২০১০-৩৯৫ তারিখ ঃ ২৮/০৯/২০১১খ্রিঃ

**বিষয় ঃ তদন্তাধীন অবস্থায় রিক্রুটিং লাইসেন্স নবায়ন করা প্রসঙ্গে।**

উপরিউক্ত বিষয়ে নির্দেশক্রমে জানানো যাচ্ছে যে অভিযোগের কারণে তদন্তাধীন অবস্থায় সংশ্লিষ্ট রিক্রুটিং এজেন্সীর লাইসেন্স নবায়নের চলমান প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকবে।

২.০ সংশ্লিষ্ট সকলকে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

(মোঃ মনিরুজ্জামান)
উপ- সচিব
ফোন ঃ ৭১৬৯৬৫৪

মহাপরিচালক
জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো,
৮৯/২, কাকরাইল, ঢাকা।

**অনুলিপি ঃ অবগতি ও কার্যার্থে**

১। মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।

২। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।

৩। যুগ্ম-সচিব (কর্মসংস্থান, পলিসি ও মনিটরিং/প্রশাসন ও কল্যাণ), প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।

৪। উপসচিব, (কর্মসংস্থান)/অধিশাখা-৭, ৮ ও ৯, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।

৫। মহাসচিব, বায়রা, ১৩০, নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
প্রবাসী কল্যাণ ভবন
৭১-৭২ পুরাতন এলিফ্যান্ট রোড, ইস্কাটন গার্ডেন, রমনা, ঢাকা-১০০০।

**কর্মসংস্থান শাখা-০২**

নং- ৪৯.০০৮.০১১.০০.০০.০১১.২০১৩-৫৪৯ তারিখ ঃ ২৯/১২/২০১৩খ্রিঃ

**বিষয় ঃ রিক্রুটিং এজেন্টের লাইসেন্স নবায়নের জন্য প্রেরিত সুপারিশ/প্রতিবেদনে রিক্রুটিং এজেন্ট আচরণ ও লাইসেন্স বিধিমালা, ২০০২ এর ৭ (৪) বিধি পূরণের বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা।**

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রতি সদয় দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক জানানো যাচ্ছে যে, লাইসেন্স নবায়নের জন্য সুপারিশ করার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট এজেন্সীর অন্যান্য কর্মকাণ্ডসহ রিক্রুটিং এজেন্ট আচরণ ও লাইসেন্স বিধিমালা, ২০০২ এর ৭ (৪) বিধিতে উল্লিখিত শর্ত পূরণের বিষয়টিও যথাযথভাবে যাচাই করে দেখতে হবে।

এমতাবস্থায়, লাইসেন্স নবায়নের জন্য বিএমইটি হতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরিত সুপারিশ/প্রতিবেদনে উক্ত শর্ত পূরণের বিষয়টিও উল্লেখ করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

(জুবাইদা মান্নান)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন ঃ ৮৩১৩৯১৯

মহাপরিচালক
জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো
৮৯/২, কাকরাইল, ঢাকা।

অনুলিপি অবগতির জন্য ঃ

১. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
২. যুগ্মসচিব (কর্মসংস্থান) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ঢাকা
৩. অফিস কপি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো
৮৯/২, কাকরাইল, ঢাকা

নং- ইএসআরএল-৩১০৩/২০১৩/১৫৪৮ তারিখ ঃ ০৯/০৯/২০১৩খ্রিঃ

## পরিপত্র

**বিষয় ঃ ব্যুরোর ২০১০-২০১১ অর্থ বছরে অডিট আপত্তির প্রেক্ষিতে রিক্রুটিং এজেন্সীর লাইসেন্স ফি, নবায়ন ফি, আবেদন ফি ও জরিমানা ফি এর উপর ১৫% ভ্যাট জমাদান প্রসঙ্গে।**

সূত্র ঃ মন্ত্রণালয়ের পত্র নং-৪৯.০০৮.০১১.০০.০১.২০১.২০১০-২৫০, তারিখ ঃ ২৪/০৪/২০১৩খ্রিঃ।

জনশক্তি রপ্তানিকারক সকল রিক্রুটিং এজেন্সী সমূহকে জানানো যাচ্ছে যে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ২৭/০৭/২০১০ খ্রি: তারিখে স্মারক নং -৬(৬) মূসক নী: ও বা:/২০১০/২৫৭ এর অনুচ্ছেদে ৪ (ঙ) এর মাধ্যমে ২০১০-২০১১ অর্থ বছর হতে এজেন্সীর লাইসেন্স ফি, নবায়ন ফি, আবেদন ফি ও জরিমানা ফি এর উপর ১৫% হারে ভ্যাট সরকার কর্তৃক ধার্য করা হয়েছে।

এ অবস্থায়, ০১/০৭/২০১০ইং তারিখের পর প্রদানকৃত লাইসেন্স ফি- ১,০০,০০০.০০/নবায়ন ফি-৪০,০০০.০০/ জরিমানা ফি-........................../আবেদন ফি- ২,০০০.০০ টাকার উপর সরকার কর্তৃক ধার্যকৃত ১৫% হারে যথাক্রমে ১৫,০০০.০০/৬,০০০.০০/............../৩০০.০০ টাকা সর্বমোট .............. টাকার পৃথক পৃথক পে-অর্ডারের মাধ্যমে মহাপরিচালক, বিএমইটি বরাবরে জমা প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হলো।

(মো: মিজানুর রহমান)
উপ-সচিব
পরিচালক (কর্মসংস্থান)
ফোন : ৯৩৬০৬৭১ (অফিস)

স্বত্বাধিকারী/ব্যবস্থাপনা পরিচালক/ব্যবস্থাপনা অংশিদার,
মেসার্স.......................................................
................................................................
................................................................
................................................................

অনুলিপি সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হলো ঃ

১। পরিচালক (বহির্গমন), জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, কাকরাইল, ঢাকা। (রি/এজেন্সীসমূহের তালিকা এতদসঙ্গে সংযুক্ত করা হলো)।

**অতি জরুরি বিশেষ বাহক/ফ্যাক্স/ই-মেইল মারফত**

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
প্রবাসী কল্যাণ ভবন
৭১-৭২, পুরাতন এলিফ্যান্ট রোড, ইস্কাটন গার্ডেন, রমনা, ঢাকা-১০০০

**কর্মসংস্থান শাখা-০৪**

নং-৪৯.০০৪.০১১.০০.০০.০০১.২০১৩-১৮৮ তারিখ ঃ ০৭/০৪/২০১৩খ্রিঃ।

## পরিপত্র

বিদেশে বাংলাদেশি কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে বাছাই অনুমতি ছাড়া নিয়োগানুমতি প্রদান প্রচলিত বিধানের পরিপন্থী। বর্তমানে বৈদেশিক কর্মসংস্থান বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে একটি সম্ভাবনাময় খাত হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। মর্যাদাপূর্ণ আইনানুগ অভিবাসন প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে গত ২৮ মার্চ, ২০১৩খ্রিঃ তারিখে ৪৯.০০৪.০১১.০০.০০.০০১.২০১৩-১৬৮ সংখ্যক একটি পরিপত্র জারি করা হয়।

০২। লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, কিছু কিছু রিক্রুটিং এজেন্সী লিবিয়া, সৌদি আরব, ইরাকসহ বেশ কিছু দেশের ক্ষেত্রে বাছাই অনুমতি না নিয়েই কর্মীদের অনুকূলে ভিসা সংগ্রহ করছে, যা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। ভবিষ্যতে এ জাতীয় কার্যকলাপ থেকে সংশ্লিষ্ট রিক্রুটিং এজেন্সীকে বিরত থাকার জন্য নির্দেশ দেয়া হলো।

০৩। যে সকল কর্মীদের অনুকূলে ভিসা/ভিসা অনুমতি সংগ্রহ করা হয়েছে, শুধুমাত্র সে সকল কর্মীদের স্বার্থ ও ভবিষ্যতের কথা মানবিকভাবে বিশেষ বিবেচনায় এনে সরকার নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে ঃ

(ক) উক্ত কর্মীদের ক্ষেত্রে গত ২৮ মার্চ, ২০১৩ খ্রিঃ তারিখে ৪৯.০০৪.০১১.০০.০০.০০১.২০১৩-১৬৮নং পরিপত্রের (ক) অনুচ্ছেদ বর্ণিত "বাছাই অনুমতি ব্যতিত কোন রিক্রুটিং এজেন্সীকে নিয়োগানুমতি প্রদান করা হবে না" নির্দেশটি সংশ্লিষ্ট এজেন্সীর জন্য আগামী ০৫ মে, ২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত বিশেষ বিবেচনায় শিথিল করা হলো। ভবিষ্যতে এ সময়সীমা কোনক্রমেই আর বৃদ্ধি করা হবে না। উল্লেখ্য, এক্ষেত্রে বিদেশস্থ বাংলাদেশের সংশ্লিষ্ট দূতাবাসের সত্যায়ন/ইতিবাচক মতামত প্রয়োজন হবে। শর্ত থাকে যে, যেসকল রিক্রুটিং এজেন্সী উপরেল্লিখিত ২৮ মার্চ, ২০১৩খ্রিঃ তারিখের পরিপত্রের শর্ত লঙ্ঘন করে বর্তমান বিশেষ বিবেচনায় বাছাই অনুমতি ছাড়াই নিয়োগানুমতি গ্রহণ করবেন, এরূপ ক্ষেত্রে উক্ত পরিপত্রের আদেশ লঙ্ঘনের জন্য পরবর্তীতে তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ্য যে, যদি কোন রিক্রুটিং এজেন্সী কর্মী গ্রহণকারী দেশের সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ হতে যথাযথ প্রত্যায়নসহ সংশ্লিষ্ট দেশের জন্য প্রযোজ্য বাংলাদেশ দূতাবাস/হাইকমিশন/কনস্যুলেট অফিস হতে সত্যায়ন করিয়ে কর্মী নিয়োগের চাহিদাপত্র মন্ত্রণালয়/বিএমইটি-তে জমা দেন সেটি সানন্দে গ্রহণ করা হবে এবং যথাযথ প্রক্রিয়ায় সরকারের ডাটাবেইজ হতে কর্মী সংগ্রহের জন্য বাছাই অনুমতি প্রদান করা হবে।

০৪। এই পরিপত্র জারির তারিখ হতে এ সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে।

(ড. শাহনাজ আরেফিন)
উপ-সচিব

অতি জরুরি ঃ ফ্যাক্স/ই-মেইল/বিশেষ বাহক মারফত

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
প্রবাসী কল্যাণ ভবন
৭১-৭২, পুরাতন এলিফ্যান্ট রোড, ইস্কাটন গার্ডেন, রমনা, ঢাকা-১০০০।

**কর্মসংস্থান শাখা - ৪**

নং-৪৯.০০৪.০১১.০০.০০.০০১.২০১৩-১৬৮ তারিখ ঃ ২৮ মার্চ, ২০১৩ খ্রিঃ।

## পরিপত্র

বিশ্ব অর্থনীতিতে বৈদেশিক কর্মসংস্থান একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। জনসংখ্যা বহুল বাংলাদেশ প্রতি বছর দক্ষ, আধাদক্ষ ও অদক্ষ কর্মী বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কর্মসংস্থানের নিমিত্ত প্রেরণ করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছে। বর্তমানে বৈদেশিক কর্মসংস্থান বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে একটি সম্ভাবনাময় খাত হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। বর্তমানে বিশ্বের ১৫৭ টি দেশে ৮২২ টি ট্রেড ও সাব ট্রেডে বাংলাদেশ হতে কর্মী প্রেরণ করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে সৃষ্ট বিদেশি শ্রমবাজার ধরে রাখা এবং একই সাথে বৈদেশিক কর্মসংস্থানের এ সম্ভাবনাকে আরও সম্প্রসারিত করা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির বিবেচনায় একটি অত্যন্ত জরুরি কর্মপরিকল্পনা।

এ পরিকল্পনার অংশ হিসেবে এবং মর্যাদাপূর্ণ আইনানুগ অভিবাসন প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে সরকার নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে ঃ

(ক) বাছাই অনুমতি ব্যতীত কোন রিক্রুটিং এজেন্সীকে নিয়োগানুমতি প্রদান করা হবে না।

(খ) সরকারি ডাটা বেইজ এর বাহির হতে কোন কর্মী বিদেশে কর্মসংস্থানের জন্য নিয়োগ করা যাবে না।

(গ) যদি কোন কারণে কোন ট্রেডে বা পেশায় কর্মী না পাওয়া যায়, সেরূপ ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রে বিএমইটির প্রত্যায়ন ও মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন সাপেক্ষে সর্বসাধারণের জন্য জ্ঞাতার্থে কর্মী বাছাই প্রক্রিয়া যথাবিহিত অনুসরণ করতে হবে।

০২। পরিপত্র জারির তারিখ হতে এ সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে। জনস্বার্থে এ পরিপত্র জারি করা হলো।

(ড. শাহনাজ আরেফিন)
উপ-সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
প্রবাসী কল্যাণ ভবন
৭১-৭২, পুরাতন এলিফ্যান্ট রোড
ইস্কাটন গার্ডেন, রমনা, ঢাকা-১০০০

**অধিশাখা-০৭**

নং-৪৯.০১০.০৩২.০৩.০১.২০৬.২০০৬-১০৯৬ তারিখঃ ২৯-১০-২০১২খ্রিঃ

## পরিপত্র

সম্প্রতি উদ্বেগের সহিত লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশ দূতাবাসের সংশ্লিষ্ট দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তার স্বাক্ষর ও সীল জালিয়াতি করে সত্যায়নপূর্বক চাহিদাপত্র/ক্ষমতাপত্রসহ অন্যান্য কাগজপত্র সংগ্রহ এবং জালিয়াতির মাধ্যমে তা মন্ত্রণালয়/বিএমইটি-তে দাখিল করা হচ্ছে। এ জালিয়াতির বিষয়ে মন্ত্রণালয়/বিএমইটি হতে কোনরূপ ব্যবস্থা নিতে গেলে প্রায়শঃই সংশ্লিষ্ট এজেন্সী দাবি করে যে, তার অগোচরে অন্য কেউ তার কোম্পানীর নামের কাগজপত্র ও স্বাক্ষর নকল করে মন্ত্রণালয়/বিএমইটি-তে দাখিল করেছে। এরূপ বক্তব্য কোন অবস্থাতেই গ্রহণযোগ্য নয় এবং বহির্গমন অধ্যাদেশ ১৯৮২ এর পরিপন্থী।

এমতাবস্থায়, সংশ্লিষ্ট সকল এজেন্সীকে এ বিষয়ে সর্তকতা অবলম্বনের জন্য নির্দেশ দেয়া যাচ্ছে। ভবিষ্যতে বর্ণিত অবস্থার উদ্ভব হলে এর সমস্ত দায়দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট এজেন্সীর উপর বর্তাবে।

উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এই পরিপত্র জারি করা হলো।

(মোঃ বদিয়ার রহমান)
উপ সচিব (কর্মসংস্থান)

মহাপরিচালক
জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো
৮৯/২, কাকরাইল, ঢাকা।
(সকল রিক্রুটিং এজেন্সি অনতিবিলম্বে পরিপত্রটি বিতরণের বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
**শাখা-৩**
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

নং : শা--৩/এ-১৪২/আল সাদ-৯৩৯/২০০৪/১০১৬ তারিখ : ১২-০৮-২০০৪খ্রিঃ

## অফিস আদেশ

সকল রিক্রুটিং এজেন্সীর স্বত্বাধিকারী /ব্যবস্থাপনা পরিচালক/ব্যবস্থাপনা অংশীদার/ পরিচালকগণের সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে জানানো যাচ্ছে যে, কিছু কিছু রিক্রুটিং এজেন্সী তাদের স্বত্বাধিকারী/ ব্যবস্থাপনা পরিচালক/ ব্যবস্থাপনা অংশীদার বা পরিচালকগণের পক্ষে অন্য কারো স্বাক্ষর দিয়ে মন্ত্রণালয়ে বা ব্যুরোতে পত্র প্রেরণ করছেন। প্রশাসনিক শৃঙ্খলার স্বার্থে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের পক্ষে অন্য কারো স্বাক্ষর প্রদান মোটেই অভিপ্রেত নয়। তাই প্রশাসনিক শৃঙ্খলার স্বার্থে রিক্রুটিং এজেন্সীসমূহের স্বত্বাধিকারী/ ব্যবস্থাপনা পরিচালক/ ব্যবস্থাপনা অংশীদার ও পরিচালকগণ ব্যতীত এজেন্সীর পক্ষে অন্য কারো স্বাক্ষরে মন্ত্রণালয় কিংবা ব্যুরোতে কোনরূপ যোগাযোগ না করার জন্য সকল রিক্রুটিং এজেন্সীসমূহকে নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

স্বাক্ষরিত

(মোঃ আবদুল্লাহ্ আল-বাকী)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন-৭১৭৩৯৪২

নং : শা-৩/এ-১৪২/আল সাদ-৯৩৯/২০০৪/১০১৬/১(৬) তারিখ : ১২-০৮-২০০৪ইং

১। মহাপরিচালক
জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো ৮৯/২, কাকরাইল, ঢাকা
২। সভাপতি
বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব ইন্টারন্যাশনাল রিক্রুটিং এজেন্সীস (বায়রা)
৬৯/১, নতুন, ৬৭/১, পুরাতন, ৭ম তলা, ভিআইপি রোড, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০।
৩। মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।
৪। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।
৫। সিনিয়র সহকারী সচিব, শাখা-৪ ও ৫, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো
৮৯/২, কাকরাইল, ঢাকা

স্মারক নং : ইএসআরএল-৬৪০/অংশ-২/৮৮/১৬০১(৩০) তারিখ : ৩০-০৮-২০০৪খ্রিঃ

**অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হইল।**

১. পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও কর্মসংস্থান; বহির্গমন; কল্যাণ; প্রশিক্ষণ পরিচালনা; প্রশিক্ষণ মান ও পরিকল্পনা) জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, ঢাকা।
২. উপ-পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ; কর্মসংস্থান; বহির্গমন; কল্যাণ; প্রশিক্ষণ পরিচালনা; প্রশিক্ষণ মান ও পরিকল্পনা) জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, ঢাকা।
৩. সকল সহকারী পরিচালক এবং পরিসংখ্যান কর্মকর্তা, জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, ঢাকা।
৪. মহাপরিচালক মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, ঢাকা।
৫. অতিরিক্ত মহাপরিচালক মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, ঢাকা।

মহাপরিচালকের পক্ষে,

(মোঃ মনজুর রহমান)
পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও কর্মসংস্থান)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

**শাখা-৫**

বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

নং : শা-৫/প্রতি-৬/২০০২/ তারিখ : ০৬-০৩-২০০৪খ্রিঃ

## প্রজ্ঞাপন

আদিষ্ট হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, রিক্রুটিং এজেন্সীর লাইসেন্স নবায়নের জন্য ৩১ ডিসেম্বরের পর দাখিলকৃত আবেদনের ভিত্তিতে নবায়নের অনুমতি প্রদান করা হলে নির্ধারিত নবায়ন ফি এর অতিরিক্ত ১০০% বিলম্ব ফি আদায় করতে হবে।

২। এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

(মোঃ মনিরুজ্জামান)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন ঃ ৭১৬৩০৬৭

উপ-নিয়ন্ত্রক
বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রাণালয়
তেজগাঁও, ঢাকা।
(তাঁকে গেজেটের পরবর্তী সংখ্যায় প্রজ্ঞাপনটি প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)।

নং : শা-৫/প্রতি-৬/২০০২/৪৪৯/১(৬) তারিখ : ০৬-০৩-২০০৪খ্রিঃ

**অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো ঃ-**

০১। সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

০২। মহাপরিচালক, জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, ৮৯/২, কাকরাইল, ঢাকা।

০৩। মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।

০৪। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।

০৫। সিনিয়র সহকারী সচিব, শাখা-৩/শাখা-৪, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।

০৬। সভাপতি, বায়রা, ঢাকা (সকল রিক্রুটিং এজেন্সীকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো)।

(মোঃ মনিরুজ্জামান)
সিনিয়র সহকারী সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

**শাখা - ৫**

নং-শা-৫/বিবিধ-৫৫/২০০৩/৪১৬ তারিখঃ-২৯/০২/২০০৪খ্রিঃ

**বিষয়ঃ- রিক্রুটিং এজেন্সীর নিয়োগানুমতি সত্যায়ন।**

বিদেশস্থ সকল কাউন্সিলর/প্রথম সচিব/২য় সচিবদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, তাঁর এজেন্সী কর্তৃক দাখিলকৃত চাহিদাপত্র Attested করে থাকেন। এ Attested কাগজ সত্যায়িত না চাহিদাপত্র সত্যায়ন তা স্পষ্ট হয় না। এখন হতে এজেন্সী কর্তৃক দাখিলকৃত চাহিদাপত্র সত্যায়নের পূর্বে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো সম্পর্কে অবহিত হয়ে চাহিদাপত্র সত্যায়ন করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলোঃ

(১) চাহিদাপত্রে উল্লিখিত কোম্পানী যে কর্মী নিবেন তাদের চুক্তি অনুযায়ী বেতন, ভাতা, আহার, বাসস্থান ইত্যাদি নিয়মিতভাবে প্রদানে সক্ষম কিনা;

(২) চুক্তি অনুযায়ী যাতায়াত/বিমান ভাড়া কর্মীকে প্রদান করা হবে কিনা;

(৩) যে কর্মী তারা নিবেন তাদের জন্য ভিসা/ওয়ার্ক পারমিট এর ব্যবস্থা করা হয়েছে কিনা;

(৪) বাংলাদেশ হতে যে সকল কর্মী যাবেন তাদেরকে সঙ্গে সঙ্গে চাকুরীর ব্যবস্থা করা হবে কিনা;

২। প্রতিদিন দূতাবাস (শ্রম উইং) যে সকল এজেন্সীর চাহিদাপত্র সত্যায়ন করবেন তাদের নাম, ঠিকানা এবং চাহিত কর্মীর সংখ্যা উল্লেখ করে ফ্যাক্স যোগে মন্ত্রণালয়ে দৈনিক প্রতিবেদন প্রেরণ করবেন।

(মোঃ মনিরুজ্জামান)
সিনিয়র সহকারী সচিব

কাউন্সেলর/প্রথম সচিব/২য় সচিব (শ্রম),
(রিয়াদ/জেদ্দা/কাতার/কুয়েত/আবুধাবি/দুবাই/ওমান/বাহরাইন/লিবিয়া/ইরান/সিঙ্গাপুর/মালয়েশিয়া।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

**শাখা-৫**

বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

নং-প্রকবৈকম/শা-৫/বিবিধ-৮/২০০২/১০৭৩ তারিখ : ১৯-১১-২০০২খ্রিঃ

**বিষয় ঃ- রিক্রুটিং লাইসেন্সের নম্বর পরিবর্তন।**

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, রিক্রুটিং এজেন্সীসমূহের লাইসেন্স নবায়নের সময় পুরাতন লাইসেন্স নম্বর বহাল রাখার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

(মুশফিক আহমদ শামীম)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন ঃ ৮৬১৩০৬৭

মহাপরিচালক,
জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো,
৮৯/২, কাকরাইল, ঢাকা।

**অনুলিপিঃ**
সভাপতি,
বায়রা,
১০৮ কাকরাইল রোড (৪র্থ তলা),
কাকরাইল, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

**শাখা-৫**

বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

নং-প্রকবৈকম/শা-৫/বিবিধ-৬/২০০২/১০২৪ তারিখ : ০৩-১১-২০০২খ্রিঃ

**বিষয় ঃ  রিক্রুটিং অফিস স্থানান্তরের অনুমতি প্রদান প্রসঙ্গে।**

সূত্র ঃ ব্যুরোর পত্র নং ইএসআরএল-১৬০/২০০০/৩৮২৩ তাং ১২-১০-২০০২।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে নির্দেশক্রমে জানানো যাচ্ছে যে, বহির্গমন অধ্যাদেশ ১৯৮২ এর ১৩(২) ধারা মোতাবেক কোন রিক্রুটিং এজেন্সীর ঠিকানা এবং পদ পরিবর্তন করতে হলে সরকারের পূর্বানুমতি আবশ্যক।

এমতাবস্থায়, এ ধরনের সকল পরিবর্তনের ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়ের অনুমিত গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো এবং এতদসংক্রান্ত বিষয়ে শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয়ের ২৪.৮.১৯৮৫ তারিখের No.S-XII/R2-387/80/720 নং স্মারকে জারিকৃত আদেশটি এতদ্বারা বাতিল করা হলো।

(মুশফিক আহমদ শামীম)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন ঃ ৮৬১৩০৬৭

মহাপরিচালক,
জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো,
৮৯/২, কাকরাইল, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

**শাখা - ৫**

প্রকবৈকম/শা-৫/সিএফ-১/এম-১-মালয়েশিয়া/২০০৭/১২৬৯ তারিখঃ ০৯-৭-২০০৭খ্রিঃ

**বিষয় ঃ বিদেশে কর্মী প্রেরণের নিমিত্ত চাহিদাপত্র সংগ্রহকালে চাহিদাকৃত কর্মীদের নিয়োগস্থল সংশ্লিষ্ট রিক্রুটিং এজেন্ট কর্তৃক ব্যক্তিগতভাবে পরিদর্শন প্রসঙ্গে।**

উপর্যুক্ত বিষয়ে নির্দেশিত হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, রিক্রুটিং এজেন্ট আচরণ ও লাইসেন্স বিধিমালা, ২০০২ এর বিধি ৭ এর উপ-বিধি(২) এর দফা (ণ) অনুযায়ী কোন রিক্রুটিং এজেন্ট চাহিদা সংগ্রহের ক্ষেত্রে এমন কোন পন্থা অবলম্বন করবে না যাতে দেশ বা শ্রমিকদের স্বার্থের ক্ষতি হয়। তা'ছাড়া, একই উপ-বিধির দফা (ঙ) অনুযায়ী কোন কর্মী বিদেশে তার সমগ্র চাকুরীকালীন সময়ে চুক্তিতে উল্লিখিত বেতন ও অন্যান্য সুবিধাদি নিম্নতর পর্যায়ে না পান, সে ব্যাপারে রিক্রুটিং এজেন্ট-কে নিশ্চিত হতে হবে। এ বিধানের নিহিতার্থ অনুযায়ী দেশ ও শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষার্থে চাহিদাপত্র সংগ্রহকালে সংশ্লিষ্ট রিক্রুটিং এজেন্ট কর্তৃক কর্মীদের নিয়োগ/কর্মস্থল সরেজমিন পরিদর্শনসহ নিয়োগের শর্তাবলি সতর্কতার সাথে পরীক্ষা করা একান্ত আবশ্যক। কিন্তু লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, খুব কম সংখ্যক রিক্রুটিং এজেন্ট এ দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করে থাকেন। ফলে, বৈধভাবে ও বিপুল অর্থ ব্যয়ে মালয়েশিয়াসহ অন্যান্য দেশে গমনের পর অসংখ্য কর্মী চাহিদাপত্রে উল্লিখিত কর্মে নিয়োগ এবং প্রতিশ্রুত বেতন-ভাতাদি ও অন্যান্য সুবিধাদি পাচ্ছেন না বলে বিভিন্ন সূত্রে জানা যায়। তা'ছাড়া, অনেক সময় নিয়োগকর্তা কর্তৃক প্রকৃত চাহিদার অতিরিক্ত কর্মী চাহিদা প্রদান করা হয় মর্মেও অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে।

বর্ণিত প্রেক্ষাপটে, বিভিন্ন দেশ হতে, বিশেষতঃ মালয়েশিয়া হতে, চাহিদাপত্র সংগ্রহকালে চাহিদাকৃত কর্মীদের নিয়োগ-স্থল যাতে সংশ্লিষ্ট রিক্রুটিং এজেন্ট কর্তৃক ব্যক্তিগতভাবে অথবা অনুমোদিত প্রতিনিধি মারফত সরেজমিন পরিদর্শনপূর্বক চাহিদাকৃত কর্মী-সংখ্যা ও নিয়োগের শর্তাবলি নির্ধারণ করা হয় এবং শ্রমিকদের স্বার্থ তাদের বিদেশে সমগ্র চাকুরীকালীন সময়ে কোনভাবেই ক্ষুণ্ন/ক্ষতিগ্রস্ত না হয় তা সংশ্লিষ্ট রিক্রুটিং এজেন্সী কর্তৃক নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে যথাবিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

(মোহাম্মদ আবুল কালাম)
সিনিয়র সহকারী সচিব

মহাপরিচালক,
জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো,
৮৯/২, কাকরাইল, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

**শাখা - ৫**

নং-প্রকবৈকম-৫/এ-১/২০০৫/৫৬৭ তারিখঃ-০৯/০৭/২০০৮খ্রিঃ

**বিষয় ঃ রিক্রুটিং এজেন্সী কর্তৃক বিদেশে কর্মী প্রেরণ সম্পর্কে পাক্ষিক প্রতিবেদন প্রেরণ প্রসঙ্গে।**

সূত্রঃ- নং-প্রকবৈকম-৫/এ-১/২০০৫/১৩২৯, তারিখঃ-১৭/০৭/২০০৭

রিক্রুটিং এজেন্সীসমূহের জনশক্তি রপ্তানি কার্যক্রম আরো নিবিড় ও কার্যকরভাবে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের সুবিধার্থে প্রত্যেক রিক্রুটিং এজেন্সী কর্তৃক বিদেশে প্রেরিত কর্মী সংখ্যা ও প্রাসঙ্গিক অন্যান্য সংশ্লিষ্ট রিক্রুটিং এজেন্সী-কে নির্ধারিত ছকে পাক্ষিক ভিত্তিতে প্রত্যেক মাসের ৭ ও ২২ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয় ও বিএমইটি-তে প্রেরণের জন্য সূত্রস্থ স্মারক মোতাবেক অনুরোধ জানানো হয়েছিল। লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, রিক্রুটিং এজেন্সীসমূহ পাক্ষিক ভিত্তিতে নির্ধারিত ছক পূরণ করে দিতে সক্ষম হচ্ছে না।

২। বর্ণিত অবস্থায়, মন্ত্রণালয় ও বিএমইটি-তে ১৫ দিনের পরিবর্তে মাসিক ভিত্তিতে নির্ধারিত ছক পূরণ করে জমা দেয়ার বিষয়ে রিক্রুটিং এজেন্সীসমূহকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদানের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হ'ল।

(কাজী আবুল কালাম)
উপ-সচিব

প্রশাসক,
বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব ইন্টারন্যাশনাল রিক্রুটিং এজেন্সীজ (বায়রা),

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

**শাখা - ৫**

নং-প্রকবৈকম-৫/চাকুরী-৩৫/২০০৩/২৩৮ তারিখ ঃ ১১-০৩-২০০৮ খ্রিঃ

**বিষয় ঃ একক ও দলীয় সকল ভিসার ক্ষেত্রে বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীদের ব্রিফিং প্রসঙ্গে।**

উপর্যুক্ত বিষয়ে জানানো যাচ্ছে যে, বাংলাদেশী কর্মীগণ সংশ্লিষ্ট দেশের আইন-কানুন, রীতিনীতি, আচার আচরণ, সংস্কৃতি সম্পর্কে সম্যক অবহিত না হওয়ার কারণে বিদেশে চাকুরীকালীন নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। এতে একদিকে যেমন শ্রমিকগণ অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির শিকার হন, অপরদিকে বিদেশে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন হয়। রিক্রুটিং এজেন্ট আচরণ ও লাইসেন্স বিধিমালা, ২০০২ এর ৭(৩) (চ) নং বিধি অনুযায়ী রিক্রুটিং এজেন্টগণকে বৈদেশিক কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত প্রার্থীগণকে ব্রিফিং প্রদান নিশ্চিত করতে হবে।

০২। সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যে, আগামী ১৫ এপ্রিল ২০০৮ তারিখ থেকে একক ও দলীয় নির্বিশেষে সকল ভিসার ক্ষেত্রে সকল দেশে গমনেচ্ছু কর্মীদের প্রাক-বহির্গমন ব্রিফিং বাধ্যতামূলকভাবে প্রদান করতে হবে। প্রাক-বহির্গমন ব্রিফিং ব্যতীত কোন বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীকে বহির্গমন ছাড়পত্র প্রদান করা যাবে না।

০৩। এমতাবস্থায়, আগামী ১৫ এপ্রিল, ২০০৮ তারিখ থেকে বিদেশ গমনেচ্ছু সকল কর্মীকে প্রাক-বহির্গমন ব্রিফিং প্রদান নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশিত হয়ে অনুরোধ করা হলো।

(ড. মোঃ ওমর ফারুক)
সিনিয়র সহকারী সচিব

১। মহাপরিচালক, জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, ৮৯/২, কাকরাইল, ঢাকা।

২। প্রশাসক, বায়রা, ১৩০ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা।

*(একই নম্বর ও তারিখের স্থলাভিষিক্ত হবে)*

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

**শাখা - ৫**

নং-প্রবৈকম-৫/বিবিধ-৩/২০০২(অংশ-১)/১৪ তারিখঃ ০৩-০১-২০০৮ খ্রিঃ

**বিষয় ঃ বিদেশে চাকুরী সংক্রান্ত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি জাতীয় পত্রিকায় প্রকাশ প্রসঙ্গে।**

উপর্যুক্ত বিষয়ে জানানো যাচ্ছে যে, পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত বিদেশে চাকুরী সংক্রান্ত বাছাই বিজ্ঞপ্তি বহুল প্রচারিত জাতীয় পত্রিকায় প্রচার করতে হবে। বিজ্ঞপ্তিতে নিম্নোক্ত তথ্যাবলি অবশ্যই উল্লেখ করতে হবেঃ

ক) নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের নাম;

খ) নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা;

গ) পদের নাম;

ঘ) চাকুরীর মেয়াদ (নবায়নযোগ্য কিনা);

ঙ) কর্মীর দৈনিক/মাসিক বেতন;

চ) দৈনিক/সাপ্তাহিক কর্ম-সময়;

ছ) ওভারটাইম (ওভারটাইমের মজুরি হারসহ);

জ) ছুটি;

ঝ) আসা যাওয়ার বিমান ভাড়া ;

ঞ) আহার, বাসস্থান ও চিকিৎসার সুবিধাদি;

ট) ইনস্যুরেন্স;

ঠ) অভিবাসন ব্যয় বাবদ কর্মী থেকে কত টাকা গ্রহণ করা হবে? এবং

ড) এ'ছাড়া অন্যান্য সুবিধাদি/তথ্যাদি (যদি থাকে)।

বর্ণিত বিষয়ের আলোকে যথাযথভাবে বিজ্ঞপ্তি প্রচারের মাধ্যমে কর্মী বাছাইয়ের নিমিত্ত সকল রিক্রুটিং এজেন্সীকে নির্দেশনা দেয়ার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

(ডঃ মোঃ ওমর ফারুক)
সিনিয়র সহকারী সচিব

প্রশাসক,
বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব ইন্টারন্যাশনাল রিক্রুটিং এজেন্সীজ(বায়রা),

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়

ডি.ও.পত্র নং-প্রকবৈকম-৫/এ-২৫/২০০৭/১৪৬ তারিখ ঃ ০৪-০৩-২০০৯খ্রিঃ

প্রিয় জেলা প্রশাসক

আপনি নিশ্চয় অবগত আছেন যে, বাংলাদেশ থেকে প্রতি বছর একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কর্মী বৈদেশিক কর্মসংস্থানের জন্য বিভিন্ন দেশে যাচ্ছেন। এদের অনেকেই বিদেশে যাওয়ার জন্য সঠিক নিয়মাবলী, আইন-কানুন, রীতি-নীতি ও প্রক্রিয়ার সঙ্গে পরিচিতি না থাকার কারণে কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রতারিত হচ্ছেন। এছাড়াও আগামীতে যারা বিদেশে যেতে চান তাঁরাও নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পর্কে সঠিক নিয়মাবলী জানেন না। ফলে বিদেশে কাজে যাবার আগে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুবিধার্থে এতদ্‌বিষয়ক নিয়মাবলির সহজলভ্যতা, রিক্রুটিং এজেন্সীর ভূমিকা ও সরকারের দায়িত্বাবলি সম্পর্কে সকলকে অবহিত করা আবশ্যক।

০২। The Emigration Ordinance, 1982 এর সংশ্লিষ্ট ধারা মতে যে সকল রিক্রুটিং এজেন্সী লাইসেন্স প্রাপ্ত হয়েছে শুধুমাত্র সেসকল এজেন্সী বৈদেশিক কর্মসংস্থানের জন্য বৈধভাবে কর্মী প্রেরণ করতে পারে। এ সকল রিক্রুটিং এজেন্সীর ঢাকা কেন্দ্রিক হলেও এদের অনেকেরই সাব-এজেন্টরা (যা সংশ্লিষ্ট আইন কর্তৃক স্বীকৃত নয়) দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল হতে বিদেশগামী কর্মীদেরকে বিদেশে চাকুরীর শর্তাবলী সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের ভুল/বিকৃত তথ্য প্রদান করেন এবং প্রকৃত ব্যয়ের অধিক অর্থ গ্রহণ করে থাকেন মর্মে অভিযোগ রয়েছে। এ ধরনের সাব-এজেন্টদের কার্যক্রম প্রতিহত করা এবং বিদেশগামী কর্মী সঠিক তথ্য প্রদানের ব্যবস্থা করা সম্ভব হলে বৈদেশিক নিয়োগের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা, এজেন্সীর জবাবদিহিতা ও অভিবাসন ব্যয় যুক্তিসঙ্গতভাবে হ্রাস করা সম্ভব হবে মর্মে প্রতীয়মান হয়।

০৩। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি) মূলতঃ বিদেশে কর্মী নিয়োগের বিষয়ে যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনা করে। বিএমইটি'র অধীনে ২১টি জেলায় জেলা কর্মসংস্থান অফিস রয়েছে (তালিকা সংযুক্ত)। এ সকল অফিসে বিদেশগামী কর্মীদের বিদেশ গমনের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যাদি প্রদানসহ পরামর্শ প্রদান করা হয়। এছাড়াও, এ অফিস সংলগ্ন সোনালী ব্যাংক লিমিটেডের সংশ্লিষ্ট শাখা অথবা যে কোন ব্যাংক হতে জেলা কর্ম সংস্থান অফিসের অনুকূলে ৮০ (আশি) টাকার পে-অর্ডারসহ আবেদন করলে তাদের নাম রেজিস্ট্রেশন করার ব্যবস্থা করা হয়। এ নাম রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে বিএমইটি'তে অবস্থিত কেন্দ্রীয় ডাটাবেইজে উক্ত নাম ও কর্মীর সংশ্লিষ্ট পেশার বিবরণাদি সংরক্ষণ করা হয়। এই ডাটাবেইজ হতে রিক্রুটিং এজেন্সীর তাদের সঠিক কর্মী নির্বাচন করার সুযোগ পায়। কিন্তু জেলা কর্মসংস্থান অফিসসমূহে দেশের সকল অঞ্চল হতে বিদেশ গমনে ইচ্ছুক কর্মীরা নাম রেজিস্ট্রেশন না করার কারণে বিএমইটি'তে বিদেশগামী কর্মীদের একটি সমৃদ্ধ তথ্য ভাণ্ডার গড়ে তোলা সম্ভব হচ্ছে না।

০৪। উল্লেখ্য, ইতোমধ্যে এ মন্ত্রণালয়ের অনুরোধক্রমে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ মোতাবেক প্রত্যেক জেলায় একটি "প্রবাসী কল্যাণ ডেস্ক" খোলা হয়েছে। এ ডেস্কে দায়িত্ব পালনরত কর্মকর্তার মাধ্যমে আপনার জেলায় বিদেশ গমনে ইচ্ছুক কর্মীদের বিদেশ গমনের নিয়মাবলি, সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান, বিদেশ গমনের জন্য সাব-এজেন্টদের মাধ্যমে যোগাযোগ না করে সরাসরি রিক্রুটিং এজেন্সীর সংগে যোগাযোগ করার পরামর্শ এবং আপনার জেলায় অবস্থিত জেলা কর্মসংস্থান অফিসে/নিকটবর্তী জেলা কর্মসংস্থান অফিসে নাম রেজিস্ট্রেশনের বিষয়ে সংশ্লিষ্টদেরকে নির্দেশনা প্রদান করা হলে তা অত্যন্ত ফলপ্রসূ হবে বলে আমি বিশ্বাস করি। এছাড়া বিদেশ গমনের পূর্বে সঠিক নিয়ম কানুন জানা এবং জেলা কর্মসংস্থান অফিসে নাম রেজিস্ট্রেশনের বিষয়ে আপনার জেলার আওতাধীন উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদসমূহের চেয়ারম্যান ও মেম্বারগণকেও সম্পৃক্ত করা যেতে পারে।

০৫। এমতাবস্থায়, জেলা কর্মসংস্থান অফিসের সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে আপনার জেলায় বিদেশ গমনে ইচ্ছুক কর্মীদের সঠিক তথ্যাদিসহ নাম রেজিস্ট্রেশন করার বিষয়ে আপনাকে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করছি।

একান্তভাবে আপনার,
(ইলিয়াস আহমেদ)
ভারপ্রাপ্ত সচিব

জেলা প্রশাসক.......................

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সংস্থাপন মন্ত্রণালয়
**প্রশাসন-৩ শাখা**

স্মারক নং-সম/(প্রঃ-৩)/বিবিধ-২৫/২০০৭-২৯(২৯) তারিখঃ ২৪/০১/২০০৮খ্রিঃ

# অফিস আদেশ

**বিষয়ঃ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে প্রবাসী কল্যাণ নামে একটি শাখা সৃষ্টি সংক্রান্ত।**

সূত্রঃ (১) পররাষ্ট্র উপদেষ্টার কার্যালয়ের ডি,ও,নং-পিএস (এফএও)-০১/২০০৭, তারিখঃ ২৮-৬-২০০৭

(২) প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-প্রকবৈকম/শা-৫/এ-২৫/২০০৭/১৭৪৫, তাং ২৬-০৯-০৭

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে ''প্রবাসী কল্যাণ'' নামে একটি শাখা খুলে বিদ্যমান জনবল দ্বারা শাখার কার্যক্রম সম্পদান করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো। প্রবাসী কল্যাণ শাখার কার্যক্রম হবে নিম্নরূপঃ

- বৈদেশিক কর্মসংস্থানের জন্য স্থানীয় জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণ;
- বিদেশে শ্রম বাজারের চাহিদা অনুযায়ী কারিগরি দক্ষতা (Skill) অর্জনের জন্য স্থানীয় জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণ; বৈদেশিক চাকুরীর ক্ষেত্রে প্রতারণা সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করার লক্ষ্যে সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ;
- বৈদেশিক কর্মসংস্থান সম্পর্কিত উদ্বুদ্ধকরণ ও সচেতনতামূলক কার্যক্রমে উপজেলা প্রশাসন, জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় এনজিও এবং অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানকে সম্পৃক্তকরণ;
- বৈদেশিক চাকুরীর ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, ঢাকা-থেকে সংগ্রহ ও বিদেশ গমনেচ্ছুদেরকে তা সরবরাহ;
- বাংলাদেশের সকল প্রাইভেট রিক্রুটিং এজেন্সীর তালিকা জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো থেকে সংগ্রহপূর্বক সংরক্ষণ এবং প্রয়োজনে বিদেশ গমনেচ্ছুদের এতদসংক্রান্ত তথ্যাদি প্রদান;
- প্রাইভেট রিক্রুটিং এজেন্সীর নামে অন্য কোন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান যাতে এ ধরনের কার্যক্রম পরিচালনা করতে না পারে তা তদারকি করা;
- প্রবাসী কর্মীদের অভিযোগ গ্রহণ ও সমাধানে ব্যবস্থা গ্রহণ;
- বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রেরিত প্রবাসী কর্মীদের অভিযোগ সমাধানে ব্যবস্থা গ্রহণ;
- দেশে বসবাসরত প্রবাসীদের পরিবারকে সর্বপ্রকার হয়রানি মূলক কার্যক্রম থেকে রক্ষার জন্য যথাযথ সহায়তা প্রদান;
- গ্রামীণ উন্নয়ন ও সমাজ কল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডে প্রবাসী বাংলাদেশীদের রেমিট্যান্স বিনিয়োগে উদ্বুদ্ধকরণ;
- ক্ষেত্র বিশেষে মৃত্যুবরণকারী প্রবাসীর মৃতদেহ নিজ বাড়িতে পৌঁছানো ও দাফন/কাফনের ব্যবস্থা করতে সহায়তা প্রদান;
- প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রবাসে মৃত্যুবরণকারী কর্মীর পারিবারকে আর্থিক সাহায্য প্রাপ্তিতে সহায়তা প্রদান;
- বাংলাদেশে ফেরত প্রবাসীদের পেশা ও দক্ষতাসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংরক্ষণ;
- জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিসের ভোকেশনাল গাইডেন্স কার্যক্রম মনিটরিং;
- জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিসের কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন;
- প্রবাসীদের কল্যাণে সরকারকে তথ্য সরবরাহ ও পরামর্শ প্রদান; ও
- সময়ে সময়ে সরকার কর্তৃক এতদসংক্রান্ত অন্যান্য কার্য সম্পাদন করা।

(শাহানারা খাতুন)
সিনিয়র সহকারী সচিব

**সচিব**
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়

ডি.ও.পত্র নং-৪৯.০০৫.০২২.০০১.০০.০০২.২০০৫-৩৩০ তারিখ ঃ ২৪-০৫-২০১০খ্রিঃ

প্রিয় জেলা প্রশাসক

আপনি অবহিত আছেন যে, বাংলাদেশ থেকে প্রতি বছর উল্লেখযোগ্য সংখ্যক অভিবাসী কর্মী পৃথিবীর প্রায় ১০০টি দেশে যাচ্ছে। প্রবাসী কর্মীদের প্রেরিত রেমিটেন্স দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বিদেশে পুরুষ কর্মীর পাশাপাশি নারী কর্মীও নিয়োগ পাচ্ছে। ১৯৯১ হতে ২০০৯ পর্যন্ত বিভিন্ন দেশে আনুমানিক ১,২৪,২৫৮ জন নারী কর্মী বিদেশে গিয়েছেন। ২০০৮ সনে কর্মী গমনের হার ছিল ২.৪%, যা ২০০৯ সনে বৃদ্ধি পেয়ে ৪.৪৭% এ উন্নীত হয়েছে। যে সকল নারী কর্মী বিদেশে কর্মের সুযোগ পাচ্ছেন তারাও মধ্যস্বত্বভোগীদের খপ্পরে পড়ে প্রকৃত ব্যয়ের ৪/৫ গুণ বেশী অর্থ ব্যয় করে প্রবাসে যাচ্ছে। নারী কর্মীদেরকে বিদেশে প্রেরণের পূর্ব তাদেরকে গমনকারী দেশ সম্পর্কে যথাযথভাবে অবহিতকরণ, ভাষা, সংস্কৃতি, আচার-আচরণ ও প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা গেলে তারা আরো দক্ষতার সাথে তাদের দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হবে।

০২। আপনার জেলায় বিদেশ গমনেচ্ছু মহিলা গৃহকর্মীদের একটি তথ্য ভান্ডার গড়ে তোলা সম্ভব হলে কর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে বিদেশ গমন এবং অভিবাসন ব্যয় কমানো সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়। এ লক্ষ্যে আপনার জেলায় আপনাকে বা অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক)-কে আহ্বায়ক করে নিম্নরূপ একটি কমিটি গঠন করার জন্য অনুরোধ জানানো হল ঃ

প্রস্তাবিত কমিটি

| | | |
|---|---|---|
| ০১. | জেলা প্রশাসক বা অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) | আহ্বায়ক |
| ০২. | অধ্যক্ষ, কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (যদি থাকে) | সদস্য |
| ০৩. | সহকারী কমিশনার, প্রবাসী কল্যাণ ডেস্ক | সদস্য |
| ০৪. | জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা | সদস্য |
| ০৫. | সহকারী পরিচালক, জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস | সদস্য-সচিব |

প্রস্তাবিত কমিটি প্রয়োজনে আপনি স্থানীয় বাস্তবতার আলোকে পুনর্গঠনও করতে পারেন।

০৩। উক্ত কমিটি আপনার জেলা হতে সর্বাধিক ৫০ জন গৃহকর্মী হিসেবে বিদেশ গমনেচ্ছু স্বাক্ষর জ্ঞান এবং শারীরিক ও মানসিক সক্ষমতা সম্পন্ন ২৫-৩৫ বছর বয়সী মহিলাকে নির্বাচন করবেন। এ নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রত্যেক উপজেলার প্রতিনিধিত্ব থাকতে হবে। নির্বাচিত কর্মীদের প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি) এর অধীনে ০৫টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র যথাক্রমে ঢাকাস্থ শেখ ফজিলাতুন্নেছা মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, বাংলাদেশ-জার্মান কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, বাংলাদেশ-কোরিয়া কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কেরানীগঞ্জ কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং ফরিদপুর কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ২১দিন ব্যাপী অনাবাসিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করা হবে। এছাড়া, সকল বিভাগীয় শহরে ১টি করে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে উক্ত কোর্স খুব শীঘ্রই চালু হবে। প্রশিক্ষণান্তে তারা কর্মের উদ্দেশ্যে বিদেশ গমনের জন্য প্রস্তুত থাকবে এবং তাদের ছবিসহ যাবতীয় তথ্য বিএমইটি'র ডাটাবেজ অন্তর্ভুক্ত থাকবে। সংশ্লিষ্ট দেশের চাহিদার সাথে সমন্বয় করে পর্যায়ক্রমে তাদের বিদেশে প্রেরণের প্রচেষ্টা নেয়া হবে। এখানে উল্লেখ্য যে, তাদের বিদেশ গমন বাবদ ব্যয় ২০,০০০/- টাকার মধ্যে সীমিত রাখার চেষ্টা করা হবে। প্রশিক্ষণ গ্রহণকালে তাদের কোন ফি পরিশোধ করতে হবে না। বিদেশ গমন নিশ্চিত হলে বিদেশ গমনের প্রাক্কালে প্রশিক্ষণ ফি বাবদ সকালের কোর্সের জন্য ৩০০/- টাকা এবং বিকালে কোর্স হলে ৬০০/- টাকা করে পরিশোধ করতে হবে। এতদ্‌সঙ্গে বিএমইটি'র অধীনস্থ জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিসের তালিকা প্রেরণ করা হ'ল।

০৪। এমতাবস্থায়, বিদেশ গমনেচ্ছু মহিলা গৃহকর্মীদের একটি তথ্য ভাণ্ডার সৃজন ও প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে স্বল্প ব্যয়ে বিদেশে কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে উপরোল্লিখিত কমিটি গঠনপূর্বক প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করার জন্য আপনাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করছি।

একান্তভাবে আপনার,

(ড. জাফর আহমেদ খান)
ভারপ্রাপ্ত সচিব

**সদয় অবগতির জন্য অনলিপি প্রেরণ করা হল ঃ**

০১। সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

০২। সচিব, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

০৩। মহাপরিচালক, জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, ৮৯/২, কাকরাইল, ঢাকা।

০৪। কমিশনার, -----------------------বিভাগ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো
ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ তহবিল পরিচালনা বোর্ড
প্রবাসী কল্যাণ ভবন
৭১-৭২, এলিফ্যান্ট রোড, ইস্কাটন গার্ডেন
ঢাকা-১০০০।

নং-কল্যাণ তহবিল-২০২৬৫(অংশ-৩)/২০১৩/৩০৭৯ তারিখ ঃ ২৮/০৪/২০১৩ খ্রিঃ

**বিষয় ঃ প্রবাসীদের মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ বাবদ প্রদানকৃত আর্থিক অনুদান ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) টাকার স্থলে ৩,০০,০০০/- (তিন লক্ষ) টাকা পুনঃনির্ধারণ সংক্রান্ত।**

উপরোল্লেখিত বিষয়টি ১৩/০৪/২০১৩খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ তহবিল পরিচালনা বোর্ডের ২৩২তম সভায় উপস্থাপন করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ঃ

"ক) প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় হতে প্রেরিত প্রবাসীদের মৃত্যুজনিত কারণে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ তহবিল হতে ব্যুরোর বহির্গমন ছাড়পত্র নিয়ে বিদেশ গমনকারী অথবা দূতাবাস কর্তৃক বৈধভাবে কর্মরত থাকার প্রত্যয়ন সাপেক্ষে (তবে স্থায়ী অভিবাসী বা অন্য দেশের নাগরিকত্ব গ্রহণকারীগণ নয়) স্বাভাবিক বা অস্বাভাবিক মৃত্যু কিংবা দুর্ঘটনায় মৃত কর্মীর ওয়ারিশদের আর্থিক অনুদান ২,০০,০০০/-(দুই লক্ষ) টাকার স্থলে ৩,০০,০০০/-(তিন লক্ষ) টাকায় উন্নীত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

(খ) ০১/০৪/২০১৩ খ্রিঃ তারিখ হতে পরবর্তী মৃত্যুবরণকারী প্রবাসী কর্মীদের ওয়ারিশগণ উক্ত সিদ্ধান্তের আলোকে আর্থিক অনুদান প্রাপ্য হবেন মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।"

বোর্ড সভার সিদ্ধান্তের আলোকে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

(মুঃ মোহসিন চৌধুরী)
উপসচিব
পরিচালক (কল্যাণ)
ও
সদস্য-সচিব
ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ তহবিল পরিচালনা বোর্ড
www.bmetwelfare@gmail.com

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) ঃ-

১। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, প্রবাসী কল্যাণ ভবন, ঢাকা।
২। সকল জেলা প্রশাসক।
৩। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, প্রবাসী কল্যাণ ভবন, ঢাকা।
৪। সিনিয়র সহকারী সচিব, শাখা-৬ (কল্যাণ), প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, প্রবাসী কল্যাণ ভবন, ঢাকা।
৫। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, প্রবাসী কল্যাণ ডেস্ক, হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, ঢাকা।
৬। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, প্রাবাসী কল্যাণ ডেস্ক, হযরত শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, চট্টগ্রাম।
৭। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, প্রবাসী কল্যাণ ডেস্ক, এম.এ. জি ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, সিলেট।
৮। হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ তহবিল, বিএমইটি, ঢাকা।
৯। মহাপরিচালক মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, বিএমইটি, ঢাকা।
১০। অতিরিক্ত মহাপরিচালক মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, বিএমইটি, ঢাকা।
১১। সকল কল্যাণ কর্মকর্তা, ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ তহবিল।
১২। অফিস কপি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
প্রবাসী কল্যাণ ভবন
৭১-৭২, এলিফ্যান্ট রোড, ইস্কাটন গার্ডেন, ঢাকা-১০০০।
শাখা-২০১ (কল্যাণ)
www.probashi.gov.bd

নং-৪৯.০০.০০০০.২০১.০২৩(১).১৪-১৯৮ তারিখ ঃ ০১.০৭.২০১৫ খ্রিঃ

**অফিস আদেশ**

প্রবাসী কর্মীদের সেবামূলক কার্যক্রমের ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় তা নির্বিঘ্নে অব্যাহত রাখা ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বিদেশগামী কর্মীদের নিকট হতে বর্তমানে আদায়কৃত কল্যাণ ফি, মিশনে প্রবাসী কর্মীদের নিকট হতে আদায়কৃত কন্স্যুলার ফি-এর উপর আরোপিত সারচার্জ ও সত্যায়ন ফি নিম্নরুপভাবে পুন:নির্ধারণ করা হল:

(ক) বিদেশগামী কর্মীদের নিকট হতে আদায়কৃত কল্যাণ ফি একক/দলীয়, সত্যায়িত/অসত্যায়িত নির্বিশেষে ৩,৫০০/- (তিন হাজার পাঁচশত) টাকা;

(খ) বিভিন্ন মিশনে প্রবাসী কর্মীদের নিকট হতে আদায়কৃত কন্স্যুলার ফি-এর উপর আরোপিত সারচার্জ ১০% এর স্থলে ২০% এবং সত্যায়ন ফি গ্রুপ চাহিদা বা চাকুরী ভিসা দলিলের ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন ১০ (দশ) মার্কিন ডলারের স্থলে ২০ (বিশ) মার্কিন ডলার, ব্যক্তিগত চাহিদা মাথাপিছু সত্যায়ন ফি ১ (এক) মার্কিন ডলারের স্থলে ২ (দুই) মার্কিন ডলার এবং এ ধরণের চাহিদায় সর্বনিম্ন সত্যায়ন ফি ২ (দুই) মার্কিন ডলার এর স্থলে ৪ (চার) মার্কিন ডলার।

০২। এ আদেশ আগামী ১৫ জুলাই ২০১৫ তারিখ হতে কার্যকর হবে।

০৩। এতে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন রয়েছে।

(কালাচাঁদ সরকার)
সহকারী সচিব
ফোনঃ ৯৩৫৭১১৮
ই-মেইল: welfare6@probashigov.bd

নং-৪৯.০০.০০০০.২০১.০২৩(১).১৪-১৯৮ তারিখ ঃ ০১.০৭.২০১৫ খ্রিঃ

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

০১। সিনিয়র সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০২। সিনিয়র সচিব, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৩। মান্যবর রাষ্ট্রদূত/ হাইকমিশনার, বাংলাদেশ দূতাবাস/ হাইকমিশন (সকল)
০৪। কনসাল জেনারেল, বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল (সকল)
০৫। অতিরিক্ত সচিব (সকল), প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
০৬। মহাপরিচালক, জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, ঢাকা।
০৭। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বোয়েসেল, প্রবাসী কল্যাণ ভবন, ঢাকা।
০৮। যুগ্মসচিব (সকল). প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
০৯। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক, প্রবাসী কল্যাণ ভবন, ঢাকা।
১০। উপ ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড, ঢাকা।
১১। মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
১২। উপসচিব (কল্যাণ)/(মিশন), প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
১৩। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

**ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ**
**বাংলাদেশ ব্যাংক**
**প্রধান কার্যালয়**
**ঢাকা।**

বিআরপিডি সার্কুলার লেটার নং-১৬ তারিখ ঃ ৩০ জুলাই ২০১৮

ব্যবস্থাপনা পরিচালক/প্রধান নির্বাহী
বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংক।

প্রিয় মহোদয়,

**"প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক" কে তফসিলি বিশেষায়িত ব্যাংকরূপে তালিকাভুক্তকরণ প্রসঙ্গে।**

উপর্যুক্ত বিষয়ে আপনাদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, ৩০ জুলাই ২০১৮ মোতাবেক ১৫ শ্রাবণ ১৪২৫ রোজ সোমবার হতে "প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক" কে তফসিলি বিশেষায়িত ব্যাংকরূপে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। এতদ্‌বিষয়ে ৩০ জুলাই ২০১৮ তারিখে জারিকৃত প্রজ্ঞাপন নং-বিআরপিডি (পি-৩)/৭৪৪(৯৩)/২০১৮-৫৪৮৭ এর অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদ্‌সঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

আপনার বিশ্বস্ত

(আবু ফরাহ মোঃ নাছের)
মহাব্যবস্থাপক
ফোন ঃ ৯৫৩০২৫২।

বাংলাদেশ ব্যাংক

**প্রজ্ঞাপন**

**তারিখ : ৩০ জুলাই ২০১৮ মোতাবেক ১৫ শ্রাবণ ১৪২৫**

**নং বিআরপিডি(পি-৩)/৭৪৪(৯৩)/২০১৮-৫৪৮৭–** Bangladesh Bank Order, 1972 (President's Order No. 127 of 1972) এর 37(2)(a) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ৩০ জুলাই ২০১৮ মোতাবেক ১৫ শ্রাবণ ১৪২৫ রোজ সোমবার হইতে "প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক" কে তফসিলি বিশেষায়িত ব্যাংকরূপে তালিকাভুক্ত করা হইল।

(আবু হেনা মোহাঃ রাজী হাসান)
ডেপুটি গভর্নর

**ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ**
**বাংলাদেশ ব্যাংক**
**প্রধান কার্যালয়**
**ঢাকা।**

বিআরপিডি সার্কুলার লেটার নং-১৭ তারিখ ঃ ৩০ জুলাই ২০১৮

প্রিয় মহোদয়,

**ব্যাংক-কোম্পানী আইন, ১৯৯১ (২০১৮ পর্যন্ত সংশোধিত) এর ১৪ক(১) ধারা হতে অব্যাহতি প্রদান প্রসঙ্গে।**

উপর্যুক্ত বিষয়ে আপনাদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, ব্যাংক-কোম্পানী আইন, ১৯৯১ (২০১৮ পর্যন্ত সংশোধিত) এর ১২১ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বাংলাদেশ ব্যাংক ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ তহবিল কর্তৃক "প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক" এর শেয়ার ধারণের ক্ষেত্রে উক্ত আইনের ১৪(ক) ধারা প্রযোজ্য হবে না মর্মে ঘোষনা করেছে। এতদ্‌বিষয়ে ৩০ জুলাই ২০১৮ তারিখে জারিকৃত প্রজ্ঞাপন নং-বিআরপিডি (পি-৩)/৭৪৫(৫৬)/২০১৮-৫৪৮৮ এর অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদ্‌সঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

আপনার বিশ্বস্ত

(আবু ফরাহ মোঃ নাছের)
মহাব্যবস্থাপক
ফোন ঃ ৯৫৩০২৫২।

**বাংলাদেশ ব্যাংক**

**প্রজ্ঞাপন**

**তারিখ: ৩০ জুলাই ২০১৮ মোতাবেক ১৫ শ্রাবণ ১৪২৫**

**নং বিআরপিডি(পি-৩)/৭৪৫(৫৬)/২০১৮-৫৪৮৮–** ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ (২০১৮ পর্যন্ত সংশোধিত)এর ১২১ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বাংলাদেশ ব্যাংক ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ তহবিল কর্তৃক "প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক" এর শেয়ার ধারণের ক্ষেত্রে উক্ত আইনের ১৪ক(১) ধারা প্রযোজ্য হইবে না মর্মে ঘোষনা করিল।

(আবু হেনা মোহাঃ রাজী হাসান)
ডেপুটি গভর্নর

**বাংলাদেশ ব্যাংক**
(সেন্ট্রাল ব্যাংক অব বাংলাদেশ)
**প্রধান কার্যালয়**
মতিঝিল, ঢাকা-১০০০
বাংলাদেশ।

ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ
(নীতি শাখা-৩)

সূত্রঃ বিআরপিডি(পি-৩)/৭৪৫(৫৬)/২০১৮-৫৫৪৯ তারিখঃ ৩০ জুলাই ২০১৮

ব্যবস্থাপনা পরিচালক
প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
ঢাকা।

প্রিয় মহোদয়,

**প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংককে তফসিলিকরণ প্রসঙ্গে।**

উপর্যুক্ত বিষয়ে আপনাদের ১০ এপ্রিল ২০১৮ তারিখের ৪৯.০৩.০৯৯৯.০৩.০১৩.২০১৬-১২৭ নম্বর পত্রের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক জানানো যাচ্ছে যে, বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ৩০ জুলাই ২০১৮ তারিখে জারিকৃত প্রজ্ঞাপন নং-বিআরপিডি(নিত)/৭৪৮(৯৩)/২০১৮-৫৪৮৭ (কপি সংযুক্ত) এর মাধ্যমে "প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক" কে তফসিলি বিশেষায়িত ব্যাংকরূপে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।

২। প্রসঙ্গত, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক আইন, ২০১০ এর ৪(৫) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার ১৯ ফেব্রুয়ারী ২০১৮ তারিখের ৫৩.০০.০০০০.৩২২.২২.০৩.১৮-৪২ নম্বর প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ প্রযোজ্য করায় ব্যাংকটি ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর ৫(ড) ধারানুযায়ী একটি 'বিশেষায়িত ব্যাংক' এবং ৫(ণ) ধারানুযায়ী একটি 'ব্যাংক-কোম্পানী'। এমতাবস্থায়, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের উপর নিম্নোক্ত বিষয়াবলী আরোপযোগ্য:

ক) প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক পরিচালনায় প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক আইন, ২০১০ এর সাথে যুগপৎ ব্যাংক-কোম্পানী আইন, ১৯৯১ ও প্রযোজ্য হবে;

খ) তফসিলি বিশেষায়িত ব্যাংক হিসেবে ব্যাংকটি প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক আইন, ২০১০ এর ১৭ ধারায় [১৭ (ট) ব্যতীত] বর্ণিত কার্যাবলী করতে পারবে। ১৭(চ) উপধারায় উল্লেখিত কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করতে হবে;

গ) Bangladesh Bank Order, 1972 এর 36(1) ধারা ও ব্যাংক-কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর ৩৩ ধারার বিধান অনুযায়ী বিধিবদ্ধ নগদ সংরক্ষণ (Cash Reserve Ratio) ও সহজে বিনিময়যোগ্য সম্পদ সংরক্ষণ (Statutory Liquidity Ratio) সংক্রান্ত শর্তাদি পরিপালন করতে হবে;

ঘ) Bangladesh Bank Order, 1972 এর সংশ্লিষ্ট বিধানসমূহ, প্রযোজ্য সকল আইনের সংশ্লিষ্ট বিধিবিধানসমূহ, বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সময়ে সময়ে জারিকৃত এবং ভবিষ্যতে জারি করা হবে এমন সকল নির্দেশনা পরিপালন করতে হবে;

ঙ) সকল প্রকার ব্যবসা কেন্দ্র স্থাপনের ক্ষেত্রে জমি/ভবন/ফ্লোর স্পেস ক্রয়/ভাড়া/ইজারা গ্রহণ ও নবায়নের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করতে হবে। এতদবিষয়ে, ব্যাংক-কোম্পানী আইন, ১৯৯১ বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সময় সময় জারিকৃত নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে পরিপালন করতে হবে;

চ) বৈদেশিক মুদ্রার লেনদেন পরিচালনার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগের অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে; এবং

ছ) পরিচালকদের অনুকূলে ঋণ সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যাংক-কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এ আরোপিত বিধিনিষেধ এবং সময় সময় এতদসংক্রান্ত বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারিকৃত নির্দেশাবলী অনুসরণ করতে হবে।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

সংযুক্তি: বর্ণনা অনুযায়ী।

**(আবু ফরাহ মোঃ নাছের)**
মহাব্যবস্থাপক
ফোন ঃ ৯৫৩০২৫২।

**বাংলাদেশ ব্যাংক**

**প্রজ্ঞাপন**

তারিখ: ৩০ জুলাই ২০১৮ মোতাবেক ১৫ শ্রাবণ ১৪২৫

নং বিআরপিডি(পি-৩)/৭৪৪(৯৩)/২০১৮-৫৪৮৭-Bangladesh Bank Order, 1972 (President's Order No. 127 of 1972) এর 37(2)(a) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ৩০ জুলাই ২০১৮ মোতাবেক ১৫ শ্রাবণ ১৪২৫ রোজ সোমবার হইতে "প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক" কে তফসিলি বিশেষায়িত ব্যাংকরূপে তালিকাভুক্ত করা হইল।

(আবু হেনা মোহাঃ রাজী হাসান)
ডেপুটি গভর্নর

# অধ্যায় ০৫

## শ্রম উইং, মিশন ও অভিবাসন সংক্রান্ত

### অফিস আদেশ, প্রজ্ঞাপন ও পরিপত্র


| | | |
|---|---|---|
| ৫.১ | দূতাবাসসমূহের বিভিন্ন উইং এ কর্মরত কর্মকর্তাদের মধ্যে সৌহার্দপূর্ণ কর্মপরিবেশ বজায় রাখার বিষয়ে অনুষ্ঠিত সভার নির্দেশনা বাস্তবায়ন | ৩২৫ |
| ৫.২ | দূতাবাস/হাইকশিন/মিশন/মিশনের শ্রম উইং এর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আবশ্যিক করণীয় বিষয়ে অনুশাসন | ৩২৬ |
| ৫.৩ | শ্রম উইংয়ের জন্য নির্দেশনা সম্বলিত অফিস আদেশ | ৩২৯ |
| ৫.৪ | প্রকবৈকম এর অধীনে বিদেশস্থ শ্রম উইংসমূহের রাজস্ব খাতে স্থানীয় ভিত্তিক নিয়োগ প্রদান প্রক্রিয়া সংক্রান্ত পরিপত্র | ৩৩০ |
| ৫.৫ | শ্রম উইংয়ের তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় সংক্রান্ত পরিপত্র | ৩৩১ |
| ৫.৬ | শ্রম উইং এর মাসিক প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য নির্ধারিত ‘ছক’ সরবরাহ | ৩৩২ |
| ৫.৭ | কল্যাণ ফি ও কন্স্যুলার ফি এর উপর আরোপিত সারচার্জ ও সত্যায়ন ফি সংক্রান্ত অফিস আদেশ | ৩৩৬ |
| ৫.৮ | ব্রুনাই মিশনে কর্মরত লেবার এ্যাটাশে কর্মকর্তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্যের তথ্য | ৩৩৭ |
| ৫.৯ | ‘শ্রম অভিবাসন প্রক্রিয়ায় সুশাসন: সমস্যা ও উত্তরণের উপায়’ শীর্ষক প্রতিবেদনের প্রেক্ষিতে ব্যবস্থা গ্রহণ | ৩৩৮ |
| ৫.১০ | বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ মিশনসমূহে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বৈদেশিক ও আপ্যায়ন ভাতা পুনঃনির্ধারণ | ৩৩৯ |
| ৫.১১ | মন্ত্রণালয় হতে বাংলাদেশ মিশনসমূহে, মিশন হতে মন্ত্রণালয়ে এবং মিশন হতে মিশনে বদলীজনিত কারণে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিভিন্ন রুটের ব্যক্তিগত মালামাল পরিবহন খরচ ১০% বৃদ্ধি | ৩৫৯ |
| ৫.১২ | বাংলাদেশ মিশনসমূহে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের সন্তানদের শিক্ষাভাতা পুনঃনির্ধারণ | ৩৬৩ |
| ৫.১৩ | মিশনসমূহে কর্মরত কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণের সন্তানদের শিক্ষা ভাতা প্রাপ্তির জন্য সর্বনিম্ন বয়সসীমা ৫ বছর নির্ধারণ | ৩৬৪ |
| ৫.১৪ | সরকারি কাজে বিদেশ ভ্রমণকালে বৈদেশিক মুদ্রায় প্রাপ্য ভ্রমণ ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা | ৩৬৫ |
| ৫.১৫ | Payment of cost of air-tickets and transportation of personal effects as advance to the officials in Bangladesh Mission abroad on transfer | ৩৭৪ |
| ৫.১৬ | বিদেশের কোম্পানী/প্রতিষ্ঠান/নিয়োগকর্তা কর্তৃক বাংলাদেশী কর্মী নিয়োগের উদ্দেশ্যে সত্যয়ন এর নিমিত্ত বাংলাদেশ দূতাবাস/হাইকমিশন/কনস্যুলেট-এ জমাকৃত চাহিদাপত্র সম্পর্কে মন্ত্রণালয়কে অবহিতকরণ | ৩৭৫ |
| ৫.১৭ | চাকুরী ভিসা/ওয়ার্ক পারমিট/এমপ্লয়মেন্ট পারমিট সত্যায়িতকরণ | ৩৭৭ |
| ৫.১৮ | বাংলাদেশী রিক্রুটিং এজেন্সী কর্তৃক ব্লক ভিসা (গ্রুপ ভিসা) ভেঙ্গে চাহিদাপত্র তৈরি সংক্রান্ত পরিপত্র | ৩৭৮ |

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

পত্র সংখ্যা ০৩.০৭৬.০২৭.১৯.০০.০০.০০৪.২০১৫ (অ-১)-১৯৪ তারিখ: ২৭ নভেম্বর ২০১৮

**বিষয়: বিদেশস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসসমূহের বিভিন্ন উইং এ কর্মরত কর্মকর্তাদের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ কর্মপরিবেশ বজায় রাখার বিষয়ে অনুষ্ঠিত সভার নির্দেশনাসমূহ বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে।**

উপর্যুক্ত বিষয়ে গত ২২ অক্টোবর ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকে নিম্নবর্ণিত নির্দেশনাসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো:

(ক) রাগ অনুরাগ বিরাগের উর্ধ্বে থেকে মান্যবর রাষ্ট্রদূতগণ/হাইকমিশনারগণ/মিশন প্রধানগণ অভিভাবকসুলভ নেতৃত্বের মাধ্যমে দূতাবাসের বিভিন্ন উইংয়ের কর্মকর্তাদের মধ্যে (Team Spirit) তৈরি করে সৌহার্দ্যপূর্ণ কর্মপরিবেশ বজায় রাখবেন এবং দূতাবাসের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জন তথা কৌশলগত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করবেন;

(খ) বিভিন্ন উইংয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/দপ্তরসমূহের প্রটোকলের কাজ সংশ্লিষ্ট উইংয়ের গাড়িসহ কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ সম্পাদন করবেন। মিশনপ্রধান উইং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহের Cluster করে প্রটোকল দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট করে দিবেন;

(গ) বিভিন্ন উইংয়ে কর্মরত কর্মকর্তাগণ মিশনে থাকাকালে পদোন্নতি প্রাপ্ত হলে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের অনুরোধের প্রেক্ষিতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় যথাসম্ভব দ্রুত সময়ের মধ্যে Local Status প্রদান করবে;

(ঘ) সকল উইংয়ের বিলসমূহ দূতালয় প্রধানের নিকট দাখিলের ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে নিষ্পত্তির লক্ষ্যে মিশনপ্রধান দূতালয় প্রধানকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করবেন;

(ঙ) মিশনের বিভিন্ন উইংয়ে পদায়নকৃত কর্মকর্তা ও তাদের পরিবারের সদস্যদের অনুকূলে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ৫ (পাঁচ) বছর মেয়াদী কূটনৈতিক পাসপোর্ট ইস্যু করবে;

(চ) মান্যবর রাষ্ট্রদূত/হাইকমিশনার/মিশনপ্রধানগণ যার যার কাজ তাকে দিয়ে করানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। কারও ছুটিকালীন অনুপস্থিতি বা রাষ্ট্রীয় জরুরি প্রয়োজনে মান্যবর রাষ্ট্রদূত/হাইকমিশনার/মিশনপ্রধানগণ অন্য উইং এর কর্মকর্তাদের সংশ্লিষ্ট করতে পারেন;

(ছ) সেবা প্রত্যাশীদের সেবা সহজীকরণের জন্য প্রতিটি উইং মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে Pro-People Proactive এবং Result oriented নীতি গ্রহণপূর্বক তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করবেন;

(জ) মান্যবর রাষ্ট্রদূত/হাইকমিশনার/মিশনপ্রধানগণ মিশনের সেবা প্রদান (Service Delivery) কার্যক্রম তত্ত্বাবধান করবেন এবং সেবা প্রত্যাশীদের নিরবচ্ছিন্ন সেবা নিশ্চিতকরণে বিশেষ করে Time, Visit ও Cost হ্রাসকল্পে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবেন;

(ঝ) মিশনে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ পাওয়া গেলে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় স্বীয় উদ্যোগে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। এ বিষয়ে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় মিশনপ্রধানের সাথে আলোচনা করতে পারেন।

**(মো: মোশারফ হোসেন)**
পরিচালক-৯
৫৫০২৯৪২৯
ই-মেইল : dir9@pmo.gov.bd

**বিতরণ জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):**

০১। পররাষ্ট্র সচিব (সিনিয়র সচিব), পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
০২। সিনিয়র সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
০৩। সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৪। ভারপ্রাপ্ত সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্কে বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৫। ভারপ্রাপ্ত সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, প্রবাসী কল্যাণ ভবন, রমনা-ঢাকা।
০৬। মহাপরিচালক-৩, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা।
০৭। প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব এর একান্ত সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
০৮। সচিব এর একান্ত সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
০৯। অফিস কপি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
প্রবাসী কল্যাণ ভবন
৭১-৭২, পুরাতন এলিফ্যান্ট রোড, ইস্কাটন গার্ডেন, ঢাকা-১০০০।

**অধিশাখা - ৩**

নং-৪৯.০০৩.০৩২.০১৬.০০.০০১.২০১২-৬১৮ তারিখ ঃ ১২ নভেম্বর ২০১২খ্রিঃ

**বিষয় ঃ বিদেশস্থ বাংলাদেশের বিভিন্ন দূতাবাস/হাইকমিশন/মিশনের শ্রম উইং এর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আবশ্যিক করণীয় বিষয়ে অনুশাসন।**

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীনে বিদেশস্থ বাংলাদেশের বিভিন্ন দূতাবাসে/মিশনের শ্রম উইং এর কার্যক্রমকে অধিকতর গতিশীলকরণের লক্ষ্যে নিয়মিত প্রতিবেদন প্রদান, টেলিফোন, অফিস সরঞ্জামাদি, জনবল এবং প্রদত্ত গাড়ির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে প্রবাসীদের সর্বোচ্চ সেবা প্রদান করার নিমিত্ত দূতাবাস/মিশন সমূহের শ্রম উইং এ কর্মরত কর্মকর্তা কর্মচারীগণকে এ মর্মে নিম্নোক্ত অনুশাসন প্রদান করা হলোঃ

(ক) দূতাবাসে আগত প্রত্যেক কর্মীর সঙ্গে অত্যন্ত সৌহার্দ্যপূর্ণ আচরণ করতে হবে এবং প্রত্যেক কর্মীকে প্রয়োজনীয় আইনগত সহায়তা প্রদান করতে হবে। প্রবাসী কর্মীদের যোগাযোগের প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার টেলিফোন নম্বর প্রদান করতে হবে। কর্মীদের সেবা প্রদান সংক্রান্ত একটি রেজিস্টার সংরক্ষণ করতে হবে। মাসিক প্রতিবেদনে এ রেজিস্টারের তথ্য সংযোজন করতে হবে।

(খ) শ্রম উইং হতে ভিসা সত্যায়নের সময় নিয়োগকর্তার সাথে একটি স্ট্যান্ডার্ড নিয়োগ চুক্তি সম্পাদন করতে হবে এবং তা যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে হবে। বর্ণিত চুক্তির শর্তের ব্যত্যয় হলে সংশ্লিষ্ট দেশের শ্রম আদালতে তা উপস্থাপনের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করে কর্মীর অধিকার নিশ্চিত করতে হবে এবং সত্যায়িত ভিসার দৈনন্দিন প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়/বিএমইটি-তে প্রেরণ করতে হবে।

(গ) প্রতিটি শ্রম উইং সংশ্লিষ্ট দেশে গমনকারী কর্মীর প্রশিক্ষণ ও ভাষা সংশ্লিষ্ট সমস্যাদি পরিলক্ষিত হলে তা মন্ত্রণালয়/বিএমইটি/ কল্যাণ বোর্ড-কে অবহিত করবে। সংশ্লিষ্ট দেশে কি ধরণের কর্মীর চাহিদা আছে তা নিয়মিতভাবে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে হবে।

(ঘ) শ্রম উইং এবং কর্মকর্তাগণ বিভিন্ন লেবার ক্যাম্প পরিদর্শনের সময় কর্মীদের রেমিট্যান্স প্রেরণে সহায়তা করবেন এবং প্রয়োজনে কর্মীদের ব্যাংক একাউন্ট (প্রবাসী ব্যাংকের একাউন্ট) খুলতে সহায়তা প্রদান করতে হবে।

(ঙ) প্রতিটি শ্রম উইং-এর কর্মকর্তাগণ মন্ত্রণালয়/বিএমইটি/বোয়েসেল/প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক-এর ওয়েবসাইট নিয়মিতভাবে ভিজিট করবেন ও তদনুযায়ী প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

(চ) শ্রম উইং এর কর্মকর্তাগণ সংযুক্ত ছক মোতাবেক প্রতিমাসে পরিদর্শন যথা-কোম্পানী, কর্মীর আবাসস্থল, লেবার ক্যাম্প, ডিপোর্টেশন সেন্টার, জেলখানা ইত্যাদি পরিদর্শন করতে হবে।

(ছ) প্রতি মাসের শুরুতে সফরসূচি তৈরি করে তদানুযায়ী ভ্রমণ/পরিদর্শন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে হবে এবং পরিদর্শন শেষে সম্ভাব্য স্বল্পতম সময়ের মধ্যে পরিদর্শন প্রতিবেদন মান্যবর রাষ্ট্রদূত/হাইকমিশনার/কনসাল জেনারেল এর নিকট প্রেরণ করবেন। তছাড়া, প্রতি মাসের ১ম সপ্তাহে সংযুক্ত ছক অনুযায়ী মাসের কার্যাবলীর বিস্তারিত প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

(জ) বিভিন্ন দূতাবাস/মিশন শ্রম উইং এর মাসিক খরচের হিসাব (রাজস্ব এবং কল্যাণ) প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে পরবর্তী মাসের ০৭ তারিখের মধ্যে প্রেরণ করতে হবে।

(ঝ) দূতাবাস/মিশন সমূহের শ্রম উইং হতে যোগাযোগের জন্য সম্ভব সকল ক্ষেত্রে ফ্যাক্স/ই-মেইল ব্যবহার করতে হবে। জরুরি প্রয়োজনে সংশ্লিষ্টদের সাথে টেলিফোন/মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করতে হবে। শ্রম উইংয়ের সকল টেলিফোন (সরাসরি/পিএবিএক্স/মোবাইল) প্রবাসী কর্মীর কল্যাণে সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

(ঞ) শ্রম উইং এর যানবাহন কেবল কর্মসংস্থান এবং প্রবাসীদের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট কল্যাণমূলক কাজে ব্যবহার করতে হবে। যানবাহন ব্যবহার সংক্রান্ত লগ বই যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে হবে এবং প্রত্যেক মাসে গাড়ি ব্যবহার সংক্রান্ত মাসিক প্রতিবেদন সংযুক্ত ছক মোতাবেক প্রেরণ করতে হবে।

(ট) অবৈধভাবে বিদেশ গমনকারী কর্মীর বিষয়ে নিয়মিতভাবে মন্ত্রণালয়/বিএমইটি/কল্যাণ বোর্ড-কে অবহিত করতে হবে।

০২. প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় আশা করে যে, প্রবাসীদের প্রার্থীত সেবা প্রদানের সুবিধার্থে এবং শ্রম উইং এর কর্মকাণ্ডের গতিশীলতা ও সমন্বয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে উপযুক্ত অনুশাসন প্রতিপালিত হবে। শ্রম উইংয়ের কর্মকর্তাগণের বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদনে বর্ণিত অনুশাসন অনুযায়ী কার্যক্রমের পারফরমেন্স প্রতিফলিত হবে।

০৩. শ্রম উইংয়ের সার্বিক কার্যক্রম মান্যবর রাষ্টদূতকে অবহিত রেখে সম্পাদন করতে হবে।

ড. জাফর আহমেদ খান
সচিব

**বিরতণ ঃ**

১। মান্যবর রাষ্ট্রদূত/হাইকমিশনার, বাংলাদেশ দূতাবাস/হাইকমিশনার---------------------------।

২। কনসাল জেনারেল, বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল, দুবাই, সংযুক্ত আরব-আমিরাত/জেদ্দা, সৌদি আরব।

৩। মিনিস্টার (শ্রম) (স্থানীয়), রিয়াদ, সৌদি আরব।

৪। কাউন্সেলর (শ্রম) বাংলাদেশ দূতাবাস/হাইকমিশনার --------------------------------।

৫। প্রথম সচিব (শ্রম), বাংলাদেশ দূতাবাস/হাইকমিশনার/কনস্যুলেট জেনারেল ---------------------।

**সদয় জ্ঞাতার্থে ঃ**

১। মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।

২। সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন/স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়।

৩। সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

৪। মহাপরিচালক, জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো।

৫। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বোয়েসল।

৬। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক।

৭। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।

৮। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।

৯। অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব (সকল) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।

১০। অফিস কপি।

(কাজী আবুল কালাম)
উপ-সচিব

Name of Mission                Reporting Month:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01. Attestation: | No of Visa attested: | No of Demand Letter attested | No of Other attestation | Earning from attestation | Comments |
| | | | | | |
| 02. Labour Complaints | No of complaints received | No of complaints resolved | No of complaints pending with Sponsors | No of complaints pending with Labour Department | Major areas of complaints |
| | | | | | |
| 03. Company visit | Date of Visit | Name and Address of Company | Contract Person's Name, Designation | Issues discussed | Recommendations |
| | | | | | |
| 04. Residence Visit | Date of Visit | Company's name & address of the residence | No of labourers address | Major Problems disucussed | Recommendations |
| | | | | | |
| 05. Deportation Centre Visit | Date of Visit | Name of Centres | No of Inmates | No of persons released | Major reasons for deportation |
| | | | Male Female | | |
| 06. Deportation Centre Visit | Date of Visit | Name of Jails | No of Inmates | No of Persons released | Major reasons for imprisonments |
| | | | Male Female | | |
| 07. Death Cases | Total Number | Name cases | Accidental cases | No of dead body repatriated | Local Burial |
| | | | | | |
| 08. Compensations | No of cases added in the present month | Total Number of Cases | Number of cases disposed | Total amount remitted | Number of Beneficiaries |
| | | | | | |
| 09. Revenue Budget | Total Allocation | Opening Balance of this Month | Total Expenditure | Major Head of Expenditure | Remaining Budget |
| | | | | | |
| 10. Welfare Budget | Total Allocation | Opening Balance of this Month | Total Expenditure | Major Head of Expenditure | Remaining Budget |
| | | | | | |
| 11. Use of Transport | Number of Vehicle (s) | Purpose of use | Total Mileage | | |
| | | | | | |

Signature and date of the Labour Attache

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
প্রবাসী কল্যাণ ভবন
৭১-৭২, পুরাতন এলিফ্যান্ট রোড, ইস্কাটন গার্ডেন, ঢাকা-১০০০
মিশন অধিশাখা
www.probashi.gov.bd

স্মারক নং-১০২.০৩২.১৮.০০.০৬৭.২০১২-৪২ তারিখঃ ০১/০২/২০১৬ খ্রিঃ

অফিস আদেশ

লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, বিদেশস্থ শ্রম উইং-এ পদস্থ কর্মকর্তাগণ সরাসরি মন্ত্রণালয়ের সাথে পত্র যোগাযোগ করছেন যাতে মিশন প্রধানের অনুমোদন রয়েছে কিনা তা জানা যায় না। ফলে মন্ত্রণালয়ের পক্ষে নীতি নির্ধারণে নানা রকম জটিলতার সৃষ্টি হচ্ছে। এছাড়াও শ্রম উইংয়ের কর্মকর্তাগণ মন্ত্রণালয়ের অনুমতি ব্যতিরেকে বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশে ব্যক্তিগত কাজে ভ্রমণ করছেন যার ফলে অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির সৃষ্টি হচ্ছে। এমতাবস্থায়, দাপ্তরিক শৃঙ্খলা বজায় রেখে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের লক্ষ্যে সার্বিক বিষয় বিবেচনা করে শ্রম উইংগুলোকে নিম্নবর্ণিত নির্দেশনা সমূহ প্রদান কর হলোঃ

(ক) বিদেশস্থ শ্রম উইং হতে বাৎসরিক বাজেট/সংশোধিত বাজেট বরাদ্দ রেমিটকরণ, বরাদ্দ উপযোজন মঞ্জুরী অগ্রীম ব্যয় মঞ্জুরী যানবাহন ক্রয়, কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগ যোগদান নিয়মিতকরণ বিভিন্ন ধরনের ছুটি ভোগের অনুমতি, নতুন বাড়িভাড়া ও ভাড়া বৃদ্ধি ইত্যাদি অর্থ ও প্রশাসন সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রস্তাব/পত্র দূতাবাস প্রধানের অনুমোদনক্রমে মিশনের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার স্বাক্ষরে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে;

(খ) শ্রম উইংয়ের বিভিন্ন ধরনের প্রতিবেদন যেমন: অর্ধবার্ষিক/বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা, মাসিক মনিটরিং প্রতিবেদন, এপিএ প্রতিবেদন, সাপ্তাহিক প্রতিবেদন, ত্রৈমাসিক বাজেট বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন এবং পরিদর্শন প্রতিবেদন, সংসদের প্রশ্নোত্তর বা এ সংশ্লিষ্ট কোন তথ্য এবং মন্ত্রণালয় থেকে চাহিত যে কোন অথ্য/প্রতিবেদন দূতাবাস প্রধানের অনুমতি/অনুমোদনক্রমে উইংয়ের কাউন্সেলর (শ্রম)/১ম সচিব(শ্রম)/২য় সচিব(শ্রম) কর্তৃক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে;

(গ) বিদেশস্থ শ্রম উইংয়ের কাউন্সেলর (শ্রম)/১ম সচিব (শ্রম)/২য় সচিব(শ্রম) তাঁর কর্মস্থল থেকে বাংলাদেশে অথবা ৩য় কোন দেশে কোন কারণে ভ্রমণের প্রয়োজন হলে সে ক্ষেত্রে দূতাবাস প্রধানের মাধ্যমে মন্ত্রণালয় থেকে আবশ্যিকভাবে পূর্বানুমতি/পূর্বানুমোদন গ্রহণ করতে হবে;

(ঘ) যে কোন প্রয়োজনে মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগের ক্ষেত্রে উপসচিব (মিশন) মোবাইলঃ +৮৮০১৭৪১৪৯৪৭৭৬ টেলিফোন- +৮৮০২৯৩৪৯৪২১, ইমেইল- dsmission.probashi@gmail.com এবং উপসচিব (কল্যাণ) মোবাইল +৮৮০১৬১১৫৭৮৭৪৭ টেলিফোনঃ +৮৮০২৮৩১৭৪১৫ এবং ইমেইল- mahmed5769@gmail.com এর সাথে সরাসরি যোগাযোগ করা যাবে। যোগাযোগের ক্ষেত্রে Viber, Skype, imo এবং Whatsapp ইত্যাদি ব্যবহার করা যেতে পারে;

(ঙ) মন্ত্রণালয় হতে কোন ই-মেইল প্রাপ্তির পর সাথে সাথে তা ই-মেইলে প্রাপ্তিস্বীকার করা বাঞ্ছনীয়। একইভাবে শ্রম কর্মকর্তাদের ই-মেইল প্রাপ্তির পর মিশন ও কল্যাণ অধিশাখা থেকেও প্রাপ্তিস্বীকার করা হবে। এতে যোগাযোগ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ সহজতর হবে;

(চ) শ্রম উইংগুলোর যথাযথ মনিটরিং এর সুবিধার্থে প্রতিমাসের প্রতিবেদন নির্ধারিত তারিখের মধ্যে প্রেরণ করতে হবে বিলম্বে প্রেরণের ক্ষেত্রে যথাযথ ব্যাখ্যা থাকা বাঞ্ছনীয়।

২। উপরোল্লিখিত নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করার জন্য শ্রম উইংয়ের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীকে নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল;

(সুশান্ত কুমার সরকার)
উপ সচিব
ফোনঃ ৯৩৪৯৪২১
ই-মেইলঃ dsmission.probashi@gmail.com

বিতরণঃ

১। মান্যবর রাষ্ট্রদূত/হাইকমিশনার/কনসাল জেনারেল, রিয়া, জেদ্দা, কাতার, ওমান, স্পেন, মিশর, জাপান, লিবিয়া, মিলান-ইতালি,মালদ্বীপ, ব্রুনাই, সিঙ্গাপুর, মিশর, থাইল্যান্ড, রোম-ইতালি, দ.কোরিয়া, দুবাই, কুয়েত, গ্রীস, ইরাক, রাশিয়া অস্ট্রেলিয়া, জেনেভা, বাহরাইন, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং মালয়েশিয়া

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
প্রবাসী কল্যাণ ভবন
৭১-৭২, পুরাতন এলিফ্যান্ট রোড, ইস্কাটন গার্ডেন, ঢাকা-১০০০
মিশন অধিশাখা
www.probashi.gov.bd

নং-৪৯.০০৩.০৩২.০১৮.০০.০৬৭.২০১২-৩৫২ তারিখ: ০২/৮/২০১৫ খ্রি:

**পরিপত্র**

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীনে বিদেশস্থ শ্রম উইং-সমূহের রাজস্বখাতে স্থানীয় ভিত্তিক স্থায়ী/অস্থায়ী শূন্য পদে মিশন প্রধান কর্তৃক নিয়োগ প্রদানের ক্ষেত্রে নিম্নরূপ প্রক্রিয়া অবলম্বন করতে হবে;

(ক) রাজস্ব খাতে সৃষ্ট (অস্থায়ী/স্থায়ী) পদে নিয়োগের প্রক্রিয়া গ্রহণের পূর্বেই মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রস্তাবিত পদের বেতন স্কেল ও নিয়োগ প্রার্থীদের যোগ্যতা নির্ধারণের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে;

(খ) কল্যাণ তহবিলের অর্থায়নে নিয়োগের ক্ষেত্রে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের বোর্ড সভার অনুমোদন সাপেক্ষে নিয়োগ চূড়ান্ত করতে হবে।

(গ) নিয়োগের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দেশের নাগরিকদের কিংবা সে দেশে স্থায়ীভাবে বসবাসরত বাংলাদেশীদের অগ্রাধিকার দিতে হবে;

(ঘ) নিয়োগের প্রক্রিয়াকে যথেষ্ট প্রতিযোগিতামূলক করার লক্ষ্যে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে; এতদুদ্দেশ্যে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি সেদেশের অন্তত: ০৩ (তিন) টি বহুল প্রচারিত দৈনিক সংবাদপত্র এবং দূতাবাসের ওয়েবসাইটে প্রচার/প্রকাশ করতে হবে।

(ঙ) মিশনের নিয়োগ কমিটি কর্তৃক নিয়োগ প্রক্রিয়ার সকল পর্যায় সম্পন্ন করে মেধার ভিত্তিতে প্রতিটি পদের বিপরীতে ০৩ (তিন) জনের প্যানেল প্রস্তুতপূর্বক নিয়োগের সুপারিশকৃত প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

(চ) মন্ত্রণালয় কর্তৃক নিয়োগ প্রস্তাব যথারীতি অনুমোদনের পর মিশন প্রধান নিয়োগ প্রদান করবেন।

১৪। যথাযর্থ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এ পরিপত্র জারি করা হলো।

(সুশান্ত কুমার সরকার)
উপ সচিব
ফোন: ৯৩৪৯৪২১
ই-মেইল: dsmission.probashi@gmail.com

**বিতরণ:**

০১। মান্যবর রাষ্ট্রদূত/হাইকমিশনার, বাংলাদেশ দূতাবাস/হাইকমিশন রিয়াদ/আবুধাবি/কুয়েত/কাতার/ওমান/বাহরাইন/লিবিয়া/ইরাক/দক্ষিণ কোরিয়া/ইতালি/জাপান/জর্ডান/মিশর/রাশিয়া/গ্রীস/স্পেন/থাইল্যান্ড/দক্ষিণ আফ্রিকা/সিঙ্গাপুর/মালয়েশিয়া/ব্রুনাই/অস্ট্রেলিয়া/মালদ্বীপ/পিআর জেনেভা।

০২। কনসাল জেনারেল বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল, জেদ্দা/দুবাই/হংকং/মিলান।

০৩। কাউন্সেলর (শ্রম)/প্রথম সচিব(শ্রম) বাংলাদেশ দূতাবাস/হাইকমিশন/কনস্যুলেট জেনারেল, রিয়াদ/আবুধাবি/কুয়েত/কাতার/ওমান/বাহরাইন/লিবিয়া/ইরাক/দক্ষিণ কোরিয়া/ইতালি/জাপান/জর্ডান/মিশর/রাশিয়া/গ্রীস/স্পেন/থাইল্যান্ড/দক্ষিণ আফ্রিকা/সিঙ্গাপুর/মালয়েশিয়া/ব্রুনাই/অস্ট্রেলিয়া/মালদ্বীপ/পিআর জেনেভা/দুবাই/হংকং/মিলান।

**অনুলিপি:**

০১। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।
০২। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।
০৩। যুগ্ম সচিব (মিশন ও কল্যাণ) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
প্রবাসী কল্যাণ ভবন
৭১-৭২, পুরাতন এলিফ্যান্ট রোড, ইস্কাটন গার্ডেন, ঢাকা-১০০০
মিশন অধিশাখা
www.probashi.gov.bd

নং-৪৯.০০.০০০০.০০৩.২৮.০০১.১৪.৪৭০ তারিখ: ০৮/০৯/২০১৪ খ্রি:

**পরিপত্র**

বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহের শ্রম উইং একটি স্বতন্ত্র (Independent) উইং হিসেবে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ পালন করে থাকে এবং শ্রম উইং-এ পদায়িত কর্মকর্তাগণ সরাসরি মিশন প্রধানের তত্ত্বাবধানে কাজ করে থাকেন।

০২। লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, কোন কোন দেশে অবস্থিত বাংলাদেশ মিশনের শ্রম উইং-এর কর্মকর্তাগণকে একই মিশনের অন্য কোন উইং-এর অধীনে কাজ করতে হচ্ছে। এতে করে শ্রম উইং এর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের এ মন্ত্রণালয় প্রদত্ত দায়িত্ব সম্পাদনে তথা শ্রম উইং এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে বিঘ্নের সৃষ্টি হচ্ছে। এছাড়াও লক্ষ্য করা যায় যে, বিভিন্ন মিশনের শ্রম উইং-এর গাড়ি শ্রম উইং সংশ্লিষ্ট সরকারি কাজ ব্যতীত অন্য কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে।

০৩। উপর্যুক্ত পরিস্থিতিতে এ মর্মে নির্দেশক্রমে জানানো যাচ্ছে যে,

(ক) বিভিন্ন মিশনের শ্রম উইংসমূহে নিয়োজিত কর্মকর্তাগণ শুধুমাত্র সরাসরি মিশন প্রধানের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে তার তত্ত্বাবধানে কাজ করবেন।

(খ) শ্রম উইং-এর গাড়ী এ উইং সংক্রান্ত সরকারি কাজে ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করা হল। তবে বাংলাদেশ হতে কোন সরকারী প্রতিনিধিদলের সফরকালীন জরুরি এবং একান্ত প্রয়োজনে মিশন প্রধানের অনুমতিক্রমে শ্রম উইং-এর গাড়ি ব্যবহার করা যেতে পারে।

(মোঃ বদিয়ার রহমান)
উপ সচিব
ফোন: ৯৩৪৯৪২১
ই-মেইল: dsmission.probashi@gmail.com

পররাষ্ট্র সচিব
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
(সংশ্লিষ্ট মান্যবর রাষ্ট্রদূত/হাইকমিশনার এবং সংশ্লিষ্ট কনসাল জেনারেল বরাবর পরিপত্রটি প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো)।

নং-৪৯.০০.০০০০.০০৩.২৮.০০১.১৪-৪৭০/১০

অনুলিপি: সদয় অবগতি ও কার্যার্থে জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

০১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০২। মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
০৩। সিনিয়র সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৪। সিনিয়র সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৫। সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, শেরে-বাংলানগর, আগারগাঁও, ঢাকা।
০৬। মান্যবর রাষ্ট্রদূত/হাইকমিশন, বাংলাদেশ দূতাবাস/হাইকমিশন, সৌদি আরব-রিয়াদ/সংযুক্ত আরব-আমিরাত, আবুধাবী/ওমান/মালয়েশিয়া/ইরাক/কাতার/বাহরাইন/লিবিয়া/দক্ষিণ কোরিয়া/শিঙ্গাপুর/জাপান/জর্ডান/ইতালি/বিশর।
০৭। কনসাল জেনারেল বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল, সংযুক্ত আরব-আমিরাত, দুবাই/জেদ্দা, সৌদি আরব।
০৮। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।
০৯। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।
১০। কাউন্সেলর/প্রথম সচিব/দ্বিতীয় সচিব (শ্রম) বাংলাদেশ দূতাবাস/হাইকমিশন/কনস্যুলেট জেনারেল।

(মোঃ বদিয়ার রহমান)
উপ সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

**অধিশাখা-৬**

নং-প্রকবৈকম-০৬/০০০২(২৪)/২০০৭/ তারিখঃ ০৫/০৬/২০০৯খ্রিঃ

**বিষয় ঃ শ্রম উইং এর মাসিক প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য নির্ধারিত 'ছক' সরবরাহ করা প্রসঙ্গে।**

বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনের শ্রম উইং এর মাসিক প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য প্রস্তুতকৃত ১৫টি 'ছক' এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো। প্রতিমাসের মাসিক প্রতিবেদন পরবর্তী মাসের ১০ তারিখের মধ্যে নির্ধারিত ছকে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

(মুহাম্মদ রূহুল কুদ্দুস)
উপ-সচিব

কাউন্সেলর (শ্রম)/প্রথম সচিব (শ্রম)

বাংলাদেশ দূতাবাস/হাইকমিশন/কনস্যুলেট জেনারেল

-----------------------------

---------------------------।

**অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য ঃ**

০১। মান্যবর রাষ্ট্রদূত/মান্যবর হাইকমিশনার/কনস্যাল জেনারেল বাংলাদেশ দূতাবাস/বাংলাদেশ হাইকমিশন/বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল

--------------------------------------------------।

০২। সচিবের একান্ত সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।

বি.দ্র.ঃ 'প্রবাসী ম্যানুয়েল'-এ ছক ১-৩ সংযুক্ত করা হলো।

ছক-০১

## মাসিক কার্যক্রমের বিবরণ

চাহিদাপত্র সত্যায়ন সম্পর্কিত পরিসংখ্যান

মাসের নাম ঃ

| মিশনের নাম | একক ভিসা সত্যায়ন | | | | চাহিদাপত্র সত্যায়ন | | | | সত্যায়িত চাহিদাপত্রে মোট কর্মীর সংখ্যা | সত্যায়িত মোট কর্মীর সংখ্যা (৪+৭) | স্ব উদ্যোগে সংগৃহীত চাহিদাপত্র | | সত্যায়ন ফি বাবদ আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ (বাংলাদেশী টাকায়) | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | পূর্ববর্তী মাসের জের (অসত্যায়িত) | বর্তমান মাসে প্রাপ্ত একক ভিসা | প্রাপ্ত মোট একক ভিসা (১+২) | মোট একক ভিসা সত্যায়ন | পূর্ববর্তী মাসের জের (অসত্যায়িত) | বর্তমান মাসে প্রাপ্ত চাহিদাপত্র | মোট চাহিদাপত্র (৫+৬) | সত্যায়িত মোট চাহিদাপত্র | | | চাহিদা পত্রের সংখ্যা | কর্মীর সংখ্যা | | |
| ০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ | ০৬ | ০৭ | ০৮ | ০৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

ছক-০২

## মাসিক কার্যক্রমের বিবরণ

অভিযোগ সম্পর্কিত পরিসংখ্যান

মাসের নাম ঃ

| মিশনের নাম | প্রাপ্ত অভিযোগ ও অভিযোগকারীর সংখ্যা | | | | অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য কতজন নিয়োগকর্তার সাথে যোগাযোগ করা হয়েছে ? | নিয়োগকর্তার সাথে আলোচনার প্রেক্ষিতে নিষ্পন্ন অভিযোগের সংখ্যা | শ্রম বিভাগ/ মন্ত্রণালয়ে প্রেরিত অভিযোগের সংখ্যা | শ্রম বিভাগ/ মন্ত্রণালয় নিষ্পন্ন অভিযোগের সংখ্যা | সর্বমোট নিষ্পন্ন অভিযোগের সংখ্যা (৬+৮) | অভিযোগগুলো কোন ক্যাটাগরির তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও তথ্যাদি (যদি থাকে) | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | পূর্ববর্তী মাসের অনিষ্পন্ন অভিযোগের সংখ্যা | বিবেচ্য মাসে প্রাপ্ত অভিযোগের সংখ্যা | মোট অভিযোগের সংখ্যা (১+২) | অভিযোগকারীর মোট সংখ্যা | | | | | | | |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

ছক-০৩

## মাসিক কার্যক্রমের বিবরণ

কর্মক্ষেত্র পরিদর্শন সম্পর্কিত পরিসংখ্যান

মাসের নাম ঃ

| মিশনের নাম | পরিদর্শনের তারিখ | কোম্পানীর/ কর্মস্থলের নাম ও ঠিকানা | কোম্পানীর যে কর্মকর্তার সাথে সাক্ষাৎ হয়েছে তাঁর নাম ও পদবি | কোম্পানী/ কর্মস্থলে কর্মরত বাংলাদেশীর সংখ্যা | পরিদর্শনের উদ্দেশ্য | কর্মক্ষেত্রের পরিবেশ ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা সম্পর্কে পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার মতামত | কোন সমস্যা সমাধানের জন্য কোম্পানীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তার বিবরণ | কোম্পানীটি ইতঃপূর্বে পরিদর্শন করা হয়ে থাকলে তার তারিখ | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
প্রবাসী কল্যাণ ভবন
৭১-৭২, পুরাতন এলিফ্যান্ট রোড, ইস্কাটন গার্ডেন, রমনা, ঢাকা-১০০০
শাখা-২০১ (কল্যাণ)
www.probashi.gov.bd

নং-৪৯.০০.০০০০.২০১.০২৩(১).১৪-১৯৮ তারিখ : ০১.০৭.২০১৫ খ্রিঃ

**অফিস আদেশ**

প্রবাসী কর্মীদের সেবামূলক কার্যক্রমের ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় তা নির্বিঘ্নে অব্যাহত রাখা ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বিদেশগামী কর্মীদের নিকট হতে বর্তমানে আদায়কৃত কল্যাণ ফি, মিশনে প্রবাসী কর্মীদের নিকট হতে আদায়কৃত কন্স্যুলার ফি-এর উপর আরোপিত সারচার্জ ও সত্যায়ন ফি নিম্নরূপভাবে পুনঃনির্ধারণ করা হলোঃ

(ক) বিদেশগামী কর্মীদের নিকট হতে আদায়কৃত কন্স্যুলার ফি একক/দলীয়, সত্যায়িত/অসত্যায়িত নির্বিশেষে ৩,৫০০/- (তিন হাজার পাঁচশত) টাকা;

(খ) বিভিন্ন মিশনে প্রবাসী কর্মীদের নিকট হতে আদায়কৃত কন্স্যুলার ফি-এর উপর আরোপিত সারচার্জ ১০% এর স্থলে ২০% এবং সত্যায়ন ফি গ্রুপ চাহিদা বা চাকুরী ভিসা দলিলের ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন ১০(দশ) মার্কিন ডলারের স্থলে ২০(বিশ) মার্কিন ডলার, ব্যক্তিগত চাহিদা মাথাপিছু সত্যায়ন ফি ১(এক) মার্কিন ডলারের স্থলে ২(দুই) মার্কিন ডলার এবং এ ধরণের চাহিদায় সর্বনিম্ন সত্যায়ন ফি ২(দুই) মার্কিন ডলারের স্থলে ৪(চার) মার্কিন ডলার।

০২। এ আদেশ আগামী ১৫ জুলাই ২০১৫ তারিখ হতে কার্যকর হবে।
০৩। এতে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন রয়েছে।

**(কালাচাঁদ সরকার)**
সহকারী সচিব
ই-মেইল ঃ welfare6@probashi.gov.bd

নং-৪৯.০০.০০০০.২০১.০২৩(১).১৪-১৯৮(১১) তারিখ : ০১-০৭-২০১৫ খ্রিঃ

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়) :
০১। সিনিয়র সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০২। সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৩। মান্যবর রাষ্ট্রদূত/হাইকমিশনার, বাংলাদেশ দূতাবাস/হাইকমিশন (সকল)।
০৪। কনসাল জেনারেল, বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল (সকল)।
০৫। অতিরিক্ত সচিব (সকল), প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
০৬। মহাপরিচালক, জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, ঢাকা।
০৭। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বোয়েসেল, প্রবাসী কল্যাণ ভবন, ঢাকা।
০৮। যুগ্মসচিব (সকল), প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
০৯। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক, প্রবাসী কল্যাণ ভবন, ঢাকা।
১০। উপ ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড,ঢাকা।
১১। মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
১২। উপসচিব (কল্যাণ)/ (মিশন), প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
১৩। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

**(কালাচাঁদ সরকার)**
সহকারী সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
প্রবাসী কল্যাণ ভবন
৭১-৭২, পুরাতন এলিফ্যান্ট রোড, ইস্কাটন গার্ডেন, ঢাকা-১০০০
মিশন অধিশাখা
www.probashi.gov.bd

নং-৪৯.০০.০০০০.০১৯.৩০.০০৭.১৬-৫৬০ তারিখ: ২৪/১২/২০১৭ খ্রিঃ

**বিষয়ঃ ব্রুনাই মিশনে কর্মরত লেবার এ্যাটাশে কর্মকর্তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্যের তথ্য প্রদান সংক্রান্ত।**
**সূত্রঃ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের স্মারক নং ৩৪.০০.০০০.৪১৬.৯৯.০০৩.১৪.৪১৮ তারিখঃ ১৬-১০-২০১৭খ্রিঃ**

উর্পযুক্ত বিষয়ে সুত্রস্থ স্মারকের প্রেক্ষিতে নির্দেশক্রমে জানানো যাচ্ছে যে,

ক) শ্রম কল্যাণ উইং সমূহের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় থেকে ০৮-০৯-২০১৪ তারিখে ৪৭০ সংখ্যক পরিপত্র জারি করা হয়েছিল।

খ) ০১-০২-২০১৩ তারিখের ৪২ সংখ্যক অফিস আদেশে আর্থিক ও প্রশাসনিক বিষয়সমূহ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে কিছু বিষয়ে সুনির্দিষ্টকরণ করা হয়েছিল।

০২। বিবেচ্য পত্র দুটির বিষয় সাংঘর্ষিক নয় মর্মে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় মনে করে। উল্লেখ্য প্রথম সচিব (শ্রম) ব্রুনাই বাতিরেকে অন্য শ্রম উইংয়ের অন্য কোন কর্মকর্তা উক্ত নির্দেশনাসমূহ সাংঘর্ষিক মতামত দেননি।

(মোঃ যাহিদ হোসেন)
উপ সচিব
ফোন: ৯৩৪৯২৪৬
ই-মেইল: dsmission.probashi@gmail.com

মন্ত্রিপরিষদ সচিব
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
(দৃষ্টি আকর্ষণঃ জনাব মোঃ সাজ্জাদুল হাসান, উপসচিব)

অনুলিপিঃ
১) সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
প্রবাসী কল্যাণ ভবন
৭১-৭২, পুরাতন এলিফ্যান্ট রোড, ইস্কাটন গার্ডেন, ঢাকা-১০০০
মিশন অধিশাখা
www.probashi.gov.bd

নং-৪৯.০০.০০০০.০১৯.৩০.০০২.১৬-২৬৫ তারিখ: ২৫/০৫/২০১৭ খ্রি:

বিষয়ঃ "শ্রম অভিবাসন প্রক্রিয়ায় সুশাসন সমস্যা ও উত্তরণের উপায়" শীর্ষক প্রতিবেদনের উপর ব্যবস্থা গ্রহণ প্রসঙ্গে।

টিআইবি কর্তৃক এবং টিআইবির উদ্যোগে গত ১২ ফেব্রুয়ারি-২০১৭ তারিখে "শ্রম অভিবাসন প্রক্রিয়ায় সুশাসন সমস্যা ও উত্তরণের উপায়" শীর্ষক এ মন্ত্রণালয়ে একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনার পরবর্তীতে টিআইবি এ মন্ত্রণালয় ও অধিনস্থ সংস্থাসমূহের কার্যক্রমের উপর একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে। সে প্রতিবেদনে শ্রম অভিবাসন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন সমস্যা,সম্ভাবনা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার উপর গুরুত্বারোপ করে বিভিন্ন বিষয়ে সুপারিশ প্রদান করে। টিআইবি হতে প্রাপ্ত "শ্রম অভিবাসন প্রক্রিয়ায় সুশাসন সমস্যা ও উত্তরণের উপায়" শীর্ষক প্রতিবেদনের উপসংহারে মিশনের শ্রম উইংয়ের উপর নিম্নরূপ মন্তব্য করা হয়েছেঃ

"প্রথম পর্যায়ে গন্তব্য দেশের নিয়োগদাতা ও সংশ্লিষ্ট মধ্যস্বত্বভোগীদের দুর্নীতি ও অনিয়মের কারণে একদিকে নিয়োগের কার্যাদেশ/ভিসা কেনাবেচা হয়, আবার অন্যদিকে গন্তব্য দেশে ভিসা অনুমোদন করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশী দূতাবাসের শ্রম উইংয়ে অনিয়ম ও দুর্নীতি হয়। গন্তব্য দেশ থেকে কার্যাদেশ বা ভিসা কেনার জন্য হুন্ডির মাধ্যমে দেশ থেকে টাকা পাচার করে এদেশি রিক্রুটিং এজেন্সী"।

০২। ভিসা এটাশটেশন/ভেরিফিকেশনসহ শ্রম উইংয়ের কল্যাণমূলক কাজে যেন কোন অনিয়ম ও দুর্নীতি না হয় সে বিষয়ে শ্রম উইংয়ের কর্মকর্তাদের আরো যত্নবান হয়ে সতকর্তার সাথে দায়িত্ব পালন করা দরকার। এক্ষেত্রে শ্রম উইংয়ের বিভিন্ন কাজে কোথায় অনিয়ম ও দুর্নীতি হয় তা সত্বর চিহ্নিত করে তা রোধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে।

০৩। এমতাবস্থায়, শ্রম উইংয়ের অনিয়মসমূহ চিহ্নিত করত: তা প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং আরো স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতার সাথে কর্ম সম্পাদনের বিষয়ে শ্রম উইংকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো এবং তাঁর অধিক্ষেত্রে ভিসা ট্রেডিং এর সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা আগামী ১০ কার্য দিবসের মধ্যে প্রেরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যও অনুরোধ করা হলো।

(মোজাফ্ফর আহমেদ)
যুগ্মসচিব
ফোন: ৪৯৩৪৯৪২১
ই-মেইল: dsmission.probashi@gmail.com

বিতরণঃ মান্যবর রাষ্ট্রদূত/হাইকমিশনার/কনসাল জেনারেল, রিয়াদ, জেদ্দা, কাতার, ওমান, স্পেন, মিশর, জাপান, লিবিয়া, মিলান-ইতালি, জর্ডান, মালদ্বীপ, ব্রুনাই, সিঙ্গাপুর, মিশর, থাইল্যান্ড, রোম-ইতালি, দক্ষিণ কোরিয়া, আবুধাবি, দুবাই, কুয়েত গ্রীস, ইরাক, রাশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, জেনেভা, হংকং, বাহরাইন এবং মালয়েশিয়া।

অনুলিপি সদয় অবগতি ও কাযার্থে জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

০১। কাউন্সিলর (শ্রম)/১ম সচিব শ্রম/২য় সচিব (শ্রম), বাংলাদেশ দূতাবাস/কনস্যুলেট জেনারেল/হাইকমিশন, রিয়াদ জেদ্দা, কাতার, ওমান স্পেন, মিশর, জাপান, লিবিয়া, মিলান-ইতালি, জর্ডান, মালদ্বীপ, ব্রুনাই, সিঙ্গাপুর, মিশর, থাইল্যান্ড, রোম-ইতালি, দক্ষিণ কোরিয়া, আবুধাবি, দুবাই, কুয়েত, গ্রীস, ইরাক, রাশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, জেনেভা, হংকং বাহরাইন এবং মালয়েশিয়া।

০২। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।

০৩। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।

০৪। সিনিয়র সহকারী সচিব (সংসদ ও সমন্বয়), প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।

০৫। অতি: সচিব (মিশন ও কল্যাণ) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
ঢাকা

নং-এডি-বিএন্ডইসি-৮১৭১/এফএ,ইএ,ইডিএ/২০০৭ (পার্ট)/ তারিখ ঃ ১১/০৩/২০১২খ্রিঃ।

প্রেরক ঃ অজিত কুমার ঘোষ
পরিচালক (অর্থ)

প্রাপক ঃ প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা (পররাষ্ট্র বিষয়ক)
১ম ১২তলা সরকারি অফিস ভবন (৯ম তলা)
সেগুন বাগিচা, ঢাকা।

**বিষয় ঃ বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ মিশনসমূহে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বৈদেশিক ও আপ্যায়ন ভাতা পুনঃনির্ধারণ।**

সূত্রঃ অর্থ বিভাগের পত্র নং-অম/অবি/ব্যঃনিঃ-২/এম(৩৯)/অংশ-৩/২০০৮/৪২, ০১ মার্চ ২০১২।

জনাব,

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে আদিষ্ট হয়ে বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ মিশনসমূহে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বৈদেশিক ও আপ্যায়ন ভাতা নিউইয়র্ক-এ অবস্থিত বাংলাদেশের স্থায়ী মিশনের ভাতাকে ভিত্তি ধরে তা ৪০% বৃদ্ধির পর তার ওপর ইউএন ইনডেক্স প্রয়োগ করে বাংলাদেশের অন্যান্য মিশনের বৈদেশিক ও আপ্যায়ন ভাতার সামঞ্জস্য বিধান করে সকল মিশনের ভাতা মার্কিন ডলারে পুনঃনির্ধারণের সরকারি মঞ্জুরি জ্ঞাপন করছি।

২। বৈদেশিক ও আপ্যায়ন ভাতার পুনঃনির্ধারিত হার ০১ জানুয়ারী ২০১২ তারিখ থেকে কার্যকর হবে।

৩। এ আদেশ কার্যকরের পর বৈদেশিক ও আপ্যায়ন ভাতা নির্ধারণ সংক্রান্ত পূর্বের সকল আদেশ বাতিল বলে গণ্য হবে।

৪। বৈদেশিক ও আপ্যায়ন ভাতা সংক্রান্ত সকল ব্যয় মার্কিন ডলারে পরিশোধ করতে হবে।

৫। পুনঃনির্ধারিত বৈদেশিক ও আপ্যায়ন ভাতার মিশনভিত্তিক তালিকা এতদসঙ্গে সংযুক্ত করা হলো।

সংযুক্তি ঃ বর্ণনামতে।

অজিত কুমার ঘোষ
পরিচালক (অর্থ)

নং-এডি-বিএন্ডইসি-৮১৭১/এফএ,ইএ,ইডিএ/২০০৭ (পার্ট)/১২ তারিখ ঃ ১১/০৩/২০১২খ্রিঃ

অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট শাখাকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা (পররাষ্ট্র বিষয়ক)-এর নিকট পৃষ্ঠাংকন করে প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

অজিত কুমার ঘোষ
পরিচালক (অর্থ)

নং-অম/অবি/ব্যঃনিঃ-২/এস(৩৯)/অংশ-৩/২০০৮/৫২ তারিখ ঃ ১১/০৩/২০১২খ্রিঃ

পৃষ্ঠাংকন করা হলো এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা (পররাষ্ট্র বিষয়ক)-এর নিকট প্রেরণ করা হলো।

কাজী রাসেল পারভেজ

উপ-সচিব (ব্যয় নিয়ন্ত্রণ-২)
অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
ফোন ঃ ৭১৬১৬০২

নং-এডি-বিএন্ডইসি-৮১৭১/এফএ,ইএ,ইডিএ/২০০৭ (পার্ট)/১২ তারিখ ঃ ১১/০৩/২০১২খ্রিঃ

অনুলিপি সদয় অবগতির ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ঃ

১। বিদেশে অবস্থিত সংশ্লিষ্ট সকল বাংলাদেশ মিশন।

২। পরিচালক, দূতাবাস হিসাব নিরীক্ষা অফিস, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।

Revision of FA and EA of all Missions based on,40% increase of FA and EA of Bangladesh Permanent Mission to the UN, New York adjusted with UN Index

1. Bangladesh High Commission, Canberra, Australia

| Designation | Revised FA (US$) | Revised EA (US$) |
|---|---|---|
| Ambassador | 3053 | 1387 |
| Minister | 2333 | 832 |
| Counsellor | 2156 | 720 |
| First Secretary | 1796 | 553 |
| Second Secretary | 1615 | 333 |
| Third Secretary | 1347 | 278 |
| Attache | 1078 | 0 |
| Non-diplomatic staff | 987 | 0 |
| Driver897 | 0 | |
| Class-IV employee | 575 | 0 |

2. Bangladesh Embassy, Manama, Bahrain

| Designation | Revised FA (US$) | Revised EA (US$) |
|---|---|---|
| Ambassador | 2798 | 1271 |
| Minister | 2139 | 762 |
| Counsellor | 1976, | 660 |
| First Secretary | 1647 | 507 |
| Second Secretary | 148,0 | 305 |
| Third Secretary | 1235 | 255 |
| Attache | 988 | 0 |
| Non-diplomatic staff | 905 | 0 |
| Driver822 | 0 | |
| Class-IV employee | 527 | 0 |

3. Bangladesh Embassy, Brussels, Belgium

| Designation | Revised FA (US$) | Revised EA (US$) |
|---|---|---|
| Ambassador | 2883 | 1309 |
| Minister | 2203 | 785 |
| Counsellor | 2036 | 680 |
| First Secretary | 1696 | 523 |
| Second Secretary | 1525 | 314 |
| Third Secretary | 1272 | 267 |
| Attache | 1018 | 0 |
| Non-diplomatic staff | 932 | 0 |
| Driver847 | 0 | |
| Class-IV employee | 543 | 0 |

4. Bangladesh Embassy, Thimphu, Bhutan

| Designation | Revised FA (US$) | Revised EA (US$) |
|---|---|---|
| Ambassador | 2459 | 1117 |
| Minister | 1879 | 670 |
| Counsellor | 1737 | 580 |
| First Secretary | 1447 | 446 |
| Second Secretary | 1301 | 268 |
| Third Secretary | 1085 | 224 |
| Attaché | 868 | 0 |
| Non-diplomatic staff | 795 | 0 |
| Driver722 | 0 | |
| Class-IV employee | 463 | 0 |

5. Bangladesh High Commission, Bandar Seri Begawan, Brunei

| Designation | Revised FA (US$) | Revised EA (US$) |
|---|---|---|
| Ambassador | 2516 | 1143 |
| Minister | 1923 | 685 |
| Counsellor | 1777 | 593 |
| First Secretary | 1480 | 456 |
| Second Secretary | 1331 | 274 |
| Third Secretary | 1110 | 229 |
| Attache | 888 | 0 |
| Non-diplomatic staff | 814 | 0 |
| Driver739 | 0 | |
| Class-IV employee | 473 | 0 |

6. Bangladesh High Commission, Ottawa, Canada

| Designation | Revised FA (US$) | Revised EA (US$) |
|---|---|---|
| Ambassador | 2968 | 1348 |
| Minister | 2268 | 809 |
| Counsellor | 2096 | 700 |
| First Secretary | 1746 | 538 |
| Second Secretary | 1570 | 323 |
| Third Secretary | 1310 | 270 |
| Attaché | 1048 | 0 |
| Non-diplomatic staff | 960 | 0 |
| Driver872 | 0 | |
| Class-IV employee | 559 | 0 |

7. Bangladesh Embassy, Beijing, China

| Designation | Revised FA (US$) | Revised EA (US$) |
|---|---|---|
| Ambassador | 2714 | 1232 |
| Minister | 2074 | 739 |
| Counsellor | 1917 | 640 |
| First Secretary | 1597 | 492 |
| Second Secretary | 1435 | 296 |
| Third Secretary | 1198 | 247 |
| Attaché | 958 | 0 |
| Non-diplomatic staff | 878 | 0 |
| Driver797 | 0 | |
| Class-IV employee | 511 | 0 |

8. Bangladesh Consulate General, Hong Kong, China

| Designation | Revised FA (US$) | Revised EA (US$) |
|---|---|---|
| Minister | 2052 | 732 |
| Counsellor | 1897 | 633 |
| First Secretary | 1580 | 487 |
| Second Secretary | 1420 | 293 |
| Third Secretary | 1185 | 245 |
| Attache | 948 | 0 |
| Non-diplomatic staff | 868 | 0 |
| Driver789 | 0 | |
| Class-IV employee | 505 | 0 |

9. Bangladesh Embassy, Cairo, Egypt

| Designation | Revised FA (US$) | Revised EA (US$) |
|---|---|---|
| Ambassador | 2403 | 1091 |
| Minister | 1836 | 655 |
| Counsellor | 1697 | 566 |
| First Secretary | 1414 | 436 |
| Second Secretary | 1271 | 262 |
| Third Secretary | 1060 | 219 |
| Attaché | 848 | 0 |
| Non-diplomatic staff | 777 | 0 |
| Driver706 | 0 | |
| Class-IV employee | 452 | 0 |

10. Bangladesh Embassy, Paris, France

| Designation | Revised FA (US$) | Revised EA (US$) |
|---|---|---|
| Ambassador | 2996 | 136 |
| Minister | 2290 | 816 |
| Counsellor | 2116 | 706 |
| First Secretary | 1763 | 543 |
| Second Secretary | 1585 | 326 |
| Third Secretary | 1322 | 273 |
| Attaché | 1058 | 0 |
| Non-diplomatic staff, | 969 | 0 |
| Driver880 | 0 | |
| Class-IV employee | 564 | 0 |

11. Bangladesh Embassy, Berlin, Germany

| Designation | Revised FA (US$) | Revised EA (US$) |
|---|---|---|
| Ambassador | 2827 | 1284 |
| Minister | 2160 | 770 |
| Counsellor | 1996 | 666 |
| First Secretary | 1663 | 512 |
| Second Secretary | 1495 | 308 |
| Third Secretary | 1247 | 258 |
| Attaché | 998 | 0 |
| Non-diplomatic staff | 914 | 0 |
| Driver | 830 | 0 |
| Class-IV employee | 532 | 0 |

12. Bangladesh Embassy, Athens, Greece

| Designation | Revised FA (US$) | Revised EA (US$) |
|---|---|---|
| Ambassador | 2629 | 1194 |
| Minister | 2009 | 716 |
| Counsellor | 1857 | 620 |
| First Secretary | 1547 | 477 |
| Second Secretary | 1391 | 286 |
| Third Secretary | 1160 | 240 |
| Attaché | 928 | 0 |
| Non-diplomatic staff | 850 | 0 |
| Driver | 772 | 0 |
| Class-IV employee | 495 | 0 |

13. Bangladesh Embassy, Tehran, Iran

| Designation | Revised FA (US$) | Revised EA (US$) |
|---|---|---|
| Ambassador | 2572 | 1168 |
| Minister | 1966 | 701 |
| Counsellor | 1817 | 606 |
| First Secretary | 1514 | 466 |
| Second Secretary | 1361 | 280 |
| Third Secretary | 1135 | 234 |
| Attaché- | 908 | 0 |
| Non-diplomatic staff | 832 | 0 |
| Driver755 | 0 | |
| Class-IV employee | 484 | 0 |

14. Bangladesh Embassy, Baghdad, Iraq

| Designation | Revised FA (US$) | Revised EA (US$) |
|---|---|---|
| Ambassador | 2629 | 1194 |
| Minister | 2009 | 716 |
| Counsellor | 1857 | 620 |
| First Secretary | 1547 | 477 |
| Second Secretary | 1391 | 286 |
| Third Secretary | 1160 | 240 |
| Attaché | 928 | 0 |
| Non-diplomatic staff | 850 | 0 |
| Driver772 | 0 | |
| Class-IV employee | 495 | 0 |

15. Bangladesh High Commission, New Delhi, India

| Designation | Revised FA (US$) | Revised EA (US$) |
|---|---|---|
| Ambassador | 243.1 | 1104 |
| Minister | 1858 | 662 |
| Counsellor | 1717 | 573 |
| First Secretary | 1430 | 441 |
| Second Secretary | 1286 | 265 |
| Third Secretary | 1073 | 222 |
| Attache | 858 | 0 |
| Non-diplomatic staff | 786 | 0 |
| Driver714 | 0 | |
| Class-IV employee | 458 | 0 |

16. Bangladesh Deputy High Commission, Kolkata, India

| Designation | Revised FA (US$) | Revised EA (US$) |
|---|---|---|
| Minister | 1858 | 662 |
| Counsellor | 1717 | 573 |
| First Secretary | 1430 | 441 |
| Second Secretary | 1286 | 265 |
| Third Secretary | 1073 | 222 |
| Attache | 858 | 0 |
| Non-diplomatic staff | 786 | 0 |
| Driver714 | | 0 |
| Class-IV employee | 458 | 0 |

17. Bangladesh Assistant High Commission/Visa Office, Agartala, India

| Designation | Revised FA (US$) | Revised EA (US$) |
|---|---|---|
| Minister | 1858 | 662 |
| CounSenor | 1717 | 573 |
| First Secretary | 1430 | 441 |
| Second Secretary | 1286 | 265 |
| Third Secretary | 1073 | 222 |
| Attaché | 858 | 0 |
| Non-diplomatic staff | 786 | 0 |
| Driver714 | 0 | |
| Class-IV employee | 458 | 0 |

18. Bangladesh Embassy, Jakarta, Indonesia

| Designation | Revised FA (US$) | Revised EA (US$) |
|---|---|---|
| Ambassador | 2714 | 1232 |
| Minister | 2074 | 739 |
| Counsellor | 1917 | 640 |
| First Secretary | 1597 | 492 |
| Second Secretary | 1455 | 296 |
| Third Secretary | 1198 | 247 |
| Attaché | 958 | 0 |
| Non-diplomatic staff | 878 | 0 |
| Driver797 | 0 | |
| Class-IV employee | 511 | 0 |

19. Bangladesh Embassy, Rome, Italy

| Designation | Revised FA (US$) | Revised EA (US$) |
|---|---|---|
| Ambassador | 2911 | 1322 |
| Minister | 2225 | 793 |
| CoUnsellor | 2056 | 686 |
| First Secretary | 1713 | 528 |
| Sebond Secretary | 1540 | 317 |
| Third Secretary | 1285 | 265 |
| AtfaChle ' | 1028 | 0 |
| Non-diplomatic staff | 942 | 0 |
| Driver855 | 0 | |
| Class-IV employee | 548 | 0 |

20. Bangladesh Consulate General, Milan, Italy

| Designation | Revised FA (US$) | Revised EA (US$) |
|---|---|---|
| Minister | 2225 | 793 |
| CdUnsellor | 2056 | 686 |
| First Secretary | 1713 | 528 |
| Second Secretary | 1540 | 317 |
| Third Secretary | 1285 | 265 |
| Attaché | 1028 | 0 |
| Non-diplomatic staff | 942 | 0 |
| Driver | 855 | 0 |
| Class-IV employee | 548 | 0 |

21. Bangladesh Embassy, Tokyo, Japan

| Designation | Revised FA (US$) | Revised EA (US$) |
|---|---|---|
| Ambassador | 3420 | 153 |
| Minister | 2614 | 932 |
| Counsellor | 2416 | 806 |
| First Secretary | 2012 | 620 |
| Second Secretary | 1809 | 373 |
| Third Secretary | 1509 | 312 |
| Attaché | 1208 | 0 |
| Non-diplomatic staff | 1106 | 0 |
| Driver1005 | 0 | |
| Class-IV employee | 644 | 0 |

22. Bangladesh Embassy, Amman, Jordan

| Designation | Revised FA (US$) | Revised EA (US$) |
|---|---|---|
| Ambassador | 2516 | 1143 |
| Minister | 1923 | 685 |
| Counsellor | 1777 | 593 |
| First Secretary | 1480 | 456 |
| Second Secretary | 1331 | 274 |
| Third Secretary | 1110 | 229 |
| Attaché | 888 | 0 |
| Non-diplomatic staff | 814 | 0 |
| Driver | 739 | 0 |
| Class-IV employee | 473 | 0 |

23. Bangladesh Embassy, Nairobi, Kenya

| Designation | Revised FA (US$) | Revised EA (US$) |
|---|---|---|
| Ambassador | 2374 | 1078 |
| Minister | 1815 | 647 |
| Counsellor | 1677 | 560 |
| First Secretary | 1397 | 430 |
| Second Secretary | 1256 | 259 |
| Third Secretary | 1048 | 216 |
| Attaché | 838 | 0 |
| Non-diplomatic staff | 768 | 0 |
| Driver | 697 | 0 |
| Class-IV employee | 447 | 0 |

24. Bangladesh Embassy, Kuwait

| Designation | Revised FA (US$) | Revised EA (US$) |
|---|---|---|
| Ambassador | 2572 | 1168 |
| Minister | 1966 | 701 |
| Counsellor | 1817 | 606 |
| First Secretary | 1514 | 466 |
| Second Secretary | 1361 | 280 |
| Third Secretary | 1135 | 234 |
| Attaché | 908 | 0 |
| Non-diplomatic staff | 832 | 0 |
| Driver | 755 | 0 |
| Class-IV employee | 484 | 0 |

25. Bangladesh Embassy, Tripoli, Libya

| Designation | Revised FA (US$) | Revised EA (US$) |
|---|---|---|
| Ambassador | 2374 | 1078 |
| Minister | 1815 | 647 |
| Counsellor | 1677 | 560 |
| First Secretary | 1397 | 430 |
| Second Secretary | 1256 | 259 |
| Third Secretary | 1048 | 216 |
| Attache | 838 | 0 |
| Non-diplomatic staff | 768 | 0 |
| Driver697 | 0 | |
| Class-IV employee | 447 | 0 |

26. Bangladesh High Commission, Kuala Lumpur, Malaysia

| Designation | Revised FA (US$) | Revised EA (US$) |
|---|---|---|
| Ambassador | 2403 | 1091 |
| Minister | 1836 | 655 |
| Counsellor | 1697 | 566 |
| First Secretary | 1414 | 436 |
| Second Secretary | 1 271 | 262 |
| Third Secretary | 1060 | 219 |
| Attache | 848 | 0 |
| Non-diplomatic staff | 777 | 0 |
| Driver706 | 0 | |
| Class-IV employee | 452 | 0 |

27. Bangladesh High Commission, Male, Maldives

| Designation | Revised FA (US$) | Revised EA (US$) |
|---|---|---|
| Ambassador | 2459 | 1117 |
| Minister | 1879 | 670 |
| Counsellor | 1737 | 580 |
| First Secretary | 1447 | 446 |
| Second Secretary | 1301 | 268 |
| Third Secretary | 1085 | 224 |
| Attaché | 868 | 0 |
| Non-diplomatic staff | 795 | 0 |
| Driver | 722 | 0 |
| Class-IV employee | 463 | 0 |

28. Bangladesh Embassy, Rabat, Morocco

| Designation | Revised FA (US$) | Revised EA (US$) |
|---|---|---|
| Ambassador | 2346 | 1066 |
| Minister | 1793 | 639 |
| Counsellor | 1657 | 553 |
| First Secretary | 1380 | 425 |
| Second Secretary | 1241 | 256 |
| Third Secretary | 1035 | 214 |
| Attache | 829 | 0 |
| Non-diplomatic staff | 759 | 0 |
| Driver689 | 0 | |
| Class-IV employee | 442 | 0 |

29. Bangladesh Embassy, Yangon, Myanmar

| Designation | Revised FA (US$) | Revised EA (US$) |
|---|---|---|
| Ambassador | 2572 | 1168 |
| Minister | 1966 | 701 |
| Counsellor | 1817 | 606 |
| First Secretary | 1514 | 466 |
| Second Secretary | 1361 | 280 |
| Third Secretary | 1135 | 234 |
| Attaché | 908 | 0 |
| Non-diplomatic staff | 832 | 0 |
| Driver755 | 0 | |
| Class-IV employee | 484 | 0 |

30. Bangladesh Consulate, Sittwe, Myanmar

| Designation | Revised FA (US$) | Revised EA (US$) |
|---|---|---|
| Minister | 1966 | 701 |
| Counsellor | 1817 | 606 |
| First Secretary | 1514 | 466 |
| Second Secretary | 1361 | 280 |
| Third Secretary | 1135 | 234 |
| Attaché | 908 | 0 |
| Non-diplomatic staff | 832 | 0 |
| Driver | 755 | 0 |
| Class-IV employee | 484 | 0 |

31. Bangladesh Embassy, Kathmandu, Nepal

| Designation | Revised FA (US$) | Revised EA (US$) |
|---|---|---|
| Ambassador | 2487 | 1130 |
| Minister | 1901 | 678 |
| Counsellor | 1757 | 586 |
| First Secretary | 1464 | 451 |
| Second. Secretary | 1316 | 271 |
| Third Secretary | 1098 | 227 |
| Attaché | 878 | 0 |
| Non-diplomatic staff | 804 | 0 |
| Driver731 | 0 | |
| Class-IV employee | 468 | 0 |

32. Bangladesh Embassy, The Hague, Netherlands

| Designation | Revised FA (US$) | Revised EA (US$) |
|---|---|---|
| Ambassador | 2827 | 1284 |
| Minister | 2160 | 770 |
| Counsellor | 1996 | 666 |
| First Secretary | 1663 | 512 |
| Second Secretary | 1495 | 308 |
| Third Secretary | 1247 | 258 |
| Attaché | 998 | 0 |
| Non-diplomatic staff | 914 | 0 |
| Driver | 830 | 0 |
| Class-IV employee | 532 | 0 |

33. Bangladesh Embassy, Muscat, Oman

| Designation | Revised FA (US$) | Revised EA (US$) |
|---|---|---|
| Ambassador | 2459 | 1117 |
| Minister | 1879 | 670 |
| Counsellor | 1737 | 580 |
| First Secretary | 1447 | 446 |
| Second Secretary | 1301 | 268 |
| Third Secretary | 1085 | 224 |
| Attaché | 868 | 0 |
| Non-diplomatic staff | 795 | 0 |
| Driver | 722 | 0 |
| Class-IV employee | 463 | 0 |

34. Bangladesh High Commission, Islamabad, Pakistan

| Designation | Revised FA (US$) | Revised EA (US$) |
|---|---|---|
| Ambassador | 2431 | 1104 |
| Minister | 1858 | 662 |
| Counsellor | 1717 | 573 |
| First Secretary | 1430 | 441 |
| Second Secretary | 1286 | 265 |
| Third Secretary | 1073 | 222 |
| Attaché | 858 | 0 |
| Non-diplomatic staff | 786 | 0 |
| Driver | 714 | 0 |
| Class-IV employee | 458 | 0 |

35. Bangladesh Deputy High Commission, Karachi, Pakistan

| Designation | Revised FA (US$) | Revised EA (US$) |
|---|---|---|
| Minister | 1858 | 662 |
| Counsellor | 1717 | 573 |
| First Secretary | 1430 | 441 |
| Second Secretary | 1286 | 265 |
| Third Secretary | 1073 | 222 |
| Attaché | 858 | 0 |
| Non-diplomatic staff | 786 | 0 |
| Driver | 714 | 0 |
| Class-IV employee | 458 | 0 |

36. Bangladesh Embassy, Manila, Philippines

| Designation | Revised FA (US$) | Revised EA (US$) |
|---|---|---|
| Ambassador | 2657 | 1207 |
| Minister | 2031 | 724 |
| Counsellor | 1877 | 626 |
| First Secretary | 1563 | 482 |
| Second Secretary | 1405 | 290 |
| Third Secretary | 1173 | 242 |
| Attaché | 938 | 0 |
| Non-diplomatic staff | 859 | 0 |
| Driver | 780 | 0 |
| Class-IV employee | 500 | 0 |

37. Bangladesh Embassy, Doha, Qatar

| Designation | Revised FA (US$) | Revised EA (US$) |
|---|---|---|
| Ambassador | 2600 | 1181 |
| Minister | 1987 | 708 |
| Counsellor | 1837 | 613 |
| First Secretary | 1530 | 471 |
| Second Secretary | 1376 | 283 |
| Third Secretary | 1148 | 237 |
| Attache | 918 | 0 |
| Non-diplomatic staff | 841 | 0 |
| Driver764 | 0 | |
| Class-IV employee | 489 | 0 |

38. Bangladesh Embassy, Moscow, Russian Federation

| Designation | Revised FA (US$) | Revised EA (US$) |
|---|---|---|
| Ambassador | 2968 | 1348 |
| Minister | 2268 | 809 |
| Counsellor | 2096 | 700 |
| First Secretary | 1746 | 538 |
| Second Secretary | 1570 | 323 |
| Third Secretary | 1310 | 270 |
| Attache | 1048 | 0 |
| Non-diplomatic staff | 960 | 0 |
| Driver872 | 0 | |
| Class-IV employee | 559 | 0 |

39. Bangladesh Embassy, Riyadh, Saudi Arabia

| Designation | Revised FA (US$) | Revised EA (US$) |
|---|---|---|
| Ambassador | 2403 | 1091 |
| Minister | 1836 | 655 |
| Counsellor | 1697 | 566 |
| First Secretary | 1414 | 436 |
| Second Secretary | 1271 | 262 |
| Third Secretary | 1060 | 219 |
| Attaché | 848 | 0 |
| Non-diplomatic staff | 777 | 0 |
| Driver | 706 | 0 |
| Class-IV employee | 452 | 0 |

40. Bangladesh Consulate General, Jeddah, Saudi Arabia

| Designation | Revised FA (US$) | Revised EA (US$) |
|---|---|---|
| Minister | 1836 | 655 |
| Counsellor | 1697 | 566 |
| First Secretary | 1414 | 436 |
| Second Secretary | 1271 | 262 |
| Third Secretary | 1060 | 219 |
| Attaché | 848 | 0 |
| Non-diplomatic staff | 777 | 0 |
| Driver | 706 | 0 |
| Class-IV employee | 452 | 0 |

41. Bangladesh High Commission, Singapore

| Designation | Revised FA (US$) | Revised EA (US$) |
|---|---|---|
| Ambassador | 2714 | 1232 |
| Minister | 2074 | 739 |
| Counsellor | 1917 | 640 |
| First Secretary | 1597 | 492 |
| Second Secretary | 1435 | 296 |
| Third Secretary | 1198 | 247 |
| Attaché | 958 | 0 |
| Non-diplomatic staff | 878 | 0 |
| Driver | 797 | 0 |
| Class-IV employee | 511 | 0 |

42. Bangladesh Embassy, Pretoria, South Africa

| Designation | Revised FA (US$) | Revised EA (US$) |
|---|---|---|
| Ambassador | 2431 | 1104 |
| Minister | 1858 | 662 |
| Counsellor | 1717 | 573 |
| First Secretary | 1430 | 441 |
| Second Secretary | 1286 | 265 |
| Third Secretary | 1073 | 222 |
| Attaché | 858 | 0 |
| Non-diplomatic staff | 786 | 0 |
| Driver714 | 0 | |
| Class-1V employee | 458 | 0 |

43. Bangladesh Embassy, Seoul, South Korea

| Designation | Revised FA (US$) | Revised EA (US$) |
|---|---|---|
| Ambassador | 2629 | 1194 |
| Minister | 2009 | 716 |
| Counsellor | 107 | 620 |
| First Secretary | 1547 | 477 |
| Second Secretary | 1391 | 286 |
| Third Secretary | 1160 | 240 |
| Attaché | 928 | 0 |
| Non-diplomatic staff | 850 | 0 |
| Driver772 | 0 | |
| Class-1V employee | 495 | 0 |

44. Bangladesh Embassy, Madrid, Spain

| Designation | Revised FA (US$) | Revised EA (US$) |
|---|---|---|
| Ambassador | 2714 | 1232 |
| Minister | 2074 | 739 |
| Counsellor | 1917 | 640 |
| First Secretary | 1597 | 492 |
| Second Secretary | 1435 | 296 |
| Third Secretary | 1198 | 247 |
| Attaché | 958 | 0 |
| Non-diplomatic staff | 878 | 0 |
| Driver797 | 0 | |
| Class-IV employee | 511 | 0 |

45. Bangladesh High Commission, Colombo, Sri Lanka

| Designation | Revised FA (US$) | Revised EA (US$) |
|---|---|---|
| Ambassador | 2572 | 1168 |
| Minister | 1966 | 701 |
| Counsellor | 1817 | 606 |
| First Secretary | 1514 | 466 |
| Second Secretary | 1361 | 280 |
| Third Secretary | 1135 | 234 |
| Attaché | 908 | 0 |
| Non-diplomatic staff | 832 | 0 |
| Driver | 755 | 0 |
| Class-1V employee | 484 | 0 |

46. Bangladesh Embassy, Stockholm, Sweden

| Designation | Revised FA (US$) | Revised EA (US$) |
|---|---|---|
| Ambassador | 2827 | 1284 |
| Minister | 2160 | 770 |
| Counsellor | 1996 | 666 |
| First Secretary | 1663 | 512 |
| Second Secretary | 1495 | 308 |
| Third Secretary | 1247 | 258 |
| Attaché | 998 | 0 |
| Non-diplomatic staff | 914 | 0 |
| Driver | 830 | 0 |
| Class-IV employee | 532 | 0 |

47. Bangladesh Permanent Mission to the UN Offices, Geneva, Switzerland

| Designation | Revised FA (US$) | Revised EA (US$) |
|---|---|---|
| Ambassador | 3392 | 1541 |
| Minister | 2592 | 924 |
| Counsellor | 2396 | 800 |
| First Secretary | 1996 | 615 |
| Second Secretary | 1794 | 370 |
| Third Secretary | 1497 | 309 |
| Attaché | 1198 | 0 |
| Non-diplomatic staff | 1097 | 0 |
| Driver | 996 | 0 |
| Class-IV employee | 638 | 0 |

48. Bangladesh High Commission, Colombo, Sri Lanka

| Designation | Revised FA (US$) | Revised EA (US$) |
|---|---|---|
| Ambassador | 2516 | 1143 |
| Minister | 1923 | 685 |
| Counsellor | 1777 | 593 |
| First Secretary | 1480 | 456 |
| Second Secretary | 1331 | 274 |
| Third Secretary | 1110 | 229 |
| Attaché | 888 | 0 |
| Non-diplomatic staff | 814 | 0 |
| Driver | 739 | 0 |
| Class-1V employee | 473 | 0 |

49. Bangladesh Embassy, Ankara, Turkey

| Designation | Revised FA (US$) | Revised EA (US$) |
|---|---|---|
| Ambassador | 2459 | 1117 |
| Minister | 1879 | 670 |
| Counsellor | 1737 | 580 |
| First Secretary | 1447 | 446 |
| Second Secretary | 1301 | 268 |
| Third Secretary | 1085 | 224 |
| Attaché | 868 | 0 |
| Non-diplomatic staff | 795 | 0 |
| Driver | 722 | 0 |
| Class-IV employee | 463 | 0 |

50. Bangladesh Embassy, Abu Dhabi, UAE

| Designation | Revised FA (US$) | Revised EA (US$) |
|---|---|---|
| Ambassador | 2685 | 1220 |
| Minister | 2052 | 732 |
| Counsellor | 1897 | 633 |
| First Secretary | 1500 | 487 |
| Second Secretary | 1420 | 293 |
| Third Secretary | 1185 | 245 |
| Attaché | 948 | 0 |
| Non-diplomatic staff | 868 | 0 |
| Driver789 | 0 | |
| Class-IV employee | 505 | 0 |

51. Bangladesh Consulate General, Dubai, UAE

| Designation | Revised FA (US$) | Revised EA (US$) |
|---|---|---|
| Minister | 2052 | 732 |
| Counsellor | 1897 | 633 |
| First Secretary | 1580 | 487 |
| Second Secretary | 1420 | 293 |
| Third Secretary | 1185 | 245 |
| Attaché | 948 | 0 |
| Non-diplomatic staff | 868 | 0 |
| Driver | 789 | 0 |
| Class-1V employee | 505 | 0 |

52. Bangladesh High Commission, London, UK

| Designation | Revised FA (US$) | Revised EA (US$) |
|---|---|---|
| Ambassador | 2940 | 1335 |
| Minister | 2247 | 801 |
| Counsellor | 2076 | 693 |
| First Secretary | 1730 | 533 |
| Second Secretary | 1555 | 320 |
| Third Secretary | 1297 | 268 |
| Attaché | 1038 | 0 |
| Non-diplomatic staff | 951 | 0 |
| Driver863 | 0 | |
| Class-IV employee | 553 | 0 |

53. Bangladesh Assistant High Commission, Birmingham, UK

| Designation | Revised FA (US$) | Revised EA (US$) |
|---|---|---|
| Minister | 2247 | 801 |
| Counsellor | 2076 | 693 |
| First Secretary | 1730 | 533 |
| Second Secretary | 1555 | 320 |
| Third Secretary | 1297 | 268 |
| Attache | 1038 | 0 |
| Non-diplomatic staff | 951 | 0 |
| Driver863 | 0 | |
| Class-IV employee | 553 | 0 |

54. Bangladesh Assistant High Commission, Manchester, UK

| Designation | Revised FA (US$) | Revised EA (US$) |
|---|---|---|
| Minister | 2247 | 801 |
| Counsellor | 2076 | 693 |
| First Secretary | 1730 | 533 |
| Second Secretary | 1555 | 320 |
| Third Secretary | 1297 | 268 |
| Attache | 1038 | 0 |
| Non-diplomatic staff | 951 | 0 |
| Driver863 | 0 | |
| Class-IV employee | 553 | 0 |

55. Bangladesh Permanent Mission to the UN, New York, USA

| Designation | Revised FA (US$) | Revised EA (US$) |
|---|---|---|
| Ambassador | 2827 | 1284 |
| Minister | 2160 | 770 |
| Counsellor | 1996 | 666 |
| First Secretary | 1663 | 512 |
| Second Secretary | 1495 | 308 |
| Third Secretary | 1247 | 258 |
| Attache | 99B | 0 |
| Non-diplomatic staff | 914 | 0 |
| Driver830 | 0 | |
| Class-IV employee | 532 | 0 |

56. Bangladesh Embassy, Washington, USA

| Designation | Revised FA (US$) | Revised EA (US$) |
|---|---|---|
| Ambassador | 2685 | 1220 |
| Minister | 2052 | 732 |
| Counsellor | 1897 | 633 |
| First Secretary | 1580 | 487 |
| Second Secretary | 1420 | 293 |
| Third Secretary | 1185 | 245 |
| Attaché | 948 | 0 |
| Non-diplomatic staff | 868 | 0 |
| Driver789 | 0 | |
| Class-IV employee | 505 | 0 |

57. Bangladesh Consulate General, Los Angeles, USA

| Designation | Revised FA (US$) | Revised EA (US$) |
|---|---|---|
| Minister | 2052 | 732 |
| Counsellor | 1897 | 633 |
| First Secretary | 1580 | 487 |
| Second Secretary | 1420 | 293 |
| Third Secretary | 1185 | 245 |
| Attaché | 948 | 0 |
| Non-diplomatic staff | 868 | 0 |
| Driver789 | 0 | |
| Class-IV employee | 505 | 0 |

58. Bangladesh Consulate General, New York, USA

| Designation | Revised FA (US$) | Revised EA (US$) |
|---|---|---|
| Minister | 2160 | 770 |
| Counsellor | 1996 | 666 |
| First Secretary | 1663 | 512 |
| Second Secretary | 1495 | 308 |
| Third Secretary | 4247 | 256 |
| Attaché | 998 | 0 |
| Non-diplomatic staff | 914 | 0 |
| Driver | 830 | 0 |
| Class-IV employee | 532 | 0 |

59. Bangladesh Embassy, Hanoi, Vietnam

| Designation | Revised FA (US$) | Revised EA (US$) |
|---|---|---|
| Ambassador | 2346 | 1066 |
| Minister | 1793 | 639 |
| Counsellor | 1657 | 553 |
| First Secretary | 1380 | 425 |
| Second Secretary | 1241 | 256 |
| Third Secretary | 1035 | 214 |
| Attaché | 829 | 0 |
| Non-diplomatic staff | 759 | 0 |
| Driver | 689 | 0 |
| Class-IV employee | 442 | 0 |

60. Bangladesh Embassy, Kabul, Afghanistan

| Designation | Revised FA (US$) | Revised EA (US$) |
|---|---|---|
| Ambassador | 2346 | 1066 |
| Minister | 1793 | 639 |
| Counsellor | 1657 | 553 |
| First Secretary | 1380 | 425 |
| Second Secretary | 1241 | 256 |
| Third Secretary | 1035 | 214 |
| Attache | 829 | 0 |
| Non-diplomatic staff | 759 | 0 |
| Driver | 689 | 0 |
| Class-IV employee | 442 | 0 |

61. Bangladesh Embassy, Kabul, Afghanistan

| Designation | Revised FA (US$) | Revised EA (US$) |
|---|---|---|
| Ambassador | 2657 | 1207 |
| Minister | 2031 | 724 |
| Counsellor | 1877 | 626 |
| First Secretary | 1563 | 482 |
| Second Secretary | 1405 | 290 |
| Third Secretary | 1173 | 242 |
| Attaché | 938 | 0 |
| Non-diplomatic staff | 859 | 0 |
| Driver780 | 0 | |
| Class-IV employee | 500 | 0 |

62 Bangladesh Embassy, Freetown, Sierra Leon

| Designation | Revised FA (US$) | Revised EA (US$) |
|---|---|---|
| Ambassador | 2714 | 1232 |
| Minister | 2074 | 739 |
| Counsellor | 1917 | 640 |
| First Secretary | 1597 | 492 |
| Second Secretary | 1435 | 296 |
| Third Secretary | 1198 | 247 |
| Attaché | 958 | 0 |
| Non-diplomatic staff. | 878 | 0 |
| Driver797 | 0 | |
| Class-IV employee | 511 | 0 |

63. Bangladesh Embassy, Khartoum, Sudan

| Designation | Revised FA (US$) | Revised EA (US$) |
|---|---|---|
| Ambassador | 2685 | 1220 |
| Minister | 2052 | 732 |
| Counsellor | 1897 | 633 |
| First Secretary | 1580 | 487 |
| Second Secretary | 1420 | 293 |
| Third Secretary | 1185 | 245 |
| Attaché | 948 | 0 |
| Non-diplomatic staff | 868 | 0 |
| Driver789 | 0 | |
| Class-IV employee | 505 | 0 |

64. Bangladesh  Embassy, Brasilia, Brazil

| Designation | Revised FA (US$) | Revised EA (US$) |
|---|---|---|
| Ambassador | 3166 | 1438 |
| Minister | 2419 | 862 |
| Counsellor | 2236 | 746 |
| First Secretary | 1863 | 574 |
| Second Secretary | 1675 | 345 |
| Third Secretary | 1397 | 289 |
| Attache | 1118 | 0 |
| Non-diplomatic staff | 1024 | 0 |
| Driver930 | 0 | |
| Class-IV employee | 596 | 0 |

65. Bangladesh Embassy, Mexico City, Mexico

| Designation | Revised FA (US$) | Revised EA (US$) |
|---|---|---|
| Ambassador | 2487 | 1130 |
| Minister | 1901 | 678 |
| Counsellor | 1757 | 586 |
| First Secretary | 1464 | 451 |
| Second Secretary | 1316 | 271 |
| Third Secretary | 1098 | 227 |
| Attaché | 878 | 0 |
| Non-diplomatic staff | 804 | 0 |
| Driver731 | 0 | |
| Class-IV employee | 468 | 0 |

66. Bangladesh Embassy, Lisbon, Portugal

| Designation | Revised FA (US$) | Revised EA (US$) |
|---|---|---|
| Ambassador | 2657 | 1207 |
| Minister | 2031 | 724 |
| Counsellor | 1877 | 626 |
| First Secretary | 1563 | 482 |
| Second Secretary | 1405 | 290 |
| Third Secretary | 1173 | 242 |
| Attache | 938 | 0 |
| Non-diplomatic staff | 859 | 0 |
| Driver780 | 0 | |
| Class-IV employee | 500 | 0 |

67. Bangladesh Embassy, Beirut, Lebanon

| Designation | Revised FA (US$) | Revised EA (US$) |
|---|---|---|
| Ambassador | 2657 | 1207 |
| Minister | 2031 | 724 |
| Counsellor | 1877 | 626 |
| First Secretary | 1563 | 482 |
| Second Secretary | 1405 | 290 |
| Third Secretary | 1173 | 242 |
| Attaché | 938 | 0 |
| Non-diplomatic staff | 859 | 0 |
| Driver780 | 0 | |
| Class-IV employee | 500 | 0 |

68. Bangladesh Embassy, Port Louis, Mauritius

| Designation | Revised FA (US$) | Revised EA (US$) |
|---|---|---|
| Ambassador | 2572 | 1168 |
| Minister | 1966 | 701 |
| Counsellor | 1817 | 606 |
| First Secretary | 1514 | 466 |
| Second Secretary | 1361 | 280 |
| Third Secretary | 1135 | 234 |
| Attaché | 908 | 0 |
| Non-diplomatic staff | 832 | 0 |
| Driver755 | 0 | |
| Class-IV employee | 484 | 0 |

69. Bangladesh Consulate General, Kunming, China

| Designation | Revised FA (US$) | Revised EA (US$) |
|---|---|---|
| Minister | 2074 | 739 |
| Counsellor | 1917 | 640 |
| First Secretary | 1597 | 492 |
| Second Secretary | 1435 | 296 |
| Third Secretary | 1198 | 247 |
| Attaché | 958 | 0 |
| Non-diplomatic staff | 878 | 0 |
| Driver | 797 | 0 |
| Class-IV employee | 511 | 0 |

70. Bangladesh Deputy High Commission, Mumbai, India

| Designation | Revised FA (US$) | Revised EA (US$) |
|---|---|---|
| Minister | 1858 | 662 |
| Counsellor | 1717 | 573 |
| First Secretary | 1430 | 441 |
| Second Secretary | 1286 | 265 |
| Third Secretary | 1073 | 222 |
| Attaché | 858 | 0 |
| Non-diplomatic staff | 786 | 0 |
| Driver | 714 | 0 |
| Class-IV employee | 458 | 0 |

71. Mission: Bangladesh Consulate General, Istanbul, Ankara

| Designation | Revised FA (US$) | Revised EA (US$) |
|---|---|---|
| Minister | 1879 | 670 |
| Counsellor | 1737 | 580 |
| First Secretary | 1447 | 446 |
| Second Secretary | 1301 | 268 |
| Third Secretary | 1085 | 224 |
| Attaché | 868 | 0 |
| Non-diplomatic staff | 795 | 0 |
| Driver | 722 | 0 |
| Class-IV employee | 463 | 0 |

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
বাজেট শাখা
ঢাকা।

এডি-বিএন্ডইসি-৮১৭৩/রুলস/২০০৬/১৬ তারিখ ঃ ২৭ জুলাই, ২০১১খ্রিঃ

প্রেরক ঃ মৌসুমী অয়েছ
সিনিয়র সহকারী সচিব (বাজেট)

প্রাপক ঃ প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা
পররাষ্ট্র বিষয়ক, সেগুনবাগিচা,
ঢাকা।

**বিষয় ঃ মন্ত্রণালয় হতে বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহে, মিশন হতে মন্ত্রণালয়ে এবং মিশন হতে মিশনে বদলিজনিত কারণে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিভিন্ন রুটের ব্যক্তিগত মালামাল পরিবহন খরচ ১০% বৃদ্ধি (গ্রুপ ভিত্তিক বিভিন্ন রুটের জন্য) প্রসঙ্গে।**

সূত্র ঃ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পত্র নং- এডি-বিএন্ডইসি-৮১৭৩/রুলস/২০০৬, তারিখঃ ২৬-০৮-২০০৭ইং

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের বরাতে নির্দেশক্রমে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় হতে বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহে, মিশন হতে মন্ত্রণালয়ে এবং মিশন হতে মিশনে বদলিজনিত কারণে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রদেয় ব্যক্তিগত মালামাল পরিবহন খরচ নিম্নোক্তভাবে ১০% বৃদ্ধির সরকারি মঞ্জুরি জ্ঞাপন করছি ঃ

(ক) মন্ত্রণালয় হতে মিশনে, মিশন হতে মন্ত্রণালয়ে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ব্যক্তিগত মালামাল পরিবহন খরচ হিসেবে প্রদেয় অর্থের বিবরণ ঃ

| ক্রমিক নং | মিশন | মন্ত্রণালয় হতে মিশন (মার্কিন ডলার) | | | | মিশন হতে মন্ত্রণালয় (মার্কিন ডলার) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ১ম শ্রেণী | ২য় শ্রেণী | ৩য় শ্রেণী | ৪র্থ শ্রেণী | ১ম শ্রেণী | ২য় শ্রেণী | ৩য় শ্রেণী | ৪র্থ শ্রেণী (পরিবার ব্যতীত) |
| ১ | অস্ট্রেলিয়া, ক্যানবেরা | ৬,৬০০ | ৩,৯৬০ | ২,৯৭০ | ২,৩১০ | ৮,৮০০ | ৫,২৮০ | ৩,৯৬০ | ৩,০৮০ |
| ২ | বাহরাইন, মানামা | ৫,৫০০ | ৩,৩০০ | ২,৪৭৫ | ২,২৯৫ | ৬,৬০০ | ৩,৯৬০ | ২,৯৭০ | ২,৩১০ |
| ৩ | বেলজিয়াম, ব্রাসেলস | ৫,৫০০ | ৩,৩০০ | ২,৪৭৫ | ২,২৯৫ | ৯,১৩০ | ৫,৪৭৮ | ৪,১০৯ | ৩,১৯৬ |
| ৪ | ভুটান, থিম্পু | ৪,৪০০ | ২,৬৪০ | ১,৯৮০ | ১,৫৪০ | ৫,৫০০ | ৩,৩০০ | ২,৪৭৫ | ১,৯২৫ |
| ৫ | ব্রুনাই, বন্দরসেরী বেগওয়ান | ৪,৯৫০ | ২,৯৭০ | ২,২২৮ | ১,৭৩৩ | ৭,০৪০ | ৪,২২৪ | ৩,১৬৮ | ২,৪৬৪ |
| ৬ | কানাডা, অটোয়া | ৭,১৫০ | ৪,২৯০ | ৩,২১৮ | ২,৫০৩ | ১,৪৮৫০ | ৮,৯১০ | ৬,৬৮৩ | ৫,১৯৮ |
| ৭ | চীন, বেইজিং | ৬,০৫০ | ৩,৬৩০ | ২,৭২৩ | ২,১১৮ | ৩,৫৮০ | ৫,১৪৮ | ৩,৮৬১ | ৩,০০৩ |
| ৮ | চীন, হংকং | ৫,৫০০ | ৩,৩০০ | ২,৪৭৫ | ১,৯২৫ | ৬,০৫০ | ৩,৬৩০ | ২,৭২৩ | ২,১১৮ |
| ৯ | মিশর, কায়রো | ৬,৬০০ | ৩,৯৬০ | ২,৯৭০ | ২,৩১০ | ৮,২৫০ | ৪,৯৫০ | ৩,৭১৩ | ২,৮৮৮ |
| ১০ | ফ্রান্স, প্যারিস | ৬,৬০০ | ৩,৯৬০ | ২,৯৭০ | ২,৩১০ | ৯,৪৬০ | ৫,৬৭৬ | ৪,২৫৭ | ৩,৩১১ |
| ১১ | জার্মানি, বার্লিন | ৬,৬০০ | ৩,৯৬০ | ২,৯৭০ | ২,৩১০ | ৯,৪৬০ | ৫,৬৭৬ | ৪,২৫৭ | ৩,৩১১ |
| ১২ | ভারত, আগরতলা | ৩,৩০০ | ১,৯৮০ | ১,৪৮৫ | ১,১৫৫ | ৩,৩০০ | ১,৯৮০ | ১,৪৮৫ | ১,১৫৫ |
| ১৩ | ভারত, কলকাতা | ৩,৮৫০ | ২,৩১০ | ১,৭৩৩ | ১,৩৪০ | ৩,৮৫০ | ২,৩১০ | ১,৭৩৩ | ১,৩৪৮ |
| ১৪ | ভারত, নয়াদিল্লি | ৪,৯৫০ | ২,৯৭০ | ২,২২৮ | ১,৭৩৩ | ৬,৬০০ | ৩,৯৬০ | ২,৯৭০ | ২,৩১০ |
| ১৫ | ইন্দোনেশিয়া, জাকার্তা | ৫,৫০০ | ৩,৩০০ | ২,৪৭৫ | ২,৯২৫ | ৮,২৫০ | ৪,৯৫০ | ৩,৭১৩ | ২,৮৮৮ |
| ১৬ | ইরান, তেহরান | ৫,৫০০ | ৩,৩০০ | ২,৪৭৫ | ২,৯২৫ | ৬,০৫০ | ৩,৬৩০ | ২,৭২৩ | ২,১১৮ |
| ১৭ | ইরাক, বাগদাদ | ৫,৫০০ | ৩,৩০০ | ২,৪৭৫ | ২,৯২৫ | ৬,০৫০ | ৩,৬৩০ | ২,৭২৩ | ২,১১৮ |
| ১৮ | ইতালী, রোম | ৬,৬০০ | ৩,৯৬০ | ২,৯৭০ | ২,৩১০ | ৯,৪৬০ | ৫,৬৭৬ | ৪,২৫৭ | ৩,৩১১ |
| ১৯ | জাপান, টোকিও | ৬,৬০০ | ৩,৯৬০ | ২,৯৭০ | ২,৩১০ | ৮,২৫০ | ৪,৯৫০ | ৩,৭১৩ | ২,৮৮৮ |
| ২০ | জর্ডান, আম্মান | ৬,০৫০ | ৩,৬৩০ | ২,৭২৩ | ২,১১৮ | ৫,২৮০ | ৩,১৬৮ | ২,৩৭৬ | ১,৮৪৮ |
| ২১ | কেনিয়া, নাইরোবি | ৭,১৫০ | ৪,২৯০ | ৩,২১৮ | ২,৫০৩ | ১,৩৭৫০ | ৮,২৫০ | ৬,১৮৮ | ৪,৮১৩ |
| ২২ | কোরিয়া, সিউল | ৬,০৫০ | ৩,৬৩০ | ২,৭২৩ | ২,১১৮ | ৭,৯২০ | ৪,৭৫২ | ৩,৫৬৪ | ২,৭৭২ |
| ২৩ | কুয়েত | ৪,৯৫০ | ২,৯৭০ | ২,২২৮ | ১,৭৩৩ | ৪,৪০০ | ২,৬৪০ | ১,৯৮০ | ১,৫৪০ |
| ২৪ | লিবিয়া, ত্রিপলী | ৬,৬০০ | ৩,৯৬০ | ২,৯৭০ | ২,৩১০ | ৮,২৫০ | ৪,৯৫০ | ৩,৭১৩ | ২,৮৮৮ |
| ২৫ | মায়ানমার, সিটুয়ে | ৩,৮৫০ | ২,৩১০ | ১,৭৩৩ | ১,৩৪৮ | ৪,০৭০ | ২,৪৪২ | ১,৮৩২ | ১,৪২৫ |
| ২৬ | মায়ানমার, ইয়াংগুন | ৫,০৬০ | ৩,০৩৬ | ২,২৭৭ | ১,৭৭১ | ৫,৫০০ | ৩,৩০০ | ২,৪৭৫ | ১,৯২৫ |
| ২৭ | নেপাল, কাঠমুন্ডু | ৪,৯৫০ | ২,৯৭০ | ২,২২৮ | ১,৭৩৩ | ৬,০৫০ | ৩,৬৩০ | ২,৭২৩ | ২,১১৮ |
| ২৮ | নেদারল্যান্ডস, দি হেগ | ৬,৬০০ | ৩,৯৬০ | ২,৯৭০ | ২,৩১০ | ৯,১৩০ | ৫,৪৭৮ | ৪,১০৯ | ৩,১৯৬ |
| ২৯ | ওমান, মাস্কাট | ৫,৫০০ | ৩,৩০০ | ২,৪৭৫ | ১,৯২৫ | ৭,৩৭০ | ৪,৪২২ | ৩,৩১৭ | ২,৫৮০ |
| ৩০ | পাকিস্তান, ইসলামাবাদ | ৪,৯৫০ | ২,৯৭০ | ২,২২৮ | ১,৭৩৩ | ৬,০৫০ | ৩,৬৩০ | ২,৭২৩ | ২,১১৮ |
| ৩১ | পাকিস্তান, করাচি | ৪,৯৫০ | ২,৯৭০ | ২,২২৮ | ১,৭৩৩ | ৬,০৫০ | ৩,৬৩০ | ২,৭২৩ | ২,১১৮ |

| ক্রমিক নং | মিশন | মন্ত্রণালয় হতে মিশন (মার্কিন ডলার) | | | | মিশন হতে মন্ত্রণালয় (মার্কিন ডলার) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ১ম শ্রেণী | ২য় শ্রেণী | ৩য় শ্রেণী | ৪র্থ শ্রেণী | ১ম শ্রেণী | ২য় শ্রেণী | ৩য় শ্রেণী | ৪র্থ শ্রেণী (পরিবার ব্যতীত) |
| ৩৪ | ফিলিপাইনস, ম্যানিলা | ৫,৫০০ | ৩,৩০০ | ২,৪৭৫ | ১,৯২৫ | ৭,৭০০ | ৪,৬২০ | ৩,৪৬৫ | ২,৬৯৫ |
| ৩৫ | কাতার, দোহা | ৫,৫০০ | ৩,৩০০ | ২,৪৭৫ | ১,৯২৫ | ৬,৬০০ | ৩,৯৬০ | ২,৯৭০ | ২,৩১০ |
| ৩৬ | রাশিয়া, মস্কো | ৮,২৫০ | ৪,৯৫০ | ৩,৭১৩ | ২,৮৮৮ | ১,৫৯৫০ | ৯,৫৭০ | ৭,১৭৮ | ৫,৫৮৩ |
| ৩৭ | সৌদিআরব, জেদ্দা | ৫,৬১০ | ৩,৩৬৬ | ২,৫২৫ | ১,৯৬৪ | ৭,৭০০ | ৪,৬২০ | ৩,৪৬৫ | ২,৬৯৫ |
| ৩৮ | সৌদিআরব, রিয়াদ | ৫,৬১০ | ৩,৩৬৬ | ২,৫২৫ | ১,৯৬৪ | ৭,৭০০ | ৪,৬২০ | ৩,৪৬৫ | ২,৬৯৫ |
| ৩৯ | সিঙ্গাপুর | ৪,৪০০ | ২,৬৪০ | ১,৯৮০ | ১,৫৪০ | ৬,৬০০ | ৩,৯৬০ | ২,৯৭০ | ২,৩১০ |
| ৪০ | দক্ষিণ আফ্রিকা, প্রিটোরিয়া | ৭,১৫০ | ৪,২৯০ | ৩,২১৮ | ২,৫০৩ | ৯,৬৮০ | ৫,৮০৮ | ৪,৩৫৬ | ৩,৩৮৮ |
| ৪১ | স্পেন, মাদ্রিদ | ৬,৬০০ | ৩,৯৬০ | ২,৯৭০ | ২,৩১০ | ৯,৪৬০ | ৫,৬৭৬ | ৪,২৫৭ | ৩,৩১১ |
| ৪২ | শ্রীলংকা, কলম্বো | ৪,৪০০ | ২,৬৪০ | ১,৯৮০ | ১,৫৪০ | ৫,৫০০ | ৩,৩০০ | ২,৪৭৫ | ১,৯২৫ |
| ৪৩ | সুইডেন, স্টকহোম | ৭,১৫০ | ৪,২৯০ | ৩,২১৮ | ২,৫০৩ | ৯,৩৫০ | ৫,৬১০ | ৪,২০৮ | ৩,২৭৩ |
| ৪৪ | সুইজারল্যান্ড, জেনেভা | ৭,১৫০ | ৪,২৯০ | ৩,২১৮ | ২,৫০৩ | ৯,৩৫০ | ৫,৬১০ | ৪,২০৮ | ৩,২৭৩ |
| ৪৫ | থাইল্যান্ড, ব্যাংকক | ৫,৫০০ | ৩,৩০০ | ২,৪৭৫ | ১,৯২৫ | ৬,০৫০ | ৩,৬৩০ | ২,৭২৩ | ২,১১৮ |
| ৪৬ | তুরস্ক, আংকারা | ৬,৬০০ | ৩,৯৬০ | ২,৯৭০ | ২,৩১০ | ৮,৮০০ | ৫,২৮০ | ৩,৯৬০ | ৩,০৮০ |
| ৪৭ | সংযুক্ত আরব আমিরাত, আবুধাবী | ৫,৫০০ | ৩,৩০০ | ২,৪৭৫ | ১,৯২৫ | ৭,১৫০ | ৪,২৯০ | ৩,২১৮ | ২,৫০৩ |
| ৪৮ | সংযুক্ত আরব আমিরাত, দুবাই | ৫,৫০০ | ৩,৩০০ | ২,৪৭৫ | ১,৯২৫ | ৭,১৫০ | ৪,২৯০ | ৩,২১৮ | ২,৫০৩ |
| ৪৯ | যুক্তরাজ্য, বার্মিংহাম | ৭,১৫০ | ৪,২৯০ | ৩,২১৮ | ২,৫০৩ | ১০,৪৫০ | ৬,২৭০ | ৪,৭০৩ | ৩,৬৫৮ |
| ৫০ | যুক্তরাজ্য, লন্ডন | ৭,১৫০ | ৪,২৯০ | ৩,২১৮ | ২,৫০৩ | ১০,৪৫০ | ৬,২৭০ | ৪,৭০৩ | ৩,৬৫৮ |
| ৫১ | যুক্তরাজ্য, ম্যানচেস্টার | ৭,১৫০ | ৪,২৯০ | ৩,২১৮ | ২,৫০৩ | ১০,৪৫০ | ৬,২৭০ | ৪,৭০৩ | ৩,৬৫৮ |
| ৫২ | যুক্তরাষ্ট্র, ওয়াশিংটন | ৮,২৫০ | ৪,৯৫০ | ৩,৭১৩ | ২,৮৮৮ | ১৪,০৮০ | ৮,৪৪৮ | ৬,৩৩৬ | ৪,৯২৮ |
| ৫৩ | যুক্তরাষ্ট্র, নিউ ইয়র্ক | ৮,২৫০ | ৪,৯৫০ | ৩,৭১৩ | ২,৮৮৮ | ১৪,০৮০ | ৮,৪৪৮ | ৬,৩৩৬ | ৪,৯২৮ |
| ৫৪ | যুক্তরাষ্ট্র, লস্এঞ্জেলস্ | ৮,২৫০ | ৪,৯৫০ | ৩,৭১৩ | ২,৮৮৮ | ১৪,০৮০ | ৮,৪৪৮ | ৬,৩৩৬ | ৪,৯২৮ |
| ৫৫ | উজবেকিস্তান, তাসখন্দ | ৮,২৫০ | ৪,৯৫০ | ৩,৭১৩ | ২,৮৮৮ | ১৫,৯৫০ | ৯,৫৭০ | ৭,১৭৮ | ৫,৫৮৩ |
| ৫৬ | ভিয়েতনাম, হ্যানয় | ৫,৫০০ | ৩,৩০০ | ২,৪৭৫ | ১,৯২৫ | ৬,০৫০ | ৩,৬৩০ | ২,৭২৩ | ২,১১৮ |
| ৫৭ | এথেন্স, গ্রীস | ৬,৬০০ | ৩,৯৬০ | ২,৯৭০ | ২,৩১০ | ৯,৪৬০ | ৫,৬৭৬ | ৪,২৫৭ | ৩,৩১১ |
| ৫৮ | মিলান, ইতালি | ৬,৬০০ | ৩,৯৬০ | ২,৯৭০ | ২,৩১০ | ৯,৪৬০ | ৫,৬৭৬ | ৪,২৫৭ | ৩,৩১১ |
| ৫৯ | আফগানিস্তান, কাবুল | ৫,৫০০ | ৩,৫২০ | ২,৭৭৮ | ২,২৮৩ | ৬,৬০০ | ৪,১৮০ | ৩,২৭৩ | ২,৬৬৮ |
| ৬০ | সুদান, খার্তুম | ৭,১৫০ | ৪,২৯০ | ৩,২১৮ | ২,৫০৩ | ৯,৬৮০ | ৫,৮০৮ | ৪,৩৫৬ | ৩,৩৮৮ |
| ৬১ | সিয়েরালিয়ন, ফ্রিটাউন | ৭,১৫০ | ৪,২৯০ | ৩,২১৮ | ২,৫০৩ | ৯,৬৮০ | ৫,৮০৮ | ৪,৩৫৬ | ৩,৩৮৮ |
| ৬২ | মালদ্বীপ | ৪,৪০০ | ২,৬৪০ | ১,৯৮০ | ১,৫৪০ | ৬,০৫০ | ৩,৬৩০ | ২,৭২৩ | ২,১১৮ |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

২। এডি-বিএন্ডসি-৮১৭৩/রুলস/২০০৬/ তারিখঃ ২৬ আগস্ট, ২০০৭ এর বিধানাবলির আলোকে অর্ন্তবর্তীকালীন সময়ের জন্য ১০% বৃদ্ধিপূর্বক পরিবহন খরচ পুনঃনির্ধারণ করা হলো। অতঃপর আন্তঃমন্ত্রণালয় বৈঠকের মাধ্যমে পুনঃনির্ধারণকৃত পরিবহন খরচের সাথে উক্ত বর্ধিত হার সমন্বিত হবে।

৩। অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, প্রবিধি অনুবিভাগ, প্রবিধি অধিশাখা-২ এর অফিস স্মারক নং-০৭.১৭২.০১৮.১৯.০০.০১৩. ২০১০-৯৪, তারিখঃ ১২-০৭-২০১১ খ্রিঃ এবং অত্র মন্ত্রণালয়ের যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এ আদেশ জারি করা হলো।

৪। এ আদেশ ১লা মে ২০১১ তারিখ হতে কার্যকর হবে।

(মৌসুমী অয়েছ)
সিনিয়র সহকারী সচিব (বাজেট)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
ব্যয় নিয়ন্ত্রণ ও অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা অনুবিভাগ

**ব্যয় নিয়ন্ত্রণ অধিশাখা-২**

নং-অম/অবি/ব্যঃনিঃ-২/শিক্ষভাতা-১/২০০৯/৪৩ তারিখ ঃ ০১-০৩-২০১২খ্রিঃ

**বিষয়ঃ বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ মিশনসমূহে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের সন্তানদের শিক্ষাভাতা পুনঃনির্ধারণ।**

সূত্রঃ ১। এডি-বিএন্ডসি-৮১৭১/এফএ,ইএ,ইডিএ/২০০৭(পার্ট-১)/৪৪, তারিখঃ ০৬ সেপ্টেম্বর ২০১০।
২। এডি-বিএন্ডসি-৮১৭১/এফএ,ইএ,ইডিএ/২০০৭(পার্ট-১)/৪১, তারিখঃ ২৫ আগস্ট ২০১০।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রস্থ পত্রের মাধ্যমে প্রেরিত প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ মিশনসমূহে কর্মরত কর্মরত/কর্মচারীগণের সন্তানদের শিক্ষাভাতা প্রদানের ক্ষেত্রে প্রকৃত খরচ এবং দুই সন্তানের জন্য বার্ষিক সর্বোচ্চ ২০,০০০ (বিশ হাজার) মার্কিন ডলার এর মধ্যে যেটি কম সেটি পুনঃনির্ধারণে নিম্নোক্ত শর্তে নির্দেশক্রমে অর্থ বিভাগের সম্মতি জ্ঞাপন করা হলো ঃ

**শর্তসমূহ ঃ**

(ক) পুনঃনির্ধারিত শিক্ষাভাতার এ হার ০১ জুলাই, ২০১২ থেকে কার্যকর হবে।

(খ) কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্তৃক শিক্ষা ব্যয়ের ১৫% ব্যক্তিগতভাবে বহন করার বিদ্যমান ব্যবস্থা বহাল থাকবে।

(গ) শিক্ষাভাতা প্রদানের ক্ষেত্রে কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের সন্তানদের বয়স সীমার বিদ্যমান ব্যবস্থা ২১ বছর বহাল থাকবে।

(ঘ) এ আদেশ কার্যকরের পর শিক্ষাভাতা নির্ধারণ সংক্রান্ত পূর্বের সকল আদেশ বাতিল বলে গণ্য হবে।

(ঙ) শিক্ষাভাতা সংক্রান্ত সকল ব্যয় মার্কিন ডলারে পরিশোধ করতে হবে।

(মোহাম্মদ শামসুল আলম ভূঁইয়া)
উপ-সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
নীতি ও সংগঠন শাখা
ঢাকা
www.mofa.gov.bd

নং :এডি-পিএন্ডও-১০/১৯২ তারিখ : ২৮ এপ্রিল ২০১৯

**বিজ্ঞপ্তি**

বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ মিশনসমূহে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের সন্তানদের শিক্ষাভাতা প্রাপ্যতার সর্বনিম্ন বয়সসীমা নির্ধারণসংক্রান্ত অর্থ মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত স্মারক (নং-০৭.১৫২.০০০.১৯.০০.০০০ (অংশ-৩).২০০৫-২৬৭ তারিখ : ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ খ্রিঃ) সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে নির্দেশক্রমে প্রচার করা হলো।

(নুসরাত জাহান)
সহকারী সচিব (নীতি ও সংগঠন)

অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১। সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। অধ্যক্ষ, ফরেন সার্ভিস একাডেমি, ঢাকা।
৩। সকল অনুবিভাগ, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৪। প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তার কার্যালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
৫। বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহ (অনারারী কনস্যুলেট ব্যতীত)।
৬। সংশ্লিষ্ট নথি।

---

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংকার
অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ
ব্যয় ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগ
ব্যয় ব্যবস্থাপনা অধিশাখা-২
(www.mof.gov.bd)

নং-০৭.১৫২.০০০.১৯.০০.০০০ (অংশ-৩).২০০৫-২৬৭ তারিখ : ২০.০২.২০১৯ খ্রিঃ

বিষয় ঃ বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ মিশনসমূহে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের সন্তানদের পড়াশুনার ক্ষেত্রে শিক্ষা ভাতা প্রাপ্তির জন্য সর্বনিম্ন বয়সসীমা নির্ধারণ।

সূত্র ঃ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং এডি-পিএন্ডও-১০/৭৪২, তারিখ ঃ ০৩/০২/২০১৯।

উর্পযুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ মিশনসমূহে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের সন্তাদের পড়াশুনার ক্ষেত্রে শিক্ষা ভাতা প্রাপ্তির জন্য সর্বনিম্ন বয়সসীমা ০৫(পাঁচ) বছর নির্ধারণে অর্থ বিভাগের সম্মতি নির্দেশক্রমে জ্ঞাপন করা হলো।

(শেখ মোমেনা মনি)
উপ-সচিব
ফোন-৯৫৭৪০০৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ
ব্যয় নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগ

**শাখা-২**

নং-অম/অবি/ব্যঃনিঃ-২/২(১৯)/২০০০-০৪/অংশ-১/২২১(১০০০) তারিখ ঃ ০৯ অক্টোবর, ২০১২খ্রিঃ, ২৪ আশ্বিন, ১৪১৯বাং

## অফিস স্মারক

**বিষয় ঃ সরকারি কাজে বিদেশ ভ্রমণকালে বৈদেশিক মুদ্রায় প্রাপ্য ভ্রমণ ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা।**

বিশ্বব্যাপী জীবনযাত্রার ব্যয় (হোটেল ভাড়া, যাতায়াত, খাদ্য ইত্যাদি সহ সকল দৈনন্দিন ব্যয়) উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে সরকারি কাজে বিদেশ ভ্রমণকালে বৈদেশিক মুদ্রায় প্রাপ্য ভ্রমণভাতাসহ অন্যান্য ভাতার হার পুনঃনির্ধারণ করা অত্যাবশ্যক বিবেচনায় এ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অক্টোবর ১৫, ২০০১ খ্রিস্টাব্দ/আশ্বিন ৩০, ১৪০৮ বঙ্গাব্দ তারিখে জারিকৃত অবি/বহিঃঅর্থ/বা-২/২(১৯)/২০০০-২০০১/৪৪(২৫০০) নম্বর স্মারকে উল্লিখিত নির্দেশাবলি ও পরবর্তীতে জারিকৃত এ সংক্রান্ত যাবতীয় নির্দেশমালা রহিতপূর্বক মন্ত্রী, জাতীয় সংসদের সদস্য, সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারী, বেসরকারি ব্যক্তি ও অন্যান্যদের বৈদেশিক মুদ্রায় প্রাপ্য ভ্রমণ ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাবলি নির্দেশক্রমে নিম্নরূপে নির্ধারণ করা হলোঃ

২। বৈদেশিক মুদ্রায় প্রাপ্য ভ্রমণ ভাতা নির্ধারণের সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারী ও অন্যান্যদেরকে নিম্নবর্ণিত কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করা হয়েছেঃ

**বিশেষ পর্যায় ঃ**

(ক) (১) জাতীয় সংসদের স্পিকার ও প্রধান বিচারপতি।

(২) কেবিনেট মন্ত্রী, ডেপুটি স্পিকার ও কেবিনেট মন্ত্রীর পদমর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তি।

(খ) (১) প্রতিমন্ত্রী, সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি, প্রধান নির্বাচন কমিশনার, নির্বাচন কমিশনার, পরিকল্পনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান, উপমন্ত্রী এবং অনুরূপ পদমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি।

(২) মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মূখ্য সচিব ও সেনা/নৌ/বিমান বাহিনী প্রধান।

(৩) জাতীয় সংসদের সদস্য।

(৪) অধিক্ষেত্রাধীন এলাকার মধ্যে বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ মিশনের প্রধান যথা- রাষ্ট্রদূত ও হাইকমিশনার।

**সাধারণ পর্যায় ঃ**

(ক) (১) সরকারি কর্মকর্তা যাদের বেতনক্রমের সর্বোচ্চ মূল বেতন ৩৫,৬০০ টাকা বা তদূর্ধ্ব।

(২) অধিক্ষেত্রাধীন এলাকার বাইরে বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ মিশনের প্রধান যথা- রাষ্ট্রদূত ও হাইকমিশনার।

(৩) সরকারি প্রতিনিধি দলে বেসরকারি নেতা।

(খ) (১) সরকারি কর্মকর্তা যাঁদের বেতনক্রমের সর্বোচ্চ মূল বেতন ২০,৩৭০ টাকা বা তদূর্ধ্ব কিন্তু ৩৫,৬০০ টাকার নিম্নে।

(২) সরকারি প্রতিনিধি দলের বেসরকারি সদস্য।

(গ) দ্বিতীয় শ্রেণীর সরকারি কর্মকর্তা এবং তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারী যাঁদের বেতনক্রমের সর্বোচ্চ মূল বেতন ৯,৭৪৫ টাকা বা তদূর্ধ্ব, কিন্তু ২১,৬০০ টাকা নিম্নে।

(ঘ) সরকারি কর্মচারী, যাঁদের বেতনক্রমের সর্বোচ্চ মূল বেতন ৯,৭৪৫ টাকার নিম্নে।

৩। সরকারি কাজে বিদেশ ভ্রমণের ক্ষেত্রে বৈদেশিক মুদ্রায় ভ্রমণে ও অন্যান্য ভাতা প্রদানের জন্য বিশ্বের দেশসমূহকে নিম্নোক্ত তিনটি গ্রুপে ভাগ করা হলো ঃ-

গ্রুপ-০১ঃ জাপান, সিঙ্গাপুর, দক্ষিণ কোরিয়া, চীন, হংকং, বাহরাইন, কাতার, সংযুক্ত আরব আমিরাত, সৌদি আরব, ইরান, কুয়েত, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, যুক্তরাষ্ট্র, ব্রাজিল, মেক্সিকো, রাশিয়া, যুক্তরাজ্য, সুইজারল্যান্ড, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, ইটালি, সুইডেন, জার্মানি, গ্রীস, নেদারল্যান্ড, পর্তুগাল, স্পেন, তুরস্ক এবং ইউরোপ, ওশেনিয়া, উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার অন্যান্য দেশসমূহ।

গ্রুপ-০২ঃ উজবেকিস্তান, জর্ডান, ইরাক, লেবানন, ফিলিপাইন, থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া, মায়ানমার, মালদ্বীপ, ওমান, ভারত, পাকিস্তান, মালয়েশিয়া, কেনিয়া, মরিশাস, সুদান, সিয়েরালিওন, দক্ষিণ আফ্রিকা, মিশর, লিবিয়া, মরক্কো এবং আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য দেশসমূহ।

গ্রুপ-০৩ঃ নেপাল, ভিয়েতনাম, ভুটান, শ্রীলংকা, আফগানিস্তান এবং এশিয়ার অন্যান্য দেশসমূহ।

৪। **বিশেষ পর্যায়ভুক্ত ব্যক্তিবর্গের প্রাপ্য দৈনিক ভাতা ঃ**

(ক) জাতীয় সংসদের স্পিকার ও প্রধান বিচারপতি রাষ্ট্রীয় কাজে বিদেশ ভ্রমণকালে হোটেল একটি মডারেট স্যুইটে (Moderate suite) অবস্থানের জন্য দৈনিক ভিত্তিতে নিম্নবর্ণিত হারে হোটেল ভাড়া ও নগদ ভাতা প্রাপ্য হবেন ঃ

(আমেরিকান ডলার)

| ভাতাদির বিবরণ | দেশের গ্রুপ | | |
|---|---|---|---|
| | ১ | ২ | ৩ |
| হোটেল ভাড়া | ৫৬০ | ৪৫৯ | ৩৯৩ |
| নগদ ভাতা | ১২৭ | ১০১ | ১০১ |

(খ) কেবিনেট মন্ত্রী, ডেপুটি স্পিকার ও কেবিনেট মন্ত্রীর পদমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি রাষ্ট্রীয় কাজে বিদেশ ভ্রমণকালে হোটেলে একটি মডারেট স্যুইটে অবস্থানের জন্য দৈনিক ভিত্তিতে নিম্নবর্ণিত হারে হোটেল ভাড়া ও নগদ ভাতা প্রাপ্য হবেন ঃ

(আমেরিকান ডলার)

| ভাতাদির বিবরণ | দেশের গ্রুপ | | |
|---|---|---|---|
| | ১ | ২ | ৩ |
| হোটেল ভাড়া | ৩১২ | ২৬২ | ২৩০ |
| নগদ ভাতা | ১০১ | ৮৭ | ৮৭ |

(গ) বিশেষ পর্যায়ের (খ) উপ-পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য ব্যক্তি ও কর্মকর্তাগণ দৈনিক ভিত্তিতে নিম্নবর্ণিত হারে হোটেল ভাড়া ও নগদ ভাতা প্রাপ্য হবেন ঃ

(আমেরিকান ডলার)

| ভাতাদির বিবরণ | দেশের গ্রুপ | | |
|---|---|---|---|
| | ১ | ২ | ৩ |
| হোটেল ভাড়া | ৩১২ | ২৬২ | ২৩০ |
| নগদ ভাতা | ১০১ | ৮৭ | ৮৭ |

(ঘ) বিশেষ পর্যায়ভুক্ত ব্যক্তি ও কর্মকর্তাগণ দৈনিক ভিত্তিতে নিম্নবর্ণিত হারে হোটেল ভাড়া ও নগদ ভাতা প্রাপ্য হবেন ঃ

(ঙ) বিশেষ পর্যায়ভুক্ত কোন ব্যক্তির স্ত্রী/স্বামী রাষ্ট্রীয় অতিথি হিসেবে তাঁর সাথে বিদেশে ভ্রমণ করলে তিনি যে হারে ভাতা পাবেন, তাঁর স্ত্রী/স্বামীও একই হারে ভাতা প্রাপ্য হবেন।

**ব্যতিক্রম ঃ**

উপর্যুক্ত সুবিধাদি গ্রহণ না করে বিশেষ পর্যায়ভুক্ত [(ক)-(২) উপ-পর্যায়ের ব্যক্তিবর্গ ব্যতীত] ব্যক্তিবর্গের কেউ বিদেশ স্বেচ্ছায় স্বীয় ব্যবস্থায় অথবা অন্য কোনভাবে অবস্থান করলে তাঁরা সাধারণ পর্যায়ের (ক) উপ-পর্যায়ের জন্য অনুমোদিত হারে সর্বসাকুল্য ভাতা (comprehensive allowance) প্রাপ্য হবেন। বিশেষ পর্যায়ের (ক)-(২) উপ-পর্যায়ের ব্যক্তিবর্গ নিম্নবর্ণিত হারে সর্বসাকুল্য ভাতা (comprehensive allowance) প্রাপ্য হবেন ঃ

(আমেরিকান ডলার)

| ভাতাদির বিবরণ | দেশের গ্রুপ | | |
|---|---|---|---|
| | ১ | ২ | ৩ |
| সর্বসাকুল্য ভাতা (দৈনিক)<br>বিশেষ পর্যায়ের (ক)-(২) উপ-পর্যায় | ২৫২ | ২০২ | ২০২ |

৫। সাধারণ পর্যায়ভুক্ত ব্যক্তি/কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ নিজেদের সুবিধা অনুযায়ী হোটেল ভাড়া ভিত্তিক (নগদ ভাতাসহ) ভাতা (Hotel entitlement inclusive of cash allowance) অথবা সর্বসাকুল্য ভাতা (Comprehensive allowance) গ্রহণ করতে পারবেন।

৬। (ক) সাধারণ পর্যায়ভুক্ত ভ্রমণকারী ব্যক্তি/কর্মকর্তা/কর্মচারী সর্বোচ্চ নিম্নবর্ণিত হারে হোটেল ভাড়া প্রাপ্য হবেনঃ

(আমেরিকান ডলার)

| সাধারণ পর্যায় | দেশের গ্রুপ | | |
|---|---|---|---|
| | ১ | ২ | ৩ |
| ক | ২৮০ | ২৩০ | ১৯৬ |
| খ | ২৪৬ | ১৯৬ | ১৬৫ |
| গ | ১৯৬ | ১৬৫ | ১৫০ |
| ঘ | ১৬৫ | ১৫০ | ১১৬ |

বিদেশে হোটেলে অবস্থানরত কোন ব্যক্তি যদি অনিবার্য কারণবশতঃ নিষ্ক্রমণের নির্দিষ্ট সময়ের পরে (check out time) হোটেল ত্যাগ করেন এবং হোটেল কর্তৃপক্ষ যদি ঐ দিনের জন্য পূর্ণ হারে ভাড়া দাবি করেন তাহলে মূল ভাউচার প্রদান সাপেক্ষে তিনি পূর্ণ হারে হোটেল ভাড়া প্রাপ্য হবেন।

(খ) হোটেল ভাড়া গ্রহণকারী ব্যক্তি/কর্মকর্তা/কর্মচারী নিম্নবর্ণিত হারে নগদ ভাতা (cash allowance) প্রাপ্য হবেন ঃ

(আমেরিকান ডলার)

| সাধারণ পর্যায় | দেশের গ্রুপ | | |
|---|---|---|---|
| | ১ | ২ | ৩ |
| ক | ১০১ | ৮৭ | ৮৭ |
| খ | ৯১ | ৭৭ | ৭৭ |
| গ | ৯১ | ৭৭ | ৭৭ |
| ঘ | ৭৭ | ৬৪ | ৬৪ |

বিদেশে কোন স্থানে অবস্থানকালে আহার ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক খরচাদি (যেমন-বকশিশ, ট্যাক্সি ভাড়া, কুলি খরচ ইত্যাদি) উপযুক্ত নগদ ভাতার অন্তর্ভুক্ত।

(গ) কোন ব্যক্তি সাময়িক অবস্থানের জায়গায় (Temporary place of halt) রাত্রিযাপন না করে যদি ১২ ঘণ্টার অধিক কাল হোটেলে অবস্থান করেন তাহলে তিনি উক্ত স্থানের জন্য নির্ধারিত হোটেল ভাড়ার অতিরিক্ত পূর্ণ নগদ ভাতা (cash allowance) প্রাপ্য হবেন। একই ভাবে কোথাও ৬ ঘণ্টার অধিক কাল হোটেলে অবস্থান করলে তিনি নির্ধারিত হোটেল ভাড়ার অতিরিক্ত নগদ ভাতার অর্ধেক প্রাপ্য হবেন। বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ মিশনের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ হেডকোয়াটার্স-এর বাইরে অধিক্ষেত্রাধীন এলাকার মধ্যে যদি হোটেলে অবস্থান করেন এবং অনুরূপ সাময়িক অবস্থান ঘটে, তবে তাঁদের বেলায়ও এ আর্থিক সুবিধা প্রযোজ্য হবে।

৭। (ক) ভ্রমণকারী ব্যক্তি/কর্মকর্তা/কর্মচারী স্বায়ী ইচ্ছানুযায়ী ৬নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত সুবিধাদির পরিবর্তে নিম্নবর্ণিত হারে সর্বসাকুল্য ভাতা (Comprehensive allowance) গ্রহণ করতে পারবেন ঃ

(আমেরিকান ডলার)

| সাধারণ পর্যায় | দেশের গ্রুপ | | |
|---|---|---|---|
| | ১ | ২ | ৩ |
| ক | ২০২ | ১৬৫ | ১৫১ |
| খ | ১৭৮ | ১৫১ | ১৩৭ |
| গ | ১৬৫ | ১৩৭ | ১২৭ |
| ঘ | ১৩৭ | ১১৫ | ১০১ |

বিদেশে কোন স্থানে অবস্থানকালীন আহার, বাসস্থান এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক খরচাদি (যেমন ঃ বকশিশ, ট্যাক্সি ভাড়া, কুলি খরচ ইত্যাদি) উপযুক্ত সর্বসাকুল্য ভাতার অন্তর্ভূক্ত।

(খ) যদি বিদেশের কোন স্থানে কারো অবস্থান ২০ রাত্রির অধিক হয়, তাহলে ২০ রাত্রির পরবর্তীকালের জন্য তিনি দৈনিক ভাতার শতকরা ১০ ভাগ হারে কম পাবেন। অবস্থানকাল ৪০ রাত্রির অধিক হলে ৪০ রাত্রির পরবর্তীকালের জন্য দৈনিক ভাতার শতকরা ১৫ ভাগ হারে কম প্রাপ্য হবেন। প্রকৃত হোটেল ভাড়াভিত্তিক ভাতা এবং সর্বসাকুল্য ভাতা উভয় ক্ষেত্রেই এ ব্যবস্থা প্রযোজ্য হবে।

(গ) বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ মিশনের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ হেডকোয়াটার্স-এর বাইরে অধিক্ষেত্রাধীন এলাকার মধ্যে সরকারি কাজে রাত্রিযাপন না করে ৬ ঘণ্টা বা তদূর্ধ্ব কিন্তু ১২ ঘণ্টার কম সময় অবস্থান করেন সে ক্ষেত্রে নির্ধারিত সর্বসাকুল্য ভাতার এক-চতুর্থাংশ প্রাপ্য হবেন এবং ১২ ঘণ্টা বা ততোধিক সময় (যে ক্ষেত্রে রাত্রিযাপন বা হোটেলে অবস্থানের প্রয়োজন পড়ে না) অবস্থানের জন্য সর্বসাকুল্য ভাতার অধিক (১/২ অংশ) প্রাপ্য হবেন।

৮। (ক) গন্তব্যস্থলে প্রতি রাত্রিযাপনের জন্য ক্ষেত্র অনুসারে ভ্রমণকারী ব্যক্তি একদিনের হোটেল ভাড়া ভিত্তিক ভাতা অথবা সর্বসাকূল্য ভাতা প্রাপ্য হবেন। ভ্রমণকারী ব্যক্তি গন্তব্যস্থলে স্থানীয় সময় সকাল ৬-০০ টার পর পৌঁছে যদি ন্যূনতম ৬ ঘণ্টা ঐ স্থানে অবস্থান করেন তাহলে তিনি সেখানে রাত্রিযাপন করেছেন বলে গণ্য করা হবে। হোটেলে অবস্থানকারী ব্যক্তিকে আবশ্যিকভাবে হোটেলের বিল দাখিল করতে হবে। সর্বসাকূল্য হারে দৈনিক ভাতা গ্রহণকারী ব্যক্তির বেলায় এয়ার লাইন্স টিকেট প্রমানক হিসাবে দাখিল করতে হবে।

(খ) বিদেশ ভ্রমণকালে কোন ব্যক্তি বেতনের কোন অংশ বৈদেশিক মুদ্রায় প্রাপ্য হবেন না।

৯। বিমান পথে ভ্রমণকালে বিনা ভাড়ায় বহনযোগ্য মালের (free baggage allowance) অতিরিক্ত মালপত্র সরকারি খরচে বহন করা যাবে না। তবে, সংশ্লিষ্ট ও যথাযথ কর্তৃপক্ষের পূর্ব অনুমোদন সাপেক্ষে সরকারি কাজে সরকারি দলিলপত্র ও সরঞ্জামাদি বহন করবার নিমিত্ত প্রয়োজনীয় ভাড়া দাবি করা যেতে পারে।

১০। যখন জাতীয় সংসদের স্পিকার, প্রধান বিচারপতি, কেবিনেট মন্ত্রী, ডেপুটি স্পিকার ও কেবিনেট মন্ত্রীর পদমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি বিদেশে রাষ্ট্রীয় অতিথি হিসাবে পরিগণিত হবেন অর্থাৎ যদি তাঁর আহার ও বাসস্থান বাবদ খরচ কোন বিদেশি সরকার কিংবা সংস্থা বহন করে, তখন প্রতি রাত্রিযাপনের জন্য তিনি ৮৭ মার্কিন ডলার হিসেবে পকেট ভাতা প্রাপ্য হবেন। বিশেষ পর্যায়ভুক্ত অন্যান্য ব্যক্তি যখন রাষ্ট্রীয় অতিথি হিসেবে বিবেচিত হবেন, তখন তিনি স্থান বিশেষে প্রতি রাত্রিযাপনের জন্য সাধারণ (ক) পর্যায়ের জন্য নির্ধারিত সর্বসাকুল্য ভাতার (Comprehensive allowance) শতকরা ৩০ ভাগ পকেট ভাতা হিসেবে প্রাপ্য হবেন।

১১। সাধারণ পর্যায়ভুক্ত কোন ব্যক্তি যদি রাষ্ট্রীয় অতিথি হিসাবে বিবেচিত হন অর্থাৎ যদি তাঁর আহার, বাসস্থান বাবদ খরচ কোন বিদেশি সরকার কিংবা সংস্থা বহন করে, তাহলে তিনি সে দেশের জন্য নির্ধারিত সর্বসাকুল্য ভাতার (Comprehensive allowance) শতকরা ৩০ ভাগ পকেট ভাতা প্রাপ্য হবেন। তবে, তাঁকে আনুষঙ্গিক ব্যয় বাবদ নগদ কোন অর্থ প্রদান করা হয়ে থাকলে, তিনি এ ভাতা পাবেন না। আহার ও বাসস্থান বাবদ খরচের জন্য উক্ত দেশ বা সংস্থা যদি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে নগদ অর্থ প্রদান করেন তা হলে সে ক্ষেত্রেও তিনি এ ভাতা প্রাপ্য হবেন না। স্বল্পকালীন (১ মাসের কম) প্রশিক্ষণ, সেমিনার, ওয়ার্কশপ ইত্যাদিতে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে এ ব্যবস্থা প্রযোজ্য হবে না।

(ক) বাংলাদেশ নৌ বাহিনীর জাহাজ cruises, exercises, courtesy calls, transportation of naval personnel for manning newly acquired ships, refits ইত্যাদি কাজে বিদেশের বন্দরে অবস্থান করলে ঐ সকল জাহাজে কর্মরত কর্মকর্তা/নাবিকগণ শতকরা ৩০ ভাগ হারে পকেট ভাতা প্রাপ্য হবেন।

১২। কোন কর্মকর্তা হেডকোয়ার্টার্স হতে বিদেশে এবং বিদেশ হতে হেডকোয়ার্টার্সে সরকারি কাজে বিমানে কোথাও ভ্রমণ করলে প্রতিটি ভ্রমণের জন্য তিনি প্রয়োজনীয় টার্মিনাল চার্জ (বিমান বন্দর ও রেলওয়ে স্টেশনে যাতায়াত বাবদ ট্যাক্সি ভাড়া, কুলি খরচ, বকশিশ ইত্যাদি এর অন্তর্ভুক্ত) নির্দিষ্ট স্থানের জন্য অনুমোদিত সর্বসাকুল্য ভাতার শতকরা ১০ ভাগ হিসেবে প্রাপ্য হবেন। তবে বাংলাদেশের কোন বিমানবন্দর হতে বিদেশ ভ্রমণের জন্য স্থানীয় মুদ্রায় শুধু বিমানবন্দর শুল্ক (Airport Tax) স্থানীয় মুদ্রায় প্রকৃত ব্যয়ের ভিত্তিতে প্রাপ্য হবেন এবং দেশে প্রত্যাবর্তনের পর বাংলাদেশ বিমানবন্দরের জন্য কোন টার্মিনাল চার্জ দেয়া হবে না। এ টার্মিনাল চার্জ প্রতিটি ভ্রমণের শুরু ও শেষে (both commencement and termination of each journey) অর্থাৎ মোট ২টি প্রাপ্য হবেন। টার্মিনাল চার্জ সর্বসাকুল্য ভাতার ১০ শতাংশ হলে তার জন্য কোন ভাউচার প্রয়োজন হবে না। টার্মিনাল চার্জ যদি সর্বসাকুল্য ভাতার শতকরা ১০ শতাংশের অধিক হয় তাহলে মূল ভাউচার প্রদান সাপেক্ষে তা প্রাপ্য বলে গণ্য হবে। তবে কোন অবস্থাতেই টার্মিনাল চার্জ সর্বসাকুল্য ভাতার ২০ শতাংশের অধিক দেয়া হবে না। বিমানে ভ্রমণ না করলেও অর্থাৎ রেলপথ/পাবলিক বাসে ভ্রমণ করলেও টার্মিনাল চার্জ প্রাপ্য হবেন। বিদেশ ভ্রমণকালে বাংলাদেশ বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষকে দেশীয় মুদ্রায় দেয়া টার্মিনাল চার্জ/বিমানবন্দর চার্জ ভ্রমণকারীকে বাংলাদেশী মুদ্রায় দেয়া যাবে।

১৩। (ক) জাতীয় সংসদের স্পিকার, প্রধান বিচারপতি, কেবিনেট মন্ত্রী, ডেপুটি স্পিকার ও কেবিনেট মন্ত্রীর পদমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি বিদেশে ভ্রমণকালে গন্তব্যস্থলে যাবার সময় প্রতিটি ভ্রমণ দিনের জন্য (for cach day of transit) দৈনিক ৬৪ মার্কিন ডলার হিসেবে ভাতা প্রাপ্য হবেন। বিশেষ পর্যায়ভুক্ত অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ সাধারণ 'ক' পর্যায়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য পরবর্তী গন্তব্যস্থলের জন্য নির্ধারিত সর্বসাকুল্য ভাতার ২৫ ভাগ ট্রানজিট ভাতা প্রাপ্য হবেন।

(খ) সাধারণ পর্যায়ভুক্ত সকল কর্মকর্তা বিমান পথে ভ্রমণকালে সর্বসাকুল্য ভাতার শতকরা ২৫ ভাগ ট্রানজিট ভাতা হিসেবে প্রাপ্য হবেন। পরবর্তী গন্তব্যস্থলের উদ্দেশ্য প্রতিটি ভ্রমণ দিনের জন্য (for each day of transit) নির্ধারিত সর্বসাকুল্য ভাতার শতকরা ২৫ ভাগ প্রদেয় হবে। অনুরূপভাবে ফেরত ভ্রমণের ক্ষেত্রেও শেষ কর্মস্থলের উদ্দেশ্যে প্রতিটি ভ্রমণ দিনের জন্য নির্ধারিত সর্বসাকুল্য ভাতার শতকরা ২৫ ভাগ ট্রানজিট ভাতা হিসেবে প্রদেয় হবে। বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ মিশন/দূতাবাসের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ হেডকোয়াটার্স-এর বাইরে (One way) তিন ঘণ্টার কম সময় অতিবাহিত হলে কোন ট্রানজিট ভাতা প্রাপ্য হবেন না। এক পথে (One way) তিন ঘণ্টা বা তার চেয়ে বেশি সময় অতিবাহিত হলে ১দিন ট্রানজিট ভাতা প্রাপ্য হবেন। তবে যাওয়া ও আসা বাবদ ২৪ ঘণ্টার অধিক সময় অতিবাহিত না হলে একদিনের ট্রানজিট ভাতা প্রাপ্য হবেন এবং টার্মিনাল চার্জের প্রাপ্যতা এ স্মারকের অনুচ্ছেদ ১২ মোতাবেক নির্ধারিত হবে। সরকারি গাড়িতে কেউ সড়ক পথে ভ্রমণ করলে কোন টার্মিনাল চার্জ প্রাপ্য হবেন না।

(গ) হেডকোয়াটার্স থেকে যাত্রা শুরুর সময় হতে গন্তব্যস্থলে পৌঁছানো এবং শেষ কর্মস্থল হতে যাত্রা করে হেডকোয়ার্টার্সে প্রত্যাবর্তন করা পর্যন্ত সময়কে ট্রানজিট পিরিয়ড হিসেবে গণ্য করা হবে। প্রতিটি ভ্রমণ দিনের মেয়াদ সাধারণতঃ ২৪ ঘণ্টার কম হলেও ভ্রমণকারী একদিনের ট্রানজিট ভাতা প্রাপ্য হবেন। ভ্রমণকালের মেয়াদ ২৪ ঘণ্টার বেশি হলে তদূর্ধ্ব সময়ের জন্য একাধিক ট্রানজিট ভাতা প্রাপ্য হবেন। যদি সফরকালে বিমান যোগাযোগের জন্য কোথাও রাত্রিযাপন করতে হয় এবং এয়ার লাইন্স যদি উক্ত ব্যয় বহন না করে, তা হলে সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তার অনুমোদন সাপেক্ষে এরূপ অবস্থায় প্রতি রাত্রি যাপনের জন্য ভ্রমণকারী দৈনিক ভাতা প্রাপ্য হবেন, কিন্তু কোন ট্রানজিট ভাতা প্রাপ্য হবেন না। এরূপ ক্ষেত্রে অবস্থানের জন্য যদি যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন না থাকে তা হলে সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারী প্রচলিত নিয়মানুযায়ী ট্রানজিট ভাতা ও দৈনিক ভাতা, একইসাথে প্রাপ্য হবেন। কারণ দৈনিক ভাতা গন্তব্যস্থলে পৌঁছে ব্যয় করার জন্য আর ট্রানজিট ভাতা ট্রানজিটে থাকা অবস্থায় ব্যয় করার জন্য প্রদান করা হয়। বিদেশে অভ্যন্তরীণ ভ্রমণের সময় ভ্রমণকারী যদি সে দিনের জন্য দৈনিক ভাতা প্রাপ্য হন তা হলে তিনি কোন ট্রানজিট ভাতা প্রাপ্য হবেন না। তবে বিদেশে বিভিন্ন দেশের মধ্যে একই দিনে সম্পাদিত এক বা একাধিক সফরের জন্য একদিনের ট্রানজিট ভাতা প্রাপ্য হবেন।

(ঘ) বিদেশি কোন সরকার বা সংস্থার খরচে সরকারিভাবে বিদেশে সেমিনার, কনফারেন্স, ওয়ার্কশপ, শিক্ষা সফর (Study tour) ও অনধিক এক মাসের প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে ট্রানজিট ভাতা ও টার্মিনাল চার্জ প্রদানের বেলায় নিম্নবর্ণিত নিদের্শন প্রযোজ্য হবে ঃ

১. যে ক্ষেত্রে বিদেশি সরকার বা সংস্থা আনুষঙ্গিক ব্যয় নির্বাহের জন্য কিছু থোক অগ্রিম প্রদান করে থাকে, সেক্ষেত্রে কোন ট্রানজিট ভাতা ও টার্মিনাল চার্জ প্রদান করা যাবে না।

২. যেসব ক্ষেত্রে বিদেশি সরকার বা সংস্থা গন্তব্যস্থলে পৌছার পর দৈনিক ভাতা প্রদান ও আনুষঙ্গিক ব্যয় বহন করে বা মোট অবস্থান হতে অতিরিক্ত সময়রে জন্য দৈনিক ভাতা প্রদান করে থাকে এবং আমন্ত্রিত কর্মকর্তা অতিরিক্ত অর্থ দ্বারা যাতায়াত সংক্রান্ত আনুষঙ্গিক ব্যয় নির্বাহ করতে পারবেন, সেসব ক্ষেত্রে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় শুধু বহির্গমনের (outward journey) জন্য ট্রানজিট ভাতা ও টার্মিনাল চার্জ ও শর্তে মঞ্জুরি প্রদান করতে পারবেন যে, ভ্রমণ সমাপনান্তে তা বৈদেশিক মুদ্রায় সরকারি কোষাগারে জমা দিতে হবে।

৩. যেক্ষেত্রে বিদেশি সরকার বা সংস্থা ভ্রমণের প্রাক্কালে কোন অগ্রিম অর্থ প্রদান করে না বা আনুষঙ্গিক ব্যয় সংক্রান্ত কোন আশ্বাস প্রদান করে না, সেক্ষেত্রে বহির্গমন ও প্রত্যাবর্তন উভয় ভ্রমণের বেলায় ট্রানজিট ভাতা ও টার্মিনাল চার্জ মঞ্জুর করা যাবে এবং তা একাধিক দেশে/স্থানে ভ্রমণের ক্ষেত্রে প্রত্যেক কর্মস্থলে প্রদেয় হবে। অবশ্য আমন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ যদি এ বাবদ কোন অর্থ প্রদান করেন, তা হলে মঞ্জুরিকৃত অর্থ যথা নিয়মে বৈদেশিক মুদ্রায় ফেরত দিতে হবে।

১৪। কোন ব্যক্তি/কর্মকর্তা/কর্মচারী স্বীয় অনুরোধে বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাস কর্তৃক তাঁর আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করিয়ে নিলে কৃত ব্যবস্থার সকল দায়-দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/কর্মকর্তার উপর বর্তাবে।

১৫। বিদেশে কর্তব্যরত অবস্থায় কোন স্থানে চলাচলের জন্য ট্যাক্সি ভাড়া অথবা অন্য কোন যানবাহনের ভাড়া দাবি করা যাবে। তবে, এরূপ ব্যয় নিদিষ্ট স্থানের জন্য প্রাপ্য সর্বসাকুল্য ভাতার শতকরা ১০ ভাগের অধিক হলে এবং নির্ধারিত সর্বসাকূল্য ভাতার শতকরা ১০ ভাগের অতিরিক্ত কিন্তু অনধিক শতকরা ৩০ ভাগ যা প্রকৃত ব্যয় তাই প্রাপ্য বলে গণ্য হবে। অর্থাৎ এ অতিরিক্ত প্রাপ্যতা কোন ক্রমেই নির্ধারিত সর্বসাকুল্য ভাতার শতকরা ২০ ভাগের বেশি হবে না।

১৬। হোটেল ভাড়া ভিত্তিক (নগদসহ) ভাতা কেউ অগ্রিম গ্রহণ করলে বিদেশ হতে ফেরার এক মাসের মধ্যে উক্ত অগ্রিম অর্থ ব্যয়ের সমর্থনে প্রয়োজনীয় হোটেল ভাউচার প্রদানের মাধ্যমে বিল সমন্বয় করতে হবে। অনুরূপভাবে বিকল্প হার গ্রহণ করলেও যথারীতি এক মাসের মধ্যে বিল সমন্বয় করতে হবে।

১৭। (ক) বৈদেশিক মুদ্রায় গৃহীত সব রকমের উদ্বৃত্ত অর্থ বৈদেশিক মুদ্রা অথবা চলতি বিনিময় হারে বাংলাদেশী মুদ্রায় ফেরত দিতে হবে। যেসব ক্ষেত্রে সময়মত অগ্রিম হিসেবে গৃহীত অর্থের হিসাব-নিকাশের সমন্বয় না করা অথবা উদ্বৃত্ত অর্থ ফেরত না দেয়া হয়, সে সব ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর অফিসকে উক্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীর নিকট হতে উদ্বৃত্ত অর্থ ফেরত নেয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। কেউ স্বীয় প্রাপ্যের বেশি বৈদেশিক মুদ্রা গ্রহণ করে থাকলে উক্ত অতিরিক্ত অর্থ বৈদেশিক মুদ্রায় অথবা চলতি বিনিময় হারে বাংলাদেশী মুদ্রায় ফেরত দেয়া হয়েছে কিনা সে সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তার অফিসকেও নিশ্চিত হতে হবে। এজন্য সংশ্লিষ্ট প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তার অফিস প্রয়োজনবোধে একটি নতুন রেজিস্টার খুলে তাতে প্রয়োজনীয় Entry রাখবেন যাতে উক্ত রেজিস্টারের উপর ভিত্তি করে ভবিষ্যতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীর নিকট হতে প্রচলিত নিয়ম অনুসারে বৈদেশিক মুদ্রায় অথবা চলতি বিনিময় হারে বাংলাদেশী মুদ্রায় উক্ত অর্থ ফেরত নেয়ার ব্যবস্থা করা যায়।

(খ) বাংলাদেশ মিশনসমূহের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বদলির বেলায় বৈদেশিক মুদ্রায় গৃহীত সকল ধরণের উদ্বৃত্ত অর্থ বৈদেশিক মুদ্রায় ফেরত দিতে হবে। অনিবার্য কারণবশতঃ বৈদেশিক মুদ্রায় ফেরত প্রদান করা সম্ভব না হলে, সেক্ষেত্রে বাংলাদেশী মুদ্রায় চলতি বিনিময় হারে উক্ত উদ্বৃত্ত অর্থ ফেরত দিতে হবে এবং তার অর্ধেক অর্থ জরিমানা হিসেবে আদায় করা হবে। অর্থাৎ উদ্বৃত্ত অর্থ অনাদায়ের জন্য প্রতিবারই বিনিময় হারের দেড় গুণ পরিমাণ অর্থ বাংলাদেশী মুদ্রায় ফেরত দিতে হবে। যেসব ক্ষেত্রে সময়মত অগ্রিম হিসাবে গৃহীত অর্থের হিসাব-নিকাশের সমন্বয় সাধন না করা হয় অথবা উদ্বৃত্ত অর্থ ফেরত না দেয়া হয় সেসব ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর অফিসকে উক্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীর নিকট হতে উদ্বৃত্ত অর্থ ফেরত নেয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। কেউ স্বীয় প্রাপ্যের অধিক বৈদেশিক মুদ্রা গ্রহণ করে থাকলে উক্ত অতিরিক্ত অর্থ বৈদেশিক মুদ্রায় ফেরত দেয়া হয়েছে কি-না সে সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তার অফিসকেও নিশ্চিত হতে হবে। এজন্য সংশ্লিষ্ট প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তার অফিস প্রয়োজনবোধে একটি নতুন রেজিষ্টার খুলে তাতে প্রয়োজনীয় Entry রাখবেন যাতে উক্ত রেজিস্টারের উপর ভিত্তি করে ভবিষ্যতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের নিকট হতে প্রচলিত নিয়ম অনুসারে বৈদেশিক মুদ্রায় অথবা বাংলাদেশী মুদ্রায় উক্ত অর্থ ফেরত নেয়ার ব্যবস্থা করা যায়। জরিমানা হিসাবে জমা দিতে হবে।

১৮। বৈদেশিক মুদ্রায় মঞ্জুরির জন্য প্রস্তাব পেশ করার সময় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/সংস্থাকে পূর্বে প্রাপ্ত অর্থের হিসাব-নিকাশের সমন্বয় সাধন কিংবা ক্ষেত্র বিশেষে উদ্বৃত্ত অর্থ ফেরত দেয়া হয়েছে- এ মর্মে মন্ত্রণালয়/সংস্থা প্রধান কর্তৃক স্বাক্ষরিত সার্টিফিকেট পেশ করতে হবে। উদ্বৃত্ত অর্থ (বৈদেশিক মুদ্রা) যে ব্যাংকে ফেরত দেয়া হয়েছে তার নাম সার্টিফিকেটে উল্লেখ করতে হবে। বাংলাদেশি মুদ্রায় করা হলে, নির্দিষ্ট হারে আদায় করা হয়েছে কিনা তা উল্লেখ করতে হবে। উল্লিখিত সার্টিফিকেট ছাড়া বৈদেশিক মুদ্রা মঞ্জুরির জন্য পরবর্তী প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য হবে না। এরূপ আনাদায়ের ক্ষেত্রে অগ্রিম হিসেবে নেয়া বৈদেশিক মুদ্রার সমন্বয় সাধন অথবা ফেরত প্রদান সংক্রান্ত বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/সংস্থা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

১৯। (ক) বৈদেশিক মুদ্রা মঞ্জুরি প্রাপ্তির সময় যে হারে (ব্যাংক কমিশন ছাড়া) অনুমোদিত ডিলারদের নিকট হতে বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয় করা হয়, প্রাপ্ত অর্থের হিসাব-নিকাশ এর সমন্বয় সাধনকালেও সে হার প্রয়োগ করা হবে। যে হারে বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয় করা হয়েছে তা উল্লেখ পূর্বক অনুমোদিত ডিলারদের নিকট হতে সার্টিফিকেট নিয়ে তা বিল দাবিকৃত অংশের সমর্থনে প্রমাণস্বরূপ পেশ করতে হবে। বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় হারের উঠানামার দারুণ সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারী যাতে লাভবান বা ক্ষতিগ্রস্থ না হন সেজন্য সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর ভ্রমণ ভাতা বিলের মাধ্যমে বিনিময় হার উঠানামার কারণে লাভ-ক্ষতির সমন্বয় সাধন করা হবে। যদি কেউ ক্ষতিগ্রস্থ হন তা হলে ভ্রমণ ভাতা বিল ক্ষতির সমপরিমাণ অর্থ মোট প্রাপ্য হতে কর্তন করে দেয়া হবে। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/কর্মকর্তা/কর্মচারী যে খাত হতে ভাতা গ্রহণ করেন সে খাতেই এ সম্পর্কীয় লেনদেনের সমন্বয় করা হবে।

(খ) অনুমোদিত ডিলারগণ (নগদ, ট্রাভেসার্স চেক, ডিমান্ড ড্রাফট, মেইল ও টেলিগ্রাফিক ট্রান্সফার প্রভৃতি আকারে) বৈদেশিক মুদ্রা প্রদানের সময় যে ব্যাংক কমিশন/চার্জ ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক খরচ সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীর নিকট হতে গ্রহণ করে থাকেন, তা মূল ভাউচার প্রদান সাপেক্ষে প্রাপ্য বলে গণ্য হবে এবং ভ্রমণকারী ব্যক্তি/কর্মকর্তা/কর্মচারীকে তা বাংলাদেশী মুদ্রায় প্রদান করা হবে।

২০। এ স্মারকের ৪র্থ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত কেবল নগদ ভাতা এবং ৬(খ), ৭(ক), ১০, ১১, ১২ ও ১৩ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুমোদিত ব্যয় ব্যতীত অন্যান্য সকল ধরণের ব্যয় অবশ্যই উপযুক্ত রশিদ পত্রের মাধ্যমে সম্পাদন করতে হবে। বিশেষ পর্যায় ভুক্ত কর্মকর্তার বেলায় ট্যাক্সি ভাড়া বকশিশ ও টেলিফোন ব্যবহারের জন্য ছোট-খাট খরচ, যার জন্য মূল রশিদ দাখিল করা সম্ভবপর নয়, সেসব ক্ষেত্রে মূল রশিদের পরিবর্তে সহগামী একজন কর্মকর্তা (অন্ততঃপক্ষে সহকারী সচিবের পদমর্যাদা সম্পন্ন) কর্তৃক স্বাক্ষরিত সার্টিফিকেট থাকতে হবে। তবে এরূপ ব্যয় বিশেষ পর্যায়ভুক্ত কর্মকর্তার বেলায় প্রযোজ্য নগদ ভাতার শতকরা ১০ ভাগের অধিক হলে প্রাপ্য হবে এবং নির্ধারিত নগদ ভাতার শতকরা ১০ ভাগের অতিরিক্ত কিন্তু অনধিক শতকরা ৩০ ভাগ যা প্রকৃত ব্যয় তাই প্রাপ্য বলে গণ্য হবে। অর্থাৎ এ অতিরিক্ত প্রাপ্যতা কোনক্রমোই নির্ধারিত নগদ ভাতার শতকরা ২০ ভাগের অধিক হবে না।

২১। (ক) সরকারি খরচে আকাশ পথে বিদেশ ভ্রমণকালে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, জাতীয় সংসদের স্পিকার, প্রধান বিচারপতি, প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি, কেবিনেট মন্ত্রী, চীপ হুইপ, জাতীয় সংসদের ডেপুটি স্পিকার, জাতীয় সংসদের বিরোধী দলীয় নেতা, কেবিনেট মন্ত্রীর সমপদমর্যাদার কর্মকর্তাগণ, প্রতিমন্ত্রী, উপমন্ত্রী, প্রধান নির্বাচন কমিশনার, পরিকল্পনা কমিশনের উপ-চেয়ারম্যান, সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের বিচারকগণ, নির্বাচন কমিশনার, সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের বিচারকগণ, মন্ত্রিপরিষদ সচিব, সেনা, নৌ এবং বিমান বাহিনীর প্রধানগণ এবং সরকারের মুখ্য সচিব প্রথম শ্রেণীতে ভ্রমণ করতে পারবেন।

**ব্যতিক্রম ঃ**

বিদেশে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত/হাইকমিশনারগণ নিম্নবর্ণিত সময় বিমানে প্রথম শ্রেণীতে ভ্রমণ করতে পারবেন ঃ

(১) যে দেশে রাষ্ট্রদূত/হাইকমিশনার নিযুক্ত হয়েছেন, সেদেশে যখন প্রথম যাবেন।
(২) যখন বিদেশি রাষ্ট্র প্রধানগণের সহগামী হয়ে বাংলাদেশে আগমন করবেন।

(খ) সংসদ সদস্য, অ্যাটর্নি জেনারেল, কন্ট্রোলার এবং এডিটর জেনারেল, সরকারি কর্মকমিশনের চেয়ারম্যান, বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর, মহা পুলিশ পরিদর্শক, পরিকল্পনা কমিশনের সদস্যগণ, সেনা/নৌ/বিমান বাহিনীতে মেজর জেনারেলের পদমর্যাদার কর্মকর্তাগণ, জাতীয় সংসদ সচিবসহ সরকারের সকল অধ্যাপকগণ, সরকারের সচিবের পদমর্যদার অধিষ্ঠিত কর্মকর্তাগণ, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যগণ, সিটি কর্পোরেশনের মেয়রগণ, অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনালে, সরকারের অতিরিক্ত সচিবগণ, আণবিক শক্তি কমিশনের চেয়ারম্যান, ভূমি সংস্কার বোর্ডের চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ রসায়ন শিল্প সংস্থার চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ পাটকল কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ তেল, গ্যাস এবং খনিজ সম্পদ কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান, বাংলাদশে চিনি ও খাদ্য শিল্প সংস্থার চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বস্ত্রকল সংস্থার চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান, টেরিফ কমিশনের চেয়ারম্যান, দুনীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি

গবেষণা পরিষদের নির্বাহী ভাইস চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক, সোনালী, জনতা এবং অগ্রণী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালকগণ, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণ (সিলেকশন গ্রেড), বাংলাদেশ রাষ্ট্রদূত ও হাইকমিশনারগণ (অন্যান্য সময়ে) আকাশ পথে বিদেশ ভ্রমণকালে বিজনেস/ক্লাব/এক্সিকিউটিভ শ্রেণীতে ভ্রমণ করতে পারবেন।

(গ) উপরের (ক) ও (খ) এ উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গ/কর্মকর্তাগণ ব্যতিরেকে কেউ সরকারি খরচে আকাশ পথে যথাক্রমে প্রথম শ্রেণীতে এবং বিজনেস/ক্লাব/এক্সিকিউটিভ শ্রেণীতে ভ্রমণ করতে পারবেন না।

২২। বিদেশে প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে এ স্মারকে উল্লিখিত ভাতার হার প্রযোজ্য হবে না।

২৩। সরকারি খরচে বিদেশ ভ্রমণ সংক্রান্ত বিষয়ে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণ ও সরকারি আদেশ জারি করার সময় প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ যে কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকেন তাতে অনেক ক্ষেত্রে অনিয়ম পরিলক্ষিত হয়। এ অনিয়মের ফলে ন্যূনতম সময়ে প্রস্তাব পরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা সম্ভবপর হয়ে ওঠে না। এসব অসুবিধা দূর করার লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণে সহায়ক নিম্নবর্ণিত বিধিসমূহের প্রতি সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে ঃ

(ক) সরকারি খরচে বিদেশ ভ্রমণ সংক্রান্ত প্রত্যেকটি প্রস্তাবে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে।

(খ) কোন প্রস্তাব কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের জন্য পেশ করার সময় সার-সংক্ষেপে বা নোটে মনোনীত ব্যক্তি/ কর্মকর্তা/কর্মচারীর নির্ধারিত কর্মস্থলে প্রকৃত অবস্থানের সময় ছাড়াও হেডকোয়ার্টার্স হতে গমন ও প্রত্যাবর্তনের তারিখ/সময়ের উল্লেখ থাকতে হবে।

(গ) নির্ধারিত ভ্রমণে ভ্রমণসূচিতে উল্লিখিত সম্পূর্ণ অংশের জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে। অর্থাৎ ভ্রমণকারী ব্যক্তি/কর্মচারীর মূখ্য ভ্রমণের স্থান ছাড়াও যদি সরকারি কার্যসম্পাদনের জন্য বা অনিবার্য কারণবশত: পথিমধ্যে অন্য কোথাও সফর/অবস্থান করতে হয় সে জন্যও যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।

(ঘ) যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণের সময় প্রস্তাব সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা কর্তৃক বিদেশ ভ্রমণ সংক্রান্ত ব্যায় নির্বাহের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ ও প্রকৃত ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ উল্লেখ করতে হবে।

(ঙ) নির্ধারিত সফরের ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রার পরিমাণও প্রস্তাবে উল্লেখ করতে হবে এবং যে ক্ষেত্রে নির্ধারিত বাজেট বরাদ্দের মধ্যে ভ্রমণ ব্যয় সংকুলান করা সম্ভবপর নয় সে ক্ষেত্রে অর্থ বিভাগের পূর্ব (prior) অনুমোদন ছাড়া যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের জন্য কোন প্রস্তাব পেশ করা যাবে না।

(চ) ঙ- অনুচ্ছেদে উল্লিখিত ক্ষেত্রে অর্থ বিভাগের পূর্ব অনুমোদনের প্রস্তাব সংক্রান্ত ব্যয় নির্বাহের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ, ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ এবং নির্ধারিত সফরের জন্য প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রার পরিমাণ উল্লেখ করতে হবে। বর্ণিত বিধিসমূহ সরকারি ব্যয়ে বিদেশ ভ্রমণ সংক্রান্ত বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং তা প্রতিপালনের জন্য সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগকে নিশ্চিত হয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করতে অনুরোধ করা যাচ্ছে। সে অনুযায়ী প্রশাসনিক আদেশে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করার জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/ বিভাগসমূহের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছেঃ

(১) যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণ করা হয়েছে কি-না;

(২) হেডকোয়ার্টার্স হতে গমন ও প্রত্যাবর্তনের তারিখসহ বিদেশে প্রকৃত অবস্থানের তারিখ উল্লেখ রয়েছে কি-না; এবং

(৩) বহির্গমন ও প্রত্যাবর্তনের পথে সরকারি কার্য সম্পাদনের জন্য কোন বিরতি রয়েছে কি-না; এবং এরূপ বিরতি সরকারিভাবে অনুমোদিত কি-না।

উল্লেখ্য পথিমধ্যে অননুমোদিত কোন বিরতির জন্য কেউ কোন দৈনিক ভাতা প্রাপ্য হবেন না।

২৪। বৈদেশিক মুদ্রা মঞ্জুরির প্রস্তাব অর্থ বিভাগে প্রেরণ করতে হলে নিম্নলিখিত তথ্য/কাগজপত্র অবশ্যই সরবরাহ করতে হবেঃ

(ক) সংশ্লিষ্ট নোট এবং আদেশের সত্যায়িত অনুলিপি।

(খ) সফরের জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের সত্যায়িত অনুলিপি।

(গ) যখন চিঠির মাধ্যমে প্রস্তাব পাঠানো হতো তখন উপরোক্ত কাগজপত্র অবশ্যই চিঠির সাথে প্রেরণ করতে হবে।

(ঘ) যদি প্রস্তাবিত সফরের সকল খরচের সম্পূর্ণ অথবা কোন অংশ আমন্ত্রণকারী দেশ/সংস্থা বহন করে, তা হলে তার শর্তসমূহ পরিষ্কারভাবে জানাতে হবে।

(ঙ) এ স্মারকলিপির ২নং অনুচ্ছেদ মোতাবেক ব্যক্তি/কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ কোন পর্যায়ে (Category) অন্তর্ভুক্ত তা জানাতে হবে।

(চ) বৈদেশিক মুদ্রা মঞ্জুরির প্রস্তাব বিদেশ গমনের কমপক্ষে ৭ দিন পূর্বে পাঠাতে হবে।

(ছ) বৈদেশিক মুদ্রায় মঞ্জুরীর প্রাপ্য ভাতা গ্রহণের ব্যাপারে এ স্মারকের ৬ ও ৭ অনুচ্ছেদে উল্লেখিত হার সমূহের মধ্যে কোনটা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/কর্মকর্তা/কর্মচারীর কাছে গ্রহণযোগ্য তা স্পষ্টভাবে জানাতে হবে।

(জ) ভ্রমণকারী ব্যক্তি/কর্মকর্তা/কর্মচারীর পূর্ব ভ্রমণের যাতায়াত খরচের বিল সমন্বয় সাধন করা হয়েছে কি-না তা উল্লেখ করতে হবে।

যে ক্ষেত্রে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় বৈদেশিক মুদ্রা মঞ্জুরি প্রদান করে, সেক্ষেত্রে উল্লিখিত তথ্যাদি যথাযথভাবে পরীক্ষা করে মঞ্জুরি প্রদান করতে হবে।

২৫। (ক) ভ্রমণকারী ব্যক্তি/কর্মকর্তা/কর্মচারীকে সরকারি মঞ্জুরির মাধ্যমে যাতায়াত ভাতা/দৈনিক ভাতা ক্ষেত্র বিশেষে আপ্যায়ন খরচ ও আনুষাঙ্গিক খরচের জন্য বৈদেশিক মুদ্রা এবং স্থানীয় মুদ্রা অগ্রিম দেয়া যাবে। বিদেশে ব্যয়ভার বহনের জন্য বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন এবং বিমান টিকেট ক্রয়, বাংলাদেশের বিমানবন্দরের ট্যাক্স প্রদান, উপহার সামগ্রী ক্রয়, বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয় ইত্যাদি জন্য স্থানীয় মুদ্রার প্রয়োজন হয়। উক্ত বৈদেশিক মুদ্রা ও স্থানীয় ব্যয়ভার বহনের জন্য অগ্রিম দেয়া যেতে পারে। অনুমোদিত ভ্রমণসূচি অনুযায়ী প্রাপ্যতা হিসাব করে বৈদেশিক মুদ্রার সমন্বয় সাধন করতে হবে এবং প্রাপ্যের অতিরিক্ত অর্থ বৈদেশিক মুদ্রায় ফেরত দিতে হবে। অনুমোদিত ভ্রমণসূচি অনুসারে বৈদেশিক মুদ্রায় এবং স্থানীয় মুদ্রায় প্রাপ্য পৃথক পৃথক ভাবে হিসাব করে যাতায়াত বিলের (T.A. Bill) মাধ্যমে মঞ্জুরিকৃত অগ্রিম অর্থের সমন্বয় করতে হবে। ভ্রমণকারী ব্যক্তি/কর্মকর্তা/কর্মচারীর পূর্বেকার ভ্রমণের জন্য প্রাপ্য বৈদেশিক মুদ্রা সমন্বয় সাধন হয়েছে কিনা সে সম্পর্কে কর্তৃপক্ষের সার্টিফিকেট অথবা যদি সম্পূর্ণ খরচ না হয়ে থাকে, তাহলে অবশিষ্ট বৈদেশিক মুদ্রা যে ব্যাংকে ফেরত দিয়েছেন তার রশিদের সত্যায়িত অনুলিপি সংযোজিত করতে হবে। যেক্ষেত্রে প্রাপ্যের কম বৈদেশিক মুদ্রা গ্রহণ করা হয় সেক্ষেত্রে প্রাপ্যতানুযায়ী অতিরিক্ত অর্থ বৈদেশিক মুদ্রায় সাধারণ ক্ষেত্রে দেয়া যাবে না।

(খ) উপরে উল্লিখিত তথ্যাদি সম্পূর্ণ ব্যবহার করে যাতায়াত বিল (T.A. Bill) প্রণয়ন করতে হবে।

২৬। বিদেশ ভ্রমণকালে বাংলাদেশ মিশনসমূহ হতে অগ্রিম গ্রহণের বিষয়টি যথাযথ পরীক্ষার পর সরকার এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যে, যে ক্ষেত্রে অগ্রিম অপরিহার্য শুধু সে ক্ষেত্রেই বাংলাদেশ মিশনসমূহ এরূপ অগ্রিম প্রদান করবে। যেমন ঃ ভ্রমণকারী ব্যক্তি/কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের অবস্থানের মেয়াদ বর্ধিত করা হলে তিনি অগ্রিম গ্রহণ করতে পারেন। তবে, এরূপ অগ্রিম প্রদান সীমিত থাকবে এবং বাংলাদেশ মিশনসমূহকে এরূপ অগ্রিম প্রদান দ্রুত সমন্বয় সাধনের জন্য নিম্নলিখিত নির্দেশসমূহের প্রতি সর্তক দৃষ্টি রাখতে হবেঃ

(ক) অগ্রিম প্রদানের পূর্বে বাংলাদেশ মিশন কর্তৃপক্ষ প্রার্থিত বৈদেশিক মুদ্রার প্রাপ্যতা যুক্তিযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত হবেন এবং কোনক্রমেই প্রাপ্যের অতিরিক্ত অগ্রিম প্রদান করবেন না।

(খ) মিশন কর্তৃপক্ষ অগ্রিম প্রদানের সাথে সাথে প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার হিসাব রক্ষণ অফিসার, বাংলাদেশ ব্যাংক, অর্থ বিভাগ ও প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়কে অবহিত করবেন।

(গ) প্রদত্ত অগ্রিম সুস্পষ্টভাবে মিশনের মাসিক হিসাবে দেখাতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা কর্তৃক সমন্বয় সাধন করতে হবে- মর্মে উল্লেখ করতে হবে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা মিশনের মাসিক হিসাব পাবার পর সংশ্লিষ্ট মিশনে উক্ত অগ্রিম অর্থের ক্ষতিপূরণ করবেন এবং সংশ্লিষ্ট প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তার অনুকূলে (Exchange Accounts) এর মাধ্যমে ব্যয় (Debit) হস্তান্তর করবেন যাতে সাঠিক খাতে ব্যয় দেখিয়ে সমন্বয় সাধন করা যায়।

(ঘ) সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারী ভ্রমণ শেষে দেশে প্রত্যাবর্তনের পর উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট হতে বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজনীয় অনুমোদন গ্রহণ করবেন এবং ভ্রমণ বিলের মাধ্যমে অর্থের সমন্বয় সাধন করবেন। এ বিষয়ে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় বৈদেশিক মুদ্রা মঞ্জুরি আদেশ জারি করবে যার অনুলিপি অগ্রিম প্রদানকারী মিশনসহ সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে প্রেরণ করতে হবে। ভ্রমণ ভাতা সমন্বয় বিলে সংশ্লিষ্ট মিশন কর্তৃক প্রদত্ত অর্থ অগ্রিম দেখিয়ে প্রাপ্য অর্থ হতে বাদ দিতে হবে।

২৭। পূর্বে গৃহীত অগ্রিম টাকার সমন্বয় সাধন (adjustment) এর পূর্বে নতুন অগ্রিম মঞ্জুর কার হলে তা রীতি বিরুদ্ধ বলে বিবেচিত হবে।

২৮। এ আদেশ ০১ অক্টোবর ২০১২ থেকে কার্যকর হবে।

(জালাল আহমেদ)
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও ব্যয় নিয়ন্ত্রণ)

Ministry of Foreign Affairs
Personnel-1 Section
Dhaka

No. AD-P1-8202 Dated : 01 November 2007

# Circular

**Subject : Payment of cost of air-tickets and transportation of personal effects as advance to the officials in Bangladesh Mission abroad on transfer.**

In supersession of the Ministry's previous letters of even No. SS(A)-5/88/76 dated 16 February 1976 and 28 August 2002 respectively, the Ministry has decided the following in respect of payment of cost of air-tickets and transportation of personal effects to the officials serving in the Missions at the time of transfer :

a. Henceforth, the advance payment for air-tickets and cost of transportation of personal effects will be paid to the official concerned at the time of transfer, based on three quotations each from three separate travel agents and movers. The Head of Mission will apply his/her utmost discretion at the time of financial approval of the submitted quotations. However in case of an official opting for transportation cost as per the Ministry's Circular No. AD-B&EC-8173/Rules/2006 dated 26 August 2007, the Head of the Mission shall authorize payment to the official concerned the amount as determined in accordance with the circular.

b. The official concerned shall be responsible for arranging air-tickets and transportation of personal effects.

c. The official concerned shall be required to submit T.A. adjustment bill to CAO (FA) within the prescribed time limit.

02. This is issued with the approval of the competent authority and shall come into force with immediate effect.

(Kazi Ziaul Hasan)
Assistant Secretary (P1)

**অতি জরুরি ঃ ফ্যাক্স/ই-মেইল/কুটনৈতিক ব্যাগ/বিশেষ বাহক মারফত**

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
প্রবাসী কল্যাণ ভবন
৭১-৭২, পুরাতন এলিফ্যান্ট রোড, ইস্কাটন গার্ডেন, রমনা, ঢাকা-১০০০।

**কর্মসংস্থান শাখা - ৪**

www.probashi.gov.bd

নং-৪৯.০০৪.০১১.০০.০০.০০১.২০১৩-১৬৭ তারিখ ঃ ২৮.০৩.২০১৩ খ্রিঃ।

## অফিস আদেশ

**বিষয় ঃ বিদেশের বিভিন্ন কোম্পানী/প্রতিষ্ঠান/নিয়োগকর্তা কর্তৃক বাংলাদেশি কর্মী নিয়োগের উদ্দেশ্যে সত্যায়ন (Attestation) এর নিমিত্ত বাংলাদেশ দূতাবাস/হাইকমিশন/কনস্যুলেট-এ জমাকৃত চাহিদাপত্র (Demand Letter) সম্পর্কে মন্ত্রণালয়কে অবহিতকরণ প্রসঙ্গে।**

উপর্যুক্ত বিষয়ে নিম্নস্বাক্ষরকারী নির্দেশক্রমে জানাচ্ছে যে, বাংলাদেশ হতে বিদেশে কর্মী প্রেরণে গতিশীলতা আনয়ন, সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও পরিবীক্ষণের স্বার্থে বিদেশের বিভিন্ন কোম্পানী/প্রতিষ্ঠান/নিয়োগকর্তা কর্তৃক বাংলাদেশী কর্মী নিয়োগের উদ্দেশ্যে সত্যায়ন (Attestation) এর নিমিত্ত বাংলাদেশ দূতাবাস/হাইকমিশন/কনস্যুলেট-এ চাহিদাপত্র (Demand Letter) জমা দেয়ার অব্যাহতির পরই এ মন্ত্রণালয়কে ই-মেইল/ফ্যাক্স যোগে অবহিত করতে হবে। যে কোন নিয়োগকর্তা বা তার যথাযথভাবে মনোনীত কর্তৃক কোন চাহিদাপত্র দূতাবাস/হাইকমিশন/কনস্যুলেট এ জমা দেয়া হলে সেটি যথাযথ সীল-স্বাক্ষর ও গ্রহণের নম্বরসহ আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করতে হবে এবং সেটির অনুলিপি ফ্যাক্স অথবা স্ক্যান করে ই-মেইল যোগে নিম্নবর্ণিত ফ্যাক্স/ই-মেইল ঠিকানায় পরবর্তী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে অবগতির নিমিত্ত প্রেরণ করতে হবেঃ

**ই-মেইল ঠিকানা ঃ**

| | |
|---|---|
| মহাপরিচালক, বিএমইটি | ঃ shamsunnahar85@gmail.com |
| যুগ্ম-সচিব (কর্মসংস্থান) | ঃ jsemployment@probashi.gov.bd |
| উপ-সচিব (কর্মসংস্থান অধিশাখা-১) | ঃ dsemployment1@probashi.gov.bd |
| উপ-সচিব (কর্মসংস্থান অধিশাখা-২) | ঃ dsemployment2@probashi.gov.bd |
| সিনিয়র সহকরী সচিব (কর্মসংস্থান-১) | ঃ sasemployment3@probashi.gov.bd |
| সিনিয়র সহকরী সচিব (কর্মসংস্থান-৩) | ঃ sasemployment4@probashi.gov.bd |

ফ্যাক্স নম্বর ঃ ০২-৮৩১৩৯১৯ (মন্ত্রণালয়)
০২-৮৩১৯৯৪৯ (বিএমইটি)

২। উল্লেখ্য, রিক্রুটিং এজেন্সী কর্তৃক এরূপ কোন চাহিদাপত্রের অনুলিপি যা মন্ত্রণালয়/বিএমইটি-তে যথা সময়ে প্রদান করা হয়নি অথচ বাংলাদেশ দূতাবাস/হাইকমিশন/কনস্যুলেট কর্তৃক সেটি সত্যায়িত হয়ে মন্ত্রণালয়/বিএমইটি-তে আসে তবে সে সকল চাহিদাপত্র গ্রহণ করা হবে না। এ মন্ত্রণালয় এবং জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি) হতে চাহিদাপত্র সম্পর্কিত বিষয়ে মতামত/প্রতিবেদন চেয়ে যে সকল পত্র/ই-মেইল দূতাবাস/হাইকমিশন/কনস্যুলেট-এ প্রেরণ করা হয়ে থাকে তার প্রাপ্তি স্বীকার সম্পর্কে ও উপরে বর্ণিত ফ্যাক্স/ই-মেইল-এ যথাসত্ত্বর এ মন্ত্রণালয়/বিএমইটি-কে অবহিত করতে হবে। চাহিদাপত্র সত্যায়নের বিষয়ে দূতাবাসকে ০৭ (সাত) কার্য দিবসের মধ্যেই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। যদি কোন পেশকৃত চাহিদাপত্রে কোন অসম্পূর্ণতা/ঘাটতি/ত্রুটি থেকে থাকে সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট নিয়োগকর্তাকে সবিস্তারে দ্রুত লিখিতবাবে অবহিত করতে হবে। বিদেশস্থ বাংলাদেশ দূতাবাস/হাইকমিশন/কনস্যুলেট-এ শ্রম উইং-এ কর্তব্যরত কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং যে সকল স্থানে শ্রম উইং নাই সেখানে

এরূপ কাজের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত দূতাবাস/হাইকমিশন/কনস্যুলেট-এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ বাংলাদেশী কর্মীদের বিদ্যমান শ্রমবাজার ধরে রাখা এবং নতুনভাবে শ্রমবাজার সৃষ্টির বিষয়ে সর্বাত্মক প্রয়াস নিবেন এবং গৃহীত এবং কার্যক্রম সম্পর্কে মন্ত্রণালয় ও বিএমইটি-কে নিয়মিতভাবে অবহিত রাখবেন। প্রতি সপ্তাহে কতটি চাহিদাপত্র জমা হয়েছে, কতটি সত্যায়ন করা হয়েছে,কতটি সত্যায়ন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে সে সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য দিয়ে নিয়মিতভাবে সাপ্তাহিক প্রতিবেদন উপরে বর্ণিত ই-মেইল ঠিকানা ও ফ্যাক্স নম্বরসমূহে প্রেরণ করতে হবে। এ সকল পত্রের মূলকপি কূটনৈতিক ব্যাগযোগেও প্রেরণ করতে হবে। চাহিদাপত্র সত্যায়ন সম্পর্কিত বিষয়ে অহেতুক বিলম্ব এবং যে কোন ধরনের অনিয়ম পরিহার করার জন্যও সংশ্লিষ্ট সকলকে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো।

(ড. শাহনাজ আরেফিন)
উপ-সচিব

**বিতরণ ঃ**
কাউন্সেলর/প্রথম সচিব/দ্বিতীয় সচিব
শ্রম উইং
বাংলাদেশ দূতাবাস/হাইকমিশন/কনস্যুলেট জেনারেল
..........................................................

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

**শাখা - ৫**

নং-প্রকবৈকম-৫/এ-২/২০০৫/৯২৮ তারিখঃ ২৯/০৫/২০০৭ খ্রিঃ

## অফিস আদেশ

নির্দেশক্রমে অত্র মন্ত্রণালয়ের ৩০-১১-২০০৬ তারিখের প্রকবৈকম-৫/এ-২/২০০৫/১১৭০নং অফিস আদেশের ২(খ) অনুচ্ছেদ নিম্নরূপে সংশোধন করা হ'লঃ

২। (খ) চাকুরী ভিসা/ওয়ার্ক পারমিট/এমপ্লয়মেন্ট পারমিট সংশ্লিষ্ট দেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাস/হাইকমিশন/কনস্যুলেট/ অনারারী কনসাল কর্তৃক সত্যায়িত হতে হবে। ইতোমধ্যেই যে সকল ভিসা ইস্যু হয়েছে কিন্তু দূতাবাসের সত্যায়ন নেই সেগুলোর ক্ষেত্রে বহির্গমন ছাড়পত্রের জন্য আবেদন ৩০-০৬-২০০৭ তারিখ পর্যন্ত গ্রহণ করা যাবে। তবে, সংযুক্ত আরব আমিরাতের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য হবে না।

(মোহাম্মদ আবুল কালাম)
সিনিয়র সহকারী সচিব

**বিতরণ ঃ**

১। মহাপরিচালক, জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, ৮৯/২, কাকরাইল, ঢাকা।

২। বাংলাদেশ দূতাবাস/হাইকমিশন/কনস্যুলেট, (রিয়াদ/জেদ্দা/কাতার/কুয়েত/আবুধাবি/দুবাই/ওমান/বাহরাইন/লিবিয়া/ইরান/ সিঙ্গাপুর/মালয়েশিয়া।

৩। প্রশাসক, বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব ইন্টারন্যাশনাল রিক্রুটিং এজেন্সীজ (বায়রা), নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা।

৪। উপ-সচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব, সকল অধিশাখা/শাখা, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

**শাখা-৫**

বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

নং-প্রকবৈকম/শা-৫/বিবিধ-৫৫/২০০২/১১৪৫ তারিখ : ২০-০৭-২০০৩খ্রিঃ

## পরিপত্র

**বিষয় ঃ বাংলাদেশী রিক্রুটিং এজেন্সী কর্তৃক ব্লক ভিসা (গ্রুপ ভিসা) ভেঙ্গে চাহিদাপত্র তৈরি প্রসঙ্গে।**

উপর্যুক্ত বিষয়ে আদিষ্ট হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, বহির্গমন বিধিমালা ২০০২ এর ৪ (খ) বিধিতে বর্ণিত বিষয়টি সরকার কর্তৃক নিম্নরূপভাবে স্পষ্টকরণ করা হলো ঃ

১) একটি ভিসায় ০৮ (আট) জনের কম পুরুষ কর্মীর ক্ষেত্রে চাহিদাপত্রে সংশ্লিষ্ট দূতাবাসের সত্যায়ন বাধ্যাতামূলক নয়, তবে মহিলা কর্মীর ক্ষেত্রে তা সংশ্লিষ্ট দূতাবাস কর্তৃক অবশ্যই সত্যায়িত হতে হবে।

২) একই ভিসা নম্বর ও তারিখে কর্মীর চাহিদার সংখ্যা ২৫ এর অধিক হলে এবং তা ভেঙ্গে চাহিদার সংখ্যা ২৫ বা এর কম উল্লেখ করে একই ভিন্ন রিক্রুটিং এজেন্সীর মাধ্যমে নিয়োগের ক্ষেত্রে অবশ্যই সরকারের অনুমোদন প্রয়োজন হবে। কাজেই চাহিদাপত্র ও ক্ষমতাপত্র সত্যায়ন করা এবং বহির্গমন ছাড়পত্র ইস্যুর সময় ভিসা নম্বর ও তারিখ ভালভাবে যাচাই করে দেখতে হবে এবং উল্লেখ করতে হবে যে মোট কর্মীর সংখ্যা ২৫ এর অধিক কিনা।

ইহা জনস্বার্থে জারি করা হলো এবং অবিলম্বে কার্যকর হবে।

(মোঃ মনিরুজ্জামান)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন ঃ ৭১৬৩০৬৭

**বিতরণঃ**

০১। মহাপরিচালক, জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, ৮৯/২, কাকরাইল, ঢাকা।

০২। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ ওভারসীজ এমপ্লয়মেন্ট এন্ড সার্ভিসেস লিঃ, ধানমন্ডি, ঢাকা।

০৩। সভাপতি, বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব ইন্টারন্যাশনাল রিক্রুটিং এজেন্সীস (বায়রা), ঢাকা।
(বায়রার সকল সদস্যকে বিষয়টি অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো)

০৪। কাউন্সিলর (শ্রম)/প্রথম সচিব (শ্রম), বাংলাদেশ দূতাবাস/হাইকমিশন/কনস্যুলেট জেনারেল অফিস, রিয়াদ/জেদ্দা/কাতার/কুয়েত/আবুধাবি/দুবাই/ওমান/বাহরাইন/লিবিয়া/ইরান/সিঙ্গাপুর/মালয়েশিয়া।

০৫। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, অত্র মন্ত্রণালয়।

০৬। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, অত্র মন্ত্রণালয়।

০৭। সিনিয়র সহকারী সচিব, শাখা-৩/৪, অত্র মন্ত্রণালয়।

# অধ্যায় ০৬

## গন্তব্য দেশভিত্তিক

## অফিস আদেশ, প্রজ্ঞাপন ও পরিপত্র


| | | |
|---|---|---|
| ৬.১ | ওমান: বাংলাদেশ দূতাবাস শ্রম উইং কর্তৃক চাহিদাপত্র, একক ভিসা, চুক্তিপত্র ইত্যাদি সত্যায়ন ফি | ৩৮১ |
| ৬.২ | কম্বোডিয়া: স্টিকার ভিসায় বহির্গমন ছাড়পত্র ইস্যু না করা | ৩৮২ |
| ৬.৩ | কাতার: The minimum salary for less skilled Bangladeshi workers in Qatar | ৩৮৩ |
| ৬.৪ | কুয়েত: বাংলাদেশী কর্মী প্রেরণে অনুসরণীয় নীতিমালা | ৩৮৪ |
| ৬.৫ | কুয়েত: বাংলাদেশী কর্মী প্রেরণে অনুসরণীয় নীতিমালা সংশোধন | ৩৮৫ |
| ৬.৬ | কুয়েত: বাংলাদেশ দূতাবাস এর সত্যায়ন ব্যতীত একক বা দলগত ভিসার বিপরীতে কুয়েত গমনের অনুমতি প্রদান করা হবে না | ৩৮৬ |
| ৬.৭ | কোরিয়া: কোরিয়ায় বাংলাদেশী কর্মী প্রেরণ | ৩৮৭ |
| ৬.৮ | বাহরাইন, কাতার, সংযুক্ত আরব-আমিরাত, লিবিয়া ও সিঙ্গাপুর: কর্মীর বেতন নির্ধারণ | ৩৮৯ |
| ৬.৯ | বাহরাইন: কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে Good Conduct শিরোনামে সার্টিফিকেট প্রদান | ৩৯১ |
| ৬.১০ | বাহরাইন: কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে Birth Certificate প্রদান | ৩৯২ |
| ৬.১১ | বাহরাইন: কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে Experience Certificate প্রদান | ৩৯৩ |
| ৬.১২ | বাহরাইন: কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে Health Certificate প্রদান | ৩৯৪ |
| ৬.১৩ | মালয়েশিয়া: বাংলাদেশী কর্মী প্রেরণের নিমিত্ত অঙ্গীকারনামা প্রদান | ৩৯৫ |
| ৬.১৪ | মালয়েশিয়া: কর্মী প্রেরণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট রিক্রুটিং এজেন্সী ও মালয়েশিয়াস্থ নিয়োগকর্তার মধ্যে সমন্বয় | ৩৯৬ |
| ৬.১৫ | মালয়েশিয়া: বাংলাদেশী কর্মীদের কুয়ালালামপুর বিমানবন্দর হতে গ্রহণ | ৩৯৭ |
| ৬.১৬ | মালয়েশিয়া: রিক্রুটিং এজেন্সী কর্তৃক মালয়েশিয়ায় সাব-এজেন্ট/প্রতিনিধি নিয়োগ | ৩৯৮ |
| ৬.১৭ | মালয়েশিয়া: চাহিদাপত্র সংগ্রহকালে বাংলাদেশী রিক্রুটিং এজেন্সী কর্তৃক মালয়েশীয় নিয়োগকর্তা কর্তৃক প্রদেয় লেভী পরিশোধ | ৩৯৯ |
| ৬.১৮ | মালয়েশিয়া: কর্মী বাছাইয়ের অনুমতি প্রদান | ৪০০ |
| ৬.১৯ | মালয়েশিয়া: নিয়োগকৃত বাংলাদেশী কর্মীদের বাস্তব অবস্থা পরিবীক্ষণ এবং নতুন চাহিদাপত্র সত্যায়ন | ৪০১ |
| ৬.২০ | মালয়েশিয়া: চাহিদাপত্র সত্যায়ন | ৪০২ |

| | | |
|---|---|---|
| ৬.২১ | মালয়েশিয়া: আউট সোর্সিং কোম্পানীর মাধ্যমে মালয়েশিয়ায় কর্মী নিয়োগ | ৪০৩ |
| ৬.২২ | রুমানিয়া: কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় নীতিমালা | ৪০৪ |
| ৬.২৩ | লিবিয়া: স্বল্প-দক্ষ কর্মী প্রেরণের ক্ষেত্রে ন্যূনতম বেতন-ভাতা | ৪০৮ |
| ৬.২৪ | লিবিয়ায় কর্মী প্রেরণ দায়িত্ব পালন | ৪০৯ |
| ৬.২৫ | লেবানন: কর্মী প্রেরণের গাইডলাইন/ আদেশ | ৪১০ |
| ৬.২৬ | সংযুক্ত আরব-আমিরাত ও মিশর: স্বল্প-দক্ষ কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে বেতন-ভাতা নির্ধারণ | ৪১৩ |
| ৬.২৭ | সংযুক্ত আরব-আমিরাত: প্রেরণকৃত মহিলা গৃহকর্মীর তথ্যাদি প্রেরণ | ৪১৪ |
| ৬.২৮ | সংযুক্ত আরব আমিরাত: বাংলাদেশী কর্মীদের বিমানবন্দরে গ্রহণ | ৪১৫ |
| ৬.২৯ | সংযুক্ত আরব আমিরাত: হাউজহোল্ড কর্মী হিসেবে গমনের জন্য অনুমতি প্রদান করা হবে না | ৪১৬ |
| ৬.৩০ | সিঙ্গাপুর: Revised Guidelines for the employment of workers | ৪১৭ |
| ৬.৩১ | সিঙ্গাপুর ভিসা/ চাহিদাপত্র বাধ্যতামূলক সত্যায়ন সংক্রান্ত অফিস আদেশ | ৪২১ |
| ৬.৩২ | সৌদি আরব: গমনকারী কর্মীদের বেতন-ভাতা নির্ধারণ | ৪২২ |
| ৬.৩৩ | সৌদি আরব: SANARCOM এর অধীনে হাউজমেইড ভিসায় মহিলা গৃহকর্মীদের ভিসা সংশ্লিষ্ট সৌদিস্থ বাংলাদেশ দূতাবাস কর্তৃক বাধ্যতামূলকভাবে সত্যায়ন | ৪২৩ |
| ৬.৩৪ | সৌদি আরবসহ মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য দেশ (কুয়েত ব্যতিত): মহিলা গৃহকর্মী ভিসায় গমনের ক্ষেত্রে নতুন নীতিমালা | ৪২৪ |
| ৬.৩৫ | সৌদি আরবসহ মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য দেশ: মহিলা গৃহকর্মী প্রেরণ নীতিমালা | ৪২৫ |
| ৬.৩৬ | সৌদি আরব: গৃহস্থালীর কাজে আনসার ও ভিডিপি'র মহিলা সদস্য নিয়োগ সংক্রান্ত | ৪২৭ |
| ৬.৩৭ | সৌদিআরব: ওয়ার্কার্স /হাউস এসিষ্ট্যান্ট হিসেবে মহিলা কর্মী প্রেরণ | ৪২৮ |
| ৬.৩৮ | সৌদিআরব: Conditions for Recruitment of Bangladeshi females as Household workers | ৪২৯ |
| ৬.৩৯ | সৌদিআরব: হাউসহোল্ড ওয়ার্কার্স রপ্তানী ইচ্ছুক এজেন্সীসমূহ তাদের জামানতের টাকা সঞ্চয়পত্র/ পে-অর্ডার | ৪৩২ |
| ৬.৪০ | হংকং: মহিলা কর্মীদের সর্বনিম্ন বয়সসীমা পুন:নির্ধারণ | ৪৩৩ |

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

**শাখা - ৫**

নং-প্রকবৈকম/শা-৫/সিএফ-১/ও১-ওমান/২০০৭/৭৭৫ তারিখঃ ১৫-৯-২০০৮ খ্রিঃ

## অফিস আদেশ

আদিষ্ট হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, বাংলাদেশ দূতাবাস, ওমান কর্তৃক চাহিদাপত্র, একক ভিসা, চুক্তিপত্র ও ব্যক্তিগত ভিসা সত্যায়নের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত হারে সত্যায়ন ফি ধার্য করা হ'ল ঃ

ক) একক ভিসা চুক্তিপত্র সত্যায়ন চার্জ কর্মী প্রতি ৫.০০০ ওমানি রিয়াল ;

খ) ডিমান্ড লেটার ও পাওয়ার অব এটর্নী সত্যায়নের ক্ষেত্রে সত্যায়ন ফি কর্মী প্রতি ২.০০০ ওমানী রিয়াল এবং উক্ত সত্যায়িত ডিমান্ড লেটারের বিপরীতে ভিসা ইস্যুর পর ভিসা ও চুক্তিপত্র সত্যায়ন ফি কর্মী প্রতি ৩.০০০ ওমানি রিয়াল,

গ) চাহিদাপত্র, ডিমান্ড লেটার, ভিসা ও চুক্তিপত্র ছাড়া অন্যান্য কাগজপত্র শ্রম উইং কর্তৃক সত্যায়নের জন্য প্রতি পৃষ্ঠার সত্যায়ন ফি ১.৫০০ ওমানি রিয়াল।

২। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এ আদেশ জারি করা হলো।

(কাজী আবুল কালাম)
উপ-সচিব।

কাউন্সেলর (শ্রম)
বাংলাদেশ দূতাবাস
মাসকাট, ওমান।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
প্রবাসী কল্যাণ ভবন
ইস্কাটন গার্ডেন, রমনা, ঢাকা-১০০০
**প্রশিক্ষণ শাখা-০১**
www.probashi.gov.bd

নং-৪৯.০০.০০০০.০৩৯.০০.২৪.২০২০-৯৯ তারিখ ঃ ২৬-০২-২০২০ খ্রিঃ।

**বিষয় ঃ স্টিকার ভিসায় বহির্গমন ছাড়পত্র (Smart Card) ইস্যু না করা প্রসঙ্গে।**

উপর্যুক্ত বিষয়ে জানানো যাচ্ছে যে, কম্বোডিয়ায় বাংলাদেশি কর্মী প্রেরণের লক্ষ্যে একটি স্বার্থান্বেষী মহল বিভিন্ন দেশের কম্বোডিয়ান দূতাবাস হতে স্টিকার ভিসা সংগ্রহ করে ইমিগ্রেশন ছাড়পত্র প্রাপ্তির লক্ষ্যে ছাড়পত্র গ্রহণের অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

০২। উল্লেখ্য যে, গত ১৬-২১ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখ পর্যন্ত অত্র মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম এর নেতৃত্বে ০৩ (তিন) সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল কম্বোডিয়া ভ্রমণ করে কম্বোডিয়া সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের সাথে সভা ও মতবিনিময় করেছেন। কমিটি কম্বোডিয়ান সরকার নিম্নোক্ত প্রক্রিয়ায় সে দেশের কোন কোম্পানীতে/প্রতিষ্ঠানে বিদেশী শ্রমিক নিয়োগের অনুমোদন দিয়ে থাকে ঃ

২.১ নিয়োগকারী কোম্পানী কম্বোডিয়া সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে;
২.২ নিয়োগকারী কোম্পানীর সাথে কম্বোডিয়ার অন্য কোন বহুজাতিক কোম্পানীর চুক্তিপত্র/চাহিদাপত্র (ডিমান্ড লেটার) থাকতে হবে;
২.৩ কম্বোডিয়ার কোন কোম্পানীতে বিদেশী কর্মী নিয়োগের লক্ষ্যে কম্বোডিয়ান শ্রম মন্ত্রণালয়ের কোটা অনুমোদন থাকতে হবে;
২.৪ ডিমান্ড লেটার অনুযায়ী দক্ষ কর্মীর তালিকা কম্বোডিয়ার ডাইরেক্টর জেনারেল অব ইমিগ্রেশন অফিসে দাখিল করতে হবে;
২.৫ ডাইরেক্টর জেনারেল অব ইমিগ্রেশন অফিস কর্মীর তালিকা অনুসারে ডিমান্ড লেটার দাখিলকারী কোম্পানীতে বর্ণিত কর্মীদের কাজের নিশ্চয়তা আছে কিনা যাচাইপূর্বক একটি সিল ও স্বাক্ষরের মাধ্যমে তালিকাটি ইমিগ্রেশন অব ভিসা অফিসে প্রেরণ করে;
২.৬ ইমিগ্রেশন অব ভিসা অফিস পুনরায় তালিকাটি যাচাইপূর্বক একটি সিল ও স্বাক্ষরের মাধ্যমে অনুমোদন দিয়ে বিমানবন্দর ইমিগ্রেশন অব ভিসা অফিসে প্রেরণ করে;
২.৭ বিমানবন্দর ইমিগ্রেশন অব ভিসা অফিস উক্ত তালিকা ও সংশ্লিষ্ট সকল ডকুমেন্ট যাচাইপূর্বক একটি সিল ও স্বাক্ষরের মাধ্যমে অনুমোদন প্রদানপূর্বক ই-মেইলের নিয়োগকারী কোম্পানীর নিকট অনুমোদিত ভিসার স্কেন কপি (তিন সিল সম্বলিত) প্রেরণ করে;
২.৮ বিদেশী কর্মী কম্বোডিয়ায় কোন কাজে নিয়োগ লাভের লক্ষ্যে সে দেশের শ্রম মন্ত্রণালয় থেকে Foreign Employment Card গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক;
২.৯ কর্মীর চিকিৎসা সেবা নিশ্চিতের লক্ষ্যে নিয়োগকারী কোম্পানী কর্তৃক কর্মীর স্বাস্থ্য বীমা গ্রহণ বাধ্যতামূলক;
২.১০ বর্ণিত ২.১-২.৭ প্রক্রিয়া অনুসরণ ব্যতীত স্টিকার ভিসা বা ট্যুরিস্ট ভিসায় কম্বোডিয়া গমনকারী কোন কর্মীর কাজের নিশ্চয়তা থাকে না এবং কম্বোডিয়ান সরকারের আইনে সে ব্যক্তি অবৈধ হিসেবে গণ্য হয়।

০৩। এমতাবস্থায়, স্টিকার ভিসা বা ভিজিট ভিসায় বাংলাদেশী কোন কর্মীকে কম্বোডিয়ায় গমনের লক্ষ্যে বহির্গমন ছাড়পত্র (Smart Card) প্রদান না করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

(কাজী আবেদ হোসেন)
উপসচিব
ফোন: ০২-৪১০৩০২৬০
kahussain71@gmail.com

মহাপরিচালক
জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো
৮৯/২, কাকরাইল, ঢাকা।
[দৃঃ আঃ পরিচালক (ইমিগ্রেশন)]

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য ঃ
০১। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
০২। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
০৩। যুগ্মসচিব (প্রশিক্ষণ) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
০৪। অফিস কপি।

The Government of the People's Republic of Bangladesh
Ministry of Expatriates' Welfare and Overseas Employment
71/72, Old Elephant Road
Eskaton Garden, Romna, Dhaka-1000
Branch-01

**Office Order**

No.-49.010.042.00.00.2007-544 Date : 29-10-2013.

The minimum salary for less skilled Bangladeshi workers in Qatar has been fixed as follows till further order:

| Country | Conditions | Minimum Salary |
|---|---|---|
| Qatar | a) Minimum Salary : If good & accommodation both are free | 750 Q.R |
| | b) Minimum Salary : If only food is free | 1100 Q.R |
| | c) Minimum Salary : If only accommodation is free | 1100 Q.R |
| | c) Minimum Salary : If good & accommodation both are self arranged | 1350 Q.R |

(Nahid Afroz)
Senior Assistant Secretary
Phone No. 8313919

**Copy for necessary action :**

1. Director General, Bureau of Manpower, Employment & Training, 89/2, kakrail, Dhaka.
2. His Excellency, The Ambassador, Embassy ot the People's Republic of Bangladesh, Doha, Qatar.
3. Managing Director, Bangladesh Overseas Employment & Services Ltd (BOESL), 71-72, Eskaton, Romna, Dhaka.
4. Counsellor/First Sectetary (Labor), Doha,Qatar.
5. Deputy Secretary/Senior Assistant Secretary, Branch-1/2/3/4, Ministry of Expatriates' Welfare and Overseas Employment.
6. Chairman, (BAIRA), 170, New Eskaton Road, Dhaka.

No.-49.010.042.00.00.2007-544 Date : 29-10-2013.

**Copy for kind information :**

1. PS to Minister, Ministry of Expatriates' Welfare and Overseas Employment.
2. PS to Secretary, Ministry of Expatriates' Welfare and Overseas Employment.
3. PO to Joint Secretary, Administration/Mission & Welfare/Monitoring & Enforcement/employment, Ministry of Expatriates' Welfare and Overseas Employment.
4. Office Copy.

(Nahid Afroz)
Senior Assistant Secretary

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

**শাখা - ৫**

নং-প্রকবৈকম-৫/চাকুরী-২৭/২০০২/১৮৯৫ তারিখঃ ১৫-১১-২০০৭ খ্রিঃ

## অফিস আদেশ

**বিষয় ঃ কুয়েতে বাংলাদেশি কর্মী প্রেরণে অনুসরণীয় নীতিমালা প্রসঙ্গে।**

সূত্র ঃ বাংলাদূত কুয়েতের স্মারক নং-এলডব্লিউ/এম-৮/২০০৭-৭৫২, তারিখঃ ৩১-১০-২০০৭খ্রিঃ

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রোক্ত স্মারকের প্রেক্ষিতে নির্দেশক্রমে কুয়েতে বাংলাদেশি সাধারণ কর্মী প্রেরণের ক্ষেত্রে আবশ্যকীয়ভাবে অনুসরণের জন্য নীতিমালা নিম্নরূপভাবে সংশোধন করা হলো ঃ

১) কর্মীদের ন্যূনতম মাসিক বেতন ৫০ দিনার হতে হবে;

২) কর্মীদের বাৎসরিক বেতন বৃদ্ধির ব্যবস্থা থাকতে হবে;

৩) নিয়োগকর্তার ব্যয়ে কর্মীদের থাকার জন্য উপযুক্ত ও মানসম্পন্ন বাসস্থানের ব্যবস্থা থাকতে হবে;

৪) কর্মীদের বয়স ন্যূনপক্ষে ২৫ বছর হতে হবে;

৫) চাকুরীতে যোগদানকালীন বিমানভাড়া নিয়োগকর্তাকে বহন করতে হবে;

৬) প্রতি ২ বছর পর কিংবা চাকুরীর মেয়াদ শেষে প্রত্যাবর্তনকালীন বিমানভাড়াও নিয়োগকর্তাকে বহন করতে হবে;

৭) চাকুরী সংক্রান্ত যাতায়াত ব্যয় নিয়োগকর্তাকে বহন করতে হবে;

৮) নিয়োগকর্তাকে কর্মীর মাসিক বেতন পরবর্তী মাসের ১ম সপ্তাহের মধ্যে ব্যাংক একাউন্টের মাধ্যমে পরিশোধ করতে হবে;

৯) কর্মীদের বিনামূল্যে বীমা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা থাকতে হবে;

১০) কুয়েতে গমনের ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে প্রত্যেক কর্মীকে কুয়েতস্থ বাংলাদেশ দুতাবাসে নিবন্ধিত হতে হবে;

১১) বাংলাদেশ দুতাবাসের পূর্ব সম্মতি ব্যতিরেকে চাকুরী পরিবর্তন করা যাবে না;

১২) পলায়নের ক্ষেত্রে কর্মীর পাসপোর্ট বাংলাদেশ দূতাবাসে জমা করতে হবে; এবং

১৩) দৈনিক কর্ম-ঘণ্টা, বাৎসরিক ছুটি, ক্ষতিপূরণ ইত্যাদি কুয়েতের শ্রম আইন অনুযায়ী নির্ধারিত হবে।

০২। বাংলাদেশি কর্মী নিয়োগের পূর্বে নিয়োগকারী প্রত্যেক কুয়েতি কোম্পানী/ব্যক্তি নিয়োগকর্তা-কে বাংলাদেশ দূতাবাসের নির্ধারিত ছকে অঙ্গীকারনামা প্রদান করেতে হবে।

০৩। নিয়োগকর্তাকে প্রত্যেক কর্মীর সাথে বাংলাদেশ দূতাবাস কর্তৃক নির্ধারিত ছকে নিয়োগ চুক্তি সম্পাদন করতে হবে। নিয়োগ চুক্তি কুয়েতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, কুয়েতস্থ বাংলাদেশ দূতাবাস ও ঢাকাস্থ কুয়েতি দূতাবাস কর্তৃক সত্যায়িত হতে হবে।

০৪। দ্বিপাক্ষিক চুক্তির আওতায় নিয়োজিত Bangladesh Military Contingent to Kuwait এর ক্ষেত্রে এবং ভবিষ্যতে সরকারী পর্যায়ে অপর কোন দ্বিপাক্ষিক চুক্তির অধীনে যারা কুয়েতে কর্মে নিয়োজিত হবেন তাদের ক্ষেত্রে এই নীতিমালা প্রযোজ্য হবে না।

০৫। এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে এবং এতদসংক্রান্ত পূর্বেকার সকল আদেশ/স্মারক/নীতিমালা বাতিল বলে গণ্য হবে।

(ফরিদ আহমদ ভূঁইয়া)
উপ-সচিব

বিতরণ ঃ

১। মান্যবর রাষ্ট্রদূত, বাংলাদেশ দূতাবাস, কুয়েত।

২। মহাপরিচালক, জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, ৮৯/২, কাকরাইল, ঢাকা।

৩। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বোয়েসেল, ৭১-৭২, এলিফ্যান্ট রোড, ইস্কাটন গার্ডেন, ঢাকা।

৪। প্রশাসক, বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব ইন্টারন্যাশনাল রিক্রুটিং এজেন্সীজ (বায়রা), ১৩০ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা।

৫। উপ-সচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব, অধিশাখা ৪/৬, শাখা-৩, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।

৬। প্রথম সচিব (শ্রম), বাংলাদেশ দূতাবাস, কুয়েত।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

**শাখা - ৫**

নং-প্রকবৈকম-৫/চাকুরী-২৭/২০০২(অংশ-১)/৩২৯ তারিখ ঃ ০৯-০৪-২০০৮ খ্রিঃ

# অফিস আদেশ

**বিষয় ঃ কুয়েতে বাংলাদেশি কর্মী প্রেরণে অনুসরণীয় নীতিমালা সংশোধন প্রসঙ্গে।**

কুয়েতে বাংলাদেশি কর্মী প্রেরণের ক্ষেত্রে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের ১৫-১১-২০০৭ তারিখের প্রকবৈকম-৫/চাকুরী-২৭/২০০২/১৮৯৫ নং স্মারকের জারিকৃত অফিস আদেশের অনুবৃত্তিক্রমে নির্দেশক্রমে জানানো যাচ্ছে যে, উপরিউক্ত নীতিমালার ১(৪) নং দফা নিম্নরূপ সংশোধন করা হলো ।

(ক) দফা ১(৪) নং এর “কর্মীদের বয়স ন্যূনপক্ষে ২৫ বছর হতে হবে”, কথাটিতে “২৫” অবলোপন করে “২০ (মহিলা গৃহকর্মী ব্যতীত)” প্রতিস্থাপিত হবে।

০২। এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

(ড. মোঃ ওমর ফারুক)
সিনিয়র সহকারী সচিব

১। মান্যবর রাষ্ট্রদূত, বাংলাদেশ দূতাবাস, কুয়েত।

২। মহাপরিচালক, জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, ৮৯/২, কাকরাইল, ঢাকা।

৩। উপ-সচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব, অধিশাখা ৪ ও ৬/শাখা-৩, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।

৪। প্রশাসক, বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব ইন্টারন্যাশনাল রিক্রুটিং এজেন্সীজ (বায়রা), নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা (সকল রিক্রুটিং এজেন্সীকে বিষয়টি অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হ'ল)।

৫। প্রথম সচিব, বাংলাদেশ দূতাবাস, কুয়েত।

৫। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বোয়েসেল, ৭১-৭২, এলিফ্যান্ট রোড, ইস্কাটন গার্ডেন, ঢাক।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

**শাখা- ৫**

নং-প্রকবৈকম-৫/এ-২/২০০৫/১৫০০ তারিখঃ-০৯/০৮/২০০৭ খ্রিঃ

## অফিস আদেশ

নির্দেশক্রমে জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ১/৯/২০০৭ তারিখ হতে বাংলাদেশ দূতাবাস এর সত্যায়ন ব্যতীত একক বা দলগত ভিসার বিপরীতে/ভিত্তিতে কোন মহিলা/পুরুষ কর্মীকে কুয়েত গমনের অনুমতি প্রদান করা হবে না।

এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হলো।

(মোহাম্মদ আবুল কালাম)
সিনিয়র সহকারী সচিব

**বিতরণ ঃ**

১। সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

২। মহাপরিচালক, জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, ৮৯/২, কাকরাইল, ঢাকা।

৩। মান্যবর রাষ্ট্রদূত, বাংলাদেশ দূতাবাস, কুয়েত।

৪। প্রশাসক, বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব ইন্টারন্যাশনাল রিক্রুটিং এজেন্সীজ (বায়রা), নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা।
(বায়রার সকল সদস্য-কে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো)।

৪। উপ-সচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব, অধিশাখা ৪ ও ৬/শাখা-৩, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।

৫। জনসংযোগ কর্মকর্তা, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।

৬। পিআইডি, তথ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
(আদেশটি জরুরিভিত্তিতে পত্রিকায় প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হ'ল)।

**গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার**
**প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়**
**শাখা-৫**
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

নং-প্রকবৈকম-৫/চাকুরী-১/২০০২(অংশ-১)/১৪৭৯ তারিখ ঃ ১২/১০/২০০৫খ্রিঃ

**বিষয় ঃ কোরিয়ায় বাংলাদেশি কর্মী প্রেরণ প্রসংগে।**

উপর্যুক্ত বিষয়ে জানানো যাচ্ছে যে, কোরিয়া সরকার ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেইনি ওয়ার্কার হিসেবে কিছু সংখ্যক বাংলাদেশি কর্মী কোরিয়াতে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছে। কোরিয়াস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসে মান্যবর রাষ্ট্রদূত জানিয়েছেন কোরিয়ান কর্তৃপক্ষ প্রত্যেক কর্মীর জন্য বিমানভাড়া, ইনস্যুরেন্স, সরকারি ট্যাক্স, মেডিকেল চেকআপ ও ব্রিফিংসহ সর্বোচ্চ ২৬০০ মার্কিন ডলার এর সমপরিমাণ ১ লক্ষ ৮২ হাজার টাকা সার্বিক খরচ নির্ধারণ করেছে । কোরিয়ান কর্তৃপক্ষের উদ্ধৃতি দিয়ে মান্যবর রাষ্ট্রদূত নিম্নোক্ত অভিমত প্রকাশ করেছেন ঃ The Koarean authorities have fixed US$ 2600 (Taka 1,82,000/00 approx) that every Bangladeshi worker has to pay in Bangladesh for the entire expenditure of recruiting and travel to Korea. This expenditure includes airfare, insurance, medical examination fee (done in Bangladesh), orientation course fee (each worker is supposed to undergo two weeks orientation course in Dhaka to be organized by the recruiting agent in Bangladesh). But the Korean authorities are aware that Bangladeshi workers are made to pay much more than that fixed rate in Bangladesh. (Our workers complain that they have to pay on and average about Tk. 10,00,000/00 (Taka Ten Lakh) to recruiting agencies in Bangladesh). The Koreans know that the manpower agents recruit people through subcontracts. These middlemen (subcontractors) are also party to extracting huge amounts of money other than the prescribed amount fixed by the Korean side. The Korean firms suggested that Bangladeshi recruiting agencies should make less money from this time onwards and rather concentrate in bringing back confidence in the Korean employers. That way, Korean companies would be able to employ more from Bangladesh."

বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের সুনাম অক্ষুণ্ন রাখা এবং বাংলাদেশিদের জন্য কোরিয়ার শ্রম বাজার উন্মুক্ত ও সম্প্রসারণের স্বার্থে নিম্নলিখিত নির্দেশাবলি প্রতিপালন করে শুধুমাত্র কোরিয়ান সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ফি গ্রহণ করেই কোরিয়াতে কর্মী প্রেরণ নিশ্চিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো। বাংলাদেশ থেকে সুষ্ঠুভাবে কোরিয়াতে কিছু সংখ্যক কর্মী প্রেরণ করা সম্ভব হলে কোরিয়ার জন্য বাংলাদেশিদের দ্বার উন্মুক্ত হবে এবং ভবিষ্যতে অধিক সংখ্যক বাংলাদেশি কর্মীর কর্মসংস্থান হবে বলে আশা করা যায়। তাই নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ কর হলোঃ

(১) মন্ত্রণালয়ের ও বিএমইটি'র ছাড়পত্র ছাড়া কোন বাংলাদেশি কর্মীকে কোরিয়ায় পাঠানো যাবে না;

(২) কোরিয়া সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ফি (১,৮২,০০০/- টাকার) অতিরিক্ত কোন অর্থ গ্রহণ করা যাবে না;

(৩) মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধির উপস্থিতিতে কর্মী নির্বাচন করতে হবে;

(৪) ব্যাংকের মাধ্যমে কর্মীদের নিকট হতে অর্থ গ্রহণ করতে হবে;

(৫) বিশেষ ক্ষেত্রে কোরিয়া সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অর্থের অতিরিক্ত অর্থ নিতে হলে তা কোরিয়া কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে;

(৬) কর্মী নিয়োগ প্রক্রিয়ায় যাতে কোন সাব-এজেন্ট, দালাল, মধ্য স্বত্বভোগী লোক সম্পৃক্ত না হয় সে ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হব।

(মোঃ মনিরুজ্জামান)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন ঃ ৭১৬৩০৬৭

**বিতরণ ঃ**

১। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, মেসার্স রূপসা ওভারসীজ লিমিটেড, বাড়ি # ১, রোড # ১১, ব্লক # এইচ, বনানী, ঢাকা।

২। স্বত্বাধিকারী, মেসার্স সিলভারলাইন এসোসিয়েট, বাড়ি নং ১৮, রোড নং-১০, গুলশান-১, ঢাকা।

৩। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, মেসার্স ইউনিক ইষ্টার্ণ (প্রাঃ) লিঃ, ৫১/বি, কামাল আতাতুর্ক এ্যাভিনিউ, বনানী, ঢাকা।

৪। ব্যবস্থাপনা অংশীদার, মেসার্স অরবিটালস্ এন্টারপ্রাইজ, ৫৭, জোয়ার শাহারা বা/এ, নিকুঞ্জ-২ এয়ারপোর্ট রোড, ঢাকা-১২২৯।

৫। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, মেসার্স বে-ইষ্টার্ণ লিঃ, ১২ মহাখালী-সি.এ. (৩য় তলা) ঢাকা-১২১২।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

**অধিশাখা-৫**

নং-প্রকবৈকম-৫/বিবিধ-১৩/২০০৮/৯১৪ তারিখঃ ২১-১০-২০০৮ খ্রিঃ

## অফিস আদেশ

পুনরাদেশ না দেয়া পর্যন্ত নিম্নে বর্ণিত দেশসমূহে দক্ষ, আধা-দক্ষ ও স্বল্প-দক্ষ বাংলাদেশি কর্মী নিয়োগের জন্য নিম্নে উল্লিখিত সর্বনিম্ন বেতন নির্ধারণ করা হলো ঃ

| দেশ | শর্তাবলি | পরিমাণ (সংশ্লিষ্ট দেশের মুদ্রায়) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | দক্ষ | আধা-দক্ষ | স্বল্প দক্ষ |
| বাহরাইন | ক) খাবার ও বাসস্থান ফ্রি হলে ন্যূনতম বেতন | ১৫০ বাঃ দিঃ | ৮০ বাঃ দিঃ | ৬০ বাঃ দিঃ |
| | খ) খাবার ফ্রি ও বাসস্থান নিজের হলে ন্যূনতম বেতন | - | - | |
| | গ) বাসস্থান ফ্রি ও খাবার নিজের হলে ন্যনতম বেতন | ২০০ বাঃ দিঃ | ১০০ বাঃ দিঃ | ৭৫ বাঃ দিঃ |
| | ঘ) বাসস্থান ও খাবার উভয়ই নিজের হলে ন্যনতম বেতন | - | - | |
| কাতার | ক) খাবার ও বাসস্থান ফ্রি হলে ন্যূনতম বেতন | ৮০০ কাঃ রিঃ | ৬৫০ কাঃ রিঃ | ৫০০ কাঃ রিঃ |
| | খ) খাবার ফ্রি ও বাসস্থান নিজের হলে ন্যূনতম বেতন | ১০০০ কাঃ রিঃ | ৭০০ কাঃ রিঃ | ৬০০ কাঃ রিঃ |
| | গ) বাসস্থান ফ্রি ও খাবার নিজের হলে ন্যনতম বেতন | ১০০০ কাঃ রিঃ | ৮০০ কাঃ রিঃ | ৬০০ কাঃ রিঃ |
| | ঘ) বাসস্থান ও খাবার উভয়ই নিজের হলে ন্যনতম বেতন | ১২০০ কাঃ রিঃ | ৯০০ কাঃ রিঃ | - |
| সংযুক্ত আরব আমিরাত | ক) খাবার ও বাসস্থান ফ্রি হলে ন্যূনতম বেতন | ৮০০ দিরহাম | ৬৫০ দিরহাম | ৫৫০ দিরহাম |
| | খ) খাবার ফ্রি ও বাসস্থান নিজের হলে ন্যূনতম বেতন | ১০০০ দিরহাম | ১০০০ দিরহাম | ৯০০ দিরহাম |
| | গ) বাসস্থান ফ্রি ও খাবার নিজের হলে ন্যনতম বেতন | ১০০০ দিরহাম | ৮০০ দিরহাম | ৭০০ দিরহাম |
| | ঘ) বাসস্থান ও খাবার উভয়ই নিজের হলে ন্যনতম বেতন | ১২০০ দিরহাম | ১১৫০ দিরহাম | ১০৫০ দিরহাম |
| | খাবার ও বাসস্থান ফ্রি হলে ন্যনতম বেতন (মহিলা) | | | ৭৫০ দিরহাম |
| লিবিয়া | ক) খাবার ও বাসস্থান ফ্রি হলে ন্যূনতম বেতন | ৪০০ লিঃ ডঃ | ৩০০ লিঃ ডঃ | ২৫০ লিঃ ডঃ |
| | খ) খাবার ফ্রি ও বাসস্থান নিজের হলে ন্যূনতম বেতন | ৪৬০ লিঃ ডঃ | ৩৬০ লিঃ ডঃ | ৩১০ লিঃ ডঃ |
| | গ) বাসস্থান ফ্রি ও খাবার নিজের হলে ন্যনতম বেতন | ৪৬০ লিঃ ডঃ | ৩৬০ লিঃ ডঃ | ৩১০ লিঃ ডঃ |
| | ঘ) বাসস্থান ও খাবার উভয়ই নিজের হলে ন্যনতম বেতন | ৫২০ লিঃ ডঃ | ৪২০ লিঃ ডঃ | ৩৭০ লিঃ ডঃ |
| সিঙ্গাপুর | ক) খাবার ও বাসস্থান ফ্রি হলে ন্যূনতম বেতন | - | - | - |
| | খ) খাবার ফ্রি ও বাসস্থান নিজের হলে ন্যূনতম বেতন | - | - | - |
| | গ) বাসস্থান ফ্রি ও খাবার নিজের হলে ন্যনতম বেতন | ১৮ সিঃ ডঃ/দিন+ওভারটাইম ভাতা | -<br>- | ১৬ সিঃ ডঃ/দিন+ওভারটাইম ভাতা |
| | ঘ) বাসস্থান ও খাবার উভয়ই নিজের হলে ন্যনতম বেতন | ২০ সিঃ ডঃ/দিন+ওভারটাইম ভাতা | | ১৮ সিঃ ডঃ/দিন+ওভারটাইম ভাতা |

০২। লিবিয়া ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের ক্ষেত্রে এ আদেশ ০১-১১-০৮ থেকে এবং বাহরাইন-এর ক্ষেত্রে ০১-১২-০৮ থেকে কার্যকর হবে। বর্ণিত তারিখের পূর্বে যে সব ভিসা/চাহিদাপত্র দূতাবাস কর্তৃক সত্যায়ন করা হয়েছে বা জারি হয়েছে সে সব ক্ষেত্রে বর্ধিত বেতন কাঠামো প্রযোজ্য হবে না।

(কাজী আবুল কালাম)
উপ-সচিব

**কার্যার্থেঃ**

১। মহাপরিচালক, জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, ৮৯/২, কাকরাইল রোড, ঢাকা।

২। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বোয়েসল, ৭১-৭২, নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা।

৩। কাউন্সেলর/প্রথম সচিব (শ্রম)/ সকল দূতাবাস/কনস্যুলেট।

৪। উপ-সচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব, অধিশাখা/শাখা-৩/৪/৬, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

৫। সভাপতি, বায়রা, ১৭০, নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

**অধিশাখা-৫**

নং-প্রকবৈকম-৫/চাকুরী-১৪/২০০২/৬৫১ তারিখ ঃ ০৬-০৮-২০০৮খ্রিঃ

**বিষয় ঃ Good Conduct শিরোনামে সার্টিফিকেট প্রদান প্রসঙ্গে।**

উপর্যুক্ত বিষয়ে জানানো যাচ্ছে যে, বাহরাইনে বাংলাদেশি কর্মী নিয়োগের নিমিত্ত বাহরাইন সরকার কর্তৃক আরোপিত শর্তের প্রেক্ষিতে বাহরাইনগামী কর্মীদের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পুলিশ বিভাগ থেকে Good Conduct শিরোনামে সার্টিফিকেট প্রদান করা হবে মর্মে গত ২৯-০৭-২০০৮ তারিখে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় (সভার কার্যবিবরণী সংযুক্ত)। উক্ত সার্টিফিকেটে কর্মীর নাম, পিতার নাম, ঠিকানা, পাসপোর্ট নম্বর/ন্যাশনাল আইডি নম্বর এবং কোন ফৌজদারী অপরাধে দণ্ডপ্রাপ্ত বা অভিযোগ আছে কী না সে বিষয়েও মতামত থাকবে।

বর্ণিত অবস্থার প্রেক্ষিতে, বাহরাইনগামী কর্মীদের ক্ষেত্রে Good Conduct শিরোনামে সার্টিফিকেট প্রদান করার বিষয়ে পুলিশ বিভাগকে নির্দেশনা প্রদানের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

(কাজী আবুল কালাম)
উপ-সচিব

সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়,
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

**অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলো ঃ**

১। সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
(দৃষ্টি আকর্ষণ : মহাপরিচালক (কনস্যুলার এন্ড ওয়েলফেয়ার)

২। কাউন্সিলর ও চার্জ দ্য এ্যাফেয়ার্স, বাংলাদেশ দূতাবাস, মানামা, বাহরাইন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

**অধিশাখা-৫**

নং-প্রকবৈকম-৫/চাকুরী-১৪/২০০২/৬৫২ তারিখ ঃ ০৬-০৮-২০০৮খ্রিঃ

**বিষয় ঃ Birth Certificate প্রদান প্রসঙ্গে।**

উপর্যুক্ত বিষয়ে জানানো যাচ্ছে যে, বাহরাইনে বাংলাদেশি কর্মী নিয়োগের নিমিত্ত বাহরাইন সরকার কর্তৃক আরোপিত শর্তের প্রেক্ষিতে বাহরাইনগামী কর্মীদের ক্ষেত্রে ন্যূনতম বয়স ২৫ বছর হতে হবে মর্মে একটি Birth Certificate প্রদান করতে হবে। উক্ত Birth Certificate হিসেবে বয়স প্রমাণের জন্য জাতীয় পরিচয়পত্রের কপি এবং নিকটস্থ পৌরসভা/ইউনিয়ন পরিষদ থেকে জন্ম সনদ গ্রহণ করতে হবে।

বর্ণিত অবস্থার প্রেক্ষিতে, বাহরাইনগামী কর্মীদের ক্ষেত্রে Birth Certificate প্রদান করার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট রিক্রুটিং এজেন্সীসমূহকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

(কাজী আবুল কালাম)
উপ-সচিব

১। মহাপরিচালক, জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, ৮৯/২, কাকরাইল, ঢাকা।

২। সভাপতি, বায়রা, ১৩০, নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা-১০০০।

**অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলোঃ**

১। সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
(দৃষ্টি আকর্ষণঃ মহাপরিচালক (কনস্যুলার এন্ড ওয়েলফেয়ার)

২। কাউন্সিলর ও চার্জ দ্য এ্যাফেয়ার্স, বাংলাদেশ দূতাবাস, মানামা, বাহরাইন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

**অধিশাখা-৫**

নং-প্রকবৈকম-৫/চাকুরী-১৪/২০০২/৬৫৩ তারিখ ঃ ০৬-০৮-২০০৮খ্রিঃ

**বিষয় ঃ Experience Certificate প্রদান প্রসঙ্গে।**

উপর্যুক্ত বিষয়ে জানানো যাচ্ছে যে, বাহরাইনে বাংলাদেশি কর্মী নিয়োগর নিমিত্ত বাহরাইন সরকার কর্তৃক আরোপিত শর্তের প্রেক্ষিতে বাহরাইনগামী কর্মীদের ক্ষেত্রে যে কর্মী যে ট্রেডে দক্ষ সেই বিষয়ে একটি Experience Certificate প্রদান করতে হবে। উক্ত Experience Certificate প্রদানের জন্য কর্মীদের অভিজ্ঞতা যাচাইয়ের নিমিত্ত বিএমইটি "Trade Testing Board" গঠন করবে এবং কর্মীদের পরীক্ষা বাংলাদেশ-জার্মান কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হবে মর্মে গত ২৯-০৭-২০০৮ তারিখে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় (সভার কার্যবিবরণী সংযুক্ত)। উল্লেখ্য, যে সকল কর্মী কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর/কারিগরি বোর্ড কর্তৃক স্বীকৃত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে সার্টিফিকেট গ্রহণ করেছেন তাদের ক্ষেত্রে উক্ত বোর্ড কোন পরীক্ষা গ্রহণ করবে না।

বর্ণিত অবস্থার প্রেক্ষিতে, বাহরাইনগামী কর্মীদের ক্ষেত্রে Experience Certificate প্রদান করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

**সংযুক্ত ঃ বর্ণনা মোতাবেক (পাতা-২)।**

(কাজী আবুল কালাম)
উপ-সচিব

মহাপরিচালক
জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো,
৮৯/২, কাকরাইল, ঢাকা।

**অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলো ঃ**

১। সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সেগুণবাগিচা, ঢাকা।
(দৃষ্টি আকর্ষণ: মহাপরিচালক (কনস্যুলার এন্ড ওয়েলফেয়ার)

২। কাউন্সিলর ও চার্জ দ্য এ্যাফেয়ার্স, বাংলাদেশ দূতাবাস, মানামা বাহরাইন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

**অধিশাখা-৫**

নং-প্রকবৈকম-৫/চাকুরী-১৪/২০০২/৬৫৪ তারিখ ঃ ০৬-০৮-২০০৮খ্রিঃ

**বিষয় ঃ Health Certificate প্রদান প্রসঙ্গে।**

উপর্যুক্ত বিষয়ে জানানো যাচ্ছে যে, বাহরাইনে বাংলাদেশি কর্মী নিয়োগের নিমিত্ত বাহরাইন সরকার কর্তৃক আরোপিত শর্তের প্রেক্ষিতে বাহরাইনগামী কর্মীদের ক্ষেত্রে একটি Health Certificate প্রদান করতে হবে। উক্ত Health Certificate GAMCA কর্তৃক নির্ধারিত মেডিকেল সেন্টার বা বাহরাইনস্থ Labour Market Regulartory Authority (LMRA) কর্তৃক নির্ধারিত মেডিকেল সেন্টার থেকে গ্রহণ করতে হবে (মেডিকেল সেন্টারের তালিকা সংযুক্ত)।

বর্ণিত অবস্থার প্রেক্ষিতে, বাহরাইনগামী কর্মীদের ক্ষেত্রে নির্ধারিত মেডিকেল সেন্টার হতে Health Certificate গ্রহণ করার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট রিক্রুটিং এজেন্সীসমূহকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্ত ঃ বর্ণনা মোতাবেক (পাতা-৭)।

(কাজী আবুল কালাম)
উপ-সচিব

১। মহাপরিচালক, জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, ৮৯/২, কাকরাইল, ঢাকা।

২। সভাপতি, বায়রা, ১৩০, নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা-১০০০।

**অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলো ঃ**

১। সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
(দৃষ্টি আকর্ষণঃ মহাপরিচালক (কনস্যুলার এন্ড ওয়েলফেয়ার)

২। কাউন্সিলর ও চার্জ দ্য এ্যাফেয়ার্স, বাংলাদেশ দূতাবাস, মানামা বাহরাইন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

**অধিশাখা-০৫**

নং-প্রকবৈকম-৫/সিএফ-১/এম১-মালয়েশিয়া/২০০৭/৯৩৪ তারিখ ঃ ২৮/১০/২০০৮খ্রিঃ

**বিষয় ঃ মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশি কর্মী প্রেরণের নিমিত্ত অঙ্গীকারনামা প্রদান প্রসঙ্গে।**

উপর্যুক্ত বিষয়ে নির্দেশক্রমে জানানো যাচ্ছে যে, মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশি কর্মী প্রেরণের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র বাছাই অনুমোদনের সময় অঙ্গীকারনামা দাখিল করতে হবে এবং নিয়োগানুমতির আবেদনের সময় পুনরায় অঙ্গীকারনামা দাখিল করার প্রয়োজন হবে না।

০২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

(কাজী আবুল কালাম)
উপ- সচিব
ফোনঃ ৭১৬৩০৬৭

মহাপরিচালক
জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো,
৮৯/২, কাকরাইল, ঢাকা।

১। মহাপরিচালক, জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, ৮৯/২, কাকরাইল, ঢাকা।
২। উপ-সচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব-অধিশাখা/শাখা-৩/৪/৬, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩। সভাপতি, বায়রা, ১৩০, নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা-১০০০।

**অনুলিপি ঃ**

১। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।
২। যুগ্ম-সচিব মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

শাখা - ৫

নং-প্রকবৈকম/শা-৫/এম১-মালয়েশিয়া/২০০৭/১৭৪৬ তারিখ ঃ ২৭-০৯-২০০৭ খ্রিঃ

# পরিপত্র

**বিষয় ঃ মালয়েশিয়ায় কর্মী প্রেরণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট রিক্রুটিং এজেন্সী ও মালয়েশিয়াস্থ নিয়োগকর্তার মধ্যে সমন্বয় সাধন প্রসঙ্গে।**

সম্প্রতি বিভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য/সংবাদ হতে জানা যায়, মালয়েশিয়ায় প্রেরিতব্য বাংলাদেশি কর্মীদের জিয়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হতে মালয়েশিয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা ও কুয়ালালামপুরে পৌঁছানোর সময়সূচি সম্পর্কে বাংলাদেশি রিক্রুটিং এজেন্সী ও মালয়েশিয়াস্থ নিয়োগকর্তার মধ্যে কার্যকর যোগাযোগ ও সমন্বয়ের অভাবে অনেক ক্ষেত্রে কর্মীগণ কুয়ালালামপুরস্থ বিমানবন্দরে আটকে পড়ছেন। তাছাড়া, কুয়ালালামপুর বিমানবন্দরে কর্মীদের গ্রহণের জন্য প্রেরণকারী রিক্রুটিং এজেন্সীর কোন প্রতিনিধি এবং নিয়োগকর্তা বা তদীয় প্রতিনিধি উপস্থিত না থাকার কারণেও কর্মীগণ নানারূপ হয়রানি ও ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন মর্মে অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে ঃ

২। উপর্যুক্ত সমস্যার পুনরাবৃত্তি রোধকল্পে এখন হতে মালয়েশিয়ায় কর্মী প্রেরণের ক্ষেত্রে বহির্গমন ছাড়পত্র প্রদানের পূর্বে রিক্রুটিং এজেন্সী কর্তৃক নিম্নোক্ত শর্তাবলির প্রতিপালন নিশ্চিত করতে হবে ঃ

(ক) কর্মীদের কুয়ালালামপুর বিমানবন্দরে গ্রহণ এবং তাদেরকে কাজে তাৎক্ষণিক নিয়োগ ও নিয়মিত বেতন-ভাতাসহ অন্যান্য সুবিধাদি প্রদান সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট নিয়োগকর্তার লিখিত সম্মতি গ্রহণ করতে হবে ;

(খ) কর্মীদের বিমান ফ্লাইট সংক্রান্ত তথ্যাদি নিয়োগকর্তা ও বাংলাদেশ মিশনকে কর্মীদের প্রেরণের অন্ততঃ ০৭(সাত) দিন পূর্বে লিখিতভাবে অবহিত করতে হবে ;

(গ) কর্মীদের কুয়ালালামপুরস্থ বিমানবন্দরে গ্রহণের জন্য প্রেরণকারী রিক্রুটিং এজেন্সীর অনুমোদিত এক বা একাধিক প্রতিনিধির উপস্থিত নিশ্চিত করতে হবে এবং প্রতিনিধির নাম ও টেলিফোন নম্বর বাংলাদেশ মিশনকে কর্মী প্রেরণের ২(দুই) দিন পূর্বে অবহিত করতে হবে, এবং

(ঘ) ফিঙ্গার প্রিন্ট গড়মিলের কারণে মালয়েশিয়ায় প্রবেশে অসমর্থ কর্মীর ফিরতি ফ্লাইট/দ্রুত দেশে প্রত্যাবর্তন নিশ্চিত করতে হবে।

৩। উপর্যুক্ত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে রিক্রুটিং এজেন্সীসমূহকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

(মোহাম্মদ আবুল কালাম)
সিনিয়র সহকারী সচিব

**বিতরণ ঃ**

**কার্যার্থে ঃ**

১। মহাপরিচালক, জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, ৮৯/২, কাকরাইল, ঢাকা।

২। কাউন্সেলর (শ্রম), বাংলাদেশ হাইকমিশন, কুয়ালালামপুর, মালয়েশিয়া।

৩। প্রশাসক, বায়রা, ১৩০ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা।

**অতি জরুরি (ফ্যাক্স মারফত)**

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

**শাখা - ৫**

নং-প্রকবৈকম/শা-৫/এম১-মালয়েশিয়া/২০০৭/১৭৪০ তারিখ ঃ ২৫-০৯-২০০৭ খ্রিঃ

**বিষয় ঃ বাংলাদেশি কর্মীদের কুয়ালালামপুর বিমানবন্দর হতে গ্রহণ প্রসঙ্গে।**

গত ১৯-২১ সেপ্টেম্বর, ২০০৭ তারিখে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে ০৩ (তিন) সদস্য বিশিষ্ট বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের মালয়েশিয়া সফরকালে মালয়েশিয়ার সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনাকালে মালয়েশীয় নিয়োগকর্তা কর্তৃক বাংলাদেশি কর্মীদের কুয়ালালামপুর বিমানবন্দর হতে গ্রহণের ক্ষেত্রে মালয়েশীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিম্নরূপ নতুন নিয়ম প্রবর্তনের বিষয়টি অবহিত করা হয় ঃ

''বাংলাদেশি কর্মীদের কুয়ালালামপুর বিমানবন্দরে পৌঁছানোর ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সংশ্লিষ্ট নিয়োগকারী কর্তৃক বিমানবন্দর থেকে কর্মীদের গ্রহণ করতে হবে। ২৪ ঘন্টার মধ্যে নিয়োগকর্তা কর্মীদের গ্রহণ না করলে বিমানবন্দর থেকে কর্মীদের ট্রানজিট ক্যাম্পে সরিয়ে নেয়া হবে। ট্রানজিট ক্যাম্প থেকে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে নিয়োগকর্তা কর্মীদের ছাড় করাতে ব্যর্থ হলে মালয়েশিয়ান ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তাদের বাংলাদেশ ফেরত পাঠানো হবে''।

২। বাংলাদেশি কর্মীদের কুয়ালালামপুর বিমানবন্দর হতে গ্রহণের উপর্যুক্ত নতুন নিয়ম সম্পর্কে রিক্রুটিং এজেন্সী ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্যদের জরুরিভিত্তিতে অবহিত করতে নির্দেশক্রমে অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

(মোহাম্মদ আবুল কালাম)
সিনিয়র সহকারী সচিব

**বিতরণ ঃ কার্যার্থে ঃ**

১। মহাপরিচালক, জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, ৮৯/২, কাকরাইল, ঢাকা।

২। প্রশাসক, বায়রা, ১৩০ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা।

**অতি জরুরি (ফ্যাক্স মারফত)**

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

**শাখা - ৫**

নং-প্রকবৈকম/শা-৫/এম১-মালয়েশিয়া/২০০৭/১৬৫০ তারিখ ঃ ০৬-০৯-২০০৭ খ্রিঃ

**বিষয় ঃ রিক্রুটিং এজেন্সী কর্তৃক মালয়েশিয়ায় সাব-এজেন্ট/প্রতিনিধি নিয়োগ প্রসঙ্গে।**

সম্প্রতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, মালয়েশিয়ায় কর্মী প্রেরণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট নিয়োগকর্তা ও বাংলাদেশি রিক্রুটিং এজেন্সীদের মধ্যে সমন্বয়ের অভাবের দরুণ বৈধ প্রক্রিয়ায় মালয়েশিয়া গমনের পরও অনেক কর্মী নানারূপ সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। এসব সমস্যার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলো– বাংলাদেশ হতে গমনকারী কর্মীদের গ্রহণের জন্য কুয়ালালামপুরস্থ বিমানবন্দরে নিয়োগকর্তা বা সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশি রিক্রুটিং এজেন্সীর কোন প্রতিনিধি না থাকা, প্রতিশ্রুত কাজে যোগদান করতে না পারা, উপযুক্ত বাসস্থানের অভাব, সময়মত বেতন–ভাতাদি না পাওয়া ইত্যাদি। তাছাড়া, মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশি কর্মী প্রেরণকারী অধিকাংশ রিক্রুটিং এজেন্সীর কোন বৈধ সাব-এজেন্ট/প্রতিনিধি না থাকায় গমনোত্তর পর্যায়ে কর্মীগণের স্থানীয় পর্যায়ে সুরাহাযোগ্য সমস্যাদিও প্রায়শঃ জটিল আকার ধারণ করছে।

২। উপর্যুক্ত প্রেক্ষাপটে এ মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে যে, প্রেরিত কর্মীদের সুবিধা-অসুবিধা সম্পর্কে নিয়মিত খবরাখবর রাখাসহ কর্মীদের সমস্যাদি তাৎক্ষণিকভাবে সমাধানের লক্ষ্যে ৫০০ (পাঁচশত) বা ততোধিক সংখ্যক কর্মী প্রেরণকারী প্রত্যেক বাংলাদেশি রিক্রুটিং এজেন্সীকে অবশ্যই নির্ধারিত পদ্ধতিতে মালয়েশিয়ায় এক বা একাধিক সাব-এজেন্ট/প্রতিনিধি নিয়োগ করতে হবে।

৩। উপর্যুক্ত সিদ্ধান্ত রিক্রুটিং এজেন্সীসমূহকে অবহিত করাসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

(মোহাম্মদ আবুল কালাম)
সিনিয়র সহকারী সচিব

১। মহাপরিচালক, জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, ৮৯/২, কাকরাইল, ঢাকা।

২। প্রশাসক, বায়রা, ১৩০ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা।

**অতি জরুরি (ফ্যাক্স মারফত)**

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

**শাখা - ৫**

নং-প্রকবৈকম/শা-৫/এম১-মালয়েশিয়া/২০০৭/১৬৪৮ তারিখ ঃ ০৩-০৯-২০০৭ খ্রিঃ

**বিষয় ঃ মালয়েশিয়ায় চাহিদাপত্র সংগ্রহকালে বাংলাদেশি রিক্রুটিং এজেন্সী কর্তৃক মালয়েশীয় নিয়োগকর্তা কর্তৃক প্রদেয় লেভী পরিশোধ প্রসঙ্গে।**

উপর্যুক্ত বিষয়ে জানানো যাচ্ছে যে, বিভিন্ন মালয়েশীয় প্রতিষ্ঠানে নিয়োগকৃত বাংলাদেশি কর্মী কর্তৃক মালয়েশীয় শ্রম আইনের অধীনে মালয়েশিয়া সরকারের অনুকূলে পরিশোধ্য লেভী (Levy) বাংলাদেশি রিক্রুটিং এজেন্সীসমূহ অগ্রিম পরিশোধ করছে মর্মে বিভিন্ন সূত্রে অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে। অথচ, পরবর্তীতে প্রচলিত নিয়মানুযায়ী লেভী সংশ্লিষ্ট কর্মীদের মাসিক বেতন হতেও কর্তন করা হয়। ফলে একদিকে একই লেভী দু'বার পরিশোধিত হচ্ছে এবং অন্যদিকে সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশি রিক্রুটিং এজেন্সী কর্তৃক চাহিদাপত্র সংগ্রহকালে লেভী অগ্রিম পরিশোধের দরুণ অভিবাসন খরচ অন্যায্যভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

২। বর্ণিত অবস্থায়, বাংলাদেশি রিক্রুটিং এজেন্টগণ যাতে অগ্রিম লেভী পরিশোধ হতে বিরত থাকে সে লক্ষ্যে যথাযথ কার্য-ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

৩। উল্লেখ্য কোন বাংলাদেশী রিক্রুটিং এজেন্সীর বিরুদ্ধে এরূপ অগ্রিম লেভী পরিশোধের অভিযোগ পাওয়া গেলে লাইসেন্স বাতিল, জামানত বাজেয়াপ্তকরণ ও লাইসেন্সের কার্যকরিতা স্থগিত রাখার মত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

(মোহাম্মদ আবুল কালাম)
সিনিয়র সহকারী সচিব

১। মহাপরিচালক, জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, ৮৯/২, কাকরাইল, ঢাকা।

২। কাউন্সেলর (শ্রম), বাংলাদেশ হাইকমিশন, কুয়ালালামপুর, মালয়েশিয়া।

৩। প্রশাসক, বায়রা, ১৩০ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

**শাখা - ৫**

# পরিপত্র

প্রকবৈকম/শা-৫/সিএফ-১/এম-১-মালয়েশিয়া/২০০৭/১১১ তারিখ ঃ ২০-৬-২০০৭খ্রিঃ

**বিষয় ঃ মালয়েশিয়ায় প্রেরণের জন্য কর্মী বাছাইয়ের অনুমতি প্রদান প্রসঙ্গে।**

মালয়েশিয়ায় প্রেরণের জন্য কর্মী বাছাইয়ের অনুমতি প্রদানকালে সংশ্লিষ্ট রিক্রুটিং এজেন্সী কর্তৃক আবশ্যিকভাবে প্রতিপালনযোগ্য হিসেবে নিম্নোক্ত ২টি শর্ত যোগ করার জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে ঃ—

ক) চাহিদাপত্রে উল্লিখিত পদের জন্য যথোপযুক্ত ও প্রয়োজনীয় দক্ষতা/অভিজ্ঞতা সম্পন্ন কর্মী নির্বাচন করতে হবে; এবং

খ) বর্ণিত কোম্পানী হতে কাজের প্রকৃতি, স্থান ও প্রাসঙ্গিক অন্যান্য তথ্যাদি সম্পর্কে Demonstration Video (প্রামাণ্য চিত্র) বাছাইয়ের পূর্বে কর্মীদেরকে অবশ্যই প্রদর্শন করতে হবে।

২। উপর্যুক্ত সিদ্ধান্তের আলোকে যথাবিহিত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশক্রমে সবিনয় অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

(মোহাম্মদ আবুল কালাম)
সিনিয়র সহকারী সচিব

১। মহাপরিচালক, জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, ৮৯/২, কাকরাইল, ঢাকা।

২। কাউন্সেলর (শ্রম), বাংলাদেশ হাইকমিশন, কুয়ালালামপুর, মালয়েশিয়া। (কাজের প্রকৃত ধরন অনুযায়ী যাতে সঠিক অভিজ্ঞতা/ দক্ষতা সম্পন্ন কর্মী বাছাই নিশ্চিত করা যায় সে লক্ষ্যে চাহিদাপত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট নিয়োগ/ কর্মস্থল বা কারখানার বাস্তব পরিস্থিতির সচিত্র বিবরণ Demonstration Video আকারে প্রেরণের বিষয়টি নিশ্চিত করতে অনুরোধ করা হলো)

৩। প্রশাসক, বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব ইন্টারন্যাশনাল রিক্রুটিং এজেন্সীজ (বায়রা), নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা।

৪। উপ-সচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব, সকল অধিশাখা/শাখা-৩, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

**শাখা - ৫**

প্রকবৈকম/শা-৫/সিএফ-১/এম-১-মালয়েশিয়া/২০০৭/৯৯২ তারিখঃ ০৫-০৬-২০০৭ খ্রিঃ

**বিষয় ঃ মালয়েশিয়ার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ইতোমধ্যে নিয়োগকৃত বাংলাদেশী কর্মীদের বাস্তব অবস্থা পরিবীক্ষণ এবং নতুন চাহিদাপত্র সত্যায়ন প্রসঙ্গে।**

উপর্যুক্ত বিষয়ে তার সদয় জ্ঞাতার্থে উল্লেখ করা যাচ্ছে যে, ২২-১০-২০০৬ থেকে ৩১-০৫-২০০৭ তারিখ পর্যন্ত বিএমইটি কর্তৃক মালয়েশিয়াস্থ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে নিয়োগের নিমিত্ত ১,১৫৩ দফায় সর্বমোট ৮৯,২৮৩ জন কর্মীর অনুকূলে বহির্গমন ছাড়পত্র ইস্যু করা হয়েছে (তালিকা সংযুক্ত)। তন্মধ্যে ৩০-০৫-২০০৭ তারিখ পর্যন্ত মোট ৬৯,৮০৭ জন কর্মী মালয়েশিয়ায় গমন করেছেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, অনেক ক্ষেত্রে নির্ধারিত প্রক্রিয়ায় মালয়েশিয়া গমনকারী বাংলাদেশী কর্মীগণ সংশ্লিষ্ট চাহিদাপত্র ও চুক্তিতে বর্ণিত শর্তানুযায়ী নিয়োগ ও বেতন-ভাতাদি প্রাপ্তিতে নানা রকম বঞ্চনা ও প্রতারণার শিকার হচ্ছেন মর্মে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে জানা যায়।

২। এমতাবস্থায়, সংযুক্ত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত মালয়েশিয় নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ তৎকর্তৃক চাহিদাকৃত কর্মীগণকে প্রতিশ্রুত কর্মে নিয়োগসহ নিয়োগ চুক্তিতে উল্লিখিত বেতন-ভাতা ও অন্যান্য সুবিধাদি যথাযথভাবে প্রদান করছে কিনা তা দৈবচয়ন ভিত্তিতে নিয়মিতভাবে পরিবীক্ষণপূর্বক সে সম্পর্কিত প্রতিবেদন প্রতি মাসের প্রথম সপ্তাহে প্রেরণ করতে নির্দেশক্রমে অনুরোধ জানানো যাচ্ছে। তাছাড়া, সংযুক্ত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠান সমূহের নতুন চাহিদাপত্র সত্যায়নের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের পূর্বের চাহিদাপত্রে কোন অনিয়ম পাওয়া গেলে তা বিবেচনাপূর্বক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেও অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

(মোহাম্মদ আবুল কালাম)
সিনিয়র সহকারী সচিব

কাউন্সেলর (শ্রম)
বাংলাদেশ হাইকমিশন, কুয়ালালামপুর, মালয়েশিয়া।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

**শাখা - ৫**

প্রকবৈকম/শা-৫/সিএফ-১/এম-১-মালয়েশিয়া/২০০৭/১২৬৯ তারিখ ঃ ০৯-০৭-২০০৭ খ্রিঃ

**বিষয় ঃ চাহিদাপত্র সত্যায়ন প্রসঙ্গে।**

সূত্র ঃ প্রকবৈকম/শা-৫/সিএফ-১/এম-১-মালয়েশিয়া/২০০৭/১১১৬, তারিখ ২০-৬-২০০৭ খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রোক্ত স্মারকের অনুবৃত্তিক্রমে জানানো যাচ্ছে যে, সাম্প্রতিককালে মালয়েশিয়ার বিভিন্ন কোম্পানী কর্তৃক বাংলাদেশী কর্মী নিয়োগের জন্য উপস্থাপিত চাহিদাপত্রে (Demand Letter) প্রকৃত প্রয়োজনের তুলনায় অধিক সংখ্যক কর্মীর চাহিদা দেখানো হচ্ছে মর্মে অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে। এর ফলে বৈধ প্রক্রিয়ায় বিপুল অর্থ ব্যয়ে মালয়েশিয়া গমনের পর অনেক কর্মী কাজ পাচ্ছেন না বলে জানা যায়। তা'ছাড়া, বিভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য হতে প্রতীয়মান হয় যে, অনেক ক্ষেত্রে বাংলাদেশী রিক্রুটিং এজেন্সীসমূহের পক্ষে মালয়েশিয়ায় অবস্থানরত অননুমোদিত মধ্যস্বত্বভোগী বাংলাদেশী/স্থানীয় ব্যক্তি কর্তৃক হাইকমিশনের সত্যায়নের জন্য চাহিদাপত্র পেশ ও গ্রহণ করা যাচ্ছে, যা বহির্গমন বিধিমালা, ২০০২ এবং রিক্রুটিং এজেন্ট আচরণ ও লাইসেন্স বিধিমালা, ২০০২ এর সংশ্লিষ্ট বিধানের পরিপন্থী।

২। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, সম্প্রতি মালয়েশিয়াসহ অন্যান্য দেশ হতে চাহিদাপত্র সংগ্রহকালে চাহিদাকৃত কর্মীদের নিয়োগ-স্থল যাতে সংশ্লিষ্ট রিক্রুটিং এজেন্ট কর্তৃক ব্যক্তিগতভাবে অথবা অনুমোদিত প্রতিনিধি মারফত সরেজমিন পরিদর্শনপূর্বক চাহিদাকৃত কর্মী-সংখ্যা ও নিয়োগের শর্তাবলি নির্ধারণ করা হয় তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে রিক্রুটিং এজেন্সীসমূহকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানের জন্য যুগপতভাবে বিএমইটি ও বায়রাকে অনুরোধ জানানো হয়েছে। রিক্রুটিং এজেন্সীসমূহের সাথে বিভিন্ন পর্যায়ে অনুষ্ঠিত মত-বিনিময় সভায় এর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে রিক্রুটিং এজেন্সীর মালিকগণকেও অবহিত করা হয়েছে।

৩। **বর্ণিত অবস্থায়,**

ক) মালয়েশিয়ায় নিয়োগের লক্ষ্যে মালয়েশীয় নিয়োগকর্তা কর্তৃক উপস্থাপিত চাহিদাপত্র সত্যায়নকালে প্রযোজ্যতা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট নিয়োগকর্তার কারখানা/অফিস/কর্মস্থল সরেজমিন পরিদর্শনের মাধ্যমে প্রকৃত কর্মী চাহিদা নিরূপনপূর্বক তদালোকে নিয়োগযোগ্য কর্মী-সংখ্যা সম্পর্কে সুপারিশ প্রদানের জন্য;

খ) সংশ্লিষ্ট রিক্রুটিং এজেন্সীর মালিক/ বৈধ প্রতিনিধি বা সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কোন রিক্রুটিং এজেন্সীর সাব-এজেন্ট ব্যতীত অন্য কোন মধ্যস্বত্বভোগী কর্তৃক দাখিলকৃত চাহিদাপত্র গ্রহণ না করার জন্য; এবং

গ) চাহিদাপত্র সত্যায়নের জন্য দাখিলের সময় সংশ্লিষ্ট রিক্রুটিং এজেন্সীর নিকট হতে চাহিদাকৃত কর্মীদের নিয়োগস্থল মালিক কিংবা তার বৈধ প্রতিনিধি কর্তৃক সরেজমিন পরিদর্শন সংক্রান্ত নিশ্চয়তা-পত্র গ্রহণ করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

(মোহাম্মদ আবুল কালাম)
সিনিয়র সহকারী সচিব

কাউন্সেলর (শ্রম),
বাংলাদেশ হাইকমিশন
কুয়ালালামপুর, মালয়েশিয়া।

**অতি জরুরি (ফ্যাক্স মারফত)**

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

**শাখা - ৫**

নং-প্রকবৈকম/শা-৫/এম১-মালয়েশিয়া/২০০৭/১৬৫১ তারিখ ঃ ০৬-০৯-২০০৭ খ্রিঃ

**বিষয় ঃ আউট সোর্সিং কোম্পানীর মাধ্যমে মালয়েশিয়ায় কর্মী নিয়োগ প্রসঙ্গে।**

সূত্র ঃ (১) অত্র মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-প্রকবৈকম-৫/বিবিধ-৬১/২০০৩/ ৪০৮ তারিখঃ ২২-০৩-২০০৭
(২) অত্র মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-প্রকবৈকম-৫/বিবিধ-৬১/২০০৩/৭৬৫ তারিখঃ ১৩-০৫-২০০৭

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রোক্ত স্মারকের অনুবৃত্তিক্রমে জানানো যাচ্ছে যে, আউট সোর্সিং কোম্পানীর মাধ্যমে মালয়েশিয়ায় নিয়োগকৃত বাংলাদেশী কর্মীদের নানা রকম হয়রানি ও সমস্যার প্রেক্ষিতে আউট সোর্সিং কোম্পানীর মাধ্যমে কর্মী নিয়োগের জন্য উপস্থাপিত চাহিদাপত্র সত্যায়নের ক্ষেত্রে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বনের জন্য উপর্যুক্ত স্মারকমূলে অনুরোধ জানানো হয়। কিন্তু লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, আউট সোর্সিং কোম্পানীর মাধ্যমে কর্মী নিয়োগে এখনো নানাবিধ সমস্যা বিরাজ করছে। তাদের ক্ষেত্রে সত্যায়নের বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন না করা হলে ভবিষ্যতে আরও বড় ধরনের সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে।

২। বর্ণিত অবস্থায়, আউট সোর্সিং কোম্পানীর মাধ্যমে কর্মী নিয়োগের জন্য উপস্থাপিত চাহিদাপত্র সত্যায়নের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বনের জন্য নির্দেশক্রমে পুনরায় অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

(মোহাম্মদ আবুল কালাম)
সিনিয়র সহকারী সচিব

কাউন্সেলর (শ্রম), বাংলাদেশ হাইকমিশন
কুয়ালালামপুর, মালয়েশিয়া।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

**শাখা - ৫**

প্রকবৈকম-৫/এ-২০/২০০৭/৯৮৪ তারিখ: ২০-১১-২০০৮ খ্রিঃ

# পরিপত্র

**বিষয় ঃ রুমানিয়ায় কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় নীতিমালা প্রসঙ্গে।**

বাংলাদেশ থেকে রুমানিয়ায় কর্মী প্রেরণের ক্ষেত্রে সকল রিক্রুটিং এজেন্সী, কর্মী এবং সংশ্লিষ্ট নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিম্নবর্ণিত নীতিমালা আবশ্যিকভাবে পালনীয় হবে ঃ

১. কর্মী নির্বাচন তথা আগ্রহী প্রার্থীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণকালে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় বা জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো'র একজন কর্মকর্তা উপস্থিত থাকবেন।

২. কর্মী নির্বাচন তথা সাক্ষাৎকার গ্রহণের পূর্বে চাকুরীস্থলের পরিবেশ, কর্মের প্রকৃতি, বেতন-ভাতাদি ও অন্যান্য সুবিধা সংক্রান্ত পর্যাপ্ত তথ্যাদি আগ্রহী প্রার্থীদের অবহিত করতে হবে।

৩. কর্মীদের বেতনের ৫০% নগদে কর্মীকে এবং ৫০% বাংলাদেশে সংশ্লিষ্ট কর্মীর মনোনীত ব্যক্তির অনুকূলে প্রেরণের মাধ্যমে পরিশোধের ব্যবস্থা থাকতে হবে। এ শর্ত সংশ্লিষ্ট চাহিদাপত্রে সন্নিবেশিত করতে হবে এবং এর প্রতিপালন নিশ্চিত করার দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট রিক্রুটিং এজেন্সীকে বহন করতে হবে।

৪. রুমানিয়াস্থ কর্মস্থলে যোগদানের লক্ষ্যে কর্মীদের বিমান ভাড়া নিয়োগকর্তা কর্তৃক বহনের প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে।

৫. কর্মীদের চাকুরীর ন্যূনতম মেয়াদ ৩ বছরে উন্নীত করার উদ্যোগ নিতে হবে।

৬. নিয়োগকর্তাকে কর্মীদের কর্মস্থলের কাছাকাছি বাংলাদেশী খাবারের ক্যান্টিন স্থাপন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং নিয়োগকর্তার ব্যবস্থাপনায় কর্মীদের খাবার সরবরাহের পরিবর্তে খাদ্য ব্যয় বাবদ উপযুক্ত পরিমাণ অর্থ কর্মীকে নগদে পরিশোধের উদ্যোগ নিতে হবে।

৭. বেতন-ভাতা ব্যতীত চাকুরীর অন্যান্য শর্তাবলি (যেমন-দৈনিক/ সাপ্তাহিক কর্ম ঘণ্টা/দিবস, ওভার-টাইম) রুমানিয়ার শ্রম আইনের বিধানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে।

৮. রুমানিয়াস্থ কর্মস্থলে যোগদানের পর চুক্তিবদ্ধ মেয়াদে কর্মীদের চুক্তিপত্রে উল্লিখিত সুবিধাদি প্রাপ্তি নিশ্চিত করার দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট রিক্রুটিং এজেন্সীকে বহন করতে হবে ।

৯. বহির্গমন ছাড়পত্র গ্রহণের পূর্বে প্রত্যেক কর্মীর পুলিশ ক্লিয়ারেন্স দাখিল করতে হবে।

১০. বিএমইটি রুমানিয়ায় গমনেচ্ছু প্রতিটি কর্মীর রেজিস্ট্রেশনের সময় ফিঙ্গার প্রিন্ট ও আই স্ক্যানিং গ্রহণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবে।

১১. নিয়োগপত্রের শর্তাদির প্রতিপালন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত প্রত্যেক কর্মীর একজন ব্যক্তিগত জামিনদার মহাপরিচালক, বিএমইটি'র অনুকূলে ১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ) টাকার প্রতিশ্রুতিপত্র (Indemnity Bond) প্রদান করবে।

১২. রুমানিয়াগামী প্রত্যেক কর্মীর সঙ্গে কর্মী, রিক্রুটিং এজেন্সী ও বিএমইটি'র সমন্বয়ে ২০০/- টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে একটি ত্রি-পক্ষীয় চুক্তি এবং ১০০/- টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে প্রতিশ্রুতিদাতা কর্তৃক স্বাক্ষরিত প্রতিশ্রুতি পত্র (Indemnity Bond) সম্পাদন করতে হবে (সংযুক্ত ছকে) ।

১৩. কর্মী কর্তৃক নিয়োগপত্রের শর্ত ভঙ্গ করা হলে সংশ্লিষ্ট জামিনদার প্রতিশ্রুতিপত্রে উল্লিখিত অর্থ জরিমানা হিসাবে পরিশোধে বাধ্য থাকবে। মহাপরিচালক, জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি) জরিমানা আদায়ের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

০২। এ নীতিমালা জনস্বার্থে জারি করা হলো এবং অবিলম্বে কার্যকর হবে।

(মোহাম্মদ আবুল কালাম)
সিনিয়র সহকারী সচিব

বিতরণ ঃ

১। মান্যবর রাষ্ট্রদূত, বাংলাদেশ দূতাবাস, ফ্রান্স।
২। মহাপরিচালক, জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, ৮৯/২, কাকরাইল, ঢাকা।
৩। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বোয়েসেল, ৭১-৭২, এলিফ্যান্ট রোড, ইস্কাটন গার্ডেন, ঢাকা।
৪। উপ-সচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব, অধিশাখা ৪/৬, শাখা-৩, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।
৫। সভাপতি, বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব ইন্টারন্যাশনাল রিক্রুটিং এজেন্সীজ (বায়রা), ১৩০ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা।
৬। অফিস কপি।

# ত্রিপক্ষীয় চুক্তিপত্র

এই ত্রিপক্ষীয় চুক্তিপত্র --------------------- সনের --------------------------- মাসে নিম্নলিখিত পক্ষবৃন্দ দ্বারা সম্পাদিত হয়।

প্রথম পক্ষ ঃ (কর্মী)

নাম ঃ

পিতা ঃ

মাতা ঃ

ঠিকানা ঃ

দ্বিতীয় পক্ষ ঃ (রিক্রুটিং এজেন্সীর স্বত্বাধিকারী)

নাম ঃ

রিক্রুটিং এজেন্সীর নাম (আর এল নং সহ)

ঠিকানা ঃ

তৃতীয় পক্ষ ঃ বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে মহাপরিচালক, জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, ৮৯/২, কাকরাইল, ঢাকা।

যেহেতু প্রথম পক্ষ বৈদেশিক কর্মে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে রুমানিয়াতে যাওয়ার জন্য দ্বিতীয় পক্ষের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন, এবং যেহেতু প্রথম পক্ষ চাকুরীর মেয়াদকালে বা মেয়াদকাল শেষে বাংলাদেশে ফেরত না আসলে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবেন। এ মর্মে তিনি আত্মীয়-স্বজন দ্বারা সম্পাদিত একটি প্রতিশ্রুতিপত্র (Indemnity Bond) মহাপরিচালক, বিএমইটি বরাবরে প্রদান করতে সম্মত হয়েছেন এবং যেহেতু দ্বিতীয় পক্ষ প্রথম পক্ষকে রুমানিয়াতে -------------------- কোম্পানীতে নিয়োগের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেছে। এক্ষণে পক্ষত্রয় নিম্নলিখিত শর্তে আবদ্ধ হয়ে এ চুক্তি সম্পন্ন করলেন ঃ

১। প্রথম পক্ষ যদি চাকুরীর মেয়াদকালের পূর্বে নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান ত্যাগ করেন অথবা যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতিরেকে বাংলাদেশে ফেরত আসেন অথবা রুমানিয়াতে আত্মগোপন করেন অথবা অন্য কোন দেশে পলায়নের প্রচেষ্টা গ্রহণ/পলায়ন করেন অথবা রুমানিয়ার অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে কর্মে নিযুক্ত হন, তবে তৃতীয় পক্ষ মহাপরিচালক, বিএমইটি প্রথম পক্ষের জন্য প্রতিশ্রুতকারীর নিকট থেকে জামানত বাবদ অর্থ আদায় করবেন।

২। অনুচ্ছেদ ১ অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণের লক্ষ্যে ৩য় পক্ষ মহাপরিচালক, বিএমইটি প্রত্যেক প্রতিশ্রুতি দাতার সাথে পৃথক চুক্তি বা (Indemnity Bond) সম্পাদন করতে পারবেন।

৩। প্রথম পক্ষ রুমানিয়া সরকারের প্রচলিত বহির্গমন অধ্যাদেশ (Emigration Ordinance), অভিবাসন আইন (Immigration Ordinance) ও কর আইন (Tax Law) মেনে চলতে বাধ্য থাকবে।

৪। প্রথম পক্ষ নিয়োগকালীন সময়ে নিযুক্তকারী প্রতিষ্ঠানের বিনা অনুমতিতে উক্ত প্রতিষ্ঠান ত্যাগ করতে পারবেন না এবং চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার পর বাংলাদেশে ফিরে আসবে এ মর্মে নিশ্চয়তা প্রদান করবে।

৫। অনুচ্ছেদ ৪ এ বর্ণিত নিশ্চয়তা প্রদানের স্বপক্ষে প্রথম পক্ষ প্রতিশ্রুতিপত্র (Indemnity Bond) মহাপরিচালক, বিএমইটি (তৃতীয় পক্ষ) এর নিকট প্রদান করবেন। প্রতিশ্রুতিপত্রটি চুক্তির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে বিবেচিত হবে।

৬। যদি প্রথম পক্ষ এ চুক্তির কোন শর্তাবলি ভঙ্গ করে তবে প্রতিশ্রুতি দাতা প্রতিশ্রুতিপত্রে উল্লিখিত সকল প্রকার আর্থিক দায়/জরিমানাসহ প্রদান করতে বাধ্য থাকবে।

৭। মহাপরিচালক, বিএমইটি প্রথম পক্ষের শর্ত ভঙ্গের জন্য অঙ্গীকারকারীর নিকট থেকে Indemnity Bond এ উল্লিখিত অর্থ আদায়ের জন্য নিম্নলিখিত কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারবেন ঃ

ক) তিনি যে কোন প্রকার প্রশাসনিক ও বিচার বিভাগীয় কার্যক্রম গ্রহণের ব্যবস্থা করতে পারবেন।

খ) প্রয়োজনে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও Interpole এর সাহায্য নিতে পারেন।

এই মর্মে সুস্থ শরীরে, সরল মনে, অন্যের বিনা প্ররোচনায়, স্বেচ্ছায় চুক্তিটি পাঠ করে এবং চুক্তিপত্রের মর্ম অবগত হয়ে সকল পক্ষ নিম্নলিখিত সাক্ষীগণের উপস্থিতিতে এই চুক্তিপত্র সহি সম্পাদন করলাম।

সাক্ষী ঃ

১। নাম ঃ

ঠিকানা ঃ

.................................................................... প্রথম পক্ষ

২। নাম ঃ

ঠিকানা ঃ

.................................................................... দ্বিতীয় পক্ষ

৩। নাম ঃ

ঠিকানা ঃ

.................................................................... তৃতীয় পক্ষ

# প্রতিশ্রুতিপত্র
# (Indemnity Bond)

আমি ঃ (প্রতিশ্রুতি দাতা) ঃ ..........................................................................................................

পিতা ঃ ..........................................................................................................

মাতা ঃ ..........................................................................................................

ঠিকানা ঃ..........................................................................................................

পেশা ঃ ............................................. এ মর্মে ........................... তারিখের ত্রিপক্ষীয় চুক্তি অনুযায়ী মহাপরিচালক, জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, ৮৯/২, কাকরাইল, ঢাকা, মহা-পরিচালক, বিএমইটি এর নিকট প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হচ্ছি, যে আমি আমার (সম্পর্ক)

নাম (প্রশিক্ষণার্থী) ঃ..........................................................................................................

পিতা ঃ..........................................................................................................

মাতা ঃ ..........................................................................................................

ঠিকানা ঃ ..........................................................................................................

১। রুমানিয়ার নিযুক্তকারী প্রতিষ্ঠানের পুর্বানুমতি ব্যতিরেকে কর্মস্থল ত্যাগ করেন বা রুমানিয়ায় অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে চুক্তি সমাপ্তির পূর্বেই চাকুরী গ্রহণ করেন বা আশ্রয় গ্রহণ করেন বা চুক্তিপত্রের শর্তাবলী ভঙ্গ করেন অথবা;

২। চুক্তি সমাপ্তির পর যদি বাংলাদেশে ফেরত না আসেন বা নিযুক্তকারী প্রতিষ্ঠান ত্যাগ করে, রুমানিয়ার অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে চাকুরী বা কর্মে নিয়োজিত হন তবে আমি কর্মীর পক্ষে প্রতিশ্রুতিদাতা হিসেবে মহাপরিচালক, বিএমইটি এর নিকট ১০,০০,০০০/-(দশ লক্ষ) টাকা দিতে বাধ্য থাকব। টাকা আদায়ের সময় যদি আমার মৃত্যু হয় তবে আমার উত্তরাধিকারীগণ/উত্তরসূরী/আইনত প্রতিনিধি টাকা প্রদানের জন্য বাধ্য থাকবেন।

আরো উল্লেখ থাকে যে, এ টাকা আদায়ের জন্য মহাপরিচালক, বিএমইটি, যে কোন প্রকার প্রশাসনিক ও বিচার বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারবেন বা আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সহযোগিতা গ্রহণ করতে পারবেন এবং সেক্ষেত্রে এর ফলাফলের জন্য আমি দায়ী থাকব।

কর্মী রুমানিয়ায় নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষে বাংলাদেশে ফেরত এসে মহাপরিচালক, বিএমইটির নিকট রিপোর্ট প্রদান করলে অত্র প্রতিশ্রুতিপত্রের কোন কার্যকারিতা থাকবে না।

প্রতিশ্রুতিদানকারী

.....................................

সাক্ষী ঃ

১। ২। ৩।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

**অধিশাখা - ৫**

নং-প্রকবৈকম-৫/বিবিধ-১৩/২০০৮/১০৮৫ তারিখঃ ২৯-০৯-২০০৯ খ্রিঃ

**বিষয় ঃ লিবিয়াতে স্বল্প-দক্ষ কর্মী প্রেরণের ক্ষেত্রে ন্যূনতম বেতন-ভাতা প্রসঙ্গে।**

উপর্যুক্ত বিষয়ে গত ২১-১০-২০০৮ তারিখে প্রকবৈকম-৫/বিবিধ-১৩/ ২০০৮/৯১৪ স্মারকমূলে জারিকৃত অফিস আদেশ এর লিবিয়াতে স্বল্প-দক্ষ কর্মী প্রেরণের ক্ষেত্রে খাবার ও বাসস্থান ফ্রি হলে ন্যূনতম বেতন ২৫০ লিবিয় দিনার-এর পরিবর্তে ৩০০ লিবিয় দিনার নির্ধারণ করা হলো। এছাড়া, অন্যান্য শর্তাবলি অক্ষুণ্ণ থাকবে।

০২। জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো এবং তা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

(কাজী আবুল কালাম)
উপ-সচিব

**কার্যার্থে ঃ**

১। মহাপরিচালক, জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, ৮৯/২, কাকরাইল, ঢাকা।

২। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বোয়েসেল, ৭১-৭২, নিউ এ্যালিফ্যান্ট রোড, ইস্কাটন, ঢাকা।

৩। কাউন্সেলর (শ্রম), বাংলাদেশ দূতাবাস, লিবিয়া।

৪। উপ-সচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব, বৈঃ কঃ/অধিশাখা/শাখা-৩/৪/৬, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

৫। সভাপতি, বায়রা, ১৩০, নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা।

**জ্ঞাতার্থে ঃ**

১। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।

২। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।

৩। যুগ্ম-সচিব মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো
প্রবাসী কল্যাণ ভবন।

৭১-৭২ পুরাতন এলিফ্যান্ট রোড, ইস্কাটন গার্ডেন, রমনা ঢাকা।

নং- ৪৯.০১.০০০০.০৪০.১৮.০৫৯.১৪.১২৩৮ তারিখ ঃ ২৬/১০/২০১৪খ্রিঃ

**বিষয় ঃ লিবিয়ায় কর্মী প্রেরণ প্রসঙ্গে।**

আদিষ্ট হয়ে জানাচ্ছি যে, চাকুরী ভিসায় লিবিয়ায় গমনকারীগণকে পূর্বের ন্যায় জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো'র বহির্গমন ছাড়পত্র প্রদানের সিদ্ধান্ত হয়েছে এবং সে মোতাবেক বহির্গমন ছাড়পত্র গ্রহণ করে পূর্বের ন্যায় কর্মীগণ লিবিয়া যেতে পারবেন।

২। এমতাবস্থায়, প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করা হলো।

স্বাক্ষরিত/
(মোঃ শহিদুল ইসলাম)
উপ-পরিচালক (বহির্গমন)

১। সহকারী পরিচালক
প্রবাসী কল্যাণ ডেস্ক
হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, ঢাকা।

২। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, ইমিগ্রেশন পুলিশ,
হযরত শাহজালাল আর্ন্তজাতিক বিমানবন্দর, ঢাকা।

নং- ৪৯.০১.০০০০.০৪০.১৮.০৫৯.১৪.১২৩৮ তারিখ ঃ ২৬/১০/২০১৪খ্রিঃ

**সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে প্রেরণ করা হলোঃ-**

১। সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, প্রবাসী কল্যাণ ভবন, ৭১-৭২, ইস্কাটন গার্ডেন, রমনা, ঢাকা।
দৃষ্টি আকর্ষণঃ উপ-সচিব, কর্মসংস্থান (অধিশাখা-১)।

২। কাউন্সেলর (শ্রম), বাংলাদেশ দূতাবাস, লিবিয়া।

৩। বিশেষ পুলিশ সুপার (ইমিগ্রেশন), স্পেশাল ব্রাঞ্চ, বাংলাদেশ পুলিশ, রাজারবাগ, ঢাকা।

৪। উপ-পরিচালক (বহির্গমন), বিএমইটি, প্রবাসী কল্যাণ ভবন, ৭১-৭২, ইস্কাটন গার্ডেন, রমনা, ঢাকা ।

৫। সহকারী পরিচালক (বহির্গমন), বিএমইটি, প্রবাসী কল্যাণ ভবন, ৭১-৭২, ইস্কাটন গার্ডেন, রমনা, ঢাকা।

(দিলীপ কুমার রায়)
সহকারী পরিচালক (বহির্গমন)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
প্রবাসী কল্যাণ ভবন
৭১-৭২, ইস্কাটন গার্ডেন, রমনা, ঢাকা।
কর্মসংস্থান শাখা-০২

নং-৪৯.০০.০০০০.১০২.১১.০০২.১৫-৪৭৯ তারিখ ঃ ২৮/০৮/২০১৮ খ্রিঃ।

**বিষয়ঃ লেবাননে কর্মী প্রেরণের গাইডলাইন/আদেশ**

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব-এর নেতৃত্বে একটি উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধি দল আগস্ট-২০১৮ মাসে শ্রম বাজার সম্প্রসারণ, সমস্যা উদঘাটন এবং তা নিরসনের লক্ষ্যে লেবানন সফর করেন এবং লেবানন সরকারের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সভায় মিলিত হন। সফরকালে আন্তঃরাষ্ট্রীয় দ্বিপাক্ষিক সভাসহ স্থানীয় বাংলাদেশী কমিউনিটির সঙ্গে বিভিন্ন আলোচনা করে জানা যায় যে, সম্প্রতি লেবাননের শ্রমবাজারে এক শ্রেণীর বাংলাদেশী কর্মীদের দ্বারা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিসহ নানাবিধ অনৈতিক/অসামাজিক কার্যকলাপ সংঘটিত হচ্ছে। কর্মস্থল থেকে পলায়নক্রমে অনিয়মিত কর্মী হওয়া, ট্রানজিট হিসাবে দেশটিকে ব্যবহার করা অনেকটা অভ্যাসগত অপরাধে পরিণত হয়েছে যা নিরসনে বাংলাদেশ-লেবানন দ্বিপাক্ষিক সভায় লেবানন সরকারের পক্ষ হতে জোর দাবী জানানো হয়। বর্ণিত প্রেক্ষাপটে, লেবাননের সম্ভাবনাময় শ্রমবাজারে বাংলাদেশী অভিবাসী কর্মীদের সুশৃঙ্খল, নিরাপদ, নিয়মিত ও সুষ্ঠু অভিবাসনের লক্ষ্যে নিম্নরূপ গাইডলাইন/আদেশ প্রণীত হলো। পরবর্তী নির্দেশনা না দেয়া পর্যন্ত এ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থা এবং লেবাননস্থ বাংলাদেশ দূতাবাস এর শ্রম উইং সহ সংশ্লিষ্ট সকলে এই গাইডলাইন/আদেশ অনুসরণপূর্বক লেবাননে শ্রম অভিবাসন ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করবে।

**১) সাধারণ কর্মী নির্বাচনঃ**

ক। লেবানন গমনেচ্ছু কর্মীকে জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি)'র ডাটাবেইজ-এ নিজ নাম/ঠিকানা নিবন্ধন করতে হবে;

খ। লাইসেন্সপ্রাপ্ত রিক্রুটিং এজেন্সিসমূহকে বিএমইটির ডাটাবেইজ থেকে কর্মী নির্বাচন করতে হবে;

গ। লেবাননস্থ বৈধ এবং তালিকাভুক্ত রিক্রুটিং এজেন্সি স্পন্সর অথবা কোম্পানী কর্তৃক কোন কর্মীর চাহিদা পাওয়া মাত্র তা বাংলাদেশ দূতাবাসে দাখিল করবে;

ঘ। দাখিলকৃত চাহিদার বিপরীতে কোম্পানী বা স্পন্সরের বিস্তারিত বিবরণ দূতাবাসের শ্রম উইং কর্তৃক সরেজমিনে পরিদর্শন ও যাচাই-বাছাই করতে হবে। কোন প্রতিষ্ঠানে কতজন কর্মীর চাহিদা রয়েছে, প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা, সুনাম, বেতন, নিরাপত্তা ইত্যাদি বিবেচনায় কর্মীর পদ ও সংখ্যা নিশ্চিত হয়ে সত্যায়ন করতে হবে। সেই চাহিদাপত্র অনুযায়ী বাংলাদেশে অবস্থিত রিক্রুটিং এজেন্সি কর্মীর দক্ষতা, যোগ্যতা বিবেচনায় মন্ত্রণালয়/বিএমইটির ছাড়পত্র নিয়ে কর্মী প্রেরণ করবে। প্রয়োজনবোধে সরকারী রিক্রুটিং এজেন্সি বোয়েসেলকেও এ চাহিদাপত্র প্রেরন করা যেতে পারে;

ঙ। কেবলমাত্র সত্যায়নকৃত চাহিদার বিপরীতে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ক্ষেত্র বিশেষে বিএমইটি নিয়োগানুমতি প্রদান এবং সকল আনুষ্ঠানিকতা শেষে বহির্গমণ ছাড়পত্র প্রদান করবে। সংশ্লিষ্ট কাজের চুক্তিপত্র লেবাননস্থ বাংলাদেশ মিশন কর্তৃক সত্যায়ন ব্যতিরেকে কোন Smart Card ইস্যু করা হবে না। মিশন থেকে প্রেরিত ই-মেইল যাচাইপূর্বক সত্যায়নের বিষয়টি নিশ্চিত হতে হবে;

চ। চাহিদাপত্র দূতাবাস কর্তৃক সত্যায়িত হলেও বাস্তবে লেবানন গমনেচ্ছু কোন কর্মী এ গাইডলাইনের শর্ত পূরণে ব্যর্থ হলে তাকে বহিগমন ছাড়পত্র প্রদান করা হবে না;

ছ। কোনভাবেই কোন কর্মীর (পুরুষ) নিকট থেকে সরকার নির্ধারিত অভিবাসন ব্যয়ের চেয়ে অধিক অর্থ গ্রহণ করা হবে না মর্মে সংশ্লিষ্ট রিক্রুটিং এজেন্সিকে অঙ্গীকারনামা প্রদান করতে হবে। সরকার নির্ধারিত অভিবাসন ব্যয় সংশ্লিষ্ট রিক্রুটিং এজেন্সির ব্যাংক একাউন্টে জমাদানপূর্বক রিসিটের কপি মন্ত্রণালয়ে/বিএমইটিতে জমা দিতে হবে। উল্লেখ্য, বর্তমানে লেবাননের জন্য সরকার কর্তৃক ধার্যকৃত অভিবাসন ব্যয় ১,১৭,৭৮২/- (এক লক্ষ সতের হাজার সাতশত আশি) টাকা তবে নারী গৃহ কর্মীর জন্য কোন অভিবাসন ব্যয় নেই;

জ। নির্বাচিত কর্মীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা সরকারি কর্মচারী হাসপাতালে সম্পন্ন করতে হবে;

ঝ। লেবানন গমনেচ্ছু কর্মীদের লেবানিজ ভাষায় সাধারণ যোগাযোগে সক্ষম হতে হবে।

**২) নারী গৃহকর্মী নির্বাচনঃ**

ক। নারী গৃহকর্মীর জন্য অভিবাসন ব্যয় শুন্য হতে হবে;

খ। তাকে বাংলা ভাষায় অক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন হতে হবে;

গ। তাকে একটি বাংলা অনুচ্ছেদ পড়তে সক্ষম হতে হবে;

ঘ। তার নিজের নাম, ঠিকানা ও মোবাইল নম্বর লেখা ও পড়ার যোগ্যতা থাকতে হবে;

ঙ। তার বয়স ২৫-৩৮ বছর ও উচ্চতা ন্যূনতম ৪ ফুট ৮ ইঞ্চি হতে হবে;

চ। তাকে মানসিক ও শারীরিকভাবে সুস্থ্য হতে হবে;

ছ। তার কনিষ্ঠ বাচ্চার বয়স ন্যূনতম (যদি থাকে) ৫ বছর হতে হবে;

জ। কমপক্ষে ২ বছর বিদেশে থাকার মানসিকতা থাকতে হবে;

ঝ। লেবানিজ ভাষায় সাধারণ যোগাযোগে সক্ষম হতে হবে;

ঞ। কোন গৃহকর্মী কর্মক্ষেত্রে কোন অনভিপ্রেত পরিস্থিতির সম্মুখিন হলে তাকে অবিলম্বে বাংলাদেশ দূতাবাস ও সংশ্লিষ্ট রিক্রুটিং এজেন্সির সংগে যোগাযোগ করতে হবে এবং তার এতদসংক্রান্ত দক্ষতা থাকতে হবে;

ট। উর্পযুক্ত ক-ঞ ক্রমিকে উল্লেখিত বিষয়সমূহের যাচাইয়ের জন্য বিএমইটি লেবানন গমনেচ্ছু নারী কর্মীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করবে। উক্ত সাক্ষাৎকারে উত্তীর্ণ কর্মীদের অনুকূলে স্মার্ট কার্ড ইস্যু করতে হবে।

**৩) প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়নঃ**

ক। নারী কর্মীদের জন্য বর্তমানে প্রচলিত গৃহকর্ম প্রশিক্ষণ ক্রমান্বয়ে ২ মাস মেয়াদী ও আবাসিক করতে হবে এবং প্রশিক্ষণের বিষয়গুলো অধিকতর বাস্তবভিত্তিক করতে হবে;

খ। প্রায়োগিক লেবানিজ ভাষা সঠিকভাবে শিক্ষাদানের জন্য গৃহকর্ম পেশায় লেবানন ফেরত নারী কর্মীদের প্রশিক্ষক হিসেবে নিয়োগ করা হবে। কেবলমাত্র প্রশিক্ষিত কর্মীরাই লেবাননের জন্য নির্বাচিত হতে পারবেন;

গ। নারী কর্মীদের সরাসরি নির্বাচন করা ও দালালদের হাত থেকে রক্ষার জন্য টিটিসিতে তাদের আবেদন গ্রহণ করার লক্ষ্যে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি ও স্থানীয় কেবল টিভি স্ক্রলে প্রচার করতে হবে;

ঘ। নারী কর্মীদের প্রশিক্ষণ ব্যয় সংশ্লিষ্ট রিক্রুটিং এজেন্সি কর্তৃক বহন করতে হবে;

ঙ। প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত বিষয়ে বিএমইটি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

**৪) অভিযোগ ব্যবস্থাপনাঃ**

ক। বাংলাদেশ থেকে জনশক্তি আমদানীতে নিয়োজিত লেবাননস্থ রিক্রুটিং এজেন্সিসমূহের একটি তালিকা বাংলাদেশ দূতাবাস সংরক্ষণ করবে মর্মে বাংলাদেশ দূতাবাসে অঙ্গীকারপত্র জমা দিবে;

খ। সমস্যা ও অভিযোগসমূহ দ্রুত সমাধানকল্পে বিএমইটিতে গঠিত নারী অভিবাসী সেল-কে আরও কার্যকরী করতে হবে;

গ। সংশ্লিষ্ট রিক্রুটিং এজেন্সিকে সমস্যাপীড়িত নারীকর্মীকে ফেরত আনার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

ঘ। যে সকল এজেন্সির বিরুদ্ধে অভিবাসনে বিশৃঙ্খলা সংক্রান্ত অভিযোগ পাওয়া যাবে, তাদের লাইসেন্স স্থগিত, বাতিল বা প্রত্যাহারসহ তাদের বিরুদ্ধে 'বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন-২০১৩' অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

**৫) অন্যান্য ঃ**

ক। লেবাননে কর্মী প্রেরণের জন্য ডিজিটাল ওয়েব বেজড পদ্ধতি চালু করার জন্য বিএমইটি উদ্যোগ গ্রহণ করবে;

খ। বাংলাদেশ ও লেবাননের মধ্যে দ্রুততম সময়ে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে;

গ। বিদেশে যাবার পূর্বে প্রশিক্ষণ আরো জোরদার করার জন্য প্রশিক্ষণ মনিটরিং ব্যবস্থা শক্তিশালী করা হবে।

৬) বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন-২০১৩ এর ধারা ৪৭ এর প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে ও জনস্বার্থে এ গাইডলাইন/আদেশ জারি করা হলো এবং তা অবিলম্বে কার্যকর হবে। কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনে ভবিষ্যতে এ গাইডলাইন/আদেশ সংশোধন এবং সংযোজন করতে পারবে।

স্বা/-
(ড. আহমেদ মুনিরুছ সালেহীন)
অতিরিক্ত সচিব

স্মারক নং-৪৯.০০.০০০০.১০২.১১.০০২.১৫-৪৭৯ (১২) তারিখ: ২৮/০৮/২০১৮খ্রিঃ

**বিতরণ (কার্যার্থে):**

১। মহাপরিচালক, ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড, প্রবাসী কল্যাণ ভবন, ঢাকা।

২। মহাপরিচালক, জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, ৮৯/২, কাকরাইল, ঢাকা।

৩। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বোয়েসেল, প্রবাসী কল্যাণ ভবন, ঢাকা।

৪। রাষ্ট্রদূত, বাংলাদেশ দূতাবাস, বৈরুত, লেবানন।

৫। প্রশাসক, বায়রা, ঢাকা (সকল রিক্রুটিং এজেন্সি-কে অবহিত করার জন্য)।

**অনুলিপি (সদয় অবগতির জন্য):**

১। সিনিয়র সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।

২। সচিব, সুরক্ষা সেবা/জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

৩। পরিচালক-৯, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা।

৪। মুখ্য সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা।

৫। মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।

৬। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।

৭। অফিস কপি।

(মোহাম্মদ শাহীন)
উপসচিব
ফোন-০২-৪১০৩০২৫২
ই-মেইল ঃ
shaheen.moni@gmail.com

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

**অধিশাখা - ১০**

নং-৪৯.০১০.০৪২.০০.০০.০১৩.২০০৭-৪১ তারিখ ঃ ১৬-১০-১৪১৮ বঙ্গাব্দ/২৯-০১-২০১২খ্রিঃ

## অফিস আদেশ

পুনরাদেশ না দেয়া পর্যন্ত বর্ণিত দেশসমূহে স্বল্প দক্ষ বাংলাদেশি কর্মীদের নিয়োগের জন্য নিম্নরূপ সর্বনিম্ন বেতন–ভাতা নির্ধারণ করা হলো ঃ

| দেশ | শর্তাবলি | সর্বনিম্ন বেতন-ভাতাদি |
|---|---|---|
| সংযুক্ত আরব আমিরাত | ক) খাবার ও বাসস্থান ফ্রি হলে ন্যূনতম বেতন | ৭০০ দিরহাম |
| | খ) খাবার ফ্রি ও বাসস্থান নিজের হলে ন্যূনতম বেতন | ১,১০০০ দিরহাম |
| | গ) বাসস্থান ফ্রি ও খাবার নিজের হলে ন্যূনতম বেতন | ১,০০০ দিরহাম |
| | ঘ) বাসস্থান ও খাবার নিজের হলে ন্যূনতম বেতন | ১,৪০০ দিরহাম |
| মিশর | ক) খাবার ও বাসস্থান ফ্রি হলে ন্যূনতম বেতন | ১৭০ মাঃ ডঃ |
| | খ) খাবার ফ্রি ও বাসস্থান নিজের হলে ন্যূনতম বেতন | ২৭৫ মাঃ ডঃ |
| | গ) বাসস্থান ফ্রি ও খাবার নিজের হলে ন্যূনতম বেতন | ২৫০ মাঃ ডঃ |
| | ঘ) বাসস্থান ও খাবার নিজের হলে ন্যূনতম বেতন | ৩০০ মাঃ ডঃ |

০২। এ আদেশ আগামী ০১-০২-২০১২ খ্রিঃ তারিখ থেকে কার্যকর হবে। বর্ণিত যে সব ভিসা/চাহিদাপত্র দূতাবাস কর্তৃক সত্যায়ন করা হয়েছে বা জারি হয়েছে সে সব ক্ষেত্রে এ বর্ধিত সর্বনিম্ন বেতন কাঠামো প্রযোজ্য হবে না।

(মোহাম্মদ শাফায়েত হোসেন)
উপ-সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

**অধিশাখা-৩**

www.probashi.gov.bd

নং-৪৯.০০৩.০৮৪.০০.০০.০১৯.২০০১১-৪০০ তারিখ ঃ ১১-০৫-২০১১খ্রিঃ

**বিষয় ঃ সংযুক্ত আরব আমিরাতে প্রেরণকৃত মহিলা গৃহকর্মীর তথ্যাদি প্রেরণ প্রসঙ্গে।**

সংযুক্ত আরব আমিরাতে মহিলা গৃহকর্মী প্রেরণ বিষয়ে গত ২০-১০-২০১০ তারিখে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত সভায় মহিলা গৃহকর্মী প্রেরণের পর প্রত্যেক রিক্রুটিং এজেন্সি নির্ধারিত ছকে তথ্যাদি সন্নিবেশ করে ই-মেইল এর মাধ্যমে প্রতিদিন দূতাবাস ও মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ সিদ্ধান্তের পর রিক্রুটিং এজেন্সি কর্মী প্রেরণের পর তথ্যাদি ই-মেইলের মাধ্যমে প্রেরণ করলেও বর্তমানে তা প্রেরণ করছে না।

০২। এমতাবস্থায়, সভার সিদ্ধান্তমতে সংযুক্ত আরব আমিরাতে মহিলা গৃহকর্মী প্রেরণের পর সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি নির্ধারিত ছকে প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

(কাজী আবুল কালাম)
উপ-সচিব

১। স্বত্বাধিকারী/ব্যবস্থাপনা পরিচালক, মেসার্স এস.এ. ট্রেডিং।

২। স্বত্বাধিকারী/ব্যবস্থাপনা পরিচালক, মেসার্স হাসান ইন্টারন্যাশনাল।

৩। স্বত্বাধিকারী/ব্যবস্থাপনা পরিচালক, মেসার্স টি এম ওভারসীজ।

৪। স্বত্বাধিকারী/ব্যবস্থাপনা পরিচালক, মেসার্স আল রাবেতা ইন্টারন্যাশনাল।

৫। স্বত্বাধিকারী/ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ইষ্ট ওয়েষ্ট ট্রেড লিংকার্স।

৬। স্বত্বাধিকারী/ব্যবস্থাপনা পরিচালক, উইন ইন্টারন্যাশনাল।

**অনুলিপি ঃ**

১। কাউন্সেলর (শ্রম), বাংলাদেশ দূতাবাস, আবুধাবি, সংযুক্ত আরব আমিরাত।

২। প্রথম সচিব (শ্রম), বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনালের, দুবাই, সংযুক্ত আরব আমিরাত।

৩। ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, যুগ্ম-সচিব (কর্মসংস্থান, পলিসি ও গবেষণা), প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

**গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার**
**প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়**

**অধিশাখা-০৫**

নং-প্রকবৈকম/শা-৫/সিএফ-১/ইউ১-ইউএই/২০০৭/২৩৯ তারিখ ঃ ২২/০৩/২০০৯খ্রিঃ

**বিষয় ঃ সংযুক্ত আরব আমিরাতগামী বাংলাদেশী কর্মীদের বিমানবন্দরে গ্রহণ প্রসঙ্গে।**

উপর্যুক্ত বিষয়ে জানানো যাচ্ছে যে, সংযুক্ত আরব আমিরাতে যে সকল রিক্রুটিং এজেন্সী কর্মী প্রেরণ করে থাকে তাদের নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান/এজেন্সির মনোনীত প্রতিনিধির মাধ্যমে বিমানবন্দর হতে কর্মীদের কর্মক্ষেত্রে পৌছানোর জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন মর্মে বহির্গমন ছাড়পত্র প্রদান সংক্রান্ত অনুমতি প্রদানকালে সংশ্লিষ্ট রিক্রুটিং এজেন্সীর নিকট হতে অঙ্গীকারনামা গ্রহণ করতে হবে। এ বিষয়টি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিয়োগানুমতি পত্রে বিমানবন্দরে কর্মী গ্রহণ সংক্রান্ত শর্তারোপ করতে হবে।

(কাজী আবুল কালাম)
উপ- সচিব
ফোনঃ ৭১৬৩০৬৭

মহাপরিচালক
জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো,
৮৯/২, কাকরাইল, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
**শাখা - ৫**

নং-প্রকবৈকম-৫/এ-২/২০০৫/৮৭৮ তারিখঃ ২৩/০৫/২০০৭ খ্রিঃ

## অফিস আদেশ

নির্দেশক্রমে জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ০১-০৬-২০০৭ তারিখ হতে বাংলাদেশ দূতাবাস/কনস্যুলেট এর সত্যায়ন ব্যতীত একক ভিসার বিপরীতে/ ভিত্তিতে কোন মহিলাকে হাউজহোল্ড কর্মী হিসেবে সংযুক্ত আরব আমিরাতে গমনের অনুমতি প্রদান করা হবে না ।

২। জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো।

(মোহাম্মদ আবুল কালাম)
সিনিয়র সহকারী সচিব

**বিতরণ ঃ**

১। মহাপরিচালক, জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, ৮৯/২, কাকরাইল, ঢাকা।

২। বাংলাদেশ দূতাবাস/কনস্যুলেট, আবুধাবি/দুবাই, সংযুক্ত আরব আমিরাত।

৩। প্রশাসক, বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব ইন্টারন্যাশনাল রিক্রুটিং এজেন্সীজ (বায়রা), ৭১-৭২ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা।

৪। সিনিয়র সহকারী সচিব, সকল শাখা, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।

৫। জনসংযোগ কর্মকর্তা, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।

৬। পিআইডি, তথ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
(আদেশটি জরুরি ভিত্তিতে পত্রিকায় প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো)।

Government of the People's Republic of Bangladesh
Ministry of Expatriates' Welfare and Overseas Employment
Enforcement Section-2
Probashi Kalyan Bhaban
71-72, Eskaton Garden, Ramna, Dhaka-1000
www.probashi.gov.bd

No. 49.00.0000.232.42.017.15.197 Date: 01-10-2018 AD

**Subject: Revised Guideline for the employment of Bangladeshi Workers in Singapore.**

The Government of Singapore has awarded No Objection Certificates (NOCs) to the companies or organizations of Singapore and issued instruction for the training and testing of Bangladeshi workforce under the requirements and compliance provided by Building Construction Authority (BCA) of Singapore vide letter no. Sha-13/Singapore/TTC-7/99(Part-2) Dated 22/07/1999 to the overseas training centers (OTC) of Bangladesh. Subsequently Government of Bangladesh has nominated local NOC holders of Bangladesh and their partners known as Sending Organization (SO) to send the qualified workforces of Bangladesh to Singapore vide letter no 49.02.0000.232.16.008.15.74, dated 26/05/2015. In order to ensure smooth migration of qualified workforce from Bangladesh to Singapore, after successful completion of training and testing in the Overseas Training Centers (OTCs) of Bangladesh to work especially in Construction sector of Singapore and to make the overall process more disciplined, transparent and organized and also to reduce the migration cost, Bangladesh authority has taken steps to establish an website bshrs.com.bd to facilitate the selection and recruitment of Bangladeshi workers only through the use of the said website by the Singapore Employment agents. Therefore, it has become essential for the Government of the People's Republic of Bangladesh to revise the previous Guidelines and to pronounce a fresh set of guidelines as follows:

1. The NOC holders of Singapore will enter into an agreement properly with their local partners or the NOC holders of Bangladesh and the same shall be submitted to the Ministry of Expatriates' Welfare and Overseas Employment, Bangladesh as referred to 'Ministry' herein after.
2. The local NOC holder (s) and the directors/partners of the local NOC holders of Bangladesh can only shift its location or rename or make any change of its physical structure only with the prior permission of the Ministry based on the joint application made by the NOC holder(s) of Singapore and the aforesaid entities.
3. Testing fees shall be determined by the BCA which must not exceed the prescribed limit and no extra collections shall be permitted.
4. Training and testing procedures for the prospective Bangladeshi workers shall be conducted fairly.
5. The NOC holders of Singapore, the local NOC holder of Bangladesh and their partners shall form a company and register under the Companies Act, 1994 to conduct the tests the eligibility of the workers and comply with rules, regulations and laws of Bangladesh.
6. The NOC shall be issued to the local organizations of Bangladesh by the Ministry for one year duration for the purpose of testing the eligibility of the Bangladeshi workers. The NOC holders shall have to apply for the renewal of their NOCs on an annual basis within 31st December. The renewal shall be subjected to the performance of the local NOC holders and the fulfillment of the terms and conditions laid down in the NOC.
7. The test center shall be operated under the management of the local NOC holder(s) of Bangladesh.
8. The itinerary of BCA officials/Examiners of Singapore to Bangladesh and the schedule of the tests for the prospective workers of Bangladesh shall be informed to the Ministry well ahead.
9. The trade wise number and related information of the candidates qualifying the BCA test shall have to be submitted to the Ministry and BMET each month.
10. The local NOC holders of Bangladesh and the Directors/Partners of the local NOC holders of Bangladesh shall submit an undertaking jointly to comply with the Revised Guidelines through a Affidavit to the Ministry before starting its operation. Similar Affidavit has to be submitted to the Ministry to renew its NOC every year.

11. The Ministry or its delegated authority or any competent authority shall suspend or withhold the operation of the local NOC holder(s) for any kind of its non-compliance or violation of existing rules or regulations or laws in force.
12. Any matters agreed among the parties such as NOC holders of Singapore, the local NOC holders of Bangladesh, and the Directors/Partners of the local NOC holders and the Company formed under the Companies Act, 1994 in charge of conducting the eligibility test for the prospective workers of Bangladesh may be changed or amended subject to the mutual consent of all the parties involved and the approval of the Ministry for the purpose of avoiding litigation or pispute among the parties.
13. Only the approved Overseas Training Center (OTC) and other Technical Training Centers run or approved by the Bangladesh Government subject to the approval of the Singapore authority are allowed to conduct training or other related activities and the aforesaid companies registered under the Companies Act, 1994 shall only be allowed to conduct testing.
14. In case of any dispute or misunderstanding or clarification relating to the employment, training or testing for the Bangladeshi workers for the purpose of sending to Singapore, the Ministry shall settle the issue with active and constructive discussion with the company(s) or organization(s) of Singapore and its local partners or the SOs or the local NOC holders of Bangladesh.
15. The local NOC Holders and their partners involved in training, testing and sending worker(s) from Bangladesh to Singapore treated as Sending Organizations (SOs) shall have a contract or agreement with a valid/recognized Receiving Agent (RA) or Employment Agency (EA) of Singapore.
16. The SOs must send the bio-data of the qualified candidates passed in the tests conducted by the company formed under the Companies Act, 1994 and with the approval of the Building Construction Authority (BCA), Singapore only to their Receiving agent(s), RA of Singapore. Visa/ In Principle Approval (IPA) obtained by the RA against those candidates can only be accepted and processed through respective SO(s) for 'Manpower clearance' from the Bureau of Manpower Employment and Training (BMET) of the Government of Bangladesh.
17. The RA of Singapore can only obtain Visa/ IPA against the bio-data of the candidates received from their Bangladeshi counterpart(s) and SOs. The RA of Singapore can't obtain Visa/IPA for any candidate received from any other sources/agents. The Ministry can ask any SO to terminate contract with respective RAs if there is any breach of contract or involvement in any clandestine activity.
18. The Ministry shall manage the migration of workers for the Singapore market through this website and ensure that migration costs are maintained at an acceptable level as determined by the Ministry. The Bangladesh Singapore Harmonized Resource System Ltd. alone shall operate the said website bshrs.com.bd as approved by the Ministry unless it is otherwise decided by the same. The website should be marked as "Approved or Endorsed by the Ministry of Expatriates' Welfare and Overseas Employment, Bangladesh".
19. All SO(s) and other Recruitment License holders of Bangladesh who desires to be involved in the business of sending workers to Singapore shall upload their prospective and trained workers' information in the website named www.bshrs.com.bd. All Employment Agents including Receiving Agents and Accredited Agents in Singapore shall be allowed to market the bio-data or the information of the Bangladeshi workers only available in the said website. In this purpose, the Receiving Agents (RAs) and Singapore Licensed Agents are required to give an undertaking to comply with the Ministry's Guidelines as well as laws, rules and regulations of Bangladesh Accredited Agents such as Singapore Licensed Agents shall provide a written undertaking to the designated Administrator of the website of the Singapore end that they will comply fully with the written laws rules, regulations of Singapore related to the collection/payment of recruitment fees. Only the Receiving Agents and Accredited Agents working in Singapore shall be allowed to visit the website to choose and select the Bangladeshi workers based on the bio-data and relevant information available in the said website.
20. The skill level of the Bangladeshi worker(s) shall be categorized as skilled, mid- level skilled, semi-skilled and unskilled and uploaded in the said website targeting the job sectors such as Construction, Marine shipyard, Process, Cleaning, Landscaping, Manufacturing, service sector and U-Turn workers etc. However, workers in the Domestic sector shall not be included in this website.

21. No worker shall get any immigration clearance (Smart card) from Bureau of Manpower, Employment and Training (BMET) unless his or her IPA is enlisted on the website and he or she is allocated an IPA reference number by the website.
22. All types of Visa trading or IPA (In Principle Approval) trading shall be strictly prohibited and if there is any allegation against the said stakeholder, the Ministry shall suspend its operation or cancel its licenses or take any other step as it deems fit and proper.
23. Bangladesh High Commission in Singapore shall convey the revised contents of this Guideline(s) to the BCA in order to convey the same to all licensees of Singapore concerned to take measures to implement the latest instructions.
24. Necessary legal actions shall be taken immediately if this set of Guidelines or related instructions or laws is violated partially or fully by any NOC holder(s), Singapore, Sending Organization(s) or Local NOC holders of Bangladesh and their partners. The Ministry reserves the right to review or revise these Guidelines if it considers anything important for the public interest related to Sending Organizations for the smooth operation of the website or migration of the prospective Bangladeshi workers.
25. Previous instructions issued in this regard shall be treated as cancelled and this set of Guidelines will come into force with immediate effect.

Signed
**(Md. Nazibul Islam)**
Additional Secretary
Email: jsmonitoring@probashi.gov.bd

No-49.00.0000.232.42.017.15.197 Date 01 -10-2018 AD

Copy for information and necessary action (Not in order of seniority

1. Hon'ble High Commissioner, Bangladesh High Commission in Singapore (Attention: Ms Ayesha Siddiqua Shely, Labour Counsellor)
2. Additional Secretary (All), Ministry of Expatriate Welfare and Overseas Employment, Probashi Kalyan Bahban, 71-72, Elephant Road, Iskaton. Garden, Dhaka, Bangladesh
3. Joint Secretary (All), Ministry of Expatriate Welfare and Overseas Employment, Probashi Kalyan Bahban, 71-72, Elephant Road, Iskaton Garden, Dhaka, Bangladesh
4. Director General, Bureau of Manpower Employment and Training (BMET).
   Probashi Kalyan Bahban, 71-72, Elephant Road, iskaton Garden, Dhaka, Bangladesh
5. PS to the Hon'ble Minister, Ministry of Expatriates' Welfare and Overseas Employment, Dhaka, Bangladesh
6. PS to the Secretary, Ministry of Expatriates' Welfare and Overseas Employment, Dhaka.
7. Director, Building Construction Authority (HCA), 200 Bradel Road, Singapore-579700
8. Director, Foreign Manpower Department, Ministry of Manpower, 18 Havelock Road, Singapore-059764
9. Managing Director , Progressive Builders Pte Ltd. 18 Boon Lay Way # 10#133 @ Tradehub 21 Singapore-603366
10. Chief Executive Officer, Singapore Piling & Civil Engineering Pte Ltd. BBr Building 50 Changi South, Street-1, Singapore-486126
11. Director, Chiu Construction Co Pte Ltd. 3791 Jain Bukit Merah # 03-05 , E Centre @redhi 11, Singapore-159471.
12. Manager, Lian Beng Construction Pte Ltd.29 thirrison Road, Singapore-369648
13. Director, Welltech Construction Etc Ltd.162 Race Course Road, Singapore218603.

14. Director, Santarli Construction Pte Lid. 531 Yishun Industrial Park A, Santarli Building Singapore-768739
15. Mr Melvin Ong, Director, Fonda Global Engineering Piz Ltd 2 Tuas View Square Intellect Building, Singapore 637576
16. Mr. Nah Hock San, Director, Setsco Services Pte Lid, 18 Teban Gardens Cresent, Singapore 608925
17. Fonda Global Engineering Pte Ltd, Jamgora( Near Fantasy Kingdom), Ashulia, Dhaka Bangladesh.
18. CT Test Centre Sarker Market, Purba Nashinghapur, Ashulia, Dhaka
19. Progressive Test Centre (Pte.) Ltd. Holding No 110/1, Ward No 06, Bangabandhu Road, Tongabari Ashulia,Savar Dhaka, Bangladesh
20. WellTeCh Test Centre, Banghabandhu Road, Tongabari, Ashulia, Savar, Dhaka.
21. Singapore Piling & South Point Test Centre, Ghoshbag, Jirabo, Ashulia, Savar, Dhaka
22. Santarli Training Centre, Kudab Mirrer Bazar, Gazipur Sadar, Gazipur.
23. Setsco-SRC1 Training and Testing Institution (Pvt) Ltd., 522, Dhour, Razabari, Kamarpara, Turag, Uttara, Dhaka
24. Lian Bengs (Bangladesh) Test Centre, Ghoshbag, Jirabo, Ashulia, Savar, Dhaka
25. Office Copy

Md. Arif Ahmmed
Deputy Secretary
Email: dsorg@probashi.gov.bd

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

**শাখা - ৫**

নং-প্রকবৈকম/শা-৫/এম১-মালয়েশিয়া/২০০৭/৯৭৭ তারিখ ঃ ১১-১১-২০০৮ খ্রিঃ

## অফিস আদেশ

শুধুমাত্র জাহাজ নির্মাণ ও মেরামত শিল্পের চাকুরীতে নিয়োগের জন্য সিঙ্গাপুরে গমনকারী বাংলাদেশী কর্মীদের ক্ষেত্রে সিঙ্গাপুরস্থ বাংলাদেশ হাইকমিশন কর্তৃক ভিসা/ চাহিদাপত্র বাধ্যতামূলকভাবে সত্যায়ন করতে হবে। এছাড়া, নির্মাণ (Construction) শিল্প সংক্রান্ত ভিসা/চাহিদাপত্র যাচাই বাছাইপূর্বক বিএমইটি নিয়োগানুমতি প্রদান করবে।

০২। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের প্রকবৈকম/শা-১৫ /চাকুরী-১৫/২০০২(অংশ-১)/৮৬৮ স্মারকমূলে গত ১৬-১০-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে জারিকৃত অফিস আদেশ এতদ্বারা বাতিল করা হলো।

(কাজী আবুল কালাম)
উপ-সচিব

১। মহাপরিচালক, জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, ৮৯/২, কাকরাইল, ঢাকা।

২। উপ-সচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব, অধিশাখা ৪/৬, শাখা-৩, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

**শাখা - ৫**

নং-প্রকবৈকম-৫/চাকুরী-৩৫/২০০৩/২৪০ তারিখ ঃ ১১-০৩-২০০৮ খ্রিঃ

**বিষয় ঃ সৌদি আরবে গমনকারী কর্মীদের বেতন-ভাতা নির্ধারণ প্রসঙ্গে।**

উপর্যুক্ত বিষয়ে সৌদি আরবে বাংলাদেশী অদক্ষ কর্মীদের ন্যূনতম বেতন ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা সংক্রান্ত ০৫-৬-২০০৩ তারিখের স্মারক নং শা-৫/বি/মজুরী-৩৭/২০০২/৯৮১ এর আদেশ আংশিক সংশোধনপূর্বক নির্দেশক্রমে নিম্নরূপে নির্ধারণ করা হলো ঃ

| আহার-বাসস্থান ফ্রি ও চিকিৎসার সুযোগ সুবিধাসহ ন্যূনতম বেতন | আহার-বাসস্থান ফ্রি ও চিকিৎসার সুযোগসহ ন্যূনতম বেতন |
|---|---|
| ৫৫০ সৌদি রিয়াল | ক) বাসস্থান নিজ ও আহার ফ্রি (৫৫০+ ২০০) = ৭৫০ সৌদি রিয়াল |
| | খ) আহার নিজ ও বাসস্থান ফ্রি (৫৫০+২০০) = ৭৫০ সৌদি রিয়াল |
| | গ) আহার ও বাসস্থান নিজ (৫৫০+২০০+২০০)= ৯৫০ সৌদি রিয়াল |

০২। এ আদেশ আগামী ১লা জুলাই ২০০৮ থেকে কার্যকরী হবে।

(ড. মোঃ ওমর ফারুক)
সিনিয়র সহকারী সচিব

**বিতরণ ঃ**

১। মান্যবর রাষ্ট্রদূত, বাংলাদেশ দূতাবাস, রিয়াদ, সৌদি আরব।

২। মহাপরিচালক, জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, ৮৯/২, কাকরাইল,ঢাকা।

৩। প্রশাসক, বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব ইন্টারন্যাশনাল রিক্রুটিং এজেন্সীজ (বায়রা), ১৩০ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

**শাখা - ৫**

নং-প্রকবৈকম-৫/এ-২/২০০৫/১৯৯ তারিখ ঃ ০২-০৩-২০০৮ খ্রিঃ

## অফিস আদেশ

**বিষয় ঃ SANARCOM এর অধীনে সৌদি আরবে হাউজমেইড ভিসায় মহিলা গৃহকর্মীদের ভিসা সংশ্লিষ্ট সৌদিস্থ বাংলাদেশ দূতাবাস কর্তৃক বাধ্যতামূলকভাবে সত্যায়ন প্রসঙ্গে।**

উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে জানানো যাচ্ছে যে, SANARCOM এর অধীনে সৌদি আরবে হাউজমেইড ভিসায় গমনেচ্ছু সকল মহিলা গৃহকর্মীদের ভিসা এখন থেকে সৌদি আরবস্থ বাংলাদেশ দূতাবাস কর্তৃক বাধ্যতামূলকভাবে সত্যায়নপূর্বক নিয়োগানুমতি/বহির্গমন ছাড়পত্রের আবেদনের সঙ্গে দাখিল করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

(ড. মোঃ ওমর ফারুক)
সিনিয়র সহকারী সচিব

**বিতরণ ঃ**

১। স্বত্বাধিকারী, মেসার্স রাব্বী ইন্টারন্যাশনাল, বাড়ি # ৩০, রোড নং ৪, ব্লক-সি, বনানী, ঢাকা।

২। স্বত্বাধিকারী, মেসার্স আল-বারাকা ইন্টারন্যাশনাল, বাড়ি # ৩০, রোড নং ৪, ব্লক-সি, বনানী, ঢাকা।

৩। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, মেসার্স রয়েল এসোসিয়েট ইন্টাঃ লিঃ, ২৮-২৯, কামাল আতাতুর্ক এ্যাভিনিউ, বনানী, ঢাকা।

৪। স্বত্বাধিকারী, মেসার্স আকবর এন্টারপ্রাইজ, বাড়ি # ১৪৭, রোড নং ১৩/বি, ব্লক -ই, বনানী, ঢাকা।

৫। স্বত্বাধিকারী, মেসার্স এনাম ইন্টারন্যাশনাল, বাড়ি # ৩০, রোড নং ১০, ব্লক-বি, বনানী, ঢাকা।

৬। চেয়ারম্যান, মেসার্স এমসিও ট্রেডিং ইন্টারন্যাশনাল, বাড়ি # ১৫/এ, রোড নং ৫, ব্লক -এফ, বনানী, ঢাকা।

৭। স্বত্বাধিকারী, মেসার্স হাসান ইন্টারন্যাশনাল, ১১ পুরানা পল্টন, ঢাকা- ১০০০।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

**অধিশাখা - ৫**

নং-প্রকবৈকম/শা-৫/এ-২/২০০৫/১৯৮৯ তারিখ ঃ ০৩/১২/২০০৭ খ্রিঃ

## বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, সৌদি আরবসহ মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য দেশে (কুয়েত ব্যতিত) মহিলা গৃহকর্মী ভিসায় গমনের ক্ষেত্রে নতুন নীতিমালা ০২-১২-২০০৭ তারিখ হতে কার্যকর হয়েছে। নীতিমালা অনুযায়ী এখন থেকে এসব দেশে ব্যক্তিগতভাবে সংগৃহীত ভিসায় মহিলা গৃহকর্মী হিসেবে গমনেচ্ছুকদের ছাড়পত্র প্রদানের নিমিত্ত ভিসাসমূহ প্রক্রিয়াকরণের ক্ষেত্রে এতদসংক্রান্ত কার্যাদির জন্য অনুমোদিত রিক্রুটিং এজেন্সীসমূহের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে। মধ্যপ্রাচ্যে মহিলা গৃহকর্মী ভিসায় গমনেচ্ছুকদের বহির্গমন অনুমতির আবেদন সরাসরি প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে গ্রহণ করা হবে না।

সৌদিআরবসহ মধ্যপ্রাচ্যে মহিলা গৃহকর্মী ব্যতিত অন্যান্য পেশায় ও অন্য দেশে গমনেচ্ছুক মহিলা কর্মীর ক্ষেত্রে বহির্গমন ছাড়পত্র প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ব্যক্তিগতভাবে সাদা কাগজে জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, ৮৯/২, কাকরাইল, ঢাকায় আবেদন দাখিল করতে পারবেন।

(ফরিদ আহমদ ভূইয়া)
উপ-সচিব
ফোন ঃ ৭১৬৩০৬৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

**শাখা - ৫**

নং-প্রকবৈকম-৫/এ-২/২০০৫/১৬২৮ তারিখ ঃ ০২-০৯-২০০৭ খ্রিঃ

## পরিপত্র

সৌদি আরবসহ মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য দেশে মহিলা গৃহকর্মী প্রেরণের ক্ষেত্রে অনুসরণের জন্য নিম্নরূপ নীতিমালা জারী করা হল ঃ

| | |
|---|---|
| ০১ | মহিলা গৃহকর্মী হিসেবে গমনেচ্ছু প্রত্যেকের নামে ইস্যুকৃত সকল ওয়ার্ক/এমপ্লয়মেন্ট পারমিট/ভিসা এডভাইস-এ সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশ দূতাবাসের/মিশনের সত্যায়ন আবশ্যকীয় হবে। |
| ০২ | ওয়ার্ক/এমপ্লয়মেন্ট পারমিট/ভিসা এডভাইস উভয় দেশের যে কোন অনুমোদিত রিক্রুটিং এজেন্সীর মাধ্যমে প্রক্রিয়ায়ন করতে হবে। |
| ০৩ | প্রক্রিয়ায়নকারী বাংলাদেশী রিক্রুটিং এজেন্সীকে সংশ্লিষ্ট গ্রহণকারী দেশের কোন অনুমোদিত রিক্রুটিং এজেন্সীর সাথে মহিলা গৃহকর্মী প্রেরণ সংক্রান্ত চুক্তি সম্পাদন করতে হবে। এ চুক্তি সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশ দূতাবাস/মিশন কর্তৃক সত্যায়িত হতে হবে। |
| ০৪ | দূতাবাসে/মিশনে দাখিলকৃত ওয়ার্ক/এমপ্লয়মেন্ট পারমিট/ভিসা এডভাইস এর সাথে নিয়োগকর্তার নাম, ঠিকানা, নিয়োগকর্তার অফিস/প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা ও ফোন নম্বর; কাজের প্রকৃতিসহ কর্মীর বেতন ও অন্যান্য সুবিধাদি যেমন-ওভার টাইম, আহার-বাসস্থান, চিকিৎসা, বীমা, দুর্ঘটনা/মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ ও সংশ্লিষ্ট দেশের শ্রম আইন অনুযায়ী প্রাপ্য আরও বিশেষ সুবিধা (যদি থাকে) এবং বিমান ভাড়া নিয়োগকর্তা কর্তৃক পরিশোধ করা হবে কিনা ইত্যাদি সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট তথ্য থাকতে হবে। |
| ০৫ | ওয়ার্ক/এমপ্লয়মেন্ট পারমিট/ভিসা এডভাইস দূতাবাসে/মিশনে দাখিলের সর্বোচ্চ ৭ দিনের মধ্যে সত্যায়ন করতে হবে। |
| ০৬ | প্রক্রিয়ায়নকারী বাংলাদেশী রিক্রুটিং এজেন্সীকে ১৫(পনর) লক্ষ টাকার পৃথক জামানত প্রদান করতে হবে। |
| ০৭ | গৃহকর্মী হিসেবে গমনেচ্ছু মহিলাদের বয়স ন্যূনপক্ষে ২৫(পঁচিশ) বছর হতে হবে। |
| ০৮ | সংশ্লিষ্ট রিক্রুটিং এজেন্সী কর্তৃক বাংলা অনুবাদসহ নিয়োগ চুক্তির কপি সংশ্লিষ্ট কর্মীকে বহির্গমনের পূর্বেই সরবরাহ করতে হবে। |
| ০৯ | গৃহকর্মী হিসেবে গমনেচ্ছুদের বহির্গমনের পূর্বে ন্যূনপক্ষে ১৫ কর্ম দিবসের প্রশিক্ষণ থাকতে হবে। এ প্রশিক্ষণ বিএমইটি কিংবা বাংলাদেশের সংশ্লিষ্ট রিক্রুটিং এজেন্সীর নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হবে। বিএমইটি'র মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান করলে প্রশিক্ষণার্থীদের আবাসনের ব্যবস্থা সংশ্লিষ্ট রিক্রুটিং এজেন্সীকে নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় নিশ্চিত করতে হবে। প্রশিক্ষণে হাউজকিপিং ছাড়াও সংশ্লিষ্ট দেশের সংস্কৃতি ও সামাজিক রীতি-নীতি সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা লাভের সুযোগ থাকতে হবে এবং কর্মীদের অধিকার, কর্তব্য, দায়-দায়িত্ব, স্বাস্থ্য ও অন্যান্য ঝুঁকি সম্পর্কে পর্যাপ্ত ও প্রাসঙ্গিক তথ্য থাকতে হবে। প্রশিক্ষণ শেষে বিএমইটি কর্তৃক সকল কর্মীর একটি পরীক্ষা (Test) গ্রহণের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ লব্ধ জ্ঞান যাচাই করা হবে ও তদালোকে প্রশিক্ষণ সমাপ্তির সনদ প্রদান করা হবে। |
| ১০ | বিএমইটি'তে মহিলা গৃহকর্মীদের জন্য স্বতন্ত্র প্রাক-বহির্গমন ব্রিফিংয়ের আয়োজন করতে হবে। |
| ১১ | সংশ্লিষ্ট রিক্রুটিং এজেন্সী উপর্যুক্ত শর্তাদি প্রতিপালনপূর্বক নিয়োগানুমতির জন্য প্রয়োজনীয় কাগজ-পত্রসহ আবেদন মন্ত্রণালয়ে দাখিল করবে। মন্ত্রণালয়ের নিয়োগানুমতির ভিত্তিতে বিএমইটি বহির্গমন ছাড়পত্র প্রদান করবে। |
| ১২ | বহির্গমন ছাড়পত্র প্রদানের অব্যবহিত পরই কর্মী, নিয়োগকর্তার নাম ও ঠিকানাসহ প্রয়োজনীয় তথ্যাদি বিএমইটি সংশ্লিষ্ট দূতাবাস/ মিশনকে অবহিত করবে। বহির্গমন প্রাক্কালে বাংলাদেশের সংশ্লিষ্ট রিক্রুটিং এজেন্সীর প্রতিনিধি-কে অবশ্যই বিমান বন্দরে উপস্থিত থাকতে হবে ও কর্মী সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্য বহির্গমনের পূর্বেই বিমান বন্দরস্থ প্রবাসী কল্যাণ ডেস্কে সরবরাহ করতে হবে। |

| | |
|---|---|
| ১৩ | বাংলাদেশী রিক্রুটিং এজেন্সী মহিলা কর্মী প্রেরণের অনধিক ৭ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট দূতাবাসে/মিশনে প্রাসংগিক তথ্য এবং কর্মীর পাসপোর্টের কপি ও ছবি প্রেরণ করবে এবং কর্মী কর্মস্থলে পৌছানোর পরপরই তার অবস্থান ও প্রাসংগিক অন্যান্য বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মিশন-কে অবহিত করবে। |
| ১৪ | সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশ দূতাবাস/মিশন কর্মীর নিয়োগকর্তার আবাসস্থল/ কর্মস্থলে পৌছানো সম্পর্কে বহির্গমনের সর্বোচ্চ ১ মাসের মধ্যে নিশ্চিত হবে এবং বিএমইটি ও মন্ত্রণালয়-কে অবহিত করবে। |
| ১৫ | সংশ্লিষ্ট মহিলা কর্মী পাসপোর্ট, স্বাস্থ্য পরীক্ষা নিজ ব্যয় ও দায়িত্বে করবেন, তবে, ভ্রমন করসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যয় সংশ্লিষ্ট রিক্রুটিং এজেন্সীকে বহন করতে হবে। |
| ১৬ | সংশ্লিষ্ট রিক্রুটিং এজেন্সীকে বহির্গমন ছাড়পত্র প্রাপ্তির সর্বোচ্চ ১৫ (পনর) দিনের মধ্যে কর্মীদের সংশ্লিষ্ট দেশে গমন নিশ্চিত করতে হবে। |
| ১৭ | বাস্তব চাহিদার আলোকে সুবিধাজনক স্থানে প্রয়োজনীয় সংখ্যক সেফ হাউজ প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে। |
| ১৮ | সেফ হাউজ প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণের ব্যয় নির্বাহের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হারে ফি ওয়ার্ক/এমপ্লয়মেন্ট পারমিট/ভিসা এডভাইস সত্যায়নকালে দূতাবাস কর্তৃক আদায় করতে হবে। |
| ১৯ | প্রশিক্ষণ প্রদানসহ নিয়োগানুমতি, বহির্গমন ছাড়পত্র ও প্রাসংগিক অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সেবাদানের বিপরীতে সার্ভিস চার্জ হিসেবে সর্বোচ্চ ২০,০০০/- (বিশ হাজার) টাকা গ্রহণ করতে পারবে। |

২। মহিলা গৃহকর্মী ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে উপর্যুক্ত নীতিমালা প্রযোজ্য হবে না।

৩। SANARCOM–এর সাথে সম্পাদিত সমন্বিত চুক্তির আওতায় সৌদি আরবে মহিলা গৃহকর্মী প্রেরণের অনুমতি প্রাপ্ত রিক্রুটিং এজেন্সীসমূহ কর্তৃক মহিলা গৃহকর্মী প্রেরণের ক্ষেত্রে বিদ্যমান ব্যবস্থা অব্যাহত থাকবে।

৪। এ নীতিমালা কুয়েতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না।

৫। মহিলা গৃহকর্মী প্রেরণ সংক্রান্ত মন্ত্রণালয়ের ৩০-১১-২০০৬ তারিখের আদেশ বাতিল বলে গণ্য হবে।

৬। এ আদেশ জনস্বার্থে জারী করা হ'ল এবং এটি ১লা সেপ্টম্বর, ২০০৭ তারিখ হতে কার্যকর হবে।

(মোহাম্মদ আবুল কালাম)
সিনিয়র সহকারী সচিব

**বিতরণ**

**(ক) কার্যার্থে ঃ**

১. মান্যবর রাষ্ট্রদূত, বাংলাদেশ দূতাবাস, রিয়াদ/আবুধাবী/মাসকাট/মানামা/কুয়েত/দোহা/আম্মান।

২. মহা-পরিচালক, জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, ৮৯/২, কাকরাইল, ঢাকা।

৩. প্রশাসক, বায়রা, ১৩০ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা।

৪. উপ-সচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব, অধিশাখা-৪/৬ ও শাখা-৩, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।

**(খ) জ্ঞাতার্থে ঃ**

৫. ভারপ্রাপ্ত সচিব, প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।

৬. মাননীয় উপদেষ্টার একান্ত সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।

৭. সচিবের একান্ত সচিব, প্রবাসী কল্যান ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।

৮. যুগ্ম-সচিব মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

**শাখা-৫**

বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

নং-প্রকবৈকম/শা-৫/চাকুরী-৪৩/২০০৪/১৩২৭ তারিখ ঃ ২৮/০৮/২০০৪খ্রিঃ

**বিষয় ঃ গৃহস্থালীর কাজে আনসার ও ভিডিপি'র মহিলা সদস্য সৌদি আরবে নিয়োগ সংক্রান্ত।**

**সূত্র ঃ মন্ত্রণালয়ের ২৪-০৭-২০০৪, প্রববৈকম/শা-৫/চাকুরী-৪৩/২০০৪/১১৬০ নং স্মারক**

আদিষ্ট হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি সদর দপ্তর ও সংশ্লিষ্ট রিক্রুটিং এজেন্সী সমূহের মধ্যে সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরের লক্ষ্যে আনসার ও ভিডিপি কর্তৃপক্ষ প্রণীত খসড়া MOU সম্পর্কে সূত্রোক্ত স্মারকে সংশ্লিষ্ট রিক্রুটিং এজেন্সীসমূহের মতামত চাওয়া হয়েছিল। সে প্রেক্ষিতে এজেন্সীসমূহ কিছু সংশোধনী প্রস্তাবসহ খসড়া MOU মন্ত্রণালয়ে দাখিল করেছে (কপি সংযুক্ত)।

২। সংশোধনী প্রস্তাবগুলো মন্ত্রণালয় কর্তৃক পর্যালোচনান্তে গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হওয়ায় নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়েছে ঃ

(ক) নিয়োগপ্রাপ্ত মহিলা আনসার ও ভিডিপি সদস্যদের নিকট থেকে রিক্রুটিং এজেন্সী কর্তৃক সার্ভিস চার্জ গ্রহণের ক্ষেত্রে জনপ্রতি ৩০,০০০/- (ত্রিশ হাজার) টাকা নির্ধারণ করা হলো;

(খ) খসড়া MOU সম্পর্কে রিক্রুটিং এজেন্সীসমূহের পক্ষ থেকে অন্যান্য যে সমস্ত সংশোধনী প্রস্তাব দেয়া হয়েছে সেগুলো চূড়ান্ত MOU তে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

৩। এমতাবস্থায় বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি সদর দপ্তর এবং সংশ্লিষ্ট রিক্রুটিং এজেন্সী সমূহের মধ্যে সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরের বিষয়টি চূড়ান্ত করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

(মোঃ মনিরুজ্জামান)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন ঃ ৭১৬৩০৬৭

সচিব
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

**অনুলিপি ঃ**

১। মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি সদর দপ্তর, খিলগাঁও, ঢাকা।

২। নির্বাহী পরিচালক, মেসার্স ত্রিবেনী ইন্টারন্যাশনাল, জিপি-গ১৩, প্রগতি সরণি, গুলশান, ঢাকা।

৩। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, মেসার্স রয়েল এসোসিয়েটস্ ইন্টারন্যাশনাল লিঃ, ২৮-৩০ কামাল আতাতুর্ক এ্যাভিনিউ, বনানী, ঢাকা।

৪। মালিক, মেসার্স রাব্বি ইন্টারন্যাশনাল, রোড নং-৪, বাড়ি নং-৩০, ব্লক-সি, বনানী মডেল টাউন, ঢাকা।

৫। ব্যবস্থাপনা, পরিচালক, মেসার্স রূপসা ওভারসীজ লিমিটেড, বাড়ি # ১, রোড # ১১, ব্লক-এইচ, বনানী, ঢাকা।

৬। স্বত্বাধিকারী, মেসার্স এনাম ইন্টারন্যাশনাল, হাউজ # ৩০, রোড # ১০, ব্লক-বি, বনানী, ঢাকা-১২১৩।

৭। স্বত্বাধিকারী, মেসার্স আকবর এন্টারপ্রাইজ, ১৪৭, ডিআইটি এক্সটেনশন রোড (২য় তলা), ফকিরাপুল, ঢাকা।

৮। স্বত্বাধিকারী, মেসার্স আরভিং এন্টারপ্রাইজ, বাড়ি # ৬৫/ই, রোড # ১৭/এ, বনানী, ঢাকা।

৯। চেয়ারম্যান, এম,সি,ও ট্রেডিং ইন্টারন্যাশনাল (প্রাঃ) লিঃ, হাউজ # ১৫/এ, রোড # ৫, ব্লক-এফ, বনানী, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

নং-প্রকবৈকম/শা-৫/চাকুরী-১২/২০০২(অংশ-১)/১৮৪৯ তারিখ : ০৯-১২-২০০৩খ্রিঃ

## সংশোধিত প্রজ্ঞাপন

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের ১২-১১-২০০৩ ইং তারিখের প্রকবৈকম/শা-৫/চাকুরী-১২/২০০২ (অংশ-১)/১৭৭৬ নং প্রজ্ঞাপনের ২ নং অনুচ্ছেদে নিম্নরূপভাবে প্রতিস্থাপিত হবে।

২। সৌদি আরব/মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহে হাউজহোল্ড ওয়ার্কার্স/হাউস এসিস্ট্যান্ট হিসেবে মহিলা কর্মী প্রেরণে ইচ্ছুক রিক্রুটিং এজেন্সীসমূহকে উক্ত জামানত আগামী ৩১-১২-২০০৩ ইং তারিখের মধ্যে নিম্নোক্তভাবে জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোতে জমা প্রদান করতে হবেঃ

ক) পে-অর্ডার/সঞ্চয়পত্রের মাধমে-২০ (বিশ) লক্ষ টাকা

খ) ব্যাংক গ্যারান্টি- ৩০ (ত্রিশ) লক্ষ টাকা।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

(আবদুস সোবহান সিকদার)
উপ সচিব
ফোন ঃ ৭১৬৯৪০৩

উপ-নিয়ন্ত্রক
বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়
তেজগাঁও, ঢাকা।
(তাকে গেজেটের পরবর্তী সংখ্যায় প্রজ্ঞাপনটি প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)।

নং-প্রকবৈকম/শা-৫/চাকুরী-১২/২০০২ (অংশ-১)/১৮৪৯/১(১৩) তারিখ : ০৯-১২-২০০৩খ্রিঃ

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো ঃ-

০১। সচিব, অর্থ/ পররাষ্ট্র/ স্বরাষ্ট্র/ বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়।

০২। মান্যবর রাষ্ট্রদূত, বাংলাদেশ দূতাবাস, রিয়াদ, সৌদি আরব।

০৩। মহাপরিচালক, জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, কাকরাইল, ঢাকা।

০৪। কাউন্সেলর (শ্রম), রিয়াদ/জেদ্দা, সৌদি আরব।

০৫। সভাপতি, বায়রা, ১০৮ কাকরাইল, ঢাকা।

০৬। মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।

০৭। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।

০৮। সিনিয়র সহকারী সচিব, শাখা-৩/৪, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।

(মোঃ মনিরুজ্জামান)
সিনিয়র সহকারী সচিব

Govt. of the People's Republic of Bangladesh
Ministry of the Expatriates' Welfare and Overseas Employment

**Section-5**

Bangladesh Secretariat, Dhaka.

No. MEWOE/See-5/Serviee-12/2002(part-1)/ Dated : 09-12-2003

## Notification

**Subject : Conditions for Recruitment of Bangladeshi Females as Household Workers/House Assistants in the Kingdom of Saudi Arabia.**

The Government of Bangladesh intends to export female workers to the Kingdom of Saudi Arabia in a controlled manner as well as to ensure their rights and to protect them from adverse exploitation. In this regard, all concerned, in the recruitment process including the workers themselves, must adhere to the terms and conditions laid down by the Government :

**1. For Female Workers :**

a) All able-bodied, female workers, not below the age of 35 who wish to volunteer are entitled to be recruited as household workers;

b) The female workers will have to submit a "No Objection Certificate" from her legal guardian seeking permission to work abroad;

c) All workers will have to undergo a training program of not less than 30 days but preferably for 60 days. This will enable them to gain sufficient knowledge In handling and operations of all kinds of household equipments and eleetronic apparatus including TV, vacuum cleaner, washing/drying machine, cooler conventional/microwave oven, juicer/blender/grinder etc. The workers will also have to learn skills like answering telephone calls, ironing clothes, serving tea and coffee, baby sitting and taking care of the elderly;

d) Only women who are in good health and physically fit will be selected;

e) Women having experience in beauty parlour and physical fitness programs given added preference.

**2. For the Employers/Saudi Recruiting Agents :**

a) The Saudi-Bangladeshi Recruiting Agencies through joint venture/investment will have to establish a Training Centre. This must occupy an area of not less than I0,000 square feet and must have dormitory/hostel facilities to accommodate the trainees during the training period, preferably near the training institute. Must have transport to ferry the workers from hostel to the training institute. Both institute and hostel shall be fully secured and must have proper fire fighting equipments;

b) The training Institute should invariably be located in city center and should be easily accessible to mass communication system;

c) The ratio of trainer and trainees will have to be 1:30;

d) The recruiting agencies must ensure the safety and social security of all the trainees;

e) The recruiting agencies must obtain prior permission from the Ministry of Expatriates' Welfare and Overseas Employment before they can start any training programme. The Ministry of Expatriates' Walfare and Overseas Employment will also verify the location, area, safety and security conditions prior to granting approval.The curriculum standards, competence and capabilities of the teaching and other related staff would also be closely scrutinized for this purpose. Arrangement of audio-visual presentation on baby-seating, child-care, beauty parlour, physical fitness programme and care taking of elderly people must have to be ensured.

f) Perference will be given to married female workers who are accompanied by their husbands or sons;

g) The minimum salary of female 'workers will not be less than 400 (four hundred) Saudi Riyal(SR). This will also include free food, accommodation, "Aquama" fee and clothing etc.

h) Free medicare and social sccurity must be ensured.

i) Insurance facilities (In case of death, accident, major operation, disability etc.) for all workers will have to be provided. The employer will be responsible for payment of insurance premium for one year The rest will be borne by the Recruiting Agents.. The recruiting agencies must deposit an amount of US Dollar 550 against each worker as security money, which must be remitted by the foreign Recruiting Agencies or employers. The Recruiting Agents will have to show the money receipt of the said foreign exchange by which expenses for medical cheek-up, travel tax & travel expenses, emigration fee and training cost will be meet up.

j) Free return air ticket will be provided by the employer after completion of the tenure.

k) Nomal working hours, overtime and other benefits will be decided by Saudi Labour Law.

l) Employer/Saudi Recruiting Agents will have to have adequate experience in the supply of household workers from different countries of Asia.

m) The employment companies must maintain branch offices with full-time office staff and telephone connections in major cities of Saudi Arabia.

n) The Saudi Employment Recruiting Agencies must obtain necessary clearance/ permission from the concerned Saudi government agencies (Ministry of Labour and Social Welfare; Home Affairs; Foreign Ministry etc.) for making offers of employment of all categories.

o) The employers must have to bear all expenses incurred in any premature deportation of any female worker falling in any physical, mental or matrimonial problem or for any proven misconduct from the employers.

p) The employers must have to maintain an accommodation of minimum 30 people preferably nearby Bangladesh Embassy at Riyadh and Jeddah to be used as temporary shelter/transit camp during arrival and departure time or for other purposes as and when required.

**4. Additional Requirements :**

a) Recruiting agents will not be entitled to claim any service charge from female workers except the government prescribed fees, taxes and expenses for training which shall not exceed to Tk.10000 per person.

b) The Saudi Employers/Recruiting Agency must have to maintain offices in major cities of Saudi Arabia (Riyadh, Jeddah and Dammam etc.) where.the workers will be initially employed. They will have to maintain fulll-time offices with adequate telephone facilities in each office with a Bangladeshi employee to attend telephone complaints ;

c) The Recruiting agents willing to deal with female workers will have to set up a training institute under joint venture with a Saudi counterpart. This must have facilities for imparting training for all kinds of household works as mentioned in the workers' and employer's portion. The equipment that needs to be procured must be up to the satisfaction of the government. Separate housing facilities must be provided for female trainees;

d) The Recruiting agents must ensure that the monthly income of the Saudi employer should not be less than 6000 SR.

e) The Recruiting agents must ensure that workers salary should be paid on monthly basis. Under no circumstances can this be delayed by more than two months;

f) The Recruiting agents must ensure that the contract must not be less than two years;

g) Recruiting agents must ensure that selection of the female workers is as per the criteria set down by the government. Any violation will be treated as a punishable offence and license will be revoked as per Emigration Ordinance of 1982.

h) The govt. of Bangladesh will reserve the right of inclusion, omission, alteration or modification in full or partial of any clause of the above mentioned terms and conditions at any time whenever it deem fit necessary.

All concerned are requested to follow the above-mentioned terms and conditions for recruiting female workers for the Kingdom of Saudi Arabia.

This order will come into force with immediate effect.

By order of President

(Abdus Sobhan Sikder)
Deputy Secretary

Deputy Controller
Bangladesh Government Press
Tejgaon, Dhaka.

No. MEWOE/See-5/Servicc-12/2002(part-1)//867/1(18) Dated : 09-12-2003

Copy forwarded for kind Information and necessary action to :

1. Cabinet Secretary, Cabinet Division/Principal Secretary, Prime Minister's office.
2. Secretary, Ministry of Home Affairs/Foreign Affairs/Finance/Civil Aviation and Tourism.
3. H.E. Ambassador, Embassy of Bangladesh, Riyadh, Saudi Arabia.
4. Director General, Bureau of Manpower, Employment and.Training.
5. Joint Secretary, Ministry of Expatriates' Welfare and Overseas Employment.
6. Deputy Secretary, Ministry of Expatriates' Welfare and Overseas Employment.
7. Managing Director, Bangladesh Overseas Employment and Services Ltd. (BOESL)
8. PS to Minister, Ministry of Expatriates' Welfare and Overseas Employment.
9. PS to Secretary, Ministry of Expatriates' Welfare and Overseas Employment.
10. Senior Assistant Secretary-I/2/3/4, Ministry of Expatriates' Welfare and Overseas Employment.
11. President, Bangladesh Association of International Recruiting Agencies (BAIRA)

(Md. Moniruzzaman)
Senior Assistant Secretary

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

নং-প্রকবৈকম/শা-৫/চাকুরী-১২/২০০২ (অংশ-১)/১৭৭৬ তারিখ : ১২-১১-২০০৩খ্রিঃ

**প্রজ্ঞাপন**

বহির্গমন অধ্যাদেশ ১৯৮২ এর আওতায় প্রণীত রিক্রুটিং এজেন্ট আচরণ ও লাইসেন্স বিধিমালা-২০০২ এর বিধি ৮ অনুসারে সরকার সৌদি আরবে হাউসহোল্ড ওয়ার্কার্স হিসেবে মহিলা কর্মী প্রেরণকারী রিক্রুটিং এজেন্সীসমূহের জামানতের পরিমাণ ৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ টাকায় উন্নীত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এ জামানত বর্তমান জামানতের অতিরিক্ত হিসেবে জমা দিতে হবে।

২। সৌদি আরবে হাউজহোল্ড ওয়ার্কার্স রপ্তানি ইচ্ছুক এজেন্সীসমূহ তাদের জামানতের টাকা সঞ্চয়পত্র/পে-অর্ডারের মাধ্যমে জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোতে জমা প্রদান করবেন।

৩। জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো এবং ইহা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

(আবদুস সোবহান সিকদার)
উপ সচিব
ফোন ঃ ৭১৬৯৪০৩

উপ-নিয়ন্ত্রক
বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রাণালয়
তেজগাঁও, ঢাকা।
(তাকে গেজেটের পরবর্তী সংখ্যায় প্রজ্ঞাপনটি প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)।

নং-প্রকবৈকম/শা-৫/চাকুরী-১২/২০০২ (অংশ-১)/১৭৭৬/১(১৩) তারিখ : ১২-১১-২০০৩খ্রিঃ

**সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো ঃ**

০১। সচিব, অর্থ/ পররাষ্ট্র/ স্বরাষ্ট্র/ বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়।

০২। মান্যবর রাষ্ট্রদূত, বাংলাদেশ দূতাবাস, রিয়াদ, সৌদি আরব।

০৩। মহাপরিচালক, জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, কাকরাইল, ঢাকা।

০৪। কাউন্সেলর (শ্রম), রিয়াদ/জেদ্দা, সৌদি আরব।

০৫। সভাপতি, বায়রা, ১০৮ কাকরাইল, ঢাকা।

০৬। মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।

০৭। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।

০৮। সিনিয়র সহকারী সচিব, শাখা-৩/4, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।

(মোঃ মনিরুজ্জামান)
সিনিয়র সহকারী সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
প্রবাসী কল্যাণ ভবন
৭১-৭২, পুরাতন এলিফ্যান্ট রোড, ইস্কাটন গার্ডেন, ঢাকা
কর্মসংস্থান শাখা-২

নং-৪৯.০০.০০০০.১০২.১১.০৮৩.২০১৫- তারিখ: ০৮ মার্চ ২০২০ খ্রি:

# পরিপত্র

**বিষয়: হংকং গমনেচ্ছু মহিলা কর্মীদের সর্বনিম্ন বয়সসীমা পুন:নির্ধারণ প্রসঙ্গে।**

হংকং এর আইন অনুযায়ী মহিলা কর্মীগণের সর্বনিম্ন বয়স ১৮ বছর এবং হংকং সরকার কর্তৃক বাংলাদেশ হতে হংকং গমনেচ্ছু ১৮ বছর বয়সী মহিলা কর্মীদের ভিসা ইস্যু করা হচ্ছে। কিন্তু মন্ত্রণালয়ের ০২-০৯-২০০৭ তারিখের প্রকবৈকম-৫/এ-২/২০০৫/১৬২৮ নং স্মারকমূলে জারিকৃত পরিপত্র অনুসারে বিদেশ গমনেচ্ছু মহিলা কর্মীদের সর্বনিম্ন বয়সসীমা ২৫ বছর নির্ধারিত রয়েছে।

২। হংকংগামী মহিলা কর্মীগণের বহির্গমন ছাড়পত্র প্রদানের ক্ষেত্রে জটিলতা নিরসনের লক্ষ্যে হংকং এ বিদ্যমান উন্নত কাজের পরিবেশ, মহিলা কর্মীদের নিরাপদ অবস্থান, হংকং এর বিদ্যমান আইন এবং সেদেশের সরকার কর্তৃক হংকং গমনেচ্ছু ১৮ বছর বয়সী মহিলা কর্মীদের ভিসা প্রাপ্তির সুযোগ ইত্যাদি বিবেচনায় হংকং এ গৃহকর্ম সংক্রান্ত পেশায় গমনেচ্ছু বাংলাদেশি নারী কর্মীদের সর্বনিম্ন বয়সসীমা ১৮ বছর নির্ধারণ করা হ'ল।

৩। জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো এবং তা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

**(মোহাম্মদ শাহীন)**
উপসচিব
ফোন: ৪১০৩০২৫২
ইমেইল: sasemployment2@probashi.gov.bd

**বিতরণ (কার্যার্থে ও জ্ঞাতার্থে) :**

১। অতিরিক্ত সচিব (সকল), প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

২। মান্যবর কনসাল জেনারেল, বাংলাদেশ কন্স্যুলেট জেনারেল, হংকং।

৩। মহাপরিচালক, জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, কাকরাইল, ঢাকা।

৪। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ ওভারসীজ এমপ্লয়মেন্ট এন্ড সার্ভিসেস লিমিটেড (বোয়েসেল), প্রবাসী কল্যাণ ভবন, ঢাকা।

৫। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

৬। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

৭। উপসচিব (কর্মসংস্থান-১/২/৩/৪), প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

৮। কাউন্সেলর (শ্রম), বাংলাদেশ কন্স্যুলেট জেনারেল, হংকং।

৯। যুগ্মসচিব (কর্মসংস্থান অনুবিভাগ) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ঢাকা (যুগ্মসচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।

৯। যুগ্মসচিব (কর্মসংস্থান অনুবিভাগ) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ঢাকা (যুগ্মসচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।

১০। মহাসচিব, বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব ইন্টারন্যাশনাল রিক্রুটিং এজেন্সিজ (বায়রা), ১৩০ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা।

১১। অফিস কপি।

# অধ্যায় ০৭

## প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত নীতিমালা, নির্দেশনা ও আদেশ


| | | |
|---|---|---|
| ৭.১ | আইএমটি/ টিটিসিসমূহে কর্মরত কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের ইংরেজি ভাষার দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য 'ইন-হাউজ' ট্রেনিং চালুকরণ সংক্রান্ত অফিস আদেশ | ৪৩৭ |
| ৭.২ | আইএমটি/ টিটিসিসমূহে স্থানীয় শ্রমবাজারের চাহিদা অনুযায়ী নতুন কোর্স চালুকরণ সংক্রান্ত নির্দেশনা পত্র | ৪৩৮ |
| ৭.৩ | কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে স্বনির্ভর কোর্সসমূহের কোর্স ফি বন্টন সংক্রান্ত নির্দেশনা পত্র | ৪৩৯ |
| ৭.৪ | টিটিসি-সমূহে মোটর ড্রাইভিং উইথ বেসিক মেইন্টেন্যেন্স কোর্সে ভর্তি এবং ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রাপ্তি বিষয়ক নির্দেশনা | ৪৪১ |
| ৭.৫ | বিদেশগামী কর্মীদের ০৩ (তিন) দিনের প্রাক-বহির্গমন প্রশিক্ষণ বিষয়ে অফিস আদেশ | ৪৪৩ |
| ৭.৬ | বিদেশগামী কর্মীদের প্রাক-বহির্গমন ও হাউজকিপিং প্রশিক্ষণ প্রদানের সময় গন্তব্য দেশের নিয়োগকর্তা/ প্রতিষ্ঠানের সাথে কর্মীর চাকুরির চুক্তিপত্র বাধ্যতামূলকভাবে দাখিল বিষয়ক নির্দেশনা | ৪৪৪ |

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো
৮৯/২ কাকরাইল, ঢাকা।

স্মারক নং -৪৯.০১.০০০০.৩৪০.১৮.০২১.১৬.১৯৪ তারিখ : ১৭/০৫/২০১৮

**বিষয় : আইএমটি/টিটিসিসমূহে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ইংরেজি ভাষায় দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ইন-হাউস ট্রেনিং চালুকরণ প্রসঙ্গে।**

উপর্যুক্ত বিষয় আলোকে জানানো যাচ্ছে যে, আইএমটি/টিটিসিসমূহে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ইংরেজি ভাষায় দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে অফিস সময়ের পর সপ্তাহে প্রতিদিন দুই ঘন্টা করে ইন-হাউজ ট্রেনিং চালু করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলো। এ ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য Communicative English এর উপর ক্লাশ পরিচালনাকারী প্রশিক্ষক/শিক্ষককে বর্ণিত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য নির্ধারিত ইংরেজি ভাষার দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ইন-হাউজ ট্রেনিং এ নিয়োজিত করা যেতে পারে।

**(ড. মোঃ নুরুল ইসলাম)**
পরিচালক (প্রশিক্ষণ পরিচালনা)
ফোন -৯৩৩৫৪৬৩
Email- dirtrg.bmet@gmail.com

১। অধ্যক্ষ
বিআইএমটি, নারায়নগঞ্জ/আইএমটি-ফরিদপুর/বাগেরহাট/সিরাজগঞ্জ/মুন্সীগঞ্জ/চাঁদপুর।

২। অধ্যক্ষ
বাংলাদেশ-জার্মান টিটিসি, ঢাকা/বাংলাদেশ-কোরিয়া টিটিসি, ঢাকা/বাংলাদেশ-কোরিয়া টিটিসি, চট্টগ্রাম/ শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মহিলা টিটিসি, ঢাকা/ মহিলা টিটিসি-চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, সিলেট, বরিশাল/ টিটিসি-রাজশাহী/ ফরিদপুর/ কুমিল্লা/ খুলনা/ রাঙ্গামাটি/ ময়মনসিংহ/ বগুড়া/ বরিশাল/ যশোর/ কুষ্টিয়া/ নোয়াখালী/ বান্দরবান/ পাবনা/ দিনাজপুর/ রংপুর/ জামালপুর/ পটুয়াখালী/ সিলেট/ টাঙ্গাইল/ কেরানীগঞ্জ/ ঝিনাইদহ/ লালমনিরহাট/ ঠাকুরগাঁও/ চাঁপাইনবাবগঞ্জ/ নাটোর/ নরসিংদী/ লক্ষ্মীপুর/ খাগড়াছড়ি/ব্রাহ্মণবাড়ীয়া/ শেরপুর/ চুয়াডাঙ্গা/ গোপালগঞ্জ/ নড়াইল/ ঝালকাঠি/ ভোলা/ কুড়িগ্রাম/ নীলফামারী/ রাজবাড়ী/ পঞ্চগড়/ জয়পুরহাট/ পিরোজপুর/ কিশোরগঞ্জ/ মানিকগঞ্জ/ বরগুনা/ মাগুরা/ গাইবান্ধা/ সাতক্ষীরা/ মৌলভীবাজার/ শরীয়তপুর/ নওগাঁ/ নেত্রকোনা/ মেহেরপুর/ মাদারীপুর।

অনুলিপি (সদয় অবগতির জন্য) :

১। মহাপরিচালক মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, বিএমইটি, ঢাকা।
২। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন, প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন) মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, বিএমইটি, ঢাকা।
৩। অফিস কপি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো
৮৯/২ কাকরাইল, ঢাকা।

স্মারক নং -৪৯.০১.০০০০.৩৪০.১৮.০২১.১৬.১৯৩ তারিখ : ১৭/০৫/২০১৮

**বিষয় : আইএমটি/টিটিসিসমূহে স্থানীয় শ্রমবাজারের চাহিদা অনুযায়ী নতুন কোর্স চালুকরণ প্রসঙ্গে।**

উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে জানানো যাচ্ছে যে, আইএমটি/টিটিসিসমূহে Demand Driven কোর্স পরিচালনার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট এলাকার শিল্প-প্রতিষ্ঠান/ নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের চাহিদা নিরূপণ করা প্রয়োজন। উক্ত চাহিদার ভিত্তিতে কোর্স চালু করণের ক্ষেত্রে কোর্স/ ট্রেডের চাহিদা বর্তমান শ্রমবাজারে কর্মসংস্থান সৃষ্টি সহায়ক কিনা; তা বিবেচনা পূর্বক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট এলাকার শিল্পকারখানা/ নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করে বর্ণিত কোর্স বা ট্রেডের চাহিদা যাচাই করা যেতে পারে।

**(ড. মোঃ নুরুল ইসলাম)**
পরিচালক (প্রশিক্ষণ পরিচালনা)
ফোন -৯৩৩৫৪৬৩
Email- dirtrg.bmet@gmail.com

১। অধ্যক্ষ
বিআইএমটি, নারায়নগঞ্জ/আইএমটি-ফরিদপুর/বাগেরহাট/সিরাজগঞ্জ/মুন্সীগঞ্জ/চাঁদপুর।

২। অধ্যক্ষ
বাংলাদেশ-জার্মান টিটিসি, ঢাকা/বাংলাদেশ-কোরিয়া টিটিসি, ঢাকা/বাংলাদেশ-কোরিয়া টিটিসি, চট্টগ্রাম/ শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মহিলা টিটিসি, ঢাকা/ মহিলা টিটিসি-চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, সিলেট, বরিশাল/ টিটিসি-রাজশাহী/ ফরিদপুর/ কুমিল্লা/ খুলনা/ রাঙ্গামাটি/ ময়মনসিংহ/ বগুড়া/ বরিশাল/ যশোর/ কুষ্টিয়া/ নোয়াখালী/ বান্দরবান/ পাবনা/ দিনাজপুর/ রংপুর/ জামালপুর/ পটুয়াখালী/ সিলেট/ টাঙ্গাইল/ কেরানীগঞ্জ/ ঝিনাইদহ/ লালমনিরহাট/ ঠাকুরগাঁও/ চাঁপাইনবাবগঞ্জ/ নাটোর/ নরসিংদী/ লক্ষ্মীপুর/ খাগড়াছড়ি/ব্রাহ্মণবাড়ীয়া/ শেরপুর/ চুয়াডাঙ্গা/ গোপালগঞ্জ/ নড়াইল/ ঝালকাঠি/ ভোলা/ কুড়িগ্রাম/ নীলফামারী/ রাজবাড়ী/ পঞ্চগড়/ জয়পুরহাট/ পিরোজপুর/ কিশোরগঞ্জ/ মানিকগঞ্জ/ বরগুনা/ মাগুরা/ গাইবান্ধা/ সাতক্ষীরা/ মৌলভীবাজার/ শরীয়তপুর/ নওগাঁ/ নেত্রকোনা/ মেহেরপুর/ মাদারীপুর।

অনুলিপি (সদয় অবগতির জন্য) :

১। মহাপরিচালক মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, বিএমইটি, ঢাকা।
২। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন, প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন) মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, বিএমইটি, ঢাকা।
৩। অফিস কপি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো
৮৯/২ কাকরাইল, ঢাকা।

স্মারক নং -৪৯.০১.০০০০.৩৪০.২৫.২৩৬.১৭.১৯২ তারিখ : ৩১/০৭/২০১৭

**বিষয়ঃ স্বনির্ভর কোর্সসমূহের কোর্স ফি বন্টন সংক্রান্ত নির্দেশনা।**

উর্পযুক্ত বিষয়ের আলোকে জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর অধীনস্থ বিভিন্ন আইএমটি/টিটিসিতে স্বনির্ভর কোর্সের "কোর্স ফি" বাবদ অর্থ ব্যয়/বন্টনের ক্ষেত্রে নিম্নেবর্ণিত নির্দেশনা অনুসরণের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলো:

**স্বনির্ভর কোর্সের "কোর্স ফি" অর্থ ব্যয় বিভাজন :**

(১) অনিবার্য ব্যয় সমূহ : (ক) ভর্তি ফি ও মাসিক বেতন (সরকারী খাতে জমা)
(খ) পরিচয় পত্র-৩০/, সনদায়ন-৭০/-
(গ) প্রশিক্ষণ কাঁচামাল ৬০%

(২) স্বনির্ভর কোর্সে নিয়োজিতদের সম্মানী বন্টন (অনিবার্য ব্যয়সমূহ পরিশোধের পর অবশিষ্ট অর্থ) :

| ক্র:নং | পদবী | বন্টনের হার | মন্তব্য |
|---|---|---|---|
| ১. | অধ্যক্ষ | ৮% | |
| ২. | উপাধ্যক্ষ | ৬% | প্রযোজ্য ক্ষেত্রে যে কোন ট্রেডের শিক্ষক হিসেবে ক্লাস নিতে পারবেন। উপাধ্যক্ষের পদ শুন্য থাকলে এ অর্থ অন্য সকলের মধ্যে স্ব-স্ব হারে বন্টন করতে হবে। |
| ৩. | প্রশিক্ষক | ৬৫% | ছাত্র ও শিক্ষকের অনুপাত ১ ঃ ১০ হারে প্রশিক্ষক নিয়োজিত করা বাধ্যতামুলক। |
| ৪. | অফিস ষ্টাফ | ১৫% | প্রশিক্ষণ চলাকালে সংশ্লিষ্ট অফিস স্টাফদেরকে অবশ্যই উপস্থিত থেকে দায়িত্ব পালন করতে হবে। |
| ৫. | কারখানা সহকারী/ ল্যাব এটেনডেন্ট | ৬% | প্রশিক্ষণ চলাকালে আবশ্যিকভাবে উপস্থিত থেকে দায়িত্ব পালন সাপেক্ষে অর্থ প্রাপ্য হবেন। |

**(২ ) স্বনির্ভর কোর্সসমূহের মেয়াদ ও কোর্স ফিঃ**

| ক্র:নং | কোর্সসমূহ | মেয়াদ | কোর্স ফি |
|---|---|---|---|
| ১ | কম্পিউটার অপারেশন | ৬ মাস | ২,০০০/- |
| ২ | গ্রাফিক্স ডিজাইন | ৬ মাস | ২,২০০/- |
| ৩ | আর্কিটেকচারাল ড্রাফটিং উইথ অটোক্যাড | ৬ মাস | ২,৫০০/- |
| ৪ | সিভিল অটোক্যাড | ৬ মাস | ২,৫০০/- |
| ৫ | মেকানিক্যাল অটোক্যাড | ৬ মাস | ২,৫০০/- |
| ৬ | মোবাইল সার্ভিসিং | ১ মাস | ৪,০০০/- |
| ৭ | ইলেকট্রিক্যাল মেশিন মেইনটেন্যান্স | ৬ মাস | ৩,০০০/- |
| ৮ | ইলেকট্রিক্যাল হাউজওয়ারিং | ৬ মাস | ৩,০০০/- |
| ৯ | অটোমেকানিক্স | ৬ মাস | ৩,০০০/- |
| ১০ | অটোমেকানিক্স উইথ ড্রাইভিং | ৬ মাস | ৩,০০০/- |
| ১১ | অটোমেকানিক্স উইথ অটো ইলেকট্রিশিয়ান | ৬ মাস | ৩,০০০/- |
| ১২ | রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ার কন্ডিশনিং | ৬ মাস | ৩,০০০/- |
| ১৩ | পাইপ ফিটার | ৩ মাস | ৩,০০০/- |
| ১৪ | কনজিউমার ইলেকট্রনিক্স | ৩ মাস | ২,৫০০/- |
| ১৫ | ওয়েল্ডিং এন্ড ফেব্রিকেশন | ৬ মাস | ৪,০০০/- |
| ১৬ | ৬-জি ওয়েল্ডিং | ৩ মাস | ১০,০০০/- |
| ১৭ | টিগ এন্ড মিগ ওয়েল্ডিং | ২ মাস | ৮,০০০/- |
| ১৮ | ড্রেস মেকিং | ৬ মাস | ৪,০০০/- |

| ক্র:নং | কোর্সসমূহ | মেয়াদ | কোর্স ফি |
|---|---|---|---|
| ১৯ | সুইং মেশিনারি মেইনটেন্যান্স | ১.৫ মাস | ১,৫০০/- |
| ২০ | প্যাটার্ণ মেকিং | ১.৫ মাস | ১,৫০০/- |
| ২১ | সুইং মেশিন অপারেটর | ২.৫ মাস | ২,০০০/- |
| ২২ | সোয়েটার এন্ড লিংকিং মেশিন অপারেটর | ১.৫ মাস | ১,৫০০/- |
| ২৩ | কোয়ালিটি কন্ট্রোল ম্যানেজমেন্ট | ৬ মাস | ২,০০০/- |
| ২৪ | মিড লেভেল গার্মেন্টস সুপারভাইজার | ৬ মাস | ২,০০০/- |
| ২৫ | শাটারিং | ২ মাস | ২,৫০০/- |
| ২৬ | ম্যাশন | ২ মাস | ৪,০০০/- |
| ২৭ | রড বাইন্ডিং | ২ মাস | ৩,০০০/- |
| ২৮ | টাইলস ফিক্সার | ২ মাস | ৩,৫০০/- |
| ২৯ | টার্ণার | ৬ মাস | ৩,০০০/- |
| ৩০ | মেশিনিষ্ট | ৬ মাস | ৩,০০০/- |
| ৩১ | সিএনসি মেশিন অপারেটর | ৬ মাস | ৪,০০০/- |
| ৩২ | ড্রাইভিং | ২ মাস | ২,০০০/- |
| ৩৩ | কার্পেন্ট্রি | ৬ মাস | ৩,১২৬/- |
| ৩৪ | গার্মেন্টস ম্যানুফেকচারিং | ৬ মাস | ৪,০০০/- |
| ৩৫ | ডাইং প্রিন্টিং এন্ড ব্লক বাটিক | ৬ মাস | ২,২০০/- |
| ৩৬ | ক্যাটারিং | ৬ মাস | ১০,৫০০/- |
| ৩৭ | প্লাষ্টিক টেকনোলজি | ৬ মাস | ২,১০০/- |

| ক্র:নং | কোর্সসমূহ | মেয়াদ | কোর্স ফি |
|---|---|---|---|
| ৩৮ | ফুড প্রসেসিং এন্ড প্রিজারভেশন | ৬ মাস | ২,৫০০/- |
| ৩৯ | গার্মেন্টস ম্যানুফেকচারিং ও এ্যামব্রয়ডারী | ৬ মাস | ২,৫০০/- |
| ৪০ | ফার্ম মেশিনারী | ৬ মাস | ২,০০০/- |
| ৪১ | শিপ ফেব্রিকেশন এন্ড ওয়েল্ডিং | ৬ মাস | ১৮,০০০/- |
| ৪২ | মেরিন ইঞ্জিন এন্ড মেকানিক্যাল ফিটার | ৬ মাস | ৮,০০০/- |

| ক্র:নং | কোর্সসমূহ | মেয়াদ | কোর্স ফি |
|---|---|---|---|
| ৪৩ | মেরিন পাইপ ফিটিং | ৬ মাস | ১২,০০০/- |
| ৪৪ | মেরিন ডিজেল অপারেটর | ৬ মাস | ৮,০০০/- |
| ৪৫ | কোরিয়ান ভাষা শিক্ষা কোর্স | ২ মাস | ১,২০০/- |
| ৪৬ | হাউজ কিপিং | ১ মাস | ৬০০/- |
| ৪৭ | সোলার হোম সিস্টেম | ৬ মাস | ২,৫০০/- |
| ৪৮ | ইংরেজী ভাষা শিক্ষা কোর্স | ২ মাস | ২,০০০/- |

** স্কিলস এন্ড ট্রেনিং এনহ্যান্সমেন্ট প্রজেক্ট (STEP) ও স্কিলস ফর এমপ্লয়মেন্ট ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (STEP) এর আওতায় পরিচালিত কোর্সসমূহের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প দপ্তরের নির্দেশনা প্রতিপালন ও অর্থ ব্যয়ের বিভাজন অনুসরণ করতে হবে।

**(ড. মোঃ নূরুল ইসলাম)**
পরিচালক (প্রশিক্ষণ পরিচালনা)
ফোন : ৯৩৩৫৪৬৩
E-mail: mdnur82@gmail.com

১। অধ্যক্ষ
বিআইএমটি, নারায়নগঞ্জ/আইএমটি-ফরিদপুর/বাগেরহাট/সিরাজগঞ্জ/মুন্সীগঞ্জ/চাঁদপুর।

২। অধ্যক্ষ
বাংলাদেশ-জার্মান টিটিসি, ঢাকা/বাংলাদেশ-কোরিয়া টিটিসি, ঢাকা/বাংলাদেশ-কোরিয়া টিটিসি, চট্টগ্রাম/ শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মহিলা টিটিসি, ঢাকা/ মহিলা টিটিসি-চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, সিলেট, বরিশাল/ টিটিসি-রাজশাহী/ ফরিদপুর/ কুমিল্লা/ খুলনা/ রাঙ্গামাটি/ ময়মনসিংহ/ বগুড়া/ বরিশাল/ যশোর/ কুষ্টিয়া/ নোয়াখালী/ বান্দরবান/ পাবনা/ দিনাজপুর/ রংপুর/ জামালপুর/ পটুয়াখালী/ সিলেট/ টাঙ্গাইল/ কেরানীগঞ্জ/ ঝিনাইদহ/ লালমনিরহাট/ ঠাকুরগাঁও/ চাঁপাইনবাবগঞ্জ/ নাটোর/ নরসিংদী/ লক্ষ্মীপুর/ খাগড়াছড়ি/ব্রাহ্মণবাড়ীয়া/ শেরপুর/ চুয়াডাঙ্গা/ গোপালগঞ্জ/ নড়াইল/ ঝালকাঠি/ ভোলা/ কুড়িগ্রাম/ নীলফামারী/ রাজবাড়ী/ পঞ্চগড়/ জয়পুরহাট/ পিরোজপুর/ কিশোরগঞ্জ/ মানিকগঞ্জ/ বরগুনা/ মাগুরা/ গাইবান্ধা/ সাতক্ষীরা/ মৌলভীবাজার/ শরীয়তপুর/ নওগাঁ/ নেত্রকোনা/ মেহেরপুর/ মাদারীপুর।

অনুলিপি (সদয় অবগতির জন্য):

১। মহাপরিচালক মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, বিএমইটি, ঢাকা।
২। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন, প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন/ কর্মসংস্থান) মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, বিএমইটি, ঢাকা।
৩। অফিস কপি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো
৮৯/২ কাকরাইল, ঢাকা।

## টিটিসি-সমূহে মোটর ড্রাইভিং উইথ বেসিক মেইন্টেন্যেন্স কোর্সে ভর্তি এবং ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রাপ্তি বিষয়ক নির্দেশনা

SEIP অর্থায়নে পরিচালিত "মোটর ড্রাইভিং উইথ বেসিক মেইনটেন্যান্স কোর্স" এর প্রশিক্ষণার্থীদের লার্নার/শিক্ষানবিশ ও পেশাদার হালকা ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রাপ্তির জন্য সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অধ্যক্ষ/ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের করণীয় :

**ভর্তির শর্তসমূহ ঃ**

- আবেদনকারীকে অবশ্যই ড্রাইভিং পেশায় আগ্রহী হতে হবে।
- বয়স ২০ হতে ৩৫ বৎসর পর্যন্ত।
- শিক্ষাগত যোগ্যতা : ন্যূনতম জেএসসি/ ৮ম শ্রেণী পাশ।
- জাতীয় পরিচয় পত্র (NID) অবশ্যই থাকতে হবে।
- মহিলা এবং দরিদ্র সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠী অগ্রাধিকার পাবে।
- সিভিল সার্জন প্রদত্ত স্বাস্থ্যগত যোগ্যতার সার্টিফিকেট থাকতে হবে এবং দৃষ্টিশক্তি ভালো হতে হবে। (কালার ব্লাইন্ডদের আবেদন করার প্রয়োজন নেই।)

**প্রশিক্ষণার্থীর লার্নার বা শিক্ষানবিশ ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রাপ্তির জন্য করণীয় :**

- ভর্তির শুরু থেকে ১০ দিনের মধ্যে ভর্তিকৃত প্রশিক্ষণার্থীদের তথ্য অবশ্যই SEIP এর Trainee Management System (TMS) এর অনলাইনে upload করতে হবে।
- TMS এ upload কৃত প্রশিক্ষণার্থীর "নিম্নেবর্ণিত তথ্যাদি" সংগ্রহপূর্বক সংশ্লিষ্ট জেলার BRTA এর সহকারী পরিচালক (AD) বরাবর প্রশিক্ষণার্থীর লার্নার বা শিক্ষানবিশ ড্রাইভিং লাইসেন্সের আবেদন প্রেরণ করতে হবে।

**আবেদনের সাথে "প্রয়োজনীয় কাগজপত্র/তথ্যাদি"**

(১) BRTA এর নির্ধারিত ফরমে প্রশিক্ষণার্থীর তথ্য পূরণপূর্বক ফর্মের মেডিকেল অংশে রেজিষ্টার্ড ডাক্তার হতে মেডিকেল সার্টিফিকেট গ্রহণ করতে হবে।
(২) BRTA এর নির্ধারিত ব্যাংকে "লার্নার লাইসেন্স ফি" জমাদানের মূল রশিদ (BRTA এর অংশ)।
(৩) প্রশিক্ষণার্থীর সদ্য তোলা ৩ কপি স্ট্যাম্প সাইজ ও ১ কপি পাসপোর্ট সাইজ ছবি।
(৪) প্রশিক্ষণার্থীর NID এর ফটোকপি।
(৫) প্রশিক্ষণার্থীর বর্তমান বা অস্থায়ী ঠিকানা হিসাবে টিটিসি'র ঠিকানা দিলেই চলবে।

**বিশেষ দ্রষ্টব্য:**

- টিটিসি'র সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষক "অধ্যক্ষের ফরোয়ার্ডিংসহ" প্রশিক্ষণার্থীদের লার্নার ড্রাইভিং লাইসেন্সের আবেদনসমূহ সশরীরে BRTA এর সহকারী পরিচালক (AD) এর কাছে জমা দিবেন এবং সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করবেন।
- ৩ থেকে ৭ দিনের মধ্যে লার্নার ড্রাইভিং লাইসেন্স না পেলে BRTA এর সদর দপ্তরের উপ-পরিচালক (DD-Trg) জনাব ওয়াহিদুজ্জামান খন্দকার (মোবাইল-০১৭১১৩১৪৪৪০) এর সাথে প্রয়োজনে বিএমইটি'র সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ) জনাব প্রকাশ কুমার প্রামানিক মোবাইল-০১৭২০১১৯০৯৪) এর সাথে যোগাযোগ করতে হবে।

**প্রশিক্ষণার্থীর পুলিশি তদন্ত প্রতিবেদনের জন্য করণীয় :**

- লার্নার লাইসেন্স প্রাপ্তির সাথে সাথেই "পুলিশি তদন্ত প্রতিবেদন" এর জন্য সংশ্লিষ্ট BRTA তে আবেদন করতে হবে।

**আবেদনের সাথে "প্রয়োজনীয় কাগজপত্র/তথ্যাদি"**

(১) BRTA হতে "পুলিশি তদন্ত প্রতিবেদন" এর জন্য নির্ধারিত ফরম সংগ্রহ করে প্রশিক্ষণার্থীর প্রয়োজনীয় তথ্যাদি পূরণ করতে হবে।
(২) প্রশিক্ষণার্থীর লার্নার লাইসেন্সের ফটোকপি।
(৩) প্রশিক্ষণার্থীর NID এর ফটোকপি।

**বিশেষ দ্রষ্টব্য :**

- প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষক "অধ্যক্ষের ফরোয়ার্ডিংসহ" প্রশিক্ষণার্থীদের "পুলিশি তদন্ত প্রতিবেদন" এর আবেদনসমূহ সশরীরে BRTA এর সহকারী পরিচালক (AD) এর কাছে জমা দিবেন এবং BRTA-তে আবেদনসমূহ রেজিস্ট্রারে এন্ট্রি করত: "পুলিশি তদন্ত প্রতিবেদন" এর আবেদন পত্রের সংশ্লিষ্ট অংশে BRTA এর কর্মকর্তার (AD/vehicle Inspetor) স্বাক্ষর নিয়ে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে আনতে হবে।
- প্রশিক্ষণার্থীকে তার নিজ জেলা (পুলিশ সুপারের কার্যালয়) হতে "পুলিশি তদন্ত প্রতিবেদন" আনার BRTA -এর স্বাক্ষরিত প্রশিক্ষাণার্থীর আবেদনটিতে "অধ্যক্ষের ফরোয়ার্ডিং" ও "BRTA এর চেয়ারম্যান মহোদয়ের পত্র (স্মারক নং ৩৫.০৩.০০০০.০০৩১.১৩.০২৬-১৫৩১ তারিখ ঃ ১৭/০৪/২০১৮ খ্রিঃ) "সংযুক্ত করে দিতে হবে।

**Driving Competency Test Board (DCTB) কর্তৃক চূড়ান্ত পরীক্ষা গ্রহণ ও তৎপরবর্তী বিষয়ে করণীয় :**

- টিটিসি'র অধ্যক্ষগণকে লার্নার লাইসেন্সের মেয়াদ ০২ (দুই) মাস হওয়ার সাথে সাথেই প্রশিক্ষণার্থীদের ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রদানের জন্য DCTB কর্তৃক চূড়ান্ত পরীক্ষার (তারিখ ও স্থান নির্ধারণসহ) প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলার BRTA এর সহকারী পরিচালককে (AD) পত্র দিতে হবে। পরীক্ষার তারিখ ও স্থান নির্ধারণ না হওয়া পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষককে BRTA এর সাথে সশরীরে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে।
- DCTB কর্তৃক চূড়ান্ত পরীক্ষার তারিখ অবশ্যই কোর্স শেষ হওয়ার ০৭ হতে ১০ দিনের মধ্যে হতে হবে।
- DCTB কর্তৃক চূড়ান্ত পরীক্ষা সমাপ্তির পর (৭ হতে ১০ দিনের মধ্যে) অধ্যক্ষগণকে BRTC হতে প্রশিক্ষণর্থীদের পরীক্ষার ফলাফল (DCTB এর রেজুলেশন) সংগ্রহ করে BMET ও SEIP এর দপ্তরে প্রেরণ করতে হবে। একই সাথে উতীর্ণদের তালিকা TMS এ upload করতে হবে।

**DCTB কর্তৃক পরীক্ষার চূড়ান্ত পরীক্ষার সময় ও স্থান নির্বাচনের ব্যাপারে BRTC এর পরিচালক (প্রশিক্ষণ) এর পরামর্শ :**

- সাধারণ সপ্তাহের প্রথম দিন (রবিবার) BRTC এর কার্যালয়ে ভিড় কম থাকায় পরীক্ষার দিন হিসাবে "রবিবারকে" নির্বাচন করা যেতে পারে।
- সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষকের তত্ত্বাবধায়নে টিটিসির সব পরীক্ষার্থীকে (প্রশিক্ষণার্থীকে ) একই ড্রেসে BRTC তে এনে পরীক্ষা নেওয়ার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

**উত্তীর্ণ প্রশিক্ষণার্থীদের পেশাদার হালকা ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রাপ্তির বিষয়ে করণীয় :**

**আবেদনের সাথে "প্রয়োজনীয় কাগজপত্র/তথ্যাদি"**

- BRTC এর নির্ধারিত পেশাদর হালকা ড্রাইভিং লাইসেন্সের জন্য আবেদন ফরম সংগ্রহ করে প্রশিক্ষণার্থীর তথ্যাদি পূরণ করতে হবে।
- রেজিষ্টার্ড ডাক্তার কর্তৃক মেডিকেল সার্টিফিকেট।
- মূল লার্নার লাইসেন্সসহ দুই সেট লার্নার লাইসেন্সের ফটোকপি।
- BRTC এর নির্ধারিত ব্যাংকে "হালকা পেশাদার লাইসেন্স ফি" জমাদনের (BRTC এর অংশ) মূল রশিদ।
- পুলিশি তদন্ত প্রতিবেদন।
- সদ্য তোলা ১ কপি পাসপোর্ট সাইজ ছবি।

**বিশেষ দ্রষ্টব্য:**

- প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষককে "অধ্যক্ষের ফরোয়াডিংসহ" উপরোক্ত কাগজপত্রাদি BRTC তে জমা দিয়ে প্রশিক্ষণার্থীদের ফিঙ্গার প্রিন্ট দেওয়ার এবং ছবি তোলার জন্য তারিখ নিতে হবে।
- ফিঙ্গার প্রিন্ট নেওয়া ও ছবি তোলার পর BRTC হতে লাইসেন্স ডেলিভারির স্লিপ প্রদান করা হবে। উক্ত ডেলিভারি স্লিপ অবশ্যই সংশ্লিষ্ট টিটিসি সংরক্ষণ করবে।
- BRTC হতে মেসেজ প্রাপ্তি সাপেক্ষে টিটিসি হতে "ডেলিভারি স্লিপ" দিয়ে "ড্রাইভিং লাইসেন্স" সংগ্রহ করতে হবে।
- ব্যাচওয়ারী "ড্রাইভিং লাইসেন্স" এর স্ক্যান কপি সংশ্লিষ্ট টিটিসিতে সংরক্ষণ করতে হবে এবং একইসাথে BMET ও SEIP এর কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

**(ড. মো. নুরুল ইসলাম)**
পরিচালক (প্রশিক্ষণ পরিচালনা)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো
৮৯/২ কাকরাইল, ঢাকা।

স্মারক নং -৪৯.০১.০০০০.৩৪০.১৬.০০৭.১৭.১০১ তারিখ : ১১.০৫.১৭ খ্রিঃ

## সংশোধিত অফিস আদেশ

বৈদেশিক কর্মসংস্থানে গমনকারী কর্মীদের সঠিক পন্থায় বিদেশ গমন এবং গন্তব্য দেশ সম্পর্কে সম্যখ ধারণা দেয়ার জন্য প্রাক-বহির্গমন প্রশিক্ষণ প্রদান করার লক্ষ্যে নিম্নলিখিত শর্তাবলী অনুযায়ী ০৩ (তিন) দিনের প্রাক-বহির্গমন প্রশিক্ষণ প্রশিক্ষণ পরিচালনা করার জন্য অনুমোদন প্রদান করা হলো :

**শর্তাবলী :**

১) প্রাক-বহির্গমন প্রশিক্ষণ প্রদানের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে ধারণা দিতে হবে :
ক) গন্তব্য দেশের (১) আবহাওয়া (২) কর্মপরিবেশ (৩) স্বাস্থ্যবিধি (৪) আইন-কানুন/বিধি-বিধান (৫) করণীয় বা বর্জনীয় বিষয়সমূহ :
খ) বৈধপথে রেমিট্যান্স প্রেরণ ও উপার্জিত অর্থের সঠিক বিনিয়োগ সম্পর্কে ধারণা প্রদান।

২) বিদেশগামী কর্মীদের প্রাক-বহির্গমন প্রশিক্ষণ ফি বাবদ ২০০.০০ টাকা গ্রহণপূর্বক নিম্নোক্ত বিভাজন অনুযায়ী ব্যয় করতে হবে :

| ক্র/নং | ব্যয়ের খাত | জনপ্রতি/একক মূল্য |
|---|---|---|
| ১ | টিউশন ফি | ১২.০০ |
| ২ | ট্রেনিং ম্যানুয়াল ছাপানো | ২০.০০ |
| ৩ | নোট বুক ও কলম | ১৫.০০ |
| ৪ | সনদপত্র মুদ্রণ ও লিখন | ১৪.০০ |
| ৫ | প্রশিক্ষকদের সম্মানী (৯ পিরিয়ড) | ২৭.০০ |
| ৬ | রিসোর্স পার্সন/গেস্ট লেকচারারের সম্মানী | ২০.০০ |
| ৭ | প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজমেন্ট ও সহযোগী স্টাফ সাপোর্ট | ১০.০০ |
| ৮ | বিএমইটি'র মনিটরিং ও সার্টিফিকেশন | ৮.০০ |
| ৯ | অন্যান্য ব্যয় | ৪.০০ |
| | **মোট :** | **১৩০.০০** |

৩) নতুন ২২ টি টিটিসি ও ৫টি আইএমটিতে (তালিকা-১) প্রাক-বহির্গমন প্রশিক্ষণ প্রদানের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণার্থীদের নিকট হতে জনপ্রতি গৃহীত ২০০.০০ টাকা থেকে (২০০.০০-১৩০.০০) = ৭০.০০ (সত্তর) টাকা প্রাক-বহির্গমন ও হাউজ কিপিং কোর্স ব্যতীত অন্যান্য দক্ষতা উন্নয়ন কোর্সের প্রশিক্ষক স্বল্পতা পূরণকল্পে স্থানীয়ভাবে খন্ডকালীন প্রশিক্ষক নিয়োগে ব্যয় করতে হবে।

৪) পুরাতন ৩৭ টি টিটিসি ও বিআইএমটিতে (তালিকা-২) প্রাক-বহির্গমন প্রশিক্ষণ প্রদানের ক্ষেত্রে জনপ্রতি গৃহীত ২০০.০০ (দুইশত) টাকা থেকে (২০০.০০-১৩০.০০) = ৭০.০০ (সত্তর) টাকা কোর্স পরিচালনায় ব্যবহৃত কক্ষসমূহ সংস্কারসহ প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি যেমন-মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, এম্প্লিফায়ার, প্রজেক্টর স্ক্রিন, এয়ারকন্ডিশনার ইত্যাদি দ্বারা সজ্জিত করার কাজে ব্যয় করতে হবে।

৫) প্রাক-বহির্গমন প্রশিক্ষণ বাবদ অর্থ ব্যয় ও ব্যয়িত অর্থের হিসাব প্রতিমাসে বিএমইটিতে প্রেরণ করতে হবে।

৬) প্রাক-বহির্গমন প্রশিক্ষণ প্রদানের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা প্রশাসন এবং জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস (ডিইএমও) কে সম্পৃক্ত করতে হবে।

৭) অভিবাসন বিষয়ে অভিজ্ঞ স্থানীয় সরকারি কর্মকর্তা/ অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা/ বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত/ অভিবাসন সংশ্লিষ্ট এনজিও তে কর্মরত ব্যক্তিবর্গকে অতিথি বক্তা হিসেবে আমন্ত্রণ জানাতে হবে।

* এতদ্বারা স্মারক নম্বর-৪৯.০১.০০০০.৩৪০.১৮.০৩০.১৪.৮৪, তারিখ-১৮/০৪/২০১৭ খ্রিঃ মোতাবেক ইতোপূর্বে জারিকৃত অফিস আদেশ বাতিল বলে গণ্য হবে।

সংযুক্তি : তালিকা- ১ ও ২।

(মোঃ সেলিম রেজা)
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
ফোন : ৯৩৪৯৯২৫
Email-dg@bmet.gov.bd

অধ্যক্ষ
ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি............................................।
কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র .........................................।

অনুলিপি :
১। পরিচালক (প্রশিক্ষণ মান ও পরিকল্পনা/ প্রশিক্ষণ পরিচালনা/ প্রশাসন ও অর্থ/ বহির্গমন ও প্রটোকল/ কর্মসংস্থান), বিএমইটি, ঢাকা।
২। সভাপতি, বায়রা, নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা।
৩। অফিস কপি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো
৮৯/২ কাকরাইল, ঢাকা-১০০০।
প্রশিক্ষণ পরিচালনা শাখা

স্মারক নং -৪৯.০১.০০০০.৩৪০.১৮.০০৬.১৮.২১৭ তারিখ : ২৮/০৭/২০১৯ ইং

**বিষয় : বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীদের নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের সহিত চাকুরির চুক্তিপত্র নিশ্চিতকরণ (Contract Agreement) সংক্রান্ত।**

উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে জানানো যাচ্ছে যে, বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীগণ বিদেশ গমনের পূর্বে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের সহিত চাকুরির চুক্তিপত্রের বিষয়ে অনেকে অবগত থাকেন না। এতে বিদেশে অবস্থানকালীন সময়ে তারা বিভিন্ন ধরণের সমস্যার সম্মুখীন হয়। আইএমটি/টিটিসিতে প্রি-ডিপার্চার ও হাউজ কিপিং কোর্স পরিচালনার সময় নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের সাথে চাকুরির চুক্তিপত্র তাদের নিকট আছে কিনা সে বিষয়ে নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

এমতাবস্থায়, প্রি-ডিপার্চার ও হাউজ কিপিং কোর্সে অংশগ্রহণকারী বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীদের নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের সহিত কর্মীর চাকুরির চুক্তিপত্র (Contract Agreement) তাদের নিকট আছে কিনা তা বাধ্যতামূলকভাবে নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

**(ড. মোঃ নুরুল ইসলাম)**
পরিচালক (প্রশিক্ষণ পরিচালনা)
ফোন -৯৩৩৫৪৬৩
Email- dirtrg.bmet@gmail.com

অধ্যক্ষ
সকল আইএমটি/টিটিসি

স্মারক নম্বর-৪৯.০১.০০০০.৩৪০.১৮.০০৬.১৮. তারিখ :

অনুলিপি (সদয় অবগতির জন্য)

১। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন, প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন/ কর্মসংস্থান), বিএমইটি, ঢাকা।

২। পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ/ কর্মসংস্থান/বহির্গমন ও প্রটোকল), বিএমইটি, ঢাকা।

৩। মহাপরিচালক মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, বিএমইটি, ঢাকা।

৪। অফিস কপি।

(এস এম মাহমুদুল হাসান)
সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ)

## অধ্যায় ০৮

# পাসপোর্ট ও ভিসা সংক্রান্ত আইন, বিধি ও আদেশ


| | | |
|---|---|---|
| ৮.১ | ই-পাসপোর্টের মেয়াদ, আবেদন ফরম ও ফি নির্ধারণী পরিপত্র | ৪৪৭ |
| ৮.২ | রি-ইস্যু/তথ্য পরিবর্তন/ সংশোধন আবেদন ফরম | ৪৫২ |
| ৮.৩ | অফিসিয়াল পাসপোর্ট (Official Passport) ইস্যু সংক্রান্ত পরিপত্র | ৪৫৪ |
| ৮.৪ | কূটনৈতিক পাসপোর্ট লাভের যোগ্য ব্যক্তিগণের তালিকা | ৪৫৬ |
| ৮.৫ | দ্বৈত নাগরিকত্বের আবেদনপত্র ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র | ৪৫৮ |
| ৮.৬ | ভিসা নীতিমালা (সংশোধিত) | ৪৬০ |
| ৮.৭ | ভিসা নীতিমালা সংশোধিত প্রসঙ্গে পরিপত্র ১ ও ২ | ৪৭৪ |
| ৮.৮ | পাসপোর্টে “No Visa Required for Travel to Bangladesh” সীল প্রদান | ৪৭৯ |
| ৮.৯ | পরিপত্র: বৈবাহিক অবস্থা সম্পর্কিত সদনপত্র প্রদান | ৪৮১ |
| ৮.১০ | পরিপত্র: স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন নন-ট্যাক্স আইটেমসমূহের রেট | ৪৮২ |

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
বহিরাগমন শাখা-১
www.ssd.gov.bd

নং - ৫৮.০০.০০০০.০৪০.০১.০০১.১১-৬১০

তারিখ : ১৭ শ্রাবণ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ।
০১ আগস্ট ২০১৯ খ্রিঃ।

## পরিপত্র

বিষয় : ই-পাসপোর্টের মেয়াদ, আবেদন ফরম এবং ফি নির্ধারণ প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে ই-পাসপোর্ট আবেদন ফরম ও ফরম পুরণের নির্দেশাবলী, ১০ বৎসর মেয়াদী পাসপোর্ট ইস্যু এবং ই-পাসপোর্টের ফি নিম্নরূপে নির্ধারণ করা হলো :

১। বিদ্যমান ৫ বৎসর মেয়াদী পাসপোর্টের পাশাপাশি আবেদনের প্রেক্ষিতে ১০ বৎসর মেয়াদী ই-পাসপোর্ট ইস্যু করা যাইবে।

২। ই-পাসপোর্ট আবেদন ফরম ও ফরম পুরণের নির্দেশনাবলী নিম্নরূপ :

আবেদনকারীর
৫৫ x ৪৫ মিঃ মিঃ
আকারের ছবি
মুদ্রণ হবে

ই-পাসপোর্ট আবেদন ফরম:
e-Passport Application Form:

**গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার**
**ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর**
**www.dip.gov.bd**

১. অনুগ্রহপূর্বক জাতীয় পরিচয়/ জন্ম নিবন্ধনের তথ্য অনুযায়ী ফরম পূরণ করুন। ভুল তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। (Please fill up the Form as per National ID/ Birth Registration Certificate. Legal action will be taken for false information).

❖ **Passport Type**
- ❒ Ordinary
- ❒ Official ▽
- ❒ Diplomatic ▽

❖ **Number of Pages**
- ❒ 48 Pages
- ❒ 64 Pages

❖ **Duration of Passport**
- ❒ 5 Years
- ❒ 10 Years

❖ **Delivery Type**
- ❒ Regular
- ❒ Express
- ❒ Super Express

২. আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস/ বাংলাদেশ মিশনের নাম (Regional Passport Office/ Bangladesh Mission): ▽

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ❖ Full Name: | | | | | | | | | | |
| ❖ Name: (As per NID/BRC) | Surname: (Last name) | | | | | | | | | |
| | Given Name: | | | | | | | | | |
| ❖ Date of Birth: | D | D | M | M | Y | Y | Y | Y | ❖ Country: ▽ | ❖ Place of Birth: ▽ |
| ❖ Gender: ▽ | ❖ Religion: ▽ | | ❖ Marital Status: ▽ | | | | ❖ Email ID: | | | |
| ◙ NID/BRC No: | | | | | | | | | | |
| ❖ Profession: ▽ | | | Contact No: | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ❒ Previous Passport No: | ❖ Date of Expiry : | D | D | M | M | Y | Y | Y | Y | ❖ Reason of Reissue: | ▽ |

### ৩. ব্যক্তিগত তথ্য (Personal Information):

| | | | |
|---|---|---|---|
| ❖ Father's Name: | | ❖ Profession: | ▽ |
| ◘ NID No: | | | |
| ❖ Mother's Name: | | ❖ Profession: | ▽ |
| ◘ NID No: | | | |
| ❖ Guardian's Name: | (If applicable) | ❖ Profession: | ▽ |
| ◘ NID No: | | | |
| ❖ Spouse's Name: | | ❖ Profession: | ▽ |
| ◘ NID No: | | | |

### ৪. নাগরিকত্ব (Citizenship):

| | | |
|---|---|---|
| ❖ Type of Citizen ▽ | ❖ Name of the Country in case of dual citizenship: ▽ | ❖ Passport No : |

### ৫. আবেদনকারীর ঠিকানা (স্থায়ী ও বর্তমান) Applicant's Address (Permanent and Present)

| Permanent Address | | | ◘ Present Address | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ◘Locality/House: | ◘Village/Road | ◘ Block/Sector: | ◘Locality/House: | ◘Village/Road | ◘ Block/Sector: |
| ◘Post Office/Post Code: ▽ | ❖ Country: ▽ | | ◘Post Office/Post Code: ▽ | ❖ Country: ▽ | |
| ❖ Police Station: ▽ | ◘City/District: ▽ | | ❖ Police Station: ▽ | ◘City/District: ▽ | |

### ৬. জরুরি প্রয়োজনে যোগাযোগ (Emergency contact):

| | |
|---|---|
| ❖ Name: | ❖ Relation: |
| ❖ Address: | |
| ❖ Email ID: | ❖ Contact No: |

### ৭. অফিসিয়াল এবং কূটনৈতিক পাসপোর্টের জন্য (For Official and Diplomatic Passport):

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ❖ Memo No (GO/NOC/Others): | | ❖ Date: | D | D | M | M | Y | Y | Y | Y |
| Issuing authority: | | | | | | | | | | |
| Address: | | ❖ Contact No: | | | | | | | | |

### ৮. সরকারি কর্মচারী, স্বামী/স্ত্রী ও নির্ভরশীল (সন্তান-সন্ততি) এবং অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী ও তার স্বামী/স্ত্রীর জন্য (For Government Official, Spouse and Dependent Children/Retired Government Official and Spouse):

| Issuing authority: | | ❖ Date: | D | D | M | M | Y | Y | Y | Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Address: | | ❖ Contact No : | | | | | | | | |

**৯. পাসপোর্টের ফি সংক্রান্ত তথ্য (Passport Fees Information)**

| | | |
|---|---|---|
| ◙ Payment Option : | ❖ Reference No: | ❖ Amount: ◙ BDT/USD: |

**১০. পুলিশ প্রতিবেদন সংক্রান্ত তথ্য (প্রযোজ্য হলে) Police Clearance Information (If Applicable):** Done/Not Done

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◙ Reference No: | Date : | D | D | M | M | Y | Y | Y | Y |

**১১. সংযুক্তি (Attachments):**

**১২. অঙ্গিকারনামা (Declaration):**

আমি শপথ করে বলছি যে, আবেদন পত্রে প্রদত্ত সকল তথ্য সত্য। আমি পাসপোর্ট আইন ও বিধিবিধান সম্পর্কে অবগত আছি। কোন অসত্য তথ্য প্রদান অথবা কোন তথ্য গোপন করলে উক্ত আইন/বিধানাবলি আমার উপর আরোপযোগ্য হবে।

তারিখ: ____________________

____________________________________
আবেদনকারী/অভিভাবকের (আবেদনকারী অপ্রাপ্ত বয়স্ক হলে) স্বাক্ষর

**ই-পাসপোর্ট ফর্ম পূরণের নির্দেশাবলি :**

১। ই-পাসপোর্টের আবেদনপত্র অনলাইন এ পূরণ করা যাবে অথবা PDF ফরমেট এ ডাউনলোড করে, যে কোন কম্পিউটার এ ফরমটি পূরণ করা যাবে।

২। ই-পাসপোর্টের আবেদনের ক্ষেত্রে কোন কাগজপত্র সত্যায়ন করার প্রয়োজন হবে না।

৩। ই-পাসপোর্ট ফরম এ কোন ছবি সংযোজন করা এবং তা সত্যায়ন প্রয়োজন হবে না।

৪। আবেদনপত্র পূরণের ক্ষেত্রে সংযুক্ত দলিলাদি {জাতীয় পরিচয় পত্র (NID)/জন্মনিবন্ধন সনদ (BRC)} অনুযায়ী আবেদনপত্র পূরণ করতে হবে।

৫। অপ্রাপ্ত বয়স্ক (১৮ বছরের কম) আবেদনকারী যার জাতীয় পরিচয় পত্র (NID) নাই, তাঁর পিতা এবং মাতার জাতীয় পরিচয় পত্র (NID) নম্বর অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে।

৬। জাতীয় পরিচয় পত্র (NID) অথবা জন্মনিবন্ধন সনদ (BRC) নিম্নোক্ত বয়স অনুসারে দাখিল করতে হবে:
(ক) ১৮ বছরের নীচে হলে জন্মনিবন্ধন সনদ (BRC)
(খ) ১৮ বছর হলে জাতীয় পরিচয় পত্র (NID) অথবা জন্মনিবন্ধন সনদ (BRC)
(গ) ১৮ বছরের উর্দ্ধে হলে জাতীয় পরিচয় পত্র (NID) আবশ্যক

৭। ১৮ বছরের নীচে সকল আবেদনকারীর ই-পাসপোর্ট এর মেয়াদ হবে ০৫ বছর।

৮। প্রাসঙ্গিক টেকনিক্যাল সনদসমূহ (যেমন: ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ড্রাইভার ইত্যাদি) আপলোড করতে হবে।

৯। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক জিও (GO)/এনওসি (NOC)/প্রত্যয়নপত্র/ PRL Order/ পেনশন বই আপলোড করতে হবে, যা Issuing Authority'র নিজ নিজ Website এ আপলোড থাকতে হবে।

১০। নিম্নলিখিত শ্রেণীর আবেদন করতে সম্ভাব্য প্রযোজ্যক্ষেত্রে সাধারণ ফি জমা দিয়ে অতিজরুরী সুবিধা প্রযোজ্য হবে এবং এক্ষেত্রে পুলিশ ভেরিফিকেশন প্রয়োজন হবে না:
(ক) সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও রাষ্ট্রয়াত্ব কর্পোরেশনের স্থায়ী কর্মচারী
(খ) অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী ও তাঁদের নির্ভরশীল স্ত্রী/স্বামী
(গ) সরকারি চাকুরীজীবিদের ১৫ (পনের) বৎসরের কম বয়সের সন্তান

১১। পাসপোর্ট বিধিমালা ১৯৭৪ এর Schedule IV এ বর্ণিত হারে Fee প্রদান করতে হবে। দেশের অভ্যন্তরে আবেদনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ফি এর উপর নির্ধারিত হারে VAT সহ অন্যান্য চার্জ (যদি থাকে) অতিরিক্ত হিসেবে প্রদেয় হবে। বিদেশে আবেদনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দেশের বাংলাদেশ মিশন কর্তৃক Schedule IV এ বর্ণিত হারের আলোকে সারচার্জসহ (যদি থাকে) নির্ধারিত ফি প্রদেয় হবে।

১২। কূটনৈতিক পাসপোর্ট লাভের যোগ্য আবেদনকারীগণকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের Consular and Welfare Wing অথবা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে DIP এর প্রধান কার্যালয় বরাবর আবেদনপত্র Submit করতে হবে।

১৩। বৈদেশিক মিশন হতে নতুন পাসপোর্টের আবেদন করা হলে স্থায়ী ঠিকানায় বাংলাদেশের যোগাযোগের ঠিকানা থাকতে হবে।

১৪। অতি জরুরী পাসপোর্টের আবেদনের ক্ষেত্রে নিজ উদ্যোগে পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সনদ সংগ্রহ পূর্বক আবশ্যিকভাবে আবেদনের সাথে দাখিল করতে হবে।

১৫। (ক) দেশের অভ্যন্তরে অতি জরুরী পাসপোর্ট প্রাপ্তির লক্ষ্যে আবেদনের সাথে পুলিশ ক্লিয়ারেন্স দাখিল করা হলে অন্যান্য সকল তথ্য সঠিক থাকা সাপেক্ষে সর্বোচ্চ ৭২ ঘন্টার মধ্যে পাসপোর্ট প্রদান করা হবে।
(খ) দেশের অভ্যন্তরে জরুরী পাসপোর্ট প্রাপ্তির লক্ষ্যে আবেদনের সাথে পুলিশ ক্লিয়ারেন্স দাখিল করা হলে অন্যান্য সকল তথ্য সঠিক থাকা সাপেক্ষে সর্বোচ্চ ৭ কর্মদিবসের মধ্যে পাসপোর্ট প্রদান করা হবে।
(গ) দেশের অভ্যন্তরে রেগুলার পাসপোর্ট প্রাপ্তির লক্ষ্যে আবেদনের সাথে পুলিশ ক্লিয়ারেন্স দাখিল করা হলে অন্যান্য সকল তথ্য সঠিক থাকা সাপেক্ষে সর্বোচ্চ ২১ কর্মদিবসের মধ্যে পাসপোর্ট প্রদান করা হবে।

১৬। ক) দেশের অভ্যন্তরে অতি জরুরী পাসপোর্ট Reissue এর ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৪৮ ঘন্টার মধ্যে পাসপোর্ট প্রদান করা হবে।
খ) দেশের অভ্যন্তরে জরুরী পাসপোর্ট Reissue এর ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৭২ ঘণ্টার মধ্যে পাসপোর্ট প্রদান করা হবে।
গ) দেশের অভ্যন্তরে রেগুলার পাসপোর্ট Reissue এর ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৭ কর্মদিবসের মধ্যে পাসপোর্ট প্রদান করা হবে।

১৭। নির্ধারিত মেয়াদ অতিক্রান্তে পাসপোর্ট Reissue এর ক্ষেত্রে কোন অতিরিক্ত তথ্য সংযোজন বা ছবি পরিবর্তনের প্রয়োজন না হলে ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিতির প্রয়োজন নেই। Reissue এর ক্ষেত্রে যদি সংশোধনের প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে সংশ্লিষ্ট পাসপোর্ট ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষের নিকট হাজির হওয়ার প্রয়োজন হতে পারে।

১৮। কোন ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করলে তাঁর পাসপোর্ট বাতিলের জন্য নিকটস্থ পাসপোর্ট অফিস অথবা বাংলাদেশ মিশনে জমা প্রদান করতে হবে। বাতিলকৃত পাসপোর্ট আবেদনের ভিত্তিতে মৃত ব্যক্তির বৈধ উত্তরাধিকারিদের নিকট ফেরত প্রদান করা যাবে।

৩। ই-পাসপোর্ট এর জন্য নিম্নবর্ণিত হারে ফি নির্ধারণ করা হলো:

ক) বাংলাদেশে আবেদনকারীদের জন্য ই-পাসপোর্ট ফি:

| পৃষ্ঠা সংখ্যা | মেয়াদ | বিতরণের ধরন | | |
|---|---|---|---|---|
| | | সাধারণ | জরুরি | অতীব জরুরি |
| ৪৮ পৃষ্ঠা | ০৫ বছর | ৩৫০০ টাকা | ৫৫০০ টাকা | ৭৫০০ টাকা |
| | ১০ বছর | ৫০০০ টাকা | ৭০০০ টাকা | ৯০০০ টাকা |
| ৬৪ পৃষ্ঠা | ০৫ বছর | ৫৫০০ টাকা | ৭৫০০ টাকা | ১০৫০০ টাকা |
| | ১০ বছর | ৭০০০ টাকা | ৯০০০ টাকা | ১২০০০ টাকা |

খ) বিদেশে বাংলাদেশ দূতাবাসে সাধারণ আবেদনকারীদের জন্য ই-পাসপোর্ট ফি:

| পৃষ্ঠা সংখ্যা | মেয়াদ | বিতরণের ধরন | |
|---|---|---|---|
| | | সাধারণ | জরুরি |
| ৪৮ পৃষ্ঠা | ০৫ বছর | ১০০ ইউএসডি | ১৫০ ইউএসডি |
| | ১০ বছর | ১২৫ ইউএসডি | ১৭৫ ইউএসডি |
| ৬৪ পৃষ্ঠা | ০৫ বছর | ১৫০ ইউএসডি | ২০০ ইউএসডি |
| | ১০ বছর | ১৭৫ ইউএসডি | ২২৫ ইউএসডি |

গ) বিদেশে বাংলাদেশ দূতাবাসে শ্রমিক ও শিক্ষার্থীদের জন্য ই-পাসপোর্ট ফি:

| পৃষ্ঠা সংখ্যা | মেয়াদ | বিতরণের ধরন | |
|---|---|---|---|
| | | সাধারণ | জরুরি |
| ৪৮ পৃষ্ঠা | ০৫ বছর | ৩০ ইউএসডি | ৪৫ ইউএসডি |
| | ১০ বছর | ৫০ ইউএসডি | ৭৫ ইউএসডি |
| ৬৪ পৃষ্ঠা | ০৫ বছর | ১৫০ ইউএসডি | ২০০ ইউএসডি |
| | ১০ বছর | ১৭৫ ইউএসডি | ২২৫ ইউএসডি |

৪। জনস্বার্থে এ আদেশ জারী করা হলো।

(মোঃ মুনিম হাসান)
যুগ্ম সচিব
ফোন: ৯৫৭৪৫২০
immi1@ssd.gov.bd

বিতরণ (জেষ্ঠ্যতার ক্রমানুসারে নয়):

১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
৩। সিনিয়র সচিব............................................... মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪। পররাষ্ট্র সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
৫। মহাপুলিশ পরিদর্শক, পুলিশ অধিদপ্তর, ঢাকা।
৬। সচিব...................................................মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৭। মহাপরিচালক, বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর/এনএসআই/ডিজিএফআই
৮। অতিরিক্ত মহাপুলিশ পরিদর্শক, এসবি, মালিবাগ, ঢাকা।
৯। প্রকল্প পরিচালক (এমআরপি ও এমআরভি)/ই-পাসপোর্ট ও স্বয়ংক্রিয় বর্ডার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প, বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।

অনুলিপি:

১। অতিরিক্ত সচিব (নিরাপত্তা ও বহিরাগমন), সুরক্ষ সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
২। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), জননিরাপত্তা বিভাগ/সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ সকল সংস্থা/দপ্তরসমূহকে অবহিতকরণের অনুরোধসহ)।
৩। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ/সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৫। প্রোগ্রামার, আইসিটি সেল, জননিরাপত্তা বিভাগ/সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (পরিপত্রটি ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর

# রি-ইস্যু/তথ্য পরিবর্তন/সংশোধন আবেদন ফরম
## Re-Issue/InformationAlteration/Correction Application Form

এ ফরমটি মেয়াদ উত্তীর্ণ, পাসপোর্ট প্রদর্শিত তথ্য/পরিবর্তন/মুদ্রণজনিত ভুল সংশোধন সংক্রান্তে ব্যবহৃত হবে।
This form will be used only to change shown information/rectify printing errors of the valid passport.

**নির্দেশনাঃ ফরমটি ইংরেজিতে (CAPITAL LETTERS) পূরণ করুন এবং অনুগ্রহপূর্বক আপনার আবেদনের সমর্থনে উপযুক্ত প্রমাণাদি সংযুক্ত করুন।**
**Instruction :** Please fill up the form, in ENGLISH (CAPITAL LETTERS) and attach relevant papers in favour of your application.

আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস/ মিশনের নাম Name of Regional Passport Office/Mission

পাসপোর্ট বিতরণের প্রকৃতি
Type of delivery
☐ সাধারণ Regular ☐ জরুরী Express

| | |
|---|---|
| আবেদনকারীর নাম (বাংলায়) Name of Applicant (In Bangla) | |
| আবেদনকারীর নাম (ইংরেজী) Name of Applicant (In English) | |

গৃহীত পাসপোর্টের তথ্য
Received Passport's Details

পাসপোর্ট নম্বর Passport No.

ইস্যুর স্থান ও তারিখ
Place & Date of Issue

মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ Date of Expiry

ফি প্রদান সংক্রান্ত তথ্য
Payment of Fees

- ফি'র পরিমাণ (৳/USD) Amount of Fee (৳/USD)
- ব্যাংক/ মিশনের নাম) Bank/Mission
- শাখা Branch
- রশিদ নং Receipt No.
- তারিখ Date

**চাহিত সংশোধন Required Correction**

| পাসপোর্টে বর্তমানে প্রদর্শিত তথ্য<br>Information presently shown in the passport | পরিবর্তিত/সংশোধিত তথ্য<br>Changed/Corrected information |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

তারিখ
Date

আবেদনকারীর/অভিভাবকের (আবেদনকারী অপ্রাপ্তবয়স্ক হলে) স্বাক্ষর
Applicant's/Guardian's (if applicant is a minor) Signature

**সংযুক্তিসমূহ Enclosures**

| | |
|---|---|
| ১. | ৬. |
| ২. | ৭. |
| ৩. | ৮. |
| ৪. | ৯. |
| ৫. | ১০. |

**অফিসের ব্যবহারের জন্য For official Use**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ১. তথ্য সংগ্রহকারী (অপারেটর) এর নাম | | আইডি | | স্বাক্ষর | |
| ২. আবেদন গ্রহণকারী অফিসারের নাম | | আইডি | | স্বাক্ষর | |
| ৩. পাসপোর্ট/অনুমোদনকারী কর্মকর্তার নাম | | আইডি | | স্বাক্ষর | |
| ৪. ইস্যুকৃত পাসপোর্ট নম্বর | | তারিখ | | | |
| ৫. পাসপোর্ট ইস্যুকারী অফিসারের নাম | | আইডি | | স্বাক্ষর | |
| ৬. আবেদনকারীর পাসপোর্ট গ্রহণের তারিখ | | | | স্বাক্ষর | |

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
বহিরাগমন শাখা-১
website: www.ssd.gov.bd

স্মারক নং-৫৮.০০.০০০০.০৪০.০৫.০০১.১৭-১০৬২ তারিখ ঃ ২৩ মে, ২০১৭ খ্রিঃ

# পরিপত্র

**বিষয় ঃ অফিসিয়াল পাসপোর্ট ইস্যু প্রসঙ্গে।**

অফিসিয়াল পাসপোর্ট ইস্যু সংক্রান্ত এ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-৪৪.০০.০০০০.০৩৮.০১.০০১.১১.৭৬৬ তারিখ ২৪ মার্চ, ২০১৬ খ্রিঃ এর মাধ্যমে জারীকৃত পরিপত্রটির ‘ক’ অনুচ্ছেদ নিম্নরূপভাবে সংশোধন করা হলো ঃ

(i) সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/পরিদপ্তর/অধঃস্তন অফিসে কর্মরত সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারী যারা সরকারি আদেশ (GO) এর ভিত্তিতে সরকারি কাজে বিদেশ ভ্রমণ করবেন;

(ii) স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা/রাষ্ট্রায়ত্ত কর্পোরেশনে কর্মরত জাতীয় বেতন স্কেলের উর্ধ্বতন স্তর থেকে নিম্নতম ৯ম গ্রেড পর্যন্ত বেতনভুক্ত কর্মকর্তা যারা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক ইস্যুকৃত সরকারি আদেশ (GO) এর ভিত্তিতে সরকারি কাজে বিদেশ গমন করবেন;

(iii) বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্ণর থেকে নিম্নতম ৯ম গ্রেড পর্যন্ত বেতনভুক্ত কর্মকর্তা যারা সরকারি আদেশ (GO) এর ভিত্তিতে সরকারি কাজে বিদেশ গমন করবেন;

(iv) জাতীয় সংসদের মাননীয় স্পীকার, সুপ্রিম কোর্টের মাননীয় প্রধান বিচারপতি, মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার, দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যান, মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান এর অনুমোদনক্রমে ইস্যুকৃত সরকারি আদেশ (GO) এর ভিত্তিতে যে সব কর্মকর্তা/কর্মচারী সরকারি কাজে বিদেশ গমন করবেন;

(v) বিশেষ আইন, অধ্যাদেশ/আদেশে প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন কমিশন/অথরিটি-তে কর্মরত জাতীয় বেতন স্কেলের উর্ধ্বতন স্তর থেকে নিম্নতম ৯ম গ্রেড পর্যন্ত বেতনভুক্ত কর্মকর্তা যারা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক ইস্যুকৃত সরকারি আদেশ (GO) এর ভিত্তিতে সরকারি কাজে বিদেশ গমন করবেন, তাদের ফি-তে (i-v পর্যন্ত) এবং

(vi) উপরোক্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের সরকারি আদেশ (GO) এর ভিত্তিতে চিকিৎসা, পবিত্র হজ্জ পালন, তীর্থস্থান ভ্রমণের ক্ষেত্রে পি গ্রহণ সাপেক্ষে অফিসিয়াল পাসপোর্ট ইস্যু করা হবে;

(vii) অন্যান্যদের সরকারি কাজে বিদেশ গমণের ক্ষেত্রে সরকারি আদেশ (GO) এর ভিত্তিতে বিনা ফি-তে এবং সকলের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত কাজে বিদেশ ভ্রমণের ক্ষেত্রে ইস্যুকৃত সরকারি আদেশ বা কর্তৃপক্ষের অনাপত্তি সনদের (NOC) এর ভিত্তিতে ফি গ্রহণ সাপেক্ষে সাধারণ পাসপোর্ট ইস্যু করা হবে।

২। জনস্বার্থে এ পরিপত্র জারী করা হ’ল এবং উপরিউক্ত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হ’ল।

(মুহাম্মদ আবদুর রউফ মিয়া)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন : ৯৫৭৪৫২০
E-mail : sasimmigl@mha.gov.bd

স্মারক নং-৫৮.০০.০০০০.০৪০.০৫.০০১.১৭-১০৬২ তারিখ ঃ ২৩ মে, ২০১৭

**বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়) ঃ**

০১। মন্ত্রি পরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০২। মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
০৩। গভর্ণর, বাংলাদেশ ব্যাংক, মতিঝিল, ঢাকা।
০৪। সিনিয়র সচিব/সচিব ...................................................................... মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৫। চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
০৬। মহাপরিচালক, ডিজিএফআই, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা।
০৭। মহাপরিচালক, এনএসআই, সেগুনবাগিচা , ঢাক।
০৮। মহাপরিচালক, বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।
০৯। অতিরিক্ত মহাপুলিশ পরিদর্শক, এসবি, মালিবাগ, ঢাকা।
১০। প্রকল্প পরিচালক, এমআরপি এন্ড এমআরভি, বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর, ঢাকা।

**অনুলিপি (অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো)ঃ**

০১। অতিরিক্ত সচিব (নিরাপত্তা ও বহিরাগমন), সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০২। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), জননিরাপত্তা/সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ সকল সংস্থা/দপ্তরসমূহকে অবহিতকরণের অনুরোধসহ)।
০৩। যুগ্ম সচিব (বহিরাগমন), সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৪। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৫। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, জননিরাপত্তা/সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৬। উপ সচিব, প্রশাসন-২,সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রলালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। (পরিপত্রটি সুরক্ষাসেবা বিভাগ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য)

(মুহাম্মদ আবদুর রউফ মিয়া)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন : ৯৫৭৪৫২০
E-mail : sasimmigl@mha.gov.bd

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
বহিরাগমন শাখা-১

নং -৪৪.০০.০০০০.০৩৮.০১.০০১.১১/৭৭ তারিখ-১৩ জানুয়ারী, ২০১৩ খ্রিঃ

## অফিস স্মারক

**বিষয় ঃ কূটনৈতিক পাসপোর্ট লাভের যোগ্য ব্যক্তিগণের তালিকা প্রসঙ্গে।**

সূত্র ঃ (ক) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রলালয়ের ২৫/৪/১৯৯০ তারিখের নং-স্বঃমঃ (বহি-১)/২/৮৯/১৭৯ নং স্মারক।
(খ) কুট-১/৯৭ (বহি-১)/২০১৬, তারিখ-১৬-৩-৯৯ ইং

সরকার এখন থেকে নিম্নোক্ত শ্রেণীর ব্যক্তিগণকে কূটনৈতিক পাসপোর্ট দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে ঃ

(I) (১) মহামান্য রাষ্ট্রপতি

(২) মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

(৩) জাতীয় সংসদের মাননীয় স্পীকার

(৪) মাননীয় প্রধান বিচারপতি
মাননীয় প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি (যদি তিনি পেনশনভোগী হন এবং অবসর জীবন যাপন করেন)

(৫) মন্ত্রিবর্গ/চীফ হুইপ/জাতীয় সংসদের ডেপুটি স্পীকার/ জাতীয় সংসদের বিরোধী দলীয় নেতা

(৬) মন্ত্রীসভার সদস্য নহেন কিন্তু মন্ত্রীর পদমর্যাদায় সরকারী দায়িত্বে নিযুক্ত ব্যক্তিবর্গ/ মেয়র, ঢাকা সিটি কর্পোরেশন

(৭) প্রধান নির্বাচন কমিশনার/জাতীয় সংসদের বিরোধী দলীয় উপ-নেতা/সুপ্রীমকোর্টের বিচারপতিগণ (আপিল বিভাগ)/ প্রতিমন্ত্রিবর্গ

(৮) নির্বাচন কমিশনার/সুপ্রীমকোর্টের বিচারপতি (হাইকোর্ট)/প্রতিমন্ত্রীর পদমর্যাদায় সরকারি দায়িত্বে নিযুক্ত ব্যক্তিবর্গ/মেয়র, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা ও বরিশাল সিটি কর্পোরেশন

(৯) উপমন্ত্রিবর্গ

(১০) মন্ত্রিপরিষদ সচিব/তিন প্রতিরক্ষা বাহিনীর প্রধান/প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব

(১১) জাতীয় সংসদের সদস্যবৃন্দ

(১২) অ্যাটর্নি জেনারেল/মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক

(১৩) চেয়ারম্যান, সরকারি কর্মকমিশন/ চেয়ারম্যান, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন/ গভর্ণর, বাংলাদেশ ব্যাংক/ পরিকল্পনা কমিশনের সদস্যবৃন্দ/ সরকারের সচিবগণ/ মহাপুলিশ পরিদর্শক/ সেনাবাহিনীর 'মেজর জেনারেলগণ' এবং নৌ ও বিমান বাহিনীর সমপদমর্যাদার অফিসারগণ/ রেক্টর, বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাভার, ঢাকা।

(১৪) মহাপরিচালক, জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা অধিদপ্তর/ সরকারের সচিব পদমর্যাদা সম্পন্ন কর্মকর্তাগণ/বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের উপাচার্যগণ/বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশনের সদস্যগণ

(১৫) মহাপরিচালক, প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তর

(১৬) মহাপরিচালক, বিজিবি, ঢাকা

(১৭) বিদেশে বাংলাদেশ মিশন ও উপ-মিশন প্রধানগণ

(১৮) বিসিএস (পররাষ্ট্র) ক্যাডারভুক্ত কর্মকর্তাগণ (যখন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে কর্মরত থাকেন)

(১৯) বাংলাদেশের দূতাবাস/উপ-দূতাবাসে প্রেষণে কূটনৈতিক দায়িত্বে নিয়োগকৃত প্রতিরক্ষা বাহিনীর কর্মকর্তাসহ সকল সরকারি কর্মকর্তাবৃন্দ

(II) আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত পদসমূহে কর্মরত বাংলাদেশী নাগরিকগণ :

(১) জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের সভাপতি

(২) আন্তর্জাতিক আদালতের বিচারক

(৩) জাতিসংঘের বিশেষ সংস্থাসমূহের (স্পেশিয়েলাইজড এজেন্সী) সভাপতি

(৪) 'আংকটাড', 'ইউনিডো' প্রভৃতির মত আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধীনস্থ স্ব-শাসিত বা সহায়ক সংস্থাসমূহের এবং জাতিসংঘ কর্তৃক স্বীকৃত আন্তর্জাতিক এবং আঞ্চলিক সংস্থাসমূহের নির্বাহী প্রধান

(৫) বিশ্বব্যাংক/আই,এম,এফ এর সহ-সভাপতি

(৬) বিশ্বব্যাংক/আই,এম,এফ, এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাংক প্রভৃতিতে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্বকারী/ পরিচালকবৃন্দ

(৭) জাতিসংঘের সচিবালয় এবং ইহার অধীনস্থ বিশেষ সংস্থাসমূহের সহকারী সাধারণ সম্পাদক এবং ইহার উর্ধ্বতন পদমর্যাদার কর্মকর্তাবৃন্দ

(৮) ওআইসি/কমনওয়েলথ সচিবালয়ের সাধারণ সম্পাদক, সহকারী সাধারণ সম্পাদক ও পরিচালকবৃন্দ

(৯) ইসলামিক উন্নয়ন ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক

(III) কূটনৈতিক পাসপোর্টধারী ব্যক্তি যে শর্তে পাসপোর্ট পাবেন একই শর্তে তাঁর/স্ত্রী/স্বামী;

(IV) বিদেশে বাংলাদেশ মিশন/উপমিশনে কর্মরত কূটনৈতিক পাসপোর্টধারীর ছেলে-মেয়ে তাঁহার সংগে সার্বক্ষণিকভাবে বসবাস করিলে ১৮ বৎসর পর্যন্ত বয়সের ছেলে এবং ২১ বৎসর পর্যন্ত বয়সের অবিবাহিত মেয়ে।

(V) জনস্বার্থে বিশেষ ক্ষেত্রে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পূর্বানুমতি গ্রহণক্রমে পররাষ্ট্র মন্ত্রী যে কোন সরকারি কর্মকর্তা বা বাংলাদেশী নাগরিককে কূটনৈতিক পাসপোর্ট প্রদানের আদেশ দিতে পারবেন।

২। এতদ্‌সংক্রান্ত পূর্বের সকল আদেশ বাতিল বলে গণ্য হবে।

(মোঃ সফিকুল ইসলাম)
অতিরিক্ত সচিব (নিরাপত্তা ও বহিরাগমন)
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

সচিব
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ঢাকা।

নং-৪৪.০০.০০০০.০৩৮.০১.০০১.১১/৭৭/১(৫০) তারিখ-১৩ জানুয়ারী, ২০১৩ খ্রিঃ

**সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো ঃ**

১। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রদান মন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা।
২। মন্ত্রি পরিষদ সচিব, মন্ত্রি পরিষদ বিভাগ, ঢাকা।
৩। সচিব, মন্ত্রণালয়/ বিভাগ ....................................................... (সকল)
৪। সচিব, বাংলাদেশ কর্মকমিশন সচিবালয়, ঢাকা।
৫। পিএসও, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা।
৬। মহাপরিচালক, ডিজিএফআই/এনএসআই, ঢাকা।
৭। মহাপরিচালক, বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর, ঢাকা।
৮। অতিরিক্ত মহাপুলিশ পরিদর্শক, বিশেষ শাখা, ঢাকা।

(মোহাম্মদ বরাদ হোসেন চৌধুরী)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন-৭১৬৬৮৩২

ইংরেজীতে পূরণ করা আবশ্যক

**Application for Dual Nationality vide-clause (2) of Article 2B of the Bangladesh citizenship (Temporary provisions) order, 1972.**

1. Name of the applicant (in capital letters) : ..........................................................................................
   Address in full : (a) in Bangladesh : ..........................................................................................
   Tel. No. ..........................................................................................
   b) in the country of residence : ..........................................................................................

..........................................................................................................................................................

3. Place and date of birth : Place ...................................... date ..................................
4. Father's name and address : ..........................................................................................
5. Parents place of birth : ..........................................................................................
6. Wife/Husband's name and nationality : ..........................................................................................
7. Name and addresses of children : ..........................................................................................

..........................................................................................................................................................

8. Particulars of relations in Bangladesh if any : ..........................................................................................
9. Particulars of properites in Bangladesh if any : ..........................................................................................
10. Date of first leaving Bangladesh territory with passport no. : ..........................................................................................
11. Date of acquisition of foreign citizenship : ..........................................................................................
12. No. and date of issue of the present passport. : ..........................................................................................
13. Academic or special qualification. if any : ..........................................................................................
14. Present occupation or trade. : ..........................................................................................
15. Income and its source : ..........................................................................................
16. Accounts No. in which remittance are being made to Bangladesh. : ..........................................................................................
17. Knowledge of Bengali language :..........................................................................................
18. Reasons for seeking citizenship of Bangladesh. : ..........................................................................................

..........................................................................................................................................................

I do solemnly affirm that the above statement is true to the best of may knowledge and belief.

Attestation : Signature ..........................................................................
Designation : Place ..................................... date ....................................
Place .......................................... date ................................ ...............................................

Observation of the concerned Mission or Consulate ..........................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

.

# Dual Nationality

## Instructions Regarding submission of Application

1. Application seeking Dual Nationality should be submitted in the prescribed Form 'A' in triplicate. If the application is a person temporarily residing in Bangladesh, the application shall be submitted direct to the Government and if the applicant is a person residing outside Bangladesh, the application shall be submitted to the Government through the Bangladesh Mission or Consulate in that country or where there is no Bangladesh Mission or Consulate in that country to Bangladesh Mission or Consulate in the country nearest to that country.

2. **Every Application shall be Accompanied by :**

   (a) An affidavit on a non-judicial stamped paper of Tk. 200/-or equivalent in foreign exchange affirming the truth of the statement made before a Magistrate of the 1st Class or a Notary public and four copies of passport size photographs (color) of the applicant duly attested by a Class-1 Gazetted Officer or a Magistrate of the 1st class of a Notary public, the affidavit or photograph may be attested by the First Secretary or persons of equivalent status of concerned Mission.

   (b) Treasury Challan of Tk. 5000/- or equivalent in foreign exchange under the Head "/1-7301 – 0001- 2681 / Non – Tax Revenue-Citizenship and passport."

   (c) Documentary evidence if any, regarding remittances of Bangladesh.

   (d) A copy of foreign Citizenship or birth certificate.

3. The Mission/Consulate concerned shall remain one copy of the application form duly filled in and one copy of the photograph and forward the remaining two forms and 3 copies of photograph along with other necessary papers and documents. The Mission, while forwarding the application, should make specific observation about the character and antecedents of the applicant on the space earmarked in the form.

**দ্বৈত্ব নাগরিকত্ব সনদপত্র পাওয়ার জন্য নিম্নবর্ণিত কাগজপত্র প্রয়োজনঃ**

১. উভয় দেশের পাসপোর্টের ফটোকপি।

২. সিটিজেনসীপ সনদের ফটোকপি।

৩. চালান ৫০০০/- টাকার (কোড-১-৭৩০১-০০০১-২৬৮১), স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বহিরাগমন অধিশাখা-৩।

৪. ২০০/- নন-জুডিসিয়াল ষ্ট্যাম্পে এফিডেভিট।

৫. পাসপোর্ট সাইজ রঙ্গিন ছবি - ৬ (ছয়) কপি ১ (এক) টি সত্যায়িত।

৬. বিদেশে জন্মগ্রহণকারী ব্যক্তির জন্ম সনদের ফটোকপি।

৭. আবেদনপত্রের বাম পার্শ্বে (এ্যাটেষ্টশন) ১ম শ্রেণি কর্মকর্তা/নোটারী পাবলিক কর্তৃক স্বাক্ষরিত হতে হবে।

৮. উল্লেখিত কাগজ/পত্র ০২ সেট করে জমা দিতে হবে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

**বহিরাগমন শাখা-২**

ভিসা নীতিমালা (সংশোধিত)

সূত্র ঃ ক) স্বঃ মঃ (বহি-২)/পি-৭/২০০৬/২৮৭৯, তারিখ: ১৯ অক্টোবর ২০০৬
খ) স্বঃ মঃ (বহি-২)পি-৭/২০০৬/৫১২, তারিখ: ০৪ এপ্রিল ২০০৭
গ) স্বঃ মঃ(বহি-২)/১পি-৭/২০০৬/১৪৩৬, তারিখ: ১৯ আগস্ট ২০০৭
ঘ) স্বঃ মঃ(বহি-২)/জি-কোরিয়া-২০/২০০৬/১৭৯৮, তারিখ: ০১ ডিসেম্বর ২০০৭

উপর্যুক্ত সূত্রসমূহের আলোকে জারিকৃত ভিসা নীতিমালার কতিপয় ভিসা শ্রেণীর বিধি-বিধান ও শর্তাবলির সংশ্লিষ্ট অংশ নিম্নরূপভাবে সংশোধন, সংযোজন ও পরিবর্তন করা হলো ঃ

| ক্রঃ নং | ভিসা শ্রেণী | কে/কারা পাওয়ার যোগ্য | আগমন/ভ্রমণ এর উদ্দেশ্যে | ভিসা ইস্যু/ ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধিকারী কর্তৃপক্ষ এবং ভিসা প্রদানের শর্তাবলি |
|---|---|---|---|---|
| ১ | A | রাষ্ট্র প্রধান/ সরকার প্রধান/ মন্ত্রী/ প্রতিমন্ত্রী উপমন্ত্রী/ সংসদ সদস্য/ আঞ্চলিক পরিষদ সদস্য/ মেয়র/ এবং সমপদমর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তি এবং সফরসঙ্গী Spouse ও পরিবারের নির্ভরশীল অন্যান্য সদস্য। | সরকারি/ ভ্রমণ দায়িত্ব পালন (Official duty) | Note Verbale এর ভিত্তিতে কূটনৈতিক শিষ্টাচার অনুসরণপূর্বক সংশ্লিষ্ট ভিসা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় মেয়াদের জন্য প্রযোজ্য ভ্রমণ সুবিধাসহ জন্য ভ্রমণ সুবিধাসহ ভিসা প্রদান করিতে পারিবে। |
| ২ | A1 | সরকারি/ আধা সরকারি/ স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার কর্মকর্তা/ সরকারি প্রতিনিধি দলের সদস্য এবং সফরসঙ্গী Spouse ও নির্ভরশীল সন্তান। | সরকারি/ ভ্রমণ দায়িত্ব পালন (Official duty) | ক) Note Verbale/ভ্রমণের উদ্দেশ্য সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পরীক্ষান্তে ভিসা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ প্রযোজ্য ভ্রমণ সুবিধা উল্লেখপূর্বক প্রয়োজনীয় মেয়াদের জন্য ভিসা প্রদান করতে পারবে।<br>খ) ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধির প্রয়োজন হইলে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/ আয়োজক সংস্থার সুপারিশের ভিত্তিতে বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর প্রয়োজনীয় মেয়াদে ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধি করিতে পারিবে। |
| ৩ | A2 | জাতিসংঘ ও তার অঙ্গ সংগঠন, আন্তর্জাতিক/ আঞ্চলিক সংস্থা/ অফিসে নিয়োজিত কর্মকর্তা ও কর্মচারী। | চাকুরী/ দাপ্তরক দায়িত্ব পালন | ক) সংশ্লিষ্ট সংস্থার সুপারিশ ও আন্তর্জাতিক কনভেনশন অনুসারে ভিসা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ বহুভ্রমণ সুবিধায় চাকুরীর পূর্ণকালীন মেয়াদে অথবা সর্বোচ্চ ৫ (পাঁচ) বৎসর, যাহা কম হইবে, ভিসা প্রদান করিতে পারিবে।<br>খ) ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধির প্রয়োজন হইলে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ সংস্থার সুপারিশ ও আন্তর্জাতিক কনভেনশনে বর্ণিত শর্তাবলি |

| ক্রঃ নং | ভিসা শ্রেণী | কে/কারা পাওয়ার যোগ্য | আগমন/ভ্রমণ এর উদ্দেশ্যে | ভিসা ইস্যু/ ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধিকারী কর্তৃপক্ষ এবং ভিসা প্রদানের শর্তাবলি |
|---|---|---|---|---|
| | | | | অনুসারে বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর বহুভ্রমণের নিয়োগের পূর্ণকালীণ মেয়াদে বা সর্বোচ্চ ৫ (পাঁচ) বৎসর, যা কম হইবে, ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধি করিতে পারিবে। এই ক্ষেত্রে এসবি'তে রিপোর্ট/রেজিস্ট্রেশন করা ও নিরাপত্তা গ্রহণের শর্তটি প্রযোজ্য হইবে না। |
| ৪ | FA2 | A2 শ্রেণীতে আগতের Spouse ও পরিবারের নির্ভরশীল অন্যান্য সদস্য | A2 শ্রেণীতে আগতের সফরসঙ্গী হইলে বা পরবর্তীতে আগমন করিলে। | ক) Spouse ও পরিবারের নির্ভরশীল সদস্য এ মর্মে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র পরীক্ষান্তে সংশ্লিষ্ট ভিসা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ A-2 শ্রেণীতে আগতের সমমেয়াদী ভিসা প্রদান করিতে পারিবে।<br>খ) ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধির প্রয়োজন হইলে সংশ্লিষ্ট সংস্থার সুপারিশের ভিত্তিতে বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর বহুভ্রমণসহ A-2 শ্রেণীতে আগতের সমমেয়াদে ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধি করতে পারবে। |
| ৫ | A3 | বাংলাদেশ সরকারের সাথে উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার মধ্যে সম্পাদিত দ্বি-পাক্ষিক/বহুপাক্ষিক চুক্তির আওতায় প্রকল্পে নিয়োজিত বিশেষজ্ঞ/ পরামর্শক/কমকর্তা-কর্মচারী/শ্রমিক | চাকুরী/দাপ্তরিক দায়িত্ব পালন | ক) বাংলাদেশ দূতাবাস বা মিশন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/ অর্থনৈতিক সম্পর্কে বিভাগ/ সরকারি সংস্থার সুপারিশের ভিত্তিতে বহুভ্রমণ সুবিধায় চাকুরীর পূর্ণকালীন মেয়াদে অথবা সর্বোচ্চ ৫ (পাঁচ) বৎসর, যা কম হইবে, ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধি করিতে পারিবে।<br>খ) ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধির প্রয়োজন হইলে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/ অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ/সরকারি সংস্থার সুপারিশ, নিরাপত্তা ছাড়পত্র এবং সংস্থার সাথে সম্পাদিত চুক্তির শর্তানুযায়ী বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর বহুভ্রমণসহ নিয়োগের পূর্ণকালীন মেয়াদে বা সর্বোচ্চ ৫ (পাঁচ) বৎসর, যা কম হইবে, ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধি করিতে পারিবে। |
| ৬ | FA3 | A3 শ্রেণীতে আগতের Spouse ও পরিবারের নির্ভরশীল অন্যান্য সদস্য | A3 শ্রেণীতে আগতের সফরসঙ্গী হইলে বা পরবর্তীতে আগমন করিলে। | ক) বাংলাদেশের দূতাবাস বা মিশন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার সুপারিশের ভিত্তিতে A3 শ্রেণীতে আগতের সমমেয়াদে ভিসা প্রদান করিবে।<br>খ) ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধির প্রয়োজন হইলে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থার সুপারিশ, পুলিশ বিশেষ শাখার অনুকূল প্রতিবেদন এবং সংস্থার সাথে সম্পাদিত চুক্তির শর্তানুযায়ী বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর A3 শ্রেণীতে আগতের সমমেয়াদে ভিসা প্রদান করিবে। |

| ক্র: নং | ভিসা শ্রেণী | কে/কারা পাওয়ার যোগ্য | আগমন/ভ্রমণ এর উদ্দেশ্যে | ভিসা ইস্যু/ ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধিকারী কর্তৃপক্ষ এবং ভিসা প্রদানের শর্তাবলি |
|---|---|---|---|---|
| ৭ | B | ব্যবসায়ী/ব্যবসায়ী প্রতিনিধি | ব্যবসা-বাণিজ্য | ক) বিনিয়োগের সম্ভাব্যতা যাচাই/ ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রয়োজনে আগমনকারী অনুকূলে সংশ্লিষ্ট দেশের স্বীকৃত (Recognized) ব্যবসায়ী সমিতি কর্তৃক প্রদত্ত প্রত্যয়নপত্র অথবা বাংলাদেশে অবস্থিত স্থানীয় স্পন্সরের সুপারিশ মর্মে সন্তুষ্ট হইয়া ভিসা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় সংখ্যক ভ্রমণ সুবিধাসহ সর্বোচ্চ ০৬ (ছয়) মাসের ভিসা প্রদান করিতে পারিবে।<br>খ) ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধির প্রয়োজন হইলে বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর স্থানীয় স্পন্সরের সুপারিশ ও অনুকূল পুলিশ প্রতিবেদনের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ভ্রমণ সুবিধাসহ ০৬ (ছয়) মাসের অবস্থান শর্তে ৩ (তিন) বছর মেয়াদে ভিসা বৃদ্ধি করিতে পারিবে। তবে এই শ্রেণীতে আগতদের প্রার্থিত ভিসার মেয়াদ আগমনের তারিখ হইতে ০৬ (ছয়) মাস বা তাহার কম হইলে পুলিশ প্রতিবেদনের প্রয়োজন হইবে না।<br>“ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত কাজে একাধিকবার বাংলাদেশে আগমন করিলে এবং যথাযথ নিয়মকানুন মোতাবেক ব্যবসা/বাণিজ্যের কাজ সম্পাদন করিয়াছেন মর্মে প্রমাণপত্র/ প্রত্যয়নপত্র থাকিলে তাহা লিপিবদ্ধ করত একই শর্তে ০৫ (পাঁচ) বৎসর পর্যন্ত ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধি করা যাইবে।” |
| ৮ | C | বিমান/জাহাজ/অন্যান্য পরিবহন খাতে নিয়োজিত আন্তর্জাতিক রুটে চলাচলকারী ক্রু | পেশাগত দায়িত্ব পালন | ক) নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের সুপারিশের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট ভিসা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ বহুভ্রমণ সুবিধাসহ সর্বোচ্চ ৩ (তিন) বৎসরের ভিসা প্রদান করিতে পারিবে। জাহাজের ক্রুদের ক্ষেত্রে প্রতি দফায় সর্বোচ্চ ১ (এক) মাস ও অন্যান্য ক্ষেত্রে ক্রুদের প্রতিদফায় সর্বোচ্চ ৭ (সাত) দিন অবস্থানের শর্ত প্রযোজ্য থাকিবে।<br>(খ) ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধির প্রয়োজন হইলে যথাযথ কর্তৃপক্ষের সুপারিশের ভিত্তিতে প্রয়োজন অনুসারে বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর একই শর্তে আরও তিন বছর পর্যন্ত বহুভ্রমণ সুবিধায় ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধি করিতে পারিবে। |

| ক্র: নং | ভিসা শ্রেণী | কে/কারা পাওয়ার যোগ্য | আগমন/ভ্রমণ এর উদ্দেশ্যে | ভিসা ইস্যু/ ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধিকারী কর্তৃপক্ষ এবং ভিসা প্রদানের শর্তাবলি |
|---|---|---|---|---|
| ৯ | D | রাষ্ট্রদূত/কূটনৈতিক/কনস্যুলার অফিসার এবং সমমর্যাদা সম্পন্ন কর্মকর্তা এবং তাদের Spous ও পরিবারের নির্ভরশীল অন্যান্য সদস্য | দাপ্তরিক দায়িত্ব পালন | Note Verbale এর ভিত্তিতে কূটনৈতিক শিষ্টাচার অনুসরণপূর্বক সংশ্লিষ্ট ভিসা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় মেয়াদের জন্য প্রযোজ্য ভ্রমণ সুবিধাসহ ভিসা প্রদান করতে পারিবে। ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধির প্রয়োজন হইলে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়/বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর বহুভ্রমণ সুবিধায় প্রয়োজনীয় মেয়াদে ভিসা বৃদ্ধি করিতে পারিবে। |
| ১০ | ND | A, A2 এবং D শ্রেণীভূক্তদের ব্যক্তিগত স্টাফ এবং Non- diplomatic staff এবং তাদের Spouse ও পরিবারের নির্ভরশীল অন্যান্য সদস্য | A, A2 এবং D শ্রেণীতে আগতের সফরসঙ্গী হইলে বা পরবর্তীতে আগমন করিলে | ক) Note Verbale/ ভ্রমণের উদ্দেশ্য সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পরীক্ষান্তে এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কূটনৈতিক শিষ্টাচার অনুসরণপূর্বক সংশ্লিষ্ট ভিসা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ প্রযোজ্য ভ্রমণ সুবিধাসহ প্রয়োজনীয় মেয়াদের জন্য ভিসা প্রদান করিতে পারিবে।<br>খ) ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধির প্রয়োজন হইলে সংশ্লিষ্ট দূতাবাস পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর আবেদন করিতে হইবে এবং পাসপোর্ট অধিদপ্তর বহুভ্রমণ সুবিধায় প্রয়োজনীয় মেয়াদে ভিসা বৃদ্ধি করিতে পারিবে। |
| ১১ | D | A, A2 এবং D শ্রেণীতে আগতের Domestic aid | A, A2 এবং D শ্রেণীতে আগতের সফরসঙ্গী হইলে বা পরবর্তীতে আগমন করিলে | ক) Note Verbale/ ভ্রমণের উদ্দেশ্য সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পরীক্ষান্তে এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কূটনৈতিক শিষ্টাচার অনুসরণপূর্বক সংশ্লিষ্ট ভিসা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ প্রযোজ্য ভ্রমণ সুবিধাসহ উল্লেখপূর্বক প্রয়োজনীয় মেয়াদের জন্য ভিসা প্রদান করিতে পারিবে।<br>খ) ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধির প্রয়োজন হইলে সংশ্লিষ্ট দূতাবাস পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরে আবেদন করিতে হইবে এবং পাসপোর্ট অধিদপ্তর বহুভ্রমণ সুবিধায় প্রয়োজনীয় মেয়াদে ভিসা বৃদ্ধি করিতে পারিবে। |
| ১২ | E | ক)সরকারি/আধা-সরকারি/স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান/ প্রকল্প এবং সমশ্রেণীর প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত বিশেষজ্ঞ/পরামর্শক/ চাকুরীজীবী/ ব্যক্তি | চাকুরী/সেবা প্রদান | ক) প্রতিটি ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে যথাযথভাবে বিনিয়োগ দেওয়া হইয়াছে মর্মে মন্ত্রণালয়/বিনিয়োগ বোর্ড/বেপজা কর্তৃক প্রত্যয়নপত্র, নিয়োগপত্র এবং নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের যথার্থতা ইত্যাদি পরীক্ষান্তে সংশ্লিষ্ট ভিসা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ বহুভ্রমণ সুবিধাসহ সর্বোচ্চ ৩ (তিন) মাসের ভিসা প্রদান করিতে পারিবে। |

| ক্রঃ নং | ভিসা শ্রেণী | কে/কারা পাওয়ার যোগ্য | আগমন/ভ্রমণ এর উদ্দেশ্যে | ভিসা ইস্যু/ ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধিকারী কর্তৃপক্ষ এবং ভিসা প্রদানের শর্তাবলি |
|---|---|---|---|---|
| | | খ) দেশি/বিদেশি/সরকারি/ বেসরকারি/ লিয়োজোঁ/ শিল্প/বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান এবং সমশ্রেণীর প্রতিষ্ঠান নিয়োগপ্রাপ্ত/ নিয়োজিত চাকুরীজীবী/ ব্যক্তি<br>গ) দেশি/ বিদেশি সরকারি/ বেসরকারি ঠিকাদারি এবং সমশ্রেণীর প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত চাকুরীজীবী/ ব্যক্তি | | E শ্রেণীর ভিসার জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ/ বিনিয়োগ বোর্ড/বেপজা কর্তৃক ইস্যুকৃত প্রত্যয়নপত্র থাকিলে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অনুমতির প্রয়োজন হইবে না।<br>খ) ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের সুপারিশ, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কার্যানুমতি ও নিরাপত্তা ছাড়পত্রের ভিত্তিতে বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর বহুভ্রমণসহ কার্যানুমতির পূর্ণকালীণ মেয়াদে বৃদ্ধি করিতে পারিবে। দ্বিতীয় দফায় ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধির আবেদন করিলে সন্তোষজনক আবেদনের ভিত্তিতে বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর বহু ভ্রমণসহ কার্যানুমতি পূর্ণকালীন মেয়াদে অথবা ০৩ (তিন) বৎসর, যাহা কম হইবে, ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধি করিতে পারিবে।<br>গ) ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধিও ক্ষেত্রে একই পেশায় তিন বছরের অধিক সময়ে কর্মরত থাকিবার কারণে সংশ্লিষ্ট সংস্থা কর্তৃক কার্যানুমতি নবায়ন করা হইলে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অনুমতির প্রয়োজন হইবে না। বেপজা/বিনিয়োগ বোর্ড/এনজিও বিষয়ক ব্যুরো কার্যানুমতি নবায়নের সময় একই পেশায় চাকুরী করিবার উপযুক্ততা, কর্মদক্ষতা, নিরাপত্তা ছাড়পত্র, আয়কর পরিশোধ সম্পর্কিত |
| ১৩ | FE | E শ্রেণীতে আগতের Spouse ও পরিবারের নির্ভরশীল অন্যান্য সদস্য | E শ্রেণীতে আগতের সফরসঙ্গী হইলে বা পরবর্তীতে আগমন করিলে | ক) Spouse ও পরিবারের নির্ভরশীল সদস্য এ মর্মে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র পরীক্ষান্তে সংশ্লিষ্ট ভিসা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ উক্ত শ্রেণীতে আগতের সমমেয়াদী ভিসা প্রদান করিতে পারিবে।<br>খ) ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সুপারিশ ও পুলিশ বিশেষ শাখার অনুকূল প্রতিবেদনের ভিত্তিতে বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর বহুভ্রমণসহ উক্ত শ্রেণীতে আগতের সমমেয়াদে ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধি করিতে পারিবে। |
| ১৪ | EI | যন্ত্রপাতি এবং সফটওয়্যার সরবরাহ/ স্থাপন/ রক্ষণাবেক্ষণ/প্রশিক্ষণ/তত্ত্বাবধান/প্রকল্প পরিদর্শন এবং এ জাতীয় কাজে আগত ব্যক্তি | যন্ত্রপাতি এবং সফটওয়্যার সরবরাহ/স্থাপন/রক্ষণাবেক্ষণ/ প্রশিক্ষণ/তত্ত্বাবধান/প্রকল্প পরিদর্শন ইত্যাদি। | ক) আমন্ত্রণকারি/আমদানিকারক প্রতিষ্ঠানে যন্ত্রপাতি/সফটওয়্যার স্থাপনের জন্য বর্ণিত বিদেশি ব্যক্তিদের আগমন প্রয়োজন মর্মে BOI/BEPZA/সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা এর সুপারিশ, স্থানীয় স্পন্সরের আমন্ত্রণপত্র, আমন্ত্রণকারী/আমদানীকারক প্রতিষ্ঠানের |

| ক্রঃ নং | ভিসা শ্রেণী | কে/কারা পাওয়ার যোগ্য | আগমন/ভ্রমণ এর উদ্দেশ্যে | ভিসা ইস্যু/ ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধিকারী কর্তৃপক্ষ এবং ভিসা প্রদানের শর্তাবলি |
|---|---|---|---|---|
| | | | | যথার্থতা, প্রেরণকারী/ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের চুক্তিপত্র ইত্যাদি বিবেচনা করিয়া ভিসা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ নির্দিষ্ট সংখ্যক ভ্রমণসহ সর্বোচ্চ ৩ (তিন) মাসের ভিসা প্রদান করিতে পারিবে।<br>খ) যন্ত্রপাতি সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পাদিত চুক্তিনামা, স্থানীয় স্পন্সরের সুপারিশ ও পুলিশ প্রতিবেদনের ভিত্তিতে বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর ০১ (এক) মাস পর্যন্ত ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধি করিতে পারিবে। তবে এর অতিরিক্ত সময়ের জন্য ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধি করিতে হইলে কার্যানুমতির প্রয়োজন হইবে এবং বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর কার্যানুমতির মেয়াদকাল পর্যন্ত ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধি করিতে পারিবে। |
| ১৫ | J | বিদেশি পত্রিকা/ সংবাদপত্র/ বেতার/ টিভি/ বার্তা সংস্থা/ স্যাটেলাইট-মিডিয়া ইত্যাদিতে আগত সাংবাদিক/ মিডিয়া প্রতিনিধি/ বা ফ্রি ল্যান্স সাংবাদিক প্রভৃতি | পেশাগত দায়িত্ব পালন | ক) এককালীণ স্বল্পমেয়াদে বিশেষ কোন দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে আগমনেচ্ছু বিদেশি পত্রিকা বা মিডিয়ার প্রতিনিধি বা সাংবাদিকদের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ভিসা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বহিঃপ্রচার অনুবিভাগ এর অনাপত্তি সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট ভিসা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বহিঃপ্রচার অনুবিভাগ এর অনাপত্তি সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে সর্বোচ্চ ১ (এক) মাসের ভিসা প্রদান করিতে পারিবে।<br>খ) বার্তা সংস্থা/ স্যাটেলাইট মিডিয়া/ পত্রিকা ইত্যাদিতে চাকুরীর ক্ষেত্রে নিয়োগ/ পদায়ন সংক্রান্ত কাগজপত্রাদি পরীক্ষান্তে এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বহিঃপ্রচার অনুবিভাগ এর সুপারিশক্রমে সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশে দূতাবাস/ মিশন ৩ (তিন) টি ভ্রমণ সুবিধার সর্বোচ্চ ৩ (তিন) মাসের ভিসা প্রদান করিতে পারিবে।<br>গ) এরূপ ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বহিঃপ্রচার অনুবিভাগ এর সুপারিশ, BOI এর কার্যানুমতি ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় হইতে নিরাপত্তা ছাড়পত্র গ্রহণ সাপেক্ষে কার্যানুমতির মেয়াদ অথবা ০৩ (তিন) বছর, যাহা কম হইবে, বহুভ্রমণ সুবিধার বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধি করিতে পারিবে। |

| ক্র: নং | ভিসা শ্রেণী | কে/কারা পাওয়ার যোগ্য | আগমন/ভ্রমণ এর উদ্দেশ্যে | ভিসা ইস্যু/ ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধিকারী কর্তৃপক্ষ এবং ভিসা প্রদানের শর্তাবলি |
|---|---|---|---|---|
| ১৬ | FJ | J শ্রেণীতে আগতের Spouse ও পরিবারের নির্ভরশীল অন্যান্য সদস্য | J শ্রেণীতে আগতের সফরসঙ্গী হইলে বা পরবর্তীতে আগমন করিলে | ক) Spouse ও পরিবারের নির্ভরশীল সদস্য এ মর্মে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র পরীক্ষান্তে সংশ্লিষ্ট ভিসা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ J শ্রেণীতে আগতের সমমেয়াদী ভিসা প্রদান করিতে পারিবে।<br>খ) ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সুপারিশ ও পুলিশ বিশেষ শাখার অনুকূল প্রতিবেদনে ভিত্তিতে বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর বহুভ্রমণসহ J শ্রেণীতে আগতের সমমেয়াদে ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধি করিতে পারিবে। |
| ১৭ | M | মিশানারিবৃন্দ/ধর্মগুরু | সেবা প্রদান | ক) বাংলাদেশস্থ সংশ্লিষ্ট ধর্মীয় মিশন/প্রতিষ্ঠান প্রদত্ত সুপারিশ/নিয়োগ পত্র ও ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সম্মতি সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট ভিসা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ বহুভ্রমণ সুবিধায় সর্বোচ্চ ০৬ (ছয়) মাসের ভিসা প্রদান করতে হবে।<br>খ) ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ধর্মীয় মিশন/প্রতিষ্ঠান প্রদত্ত সুপারিশ, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সম্মতি এবং নিরাপত্তা ছাড়পত্রের ভিত্তিতে বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর প্রতি দফায় ১ (এক) বছরের বহু ভ্রমণ সুবিধাসহ ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধি করতে পারবে। তবে ভিসার মেয়াদে বৃদ্ধির ক্ষেত্রে কার্যানুমতির প্রয়োজন হবে না। |
| ১৮ | FM | M শ্রেণীতে আগতের Spouse ও পরিবারের নির্ভরশীল অন্যান্য সদস্য | M শ্রেণীতে আগতের সফরসঙ্গী হইলে বা পরবর্তীতে আগমন করিলে | ক) Spouse ও পরিবারের নির্ভরশীল সদস্য এ মর্মে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র পরীক্ষান্তে সংশ্লিষ্ট ভিসা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ উক্ত শ্রেণীতে আগতের সমমেয়াদী ভিসা প্রদান করিতে পারিবে।<br>(খ) ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সুপারিশ ও পুলিশ বিশেষ শাখার অনুকূল প্রতিবেদনের ভিত্তিতে বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর ভ্রমণসহ উক্ত শ্রেণীতে আগতের সমমেয়াদে ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধি করিতে পারিবে। |
| ১৯ | N | নিবন্ধনভুক্ত এনজিও-তে নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তি | চাকুরী/সেবা প্রদান | ক) সংশ্লিষ্ট এনজিওতে নিয়োগ সংক্রান্ত এনজিও বিষয়ক ব্যুরো কর্তৃক সংশ্লিষ্ট এনজিও-তে যথাযথভাবে নিয়োগ দেওয়া হইয়াছে মর্মে প্রত্যয়নপত্র, নিয়োগপত্র, ইত্যাদি পরীক্ষান্তে সংশ্লিষ্ট ভিসা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ ভ্রমণ সুবিধাসহ প্রাথমিকভাবে সর্বোচ্চ ৩ (তিন) মাসের ভিসা প্রদান করিতে পারিবে। |

| ক্র: নং | ভিসা শ্রেণী | কে/কারা পাওয়ার যোগ্য | আগমন/ভ্রমণ এর উদ্দেশ্যে | ভিসা ইস্যু/ ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধিকারী কর্তৃপক্ষ এবং ভিসা প্রদানের শর্তাবলি |
|---|---|---|---|---|
| | | | | (খ) ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে এনজিও ব্যুরোর কার্যানুমতি ও নিরাপত্তা ছাড়পত্রের ভিত্তিতে বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর কার্যানুমতির মেয়াদকাল পর্যন্ত বহুভ্রমণসহ ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধি করিতে পারিবে। |
| ২০ | FN | N শ্রেণীতে আগতের Spouse ও পরিবারের নির্ভরশীল অন্যান্য সদস্য | N শ্রেণীতে আগতের সফরসঙ্গী হইলে বা পরবর্তীতে আগমন করিলে | ক) Spouse ও পরিবারের নির্ভরশীল সদস্য এ মর্মে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র পরীক্ষান্তে সংশ্লিষ্ট ভিসা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ উক্ত শ্রেণীতে আগতের সমমেয়াদী ভিসা প্রদান করিতে পারিবে।<br>(খ) ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সুপারিশ ও পুলিশ বিশেষ শাখার অনুকূল প্রতিবেদনের ভিত্তিতে বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর বহুভ্রমণসহ উক্ত শ্রেণীতে আগতের সমমেয়াদে ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধি করিতে পারিবে। |
| ২১ | P | ক্রীড়া সংগঠক/ খেলোয়াড়/ কোচ/ সাংস্কৃতিক দলের সদস্য/ শিল্পী/ সাহিত্যিক এবং সমপর্যায়ভুক্ত ব্যক্তি | পেশাগত দায়িত্ব পালন/ চাকুরী | ক) সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সুপারিশ ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সম্মতির ভিত্তিতে ভিসা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ বহুভ্রমণ সুবিধায় সর্বোচ্চ ০৬ (ছয়) মাসের ভিসা প্রদান করতে পারবে।<br>(খ) ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে কার্যানুমতি ও নিরাপত্তা ছাড়পত্রের ভিত্তিতে বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর বহুভ্রমণ সুবিধায় কার্যানুমতির মেয়াদকাল অথবা সর্বোচ্চ ৫ (পাঁচ) বছর, যা কম হবে, ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধি করতে পারবে। |
| ২২ | FP | P শ্রেণীতে আগতের Spouse ও পরিবারের নির্ভরশীল অন্যান্য সদস্য | P শ্রেণীতে আগতের সফরসঙ্গী হইলে বা পরবর্তীতে আগমন করিলে | ক) Spouse ও পরিবারের নির্ভরশীল সদস্য এ মর্মে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র পরীক্ষান্তে সংশ্লিষ্ট ভিসা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ উক্ত শ্রেণীতে আগতের সমমেয়াদী ভিসা প্রদান করিতে পারিবে।<br>(খ) ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সুপারিশ ও পুলিশ বিশেষ শাখার অনুকূল প্রতিবেদনের ভিত্তিতে বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর বহুভ্রমণসহ উক্ত শ্রেণীতে আগতের সমমেয়াদে ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধি করিতে পারিবে। |
| ২৩ | PI | বেসরকারি খাতে যৌথ উদ্যেগে বা সম্পূর্ণ বিদেশি বিনিয়োগ স্থাপিত/স্থাপিতব্য শিল্প/ বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের বিদেশি পুঁজি বিনিয়োগকারী | বিনিয়োগ/স্থাপিত ব্যবসা/ বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান পরিচালনা | ক) বাংলাদেশের বেসরকারি খাতে এককভাবে বা যৌথ উদ্যোগে বা সম্পূর্ণ বিদেশি বিনিয়োগ স্থাপিত শিল্প/বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে ভিসা প্রার্থী একজন প্রকৃত বিনিয়োগকারী মর্মে বিনিয়োগ বোর্ড (BOI) বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ (BEPZA) |

| ক্র: নং | ভিসা শ্রেণী | কে/কারা পাওয়ার যোগ্য | আগমন/ভ্রমণ এর উদ্দেশ্যে | ভিসা ইস্যু/ ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধিকারী কর্তৃপক্ষ এবং ভিসা প্রদানের শর্তাবলি |
|---|---|---|---|---|
| ২৩ | | | | (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) এর প্রত্যয়নে ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট ভিসা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ বহুভ্রমণ সুবিধাসহ সর্বোচ্চ ০১ (এক) বৎসর ভিসা প্রদান করিতে পারিবে।<br>(খ) ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বিনিয়োগের স্বপক্ষে কাগজপত্রসহ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সুপারিশ ও বিনিয়োগ অব্যাহত আছে এ মর্মে BOI/BEPZA এর প্রত্যয়নপত্র এবং নিরাপত্তা ছাড়পত্রের ভিত্তিতে বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর সর্বোচ্চ ৫ (পাঁচ) বৎসরের বহুভ্রমণ ভিসা প্রদান করিতে পারিবে। তবে বিনিয়োগকারী তাঁর প্রতিষ্ঠানে কর্মরত হইলে কার্যানুমতির প্রয়োজন হইবে।<br>(গ) বাংলাদেশে কোন ভারী শিল্পে অথবা দীর্ঘ মেয়াদে কোন শিল্পে/ ব্যবসায় কমপক্ষে ০৫ (পাঁচ) মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করেছেন মর্মে বিনিয়োগ বোর্ড/ বেপজা কর্তৃক প্রত্যয়নপত্র ও নিরাপত্তা ছাড়পত্রের ভিত্তিতে বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর উক্ত বিদেশি বিনিয়োগকারীকে "No Visa Required (NVR)" এর সুবিধা প্রদান করিবে। |
| ২৪ | FPI | P শ্রেণীতে আগতের Spouse ও পরিবারের নির্ভরশীল অন্যান্য সদস্য | P শ্রেণীতে আগতের সফরসঙ্গী হইলে বা পরবর্তীতে আগমন করিলে | ক) Spouse ও পরিবারের নির্ভরশীল সদস্য এ মর্মে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র পরীক্ষান্তে সংশ্লিষ্ট ভিসা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ উক্ত শ্রেণীতে আগতের সমমেয়াদী ভিসা প্রদান করিতে পারিবে।<br>(খ) ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সুপারিশ ও পুলিশ বিশেষ শাখার অনুকূল প্রতিবেদনের ভিত্তিতে বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর বহুভ্রমণসহ উক্ত শ্রেণীতে আগতের সমমেয়াদে ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধি করিতে পারিবে। |
| ২৫ | R | সরকার অনুমোদিত যে কোন সংস্থা/ প্রতিষ্ঠানে গবেষণা/প্রশিক্ষণ/ইন্টার্নশিপ-এ অংশগ্রহণকারী | গবেষণা/প্রশিক্ষণ/ইন্টার্নশিপ ইত্যাদি | ক) সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সুপারিশ ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সম্মতির ভিত্তিতে ভিসা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ বহুভ্রমণ সুবিধায় সর্বোচ্চ ০৩ (তিন) মাসের ভিসা প্রদান করিতে পারবে।<br>(খ) ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/ প্রতিষ্ঠানের সুপারিশ ও পুলিশের বিশেষ শাখা এবং জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা অধিদপ্তররের অনুকূলে |

| ক্রঃ নং | ভিসা শ্রেণী | কে/কারা পাওয়ার যোগ্য | আগমন/ভ্রমণ এর উদ্দেশ্যে | ভিসা ইস্যু/ ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধিকারী কর্তৃপক্ষ এবং ভিসা প্রদানের শর্তাবলি |
|---|---|---|---|---|
| | | | | প্রতিবেদনের ভিত্তিতে কার্যক্রমের মেয়াদকাল অথবা ৩ (তিন) বছর, যা কম হবে, পর্যন্ত বহুভ্রমণ ভিসা প্রদান করিতে পারবে। |
| ২৬ | FR | R শ্রেণীতে আগতের Spouse ও পরিবারের নির্ভরশীল অন্যান্য সদস্য | R শ্রেণীতে আগতের সফরসঙ্গী হইলে বা পরবর্তীতে আগমন করিলে | ক) Spouse ও পরিবারের নির্ভরশীল সদস্য এ মর্মে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র পরীক্ষান্তে সংশ্লিষ্ট ভিসা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ জ শ্রেণীতে আগতের সমমেয়াদী ভিসা প্রদান করিতে পারিবে।<br>(খ) ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সুপারিশ ও পুলিশ বিশেষ শাখার অনুকূল প্রতিবেদনের ভিত্তিতে বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর বহুভ্রমণসহ এই শ্রেণীতে আগতের সমমেয়াদে ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধি করিতে পারিবে। |
| ২৭ | S | সরকার অনুমোদন প্রাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অধ্যয়নরত/ গবেষণারত/ভর্তিচ্ছু ছাত্র/ছাত্রী/গবেষক | অধ্যয়ন/ গবেষণা | ক) বাংলাদেশে অবস্থিত সরকার অনুমোদিত কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়েছে অথবা ভর্তি হবে মর্মে প্রামাণিক কাগজপত্র, স্পনসরশিপ ও ব্যাংক গ্যারান্টি পরীক্ষান্তে ভিসা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট ছাত্র/ ছাত্রীকে প্রাথমিকভাবে সর্বোচ্চ ০১ (এক) বছরের বহুভ্রমণ ভিসা প্রদান করিতে পারিবে।<br>খ) ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সুপারিশ, স্পনসরশিপ, এদেশে চাকুরীরত নয় মর্মে প্রতিষ্ঠানের প্রত্যয়নপত্র এবং পুলিশ বিশেষ শাখার অনুকূলে প্রতিবেদনের ভিত্তিতে শিক্ষাক্রম/ ইন্টার্নশিপ পূর্ণকালীন মেয়াদে বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর বহুভ্রমণ ভিসা প্রদান করিতে পারিবে। |
| ২৮ | FS | S শ্রেণীতে আগতের Spouse ও পরিবারের নির্ভরশীল অন্যান্য সদস্য | S শ্রেণীতে আগতের সফরসঙ্গী হইলে বা পরবর্তীতে আগমন করিলে | ক) Spouse ও পরিবারের নির্ভরশীল সদস্য এ মর্মে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র পরীক্ষান্তে সংশ্লিষ্ট ভিসা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ উক্ত শ্রেণীতে আগতের সমমেয়াদী ভিসা প্রদান করিতে পারিবে।<br>(খ)ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সুপারিশ ও পুলিশ বিশেষ শাখার অনুকূল প্রতিবেদনের ভিত্তিতে বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর বহুভ্রমণসহ উক্ত শ্রেণীতে আগতের সমমেয়াদে ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধি করিতে পারিবে। |

| ক্রঃ নং | ভিসা শ্রেণী | কে/কারা পাওয়ার যোগ্য | আগমন/ভ্রমন এর উদ্দেশ্যে | ভিসা ইস্যু/ ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধিকারী কর্তৃপক্ষ এবং ভিসা প্রদানের শর্তাবলি |
|---|---|---|---|---|
| ২৯ | FS | ক) বাংলাদেশের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্কে আছে এরূপ দেশের যে কোন ব্যক্তি<br>(খ) বেসরকারি পর্যায়ে আয়োজিত সেমিনার/ কর্মশালা/শিক্ষা সফরে আগত ব্যক্তি। | ভ্রমণ/পর্যটন/আত্মীয়-স্বজনের সাথে সাক্ষাৎ/ধর্মীয়কারণ/ বেসরকারি সেমিনার/কর্মশালা/ শিক্ষা সফর ইত্যাদি | (ক) সংশ্লিষ্ট ভিসা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ সর্বোচ্চ ০২ (দুই) মাসের ভিসা প্রদান করিতে পারিবে।<br>(খ) ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধির প্রয়োজন হলে অনুকূল পুলিশ প্রতিবেদনের ভিত্তিতে বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর ০১ (এক) মাস পর্যন্ত ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধি করিতে পারিবে। |
| ৩০ | TI | তাবলীগ জামাতে অংশগ্রহণের জন্য আগত ব্যক্তি | ধর্মীয় কারণ | (ক) তাবলীগ জামাতে আগতদের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দেশের কেন্দ্রীয় তাবলীগ মারকাজের/ তাবলীগ জামাতের সুপারিশ বিবেচনা করে সংশ্লিষ্ট ভিসা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ কোন ভ্রমণ সুবিধা ব্যতিত সর্বোচ্চ ১৩০ (একশত ত্রিশ) দিনের ভিসা প্রদান করিতে পারিবে।<br>(খ) ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধির প্রয়োজন হলে বাংলাদেশস্থ তাবলীগ মারকাজ/ কেন্দ্রীয় তাবলীগ জামাতের সুপারিশ ও পুলিশ প্রতিবেদনের ভিত্তিতে বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর কোন ভ্রমণ সুবিধা ব্যাতিত আগমনের তারিখ হতে সর্বোচ্চ (একশত পঞ্চাশ) দিন পর্যন্ত ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধি করিতে পারিবে। |
| ৩১ | TF | ক) বাংলাদেশী নাগরিকের বিদেশি Spouse ও সন্তান<br>(খ) বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত বিদেশি নাগরিক এবং তার Spouse ও সন্তান | বাংলাদেশে অবস্থান ও ভ্রমণ | (ক) বাংলাদেশী নাগরিকের বাংলাদেশী নাগরিকত্ব প্রমাণপত্র এবং বাংলাদেশী নাগরিক কর্তৃক Spouse/সন্তান সম্পর্কে প্রদত্ত হলফনামা এবং বিবাহ সনদের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট ভিসা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশী নাগরিকের বিদেশি স্ত্রী/স্বামী ও সন্তানকে বহুভ্রমণ সুবিধায় সর্বোচ্চ ১ (এক) বৎসর, ভিসা প্রদান করিতে পারিবে।<br>খ) অনুকূল পুলিশ প্রতিবেদনের ভিত্তিতে বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর বহুভ্রমণ সুবিধায় সর্বোচ্চ ৫ (পাঁচ) বছর পর্যন্ত ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধি করিতে পারিবে। |
| ৩২ | TR | ট্রানজিট | ট্রানজিট | তৃতীয় কোন দেশে কর্মরত মর্মে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের সুপারিশ ও নিশ্চিত টিকিটের ভিত্তিতে নিজ সন্তুষ্টিক্রমে নিয়োগকালীন মেয়াদ বা সর্বোচ্চ ৫ (পাঁচ) বৎসর, যাহা কম হইবে, বহু ভ্রমণ ট্রানজিট ভিসা প্রদান করিতে পারিবে। তবে এই ভিসার ক্ষেত্রে প্রতি দফায় অবস্থানের মেয়াদ সর্বোচ্চ ৭২ (বাহাত্তর) ঘণ্টায় সীমিত থাকবে। |

| ক্র: নং | ভিসা শ্রেণী | কে/কারা পাওয়ার যোগ্য | আগমন/ভ্রমণ এর উদ্দেশ্যে | ভিসা ইস্যু/ ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধিকারী কর্তৃপক্ষ এবং ভিসা প্রদানের শর্তাবলি |
|---|---|---|---|---|
| ৩৩ | W | Work and Holiday, Development ও Volunteers programme এবং এ জাতীয় দ্বিপাক্ষিক/বহুপাক্ষিক চুক্তির আওতায় আগত এবং তাদের Spouse ও নির্ভরশীল সন্তান। | চুক্তির আওতায় | চুক্তির শর্তাবলি অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট ভিসা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ বহুভ্রমণ সুবিধায় চুক্তির পূর্ণ মেয়াদে ভিসা প্রদান করিতে পারিবে। চুক্তিতে ভিসার মেয়াদ উল্লেখ না থাকিলে চুক্তির শর্ত ও সংশ্লিষ্ট দেশের যথাযথ কর্তৃপক্ষের সুপারিশ অনুযায়ী এ বৎসরের বহুভ্রমণ ভিসা প্রদান করা যাইবে। ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধির প্রয়োজন হলে যথাযথ কর্তৃপক্ষের সুপারিশ ও নিরাপত্তা ছাড়পত্রের ভিত্তিতে বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর বহুভ্রমণ সুবিধায় প্রয়োজনীয় মেয়াদ বৃদ্ধি করিতে পারিবে। |

**অবশ্যপালনীয় শর্তাবলী ঃ**

১। ভিসা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ বলতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর, বিদেশস্থ বাংলাদেশ দূতাবাস/ মিশন এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে বুঝাবে।

২। সংশ্লিষ্ট ভিসা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ সকল ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র পরীক্ষান্তে সম্পূর্ণ সন্তুষ্টিক্রমে তা যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করত: নিজ দায়িত্বে ভিসা প্রদান করবে। তবে প্রয়োজনবোধে ভিসা প্রদানের ক্ষেত্রে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।

৩। যে সব দেশ/ সংস্থার ভিসা চুক্তি রয়েছে সেসব দেশের ক্ষেত্রে ভিসা প্রদান পদ্ধতি চুক্তি অনুসারে এবং অন্যান্য দেশের ক্ষেত্রে রেসিপ্রোসিটি নীতি অনুসরণ করা হবে। অর্থাৎ নীতিমালা জারির পূর্বে যে সকল দেশের সাথে রেসিপ্রোসিটি নীতি অনুযায়ী ভিসা প্রদান করা হত তা অপরিবর্তিত থাকবে এবং এ নীতি অনুযায়ী আমেরিকানসহ অন্যান্য দেশের নাগরিকদের ভিসা প্রদান অব্যাহত থাকবে।

৪। A-2 শ্রেণীতে জাতিসংঘ ও তার অঙ্গ সংগঠন বলতে WHO, UNDP, FAO, UNFPA, ILO, UNICEF, UNESCO, IMF, WORLD BANK, WFP, IDB ইত্যাদি এবং আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংস্থা বলতে USAID, JICA, JBIC, DFID, CIDA, SIDA, DANIDA, PEACE, CORPS, NORAD, FINNIDA, ICDDRB, ADB, RED CROSS/ RED CRESENT এবং সমশ্রেণীর অন্যান্য সংস্থাকে বুঝাবে।

৫। ভিসা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ ভিসা প্রদানের সময় বর্ণিত শ্রেণী বিন্যাস অনুযায়ী ভিসার শ্রেণী ও নম্বর উল্লেখ করবে। যেমন- Visa No Cons/49(E)06 (প্রযোজ্য শ্রেণী বিন্যাসের চিহ্ন E) তারিখ-৩১ জানুয়ারি ২০০৫ইং (Day/Month/Year)। তবে কম্পিউটার প্রোগামভিত্তিক ভিসা ইস্যু পদ্ধতি শুরু হলে প্রোগ্রাম কোড অনুযায়ী ভিসা নম্বর উল্লেখ করতে হবে।

৬। ভিসা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ (সংশ্লিষ্ট দূতাবাস) ভিসা প্রদানের সময় পাসপোর্ট নিম্নবর্ণিত শর্তসমূহ উল্লেখ করতে হবে ঃ

ক) A1, FA2, FA3, B,C, FE, FJ, M, FM, FN, FP, FPI, R, FR, S,FS, T, TF, TI, শ্রেণীর ভিসা প্রদানকালে ভিসা প্রার্থীর পাসপোর্ট "Employment in Bangladesh paid or unpaid prohibite" সিল প্রদান করতে হবে।

খ) চাকুরী/ কাজ করার উদ্দেশ্যে আগতদের ভিসা প্রদানের সময় "Please apply for work permit to BOI/BEPZA/NGO Affairs Bureaus within 15 days of first entry into Bangladesh" সীল প্রদান করতে হবে।

৭। পাকিস্তান ও ভারত ব্যতীত অন্যান্য দেশ হইতে আগতদের রেজিস্ট্রেশন হইতে অব্যাহতি দিতে হইবে। উক্ত দেশসমূহ হইতে আগতদের ৯০ দিনের অধিক ভিসা নিয়ে বিমানযোগে বাংলাদেশে আগমন করিলে তাহাদের "Special Branch (SB)/ District Special Branch (DSB)/City Special Branch (CSB) of Bangladesh Police. এর কার্যালয়ের পরিবর্তে বিমান বন্দরসমূহে রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করিতে হইবে। স্থল বন্দর দিয়ে আগতদের নিকট DSB/CSB হইতে রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করিতে হইবে। স্থল বন্দর দিয়ে আগতদের নিকটস্থ DSB/CSB হইতে রেজিষ্ট্রেশন সম্পন্ন করিতে হইবে।

৮। পাকিস্তান ও ভারত হতে ৯০ দিনের কম মেয়াদে ভিসা নিয়ে আগতদের ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধির সময় বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর "Please report to respective SB/DSB/CSB/office within 7 days of extension visa" সম্পর্কিত সীল প্রদান নিশ্চিত করিবে।

৯। কার্যানুমতি প্রাপ্তির পর নিরাপত্তা ছাড়পত্র প্রদান প্রক্রিয়াধীন আছে মর্মে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রত্যয়নের ভিত্তিতে মহাপরিচালক, বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর নিজ সন্তুষ্টিক্রমে কার্যানুমতির মেয়াদে অথবা ৬ (ছয়) মাস মেয়াদে (যা কম হবে) বহু ভ্রমণসহ ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধি করতে পারবে। তবে বিরূপ প্রতিবেদন পাওয়া গেলে ভিসা বাতিলপূর্বক দেশ ত্যাগের নির্দেশ দিতে হবে।

১০। যে সকল ভিসা প্রার্থীর কার্যানুমতি এবং/ অথবা নিরাপত্তা ছাড়পত্র প্রক্রিয়াধীন আছে তাদের ক্ষেত্রে বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর নিজ সন্তুষ্টিক্রমে প্রয়োজনে পুনঃ প্রবেশ সুবিধাসহ সর্বোচ্চ ৩ (তিন) মাস পর্যন্ত ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধি করতে পারবে।

১১। ভিসার মেয়াদ উত্তীর্ণের পূর্বে মেয়াদ বৃদ্ধির আবেদন করতে হবে। ভিসার মেয়াদ উত্তীর্ণের পরে আবেদন করলে অতিবাসের (Over-stay) জন্য জরিমানা আরোপযোগ্য হবে।

১২। কোন বিদেশি বাংলাদেশে প্রবেশের পর ভিসা শ্রেণী পরিবর্তন করতে পারবে না। তবে ভিসা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ অসাবধানতাবশত: ভুল শ্রেণীর ভিসা প্রদান করলে তার উপযুক্ত প্রমাণ যাচাই সাপেক্ষে বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর বিনা ফিতে শ্রেণী পরিবর্তন করতে পারবে।

১৩। পুরাতন পাসপোর্টের বৈধ ভিসা নতুন পাসপোর্টে স্থানান্তর করা যাবে।

১৪। নীতিমালার বর্ণিত কোন শর্ত শিথিলের অথবা নীতিমালার বর্ণিত সর্বোচ্চ মেয়াদের অতিরিক্ত ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধির প্রয়োজন হলে তা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করতে হবে

১৫। এই নীতিমালার যে কোন বিষয়ের উপর মতামত/স্পষ্টিকরণ/ নির্দেশনা প্রয়োজন হলে তাতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অনুশাসন প্রযোজ্য হবে।

১৬। নীতিমালায় উল্লেখিত ক্যাটাগরি ব্যতীত অন্য কোন ক্যাটাগরিতে ভিসা প্রদান করা যাবে না। তবে এরূপ অবস্থা যদি সৃষ্টি হয় যে, ভিসা প্রার্থীকে নীতিমালায় উল্লেখিত কোন ক্যাটাগরির ভিসা প্রদান করা যাচ্ছে না সে ক্ষেত্রে তাকে 'টি' শ্রেণীতে ভিসা প্রদান করা যাবে।

১৭। স্বল্প মেয়াদি (তিন মাসের কম) ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে পুলিশ প্রতিবেদনের প্রয়োজন হলে পুলিশের বিশেষ শাখা ১৪ (চৌদ্দ) দিনের মধ্যে প্রতিবেদন দিবে এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে প্রতিবেদন দিবে। যদি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পুলিশ প্রতিবেদন পাওয়া না যায় তবে ৭ (সাত) দিনের সময় দিয়ে তাগিদ দিতে হবে্ উক্ত সময়সীমা অতিবাহিত হলে ভিসা প্রদানে পুলিশের বিশেষ শাখার কোন আপত্তি নেই মর্মে গণ্য করে বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর নিজ সন্তুষ্টিক্রমে ও দায়িত্বে ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধি করবে।

১৮। পুলিশ বিশেষ শাখার প্রতিবেদন আবেদন প্রাপ্তির ১৫ কার্যদিবসের মধ্যে মতামত প্রদান করবে। উক্ত সময়ের মধ্যে মতামত পাওয়া না গেলে আরও ৭ (সাত) কার্য দিবস পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি করা যাবে। তবে বর্ধিত সময়ের মধ্যেও মতামত পাওয়া না গেলে কোন আপত্তি নেই মর্মে ধরে নেয়া হবে। ভিসা প্রার্থীর ভ্রমণের যথার্থতা বিবেচনা করে আবেদনপত্র দাখিলের সময়ে প্রয়োজনে স্বল্প মেয়াদে (অনূর্ধ্ব তিন মাস) ভিসা প্রদান করতে পারবে। তবে ১৫ (পনের) বৎসরের কম বয়সী সন্তানদের ক্ষেত্রে পুলিশ বিশেষ শাখার মতামত গ্রহণ করা প্রয়োজন হবে না।

১৯। সামরিক বাহিনীতে কর্মরত সামরিক/বেসামরিক বিদেশি ব্যক্তিবর্গ এবং সামরিক বাহিনীতে প্রশিক্ষণে আগত ব্যক্তিবর্গের কার্যানুমতি ও নিরাপত্তা ছাড়পত্র বলতে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ (AFD) এর সুপারিশপত্র বুঝাবে। সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশ দূতাবাস/মিশন বাহিনী বিভাগ (AFD) এর সুপারিশক্রমে এ সকল ব্যক্তিবর্গ এবং তাদের পরিবারের নির্ভরশীল সদস্যদেরকে প্রশিক্ষণ/ কর্মের পূর্ণ নিয়োগকালসহ অতিরিক্ত ১ (এক) মাস পর্যন্ত বহুভ্রমণ সুবিধায় ভিসা প্রদান করতে পারবে।

২০। নিয়োগকারী প্রতিনিধি ব্যবসায়িক কাজে স্বল্প মেয়াদে বাংলাদেশে আগমন করতে চাইলে তাকে ই শ্রেণীতে বর্ণিত শর্তাবলির আলোকে এবং চাকুরী নিয়ে বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানে যোগদানের উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করতে চাইলে তাকে E শ্রেণীতে বর্ণিত শর্তাবলির আলোকে ভিসা প্রদান ও মেয়াদ বৃদ্ধি করা যাবে।

২১। ভিন্নরূপ কারণ ব্যতীত Spouse বা নির্ভরশীল/সফরসঙ্গী সমমেয়াদী ভিসা প্রদানের ক্ষেত্রে মূল ভিসা গ্রহণকারীর অনুরূপ সুবিধা যেমন ভ্রমণের সংখ্যা প্রাপ্ত হবেন।

২২। বিদ্যমান নীতিমালা অনুযায়ী প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আগমনকারী বিদেশিদের পুলিশের বিশেষ শাখায় রেজিস্ট্রেশন করতে হবে।

২৩। ভিসা সংক্রান্ত যে কোন বিষয়ে যুগ্মসচিব (রাজনৈতিক), স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় Focal Point হিসাবে কাজ করবে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
**বহিরাগমন শাখা-২**

নং- স্বঃ মঃ (বহি-২/১পি-৭/২০০৮/১০৪৭ তারিখ ঃ ৩০/১২/২০০৮খ্রিঃ

## পরিপত্র

**বিষয় ঃ ভিসানীতি সংশোধন প্রসঙ্গে।**

সূত্র ঃ ১। স্বঃমঃ(বহি-২)/১পি-৭/২০০৬/২৮৭৯, তারিখঃ ১৯ অক্টোবর ২০০৬
২। স্বঃমঃ(বহি-২)১পি-৭/২০০৬/৫১২, তারিখঃ ০৪ এপ্রিল ২০০৭
৩। স্বঃমঃ(বহি-২)/১পি-৭/২০০৬/১৪৩৬, তারিখঃ ১৯ আগস্ট ২০০৭

উপর্যুক্ত সূত্রসমূহে বর্ণিত বিষয়ে জারীকৃত ভিসানীতির সংশ্লিষ্ট ভিসা শ্রেণীর এবং অবশ্যপালনীয় শর্তাবলী নিম্নরূপ সংশোধন, সংযোজন ও পরিবর্তন করা হ'লঃ

| ক্রঃ নং | ভিসা শ্রেণী | শর্তাবলী |
|---|---|---|
| ৭ | ব্যবসায়-বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে আগত বিদেশীর B শ্রেণীতে ভিসা প্রদান | B শ্রেণীতে আগত বিদেশীদের ভিসা প্রদানে বর্তমান ভিসানীতির শর্তাবলী নিম্নরূপভাবে সংশোধিত ও প্রতিস্থাপিত হবে:<br>ক) বিনিয়োগের সম্ভাব্যতা যাচাই/ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রয়োজনে আগমনকারীর অনুকূলে সংশ্লিষ্ট দেশের স্বীকৃত (Recognized) ব্যবসায়ী সমিতি কর্তৃক প্রদত্ত প্রত্যয়নপত্র অথবা বাংলাদেশে অবস্থিত স্থানীয় স্পন্সরের সুপারিশ ও তার ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের যথার্থতা ইত্যাদি বিবেচনা করে প্রকৃত ব্যবসায়ী মর্মে সন্তুষ্ট হয়ে ভিসা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ প্রতি ভ্রমণে ২ (দুই) মাসের অবস্থান শর্তে বহুভ্রমণ সুবিধাসহ সর্বোচ্চ ১ (এক) বছরের ভিসা প্রদান করতে পারবে।<br>খ) ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধির প্রয়োজন হলে বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর উক্ত ব্যবাসায়ীর ব্যবসা পরিচালনা সংক্রান্ত প্রত্যয়নপত্র, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কর পরিশোধ সম্পর্কিত সনদ, স্থানীয় স্পন্সরের সুপারিশ ও অনুকূল পুলিশ প্রতিবেদনের ভিত্তিতে বহুভ্রমণ সুবিধাসহ ৬ (ছয়) মাসের অবস্থান শর্তে ৩ (তিন) বছর মেয়াদে ভিসা বৃদ্ধি করতে পারবে। তবে ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত কাজে প্রায়শ: বাংলাদেশে আগমন করলে এবং প্রচলিত বিধি-বিধাননুযায়ী ব্যবসা/ বাণিজ্যের কাজ সম্পাদন করেছেন মর্মে প্রমাণপত্র/ প্রত্যয়নপত্র থাকলে তা লিপিবদ্ধকরতঃ একই শর্তে ৫ (পাঁচ) বৎসর পর্যন্ত ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধি করা যাবে। |
| ১৪ | যন্ত্রপাতি ও সফটওয়্যার সরবরাহ/স্থাপন/রক্ষণাবেক্ষণ/ তত্ত্বাবধান/প্রকল্প পরিদর্শন এবং এ জাতীয় কাজে আগত বিদেশী ও তার Spouse/ পরিবারের সদস্যদের ভিসা প্রদান (EI । FEI শ্রেণী) | ১) EI শ্রেণীতে আগত বিদেশীদের ভিসা প্রদানে বর্তমান ভিসানীতির শর্তাবলী নিম্নরূপভাবে সংশোধিত ও প্রতিস্থাপিত হবেঃ<br>ক) আমন্ত্রণকারী/ আমদানীকারক প্রতিষ্ঠানে যন্ত্রপাতি/ সফটওয়্যার স্থাপনের জন্য বর্ণিত বিদেশী ব্যক্তিদের আগমন প্রয়োজন মর্মে BIO/BEPZA সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার সুপারিশ, স্থানীয় স্পন্সরের আমন্ত্রনপত্র, আমন্ত্রণকারী/আমদানীকারক প্রতিষ্ঠানের সাথে সংশ্লিষ্ট দেশীয় প্রতিষ্ঠানের সম্পাদিত চুক্তিপত্র, ইত্যাদি বিবেচনা করে ভিসা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ প্রতি ভ্রমণে ০১ (এক) মাসের অবস্থান শর্তে বহুভ্রমণসহ সর্বোচ্চ ০৬ (ছয়) মাস পর্যন্ত ভিসা প্রদান করতে পারবে। |

| ক্র: নং | ভিসা শ্রেণী | শর্তাবলী |
|---|---|---|
| | | খ) তবে অনিবার্যকারণে বাংলাদেশে অবস্থান দীর্ঘায়িত করার প্রয়োজন হলে সেক্ষেত্রে স্থানীয় প্রতিষ্ঠানে প্রত্যায়ন এবং প্রাসঙ্গিক কাগজপত্র বিবেচনা করে বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর ভিসার মেয়াদ ১ (এক) মাস বৃদ্ধি করতে পারবে। এর অতিরিক্ত সময়ের জন্য ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধি করতে হলে স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের সুপারিশ, যথাযথ কর্তৃপক্ষের কার্যানুমতির এবং অনুকূল পুলিশ প্রতিবেদনের প্রয়োজন হবে। বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর কার্যানুমতির মেয়াদকাল পর্যন্ত ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধি করতে পারবে। |
| | FEI শ্রেণী | ২) EI- শ্রেণীতে আগত বিদেশীদের Spouse বা পরিবারের সদস্যদের জন্য বর্তমান ভিসা নীতিমালায় নতুন ভিসা FEI- শ্রেণী অন্তর্ভূক্ত করতে হবে এবং ভিসা প্রদানে নিম্নরূপ শর্তাবলী আরোপিত হবে;<br>ক) Spouse ও পরিবারের নির্ভরশীল সদস্য এ মর্মে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র পরীক্ষান্তে সংশ্লিষ্ট ভিসা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ EI- শ্রেণীতে আগত ব্যক্তির সমমেয়াদী ভিসা প্রদান করতে পারবে।<br>খ) EI- শ্রেণীতে আগত ব্যক্তির ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধি হলে FEI- শ্রেণীতে আগত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের ভিসার মেয়াদ সমমেয়াদে বৃদ্ধি করা যাবে। |
| ২৩ | বে-সরকারী খাতে যৌথ উদ্যোগ বা সম্পূর্ণ বিদেশী বিনিয়োগে স্থাপিত/স্থাপিতব্য শিল্প/বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে বিদেশী পুঁজি ভিসা প্রদান | PI- শ্রেণীতে আগত বিদেশীদের ভিসা প্রদানে বর্তমান ভিসানীতির শর্তাবলী নিম্নরূপভাবে সংশোধিত ও প্রতিস্থাপিত হবে।<br>ক) অপরিবর্তিত।<br>খ) বিনিয়োগের সপক্ষে কাগজপত্রসহ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সুপারিশ এবং বাংলাদেশে বিনিয়োগ অব্যাহত আছে এই মর্মে বিনিয়োগ বোর্ড/বেপজা এর প্রত্যয়ন পত্রের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশ মিশন/দূতাবাস অথবা বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর সর্বোচ্চ ৫ (পাঁচ) বৎসরের বহুভ্রমণ ভিসা প্রদান করতে পারবে। তবে বিনিয়োগকারী তার প্রতিষ্ঠানের কর্মরত হলে কার্যানুমতির প্রয়োজন হবে।<br>গ) বাংলদেশে কোন ভারী শিল্পে অথবা দীর্ঘ মেয়াদে কোন শিল্পে/ ব্যবসায়ে কমপক্ষে ৫ (পাঁচ) মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করেছেন এবং বর্তমানে বিনিয়োগ অব্যাহত আছে মর্মে বিনিয়োগ বোর্ড/ বেপজা কর্তৃক প্রত্যয়নপত্রের ভিত্তিতে বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর উক্ত বিদেশী বিনিয়োগকারীকে “No Required (NVR)” এর সুবিধা প্রদান করবে। |
| ২৯ | ভ্রমণ/পর্যটন/আত্মীয়- স্বজনের সাথে সাক্ষাৎ/ধর্মীয় কারণ/ বেসরকারী সেমিনার/ কর্মশালা/শিক্ষাসফর ইত্যাদি উদ্দেশ্যে আগত বিদেশীদের T শ্রেণীতে ভিসা প্রদান। | T- শ্রেণীতে আগত বিদেশীদের ভিসা প্রদানে বর্তমান ভিসানীতির শর্তাবলী নিম্নরূপভাবে সংশোধিত ও প্রতিস্থাপিত হবে।<br>ক) সংশ্লিষ্ট ভিসা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ সর্বোচ্চ ৩ (তিন) মাসের ভিসা প্রদান করতে পারবে।<br>খ) অপরিবর্তিত।<br>গ) কেবলমাত্র ধর্মীয় কারণে T- শ্রেণীতে আগত কোন বিদেশীর ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধির প্রয়োজন হলে অনুকূল পুলিশ প্রতিবেদনের ভিত্তিতে বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর সর্বোচ্চ ৩ (তিন) মাস পর্যন্ত ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধি করতে পারবে। |

**অবশ্যপালনীয় শর্তাবলীতে কতিপয় শর্ত নিম্নরূপভাবে সংযোজিত হবেঃ**

২৫. চাকরী বা বিনিয়োগ বা ব্যবসায় বা শিক্ষার উদ্দেশ্যে আগত বিদেশী ভিসা সংক্রান্ত কোন তথ্য গোপন করলে বা কোন শর্ত ভঙ্গ করলে নিয়োগকারী/সুপারিশকারী/স্পন্সর প্রদানকারী প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানকে প্রথমবার ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা এবং দ্বিতীয়বার এরূপ অঘটনের জন্য ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা পর্যন্ত জরিমানা ধার্য এবং আদায় করতে হবে।

২৬. ক) পর্যটনের উদ্দেশ্যে সার্কভূক্ত দেশ ব্যতিত অন্য কোন দেশ হতে আগত কোন বিদেশী পার্শ্ববতী কোন দেশ ভ্রমণ শেষে বাংলাদেশে পুনরায় আগমন করতে চাইলে বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর re-entry সহ ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধি করতে পারবে।

খ) ভিসা নিষিদ্ধ তালিকা বহির্ভূত দেশের কোন দেশ হতে পর্যটনের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের আগমন করতে চাইলে সেই দেশে অবস্থিত বাংলাদেশের দূতাবাস/মিশন তাকে T শ্রেণীতে ভিসা প্রদান করতে পারবে।

গ) FET-শ্রেণীতে আগতের পাসপোর্ট Employment of Bangladesh paid or unpaid prohibited সম্পর্কিত সীল প্রদান করতে হবে।

ঘ) ভিসানীতির অবশ্যপালনীয় শর্তাবলীর ১০ নম্বর শর্ত নিম্নলিখিতভাবে সংশোধিত ও প্রতিস্থাপিত হবেঃ

"যে সকল ভিসা প্রার্থীর কার্যানুমতির এবং/ অথবা নিরাপত্তা ছাড়পত্র প্রক্রিয়াধীন আছে তাঁদের ক্ষেত্রে বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর নিজ সন্তুষ্টিক্রমে প্রয়োজনে বহুভ্রমণ সুবিধাসহ সর্বোচ্চ ৩ (তিন) মাস পর্যন্ত ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধি করতে পারবে"।

২৭. যে সব ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরকার কর্তৃক স্বীকৃত নয় সেসব প্রতিষ্ঠানে অধ্যায়নের জন্য আগত বিদেশী ছাত্র/ছাত্রীদের ভিসা প্রদানের কোন সুযোগ নাই।

২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

(শেখ আব্দুর রউফ)
উপ-সচিব (বহিরাগমন)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

**বহিরাগমন শাখা-২**

নং- স্বঃ মঃ (বহি-২)/১পি-৭/২০০৮/১০৪৯ তারিখ ঃ ৩০ ডিসেম্বর ২০০৮খ্রিঃ

## পরিপত্র

**বিষয় ঃ ভিসানীতি সংশোধন প্রসঙ্গে।**

সূত্র ঃ ১। স্ব:ম:(বহি-২)/১পি-৭/২০০৬/২৮৭৯, তারিখঃ ১৯ অক্টোবর ২০০৬
২। স্ব:ম:(বহি-২)১পি-৭/২০০৬/৫১২, তারিখঃ ০৪ এপ্রিল ২০০৭
৩। স্ব:ম:(বহি-২)/১পি-৭/২০০৬/১৪৩৬, তারিখঃ ১৯ আগস্ট ২০০৭

উপযুক্ত সূত্রসমূহে বর্ণিত বিষয়ে জারীকৃত ভিসানীতির সংশ্লিষ্ট ভিসা শ্রেণীর শর্তাদি নিম্নরূপ সংযোজন ও পরিবর্তন করা হ'লঃ

| | | | |
|---|---|---|---|
| ২৭ | S | সরকারের অনুমোদন প্রাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত/ গবেষণারত/ ভর্তিচ্ছু ছাত্র/ ছাত্রী/ গবেষক | ক) বাংলাদেশে অবস্থিত সরকার অনুমোদিত কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়েছে অথবা ভর্তি হবে মর্মে প্রমাণিত কাগজ পত্র, স্পন্সরশীপ ও ব্যাংক গ্যারান্টি পরীক্ষান্তে ভিসা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট ছাত্র/ছাত্রীকে প্রাথমিকভাবে সর্বোচ্চ ০১ (এক) বছরের বহুভ্রমণ ভিসা প্রদান করতে পারবে।<br>এছাড়া কাকরাইল মাদ্রাসায় শুধুমাত্র হেফজখানায় শিক্ষাগ্রহণের উদ্দেশ্যে অধ্যয়নরত/ভর্তিচ্ছুক বিদেশী তাবলীগ সাথীদের অনূর্ধ্ব ১৫ বছর বয়সী সন্তান/ পোষ্যদেরকে বাংলাদেশস্থ তাবলীগ মারকাজের লিখিত সুপারিশ/ প্রত্যয়নপত্রের ভিত্তিতে ভিসা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ প্রাথমিকভাবে সর্বোচ্চ ১ বছরের ভিসা প্রদান করতে পারবে। বাংলাদেশে আগমনের ১৫ দিনের মধ্যে ভিসা গ্রহণকারীদের নিকটস্থ থানায়/ এসবিতে তাদের নাম বাধ্যতামূলক রেজিষ্ট্রেশনভুক্ত করতে হবে।<br>খ) ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সুপারিশ, স্পন্সরশীপ, এদেশে চাকুরীরত নয় মর্মে প্রতিষ্ঠানের প্রত্যয়নপত্র এবং পুলিশ বিশেষ শাখার অনুকূল প্রতিবেদনের ভিত্তিতে শিক্ষাক্রম/ইন্টার্নশীপের মেয়াদে বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর বহুভ্রমণ ভিসা প্রদান করতে পারবে।<br>এছাড়া কাকরাইল মাদ্রাসায় হেফজখানায় অধ্যয়নরত/ পোষ্যরা এদেশে চাকুরীরত নয় এ মর্মে তাবলীগ মারকাজের প্রত্যয়নপত্র এবং পুলিশ বিশেষ শাখা ও গোয়েন্দা সংস্থাসমূহের অনুকূল প্রতিবেদনের ভিত্তিতে শিক্ষাক্রমের মেয়াদ অনুযায়ী বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধি করতে পারবে। তবে কোন অবস্থাতে অধ্যয়নকালীন তাদের বয়স ১৮ বছর অতিক্রান্ত হলে তাদের ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধি করা হবে না। |

২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

(শেখ আব্দুর রউফ)
উপ-সচিব (বহিরাগমন)
তারিখ ঃ ৩০ ডিসেম্বর ২০০৮

নং-স্ব:ম: (বহি-২)/১-পি-৬/২০০৮/১০৪৯

**বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)**

১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ/মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা।

২। সচিব, জনবিভাগ, রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, বঙ্গভবন, ঢাকা।

৩। সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা (যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশোধিত নীতিমালার অনুলিপি সংশ্লিষ্ট সকল বাংলাদেশ দূতাবাস/মিশনে প্রেরণ এবং তাঁদের প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণের অনুরোধ করা হ'ল)

৪। সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

৫। সচিব ..................................... (সংশ্লিষ্ট সকল)।

৬। মহাপরিচালক, প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তর ঢাকা।

৭। মহাপরিচালক, জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা অধিদপ্তর, ঢাকা।

৮। মহাপরিচালক, এন.জি.ও বিষয়ক ব্যুরো

৯। মহাপরিচালক, বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর, ঢাকা।

১০। নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিনিয়োগ বোর্ড, ঢাকা।

১১। নির্বাহী চেয়ারম্যান, বেপজা, ধানমন্ডি, ঢাকা।

১২। অতিরিক্ত মহাপুলিশ পরিদর্শক, এসবি, ঢাকা।

১৩। সভাপতি এফ.বি.সি.সি. আই, ঢাকা।

১৪। চেয়ারম্যান, এফ.আই.সি.সি.আই.ঢাকা।

১৫। উপসচিব (নিরাপত্তা/আইন/প্রশাসন), স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
**বহিরাগমন শাখা-২**

নং- স্বঃ মঃ (বহি-২/১পি-৭/২০০৬/১৪৩৫ তারিখ ঃ ১৯ আগষ্ট ২০০৭খ্রিঃ

## পরিপত্র

**বিষয় ঃ পাসপোর্টে** No Visa Required for Travel to Bangladesh" **সীল প্রদান প্রসঙ্গে।**

সূত্র ঃ ১) স্বঃ মঃ (বহি-২)/১পি-৭/২০০৬/২৮৮০, তারিখ ১৯ অক্টোবর ২০০৬
২) স্বঃ মঃ (বহি-২)/১পি-৭/২০০৬/৫১৪, তারিখ ৪ এপ্রিল ২০০৭

উপর্যুক্ত সূত্রদ্বয়ে বর্ণিত বিষয়ে জারীকৃত পরিপত্র নিম্নরূপ সংশোধন, সংযোজন ও পরিবর্তন করা হ'লঃ

০২। বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত, সার্কভূক্ত দেশসমূহ ব্যতীত, বিশ্বের যে কোন দেশের নাগরিকত্ব গ্রহণকরী ব্যক্তি ও তাঁদের স্ত্রী/সন্তানদের এবং বাংলাদেশী নাগরিকের বিদেশী স্ত্রী ও তাদের সন্তানদের বাংলাদেশে আগমন ও অবস্থান সহজতর করার জন্য তাঁদের বিদেশী পাসপোর্টে "No Visa Required for Travel to Bangladesh" সীল প্রদান করা যাবে। নিম্নলিখিত শর্তাদি পূরণ সাপেক্ষে বিদেশস্থ বাংলাদেশ দূতাবাস/মিশন এবং বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর উপরোল্লেখিত ব্যক্তিদের বিদেশী পাসপোর্ট "No Visa Required for Travel to Bangladesh" সীল প্রদান করবে।

০৩। **শর্তাদি** ।

ক) বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত ব্যক্তির ক্ষেত্রে ঃ

ধ. দ্বৈত নাগরিকত্ব সনদপত্র,

অথবা

ন. বৈধ বাংলাদেশী পাসপোর্ট,

প. বিদেশী নাগরিকত্ব গ্রহণের পূর্বেকার বাংলাদেশী পাসপোর্ট/ইউনিয়ন পরিষদ/পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক প্রদত্ত জন্মসংক্রান্ত/ নাগরিকত্বের প্রত্যয়নপত্র এবং পুলিশ বিশেষ শাখার অনুকুল প্রতিবেদন।

খ) আদিসূত্রে বাংলাদেশী এবং বর্তমানে বিদেশী নাগরিকত্ব গ্রহণকারী ব্যক্তির বিদেশী স্ত্রী ও সন্তানদের ক্ষেত্রেঃ

- পিতা/মাতা/স্বামীর বৈধ বাংলাদেশী পাসপোর্ট/দ্বৈত নাগরিকত্বের সনদ অথবা বিদেশী নাগরিকত্ব গ্রহণের পূর্বেকার পিতা/মাতা/স্বামীর বাংলাদেশী পাসপোর্ট/ইউনিয়ন পরিষদ/ সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক প্রদত্ত পিতা/মাতা/স্বামীর জন্মসংক্রান্ত/নাগরিকত্বের প্রত্যয়নপত্র এবং
- পিতা/মাতা/স্বামী কর্তৃক স্ত্রী/সন্তান মর্মে প্রদত্ত হলফ নামা এবং পুলিশ বিশেষ শাখার অনুকূল প্রতিবেদন।

গ) বাংলাদেশী নাগরিকের বিদেশী স্ত্রী ও সন্তানদের ক্ষেত্রে ঃ

- পিতা/মাতা/স্বামীর বাংলাদেশী পাসপোর্ট/ইউনিয়ন পরিষদ/পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক জন্মসংক্রান্ত /নাগরিকত্বের প্রত্যয়নপত্র এবং
- বিবাহের সনদপত্র (স্ত্রীর ক্ষেত্রে), এবং
- পিতা/মাতা/স্বামী কর্তৃক বিদেশী স্ত্রী/সন্তানদের অনকূলে প্রদত্ত হলফনামা এবং
- পুলিশ বিশেষ শাখার অনুকূল প্রতিবেদন।

ঘ) ইউরোপ, যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা ও নিউজিল্যান্ডের নাগরিকত্ব গ্রহণকারী বাংলাদেশীদের বিদেশী পাসপোর্ট No Visa Required for Travel to Bangladesh" (NVR)" গ্রহণের ক্ষেত্রে পুলিশ প্রতিবেদনের প্রয়োজন হবে না। তবে আবেদনকারীর বাংলাদেশী নাগরিকত্ব প্রমাণের জন্য সরকার কর্তৃক নাগরিকত্ব সনদ দাখিল করতে হবে।

৪। ৩(ঘ) এ বর্ণিত দেশসমূহ ব্যতীত অন্যান্য দেশের সংশ্লিষ্ট দূতাবাস থেকে তদন্তের জন্য প্রাপ্ত আবেদনপত্রটির উপর ৪৫(পঁয়তাল্লিশ)দিনের মধ্যে পুলিশ বিশেষ শাখা তদন্ত কাজ সম্পন্নপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রতিবেদন না পাওয়া গেলে সংশ্লিষ্ট সংস্থার কোন আপত্তি নেই মর্মে ধরে নেয়া হবে।

৫। দ্বৈত নাগরিকত্ব গ্রহণ ব্যতিত বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত বিদেশী নাগরিকগণ বাংলাদেশী পাসপোর্ট ব্যবহার করতে পারবে না।

৬। পাসপোর্টের মেয়াদ যতদিন থাকবে No Visa Required for Travel to Bangladesh" সুবিধা ততদিন বহাল থাকবে এবং পাসপোর্ট বাতিল হলে উক্ত সুবিধাও বাতিল বলে গণ্য হবে। বিদ্যমান No Visa Required for Travel to Bangladesh" সীল নতুন পাসপোর্ট স্থানান্তরের ক্ষেত্রে মাথাপিছু ৫০(পঞ্চাশ) মার্কিন ডলার অথবা সমপরিমাণ অর্থ ফি বাবদ প্রদান করতে হবে।

৭। এই পরিপত্র কার্যকর হওয়ার সাথে সাথে No Visa Required for Travel to Bangladesh" প্রদান সংক্রান্ত জারীকৃত পূর্বের সকল পরিপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে।

০৮ এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

**(শেখ আব্দুর রউফ)**
উপসচিব (বহিরাগমন)

**বিতরণ ঃ জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)**

১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ/মুখ্য সচিব, প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়, ঢাকা।
২। সচিব, জনবিভাগ, রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, বঙ্গবভন, ঢাকা।
৩। সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা (যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য সংশোধিত নীতিমালার অনুলিপি সংশ্লিষ্ট সকল বাংলাদেশ দূতাবাস/মিশনে প্রেরণের অনুরোধ করা হল)।
৪। সচিব.........................................................................(সংশ্লিষ্ট সকল)
৫। বাংলাদেশ দূতাবাস/মিশন..................................................(সকল)
৬। মহাপরিচালক, প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তর, ঢাকা।
৭। মহাপরিচালক, জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা অধিদপ্তর, ঢাকা।
৮। মহাপরিচালক, এন,জি,ও বিষয়ক ব্যুরো, ঢাকা।
৯। মহাপরিচালক বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর, ঢাকা।
১০। নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিনিয়োগ বোর্ড, ঢাকা।
১১। নির্বাহী চেয়ারম্যান, বেপজা, ধানমন্ডি, ঢাকা।
১২। অতিরিক্ত মহাপুলিশ পরিদর্শক, এস বি. ঢাকা।
১৩। সভাপতি, এফ. আই.সি.সি. আই, ঢাকা।
১৪। চেয়ারম্যান, এফ.আই.সি.সি.আই, ঢাকা।
১৫। উপসচিব (নিরাপত্তা) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

**(শেখ আব্দুর রউফ)**
উপসচিব (বহিরাগমন)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

**বহিরাগমন শাখা-৩**

নং- স্বঃ মঃ (বহি-৩)/বিবিধ-০১/২০০৭/১৯০১ তারিখঃ ১০/০৯/২০০৭খ্রিঃ

# পরিপত্র

**বিষয় ঃ বৈবাহিক অবস্থা সম্পর্কিত সনদপত্র প্রদান প্রসঙ্গে।**

প্রবাসী বাংলাদেশীদের বৈবাহিক অবস্থা সম্পর্কিত সনদপত্র প্রদানের বিষয়ে সরকার নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে ঃ

(ক) দূতাবাস বা মিশনের মাধ্যমে অথবা আবেদনকারীর পক্ষে দেশে নিকট আত্মীয়-স্বজনের মাধ্যমে অথবা দেশে অবস্থাকালীন সময়ে আবেদনকারী নিজে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের নিকট বৈবাহিক অবস্থা সম্পর্কিত সনদপত্রের জন্য আবেদন করতে পারবেন।

(খ) আবেদনপত্রের সাথে নিম্নোক্ত কাগজপত্র দাখিল করতে হবে ঃ

১. ম্যাজিস্ট্রেট/নোটারী পাবলিক এর নিকট সম্পাদিত বৈবাহিক অবস্থা সম্পর্কিত এফিডেভিট;

২. সনদপত্র ফি বাবদ ৫০০/- (পাঁচশত) টাকা ব্যাংক চালানোর মাধ্যমে ১-২২০১-০০০১-২৬৮১ নং খাতে জমা সংক্রান্ত চালানোর কপি;

৩. চেয়ারম্যান/ওয়ার্ড কমিশনার কর্তৃক প্রদত্ত নাগরিকত্ব সনদপত্র;

৪. আবেদনকারীর পাসপোর্ট সাইজের ১ কপি ছবি ।

(গ) আবেদনপত্রে বর্ণিত তথ্যাদির সঠিকতা পুলিশ বিশেষ শাখার মাধ্যমে যাচাই করতে হবে।

(ঘ) পুলিশ বিশেষ শাখা হতে প্রাপ্ত সন্তোষজনক প্রতিবেদনের ভিত্তিতে জেলা প্রশাসক অথবা তাঁর মনোনীত কর্মমর্তা বৈবাহিক অবস্থা সম্পর্কিত সনদপত্র ইস্যু করবেন।

(ঙ) জেলা প্রশাসক অবস্থা কর্তৃক প্রদত্ত সনদপত্র পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে পৃষ্ঠাংকন করার লক্ষ্যে জেলা প্রশাসকগণ সনদপত্র পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে আগ্রাগামী করবেন।

২। এ আদেশ জনস্বার্থে জারী করা হলো এবং অবিলম্বে কার্যকর হবে।

(সৈয়দা নওয়ারা জাহান)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন ঃ ৭১৭৩০৫৩

**বিতরণ ঃ (জ্যৈষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)**

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।
২. মুখ্য সচিব, প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়, ঢাকা।
৩. সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৪. সচিব, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫. মহা পুলিশ পরিদর্শক, পুলিশ সদর দপ্তর, ঢাকা।
৬. বিভাগীয় কমিশনার...................................................................(সকল)।
৭. অতিরিক্ত মহা পুলিশ পরিদর্শক, বিশেষ শাখা, ঢাকা।।
৮. জেলা প্রশাসক ..........................................................................(সকল)।
৯. পুলিশ সুপার ........................................................................... (সকল)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

**বহিরাগমন-১**

নং- Mis (T&O)-05/11/Immi-1/231 ১৫ মার্চ ২০১১

## পরিপত্র

**বিষয় ঃ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন নন-ট্যাক্স রেভিনিউ আইটেমসমূহের রেট নির্ধারণ/ পুনঃনির্ধারণ প্রসঙ্গে।**

সূত্র ঃ ক. স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বহিরাগমন শাখা-৩ এর স্মারক নং বিবিধ-১০/২০০২ (বহি-৩)/১০৬৫: ১৪.০৭.০২
খ.অর্থ বিভাগের স্মারক নং-০৭.১৪৩.০৫৪.০২.০০.০৭১.১৯৯৯-১৫; ০২.০২.২০১১

উপর্যুক্ত বিষয়ে এ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ইতপূর্বে জারীকৃত ‘ক’ নং সূত্রে বর্ণিত পরিপত্রটির নিম্নরূপ সংশোধন/সংযোজন করা হ’ল-

**ক. নাগরিকত্ব সংক্রান্ত আইটেমসমূহের ফি ঃ**

| ক্র.ম. | বিবরণ | নির্ধরিত ফি |
|---|---|---|
| ০১. | বৈবাহিক অবস্থার সনদ | ৭০০/- |
| ০২. | পুলিশি প্রত্যয়নপত্র (পিসিসি) | ৫০০/- |
| ০৩. | নাগরিকত্ব পরিত্যাগ | ৫,০০০/- |
| ০৪. | দ্বৈত নাগরিকত্ব অর্জন | ৫,০০০/- |
| ০৫. | সাধারণ নাগরিকত্ব অর্জন | ৪,০০০/- |
| ০৬. | মন্ত্রণালয় কর্তৃক দলিলাদির সত্যায়ন (বহিরাগমনের উদ্দেশ্যে) | ২০০/- |
| ০৭. | স্থায়ী নিবাসকরণের আবেদন | ৭,০০০/- |
| ০৮. | আইনানুগ অভিভাবকের তত্ত্বাবধানে নাবালক সন্তানের বিদেশ গমণের অনাপত্তি পত্র | ১,০০০/- |

**খ. আংগুলের ছাপ পরীক্ষণ ও আলোকচিত্র গ্রহণ সংক্রান্ত আইটেমসমূহের ফি ঃ**

| ক্র.ম. | বিবরণ | নির্ধরিত ফি |
|---|---|---|
| ০১. | বিশারদ কর্তৃক (অংগুলাংক পরীক্ষা) মতামত প্রদান বাবদ (প্রতিটি মামলা) | ৫০০/- |
| ০২. | ফিংগার প্রিন্টের প্রতিটি বর্ধিত আলোকচিত্র গ্রহণ ও সরবরাহের বাবদ | ৪০/- |
| ০৩. | বিদেশগামীদের আংগুলের ছাপ গ্রহণ বাবদ (প্রতি সেট) | ৫০০/- |
| ০৪. | বিশারদ কর্তৃক (হস্তলিপি পরীক্ষা) মতামত প্রদান বাবদ ফি (প্রতি মামলা) | ৫০০/- |
| ০৫. | হস্তলিপি প্রতিটি বর্ধিত আলোকচিত্র গ্রহণ ও সরবরাহ বাবদ | ৫০/- |

০২. বর্ণিত সকল আইটেমসমূহের ফি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অর্থনৈতিক কোড নং- ১-২২০১-০০০১-২৬৮১ এর অনুকূলে প্রদেয়/ আদায়যোগ্য হবে।

০৩. বর্ণিত সংশোধন/সংযোজনের বিষয়ে অর্থ বিভাগের সম্মতি রয়েছে।

০৪. জনস্বার্থে এ আদেশ জারী করা হল এবং তা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

(ড. শাহিদা আকতার)
উপসচিব
ফোন-৭১৬৮৬৬১

**বিতরণ ঃ (সদয় অবগতি ও কার্যার্থে)**

০১. মন্ত্রি পরিষদ সচিব, মন্ত্রি পরিষদ বিভাগ/ মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা
০২. সচিব, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়, ঢাকা
০৩. সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় (বিদেশে অবস্থিত সকল বাংলাদেশ হাইকমিশন/দূতাবাস সমূহকে অবহিত করার অনুরোধসহ)
০৪. সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
০৫. সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, ঢাকা
০৬. আইজিপি, পুলিশ হেডকোয়ার্টাস, ঢাকা
০৭. মহাপরিচালক, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ
০৮. মহাপরিচালক, কোস্টগার্ড, ঢাকা
০৯. মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি অধিদপ্তর, ঢাকা
১০. কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর, ঢাকা
১১. মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, ঢাকা
১২. মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, ঢাকা
১৩. মহাপরিচালক, বহিরাগম ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর, ঢাকা
১৪. বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা/ চট্টগ্রাম/ রাজশাহী/খুলনা/সিলেট/বরিশাল/রংপুর
১৫. উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরম প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও/ ঢাকা (পরিপত্রটি গেজেটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
১৬. পুলিশ কমিশনার, ডিএমপি/সিএমপি/আরএমপি/কেএমপি
১৭. মহাপরিচালক, প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তর, ঢাকা
১৮. মহাপরিচালক, জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা অধিদপ্তর, ঢাকা
১৯. অতিরিক্ত পুলিশ পরিদর্শক, সিআইডি, ঢাকা
২০. অতিরিক্ত মহাপুলিশ পরিদর্শক, এস বি, ঢাকা
২১. উপসচিব, বহিরাগম অধিশাখা-২/৩/৪, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা
২২. উপসচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব, প্রশাসন শাখা-১/২, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা
২৩. জেলা প্রশাসক, .......................................... জেলা (সংশ্লিষ্ট সকল)